









ভগবদ্ব্যাস-প্রণীতং

ব্রহ্মসূত্রং নাম

বেদান্তদর্শনম্।

১ম অধ্যায়ঃ।

পরমহংসপবিত্রোক্তাচার্য্য শঙ্করভগবৎকৃত 'শারীরকমীমাংসা' নামক-ভাষ্য-  
মহামহোপাধ্যায় শ্রীবাচস্পতিমিশ্রকৃত 'ভামতী'-টীকা-  
শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশকৃত 'সূত্রার্থসংক্ষেপ'-  
'ভাষ্যামুবাদ'-সমেতম্।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ পরিশোধিতম্।

পরলোকগতায়ঃ

কমলমণি-দাস্যঃ

প্রায়গপ্রাকালীনসংকলিতপরিপূর্তিমতীপত্নী তত্ত্বভূগা

শ্রীমতিলাল ঘোষদাসেন

নরসিংস্লেনস্থিত ২ সংখ্যাকভবনে

প্রকাশিতম্।

কলিকাতা রাজ্জধান্যাং

২২ নং ওল্ডবৈটকথানাসেকেগুলেনস্থিত

পোস্টডিম্প্যাচ্‌মেশিনপ্রেসে

শ্রীরমানাথ ঘোষণ মুদ্রিতম্।

বঙ্গাব্দ ১২৯৪।

[ All Rights Reserved. ]



## বিজ্ঞাপন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার মুখ-  
পত্রিকায় যে রমণীর নাম সন্নিবিষ্ট হইল, সেই রমণীর জীৱন ব্যয়ে তাঁহারই  
স্মারক-চিহ্নরূপ বেদান্তদর্শন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে চলিল।

মনীয় পত্নী কমলমণি দাসী পরলোক যাত্রাকালে আমায় বলিয়া যান,  
“আমার যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ থাকিল, তাহা যেন কোন এক হিতকর কার্যে  
ব্যয়িত হয়।” আমার শৈশ্বে মনে আছে, তিনি জীবদ্দশায় অপব্যয় করিতে  
ভাল বাসিতেন না। ছুখী বালকদিগকে স্কুলে পড়িবার খরচ দেওয়া, তাহা-  
দিগকে পুস্তকাদি কিনিয়া দেওয়া, এইরূপ এইরূপ কার্যে ব্যয় করা তাঁহার  
অভিপ্রের্ত ছিল, তদ্বিষয়ে যত্নও ছিল। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও গোবিন্দচন্দ্র-  
পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে আমাকে শাস্ত্র পড়াইতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি  
দুই একবার এরূপ কথা বলিয়াছিলেন যে, “জ্ঞানভাণ্ডার ভগবদ্গীতা কি  
কোন একখানি ভাল বেদান্ত গ্রন্থ বেশ পরিষ্কার বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে  
কি ব্যয় লাগে?” পরে অধিক ব্যয় হয় শুনিয়া যদিও তিনি এরূপ কথা আর  
বলেন নাই, তথাপি এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, বোধ হয় তাঁহার এরূপ  
কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ছিল। এইরূপ চিন্তার বশবর্তী  
হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় (আত্ম-তত্ত্ব দর্শন-প্রকাশক)  
মহাশয়ের পরামর্শে আমি তাঁহার সেই যৎকিঞ্চিৎ জীৱন বেদান্তদর্শন-  
প্রচাররূপ স্মৃহৎ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে  
ইহা সমাপ্ত হইলেই আমি তাঁহার নিকট কতকটা অর্থী হইতে পারি, এরূপ  
বিশ্বাস করি। যদি তাঁহার প্রচুর অর্থ থাকিত তাহা হইলে ইহা বিনা  
মূল্যে বিতরণ করিতে পারিতাম; কিন্তু অর্থের অন্ততাহেতু ভবিষ্যৎ চিন্তা  
করিয়া ইহার যথোচিত মূল্য অবধারণ করিলাম।

প্রকাশকত্ব।

**R M I C LIBRARY**

Acc. No. 132639

Class No. 181.45  
B3A

D 23.12.8

SS9

SS9

Bk. Card

Check-d



## পাতনিকা ।

নির্ণয় সংশয়-সাপেক্ষ । সংশয় না থাকিলে নির্ণয়-ইচ্ছা অথবা বিচারপ্রবৃত্তি কিছুই হয় না । বাহ্যতে সংশয় থাকে তাহাই নির্ণেয় হয়—বিচার্য্য হয়—যদি জাহাতে প্রয়োজন থাকে । সংশয় নাই, প্রয়োজন নাই, অথচ বিচার,—একপ হয় না । ঐ অব্যভিচারিত নিয়মের প্রতি ও জ্ঞান-ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র বৃথা বা নিষ্ফল । কেননা, প্রাণিমাত্রেরই অসন্দিগ্ধ আত্মজ্ঞান আছে ; সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই । সকলেই আমি আমি করে,—সকলেই অহং এতদ্রূপে আপনাকে জানে,—আমি ইহা কি না, আছি কি না, কেহই একপ সন্দেহ করে না । সুতরাং অহং-এতদ্রূপ অমুভব প্রমাণের দ্বারা স্থির হয় যে, প্রাণিমাত্রেরই অসন্দিগ্ধ আত্মজ্ঞানী । যদি তাহাই হইল,—অর্থাৎ যদি প্রাণিমাত্রেরই সম্ভাব্যতঃ আত্মজ্ঞান থাকিল,—তাহা হইলে তাহার আবার নির্ণয় কি ? নূতন কি নির্ণয় হইবে ? বিচারে কি ফল ফলিবে ? তাহার জন্য কে ? আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র নিষ্ফল—পিষ্টপেষণতুল্য নিষ্ফল । পরাস্তরে আবার ইহাও মনে হইতে পারে যে, না—বেদান্তশাস্ত্র নিষ্ফল নহে,—সকল । কেননা, মনুষ্যমাত্রেরই আত্মজ্ঞানী, সকলেই আপনাকে জানে, আপনাকে অহং এতদ্রূপে অমুভব করে,—একথা সত্য ; কিন্তু তাহার আপনার অব্যভিচারিত স্থিরতর রূপটি জানে না । তাহাদের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান আছে সত্য ; কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান নাই । অর্থাৎ “আমি অমুক বা এতৎস্বরূপ” এরূপ কোন স্থিরতর জ্ঞান নাই । থাকিলে কেন তাহারা একবার দেহাদির প্রতি আত্মজ্ঞান (আমি এতদ্রূপ জ্ঞান) স্থাপন করিয়া আবার তাহাদিগকেই আমার বলিয়া উল্লেখ করে ? জীব একবার বলে আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি,—আবার বলে আমি ধর্ম, আমি কুর্জ, আমি অন্ধ, আমি বামন, আমি উন্নত । অতএব “আমি”-জ্ঞানের স্থির অবলম্বন না থাকায় আমি বা আত্মা কেবল “আমি”-জ্ঞানের জ্যেষ্ঠ, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না । কাষেই স্বীকার করিতে হইতেছে, জীবের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান থাকিলেও তাহার বিশেষতত্ত্ব জানা নাই । যখন বিশেষতত্ত্ব জানা নাই তখন অবশ্যই সংশয় আছে । সন্দ্বীকারে না থাকুক, অন্ততঃ সন্দ্বীকারেও আছে । সে সংশয় ব্যবহারকালে উপস্থিত না হউক, প্রণিধানকালে উপস্থিত হয় । মোহকালে না হউক, হৈর্ধ্য-

কালে হয়। জীব যখনই স্থিরচিত্তে ভাবিবে যে “আমি কি? কিংবদন্তি?” তখনই সে সংশয়িত হইবে—বুদ্ধি আমি? না মন আমি? কি আমি? এই সকল পর্যালোচনা করিয়া, ভগবান শঙ্করাচার্য্য, প্রথমতঃ “আমি” “আমার” ইত্যাদি অনাদিসিদ্ধ ও লোকসিদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল তত্ত্ব কি? কারণই বা কি? তাহা নির্ণয় করিয়াছেন, পশ্চাৎ তদন্তযোগী যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া স্মৃগভীর ব্রহ্মহৃদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ প্রথমাংশটি ‘তাহার’ ভাষ্যের ভূমিকাস্বরূপ। এক্ষণে উহা অধ্যাস-ভাষ্য নামে বিখ্যাত। এমন চমৎকার ভূমিকা কোনও ব্যাখ্যাকাব লিখিতে পারেন নাই। এই ভূমিকার দ্বারা ই তিনি অধ্যাসবাদ বা ভ্রমবাদ দূত্ব অর্থাৎ অবিচালা করিয়াছেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে, জীব আমি আমি করে বটে; কিন্তু তাহার যথার্থ স্বরূপটি যে কি—তাহা তাহারা জানে না। কারণ, কেবল মাত্র অহংবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ “আমি”-জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানা হয় না। অহংবৃত্তির প্রতি বিশ্বাস কি? উহা কখন দেহাদি অবলম্বন করিয়া উদ্ভিত হইতেছে, কখন বা কেবলমাত্র চৈতন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে। সুতরাং আমি বা আত্মা অহংবৃত্তির অর্থাৎ আমি-এতদ্বয় জ্ঞানের স্থির বিষয় বা অব্যভিচারিত আলম্বন নহে। সংসারকালে, মোহকালে, ব্যবহারকালে, ঐ তত্ত্বের প্রক্ষুব্ধ হয় না বটে; কিন্তু প্রবিধানকালে উহা স্পষ্ট প্রতিভূত হয়। প্রবিধানকালে ইহাও প্রতীত হয় যে, চৈতন্যরূপী আত্মা বা আমি অহংবৃত্তির ব্যাধ্য অর্থাৎ অহংবৃত্তি-উপলক্ষিত ক্ষুরণ মাত্র অথচ তদ্বৃত্তির সহিত তাহার লিপ্ততা নাই। সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। তবে যে দেহাদির সহিত তাহার লিপ্ততাপ্রতীতি হয়—তাহা বিদ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বিদ্রম বা অধ্যাস বলেই ঐরূপ অবিবিক্ত প্রতীতি হইয়া থাকে। যদিও অধ্যাসের বিরুদ্ধে যুক্তি থাকি দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ অহংজ্ঞান অধ্যাস্ত নহে, এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, তথাপি তাহা (অধ্যাস) অনিবার্য্য। শত সহস্র যুক্তি একত্রিত হইলেও অহংজ্ঞানের অধ্যাস্ততা নিবারণ কবিত্তে সক্ষম হইবে না। এই অভিপ্রায়ে, ঐ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য, জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ জীবের অহংজ্ঞান অধ্যাস্ত কিনা, এইরূপ একটা শঙ্কা উত্থাপন করিয়া সে শঙ্কা যুক্তির দ্বারা “অধ্যাস্ত না” এই রূপে দূত করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যুদ্ধ... যুক্তি;—এই পর্য্যন্ত শঙ্কাভাষ্য এবং তথাপি.....ব্যবহারঃ;—এই পর্য্যন্ত তাহার পরিহার ভাষ্য।



# বেদান্তদর্শনম্ ।

“ভাগতী”-টীকাশ্রিত-শাক্তরভাষ্য-সহিতম্ ।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

টীকা কুতোমদলাচরণম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

অনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য প্রভবতো-

বিবর্ত্তা যস্যৈতে বিয়দনিলতেজোহববনয়ঃ ।

যতশ্চাভূদ্বিশ্বং চরমচরমূচ্চাবচমিদং

নমামস্তদ্রূপাপরিমিতস্বখজ্ঞানমমৃতম্ ॥ ১ ॥

নিশ্চিস্তমস্য বেদা বীক্ষিতমেতস্য পঞ্চভূতানি ।

স্মিতমেতস্য চরাচর-মস্য চ স্পৃশ্যং মহাপ্রলয়ঃ ॥ ২ ॥

যচ্ছিরৈশ্চরুপেতায় বিবিধৈরব্যায়ৈরপি ।

শাস্ত্রতায় নমস্কুর্মোবেদায় চ ভবায় চ ॥ ৩ ॥

সার্বভৌতিককস্মি-মহাগণপতীন্ বয়ম্ ।

বিধবন্দ্যান্ নমস্যামঃ সৰ্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মসূত্রকৃতে তস্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে ।

জ্ঞানশক্ত্যবতারায় নমোভগবতোহরেঃ ॥ ৫ ॥

নহা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্ ।

ভাম্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে ॥ ৬ ॥

আচার্য্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বচোহস্মদাদীনাম্ ।

রথোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি ॥ ৭ ॥

টীকাপ্রারম্ভঃ ।

অথ যদিহ সন্দেহমপ্রয়োজনং চ ন তৎপ্রেক্ষ্যবৎপ্রতিপিন্ সাগোচরো,  
যথা সমনস্কেন্দ্রিয়সনিকূটঃ স্মৃতিগলোকমধ্যাবতী যটঃ করটোদকো বা, তদা



চেদৎ ব্রহ্মেতি ব্যাপকবিকল্পোপলব্ধিঃ। তথাহি, “ব্রহ্মত্বাবহংগত্যাগ্নৈব  
 ব্রহ্মেতি গীয়তে”। স চায়মাকীটপতঞ্জল্য আ চ দেবর্ষিভ্যঃ প্রাণত্বাচ্ছ-  
 সৈদংকারাস্পদেভ্যোদেহেস্ত্রিয়মনোবুদ্ধিবিশয়েভ্যোবিবেকনাহমিত্যাস-  
 ন্নিধাবিপৰ্য্যস্তাপরোক্ষানুভবসিদ্ধি ইতি ন জিজ্ঞাসাস্পদম্। ন হি জাতু  
 কশ্চিদত্র সংদিক্ষেহহং বা নাহং বেতি, ন চ বিপর্য্যাস্যতি নাহংমেবেতি। ন  
 চাহং ক্লেশঃ স্থলোগচ্ছামীত্যাদিদেহধৰ্মসামান্যধিকরণাদর্শনাৎ দেহাল-  
 য়নোহ্রমহংকার ইতি সাপ্ততম্। তদালম্বনম্ হি যোহহং বালো  
 পিতরাবহভবং স এব স্থাবিরে প্রণপ্তুনুভবামীতি প্রতিসন্ধানং  
 ন ভবেৎ। ন হি বালস্থবিরয়োঃ শরীরয়োরস্তি মনোগপি প্রত্যভিজ্ঞান-  
 গচ্ছৌষ্মেনৈকত্বমধ্যবসীয়েত। তস্মাৎ যেষু ব্যাবৰ্ত্ত্যমানেষু যদনুবর্ত্ততে  
 তত্তেভ্যোভিন্নম্। যথা কুসুমৈভ্যঃ স্তব্ধম্। তথা চ বালাদিশরীরেষু  
 ব্যাবৰ্ত্ত্যমানেষুপি পরস্পরমহংকারাস্পদমনুবর্ত্তমানং তেভ্যো ভিন্দ্যতে।  
 অপি চ স্বপ্নাস্তে দিব্যং শরীরভেদমাত্মায় তদ্ব্যবহিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জান এক-  
 প্রতিবুদ্ধৌ মনুষ্যশরীরমাত্মানং পশ্যন্নাহং দেবো মনুষ্য এবতি দেবশরীরে  
 বাধ্যমানেহপ্যাহমাস্পদমবাস্যমানং শরীরান্তিন্নং প্রতিপদ্যতে। অপি চ  
 যোগিব্যাক্তঃ শরীরভেদেহপ্যাত্মানমভিন্নমনুভবতীতি নাহংকারালম্বনং  
 দেহঃ। অতএব নেস্ত্রিয়াণ্যাস্যালম্বনম্। ইন্দ্রিয়ভেদেহপি যোহহমজ্ঞঃ  
 স এবৈবতি স্পৃশ্যামীত্যাহমালম্বনম্য প্রত্যভিজ্ঞানং। বিষয়েভ্যস্তস্য বিবেকঃ  
 স্থবীরানুব। বুদ্ধিমনসোচ্চ করণয়োহমিতিকর্তৃপ্রতিভাসপ্রখ্যানালম্বনজ্ঞা-  
 যোগঃ। ক্লেশোহহমজ্ঞোহমিত্যাদয়শ্চ প্রয়োগা। অসত্যভেদে কথঞ্চিৎ  
 মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীত্যাদিবদৌপচারিকা ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। তস্মাদিদধ-  
 কারাস্পদেভ্যোদেহেস্ত্রিয়মনোবুদ্ধিবিশয়েভ্যোব্যাহৃতঃ স্ফুটতরাহমনুভব-  
 গম্য আত্মা সংশয়াভাবাদজিজ্ঞাস্য ইতি সিদ্ধম্। অপ্ৰয়োজনত্বাচ্চ  
 তথাহি,—সংসারনিবৃত্তিরপৰ্ণ ইহ প্রয়োজনং বিবক্ষিতম্। সংসারশ্চ  
 আত্মযাথাত্মাননুভবনিমিত্ত আত্মযাথাত্মজ্ঞানেন নিবর্ত্তনীয়ঃ। স চেদয়  
 মনাদিরনাদিনাত্মযাথাত্মজ্ঞানেন সহানুবর্ত্ততে কুতোহস্য নিবৃত্তিরবিরো-  
 ধাৎ। কৃতস্তাথাত্মযাথাত্মাননুভবঃ। ন হ্যহমিত্যানুভবাদন্যদাত্মযাথাত্ম-  
 জ্ঞানমস্তি। ন চাহমিতি সাক্ষজ্ঞানস্ফুটতরানুভবসমর্থিত আত্মা দেহে-  
 স্ত্রিয়াদিব্যতিরিক্তঃ শক্য উপনিষদাং সহশ্রৈরপান্যথনিতুমনুভববিরোধাৎ।  
 ন হ্যাংগমাঃ সহস্রমপি ঘটং পটয়িতুमीশতে। তস্মাদনুভববিরোধোদ্বপ-  
 চরিতার্থা এবোপনিষদ ইতি যুক্তমুৎপশ্যাম ইত্যংশবান্যশক্য পরিহরতি  
 সুবাদম্যৎপ্রত্যয়গৌচররোরিতি।

## ভাব্যপ্রারম্ভঃ।

— যুগ্মদ্বয়ং প্রত্যয়গোচরয়োঃ কিং বিষয়বিষয়িণোঃ স্তমঃ প্রকাশব-

অত্র ট যুগ্মদ্বয়দিত্যাঙ্গির্নিখ্যাতবিহুং যুক্তমিত্যন্তঃ শব্দাগ্রন্থঃ। তথাপী-  
ত্যাঙ্গিঃ পরিহারগ্রন্থঃ। তথাপীত্যাঙ্গিসম্বন্ধাচ্ছকার্যং যস্যপীতি পাঠিত-  
বাম্। ইদমস্মৎ প্রত্যয়গোচরয়োঃ রিতি বক্তব্যে যুগ্মদ্বয়গ্রহণমতান্তর্ভেদো-  
পলক্ষণার্থম্। যথা হ্যহংকারপ্রতিযোগী হংকারো নৈবমিদংকারঃ। এতে  
বয়মিমে বয়মান্মহ ইতি বহুলং প্রয়োগদর্শনাদিতি। চিৎস্বভাব আত্মা  
বিষয়ী, জড়স্বভাবা বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহবিষয়া বিষয়াঃ। এতে হি চিদাস্তানং  
বিষয়ন্তি অববদন্তি স্মেন রূপেণ নিরূপণীয়ঃ কুর্কস্তীতি যাবৎ। পর-  
স্পরানধ্যাসহেতবতাস্তর্বেলক্ষণ্যে দৃষ্টান্তস্তমঃপ্রকাশবদিতি। ন হি জাতু  
কশ্চিৎ সমুদাচরত্বতিনি প্রকাশতমসী পরস্পরায়ত্তয়া প্রতিপত্তুমর্হতি।  
তদিদং যুক্তমিতরেতরভাবানুপপত্তাবিতি। ইতরেতরভাব ইতরেতরত্বম,  
তাদাস্মামিতি যাবৎ। তস্যানুপপত্তাবিতি। স্যাৎসেতৎ। যা ভূত্মিণোঃ  
পরস্পরভাবস্তদ্ব্যর্থানাত্ত জাভ্যচৈতন্যানিত্যাদানিত্যাদানীমানিতরেতরাধা-

যুগ্মদ্ব অর্থাৎ ইদং। অস্মদ্ব অর্থাৎ অহং। “ইদং” বা “এই” এত-  
দ্রূপ জ্ঞানের আশ্পদ বা আলম্বন অনেক; কিন্তু “অহং”—“আমি” এত-  
দ্রূপ জ্ঞানের আশ্পদ বা গোচর এক। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার  
ও প্রত্যেক বাহ্যবস্ত, —সমস্তই ইদং-প্রত্যয়ের গোচর—“এই” বা “ইহা”  
লিবার যোগ্য অথবা “এই” এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু আত্মা অস্মদ্ব  
দ্বয়ের গোচর ও “অহং” “আমি” এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহংজ্ঞানের  
আলম্বন বা আমি বলিবার যোগ্য। [বিষয়...বিষয়িণোঃ]—যাহা ইদং-  
জ্ঞানের জেয় তাহা বিষয় এবং যাহা অহংজ্ঞানের জেয় তাহা বিষয়ী। চিৎ-  
স্বভাব আত্মা বিষয়ী—তাহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি বিষয়ী—  
চিদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত তাহার বিষয় (২) অর্থাৎ জড় বা চিৎপ্রকাশ। [তমঃ...

(১) যাহাকে “এই” বলা যায়, সংবাদন কালে তাহাকে “তুমি” বলাও যায় এবং যাহাকে  
“তুমি” বলা যায়, নির্দেশ কালে তাহাকে “এই” বলাও যায়; কিন্তু আমি বলা যায় না।  
তএব, আত্মাভিন্ন সমস্ত পদার্থই ইদং-প্রত্যয়ের ও ইদংজ্ঞানের গোচর; কেবল একমাত্র আত্মাই  
ইদং-প্রত্যয়ের ও অহংজ্ঞানের গোচর।

(২) যাহারা চিদাত্মাকে বিবিধ প্রকারে বন্ধন করে, নিরূপণীয় করে, তাহার বিষয়।  
তোক বাহ্য বস্ত ও দেহাদি ইহারা চৈতন্যপদার্থকে বন্ধন করে, অর্থাৎ আপন আপন  
রূপে অধিকপে নিরূপণীয় করে, এ কারণে তাহার বিষয়।

### দ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্বর্ণনা-

সো ভবিতীতি। দৃশ্যতে হি ধর্মিণোর্কিবেকগ্রহণেইপি তদ্বর্ণনা-  
মধ্যাসো, যথা কুসুমাদ্ভেদেন গৃহ্যমাণেইপি স্ফটিকমণ্যতিস্বচ্ছ-  
তয়া জপাকুসুমপ্রতিবোধদ্রোহিণ্যকণঃ স্ফটিক ইত্যাকণ্যবিভ্রমঃ। ইত্যত  
উক্তং তদ্বর্ণনাংমপীতি। ইতরেতরত্র ধর্মিণি ধর্ম্যাণং ভাবোবিনিময়ন্তুস্যা  
হুপপত্তিঃ। অয়মভিসন্ধিঃ—রূপবন্ধি দ্রব্যমতিস্বচ্ছতয়া রূপবতোদ্রব্যান্ত-  
রস্য তদ্বিবেকেন গৃহ্যমাণস্যাহপি ছায়াং গৃহীয়াৎ। চিদাস্মা ত্বরূপো  
বিষয়ী ন বিষয়চ্ছায়ামুদ্রোহয়িতুমহতি। যথাহঃ—“শব্দগন্ধরসানাঞ্চ  
কীদৃশী প্রতিবিম্বতা” ইতি।

তদিহ পারিশেষ্যাবিষয়বিষয়িণোরন্যোন্য়ান্যসম্বন্ধেদেনৈব তদ্বর্ণনাংমপি  
পরস্পরসম্বন্ধেদেন বিনিময়ান্না ভবিতব্যং, তৌ চেক্ষণিগাত্যত্ববিবেকেন  
গৃহ্যমাণবাসন্তিরৌ, অসংভিন্নাঃ স্মৃতরাং তয়োর্ধর্ম্যাঃ, স্বাত্মস্বাত্মাং  
ব্যবধানেন দূরাপেতত্বাৎ। তদিদমুক্তং স্মৃতরামিতি। তদ্বিপর্যয়েণেতি।  
বিষয়বিপর্যয়েণেত্যর্থঃ। মিথ্যাশব্দোইপকুবচনঃ। এতদুক্তং ভবতি—  
অধ্যাসো ভেদাগ্রহণে ব্যাপ্তস্তদ্বিকল্পশ্চেহাস্তি ভেদগ্রহঃ স ভেদাগ্রহং  
নিবর্তয়ন্তব্যাপ্তমধ্যাসমপি নিবর্তয়তীতি। মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং যদ্যপি  
তথাপীতি যোজন। ইদমত্রাকৃতম্। ভবেদেতদেবং যদাহমিত্যনুভবে  
আস্মতত্ত্বং প্রকাশেত, ন ত্তেতদন্তি। তথাহি।—সমস্তোপাধ্যানবচ্ছিন্না  
নস্তানন্দচৈতন্যৈকরসমুদাসীনমেকমদ্বিতীয়মাস্মতত্ত্বং প্রতীক্ষ্যতীতিহাসপুত্রা-  
ণেহু গীযতে। ন চৈতানুপক্রমপরামর্শোপসংহারৈঃ ক্রিদ্ধাসমভিহারেণে  
স্বভাবয়ৌঃ]—অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহং-  
প্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়-গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা,  
ইহারও তেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যাহা আলোক তাহা অন্ধকার  
নহে, যাহা অন্ধকার তাহা আলোক নহে। এইরূপ, যাহা আত্মা তাহা  
অনাত্মা নহে এবং যাহা অনাত্মা তাহা আত্মা নহে। [ইত...সিদ্ধায়াং]  
স্মৃতরাং অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মার সহিত ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় অনাত্মার ইতরে-  
তরত্ব অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকি যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ  
বা উপপন্ন হয় না (৩)।

(৩) অর্থাৎ আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি বাইতেছি, ইত্যাদিবিধস্থলে যে দেহাদির  
উপর অহংজ্ঞান দেখা যায় তাহা অধ্যাসমূলক হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন অন্ধকারে  
আলোক জ্ঞান হইবার ও আলোকে অন্ধকার জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, তেমনি, অনাত্মায়  
আত্মজ্ঞান ও আত্মায় অনাত্মজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই।

দৃগাশ্রুতত্বমভিধতি তৎপরাগি সন্তি শক্যামি শক্বেণাপ্যুপচরিতার্থানি  
কর্তুম। অভ্যাসে হি ভূয়স্তমর্থ্য্য ভবতি। যথাহো দর্শনীয়াহো দর্শনী-  
য়েতি ন হ্যনতঃ প্রাগেবোপচরিতমিতি। অহমভবন্তু প্রাদেশিকমনেক  
বিধশোকত্বঃখাদিপ্রপঞ্চোপপ্লুতমাত্মানমাদর্শয়ন্ কথমাত্তত্ত্বগোচরঃ কথং  
বা হ্রুপপ্লবঃ? ন চ জ্যেষ্ঠপ্রমাণপ্রত্যক্ষবিরোধাদায়ারম্যেব তদপে-  
ক্ষস্যাপ্রামাণ্যমুপচরিতার্থত্বক্ষেতি যুক্তম্। তস্যাহপৌৰুষেয়তয়া নিরন্ত-  
রমন্তদোষাশঙ্কস্য বোধকতয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বকার্যে প্রমিতাবন  
পেক্ষাৎ। প্রমিতাবনপেক্ষত্বেই পুৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষাত্ত্বিরোধাদ-  
ভূৎপত্তিলক্ষণমপ্রামাণ্যমিতি চেৎ। উৎপাদকাপ্রতিবন্ধিত্বাৎ। ন হ্যা-  
গমজ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপহস্তি যেন কারণভা-  
বান্ন ভবেদপি তু তাত্ত্বিকম্। ন চ তত্তস্যোৎপাদকম্। অতাত্ত্বিকপ্রমাণ  
ভাবেভ্যোহপি সাংব্যবহারিক প্রমাণেভ্যস্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথা  
চ বর্ণে হ্রুদীর্ঘাদয়োহন্যর্থয়া। অপি সমারোপিতাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিহেতবঃ।  
ন হি লৌকিকা নাগ ইতি বা নগ ইতি বা পদাৎ কুঞ্জরং বা তরুং বা  
প্রতিপদ্যমানা ভবন্তি ভ্রান্তাঃ। ন চানন্যপরং বাক্যং স্বার্থউপচরিতার্থং  
যুক্তম্। উক্তং হি “ন বিদ্যো পরঃ শব্দার্থঃ” ইতি। জ্যেষ্ঠত্বঞ্চানপেক্ষিতস্য  
বাধাহে হেতুর্ন বাধকত্বে রজতজ্ঞানস্য জ্যায়সঃ শুক্লিজ্ঞানেন কনীয়া বাধ-  
দর্শনাৎ। তদনপবাধনে তদপবাধাশ্রয়নস্তস্যোৎপত্তেরনুৎপত্তেঃ। দর্শিতঞ্চ  
তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবস্যানপেক্ষিতত্বম্। তথা চ পারমর্ষং সূত্রং—“পৌরুষাপর্যে  
পূর্বদৌর্ভল্যং প্রকৃতিবৎ” (মী, অং ৩ পাং ৫) ইতি। তথা “পূর্বাৎ পরবলী-  
রস্তং তত্র নাম প্রতীয়তাম্। অন্যান্যানিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ”  
ইতি। অপি চ, যেহপ্যহংকারাম্পদমাত্মানমাত্মস্থিত তৈরপ্যস্যা ন তাত্ত্বি-  
কত্বমভ্যুপেতব্যম্। অহমিহৈবাহম্মি সদনে জ্ঞানান ইতি সর্বব্যাপিনঃ  
প্রাদেশিকত্বেন গ্রহাৎ। উচ্চতরগিরিশিখরবর্তিষু মহাতকরু ভূমিষ্ঠস্য-  
হুর্বাপ্রবালনির্ভাসপ্রত্যয়বৎ। ন চেদং দেহস্য প্রাদেশিকত্বমভ্যুভূয়তে  
ন ভ্রান্ত্যন ইতি সাংপ্রত্যম্। ন হি তদৈবং ভবতাহমিতি, যোগত্বে বা ন  
জানামীতি। অপি চ পরশব্দঃ পরত্র লক্ষ্যমাণগুণযোগেন বর্ত্তত ইতি যত্র  
প্রযোক্ত প্রতিপত্তোঃ সম্ভ্রুতিপত্তিঃ স গোঁগঃ। স চ ভেদপ্রত্যয়পুরুঃসরঃ।  
তদযথা নৈয়মিকায়িহোত্রবচনোহয়িহোত্রশব্দঃ (মী, অং ১ পাং ৪) প্রকর-  
ণান্তরাবধূতভেদে কোণপায়িনাময়নগতে কর্মণি মাসময়িহোত্রং জ্বহো-  
তীত্যত্র সাধ্যসমৃদ্যোশন গোঁগঃ [মী, অং ৭ পাং ৩]। মানবকে চানুভবসিদ্ধ-  
ভেদে সিংহাৎ সিংহশব্দঃ। ন ত্বহংকারস্য মুখোহনিলু ঠিতগং চিত্ত-  
দেহাদিভ্যোভিন্নোহনুভূয়তে যেন পরশব্দঃ শরীরাদৌ গোঁগো-

ভবেৎ। ন চাত্মান্তিরিকতয়া গোণেহপি ন গোণত্বাভিমানঃ সার্বপাদিস্থ-  
 তৈলশব্দবদিত্তি বেদিতব্যম্। তত্রাহপি স্বেচ্ছাভিলম্বনভেদে সিদ্ধ এব  
 সার্বপাদীনাং তৈলশব্দবাচ্যত্বাভিমানো ন ত্বহর্থয়োত্তৈলসার্বপায়োরভেদ-  
 ইধাবসায়ঃ। তৎ সিদ্ধং গোণত্বমুভয়দর্শিনো গোণমুখ্যবিবেকবিজ্ঞানেন  
 ব্যাপ্তং। তদ্বিহ ব্যাপকং বিবেকজ্ঞানং নিবর্তমানং গোণত্বমপি নিবর্তয়-  
 তীতি। ন চ বালস্থবিরশরীরভেদেহপি সৌহৃদ্যিতোকস্যাঙ্গনঃ প্রতিপদ্য-  
 নাদেহাদিত্যোভেদেনাহস্তাত্মানুভব ইতি বাচ্যম্। পরীক্ষকাণাং  
 খল্লিৎ কথা ন লৌকিকানাম্। পরীক্ষকা অপি হি ব্যবহারসময়ে ন  
 লোকসামান্যমতিবর্তন্তে। বক্ষ্যতানন্তরমেব হি ভগবান্ ভাব্যকারঃ।  
 “পঞ্চাদিশিষ্যাবিশেষাদিত্তি”। বাহ্য অপ্যাহঃ “শাস্ত্রচিন্তকঃ খল্বেবং  
 বিবেচয়ন্তি ন প্রতিপত্তার” ইতি। তৎ পারিশিষ্যাক্ষিপ্তাঙ্গোচরম-  
 হংকারমহিমাহিম্নি সদন ইতি প্রযুক্তানোলৌকিকঃ শরীরাদ্যভেদপ্রহাদা-  
 স্তনঃ প্রাদেশিকত্বমভিমন্যতে ন ভস ইব ঘটমণিকমল্লিকান্নাপাধ্যাবচ্ছেদা-  
 দিত্তি যুক্তমুৎপাদ্যমঃ। ন চাহংকারপ্রমাণায় দেহাদিবদাত্মাপি প্রাদে-  
 শিক ইতি যুক্তম্। তদা স্বয়মুপরিমাণো বা সাদেহপরিমাণো বা।  
 অণুপরিমাণে স্থলোহহং দীর্ঘ ইতি চ ন স্যাৎ। দেহপরিমাণে তু সাব-  
 রবতরী দেহবদনিত্যপ্রসঙ্গঃ। কিঞ্চ অশ্মিন্ পক্ষে অবয়বসমুদায়ো বা  
 চেতয়েৎ প্রত্যেকং বাহবয়বঃ। প্রত্যেকং চেতনত্বপক্ষে বহুনাং চেতনানাং  
 স্বতন্ত্রাণামেকবাক্যতাভাবদপর্গায়ং বিকল্পদিক্রিয়তয়া শরীরমুখ্যেভ্যে,  
 অক্রিয়ং বা প্রসজ্যেত। সমুদায়স্য তু চেতনাব্যোমে রূপ একশ্চিরবয়বে  
 চিদাস্থনোহপ্যবয়বোরূপ ইতি ন চেতয়েৎ। ন চ বহুনামবয়বানাং  
 বিনাভাবনিষমোদ্রুহেৎ য এবাহবয়বাবিশীর্ণত্বাৎ তদভাবে ন চেত-  
 য়েৎ। বিজ্ঞানালম্বনভেদে প্যাহংপ্রত্যয়স্য ভ্রান্তত্বং তদবস্থমেব। তস্য  
 স্থিরবস্ত্তনির্ভাসত্বাদস্থিরত্বাচ্চ বিজ্ঞানানাম্। এতেন স্থলোহহমন্ধোহহং  
 গচ্ছামীত্যাদয়োহপ্যধ্যাতয়া ব্যাখ্যাতাঃ। তদেবযুক্তক্রমেণাহহং  
 প্রত্যয়ে পুতিস্বয়াকীর্ণতে ভগবতী ঐতিহ্যপ্রত্যাহং কর্তৃত্বতোক্ত্ব  
 স্বপদ্বঃখশোকাদ্যাস্তত্বমহমুভবপ্রসঞ্জিতমাস্থনো নিবেক্ষমহীতি। তদেৎ  
 সর্বপ্রবাদিপ্রতিষ্পত্তীতিহাসপূরণপ্রথিতমিখ্যাভাবস্যাহহং প্রত্যয়স্য  
 স্বরূপনিমিত্তকলৈক্যপব্যর্থানমন্যোন্যাস্থিত্যাতি। অত্র চ অন্যান্যশ্মিন্  
 ষষ্ঠিগি আত্মশরীরাদাবন্যোন্যাস্তকতমধ্যম্যাহহমিদং শরীরাদীতি।  
 ইদমিতি চ বস্তুতো ন প্রতীতিতঃ। লোকব্যবহারো লোকানাং  
 ব্যবহারঃ। স চায়মহমিতি ব্যপদেশঃ। ইতিশব্দহচিত্তশ শরী-  
 রাদ্যসু কুলং প্রতিকূলং চ প্রমেরজাতং প্রমাণেন প্রমাণ তত্পাণ

গামসি সুভরামিত্তরত্তরত্তাবানুপপত্তিরিত্যতোহ্মৎপ্রত্যয়-  
গেৎচরে বিম্মিণি চিদায়াং যুয়ৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিম্ময়স্য

পরিবর্তনাদিঃ। অন্যান্যবর্ণাং ক্রতাস্যাম্যোনাশ্মিন্ ধর্মিণি দেহাদি-  
ধর্মস্ জন্মমরণজরাব্যাধাদীনামি ধর্মিণি অধ্যস্তদেহাত্ম্যাবে সমা-  
রোপ্য তথা চৈতন্যগীনা জন্মধর্মস্ দেহাদ্যবস্থাভাবাবে সমারোপ্য  
মমেনং জন্মমরণপুত্রপশুস্বাম্যাদীতি ব্যবহারো ব্যাপদেশঃ। ইতিশব্দহৃচি-  
তকৃত্তদনুসঙ্গঃ প্রত্যয়াদিঃ। অত্র চাধ্যাসব্যবহারিক্রিয়াভ্যাং যঃ কর্তো-  
ন্নীতঃ স সমান ইতি সমানকর্তৃকৃত্তেনাধ্যাস্য ব্যবহার ইতুপপন্নম্। পর্ক-  
কালত্বহৃতিমধ্যাসস্য ব্যবহারকারণত্বং হৃচয়তি,—মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তো  
ব্যবহারঃ। মিথ্যাজ্ঞানমধ্যাসন্তম্মিত্তস্তদ্ব্যবস্থাবানুবিশানা ব্যবহারভাবা-  
ভাবেরিত্যর্থঃ। তদেবমধ্যাসস্বরূপং ফলকং ব্যবহারমুক্তা তস্য চ  
নিমিত্তমাহ—ইতরেতরাবিবেকেন। বিবেকাগ্রহণেত্যর্থঃ। অথাৎবিবেক  
এব কস্মিন্ন ভবতি তথা চ মাধ্যাস ইত্যত আহ।—অত্যন্তবিবিক্তরো-  
ধর্মধর্মিণোরিতি। পরমার্থভেদধর্মিণোরতাদাত্ম্যং বিবেকোধ্যাংগাঙ্কাসং  
কীর্ণতা বিবেকঃ। স্যাদেতৎ। বিবিক্তয়োর্বিন্দুসতোর্ভেদাগ্রহণিবন্ধন  
স্তাদাত্ম্যবিভ্রমেযুক্ত্যতে শুক্লেরিব রজতাদ্ভেদাগ্রহে রজততাদাত্ম্য-  
বিভ্রমঃ। ইহ তু পরমার্থসত্চিন্দাত্মনো ন ভিন্নং দেহাদাত্মি বস্তসং তৎ কৃত-  
চিন্দাত্মনোভেদাগ্রহঃ কৃতক তাদাত্ম্যবিভ্রম ইত্যত আহ।—সত্য-  
কৃত্তে মিথুনীকৃত্য। বিবেকাগ্রহাদধ্যাসেতি যোজন। সত্যং চিদাত্ম্য,  
অনৃত্তং বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহাদি তে স্বে ধর্মিণী মিথুনীকৃত্য, যুগলীকৃত্যোত্যর্থঃ।  
ন চ সংরতিপরমার্থসতোঃ পারমার্থিকং মিথুনবন্তীতাহৃততদ্ব্যবস্থাস্য  
ক্লেঃ প্রয়োগঃ। এতদ্ব্যক্তং ভবতি।—অপ্রতীতস্যারোপ্যযোগাদরো-  
প্যস্য প্রতীতিকপযুক্ত্যতে ন বস্তসন্তেতি। স্যাদেতৎ। আরোপস্য প্রতী-  
তো সত্যং পূর্বদৃষ্টস্য সমারোপঃ সমারোপনিবন্ধন চ প্রতীতিরিতি  
দুদারং পরম্পরাশ্রয়হীন্যত আহ।—নৈসর্গিক ইতি। স্বাভাবিকো

[তদ্ব্যবস্থাং...অনুপপত্তিঃ]—যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মায়  
অনাত্মায় তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভ-  
য়ের ধর্মসমূহেরও অর্থাৎ ক্রত্যাচৈতন্যাদিগুণেরও পরস্পর তাদাত্ম্যভ্রম থাকা  
যুক্তিসিদ্ধ হইবে না (৪)।

(৪) অর্থাৎ ক্ষুটিক ও জবাকুলপথক বস্তু হইলেও ক্ষুটিকে জবাকুলকোহিতোর অধ্যাস বা  
নিমিত্ত হইয়া থাকে, এরূপে নেকা ধর্মনিমিত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

তদ্ব্যক্তিগাণাং ধ্যাসস্তদ্বিপর্যয়েণ বিষয়িগস্তদ্ব্যক্তিগাণাং বিষয়ে-  
 ধ্যাসোমিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং । তথা পুন্যোন্যস্মিন্মনোবা-

হনাদিরয়ং ব্যবহারঃ । ব্যবহারানাদিতরা তৎকারণস্য ধ্যাসস্যানাদিতো-  
 ক্তা । ততশ্চ পূর্বপূর্বমিথ্যাজ্ঞানোপদর্শিতস্য বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরাদেকস্ত-  
 রোত্তরাধ্যাসোপযোগ ইত্যাদি দ্বাদ্বীজাকুরবল পরস্পরাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ ।

স্যাদেতৎ । অজ্ঞা পূর্বপ্রতীতিমাত্রমুপযুক্ত্যেতৎ আরোপে, নতু প্রতী-  
 মনস্য পরমার্থসত্তা । প্রতীতির্যেব ততাস্তাসত্যো গগনকমলিনীকম্পস্য  
 দেহেজ্জিগাদেনোপপদ্যতে । প্রকাশমানত্বমেব হি চিন্মাত্রনোহপি  
 সত্ত্বং ন তু তদতিরিক্তং সত্যসামান্যসমবায়োহর্থক্ৰিয়াকারিতা বা ।  
 দ্বৈতাপত্তেঃ । সত্যানুষ্ঠানার্থক্ৰিয়াকারিতাশ্চ সত্যান্তরার্থক্ৰিয়াকারিতা  
 স্তরকম্পনেহনবস্থাপাতাৎ প্রকাশমানত্বৈব সত্যাহত্বাপত্তেয়া । তথা  
 চ দেহাদয়ঃ প্রকাশমানত্বান্নাসমস্তশিদাশ্রবৎ অসত্ত্বং বা ন প্রকাশমান-  
 স্ত্বং কথং সত্যাহত্বতরোর্থিধুনীভাবস্তদভাবে বা কস্য কুতো ভেদাগ্রহ-  
 স্তদসম্ভবে কুতোহধ্যাস ইত্যশয়বানাহ ।—আহ আক্ষেপা । কোহ্যম-  
 ধ্যাসো নাম । ক ইত্যাক্ষেপে । সমাধাতা লোকসিদ্ধমধ্যাসলক্ষণ-  
 মক্ষিপণ এবাক্ষেপং প্রতিক্ষিপতি ।—উচ্যতে । স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব  
 স্মৃতিব ভাসঃ । অবসম্মোহবমতো বা ভাসোহবভাসঃ । প্রত্যাস্তরবামশ্চা-  
 স্যাবসাদোহবমানো বা । এতাবত্মা মিথ্যাজ্ঞানমিত্যুক্তং ভবতি । তস্যোদ্-  
 মুপব্যাখ্যানং পূর্বদৃষ্টেত্যাদি । পূর্বদৃষ্টস্যাবভাসঃ পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ ।  
 মিথ্যাপ্রত্যাস্তরচারোপবিষয়ারোপণীয়স্য মিথুনমন্তরেণ ন ভবতীতি পূর্ব

[ অতঃ...যুক্তম্ ]—যদিও এই এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানজের আত্মায়  
 (আমাতে) ইদংজ্ঞানজের অনাত্মার (দেহাদির) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম  
 মিথ্যা হইবার যোগ্য এবং তদ্বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজের দেহা-  
 দিতে অহংজ্ঞানজের আত্মার (আমার) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম অসত্য  
 হইবার যোগ্য অর্থাৎ অহং মম—আমি আমার—ইত্যাদিবিধজ্ঞানব্যবহার  
 অধ্যাসমূলক নহে, সত্যমূলক, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ (৫) ।

(৫) জীব আপনাতে আমি মরলাম, আমি বুদ্ধ; ইত্যাদিপ্রকার জরামরণাদিধর্মের অমূ-  
 লীন করে এবং আমি বাইতেছি, আমি করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকারে দেহাদির উপর চেতন-  
 ধর্মের আরোপ বা ব্যবহার করে কিন্তু ই অমূল্য ও ঐ ব্যবহার যে অধ্যাসমূলক তাই  
 বুদ্ধির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না । যুক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অহংজ্ঞানমাত্রই আত্মা-  
 বলবৎ এবং ইদংজ্ঞানমাত্রই অনাত্মাবলবৎ ।

‘অকৃত্যমন্যোন্যধর্ম্যাংচ্চাধ্যাত্যেতি’র তরাবিবেকেনাত্যন্তবিবি-  
ক্তয়োঃ স্বধর্মিণোঃ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ সত্যানুষ্ঠে মিথুনীরূত্যা-  
‘ইমিদং মমৈদমিতি নৈসর্গিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ।

দৃষ্টগ্রহণেনাহতমারোপণীয়মুপস্থাপয়তি। তস্য চ দৃষ্টতমাত্ৰমুপযুক্ত্যতে ন  
বস্তসত্তেতি দৃষ্টগ্রহণং তথাপি বর্তমানং দৃষ্টং দর্শনং নারোপোপযো-  
গীতি পূর্বেভ্যুক্তং, তত্র পূর্বেদৃষ্টং স্বরূপেণ সদপারোপণীয়তয়া নির্বাচ্য  
মিত্যহতম্। আরোপবিষয়ং সত্যমাহ—পরত্রেতি। পরত্র শুক্তি-  
কানৌ পরমার্থসতি। তন্মেন সত্যাহতমিথুনমুক্তম্। সাদেতৎ। পরত্র  
পূর্বেদৃষ্টাবভাস ইত্যলক্ষণমতিব্যাপকত্বাৎ। অস্তি হি স্বস্তিমত্যাং  
গবি পূর্বেদৃষ্টস্য গোহস্য পরত্র কাল্যাক্যামবভাসঃ। অস্তি চ পাটলি-  
পুস্ত্রে পূর্বেদৃষ্টস্য দেবদত্তস্য পরত্র মাহ্মিত্যামবভাসঃ সমীচীনঃ।  
অবভাসপদঞ্চ সমীচীনেহপি প্রত্যয়ে প্রসিদ্ধম্। যথা নীলস্যাবভাসঃ  
পীতস্যাবভাস ইত্যত অহ—স্মৃতিরূপ ইতি। স্মৃতিরূপমিব রূপমস্মোতি  
স্মৃতিরূপঃ। অস্মিহিতবিষয়ত্বঞ্চ স্মৃতিরূপত্বং স্মিহিতবিষয়ঞ্চ প্রত্যভি-  
জ্ঞানং সমীচীনমিতি নতিব্যাপ্তিঃ। নাপ্যব্যাপ্তিঃ স্বপ্রজ্ঞানস্যাপি স্মৃতি  
বিভিন্নরূপমৈবংরূপত্বাৎ। তত্রাপি হি স্বর্ধমাণে পিতাদেী নিত্রোপ  
প্লববশাদসম্মিহানপরামর্শে তত্র তত্র পূর্বেদৃষ্টমৈব স্মিহিতদেশকাল-  
ভ্রম্য সমারোপঃ। এবং পীতঃ শস্যন্তিক্রোড়ত ইত্যত্রাহিপোতলক্ষণং  
যোজ্যমীয়ম্। তথাহি।—বহির্নির্গচ্ছদত্যচ্ছন্নয়নরশ্মিসংপৃক্তপিত্তব্রব্য  
বস্তিনীং পীততাং পিত্তরহিতামনুভবন্ শব্দঞ্চ দোষাঙ্কাদিতশুক্লি-

[তথাপি...ব্যবহারঃ]—তথাপি, অনাদিসিদ্ধ অবিবেক প্রভাবে  
অত্যন্তবিলক্ষণ ও অত্যন্তবিবিক্ত আশ্রয় অনাস্রয় বিবিক্ততা বা পার্থক্য  
বোধ না থাকা প্রযুক্ত আপনাতে অন্যের ও অন্যধর্মের এবং অন্যতে  
(দেহাদিতে) আশ্রয় ও আশ্রয়ধর্মের অধ্যাস (আরোপ) করিয়াই লোকে  
“আমি” “আমার” “এই আমি” “ইহা আমার” ইত্যাদিবিধ উল্লেখ ও  
ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্য মিথ্যা  
উভয়জড়িত; সুতরাং অধ্যাসমূলক, এবং উহা নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভা-  
বিক ও অনাদিসিদ্ধ (৬)।

(৬) অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহারমাত্রেরই অধ্যাসমূলক, এবং তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন  
না হইলেও “না” বলিবার উপায় নাই। উহা যখন অনাদিসিদ্ধ—তখন উহা যুক্তিসিদ্ধ  
না হইলেও স্বতঃসিদ্ধ এবং উহাব অনাথা কবিবাব উপায় নাই।



আহ কোয়মধ্যাসোনামেতি। উচ্যতে, স্থিতিরূপঃ পরত্বে  
পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং কেচিদন্যত্রানিধম্মাধ্যাসইতি বদন্তি।

জন্মানমুভবন্ পীততায়শ্চ শখ্যাইসম্বন্ধমমুভবসম্বন্ধঃ। গ্রহণ সার-  
পোণ পীতং তপনীয়পিওং পীতং বিজ্ঞপয়িতাদৌ পূর্বদৃষ্টং স্যামান-  
ধিকরণ্যং পীততশখ্যরোরোপ্যাহ লোকঃ পীতঃ শখ্য ইতি।  
এতেন তিক্তোণ্ড ইতি প্রত্যয়েইপি ব্যাখ্যাতঃ। এবং বিজাত-  
পুঙ্খাভিমুখেনাদর্শোদকাদিষু স্বচ্ছেষু চাক্ষুষং তেজঃ সংলগ্ন  
মপি বলীয়সা সৌখ্যেণ তেজসা প্রতিশ্রোতঃ প্রবর্তিতং মুখসংযুক্তং  
মুখং গ্রাহয়দ্ধাববশাত্তদেবতামনভিমুখতায় মুখস্যাইগ্রাহয়ং পূর্ব-  
দৃষ্টোভিমুখাদর্শোদকদেশতামাভিমুখ্যং মুখস্যারোপয়তীতি প্রতিবিম্ব  
বিজমোইপি লক্ষিতো ভবতি। এতেন দ্বিচ্ছ্রদিওমোহাসাতচ্ছ্র-  
গন্ধর্ষনগারবংশোরগাদিবিভ্রমেম্বইপি যথাসম্ভবঞ্চ লক্ষণং যোজনী-  
য়ম্। এতদুক্তং ভবতি। ন প্রকাশমানতামাত্রং সত্ত্বং যেন দেহেস্ত্রিয়াদেঃ  
প্রকাশমানতয়া সম্ভাবোভবেৎ। ন হি সর্পাদিভাবেন রজ্জ্বাদয়ো বা  
স্ফটিকাদয়ো বা রক্তাদিগুণযোগিনো ন প্রতিভাসন্তে প্রতিভাসমানা  
বা ভবন্তি তদান্মানস্তরুণাগো বা। তথা সতি মকরু মরীচিচয়মুকাবচ-  
মুতসত্ত্বতরুভজ্জমালৈরমভার্গমবতীর্ণা মন্দাকিনীত্যভিসন্ধায় প্রবৃত্তঃ  
স্যাৎ তোরমাণীয় পিপাসামুপশময়েৎ। তস্মাদকামেনাইপি আরো-  
পিতস্য প্রকাশমানস্যাপি ন বস্ত্তসত্ত্বমভূপগমনীয়ম্। ন চ মরীচি  
রূপেণ সলিলবস্ত্তসং স্বরূপেণ তু পরমার্থসদেব। দেহেস্ত্রিয়াদয়স্ত  
স্বরূপেণাপি অসম্ভ ইত্যনুভবাগোচরত্বাৎ কথমারোপ্যত ইতি সাস্ত্রতম্।  
যতো যদ্যসত্ত্বো নানুভবগোচরঃ কথং তর্হি মরীচ্যানীনাংমসত্যং তোর-  
তয়ানুভবগোচরত্বং। ন চ স্বরূপসত্ত্বেন তোরায়নপি সন্তো ভবন্তি।  
ষদ্ব্যচ্যোত নাভাবো নাম ভাবাদন্যঃ কশ্চিদন্তি আপ তু ভাব এব ভাবান্ত  
দায়নাভাবঃ স্বরূপেণ তু ভাবঃ। যথাহঃ।—“ভাবান্তরমভাবো হি  
করা চিত্ত্ব ব্যপেক্ষয়েতি।” ততশ্চ ভাবান্ত্রনোপাত্যোরতয়াংস্য যুক্তো-

[আহ...উচ্যতে]—অধ্যাস কি? তাহার স্বরূপ কি? কারণই বা  
কি? বলা যাইতেছে। [স্থিতি...অবভাসঃ।]—অধ্যাস এক প্রকার  
অবভাস অর্থাৎ মিথ্যাপ্রত্যয় এবং তাহা স্থিতিজ্ঞানের মত ও পূর্বপ্রতীতি  
অনুসারে বা অনুরূপে উৎপন্ন হয়। স্থূল কথা এই যে, এক বস্ত্তে ত অন্য বস্ত্তর  
জ্ঞান বা অবভাস হইলেই তাহা অধ্যাস ও ভ্রম এই দুই আখ্যা প্রাপ্ত

কেচিন্তু যত্র যদধ্যাসন্তদ্বিবেকা গ্রহণনিবন্ধনোভ্রমইতি। অন্যো  
তু যত্র যদধ্যাসন্তস্যেব বিপরীতধর্মত্বকল্পনাচ্চক্ষতে। সর্ব-

তাহুভবগোচরতা। প্রশংস্যা পুনরত্যান্তাসতো নিরন্তরমন্তসামর্থ্যস্য  
নিস্তব্ধা কুতোহমুভববিষয়ভাবঃ কুতো বা চিদান্যন্যারোপঃ। ন চ  
বিষয়স্য সমস্তসামর্থ্যস্য বিরহেইপি জ্ঞানমেব ততাদৃশং প্রত্যয়সামর্থ্যা-  
সাদিতানুষ্ঠানসিদ্ধান্তভাবভেদমুপজাতমসতঃ প্রকাশনম্। তস্মাদসৎ-  
প্রকাশনশক্তিরেবািবদ্যোতি সাস্ত্রতম। যতো যেসমসৎপ্রকাশনশক্তি  
সিদ্ধিজনন্য কিং পুনরন্যঃ শকাৎসদ্বিতী চেৎ, কিমতৎকার্যং আছে স্থিৎ  
অস্যা। জ্ঞাপ্যং, ন তাৎসং কার্যমসত্তত্ত্বানুপপত্তেঃ। নাপি জ্ঞাপ্যং জ্ঞান-  
স্তরাহুপলব্ধেঃ। অনবস্থাপিতাচ্চ। বিজ্ঞানস্বরূপেবাহসতঃ প্রকাশ  
ইতি চেৎ, কঃ পুনরেব সদসতোঃ সম্বন্ধঃ। অসৎধীননিরূপণত্বং সতো  
জ্ঞানস্য অসত্তা সংবন্ধ ইতি চেৎ, অহোবতাহয়মতিনিরন্তঃ প্রত্যয়-  
তপস্বী যস্যাহসতাপি নিরূপণমাত্মতত্তে ন চ প্রত্যয়স্তদ্রাধত্তে কিঞ্চিৎ।  
অসত্ত আধাঃত্বাযোগাৎ। অসদন্তরেণ প্রত্যয়ে ন প্রথত ইতি প্রত্যয়সৌ-  
বৈষ স্বভাবো ন ত্বসদধীনমস্য কিঞ্চিদিতি চেৎ, অহোবতাহস্যাসৎ-  
পক্ষপাতো যদসমতত্ত্বংপত্তিরতাস্মা চ তদবিনাভাবনিয়তঃ প্রত্যয়  
ইতি। তস্মাদত্যান্তাসন্তঃ শরীরেন্দ্রিয়াদয়ো নিস্তব্ধা নাহুভববিষয়া  
ভবিতুমর্হন্তীতি। অত্র ভ্রমঃ। নিস্তব্ধং স্নোহুভবগোচরঃ তৎ কিমি-  
দানীৎ মরীচিকায়োইপি তোয়ায়না সতত্ত্বা যদহুভবগোচরঃ স্মার্ন সতত্ত্বাস্ত  
দাশ্বনং মরীচীনাৎসদ্বাৎ। স্থিবিধক বস্তুনাং তত্ত্বং সত্ত্বমসদ্বৎ চ। তত্র  
পূর্বৎ সত্ত্বঃ পরং তু পরতঃ। যথাহঃ।—“স্বরূপপরূপাভাৎ নিতাৎ  
সদজনন্যক্। বস্তুনি জায়তে কিঞ্চিৎ রূপং কৈশ্চিৎ কদাচনোত।”  
তৎ কিং মরীচিষ তোয়নির্ভাসপ্রত্যয়স্তত্ত্বগোচরঃ। তথা চ মরীচীন ইতি  
ন ভ্রান্তো নাপি বাধ্যত। অক্সা ন বাধ্যত যদি মরীচী ন তোয়ায়-

হয়। [তৎ...সদ্বিতীয়বদিতি।]—ঐরূপ অবভাস বা ঐরূপ মিথ্যাজ্ঞান  
কিংমূলক ও কিংরূপ? তাহা নির্বাচিত করিতে গিয়া অর্থাৎ ঐরূপ  
জ্ঞানের তথ্য নির্ণয় করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কথা  
বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, এক পদার্থে অন্য পদার্থের ধর্মবিশেষ  
প্রতীত হয় এবং তাহা অধ্যাসি আধ্যা প্রাপ্ত হয়। কেহ বলেন,  
যাহাতে যাহার অধ্যাস হয় তাহার সহিত তাহার পার্থক্যপ্রতীতির অভাব  
থাকে—তৎকারণেইরূপ ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় জন্মে। অন্যো বলেন, যাহাতে

থাপি তু অন্যস্যান্যধর্মাবভাসতাং ন ব্যতিচরতি, তথা চ  
লোকেহ্নুভবঃ, শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ

তদ্বান্ অতোয়াস্মনা গৃহীরাং। তোয়াস্মনা তু গৃহ্ণন্ কথমভাস্তঃ কথং  
বা হবাধাঃ। হন্ত তোয়াভাবাস্মনাং মরীচীনাং তোয়াভাবাস্মদ্বৎ  
তাবন্ সৎ। তেবাং তোয়াভাবাদভেদেন তোয়াভাবাস্মদুপপত্তেঃ।  
নাপাসৎ। বস্তুস্বরম্বেব হি বস্তুস্বরস্যাসত্ত্বমাহ্নীয়েতে ভাবাস্ত্বরমভাবো  
ইনো। ন কচ্চিদনিরূপণাদিতি বদন্তিঃ। ন চারোপিতং রূপং বস্তুস্বরং  
তচ্চি মরীচেরা বা ভবেৎ গজাদিগতং তোয়ং বা। পূর্ব্বমিন্ কশ্চে  
মরীচয় ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ ন তোয়মিতি। উত্তরাশ্বজু গজারাং তোয়-  
মিতিসাম্ন পুনরিহেতি। দেশভেদান্মরণে তোয়মিতি সাম্ন পুনরিহেতি।  
ন চেদমত্যন্তমস্মিন্নন্তসদন্তস্বরূপলীকমেবাহ্নিহিত্তি সাস্ত্র্যতম্। তস্যা হ-  
্নুভবগোচরদ্রাব্যরূপপত্তেরিত্যুক্তমধস্তাৎ। তস্মান্ সৎ, নাহপি সদস্যৎ,  
পরস্পরবিরোধাদিতি অনির্বাচ্যমেশোরোপণীয়ং মরীচিরু তোয়মাছেয়ম্।  
তদনেন ক্রমেণাধাস্তং তোয়ং পরমার্থতোয়মিব। অতএব পূর্ব্বদৃষ্টমিব।  
তদ্বত্তন্ত ন তোয়ং ন চ পূর্ব্বদৃষ্টং কিং তদন্তমনির্বাচ্যম্। এবঞ্চ দেহে-  
জ্জিয়াদিপ্রপঞ্চোপ্যনির্বাচ্যোহপূর্ব্বোহপি পূর্ব্বমিথ্যা প্রত্যয়োপদর্শিত ইব  
পরত্র চিদান্যন্যাদ্যাসাত ইতি উপপন্নমধ্যাসলক্ষণযোগাদেহেজ্জিয়াদি-

অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার বিপরীতধর্মের কল্পনা করার নাম অধ্যাস।  
যিনি যে প্রকার বলুন, অথবা লক্ষণ নির্ণয় করুন, কোন লক্ষণই, “এক  
পদার্থে অন্য পদার্থের ও অন্যধর্মের অবভাস” এ লক্ষণ অতিক্রম করি-  
তেছে না। লোকমধ্যেও ঐরূপ অমুভব প্রসিদ্ধ আছে। সেই জন্যই লোকে  
বলিয়া থাকে যে, শুক্তি রজতের মত অবভাসিত হইতেছিল এবং একই  
চন্দ্র দু-এর মত দেখাইতেছিল। (৭)

(৭) “দেখাইতেছিল” ইহা ভ্রমবিনাশের পরে বোধ হয়। ভ্রমকালে “ন্যায়” বা  
“মত” বোধ হয় না, ত্রিক বলিয়াই বোধ হয়। অতএব, ভ্রমজ্ঞানের পূর্বাগত অহমস্বাক্ষর  
করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে ভ্রমের আধারটী সত্য, কিন্তু তাহাতে বাহ্য প্রতীত হয় তাহা  
মিথ্যা। মিথ্যা বটে; কিন্তু বক্ষ্যাপেক্ষের ন্যায় আভ্যন্ত মিথ্যা নহে। আভ্যন্তিক মিথ্যা  
হইলে কখনই তাহা প্রতীতিগোচর হইত না। সূত্রবাৎ ঐরূপ আরোপাতত্ত্ব যে অনির্বাচ্যমীম,  
তৎপক্ষে সংশয় নাই। অধ্যাস বস্তু থাকে না বলিয়া মিথ্যা অর্থাৎ ভুল; কিন্তু প্রতীত হয়  
বলিয়া তাহা পূর্ব মিথ্যা নহে। তাহার ত্রিক রূপটী বলা যায় না, বলিয়া ন্যায় ও মত প্রভৃতি  
উপমার দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রকারে বুঝাইতে হয়। সূত্রবাৎ উহা অনির্বাচ্য ত্রির নিকাচ্য নহে।

সদ্বিতীয়বদিতি। <sup>ইচ্ছিত্যস্বার্থ্য</sup> কথং পুনঃ প্রত্যগাখ্যান্যবিষয়ে অধ্যাসোবিষয়-  
ধর্ম্মাণাং, সর্বোহি পুরোহবস্থিতে বিষয়ে বিষয়াস্তুরমধ্যস্যতি,

প্রপঞ্চবান্ধনং চোপপাদয়িষ্যতে। চিদাত্মা তু অতিস্মৃতিতীহাসপুরাণ-  
গৌচরন্তমূলভদবিকল্পন্যায়নির্গতশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসভাবঃ সত্ত্বেনৈব নির্বাচ্যো-  
হবাধিতঃ। স্বয়ংপ্রকাশতৈবাহস্য সত্তা সা চ স্বরূপমেব চিদাত্মনো  
ন তু ভদতিরিক্তম্। সত্তাসামান্যসমবায়োহর্থক্রিয়াকারিতা বা। ইতি  
সর্বমবদাতম্। স চারমেবৎলক্ষণকোহধ্যাসোহনির্বচনীয়ঃ সর্ব-  
বামেব সম্বতঃ পরীক্ষককাণাং তত্ত্বেন্দে পরং বিশ্রুতিপত্তিরিত্যনির্ব-  
চনীয়তাং অত্রিসিদ্ধম্—তং কেচিদন্যত্রাহন্যধর্ম্মাখ্যাস ইতি বদন্তি।  
অন্যধর্ম্মস্য, জ্ঞানধর্ম্মস্য রজতস্য, জ্ঞানাকারস্যোতি যাবৎ। অধ্যাসো  
হন্যত্র বাহ্যে। সৌত্রান্তিকনয়ে তাববাহ্যমন্তি বস্তসৎ তত্র জ্ঞানাকারস্য  
রোপঃ। বিজ্ঞানবাদিনামপি যদ্যপি ন বাহ্যং বস্তসৎ তথাপ্যানাদ্যবিদ্যা  
বাসনারোপিতমলীকং বাহ্যং তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ। উপপত্তিশ্চ  
যদ্যদৃশমভবসিদ্ধং রূপং তত্তাদৃশমেবাভ্যুপেতব্যমিত্যুৎসর্গোহন্যাখ্যাতং  
পুনরস্য বলবদ্বাধকপ্রত্যয়বশাৎ। নেদং রজতমিতি চ বাধস্যেদন্তা  
মাত্রবাধেনোপপত্তৌ ন রজতগৌচরতোচিতা। রজতস্য ধর্ম্মিণো  
বাধে হি রজতং চ তস্য চ ধর্ম্ম ইদন্তা বাধিতে ভবেতাম। তদ্বারমিদ-  
ন্তৈবাহস্য ধর্ম্মো বাধ্যতাং ন পুনরজতমপি ধর্ম্মি। তথাচ রজতং  
বহির্বাধিতমর্থাদান্তরে জ্ঞানে ব্যবতিষ্ঠত ইতি জ্ঞানাকারস্য বহিঃধ্যাসঃ  
সিধ্যতি। কেচিত্তু জ্ঞানাকারখ্যাতাবপরিভূত্বান্তো বদন্তি।—যত্র যদ-  
ধ্যাসস্তব্ধিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অপরিতোষকারণক্ আত্মঃ—  
বিজ্ঞানাকারতা রজতাদেবভূতবাদ্বা ব্যবস্থাপ্যেতানুমানাদ্। তত্রানু-  
মানমুপরিষ্ঠান্নিরাকরিষ্যতে। অনুভবোহপি রজতপ্রত্যয়ে বা স্যাৎ  
বাধকপ্রত্যয়ে বা। ন তাবত্রজতানুভবঃ। স হীদয়কারাস্পদং রজতমা-  
বেদয়তি ন ত্রাস্তরম্। অহমিতি হি তদা স্যাৎ প্রতিপত্তুঃ প্রত্যয়াদবতি-

[কথং—ত্রবীষি ৭]—যদি বলেন, প্রত্যগাখ্যান্য অবিষয়, তিনি কাহার বিষয়  
নহেন—অর্থাৎ তিনি পরাধীন প্রকাশ নহেন। সূত্রাৎ কি প্রকারে তাহাঁতে  
বিষয়ের (দেহাদির) ও বিষয়ধর্ম্মের (জরামরণাদির) অধ্যাস হইতে পারে ?  
যাহা বিষয়—যাহা পুরোবর্তী অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষীকৃত—তাহাতেই  
লোকের বিষয়াস্তরের অর্থাৎ অন্য কোন দৃষ্ট বিষয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে,  
কিন্তু অদৃষ্ট ও অবিষয় পদার্থে কাহারও কোন অধ্যাস দেখা যায় না।

যুগ্মং-প্রত্যয়পেতস্য চ প্রত্যয়ান্ননোহবিষয়ঃ ত্রীষি ।  
উচ্যতে, ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ

রেকাৎ । জ্ঞাত্বং বিজ্ঞানং জ্ঞানকারণেব বাহ্যতয়াহ্যবস্যাতি । তথা চ নাহংকারাস্পদমস্য গোচরো জ্ঞানাকারতা পুনরস্য বাধকপ্রত্যয়প্রবেদনীয়েতি চেৎ, হন্ত বাধকপ্রত্যয়মালোচয়ত্বাযুজ্যাম্ । কিং পুরোবর্তিত্রব্যং রজতাবিবেচয়ত্যাহো জ্ঞানাকারতামপ্যস্য দর্শয়তি । তত্র জ্ঞানাকারতোপদর্শনব্যাপারং বাধকপ্রত্যয়স্য ত্র্যবণঃ স্নায়মীয়প্রজ্ঞোদোনানং প্রিয়ঃ । পুরোবর্তিতপ্রতিবেদ্যাদর্শাদস্য জ্ঞানাকারতেতি চেৎ, ন । অসন্নিধানাগ্রহনিষেধাৎ অসন্নিহিতোভবতি । • প্রতিপত্তুরতাস্তসন্নিধানং তস্য প্রতিপজ্ঞাত্বকং কুতস্তাৎ, ন চৈষ রজতস্য নিবেধো ন চেদন্তরাঃ কিং তু বিবেকাগ্রহপ্রসঞ্জিতস্য রজতবাবহারস্য । ন চ রজতমেব শুক্তিকার্যং প্রসঞ্জিতং রজতজ্ঞানেন । ন হি রজতনির্ভাসস্য শুক্তিকালম্বনং যুক্তং অনুভববিরোধাৎ । ন খলু সত্তামাত্রৈগলম্বনং অতিপ্রসঙ্গাৎ । সর্করোদর্শনাৎ সত্ত্বাবিশেষাদালম্বনত্বপ্রসঙ্গাৎ । নাপি কারণত্বেন । ইন্দ্রিয়াদীনামপি কারণত্বাৎ । তথা চ ভাসমানতৈবালম্বনার্থঃ । ন চ রজতজ্ঞানে শুক্তিকা ভাসত ইতি কথমালম্বনম্ । ভাসমানতাভূতগমে বা কথং নানুভববিরোধঃ । অপি চেন্দ্রিয়াদীনং সমীচীনজ্ঞানোপজনে সামর্থ্যযুপলব্ধমিতি কথমোভ্যা মিথ্যাজ্ঞানসম্ভবঃ । দোষসহিতানাং তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়েইপি সামর্থ্যমিতি চেৎ ন । দোষণাৎ কার্যোপজনে সামর্থ্যবিধাতমাত্রৈ হেতুত্বাৎ । অন্যথা দুষ্কৃতদপি কুৎসিতজ্ঞানটাক্ষরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ । অপি চ স্বগোচরব্যভিচারে বিজ্ঞানানাং সর্করানাদাস-প্রসঙ্গঃ । তস্মাৎ সর্করং জ্ঞানং সমীচীনমাস্ত্রয়ম্ । তথা চ রজতমির্দর্শয়তি চ য়ে বিজ্ঞানে স্মৃতানুভবরূপে । তত্রৈবমিতি পুরোবর্তিত্র্যবণাগ্রহণং দোষবশাৎ তকাতশুক্তিত্বসামান্যবিশেষব্যাগ্রহাৎ তস্মাত্রয়ং গৃহীতং সংসদৃশতয়া সংস্কারোদোধক্রমেণ রজতে স্মৃতিং জনয়তি । সা চ গৃহীত-

(শুক্তি প্রভৃতি বিষয় অর্থাৎ পরাধীন প্রকাশ, তজ্জনা তাহাতে রজত প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারে) । কিন্তু আপনি বলিতেছেন, প্রত্যয়ান্না ~~যুগ্মং~~ প্রত্যয়ের অতীত স্মৃতাং তিনি বিষয় নহেন, অবিষয় ।

অবিষয় সত্য ; অবিষয় হইলেও যে প্রকারে তাহাঁতে বিষয়ের ও বিষয়ধর্মের আদোষ বা অধ্যাস ( ভ্রম ) হইতে পারে ; [ উচ্যতে ] তাহা

সাহিত্যেন্দি ।

অপরোক্কাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃ  
পুত্রোহবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যাসিতব্যমিতি। অপ্র-

এইহংস্বভাবাহপি দোষবশাদ্গৃহীতত্বাংশপ্রমোষাদ্গৃহণমাত্রমবতিষ্ঠতে।  
তথা চ রজতস্মৃতে: পুরোবর্তিত্রব্যমাত্রএইহংস্যা চ মিথঃ স্বরূপাতো বিষয়-  
তশ্চ ভেদাৎএইহাৎ সম্মিতরজতগোচরজ্ঞানসারূপোণ ইদং রজতমিতি  
ভিন্নে অপি স্বরণএইহণে অভেদব্যবহারঞ্চ সামান্যাদিকরণব্যাপদেশঞ্চ  
প্রবর্তয়তঃ। কচিং পুনত্র এইহ এব মিথোগৃহীতভেদে। যথা পীতঃ শঙ্খ  
ইতি। অত্র হি বিনির্গচ্ছন্নয়নরশ্মিবর্তিনঃ পিত্তত্রব্যস্যা কাচসোব  
স্বচ্ছস্যা পীতত্বং গৃহ্যতে। পিত্তস্তু ন গৃহ্যতে। শঙ্খোহপি দোষবশাৎ  
শুক্লগুণরহিতঃ স্বরূপমাত্রেন গৃহ্যতে। তদনয়োঃ গুণগুণিনোরসংসর্গা  
এইস্বরূপ্যাৎ পীততপনীয়পিও প্রত্যয়াবিশেষণাভেদব্যবহারঃ সামান্য-  
াদিকরণব্যাপদেশশ্চ। ভেদাৎএইহপ্রসঞ্জিতাভেদব্যবহারবাধনাচ্চ নেদমিতি  
বিবেকপ্রত্যয়স্যা বাধকত্বমপ্যুপপদ্যতে। তদুপপত্তৌ চ প্রাক্তনস্যা  
প্রত্যয়স্যা ভাস্তত্বমপি লোকসিদ্ধং সিদ্ধং ভবতি। তস্মাৎ যথার্থাঃ সর্বৈ  
বিপ্রতিপন্ন্যঃ সন্দেহবিভ্রমাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ, ঘটাদিপ্রত্যয়বৎ। তদিদমুক্তং  
যত্র যদধ্যাস ইতি। যস্মিন্ শুক্তিকান্দৌ যস্য রজতান্নেধ্যাস ইতি  
লোকপ্রসিদ্ধিঃ নাসাবন্যাখ্যাতিনিবন্ধনা। কিন্তু গৃহীতস্য রজতাদে-  
শ্চঃস্বরূপস্য চ গৃহীততাংশপ্রমোষণে গৃহীতমাত্রস্য। য ইদমিতি পুরোব-  
স্থিতাৎ ত্রব্যমাত্রাৎ তৎপ্রজ্ঞানাচ্চ বিবেকঃ তদএইহংনিবন্ধনোভ্রমঃ।  
ভাস্তত্বঞ্চ এইহংস্বরূপোরিতরেতরসামান্যাদিকরণব্যাপদেশোরজতাদিব্যব-  
হারশ্চেতি। অন্যে তত্রাপ্যপরিভূত্যান্তো যত্র যদধ্যাসস্তম্যৈব বিপরীতধর্মত্ব-  
কুস্পনাগচ্ছতে। অত্রেদমাকুতম্।—অস্তি তাবদ্রজতার্থিনো রজত-  
মিদমিতি প্রত্যয়াৎ পুরোবর্তিনি ত্রব্যো প্রকৃতিঃ সামান্যাদিকরণব্যাপ-  
দেশশ্চেতি সাক্ষরজনীনম্। তদেতন্ন তাবদএইহংস্বরূপোরন্তোকোচররোশ্চ

[ন অনাগ্রাধ্যাসঃ] আত্মা যো নিত্যস্তই অবিসয়--কোনও প্রকারে  
বিষয় (জ্ঞানগোচর) নহেন, এমত নহে। এখন তাঁহাতে (এই জীবা-  
বস্থায় তাঁহাতে) অস্বদপ্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরায়রূপে প্রসিদ্ধ  
বা প্রতীত হওয়ায় অপরোক্কাতাও আছে (৮)। আত্মা যখন “অহং” “আমি”  
এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাহাকে একান্ত অবিসয় বলা যায় না

✓(৮) প্রসিদ্ধ=ভাসমানতা বা প্রকাশমানরূপে প্রখ্যাত। অর্থাৎ যাহা সকলেই জানে।  
অপরোক্কা=সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ।

ত্যাঞ্জেপি হ্যাকাশে বালাস্তুলমগ্নিনতাদ্যধ্যাস্যন্তি । এবমবি-

মিথোভেদাঃ গ্রহমাত্রাদ্ভবিতুমহঁতি । গ্রহণনিবন্ধনো হি চেতনস্য ব্যব-  
হারব্যপদেশো কথংগ্রহণমাত্রাদ্ভবেতাম্ । নহুতং নাগ্রহণমাত্রাৎ কিন্তু  
গ্রহণস্বরূপে এব মিথঃ স্বরূপতো বিষয়তশ্চ অগৃহীতভেদে সমীচীন-  
পূরোবস্থিতরজতবিজ্ঞানসাদৃশ্যেনাভেদব্যবহারং সামান্যধিকরণ্যব্যপদে-  
শঞ্চ প্রবর্তয়তঃ । অথ সমীচীনজ্ঞানসারূপ্যমনয়োগৃহ্যমাণং বা ব্যব-  
হারপ্রতিহেতুরগৃহ্যমাণং বা । সত্তামাত্রেন গৃহ্যমাণেইপি সমীচীন-  
জ্ঞানসারূপ্যমনয়োরিদমিতি রজতমিতি চ জ্ঞানয়োরিতি গ্রহণং অথবা  
তয়োরেব স্বরূপতো বিষয়তশ্চ মিথো ভেদাঃ ইতি গ্রহণম্ ।  
তত্র ন তাবৎ সমীচীনজ্ঞানসদৃশী ইতি জ্ঞানং সমীচীনজ্ঞানব্যবহার-  
প্রবর্তকম্ । ন হি গোসদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানং গবর্থিনং গবয়ে  
প্রবর্তয়তি । অনয়োরেব ভেদাঃ ইতি তু জ্ঞানং পরাহতম্ । ন হি  
ভেদাঃ ইহৈনয়োরিতি ভবতি । অনয়োরিতি গ্রহে ভেদাঃ গ্রহণমিতি  
চ ভবতি । তস্মাৎ সত্তামাত্রেন ভেদাঃ ইহাঃ অগৃহীত এব ব্যবহার-  
হেতুরিতি বক্তব্যম্ । তত্র কিময়মারোপোৎপাদক্রমেণ ব্যবহারহেতু-  
রাহো অনুৎপাদিতারোপ এব স্ত ইতি । বয়ং তু পশ্যামঃ—চেতন-  
ব্যবহারস্যাজ্ঞানপূরকানুপপত্তেবারোপজ্ঞানোৎপাদক্রমেণৈবেতি । নহু  
চ সত্যং চেতনব্যবহারো নাজ্ঞানপূরকঃ কিন্তু্বিদিতিবিবেকগ্রহণস্বরূপ  
পূরক ইতি । মৈবম্ । ন হি রজতপ্রতিপদিকার্থমাত্রস্বরূপং প্রকৃতা-  
বুপযুক্ত্যতে । ইদংকারাম্পদাভিমুখী খলু রজতার্থিনাং প্রকৃতিবৃত্ত্য-  
বিবাদম্ । কথং চাইয়মিদংকারাম্পদে প্রবর্তেত যদি তু ন তদিক্ষেৎ ।  
অন্যদিক্ষিত্যনাৎ করোতীতি ব্যাহতম্ । ন চেদিদংকারাম্পদং রজতমিতি  
জানীয়াৎ কথং রজতাপী তদিক্ষেৎ । যদ্যতথাত্বেনাঃ গ্রহাদিতি  
জ্ঞাৎ স চ প্রতিবক্তব্যোহথ তথাভেদাঃ গ্রহাৎ কস্মামোপেক্ষেতেতি ।  
সৌহৃদ্যমুপাদানোপেক্ষাভ্যামভিমত আক্লম্যমাণশ্চেতনোহব্যবস্থিত ইদং  
কারাম্পদে রজতনমারোপেণোপাদান এব ব্যবস্থাপ্যত ইতি ভেদাঃ  
সমারোপোৎপাদক্রমেণ চেতনপ্রতিহেতুঃ । তথাহি—ভেদাঃ গ্রহাদিদং-

এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও বাব না । (অভিপ্রায় এই যে, চেতন্য-  
মাত্রস্বভাব পবনাত্মা বস্তুকল্পে নিকৃপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যা-  
কল্পিত “অহং”-উপাধির দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । অর্থাৎ অহং-  
জ্ঞানের গোচর বা বিষয় হইয়াছেন । বিবেককালে বা অনধ্যাসকালে

রুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যাপ্যনাত্মাধ্যাসঃ । তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসং

কার্যাস্পদে রজতত্বং সমারোপ্য তজ্জাতীয়সোপকারহেতুভাবমুচিস্ত্য তজ্জাতীয়তয়েদংকার্যাস্পদে রজতে তমনুমাণ তদর্থী এবর্ততে ইত্যা-  
নুপূর্ব্যং • সিদ্ধম্ । ন চ তটস্থরজতস্মৃতিরিদংকার্যাস্পদসোপকার-  
হেতুভাবমুমাণয়িতুমর্হতি । রজতত্বস্য হেতোরপক্ষধর্মত্বাৎ । এক  
দেশদর্শনং খলুনুমাণকং ন ত্বনেকদেশদর্শনম্ । যথাহঃ—জাতসম্বন্ধ  
সৈক্যদেশদর্শনাদিতি । সমারোপে ত্বেকদেশদর্শনমস্তু । তৎসিদ্ধমেত-  
দ্বিদাদধ্যাসিতং রজতাদিজ্ঞানং পুরোবর্তিবস্তুবিষয়ং রজতাদ্যর্থিনস্তত্র  
নিয়মেন প্রবর্তকত্বাৎ । যৎ যদর্থিনং যত্র নিয়মেন প্রবর্তয়তি তজ্জ্ঞানং  
তদ্বিষয়ম্ । যথো ভয়সিদ্ধসমীচীনরজতজ্ঞানম্ । তথা চেদং তস্মাত্তথৈতি ।  
যচ্ছোক্ত মনবভাসমানতয়া ন শুক্তিরালম্বনমিতি, তত্র ভবান্ পৃষ্টৌ  
ব্যচষ্টাং কিং শুক্তিকাত্ত্বস্যোদং রজতমিতি জ্ঞানং প্রত্যনালম্বনত্বমাহে-  
ষিদ্ জব্যমাত্মস্য পুরঃস্থিতস্য সিতভাস্বরস্য । যদি শুক্তিকাত্ত্বস্যানালম্বনত্বং  
অজ্ঞা উত্তরস্যানালম্বনত্বং ক্রবাণস্য তবৈদানুভববিরোধঃ । তথাহি—  
রজতমিদমিত্যত্ভিন্নম্ন ভবিতা পুরোবর্তিবস্তুজ্ঞানাদিনা নির্দিশতি । দৃষ্টঞ্চ  
দুষ্ঠানাং কারণানামোৎসর্গিককার্য্যপ্রতিবন্ধেন কার্য্যান্তুরোপজননসাম-  
র্থ্যম্ । যথা দাবাগ্নিদগ্ধানাং বেত্রবীজানাং কদলীকাণ্ডজনকত্বম্ ।

তিনি নিরূপাধিক ও নিরংশ কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও  
সাংশ । অবিদ্যাকল্পিত অহং যত কাল থাকিবে তত কালই তিনি অহং-  
বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয় । সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত অহং-উপাধির বিলোপ  
বা বিগম না হওয়া পয্যস্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন । অর্থাৎ আত্মা এখন  
অহং-বৃত্তির বিষয় । অতএব, যাহা অহংবৃত্তির বিষয়—তাহাতে দেহাদির ও  
দেহাদির ধর্ম্মের অধ্যাস থাকা অরূপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে । যাহা অবিষয়  
অর্থাৎ যাহা জ্ঞেয় নহে কিরূপে তাহাতে বিষয়ের অধ্যাস বা ভ্রান্তি হইতে  
পারে ? এতদ্রূপ প্রথম আপত্তির বা প্রশ্নের খণ্ডন বা প্রত্যুত্তর হইল ।  
অপ্রত্যক্ষ পদার্থে প্রত্যক্ষ বস্তুর অধ্যাস হয় না, এই দ্বিতীয় আপত্তির  
খণ্ডনার্থ বলা যাইতেছে যে, আত্মা অপ্রত্যক্ষ নহেন, তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ ।  
কেন না, জীব মাঝেই আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অহং—আমি এতদ্রূপে  
সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে । অপিচ, এমন নিয়ম নাই যে, যাহা চক্ষুরাদির  
দ্বারা প্রতীত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ এবং তদ্রূপ প্রত্যক্ষেই বিষয়ান্তরেব  
অধ্যাস হইবে, ভ্রম হইবে, অনাত্ম হইবে না । আকাশ তদ্রূপ প্রত্যক্ষ



পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং

ভ্রমকছুষ্ঠস্য চৌদর্যস্য তেজসো বহুত্বপচনমিতি । প্রত্যক্ষদ্ব্যর্থপদ্ধত-  
বিষয়ক বিদ্রমাণাং যথার্থত্বানুমানমাত্মসৌজতবাহুমুদ্যানুমানবৎ ।  
যচ্ছৌকঃ মিথ্যাশ্রুত্যয়স্য ব্যভিচারে সৰ্বপ্রমাণেহনাশাস ইতি তয়ো-  
ধকভ্রমঃ স্বতঃ প্রামাণ্যং নাব্যভিচারেণেতি ব্যুৎপাদয়দ্বিরস্মাতিঃ পরি-  
হৃতং ন্যায়কণিকায়ামিতি নেহ প্রতন্যতে । দিগুমাং চাস্য স্মৃতিপ্রমা-  
যভঙ্গসৌক্যম্ । বিস্তরস্ত ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষায়ামবগম্ভবা ইতি । তদিন্নুক্তং—  
অন্যে তু যত্র যদধ্যাসন্ত্যৈব বিপরীতধর্মজ্ঞকম্পনমাচক্ষত ইতি । যত্র শুক্তি  
কার্দো যস্য রজতাদেদর্যাসন্ত্যৈব শুক্তিকাদের্বিপরীতধর্মকম্পনং  
রজতত্বধর্মকম্পনমিতি যোজনাম্ । ননু সন্তু নাম পরীক্ষকাণাং বিশ্রুতি-  
পত্তয়ঃ প্রকৃতে তু কিমায়তমিত্যত আহ—সর্বথাপি ত্বন্যস্যান্যধর্মকম্প-  
নাং ন ব্যভিচরতি । অন্যস্যান্যধর্মকম্পনান্নহৃততাত, সা চানির্লচনীয়-  
তেতাধস্তাদুপপাদিতম্ । তেন সর্ব্বথামেব পরীক্ষকাণাং মতে অন্যস্যান্য-  
ধর্মকম্পনান্নির্লচনীয়তাহবশ্যাস্তাবিনীত্যানির্লচনীয়তা সর্ব্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত-  
ইত্যর্থঃ । অখ্যাতিবাদিভিরকামৈরপি সামান্যধিকরণব্যাপদেদপ্রস্তুতি-  
নিরমসেছাদিদমভূপেয়মিতি ভাবঃ । ন কেবলমিয়মহৃততা পরীক্ষকা-  
ণাং সিদ্ধা অপি তু লৌকিকানামপীত্যাহ । তথা চ লোকেহনুভবঃ—  
শুক্তিকা হি রজতবদবভাসত ইতি । ন পুনরজতমিদমিতি শেষঃ ।  
স্যাদেভৎ । অন্যস্যান্যাত্মতাবিভ্রমো লোকসিদ্ধঃ । একস্য ত্বইভিন্নস্য

নহে, তথাপি উহাতে বিষয়াস্তবের অধ্যাস (ভ্রম) দৃষ্ট হয় । বালকেরা অর্থাৎ  
অজ্ঞ মানবেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশে তল-মলিনতাদির (২) অধ্যাস বা আরোপ  
করিয়া থাকে । অতএব, আত্মা সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'না  
হইলেও তাঁহাতে অনায়াসে অর্থাৎ বুদ্ধাদিব ও বুদ্ধাদিধর্মের অধ্যাস হও-  
য়ার বাধা নাই ।

[ তৎ.....সদ্ব্যভাতে ] তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রোক্ত লক্ষণ অধ্যাসকে অর্থাৎ  
ঐকপ মিথ্যা জ্ঞানকে অবিদ্যা নামে উল্লেখ করেন এবং বিবেক দ্বারা বা

(২) তল = কটাহ-তল । মলিনতা = নীলকাস্তি । যখন মেঘ না থাকে, তখনও আকাশকে  
নিবিড় নীলবর্ণ ও কটাহতলাকার দেখায় । যেন একখানি নীলকাস্তিমদির কড়া উপড় করা  
আছে । বস্তুতঃ আকাশের রঙ নাই এবং উহা চক্ষুগ্রাহ্যও নহে । সুতরাং ঐকপ বোধ অধ্যাস  
মূলক অর্থাৎ ভ্রম । অজ্ঞ মানবেরা অবিবেক প্রযুক্ত পৃথিবীর ছায়াবৎ ও পৃথিবীর গোল-  
তাকে আকাশে আরোপ করিয়া ঐকপ ভ্রম অনুভব করে । বাচস্পতিমিশ্র বলেন, পৃথিবী  
যে গোল, তাহা 'এবমিধ ভ্রমপ্রতীতিব দ্বাবা প্রমাণীকৃত হয় ।

বিদ্যামাহঃ । তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসন্তৎকৃতেন দোষেণ  
গুণেন বা অগুনাভ্রোণাপি স ন সংবধ্যতে ।

ভেদভ্রমো ন দৃষ্ট ইতি কুতশ্চিদাশ্বনোহভিমানাং জীবানাং ভেদবিভ্রম  
ইত্যত আহ।—একশ্চন্দ্রঃ সন্নিবর্তিতঃ ।

পুনরপি চিদাশ্বন্যধ্যাসমাক্ষিপতি—কথং পুনঃ প্রত্যগাশ্বন্যবিষয়েছ-  
ধ্যাসো বিষয়তৎকর্মাণামিতি । অরমর্থঃ—চিদাশ্বা প্রকাশতে ন বা । ন  
চেৎ প্রকাশতে কথমশ্লিষধ্যাসো বিষয়তৎকর্মাণাম্ । ন খলুপ্রতিভাস-  
মানে পুরোবর্ত্তিনি ত্রব্যে রজতস্য বা তৎকর্মাণাং বা সমারোপঃ সম্ভব-  
তীতি । প্রতিভাসে বা ন তাবদয়মাত্মা জড়ো ঘটাদিবৎ পরাধীনপ্রকাশ  
ইতি যুক্তম্ । ন খলু স এব কর্তা চ কর্ম চ ভবতি বিরোধাৎ । পরসমবেত-  
ক্রিয়াফলশালি হি কর্ম । ন চ জ্ঞানক্রিয়া পরসমবায়িনীতি কথমস্যাং  
কর্ম । ন চ তদেব স্বয়ং পরঞ্চ, বিরোধাৎ । আত্মাস্তরসমবায়াদুপগমে  
তু জ্ঞেয়স্যাত্মনোহনাত্মত্বপ্রসঙ্গঃ । এবং তস্য তস্যোতানুবৃত্ত্যপ্রসঙ্গঃ ।  
সীাদেতৎ । আত্মা জড়োহপি সর্সার্থজ্ঞানেষু ভাসমানোহপি কর্ত্তেব  
ন কর্ম । পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বাভাবাৎ । চৈত্রবৎ । যথা হি চৈত্র  
সমবেতক্রিয়া চৈত্রনগরপ্রাপ্তাবুভয়সমবেতারামপি ক্রিয়মাণায়াং নগর  
সৌব কর্মতা পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বাৎ । ন তু চৈত্রস্য ক্রিয়াফল-  
শালিনোহপি, চৈত্রসমবায়াদামনক্রিয়ায়া ইতি তন্ন । প্রতিবিরোধাৎ ।  
অয়তে হি “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইতি । উপপদ্যতে চ । তথাহি—  
যেহ্মরমর্থপ্রকাশঃ ফলং যন্মিষ্মর্থশ্চ আত্মা চ প্রথমে স কিং জড়ঃ স্বয়ং  
প্রকাশো বা । জড়শ্চেচ্ছিন্নমাত্মানাবপি জড়াবিতি কস্মিন্ কিং প্রকা-  
শেত অবিশেষাৎ ইতি প্রাপ্তমাক্ষ্যমশেষস্য জগতঃ । তথা চাভাগকঃ—

বিচারজনিত প্রজ্ঞা বিশেষের দ্বারা তুদ্বস্তুর স্বরূপাবধারণকে বিদ্যা বলিয়া  
জানেন । ঐ অবিদ্যা বহুল অনর্থের মূল এবং উহারই উচ্ছেদ জন্য বেদান্ত-  
শাস্ত্রের প্রবৃতি ।

[ তত্র...সম্বধ্যতে ] অধ্যাসের কথিতপ্রকার রূপ বা লক্ষণ স্থির হও-  
য়াতে ইহাও স্থির হইতেছে যে, যাহাতে যাহার অধ্যাস,—তাহাতে তাহার  
দোষ গুণ অল্পমাত্রও স্পষ্ট হয় না । রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, অথচ  
তাহাতে সর্পের সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষ গুণ স্পষ্ট হয় না, সর্পেও রজ্জুর  
দোষ গুণ অল্পকৃত্ত হয় না । এইরূপ, আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মাতে  
আত্মার অধ্যাস হইলেও কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ বা সংশ্লিষ্টতা নাই স্তরায়

তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরুষত্যা  
সর্বের প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহার। লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ

“অঙ্কগোবান্ধলগ্নস্য বিনিপাতঃ পদে পদে।” ন চ নিলীনমেব বিজ্ঞানমর্থ-  
াত্মানো জ্ঞাপয়তি চক্ষুরাদিবদিতি বাচ্যম্। জ্ঞাপনং হি জ্ঞানজননম্।  
জনিতঞ্চ জ্ঞানং জড়ং সৎ নোক্তদূষণমতিবর্তেতি। এবমুত্তরোত্তরা-  
ণ্যপি জ্ঞানানি জড়ানীতানবস্থা। তস্মাদপর্যায়ীনপ্রকাশ্য সংবিদ্বপে-  
তব্যা। তথাপি কিমায়াতং বিষয়ান্নোঃ স্বভাবজড়য়োঃ। এতদা-  
য়াতং যন্তয়োঃ সংবিদজড়ৈতি। তৎ কিং পুত্রঃ পণ্ডিত ইতি পিতাঃপি-  
পণ্ডিতোহস্ত। স্বভাব এষ সংবিদঃ স্বয়ংপ্রকাশায় যদর্থাত্মসম্বন্ধিতেতি  
চেৎ হস্ত পুত্রস্যাপি পণ্ডিতস্য স্বভাব এষ যৎ পিতৃসম্বন্ধিতেতি সমানম্।  
সহার্থাত্মপ্রকাশে ন সংবিৎপ্রকাশোন ত্বর্থাত্মপ্রকাশং বিনেতি তস্যাঃ  
স্বভাব ইতি চেৎ তৎ কিং সংবিদো ভিন্নো সংবিদর্থাত্মপ্রকাশো।  
তথা চ ন স্বয়ংপ্রকাশ্য সংবিৎ ন চ সংবিদর্থাত্মপ্রকাশ ইতি। অথ  
সংবিদর্থাত্মপ্রকাশো ন সংবিদোভিদ্যোতে, সংবিদেব তৌ। এবং চেৎ  
যাবদুক্তং ভবতি সংবিদাত্মার্থো সোহেতি তাবদুক্তং ভবতি সংবিদর্থাত্ম-  
প্রকাশো সোহেতি। তথা চ ন বিবিক্তিতার্থসিদ্ধিঃ। ন চাতীতানাগতার্থ-  
গোচরায়ঃ সংবিদোহর্থসহভাবোহপি। তদ্বিষয়হানোপাদানোপেক্ষা-  
বুদ্ধিজননাদর্থসহভাব ইতি চেৎ। অর্থসংবিদ ইব হানাদিবুদ্ধীনামপি  
তদ্বিষয়ত্বমুপপত্তেঃ। হানাদিজননান্ধানাদিবুদ্ধীনামর্থ বিষয়ত্বম্।  
অর্থবিষয় হানাদিবুদ্ধিজননা চার্थসংবিদস্তদ্বিষয়ত্বমিতি চেৎ তৎ কিং  
দেহস্য প্রযত্ববদাত্মসংযোগোদেহপ্রতিনিবৃত্তিহেতুরর্থ ইত্যর্থপ্রকাশো-  
হস্ত। জাড্যাদেহাত্মসংযোগো নর্থপ্রকাশ ইতি চেৎ, নহয়ং স্বয়ংপ্রকা-  
শোহপি স্বাত্মন্যেব খদ্যোতনংপ্রকাশঃ অর্থে তু জড় ইত্যুপপাদিতম্।  
ন চ প্রকাশস্যাত্মানোবিষয়াঃ। তে হি বিচ্ছিন্ন দীর্ঘ স্থূলতয়া অনুভূয়ন্তে

কেহ কাহার দোষ গুণে লিপ্ত হয় না। [ তৎ...পর্যায়ি ] প্রমাণব্যবহার,  
প্রমেয়ব্যবহার, অহংমমাদি-জ্ঞান-ব্যবহার, লৌকিক ও বৈদিক যে কোন  
ব্যবহার, সমস্তই ঐ অবিদ্যা নামক আত্মানাত্মার পরস্পরাধ্যাস হইতে  
উৎপন্ন ও নির্বাহিত হইতেছে। সমস্ত বিধি শাস্ত্র, সমস্ত নিষেধ শাস্ত্র,  
সমুদয় মোক্ষ শাস্ত্র, সমস্তই অবিদ্যাপর অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও অবিদ্যা-  
প্রতিপাদক। অবিদ্যা ব্যতীত অর্থাৎ আত্মানাত্মার অধ্যাস ব্যতীত কিছুই  
হইতে পারে না। অতএব, আত্মা ও অনাত্মা পরস্পর পরস্পরে অধ্যাত

সৰ্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমৌক্ষপরাণি । কথং পুনর-  
বিদ্যাবদ্বিষয়ানি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি ।

প্রকাশশাস্ত্রমাস্তরো হুতুলো ইনগুরহুশ্রোহদীর্ঘশেতি প্রকাশতে ।  
তন্মাত্ত্বেন্নে অল্পভূয়মান ইব দ্বিতীয়শব্দমাঃ স্বপ্রকাশাদন্যোহর্থোহনির্ল-  
চনীয় এবতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ । ন চাস্য প্রকাশস্যাজানতঃ স্বলক্ষণভেদো  
হুভূয়তে । ন চানির্বাচ্যার্থভেদঃ প্রকাশং নির্বাচ্যং ভেদশুমহতি ।  
অতিপ্রসঙ্গাৎ । ন চার্থানামপি পরস্পরং ভেদঃ সম্যগীজনজনপদ্ধতি  
মধ্যান্তে ইত্যাপরিষ্ঠাভূপপাদয়িষ্যতে । তদয়ং প্রকাশ এব স্বয়ংপ্রকাশ  
একঃ কূটস্থো নিতোনিরংশঃ প্রত্যগাত্মা ইশক্যানির্লচনীয়েভ্যো দেহে-  
ন্দ্রিয়াদিভ্য আত্মানং প্রতীপং নির্লচনীয়মঞ্চতি জানাতীতি প্রত্যঙ স চা-  
য়েতি প্রত্যগাত্মা । স চাপরাধীনপ্রকাশবাদনং শরচ্চাবিষয়স্তন্মিমাংসাস্যো  
বিষয়ধৰ্ম্মাণাং দেহেন্দ্রিয়াদিধৰ্ম্মাণাং কথং, কিমাক্ষেপে । অগ্ন্যক্লোহয়ম-  
ধ্যাস ইত্যাক্ষেপে কস্মাদয়মবুজ ইত্যত আহ ।—সর্বোহি পুরোবস্থিতে বি-  
ষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যাতি । এতদুক্তং ভবতি ।—যৎ পরাধীনপ্রকাশমংশ-  
বজ তৎসামান্যাংশগ্রহে কারণদোষবশাচ্চ বিশেষ্যাগ্রহে ইন্যাথা প্রকা-  
শতে । প্রত্যগাত্মা উপরাধীনপ্রকাশতয়া ন স্বজ্ঞানে কারণান্যপেক্ষতে ।  
যেন তদাশ্রয়ৈর্দৈবৈবুযোত । ন চাংশবান্, যেন কশ্চিদস্যংশোগৃহ্যেত  
কশ্চিৎ গৃহ্যেত । ন হি তদেব তদানীমেব তেনৈব গৃহীতমগৃহীতঞ্চ সম্ভব-  
তীতি ন স্বয়ংপ্রকাশপক্ষেইধ্যাসঃ । সদাতনেইপ্যপ্রকাশে পুরোবস্থিত  
ভূম্যাপরোক্ষভূম্যভাবান্নাধ্যাসঃ । ন হি শুভ্রাঃপুরুঃস্থিতায়াং রজতমধ্য-  
স্যাভীদং রজতমিতি । তন্মাদত্যন্তগ্রহেইত্যন্তাগ্রহে চ নাধ্যাস ইতি  
সিদ্ধম্ । স্যাদেতৎ । অবিসয়হে হি চিদান্ননোনাধ্যাসঃ বিষয় এব তু  
চিদান্না অগ্ন্যংপ্রত্যয়স্য, তৎ কথং নাধ্যাস ইত্যত আহ ।—যুগ্মংপ্রত্যয়া-  
পেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোইবিসয়ভূং ব্রবীষি । বিষয়হে হি চিদান্ননোইন্যো  
বিষয়ী ভবেৎ । তথা চ যো বিষয়ী স এব চিদাত্মা বিষয়স্ত ততো ইন্যো  
হইয়াই এই বিশ্ব সংসার ও এতদস্বর্গত প্রবৃত্তি নিবৃত্তাদি লৌকিক ব্যবহার  
সকল নির্বাহিত করিয়া আসিতেছে ।

[ কথং...চেতি ] যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, এ সকল  
অবিদ্যাবদ্বিষয় কেন ? অর্থাৎ অজ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অধিকারভুক্ত কেন ?  
উহাও যে অধ্যাসমূলক তাহা তোমায় কে বলিল ? অথবা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ  
ও বেদাদি শাস্ত্র, এ সকল যদি অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয়ই হয়, তাহ

উচ্যতে । দেহেন্দ্রিয়াদিহংসমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃভানুপ-  
পত্তৌ প্রমাণপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ । ন হীন্দ্রিয়ানুপাদায় প্রত্য-

যুখং প্রত্যয়গোচরোহু্যপেয়ঃ । তস্মাদনাস্ত্ব্যপ্রসঙ্গানবস্থাপরিহারায়  
যুখং প্রত্যয়াপেতত্বম্ । অতএবাবিসয়ত্বমাত্মনোক্তব্যম্ । তথা চ  
নাধ্যাস ইত্যপঃ ।

পরিহরতি ।—উচ্যতে । ন তাবদয়মেকাশ্চেনাবিসয় ইতি । কৃতঃ ।  
অন্যং প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ । অয়মর্থঃ ।—সত্যং প্রত্যয়গাত্ম্য স্বয়ং প্রকাশবাদবি-  
ষয়োহনংশচ ! তথাপ্যনির্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাপরিকল্পিতবুদ্ধিমতঃস্থল্লম-  
জ্বলশরীরেন্দ্রিয়াবচ্ছেদনানবচ্ছিন্নোহপি বস্তুতোহবচ্ছিন্ন ইবাভিন্নোহপি  
ভিন্ন ইবাহকর্তৃাপি কৰ্ত্তেব অভোক্তাপি ভোক্তেব অবিসয়োপাস্মৎ-  
প্রত্যয় বিষয় ইব জীবভাবমাপরোহবভাসতে । নভ ইব ঘট মণিক  
মল্লিকাদ্যবচ্ছেদভেদেন ভিন্নমিবানেকবিধধর্মকমিবেতি । ন হি চিদেকরস-  
স্যান্বনশ্চিদংশে গৃহীতে ইগৃহীতং কিঞ্চিদন্তি । ন খল্বানন্দমিত্যাহ  
বিভূতাদয়োহস্য চিহ্নপাদস্তুতো ভিদ্যন্তে যেন তদগ্রহেন গৃহোক্তম্ ।  
গৃহীতা এব তু কল্পিতেন ভেদেন ন বিবেচিতা ইত্যগৃহীতা ইবাভাস্তি ।  
ন চাত্মনো বুদ্ধাদিভ্যোভেদস্তাত্ত্বিকো যেন চিদাত্মনি গৃহমাণে সৌহপি  
গৃহীতো ভবেৎ । বুদ্ধাদীনামনির্বাচ্যেদেন তদ্ভেদস্যাপ্যনির্বচনীয়ত্বাৎ ।  
তস্মাদ্ভিদান্বনঃ স্বয়ং প্রকাশমৈবাহনবচ্ছিন্নস্যাবচ্ছিন্নেভ্যোবুদ্ধাদিভ্যো-  
ভেদাগ্রহাৎ তদধ্যাসেন জীবভাব ইতি । তস্য চানিদমিদমাত্মনোহন্যং  
প্রত্যয়বিষয়ত্বমুপপদ্যতে । তথাহি ।—কর্ত্তা ভোক্তা চিদাত্মা অহং প্রত্যয়ে  
প্রত্যবভাসতে । ন চোদাসীনস্য তস্য ক্রিয়াশক্তিভোগশক্তিকর্মা সম্ভবতি ।  
যস্য চ বুদ্ধাদেঃ কার্য্যকরণসজ্জাতস্য ক্রিয়াভোগশক্তী ন তস্য চৈত-  
ন্যম্ । তস্মাদ্ভিদাত্মৈব কার্য্যকরণসজ্জাতেন প্রথিতো লব্ধক্রিয়াভোগ-  
শক্তিঃ স্বয়ম্প্রকাশোহপি বুদ্ধাদিবিষয়বিচ্ছুরণাৎ কথঞ্চিদন্যং প্রত্যয়বি-  
ষয়ো হংসকারাম্পদো জীব ইতি চ জতুরিতি চ ক্ষেত্রজ ইতি চাখ্যায়তে ।

হইলে, ঐ সকল কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? [ উচ্যতে ]  
বলিতেছি, অর্থাৎ এ প্রশ্নেরও প্রত্যুত্তর করিতেছি ।

[ দেহে...শাস্ত্রানি চ ] ভাবিয়া দেখ, দেহের উপর, ইন্দ্রিয়াদির উপর,  
অহংমমাদি জ্ঞান নাস্ত না হইলে অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ে অতিমানবর্জিত হইলে  
প্রমাতৃত্ব সম্ভব হয় না বা কর্তৃত্বাদি জীবভাব থাকে না । প্রমাতৃত্ব ব্যতীত  
অর্থাৎ জীবভাব না থাকিলে, দেহাদির প্রতি অহংমমাদিজ্ঞান না থাকিলে,

কাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি । ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণ ইন্দ্রিয়-  
ব্যাপারঃ সম্ভবতি । ন চানধ্যস্তান্নভাবেন দেহেন কশ্চিৎ

ন খলু জীবশিষ্টাঙ্গানোভিদ্যতে । তথা চ শ্রুতিঃ “অনেন জীবেনাঙ্গনা” ইতি ।  
তস্মাচ্চিদাঙ্গানোহব্যতিরেকাঙ্গীবঃ স্বয়ংপ্রকাশোহপ্যাহংপ্রত্যয়েন কর্তৃভোক্তৃ-  
তয়া ব্যবহারযোগ্যঃ ক্রিয়ত ইত্যহংপ্রত্যয়ালম্বনমুচ্যতে । ন চাধ্যাসে সতি  
বিষয়ত্বং বিষয়ত্বে চাধ্যাস ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিতি সাম্প্রতম্ । বীজাহ্বর-  
বদনাদিহাৎ পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বাধ্যাসতদ্বাসনাবিষয়ীকৃতস্য উত্তরোত্তরাধ্যাসবিষয়ত্বা  
বিরোধাদিত্যুক্তং নৈসর্গিকোহয়ং লোকব্যবহার ইতি ভাষ্যগ্রহেণ । তস্মাৎ  
স্মৃত্বং ন তাবদয়মেকাশ্চেনাবিষয় ইতি । জীবো হি চিদাঙ্গতয়া স্বয়ংপ্রকাশ-  
তয়া অবিষয়োপোপাধিকেন রূপেণ বিষয় ইতি ভাবঃ । স্যাদেতৎ । ন  
বয়মপরাধীনপ্রকাশতয়া অবিষয়ত্বেনাধ্যাসমপাকুর্য্যঃ । কিন্তু প্রত্যগাঙ্গা ন  
স্বতো নাপি পরতঃ প্রথত ইত্যবিষয় ইতি ক্রমঃ । তথা চ সৰ্ব্বথাঃপ্রথমানে  
প্রত্যগাঙ্গানি কুতোহধ্যাস ইত্যত আহ—অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাঙ্গপ্রসিদ্ধেঃ ।  
প্রতীচ আঙ্গনঃ প্রসিদ্ধিঃ প্রথা তস্যা অপরোক্ষত্বাৎ । যদ্যপি প্রত্যগাঙ্গানি  
নান্যা প্রথান্তি, তথাপি তেদোপচারঃ । যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি । এত-  
দুক্তং ভবতি ।—অবশ্যং চিদাঙ্গা অপরোক্ষোহভ্যাপেতব্যস্তদপ্রথায়াং সৰ্বস্যাহ

অন্য কোনও প্রকারে প্রমাণাদির (চক্ষুরাদির) প্রবৃত্তি হয় না, হইতেও পারে  
না । ইন্দ্রিয়গণও নিরাশ্রয়ে অর্থাৎ দেহাদির আশ্রয় ব্যতীত আপন আপন  
কার্য্য করিতে পারে না । (ইন্দ্রিয়দিগকে ছাড়িয়া দিলে, অর্থাৎ অহং  
মমাদি জ্ঞান বর্জিত হইলে, কি দিয়া কি প্রকারে দেখিবে ও শুনিবে ? এবং  
শরীর ভুলিয়া গেলে ইন্দ্রিয়েরাই বা কোথায় থাকিয়া কিরূপে আপন  
আপন কার্য্য করিবে ?) যে দেহে অহংমমাদির অধ্যাস নাই, অর্থাৎ যে  
দেহে অহংমমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহের দ্বারা কোন জীব কি  
কার্য্য সাধন করিতে পারে ? কোন ব্যবহার নির্বাহ করিতে পারে ?  
তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ক্যাপার থাকে (১০) । অতএব, যখন ঐরূপ ঐরূপ

(১০) হুগু মুচ্ছাদিকালে শরীরাদিতে অহং-মম-জ্ঞান বা অভিমান থাকে না । তৎ-  
কারণে তৎকালে প্রমত্তত্ব বা জীবত্ব লুপ্ত থাকে । ইন্দ্রিয়গণও তখন নিশ্চেষ্ট বা নির্ক্যাপা-  
র থাকে । ইহা দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে, অসঙ্গ চৈতন পরমাত্মা অহংবৃত্তির-  
যোগে জীব হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়া তদাক্রিত অঙ্গ সকলকে  
পরিচালন করিতেছেন । হুতরাং শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় উভয়বিধ ব্যবহারই অধ্যাসমূলক ও  
জীবাক্রিত ।

ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতন্মিন্ সৰ্বস্মিন্ সতি/সঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃ-  
মুপপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃতিরস্তু।  
তস্মাদবিদ্যাব্রহ্মিয়মাণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি

প্রথেনৈ জগদাক্ষ্যপ্রসঙ্গাদিত্যুক্তম্। অতিশ্যাত্রভবতি—তমেব ভাস্তমমুভাতি  
সৰ্বং তস্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ইতি। তদেবং পরমার্থপরিহারমুক্তা  
অভ্যুপেত্যপি চিদাত্মনঃ পরোক্ষতাং প্রৌঢ়বাদিতয়া পরিহারান্তরমাহ—  
ন চীরমস্তি নিয়মঃ পুরোবস্থিত এব—( অপরোক্ষ এব ) বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্য-  
সিতব্যমিতি। কস্মাদয়ং ন নিয়ম ইত্যত আহ।—অপ্রত্যক্ষেহপি হ্যাকাশে  
বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যাস্যস্তি। হিৰ্য্যাদর্থে। নভো হি দ্রব্যং সং রূপস্পর্শ  
বিবহাঃ বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষম্। নাপি মানসং মনসা হসহায়স্য বাহ্যে  
ইপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদপ্রত্যক্ষম্। অথ চ তত্র বালা অবিবেকিনঃ পরদর্শিত  
দর্শিনঃ কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য, কদাচিৎ তৈজসং গুরুত্ব-  
মারোপ্য নীলোৎপলপলাশশ্যামমিতি বা রাজহংসমালাধবলমিতি বা  
নির্কণ্যস্তি। তত্রাপি পূৰ্বদৃষ্টস্য তৈজসস্য বা তামসস্য বা রূপস্য পুনত্র  
নভসি স্মৃতিরূপোহিবভাস ইতি। এবং তদেব তলমধ্যাস্তি অবাঙ-  
মুখীভূতং মহেন্দ্রনৌলমণিময়মহাকটাহকল্পমিত্যর্থঃ। উপসংহরতি—এব-  
মিতি—উক্তেন প্রকারেণ। সৰ্বাক্ষেপপরিহারাৎ। অবিরুদ্ধঃ প্রত্য-  
গাত্মন্যপ্যনাত্মনাং বুদ্ধাদীনাং অধ্যাসঃ। নমু সন্তি চ সহস্রমধ্যাসান্তঃ  
কিমর্থময়মেবাধ্যাস আক্ষেপসমাধানাভ্যাং ব্যাংপাদিতো নাধ্যাসমাত্রমিত্যত  
আহ।—“তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যোতি মন্যন্তে”। অবিদ্যা  
হি সৰ্বানর্থবীজমিতি অতিস্মৃতিহাসপুরাণাদিষু প্রসিদ্ধম্। তচ্ছৃদ্ধদায়-

অধ্যাস্তবাব ব্যতীত অসঙ্গস্তবাব পরমাত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয়  
না এবং কর্তৃত্ববোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাদির প্রবৃতিও থাকে না, তখন  
ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি  
শাস্ত্র, সমুদায়ই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীবভাবের অন্তর্গত।  
অর্থাৎ সমস্তই জীবের পরিকল্পিত। ( বস্তুতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বেদাদি  
শাস্ত্র, তদ্ব্যবহার, সমস্তই অবিদ্যামূলক, অধ্যাসমূলক, স্মৃতরাং উহা-  
দের ব্যবহারিক প্রামাণ্য বা ব্যবহারিক সত্যতা ভিন্ন তাত্ত্বিক প্রামাণ্য বা  
পরমার্থ সত্যতা নাই। অধ্যাসমূলক-ব্যবহার অধ্যাস নিবৃত্তি না হওয়া  
পর্দাস্তই থাকে স্মৃতরাং তাহাদের প্রামাণ্যও তৎকাল পর্যন্ত থাকে, ইহা  
অঙ্গীকৃত হয় )। কেবল অজ্ঞ মানবেরাই যে প্রত্যক্ষাদিব্যবহারে প্রবৃত্ত

চেতি । পশাদিভিশ্চাবিশেষাৎ । যথাহি পশাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ  
শ্রোত্রাদীনাম্ সংবন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে

বেদান্তাঃ প্রবৃত্তা ইতি বক্ষ্যতি । প্রত্যগাশ্রয়ানাশ্রয়াদ্যস এষ সৰ্বানর্থহেতুর্ন  
পুনারজতাদিবিভ্রমা ইতি স এবাবিদ্যা তৎস্বরূপত্বাবিজাতং ন শক্যমুচ্ছেতু-  
মিতি তদেব ব্যুৎপাদ্যং নাধ্যাসমাত্রম্ । অত্র চ এবংলক্ষণমিত্যেবংরূপতয়া-  
হনর্থহেতুতোক্তা । যস্মাৎ প্রত্যগাশ্রয়ানাশ্রয়াদিরহিতে হ্শনায়াহ্ম্যপেতাস্তঃ-  
করণাদ্যহিতারোপেণ প্রত্যগাশ্রয়ানমহঃখং দুঃখাকরোতি, তস্মাদনর্থহেতুঃ ।  
ন চৈবং পৃথগ্জ্ঞানা অপি মন্যস্তেহধ্যাসঃ, যেন ন ব্যুৎপাদ্যেত ইত্যত উক্তং  
পণ্ডিতা মন্যন্তে । নদ্বয়মনাদিরতিনিরুচিনিবিড়বাসনামুবিদ্ধা হবিদ্যা ন শক্যা  
নিরোদ্ধু মুপায়াভাবাদিতি যো মন্যতে তং প্রতি তন্নিরোধোপায়মাহ ।—  
“তদ্বিবেকেন চ বস্ত্তস্বরূপাবধারণং” নির্কিচিকিৎসং জ্ঞানং “বিদ্যামাহঃ”  
পণ্ডিতাঃ প্রত্যগাশ্রয়ি ধ্বত্যান্তবিবিক্তে বুদ্ধাদিভ্যো, বুদ্ধাদিভেদাগ্রহণ-  
মিত্তো বুদ্ধাদ্যাশ্রয়তদ্ব্যর্থাদ্যাসঃ । তত্র শ্রবণমননাদিভির্বিবেকবিজ্ঞানং  
তেন বিবেকাগ্রে নিবর্তিতে অধ্যাসাপবাধাস্বকং বস্ত্তস্বরূপাবধারণং বিদ্যা  
চিদাস্বরূপং স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । সাদেতৎ । অতিনিরুচিনিবিড়-  
বাসনামুবিদ্ধাহবিদ্যা বিদ্যয়া অপবাধিতাহপি স্ববাসনাবশাৎ পুনরুদ্ভবিষ্যতি,  
প্রবর্ত্তবিষ্যতি চ বাসনাদিকার্য্যং স্খোচিতমিত্যত আহ ।—“তত্রৈবং সতি”  
এবংভূতবস্ত্ততত্ত্বাবধারণে সতি । “যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষণে গুণেন বা  
অগুমাত্রেনাপি স ন সম্বধ্যতে” । অস্তঃকরণাদিদোষণাশ্রয়াদিনা চিদাশ্রা  
চিদাশ্রয়ানোগুণেন চৈতন্যানন্দাদিনাহস্তকরণাদি ন সম্বধ্যতে । এতদ্ব্যক্তং  
ভবতি ।—তত্ত্বাবধারণাভ্যাসস্য হি স্বভাব এব স তাদৃশো যদনাদিমপি

আছে, এমত নহে । জ্ঞানীরাও অর্থাৎ যাহীদের অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়াছে  
তাহাঁরাও ব্যবহারকালে ঐরূপ ঐরূপ অধ্যাস্তভাব গ্রহণ করিয়া ব্যবহার  
করিয়া থাকেন ।

[পশা...অবিশেষাৎ] ব্যবহার বিষয়ে বা ব্যবহারকালে জ্ঞানী মনুষ্যেরাও  
পশুদিগের সহিত সমান—তদ্বিষয়ে তাহাঁদের কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ  
নাই । অর্থাৎ পশুরা যেমন অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করে, জ্ঞানীরাও তদ্রূপ  
অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করেন । অধ্যাস ব্যতীত কাহারও কোন ব্যব-  
হার চলিতে বা থাকিতে পারে না ।

[যথা...বর্ত্তস্তে] শব্দাদির সহিত শ্রোত্রাদিগ্ন সম্বন্ধ হইলে পশু  
প্রভৃতির যেমন শব্দাদি জানিতে পারে এবং জানিবার পর তাহারা



ততোনিবর্তন্তে অমুকুলে চ প্রবর্তন্তে, যথা দণ্ডোদ্যতকরং  
পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হস্ত-ময়মিহীতীতি পলায়িতুমার-  
ভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তীতি,

নিরুচিনিবিড়বাসনমপি মিথ্যাপ্রত্যয়মপনয়তি। তত্বপক্ষপাতো‘ হি স্বভা-  
বোধিয়াম্। যদাহর্কীহ্যা অপি। “নিরুপদ্রবভূতার্থ-স্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ।  
ন বাধো যত্রবস্ত্বেপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাতত” ইতি। বিশেষতস্ত চিদান্নস্বভাবস্য  
তত্ত্বজ্ঞানস্যাত্যন্তান্তরঙ্গস্য কূতো হনির্কাচ্যয়া হবিদ্যায়া বাধ ইতি। যত্নঃ  
“সত্যান্তে মিথুনীকৃত্য বিবেকপ্রহাদধ্যাসাহমিদং মমেদমিতি লোক-  
ব্যবহার” ইতি, তত্র ব্যপদেশলক্ষণে ব্যবহারঃ কঠোক্তঃ। ইতিশব্দসুচিতং  
লোকব্যবহারমাদর্শয়তি।—“তমেতমবিদ্যাধ্য” মতি। নিগদবাধ্যাত্মম্।

আক্ষিপতি।—“কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াপি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি”।  
তত্বপরিচ্ছেদো হি প্রমা বিদ্যা, তৎসাধনানি প্রমাণানি কথমবিদ্যাবদ্বি-  
ষয়াপি। নাবিদ্যাবস্তং প্রমাণান্যাশ্রয়ন্তি, তৎকার্য্যস্য বিদ্যায়া অবিদ্যা-  
বিরোধিত্বাদিতি ভাবঃ। সত্ত্ব বা প্রত্যক্ষাদীন সংবৃত্ত্যাপি যথা তথা,  
শাস্ত্রাণি তু পুরুষহিতানুশাসনপরাণ্যবিদ্যাপ্রতিপক্ষতয়া নাবিদ্যাবদ্বিষয়াপি  
‘ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ।—“শাস্ত্রাণি চেতি।”

সমাধন্তে।—“উচ্যতে। দেহেন্দ্রিয়াদিষহংমমাভিমানহীনস্য” তাদান্ন-  
তদ্বর্ন্যধাসহীনস্য “প্রমাতৃহ্মানুপপত্তৌ সত্যং প্রমাণপ্রবৃত্ত্যানুপপত্তেঃ”। অদ্ব-  
মর্থঃ।—প্রমাতৃত্বং হি প্রমাপ্রতি কৰ্ত্তৃত্বম্। তচ্চ স্বাতন্ত্র্যম্। স্বাতন্ত্র্যঞ্চ প্রমা  
তুরিতরকারকাপ্রয়োজ্যস্য সমস্তকারকপ্রয়োজ্যত্বম্। তদনেন প্রমাকুরণং  
প্রমাণং প্রয়োজনীয়ম্। ন চ স্বব্যাপারমন্তরেণ করণং প্রয়োজ্যমর্হতি।  
ন চ কুটস্থনিত্যশ্চিদান্না হপরিণামী স্বতোব্যাপারবান্। তন্মাৎ ব্যাপারবদ্ব-  
জ্ঞাদিতাদান্নাধ্যাসাৎ ব্যাপারবত্তয়া প্রমাণমধিষ্ঠাতুমর্হতীতি ভবত্যবিদ্যা-  
বৎপুরুষবিষয়ত্বমবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রয়ত্বং প্রমাণানামিতি। অথ মা প্রবর্তি-  
ত প্রমাণানি কিং নশ্চিন্নমিত্যত আহ।—ন হীন্দ্রিয়াণ্যানুপাদায় প্রত্যক্ষা-  
দিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ব্যবহ্রিয়তে হেনেনেতি ব্যবহারঃ ফলং প্রত্যক্ষাদীনং  
প্রমাণানং ফলমিত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণীত ইন্দ্রিয়লিঙ্গাদীনীতি দ্রষ্টব্যম্। দণ্ডিনো-

যেমন অমুকুল দেখিলে প্রবৃত্ত হয়—প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হয়—  
জ্ঞানীরাও তজপে ঐরূপে শব্দাদি জানিয়া থাকেন এবং জানিবার পর  
তাহাঁরাও প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হন ও অমুকুল দেখিলে প্রবৃত্ত হন।  
[ যথা...ব্যবহারঃ] পশুরা যেমন দণ্ডোদ্যতহস্ত মনুষ্যকে আপনার অভিমুখে

এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিহ্নাঃ ক্রুরদৃষ্টীনাক্রোশাতঃ  
খজোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততোনিবর্তন্তে তদ্বিপরী-  
তান্ প্রতি অভিমুখীভবন্তি । অতঃ সমানঃ পশ্বাদিতিঃ

গচ্ছন্তীতিৰ্কৃৎ । এবং হি প্রত্যক্ষাদীতু্যপদ্যতে । ব্যবহারক্রিয়য়া চ ব্যব-  
হার্য্যাক্ষেপাং সমানকর্তৃকতা । অমুপাদায় যো ব্যবহার ইতি যোজন্য ।  
কিমিতি পুনঃপ্রমাতোপাদন্তে প্রমাণানি, অথ স্বয়মেব কস্মিন্ন প্রবর্ততে  
ইত্যত আহ ।—“ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণৈজিয়াণাং ব্যাপারঃ” প্রমাণানাং ব্যাপারঃ  
সম্ভবতি । ন জাতু করণান্যনধিষ্ঠিতানি কৰ্ত্তা স্বকাৰ্য্যে ব্যাপ্রিয়ন্তে । মাতুং  
কুবিন্দরহিতেভ্যো বেমাদিভ্যঃ পটোৎপত্তিরিতি । অথ দেহ এবাধিষ্ঠাতা  
কস্মিন্ন ভবতি ? কৃতমত্ৰায়াধ্যাসেনেত্যত আহ ।—“ন চানধ্যস্তাশ্চভাবেন  
দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে ।” সূষুণ্ডেহপি ব্যাপারপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ।  
স্যাদেতৎ । যথা হনধ্যস্তাশ্চভাবে বেমাদিকং কুবিন্দো ব্যাপারয়ন্ পটস্য কৰ্ত্তা  
এবমনধ্যস্তাশ্চভাবে দেহৈজিয়াদি ব্যাপারয়ন্ ভবিষ্যতি তদভিজ্ঞঃ প্রমাতা  
ইত্যত আহ । “ন চৈতস্মিন্ সৰ্বস্মিন” ইতরেতরাধ্যাসে ইতরেতরধ্বাধ্যাসে  
চাসত্যায়নো হসঙ্গস্য সৰ্ব্বথা সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বধৰ্ম্মধৰ্ম্মবিমুক্তস্য প্রমাতৃত্বমুপ-  
দ্যতে । ব্যাপারবস্তো হি কুবিন্দাদয়ো বেমাদীনধিষ্ঠায় ব্যাপারয়ন্তি । অনধ্য-  
স্তাশ্চভাবেস্য তু দেহাদিষায়নো ন ব্যাপারযোগোহসঙ্গাদিত্যর্থঃ । অতশ্চ-  
াধ্যাসাশ্রয়াণি প্রমাণানীত্যাহ ।—“ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তু ।”  
প্রমাণাং থলু কলে স্বতন্ত্রঃ প্রমাতা ভবতি । অন্তঃকরণপরিণামভেদশ্চ প্রমের  
প্রবণঃ কর্তৃস্থিচিৎস্বভাবঃ প্রমা কথঞ্চ জড়স্যান্তঃকরণস্য পরিণামশিদ্ধিপো-  
ভবেৎ যদি চিদাত্মা তত্র নাধ্যস্যেত । কথঞ্চৈব চিদাত্মকর্তৃকোভবেৎ যদ্যন্তঃ-  
করণং ব্যাপারবচ্চিদাত্মনি নাধ্যস্যেত । তস্মাদিতরেতরাধ্যাসাচ্চিদাত্মকর্তৃস্থং  
প্রমাফলং সিধ্যতি । তৎসিদ্ধৌ চ প্রমাতৃত্বম্ । তামেব চ প্রমামুরারূঢ়ত্যা  
প্রমাণস্য প্রবৃত্তিঃ । প্রমাতৃত্বেন চ প্রমোপলক্ষ্যতে । প্রমাণাঃ ফলস্যাভাবে  
প্রমাণং ন প্রবর্তেত । তথা চ প্রমাণমপ্রমাণং স্যাদিত্যর্থঃ । উপসংহরতি ।  
তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি । স্যাদেতৎ । ভবতু পৃথগ্-  
জনানামেবম্ । আগমোপপত্তিপ্রতিপন্নপ্রতাগাত্ত্বানানাং ব্যুৎপন্নানামপি  
পুংসাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারাদৃশ্যন্ত ইতি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রমাণা-

আসিতে দেখিলে “এ আম’য় মারিতে আসিতেছে” ভাবিয়া পলায়ন করে  
এবং ভূগপূৰ্ণহস্তে আগমন করিতে দেখিলে তাহার অভিমুখীন হয়, সেই  
রূপ, জ্ঞানী লোকেরাও আপনাব অভিমুখে রোষকষায়িতনেত্রে খড়াহস্ত

পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ । পঞ্চাদীনাম্ অসিদ্ধ এবা-  
বিবেকপূর্বকঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ । তৎসামান্যদর্শনাদব্যু-

নীত্যত আহ ।—“পঞ্চাদিভিচ্চাবিশেষাৎ” ইতি । বিদ্বন্ত্ নামাগমোপপত্তিভ্যাং  
দেহেজ্জিহ্বাদিত্যো ভিন্নং প্রত্যগাত্মানং, প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারে তু প্রাণভূ-  
ত্বাদ্রথশ্রীনাতিবর্ত্তন্তে । যাদৃশো হি পণ্ডশকুতাদীনামবিপ্রতিপন্নমুদ্রভাবানাং  
ব্যবহারস্তাদৃশোব্যুৎপন্নানামপি পুংসাং দৃশ্যতে । তেন তৎসামান্যাস্তেধামপি  
ব্যবহারসময়ে হবিদ্যাবত্ত্বমমুমেয়ম্ । চ শব্দঃ সমুচ্চয়ে । উক্তশব্দানিবর্ত্তন-  
সহিতপূর্বাঙ্কোপপত্তিরবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং প্রমাণানাং সাধয়তীত্যর্থঃ ।  
এতদেব বিভজ্যতে “যথা হি পঞ্চাদয় ইতি ।” অত্র চ শব্দাদিভিঃ শ্রোতাদীনাম্  
সম্বন্ধে সত্যীতি প্রত্যক্ষং প্রমাণং দর্শিতম্ । শব্দাদিবিজ্ঞান ইতি তৎফল-  
মুক্তম্ । প্রতিকূল ইতি চানুমানফলম্ । তথাহি ।—শব্দাদিস্বরূপমুপলভ্য  
তজ্জাতীয়স্য প্রতিকূলতামনুসৃত্য তজ্জাতীয়তয়োপলভ্যমানস্য প্রতিকূলতা-  
মনুমিমীত ইতি । উদাহরতি ।—“যথা দণ্ডেতি” শেষমতিরোহিতার্থম্ । স্যা-  
দেতৎ । ভবন্ত্ প্রত্যক্ষাদীন্যবিদ্যাবিষয়ানি । শাস্ত্রস্ত জ্যোতিষ্ঠৌমেন  
স্বর্গকামো যজ্ঞেতত্যাাদি ন দেহাত্মাধ্যাসেন প্রবর্ত্তিতুমর্হতি । অত্র ত্বামু-  
দ্বিকফলোপভোগযোগ্যো হৃদিকারী প্রতীয়তে । তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্ ।  
“শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি তন্নক্ষণত্বাৎ তস্মাৎ স্বয়ংপ্রয়োগে স্যাদिति ।” ন চ  
দেহাদি ভস্মীভূতং পারলৌকিকায় ফলায় কল্পত ইতি দেহাদ্যতিরক্তং  
কঞ্চিদধিকারিণমাক্ষিপতি শাস্ত্রং তদবগমশ্চ বিদ্যেতি কথমবিদ্যাবিষয়ং  
শাস্ত্রমিত্যাশঙ্কাহ ।—শাস্ত্রীয়ে স্থিতি । তু-শব্দঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারান্তিনিতি  
শাস্ত্রীয়ম্ । অধিকারশাস্ত্রং হি স্বর্গকামস্য পুংসঃ পরলোকসম্বন্ধং বিনা ন  
নির্কহতীতি তাবদ্রথমাক্ষিপেৎ, ন তস্যাসংসারিত্বমপি, তস্যাধিকারে হ্রুপ-  
যোগাৎ । প্রত্যুতৌপনিষদস্য পুরুষসাকর্ষরূপভোক্তৃরধিকারবিরোধাৎ ।  
প্রযোক্তা হি কর্মণঃ কর্মজনিত ফলভোগভাগী কর্মণ্যধিকারী স্বামী ভবতি ।  
তত্র কথমকর্ত্তা অপ্রযোক্তা কথং বা অভোক্তা কর্মজনিতফলভোগভাগী ।  
তদ্বাদিনাদ্যবিদ্যালককর্ত্তৃভোক্তৃত্বপ্রাক্ষণত্বাদ্যভিমানিনং নরমধিকৃত্য বিধি-

পুরুষ আসিতেছে দেখিলে পলায়ন করেন এবং তদ্বিপরীত দেখিলে  
তাইর অভিযুখীন হন । সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মনুষ্য  
জাতির প্রমাণাদি ব্যবহার ও তদনুযায়িনী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমস্তই  
পণ্ডিগের সহিত সমান ; কিছু মাত্র প্রভেদ নাই ।

[ পঞ্চা...নিশ্চয়তে ] পণ্ডিগের প্রত্যক্ষাদিব্যবহার অবিদ্যামূলক বা

পত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারন্তৎকালঃ সমান  
ইতি নিশ্চীয়তে । শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্বব-  
কারী নাবিদিদ্বাত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি,

নিবেদনশাস্ত্রং প্রবর্ততে । এবং বেদান্তা অপ্যবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়া এব । ন হি  
প্রমাণাদিবিভাগাদৃতে তদর্থধিগমঃ । তে স্ববিদ্যাবস্তমহুশাসন্তো নিম্-  
ষ্টনিখিলাবিদ্যামহুশিষ্টং স্বরূপে ব্যবস্থাপয়ন্তীত্যেতাবানবাং বিশেষঃ । তস্মা-  
দবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়াণ্যেব শাস্ত্রাণীতি সিদ্ধম্ । স্যাদেতৎ । যদ্যপি বিরোধ-  
মুপযোগাত্ম্যমৌপনিষদঃ পুরুষো হধিকারে নাপেক্ষ্যতে, তথাপ্যপনিষন্তো-  
হবগম্যমানঃ শক্লোত্যধিকারং নিরোদ্ধুম্ । তথা চ পরম্পরাপহতার্থত্বেন  
ক্লংস এব বেদঃ প্রামাণ্যমপজহ্যাদিত্যত্ আহ ।—প্রাক্ চ তথাভূতায়ৈহি ।  
সত্যমৌপনিষদপুরুষাধিগমোহধিকারবিরোধী, তস্মাস্তু পুরস্তাৎ কর্মবিধয়ঃ-  
স্বোচিতং ব্যবহারং নির্বাহন্তো নানুপজাতেন ব্রহ্মজ্ঞানেন শক্যা নিরোদ্ধুম্ ।  
ন চ পরম্পরাপহতিঃ । বিদ্যাবিদ্যাবৎপুরুষভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ । যথা  
ন হিংস্যাৎ সর্কী ভূতানীতি সাধ্যাংশনিবেদেহপি শ্বেনেনাভিচরন যজ্ঞেতেতি  
শাস্ত্রং প্রবর্তমানং ন হিংস্যাদিত্যেন ন বিরুদ্ধতে । তৎ কস্য হেতোঃ,  
পুরুষভেদাদিতি । অবজ্রিতক্রোধারতয়ঃ পুরুষা নিবেদেহধিক্রিয়ন্তে,  
ক্রোধারাতিবশীকৃতান্ত শ্বেনাদিশাস্ত্র ইতি । অবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং নাতি\*

অজ্ঞানকৃত, ইহা সকলেরই জ্ঞান আছে এবং তাহার স্থিরতাও আছে (১১) ।  
ব্যবহার মাত্রেই সমান স্মৃতির জ্ঞানীর ব্যবহারও পাশব-ব্যবহারের সহিত  
সমান । পশুরা যেরূপে ব্যবহার কার্য্য নির্বাহ করে, জ্ঞানীরাও সেইরূপে  
ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করেন । তাহা দেখিয়া নিশ্চয় হয় যে, জ্ঞানিপুরুষের  
ব্যবহারও অধ্যাসমূলক এবং ব্যবহারকালে নিশ্চিত তাহাঁদের অধ্যাস  
থাকে । (১২)

(শাস্ত্রী...বিরোধাচ্চ) যদিও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে (যজ্ঞাদিকার্য্যে) বুদ্ধি-  
পূর্বক কর্মকাবীরাই অর্থাৎ জ্ঞানি-মহুয্যোরাই অধিকারী ; কেন না, আপ-

(১১) পশুদিগের সামান্যতঃ আত্ম-পর-জ্ঞান আছে পরন্তু তাহাদের তদ্বিষয়ক বিবেক জ্ঞান  
নাই । বিবেক জ্ঞান উপদেশ লভ্য ; উপদেশ না থাকার তাহাদের বিবেক-জ্ঞান নাই ।

(১২) যখন যখন অধ্যাস—তখন তখনই ব্যবহার,—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ।  
যুগ্মকালে দেহাদিতে আত্মাধ্যাস (অহংজ্ঞান) থাকে না, তৎকালে প্রত্যক্ষাদি ব্যব-  
হারও থাকে না । জাগ্রৎকালে অধ্যাস থাকে, সেই জন্য তখন প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে ।  
জ্ঞানীরা যখন সমাহিত থাকেন, তখন তাহাঁদের অধ্যাস থাকে না, অর্থাৎ তখন তাহাঁরা  
দেহাদি হইতে বিবিক্ত হন ; এজন্য, তৎকালে তাহাঁদের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার লুপ্ত থাকে ।

ন বেদান্তবেদ্যমশনানাদ্যতীতমপেতব্রহ্মকৃতাদিভেদমসংসা-  
 র্যাত্তত্ত্বমধিকারেহপেক্ষ্যতে। অল্পপযোগাদধিকারে বিরো-  
 ধাক্ত। ১৩২৬ ৩৭

বর্তত ইতি যদুক্তং তদেব ফোরয়তি।—তথাহীতি। তত্র বর্ণাধ্যাসঃ,—রাজা  
 রাজস্থয়েন যজ্ঞেতেত্যাदिঃ। আশ্রমাধ্যাসঃ,—গৃহস্থঃ সন্ন্যাসী ভাৰ্য্যাং বিন্দ্বে-  
 দিত্যাदिঃ। বয়োধ্যাসঃ,—কৃষ্ণকেশোহগ্নীনাদধীতেত্যাदिঃ। অবস্থাধ্যাসঃ  
 অপ্রতিসমাধেয়বাধীনাং জলাদিপ্রবেশেন প্রাণত্যাগ ইতি। আদিগ্রহণং  
 মহাপাতকোপপাতকসঙ্করীকরণপাত্রীকরণমলিনীকরণাদ্যাধ্যাসোপসংগ্রহার্থম্।  
 তদেবমাত্মনান্যনোঃ পরস্পরাধ্যাসমাক্ষেপসমাধানাভ্যামুপপাদ্য প্রমাণ-  
 প্রমেয়ব্যবহারপ্রবর্তনে চ দৃঢ়ীকৃত্য তস্যানর্থহেতুতামুদাহরণপ্রপঞ্চে  
 প্রতিপাদয়িতুং তৎস্বরূপমুক্তং স্মারয়তি।—অধ্যাসোনাম অতস্মিন্তদ্বুদ্ধিরিত্য-  
 বোচাম ইতি। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূৰ্বদৃষ্টীবভাস ইত্যস্য সংক্ষেপাভিধানমেতৎ।  
 তত্রাহমিতি ধর্মিতাদাত্মাধ্যাসমাত্রং যমেতানুৎপাদিতধর্ম্যাধ্যাসং নানর্থহেতু-  
 রিতি ধর্ম্যাধ্যাসমেব মমকারং সাক্ষাদশেবানর্থসংসারকারণমুদাহরণপ্রপঞ্চে-  
 নাহ।—তদ্বধা, পুত্রভাৰ্য্যাदिষু ইতি। দেহতাদাত্মান্যন্যাদ্যস্য দেহধর্ম্যং  
 পুত্রকলত্রাদিস্বাম্যং কুশত্বাদিক্ষারোপ্যাহাহমেব বিকলঃ সকল ইতি। স্বস্য  
 ধীন্ সাকল্যেন স্বাম্যসাকল্যাং স্বামীশ্বরঃ সকলঃ সম্পূর্ণো ভবতি। তথা  
 স্বস্য বৈকল্যেন স্বাম্যবৈকল্যাং স্বামীশ্বরো বিকলো হসম্পূর্ণো ভবতি।  
 বাহ্যধর্ম্যং যে বৈকল্যাদয়ঃ স্বাম্যপ্রণালিকয়া সঞ্চারিতাঃ শরীরে তানান্য-  
 ধ্যাস্যতীতার্থঃ। যদা চ পরোপাধ্যাপেক্ষে দেহধর্ম্যে স্বাম্যে ইয়ং গতিস্তদা কৈব-  
 লথা অনোপাধিকেযু দেহধর্ম্যেযু কুশত্বাদিষিতাশয়বানাহ। তথা দেহধর্ম্যানি  
 তি। দেহাদপ্যন্তরঙ্গাণামিঞ্জিয়াণামধ্যস্তাভাবানান্যধর্ম্যান্ মুকত্বাদীংস্ততো  
 হ্যন্তরঙ্গস্তান্তঃকরণত্বাভাবস্তাবস্তধর্ম্যান্ কামসংকল্পাদীনাত্মন্ত্যস্ততীতি  
 যোক্তবান। তদনেন প্রপঞ্চে ধর্ম্যাধ্যাসমুক্তা তস্ত মূলং ধর্ম্যাধ্যাসমাহ।—  
 “এবমহস্ত্যয়িনম্” অহস্ত্যয়ো বৃত্তিধর্ম্মিস্তন্তঃকরণাদৌ সৌহৃদমহস্ত্যতায়ী

নার বা আত্মার পরলোকসংস্কৃ জ্ঞান ব্যতীত তত্রপ ব্যবহারে (যজ্ঞাদিতে)  
 প্রবৃত্তি ইহিতে পারে না, তথাপি, সেই সেই ব্যবহারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান  
 ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য ক্ষুৎপিপাসাদিধর্ম্মরহিত ব্রাহ্মণত্বাদি-  
 জ্ঞানভেদশূন্য অর্থশূন্যকরস আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষা নাই (প্রয়োজন  
 হয় না)। কেন-না, তত্রপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ঐ অধিকারের (শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি  
 কার্যের) একান্ত অল্পপযুক্ত ও বিরোধী।

প্রাক্ চ তথাভূতাত্ত্ববিজ্ঞানাং প্রবর্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যা-  
বদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ততে । তথাহি—ব্রাহ্মণোযজ্ঞেতেতাদীনি

“প্রত্যগাখ্যাত্ত্বাত্ত্ব” তদনেন কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে উপপাদিতে । চৈতন্যমুপপা-  
দয়তি ।—“তৎ প্রত্যগাত্মানং সৰ্বসাক্ষিণং তদ্বিপৰ্য্যয়েণ” অন্তঃকরণাদি-  
বিপর্য্যয়েণ, অন্তঃকরণাদ্যাচেতনং তত্ত্ব বিপর্য্যয়ঃ চৈতন্যং তেন । ইথন্তু-  
লক্ষণে তৃতীয়া । “অন্তঃকরণাদিধৰ্ম্মাত্ত্বাৎ ।” তদনেনান্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ  
প্রত্যগাত্মা ইদমনিদংরূপশ্চেতনঃ কর্তা ভোক্তা কার্য্যকারণাবিদ্যাধ্বরাধ্যাপ্তো-  
হংকারাস্পদং সংসারী সৰ্বানর্থসম্ভারভাজনং জীবাত্মা ইতরেতরাধ্যাসো-  
পাদানন্তুহুপাদানশাধ্যাস ইত্যাদিহাদ্বীজাক্ষুরবশ্নেতরেতরাশ্রয়হিতু্যক্তং ভ-  
বতি । প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারদৃষ্টীকৃতমপি শিষ্যাহিতায় স্বরূপাভিধানপূৰ্ব্বকং  
সৰ্বলোকপ্রত্যক্ষতয়াহধ্যাসং সূদৃষ্টীকরোতি ।—“এবময়মনাদিবনন্তঃ”—তদ্ব-  
জ্ঞানমন্তরেণাশক্যসমুচ্ছেদঃ । অনাদ্যনন্তর্বে হেতুরুক্তঃ “নৈসর্গিকঃ” ইতি ।  
“মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ” মিথ্যাপ্রত্যয়ানাং রূপমনির্কটনীয়ত্বং তদ্বশত্বং স তথোক্তঃ,  
অনির্কটনীয় ইত্যর্থঃ । প্রকৃতমুপসংহরতি ।—“অজ্ঞানর্থহেতোঃ প্রহাণায় ।”  
বিরোধিপ্রত্যয়ং বিনা কুতো হস্ত প্রহানমিত্যত উক্তম্ ।—আত্মৈকত্ববিদ্যা-  
প্রতিপত্তয় ইতি । প্রতিপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ তেষু ন তু জপমাত্রায়, নাপি কর্ম্মসু  
প্রবৃত্তয়ে । আত্মৈকত্বং বিগলিতনিখিলপ্রপঞ্চত্বমানন্দরূপস্য সত্যত্বং প্রতি-  
পত্তিং নির্কিচিকিৎসাং ভাবয়ন্তো বেদান্তাঃ সমূলবাতমধ্যাসমুপগমন্তি । এতদ্ব্যক্তং  
ভবতি ।—অস্মৎপ্রত্যয়ত্বাবিবয়স্য সমীচীনত্বে সতি ব্রহ্মণো জাতত্বমি-  
শ্রয়োজনত্বাচ্চ ন জিজ্ঞাসা শ্রীৎ । তদভাবে চ ন ব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তাঃ  
পদ্যেয়ন্ । অপি স্ববিবক্ষিতার্থা জপমাত্রা উপযুক্ত্যেয়ন্ । ন হি তদৌপ-

[‘প্রাক্...বর্ততে] কেন-না, আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই শাস্ত্র সকল  
প্রবৃত্ত থাকে ; পরে তাহার কিছুই থাকে না অর্থাৎ তাহার কোনও সাক্ষ্য  
থাকে না । এতদৃষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে, যখন শাস্ত্র সকল তত্ত্বজ্ঞানের  
পূর্বপর্য্যন্তই থাকে, পরে থাকে না, নিষ্কল হইয়া যায়, তখন আর তাহারা  
অবিদ্যাবদ্বিষয়তাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না অর্থাৎ অধ্যাসের  
অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না । ( সংক্ষেপে শিদ্ধান্ত এই যে,  
শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সমস্তই ঐ কারণে অবিদ্যাক, অধ্যাসমূলক বা  
অজ্ঞানকল্পিত ) । [ তথাহি...বর্ততে ] ইহার উদাহরণ দেখ । “ব্রাহ্মণ যঃ

শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োহবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাপ্তিত্য  
প্রবর্তন্তে। অধ্যাসোনাম অতস্মিন্তদ্বু দ্বিরিত্যবোধম্।

নিবদায়প্রত্যয়ঃ প্রমাণভাবমগ্নুতে। ন চাসাবপ্রমাণমভ্যন্তোহপি বাস্তবং  
কর্তৃভোক্তৃবাদ্যায়নো হপনেতুমর্হতি। আরোপিতং হি রূপং তত্ত্বজ্ঞানে-  
নাপোহ্যতে, ন তু বাস্তবমতত্ত্বজ্ঞানেন। ন হি রজ্জা রজ্জুত্বং সহস্রমপি সর্প-  
ধারাপ্রত্যয়া অপবদিতুং সমুৎসহস্তে। মিথ্যাজ্ঞানপ্রসঞ্জিতঞ্চ স্বরূপং শকাৎ  
তত্ত্বজ্ঞানেনাপবদিতুং। মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারশ্চ সুদৃঢ়োহপি তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারেণা-  
দর-নৈরন্তর্য্যাদীর্ঘকাল-তত্ত্বজ্ঞানাত্যাস-জন্ম্নেতি। তাদেতৎ। প্রাণাত্মা-  
পাসনা অপি বেদান্তেষু বহুলমুপলভ্যন্তে, তৎ কথং সর্বেষাং বেদান্তানামা-  
দ্যৈকত্বপ্রতিপাদনমর্থ ইত্যত আহ।—“যথা চার্যমর্থঃ সর্বেষাং বেদান্তানাম্ তথা  
বয়মন্তাঃ শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ”। শরীরমেব শরীরকং তত্র  
নিবাসী শারীরকো জীবাত্মা তদ্য ত্ত্ব-পদাভিধেয়স্ত তৎ-পদাভিধেয়পরমাশ্র-  
রূপতামীমাংসা বা সা তথোক্তা। এতাবানত্রার্থসংক্ষেপঃ।—যদ্যপি চ স্বাধ্যা-  
য়াধ্যয়নবিধিনা স্বাধ্যায়পদবাচ্যস্ত বেদরশেঃ ফলবদর্থাববোধপরতামাপা-  
দয়তা কর্মবিধিনিষেধানামিব বেদান্তানামপি স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যানাং ফলবদর্থ-  
ববোধপরত্বনাপাদিতং যদ্যপি চ অবিশিষ্টস্ত বাক্যার্থ ইতি ত্রায়াং মন্ত্রাণামিব  
বেদান্তানামর্থপরত্বমোৎসর্গিকং, যদ্যপি চ বেদান্তে তাৎশৈচছানন্দধনঃ কর্তৃভ-  
ভোক্তৃহরহিতেনিষ্পপঞ্চ একঃ প্রত্যগাত্মাহবগম্যতে, তথাপি কর্তৃভোক্তৃ-

করিবেন” ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্র সকল যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণহাদি বর্ণ, গার্হ-  
স্থ্যাদি আশ্রম, অষ্টবর্ষাদি বয়স ও ণ্ডিচন্দ্রাদি অবস্থা প্রভৃতি অধ্যস্ত থাকে—  
সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রবর্তক হয়, সফল হয়, স্বীয় ক্ষমতা প্রচার করিতে  
পারে; অন্যথা নিষ্ফল বা বিফল হইয়া বিলীন হইয়া যায় (১৩)। [অধ্যা...  
চানঃ] যে বাধা বা বন্ধন নহে—তাহাতে তাহার বা তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার  
নাম অধ্যাস একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্য-  
মাত্রস্বভাব নির্বিশেষ আত্মায় অনাত্ম-বুদ্ধাদির জ্ঞান এবং বুদ্ধাদি  
অনাত্মপদার্থে অহংময়াদি জ্ঞান,—এইরূপ পরস্পরাদ্যাস ব্যতীত কোনও  
শাস্ত্র ও কোনও ব্যবহার চলিতে বা জন্মলাভ করিতে পারে না।

(১৩) যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে না, “ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন,” এরূপ শাসন  
শাস্ত্র বা ণ্ডত সহস্র শাস্ত্র তাহাকে যজ্ঞপ্রবৃত্ত করিতে পারিবে না; হতবল তৎপ্রতি সে শাস্ত্র  
শিথিল হইবে। এইরূপে অন্যান্য শাস্ত্রের বিবলতার উদাহরণ উল্লেখ করিয়া লও।

তদ্যথা—পুত্রভাৰ্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বাহুহমেব বিকলঃ  
সকলোবেতি বাহুধৰ্ম্মান্নান্যাদ্যাত্যতি । তথা দেহধৰ্ম্মান্ ক্লেশো-  
হহং ক্লেশোহহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লজ্জয়ামি চেতি, তথেন্দ্রিয়-  
ধৰ্ম্মান্ মুকঃ ক্লীবোবধিরঃ কাণোহহমিতি । তথা অন্তঃকরণ-  
ধৰ্ম্মান্ কামনংকম্পবিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন । এবমহংপ্রত্য-

ভূঃখশোকমোহময়মাগ্নানমবগাহমানেনাহংপ্রত্যয়েন সন্দেহবাবিরহিণা বি-  
কৃত্যমানা বেদান্তাঃ স্বার্থাৎ প্রচ্যুতা উপচরিতার্থা বা জপমাত্ৰোপযোগিনো  
বা ইত্যবিক্ষিতস্বার্থাঃ । তথা চ তদর্থবিচারায়িকা চতুর্নাক্ষণী শারীবক  
মীমাংসা নারদ্ধব্যা । ন চ সার্বজনীনাহমহুভবনিদ্ধ আত্মা সন্নিহ্নো বা  
সপয়োজনো বা যেন জিজ্ঞাস্যঃ সন্ বিচারং প্রগৃহীতেতি পূৰ্ব্বঃ পক্ষঃ ।

সিদ্ধান্তস্ত ভবেদেতদেবং যদাহংপ্রত্যয়ঃ প্রমাণম্ । তস্য তু ক্তেন ক্রমেণ  
শ্রুতাদিবাধকত্বানুপপত্তেঃ । শ্রুতাদিভিশ্চ সমস্ততীর্থকরৈশ্চ প্রামাণান-  
ত্বপুগমাদধ্যাসত্বম্ । এবঞ্চ বেদান্তা নাবিক্ষিতার্থা নাপ্যুপচরিতার্থাঃ

[ তদ্...সায়াদীন ] ইহার উদাহরণ দেখ । পুত্র ভাৰ্য্যাদি ক্রিষ্ট হইবে  
ও অক্রিষ্ট থাকিলে অজ্ঞ জীব আমি কেশে আছি ও আমি স্নেহে আছি মনে  
করিতেছে । বাহ্যিক পুত্র ভাৰ্য্যাদির ক্রেশাক্রেশ আপনাতে আরোপ বা  
অধ্যস্ত করিয়াই ঐরূপ অনুভব করিতেছে । স্থূলঙ্ঘ কৃশঙ্ঘ প্রভৃতি দেহ  
ধৰ্ম্ম সমূহকে আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতে আরোপ করিয়া আমি ক্লেশ,  
আমি স্থূল, আমি ক্লেশবর্ণ, আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থিত হইতেছি, আমি  
যাইতেছি, আমি লজ্জন করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞান ও সংবাবহার  
নিৰ্ব্বাহ করিতেছে । মুকহ কাণহ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ধৰ্ম্মদিগকেও আপনাতে  
আরোপিত করিয়া আমি মুক—কথা কহিতে পারি না, আমি ক্লীব—রতি  
ক্রীড়ায় অক্ষম, আমি বধির—শুনিতে পাই না, আমি অন্ধ—দেখিতে পাই  
না, ভাবিতেছে । দেহ, সংকল্প, বিকল্প প্রভৃতি মানস ধৰ্ম্মকেও আত্মার উপর  
ন্যস্ত করিয়া বা আরোপিত করিয়া আমি ইচ্ছা করি, আমি সংকল্প করি,  
আমি বিবেচনা করি, আমি সন্দেহ করি, আমি নিশ্চয় করি,—ইত্যাদি  
ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞানব্যবহার নিৰ্পন্ন করিতেছে ।

[ এবং...স্যাতি ] ঐঐরূপে লোক সকল অহংপ্রত্যয়ীকে অর্থাৎ অহং-  
জ্ঞানের আধার বা উৎপত্তিস্থান অন্তঃকরণকে, তৎপ্রচারসাধনীতে অর্থাৎ



য়িনমুশেষস্বপ্রচারমাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যাদ্যস্য তঞ্চ প্রত্যগাত্মা-  
নং সর্ববসাক্ষিণং তদ্বিপর্যয়েণান্তঃকরণাদিষ্যাম্যতি ৮ এব-  
ময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোহধ্যাত্মোমিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কৰ্ত্তৃত্ব-  
ভোক্তৃত্বপ্রবর্তকঃ সর্ববলোকপ্রত্যক্ষঃ ।

অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়িত্বৈকত্ববিদ্যা প্রতিপত্তয়ে সর্বৈ  
বেদান্তা আরভ্যন্তে । যথা চারমর্থঃ সর্বেষাং বেদান্তানাং  
তথা চ বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসারাং প্রদর্শয়িষ্যামঃ ।  
বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যাহ্মাভিরিদ্দমাদিমং  
সূত্রম্ ।

কিস্তুল্লক্ষণঃ প্রত্যগাত্মৈব তেষাং মুখোহর্থঃ । তস্য চ বক্ষ্যমাণেন  
ক্রমেণ সন্ধিগ্ধাং প্রযোজনবদ্ধাচ্চ যুক্তা জিজ্ঞাসা ইত্যশয়বান্ স্বত্রকারঃ  
তজ্জিজ্ঞাসাসূত্রমসূত্রয়ৎ ।

অন্তঃকরণের অস্তিত্বসাপেক্ষ, দর্শক বা প্রকাশক চৈতন্ত্য নামক প্রত্যগাত্মাতে  
অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছে—তদ্ভাবাপন্ন করিতেছে—আবার সাক্ষিস্বরূপ  
সর্বাবভাসক প্রত্যগাত্মাতে ও অন্তঃকরণাদিতে অধ্যস্ত বা তত্ত্বাদাত্ম্য-  
প্রাপ্তি করাইতেছে ।

[ এবং...প্রত্যক্ষঃ ] এতদ্বিধ অনাদি ও আবহমানকালাগত স্বতঃ প্রবর্ত-  
মান মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ অব্যাস সকল লোকেই প্রত্যক্ষ বা অনুভবগোচর ।  
এই অনাদি অনন্ত ও অনির্বচনীয় অব্যাসই কৰ্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির  
প্রবর্তক । [ অস্যা...ব্যামঃ ] সকল অনর্থের মূলস্বরূপ ঐ অবিদ্যার উচ্ছেদ ও  
অবিদ্যানাশক একাত্মবিজ্ঞান উৎপাদনের জন্য বেদান্তবিচার আবশ্যক ।  
যে প্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের ঐরূপ অর্থ বা ঐরূপ তাৎপর্য জ্ঞানগম্য হয়,  
সে প্রকার বা সে প্রণালী আমি এই শারীরক মীমাংসায় (১৪) দেখাইব ।  
[ বেদান্ত...সূত্রম্ ] যে বেদান্ত-মীমাংসার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি—  
সেই বেদান্তমীমাংসার প্রথম সূত্র এইঃ—

(১৪) শরীরে ভয়ঃ শরীরেব ততঃ কংসিগার্থেকঃ । জীব ইত্যর্থঃ । তৎসম্বন্ধিনী  
মীমাংসা—বিচারঃ । শারীরক মীমাংসা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার ।

## অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১

তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে নাধিকারার্থঃ ব্রহ্ম-  
জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ । মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়া-  
ভাবাৎ ।\* অর্থান্তরপ্রযুক্তএব হি অথশব্দঃ ত্রুত্যা মঙ্গল-

ইতি । জিজ্ঞাসয়া সন্দেহপ্রয়োজনে সূচয়তি । তত্র সাক্ষাদিচ্ছাব্যাপ্যত্বাৎ-  
ব্রহ্মজ্ঞানং কঠোক্তং প্রয়োজনম্ । ন চ কৰ্ম্মজ্ঞানাৎ পরাচীনমহুষ্ঠানমিব  
ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পরাচীনং কিঞ্চিদস্তি যেনৈতদবাস্তুরপ্রয়োজনং ভবেৎ । কিন্তু  
ব্রহ্মনীমাংসাধ্যতর্কেতিকর্তব্যতানুজ্ঞাতবিষয়ৈর্ষদাত্তৈরাহিতং নির্বীচিকিৎসং  
ব্রহ্মজ্ঞানমেব সমস্তদুঃখোপশমরূপমানন্দৈকরসং পরমং প্রয়োজনম্ । তমর্থ  
মধিকৃত্য । হি প্রেক্ষাবস্তুঃ প্রবর্ত্তন্তেতরাম্ । তচ্চ প্রাপ্তমপ্যানাদ্যুবিদ্যা-  
বশাদপ্রাপ্তমিবেতি প্রেপ্সিতং ভবতি । যথা স্বগ্রীবাগতমপি গ্ৰৈবেয়কং  
কুতুশ্চিদ্রমাশাস্তীতি মন্তমানঃ পরেণ প্রতিপাদিতমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি ।  
জিজ্ঞাসা তু সংশয়শ্চ কার্য্যমিতি স্বকারণং সংশয়ং সূচয়তি । সংশয়শ্চ মীমাং-  
সারম্বন্তং প্রয়োজয়তি । তথা চ শাস্ত্রে প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিহেতুসংশয়প্রয়োজন-  
সূচনাং যুক্তমন্তু সূত্রস্য শাস্ত্রাদিহমিত্যাহ ভগবান্ ভাষ্যকারঃ।—“বেদাস্ত-  
মীমাংসাশাস্ত্রশ্চ ব্যাচিধ্যাদিতত্ত্বাহম্মতিরিদমাদিমং সূত্রম্” । পূজিতবিচার-  
বচনোমীমাংসাশব্দঃ । পরমপুরুষার্থহেতুভূতস্বল্পতমার্থনির্ণয়ফলতা বিচারশ্চ

[\*তত্র...অনধিকার্য্যত্বাৎ] সূত্রস্থ অথ শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য । অধি-  
কার বা আরম্ভ অর্থ থাকিলেও তাহা এখানে গ্রহণ যোগ্য নহে । কেন-না,  
এস্থলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান অধিকার্য্য নহে। অর্থাৎ আরম্ভণীয় নহে। [মঙ্গলা...  
ভবতি] অথ শব্দের আর এক অর্থ “মঙ্গল”, তাহাও এস্থলের যোগ্য  
নহে। কেন-না, মঙ্গল অর্থটী “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই বাক্যের অর্থের সহিত  
অবিত বা সম্বন্ধ হয় না। অর্থাৎ পৃথক্ থাকিয়া যায়। মঙ্গলের জন্ত  
“অথ” শব্দের প্রয়োগ বা উচ্চারণ আবশ্যক আছে বটে; কিন্তু তাহা অন্য

\* অথ অনগ্ররং সাধনত্বসূচকসম্পত্ত্যানন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মবিচারমিত্যব্যমিত্যর্থঃ ।  
বিচারজনিতেন জ্ঞানোবগমস্তমিষ্টং ব্রহ্মৈতি সূত্রতাপ্যর্থাম্ । জ্ঞানসাধক শম দমাদি সঙ্গুণ  
ভূমিবার পর ব্রহ্মবিচার করিবেক । অর্থাৎ বিচারজনিত নিষ্কল জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ  
করিবেক ।

প্রয়োজনোভবতি । পূর্বপ্রকৃतापेक्षायाश्च फलत आनन्त-  
र्याव्यतिरेकात् ।

পূজিততা। তস্যা গীমাংসায়াঃ শাস্ত্রম্। না হ্যনেন শিষ্যতে শিষ্যোভ্যো  
যথাবৎপ্রতিপাদ্যত ইতি। সূত্রঞ্চ বহুবর্থাহুচনাভবতি। যথাহুঃ।—

‘লব্ধনি হুচিতার্থানি স্বরূপপদানি চ।

সর্বতঃ সারভূতানি হুত্রাণ্যাহর্ষনীষিণঃ ॥’

ইতি। তদেবং হুত্রতাৎপর্যং ব্যাখ্যায় তন্ত প্রথমপদমথেনি ব্যাচষ্টে।  
“তত্রাধশব্দ আনিস্ত্যর্থঃ পরিগৃহ্যতে” তেবু সূত্রপদেষু মধ্যে যোহয়মথশব্দঃ  
স আনিস্ত্যর্থঃ ইতি যোজনা। নন্বধিকারার্থোপাংশদোদগুণতে যথা, অথৈব  
জ্যোতিরিত্তি বেদে, যথা বা লোকে, অথ শব্দাহুশাসনম্, অথ যোগাহুশাসনম্,  
ইতি, তৎ কিমত্রাধিকারার্থো ন গৃহ্যত ইত্যত আহ।—“নাধিকারার্থঃ।”  
কুতঃ। “ত্রাজ্জিহাসায়া অনধিকার্যাহাৎ।” জিহাসা তাবদিহ সূত্রে ত্রক্ষগশ্চ  
তজ্জ্ঞানাত্ত শব্দতঃ প্রধানং প্রতীয়তে। ন চ যথা দণ্ডী প্রৈষানব্ধহ-  
ইত্যত্রা প্রধানমপি দণ্ডশব্দার্থো বিবক্ষ্যতে, এবমিহাপি ত্রক্ষতজ্জ্ঞানে  
ইতি যুক্তম্। ত্রক্ষগীমাংসাশাস্ত্রপ্রবৃত্তাস্ত্রসংশয়প্রয়োজনহুচনার্থতেন জিহা-  
সায়া এব বিবক্ষিতহাৎ। তদবিবক্ষ্যাস্ত তদহুচনেন কাকদন্তপরীক্ষা-  
য়ামিব ত্রক্ষগীমাংসায়াং ন প্রেক্ষাবস্তঃ প্রবর্তেরন্। ন হি তদানীং ত্রক্ষ বা  
তজ্জ্ঞানং বা অভিধেয়প্রয়োজনে ভবিতুমর্হতঃ। অনধ্যস্তাহুস্প্রত্যয়বিরো-  
ধেন বেদান্তানামেবমিধেওর্থে প্রামাণ্যাহুপপত্তেঃ। কর্মপ্রবৃত্ত্যুপযোগিতয়ো-  
পচরিতার্থানাং বা জপোপযোগিনাং বা ছমিত্যেবমাদীনামবিবক্ষিতার্থানীমপি  
স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধাবীনগ্ৰহণহুত সম্ভবাৎ। তস্মাৎ সন্দেহপ্রয়োজনহুচনী  
জিহাসা ইহ পদতোবাক্যতশ্চ প্রধানং বিবক্ষিতব্য। ন চ তন্তা অধিকার্যা-  
ভম, অপ্রস্তুতমানিহাৎ, যেন তৎসমভিব্যাহতোহশব্দোহথধিকারার্থঃ স্তাৎ।

অর্থে প্রয়োগ করিলেও সিদ্ধ হইতে পারে। যে-কোন অর্থে হউক, উচ্চারিত  
হইলেই তাহা (অথ শব্দ) শব্দধ্বনি প্রভৃতির ন্যায় মঙ্গলজনক হয়।

[পূর্ব... রেকাৎ] পূর্বে কিছু, তৎপরে অত্র কিছু, এক্ষণ স্থলেও  
অথ-শব্দের প্রয়োগ হয় সত্য, পরন্তু তাদৃশ পূর্বাপরীভাব অর্থ-তী আন-  
ন্তর্য্য অর্থের অব্যতিরেক অর্থাৎ তাহা আনন্তর্য্য হইতে অতিরিক্ত নহে।  
কেন না, তাহাও আনন্তর্য্যমধ্যে গণ্য।

সতি চানন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্ববৃত্তং বেদা-  
ধ্যয়নং নিয়মেনাপেক্ষতে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপি যং পূর্ব্ববৃত্তং

জিজ্ঞাসাবিশেষণন্ত ব্রহ্মতজ্জ্ঞানমধিকার্য্যন্তবেৎ । ন চ তদপাথশব্দেন সম্বধ্যতে  
প্রাধান্যভাবাৎ । ন চ জিজ্ঞাসা মীমাংসা যেন যোগানুশাসনবদধিক্রিয়েত ।  
নাস্তত্ত্বং নিপাত্য মাণ্ডুগান ইত্যম্মাদা মান পূজারামিত্যম্মাদা পাতোম্মান-  
বধেত্যাদিনাহনিচ্ছার্থে সনি ব্যাপাদিতস্ত মীমাংসাশব্দস্ত পূজিতবিচারবচন-  
স্থাৎ । জ্ঞানেচ্ছাষাচকস্বান্তু জিজ্ঞাসাপদস্য প্রবর্তিকা হি মীমাংসার্য্যং  
জিজ্ঞাসা স্ত্যৎ । ন চ প্রবর্ত্য প্রবর্তকযোরৈক্যম্ । একত্বে তদ্বাবানুপপত্তেঃ ।  
ন চ স্বার্থপরত্বশ্রোপপত্তৌ সত্যামন্ত্যর্থপরদকরণা যুক্তা অতিপ্রসঙ্গাৎ ।  
তস্মাৎ সূষ্ঠু-কৃতং জিজ্ঞাসায়ান অনধিকার্য্যাদাদিতি । অথ মঙ্গলাহংশব্দঃ কস্মিন্ন  
ভবতি তথা চ মঙ্গলহেতুহাৎ প্রত্যাহং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যোতি সূত্রার্থঃ সম্প-  
দ্যত ইত্যত আহ—“মঙ্গলম্ চ বাক্যার্থে সমব্রজ্যতাং ।” পদার্থ  
এব হি বাক্যার্থে সমব্রীযতে । স চ বাচ্যো লক্ষ্যো বা । ন চেহ মঙ্গলমণ-  
শব্দস্ত বাচ্যং বা লক্ষ্যং বা কিন্তু যদঙ্গশব্দনিবদগশব্দশ্রবণমাত্রকার্য্যম্ ।  
ন চ কার্য্যজ্ঞাপ্যযোক্ত্যার্থ সমন্বয়ঃ শব্দব্যবহারে দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ।

তৎকিমিদানীং মঙ্গলাগোহংশব্দস্তেবু তেবু ন প্রয়োক্তব্যঃ । তথা চ—

ওঙ্কারশচাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা ।

কণ্ঠঃ ভিত্তা বিনির্ঘাতৌ তস্মাচ্ছালিকাভূভৌ ॥

ইতি স্মৃতিব্যাকোপ ইত্যত আহ—অর্থান্তরপ্রযুক্ত এব হি অথশব্দঃ  
ঐতর্য্য শ্রবণমাত্রেন বেণুবীণাধনিবমঙ্গলং কুর্কন মঙ্গলপ্রযোজনৌ ভবতি ।  
অন্ত্যর্থমানীয়মানোদকুন্মদর্শনবৎ । তেন ন স্মৃতিব্যাকোপঃ । ন চেহান-  
ন্ত্যর্থস্ত সতো ন শ্রবণমাত্রেন মঙ্গলার্থেত্যর্থঃ । শ্রাদেতৎ । পূর্ব্বপ্রকৃতা-  
পেক্ষোহংশব্দোভবিষ্যতি বিনৈবানন্তর্য্যার্থত্বম্ । তদ্বথেনমেবাংশব্দং প্রকৃতা

[ সতি...বক্তব্যম্ ] অণ-শব্দের “অনন্তর” অর্থ-ই স্থির হইলে, গ্রাহ্য  
বা সিদ্ধান্ত হইলে, অবশ্যই প্রশ্ন হইবে, “কাহার অনন্তর ?” ধর্ম্মজিজ্ঞাসা  
বা ধর্ম্মবিচার যেমন পূর্ব্বকৃত বেদাধ্যয়ন-মাপেক্ষ, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন যেমন  
ধর্ম্মমীমাংসার নিয়মিত কারণ, বেদ না পড়িলে যেমন ধর্ম্মবিচার নিষ্পন্ন  
হইতে পারে না, বিচারে অধিকারী হওয়া যায় না, সেইরূপ, যাহা ব্রহ্ম  
জিজ্ঞাসায় নিয়মিত কারণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাব পূর্ব্ব যাহার অবশ্য-অপেক্ষা  
আছে, যাহা না থাকিলে বা না হইলে ব্রহ্মবিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে না,

নিয়মেনাপেক্ষতে তদ্বক্তব্যম্। স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যাস্ত সমানম্।  
 নন্বিহ কৰ্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ, ন, ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ  
 ✓ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। যথা চ হৃদ-  
 ✓ যাদ্যবদানানামানন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ন তথেষ

বিমুক্ততে,—কিময়মথশব্দ আনন্তর্য্যোহথাধিকারে ইতি। অত্র বিমর্শবাক্যে  
 অথশব্দঃ পূৰ্ব্বপ্রকৃতমথশব্দমপেক্ষ্য প্রথমপক্ষোপত্তাসপূৰ্ব্বকং পক্ষান্তরোপ-  
 ত্তাসে। ন চান্তানন্তর্য্যমর্থঃ। পূৰ্ব্বপ্রকৃতস্ত প্রথমপক্ষোপত্তাসেন বাবায়াৎ।  
 ন চ প্রকৃতানপেক্ষা। তদনপেক্ষস্ত তদ্বিষয়ত্বাভাবেনাসমানবিষয়তয়া বিক-  
 লানুপপত্তেঃ। ন হি জাতু ভবতি কিং নিত্য আত্মা, অথানিত্যা বুদ্ধিরিতি।  
 তস্মাদানন্তর্য্যং বিনা পূৰ্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষ ইহাথশব্দঃ কস্মিন্ন ভবতীত্যত আহ।—  
 পূৰ্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তর্য্যাবতিরেকাৎ। অস্তার্থঃ।—ন বয়মা-  
 নন্তর্য্যার্থতাং ব্যসনিতয়া রোচয়ামহে কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুভূতপূৰ্ব্বপ্রকৃত-  
 সিদ্ধয়ে। সা চ পূৰ্ব্বপ্রকৃতার্থাপেক্ষেহৈপ্যথশব্দস্ত সিধ্যতীতি বার্থ আনন্তর্য্য-  
 থ্যাবধারণাগ্রহোহস্মাকমিতি। তদিদমুক্তং ফলত ইতি। পরমার্থতন্ত  
 কলান্তরোপত্তাসে পূৰ্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা। ন চেহ কলান্তরোপত্তাস ইতি পারি-  
 শেষাদানন্তর্য্যার্থ এবতি যুক্তম্। ভবত্বানন্তর্য্যার্থঃ কিমেবং সতীত্যত আহ—  
 “সতি চানন্তর্য্যার্থত্ব” ইতি। ন তাবদ্ যন্ত কুন্ত চিদানন্তর্য্যমিতি বক্তব্যং

তদ্বিষয়ে অধিকারী হওয়া যায় না, তাহারই অনন্তর, ইহা অবশ্য বলিতে  
 হইবে।

[ স্বাধ্যা...সমানম্ ] যদি বল, বেদাধ্যয়নের অনন্তর ব্রহ্মবিচার, তাহা  
 বলিতে পার না। বেদাধ্যয়ন একটা কাৰণ বটে; কিন্তু পুঙ্কল কাৰণ  
 নহে। উহা ধৰ্ম্ম ব্রহ্ম উভয়-সাধারণ সূতরাং উহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিদ্রিষ্ট  
 কাৰণ নহে। যে-টা বিশেষ কাৰণ—নিয়মিত কাৰণ—সেহটাই বলিতে  
 হইবে।

[ নন্বিহ...পত্তেঃ ] ধৰ্ম্মজ্ঞানের পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ধৰ্ম্মজ্ঞানের আনন্তর্য্যই  
 ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পুঙ্কল কাৰণ, এরূপ বলা বাইতে পারে না। কেননা,  
 ধৰ্ম্মবোধের পূৰ্বেও বেদান্তমাত্র অধ্যয়ন করিয়া অনেক লোককে ব্রহ্ম  
 জিজ্ঞাসা হইতে দেখা যায়। [ যথাচ...বিবক্ষিতঃ ] যজ্ঞ কাৰ্য্যে যেমন

ক্রমোবিবক্ষিতঃ। শেষশেষিহেহধিকৃত্যধিকারে বা প্রমা-  
ণাভাবাদ্ধর্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্তুভেদাচ্চ। অভ্যুদয়-

তত্ত্বাভিধানমন্তরেণাপি প্রাপ্তত্বাৎ। অবশ্যং হি পুরুষঃ কিঞ্চিৎ কৃত্বা কিঞ্চিৎ  
করোতি ন চানন্তর্য্যামাত্রস্ত দৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রয়োজনং পশ্চাদ্ভ্যং। তস্মাত্তত্ত্বা-  
হনন্তর্য্যং বক্তব্যং যদিহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি। যস্মিন্ সতি তু ভবন্তীতি  
ভবতোবা। তদিদমুক্তম্।—যৎ পূর্ব্ববৃত্তং নিয়মেনাপেক্ষত ইতি। স্তাদে-  
তৎ। ধর্মজিজ্ঞাসা ইব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অপি যোগাত্মাৎ স্বাধাযানন্তর্য্যং,  
ধর্মবদ্ব্রহ্মণোহপ্যামায়িকপ্রনাগম্যাত্মাৎ। তস্ত চাগৃহীতস্ত স্ববিষয়ে বিজ্ঞা-  
নাজননাৎ গ্রহণস্ত চ স্বাধাযোহধোতব্য ইত্যধায়নেনৈব নিয়তত্বাৎ। তস্মাৎ  
বেদাধায়নানন্তর্য্যাদেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অপাশকার্থ ইত্যত আহ—স্বাধা-  
য়ানন্তর্য্যন্ত সমানং ধর্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ। অত্র চ স্বাধায়েন বিষয়েণ তদ্বিষয়-  
মধায়নং লক্ষ্যতি। তথা চাণাতো ধর্মজিজ্ঞাসেত্যনেনৈব গতিমিতি নেদং  
সূত্রমারব্ধম্। ধর্মশব্দস্ত বেদার্থমাত্রোপলক্ষণতয়া ধর্মবৎ ব্রহ্মণোহপি বেদা-  
র্থত্বাবিশেষেণ বেদাধায়নানন্তর্য্যোপদেশসাম্যাদিত্যর্থঃ। চোদয়তি।—নস্মিহ  
কর্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষো ধর্মজিজ্ঞাসাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ। অন্ত্যর্থঃ।—

“অগ্রে মারিত পশুর হৃদয়মাংস লইয়া হোম করিবেক, অনন্তর তাহার  
জিহ্বা লইয়া হোম করিবেক” ইত্যাদিপ্রকার ক্রম-নিয়ম বা ক্রম-বিধান থাকা  
দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত ধর্মজিজ্ঞাসার সেকপ ক্রমসম্বন্ধ বা ক্রম নিয়ম  
থাকা দৃষ্ট হয় না। আগে ধর্ম জানিবেক, তৎপবে ব্রহ্ম জানিবেক, নচেৎ  
ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। মানুষ ধর্মমীমাংসা  
জানুক বা না-ই জানুক, বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাহার ব্রহ্ম-জানিবার ইচ্ছা  
হয় এবং কৃতকার্য্যও হয়। [শেষ...ভেদাচ্চ] ব্রহ্মবিজ্ঞানের সহিত ধর্ম-  
বিজ্ঞানের শেষশেষিভাব (অঙ্গাসিভাব বা সাধ্যসাধকসম্বন্ধ) (১৫) থাকিবার  
সম্ভাবনা নাই, প্রমাণও নাই। ধর্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বাঙ্গও নহে;  
অধিকার ভুক্তও নহে। বিশেষতঃ উক্ত উভয়েব ফল ও জিজ্ঞাস্য উভয়ই  
অত্যন্ত ভিন্ন—একবারে ভিন্ন। [অভ্যু...পেক্ষম] ধর্মজ্ঞানের ফল অভ্যুদয়

(১৫) শেষ=অঙ্গ। শেষী=প্রধান। অগ্নিহোত্র যাগ একটা শেষী অর্থাৎ প্রধান  
কর্ম্ম; আর সমিধ-হোম ও আশ্বিনে অষ্টাকপাল হোম তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ কর্ম্ম। সন্ধা-  
বন্দনা একটা শেষী অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম; আর আচমন, মার্জনা ও গাণাযাম প্রভৃতি তাহার  
শেষ অর্থাৎ অঙ্গ। ধর্মজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের একপ শেষশেষি ভাব নাই এবং থাকা পক্ষে  
প্রমাণও নাই।

ফলং ধর্মজ্ঞানং তচ্ছানুষ্ঠানাপেক্ষম্। নিঃশ্রেয়সফলস্ত ব্রহ্ম-  
জ্ঞানং ন চানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। ভব্যশ্চ ধর্মোজিজ্ঞাস্তোন  
জ্ঞানকালেহস্তি পুরুষব্যাপারতত্ত্বম্। ইহ তু ভূতং ব্রহ্ম

বিধিদিদৃশ্তি যজ্ঞেনেতি তৃতীয়াশ্রুত্যা যজ্ঞাদীনামঙ্গদ্বেন ব্রহ্মজ্ঞানে বিনি-  
য়োগাৎ জ্ঞানশ্চৈব কর্মতরেচ্ছাৎ প্রতি প্রাধাত্যাৎ প্রধানসম্বন্ধাকাংক্ষা প্রধানানাং  
পদার্থান্তরাগাৎ তত্রাপি চ ন বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তাবস্থভাবোযজ্ঞাদীনং বাক্যা-  
র্থজ্ঞানস্য বাক্যাদেবোৎপত্তেঃ। ন চ বাক্যাং সহকারিত্বয়া কর্ম্মাপ্যপেক্ষত ইতি  
যুক্তম্। অকৃতকর্ম্মণামপি বিদিতপদতদর্থসঙ্গতীনং সমধিগতশাস্ত্রায়ত্বানং  
শ্রুতপ্রধানভূতপূর্বাপরপদার্থাকাজ্ঞাসম্মিধিযোগ্যতানুসন্ধানবতামপ্রতীহং বা-  
ক্যার্থপ্রত্যয়োৎপত্তেঃ। অনুৎপত্তৌ বা বিধিনিষেধবাক্যার্থপ্রত্যাভাবেন  
তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জনাভাবপ্রসঙ্গঃ। তদ্বোধতস্ত তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জনে  
পরম্পরাশ্রয়ঃ। তস্মিন্ সতি তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জনং ততশ্চ তদ্বোধ ইতি।  
ন চ বেদান্তবাক্যানামেব স্বার্থপ্রত্যয়নে কর্ম্মাপেক্ষা ন বাক্যান্তরাগামিতি  
সাম্প্রতম্। বিশেষহেতোরভাবাৎ। তদ্ব্যমসীতিবাক্যাং স্বম্পদার্থস্ত ফল-  
ভোক্তৃরূপস্ত জীবাত্মনো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধোদাসীনমভাবেন তৎস্পদার্থেন পর-  
মান্বনৈক্যমশক্যং দ্রাব্যিত্যেব প্রতিপত্ত্বম্। আপাততোহি শুদ্ধসত্ত্বৈধোগ্যতা-  
বিরহনিশ্চয়াৎ। যজ্ঞতপোদানতনুকৃতান্তর্ম্মলাস্ত বিগুহস্যত্বাঃ শ্রদ্ধাধান্যোধ্যো-

(পারলৌকিক হিত অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভ), তাহা আবার অনুষ্ঠানসাধ্য।  
আর ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মুক্তি; পরন্তু তাহা অনুষ্ঠান-নিবপেক্ষ। অর্থাৎ  
তাহা কর্তব্যব্যাপারজন্য নহে—ক্রিয়ার দ্বারা জন্মে না। [ ভব্যশ্চ... তত্ত্বম্ ]  
ধর্মজিজ্ঞাসার জিজ্ঞাসা—ধর্ম, তাহা ভব্য অর্থাৎ জ্ঞান (অনুষ্ঠানের প্রভাবে  
জন্মে), সুতরাং তাহা জ্ঞানকালে হয় না বা জন্মে না। না জন্মবার  
কারণ এই যে, তাহা পুরুষ-ব্যাপারের অধীন (১৬)। পুরুষ তৎকালে  
নির্ম্মাণ্যাপার হয়, কাহেই তৎকালে নিজস্ববিধার পুণ্যাপুণ্য কিছুই হয় না।  
আর এ শাস্ত্রের (বেদান্ত শাস্ত্রের) জিজ্ঞাসা ব্রহ্ম, তাহা নিত্যানির্ভর অর্থাৎ  
তাহাকে করিতে হয় না। তাহা নিত্যানিবৃত্ত অর্থাৎ তাহা চিরনিবৃত্ত  
আছে। সেই জ্ঞানই তিনি পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নহেন, অর্থাৎ তিনি

(১৬) পুরুষ যদি করে তবেই হয় নচেৎ হয় না। জ্ঞানকালে কর্তব্যাদি অসিমান  
থাকে না, সুতরাং সে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না, কাহেই তৎকালে তাহার তৎকাল্য ধর্ম্ম উৎপন্ন  
হয় না।

জিজ্ঞাস্তুং নিত্যনিবৃত্তহ্ম পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্। চোদনাপ্র-  
বৃত্তিভেদাচ্চ। যা হি চোদনা ধর্মস্য লক্ষণং সা স্ববিষয়ে  
নিযুক্তানৈব পুরুষমববোধয়তি। ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমব-

ভাবগমপুরুষেরং তাদাত্ম্যমবগমিষ্যন্তীতি চেৎ। তৎ কিমিদানীশ্রমাণকারণং  
যোগ্যতাবধারণমপ্রমাণং কর্মণোবক্তুমধ্যবসিতোহসি। প্রত্যক্ষাদতিরিক্তং  
বা কর্ম্যপি প্রমাণম্। বেদান্তাবিরুদ্ধতমূলত্বায়বলেন তু যোগ্যতাবধারণে  
কৃতং কর্ম্যভিঃ। তস্মাৎ তত্ত্বমসীত্যাদেঃ শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্ম-  
ভাবং গৃহীত্বা তদ্ব্যুৎপত্ত্যা চোপপত্ত্যা ব্যবস্থাপ্য তদুপাসনায়াং ভাবনাপরাতিধা-  
নায়াং দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যাবত্যাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারফলায়াং যজ্ঞাদীনামুপযোগঃ।  
যথাহঃ।—স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসংকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিবিতি। ব্রহ্ম-  
চর্য্যতপঃশ্রদ্ধাযজ্ঞাদয়শ্চ সংকারঃ। অতএব শ্রুতিঃ—তমেব ধীরো বিজ্ঞান  
প্রজ্ঞাং কুর্ক্বীত ব্রাহ্মণ ইতি। বিজ্ঞান তর্কোপকরণেন শব্দেন প্রজ্ঞাং ভাবনাং  
কুর্ক্বীতেত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞাদীনাং শ্রেয়ঃপরিপস্থিকল্মষনিবর্হণদ্বারোগোপ-  
যোগ ইতি কেচিৎ। পুরুষসংস্কারদ্বারেণেত্যেহ। যজ্ঞাদিসংস্কৃতো হি  
পুরুষ আদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালৈরাসেবমানো ব্রহ্মভাবনামনাদ্যবিদ্যাবাসনাং  
সমূলকাৎ কথতি। ততোহস্ত প্রত্যগাত্মা সুপ্রসন্নঃ কেবলোবিশদীভবতি।  
অতএব স্মৃতিঃ।—

“মহাবৈজ্ঞেয়শ্চ যট্টজ্ঞশ্চ ব্রাহ্মীযং ক্রিয়তে ততুঃ।”

যট্টতেহষ্টাচত্বারিংশং সংস্কারা ইতি চ। অপরে তু ঋগত্রয়াপাকরণেন  
ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগং কর্ম্মণামাভঃ। অস্তি হি স্মৃতিঃ।—

অনুষ্ঠেয় বস্তু নহেন। করিলে হয়, না করিলে হয় না, এরূপ বস্তু তিনি  
নহেন। [ চোদনা...দাচ্চ ] ধর্ম ও ব্রহ্ম এই দুই বিষয়ে যে সকল চোদক  
বাক্য (বিধি বাক্য) আছে, সে সকল ও সে সকলের অর্থবোধিকা শক্তি  
অত্যন্ত বিভিন্ন; অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত। [ যা হি...তত্ত্বং ] ধর্মবিষয়ক  
বিধানগুলি অর্থাৎ বিধি বাক্যগুলি শ্রোতৃপুরুষকে “ইচ্ছা কর—এইরূপে কর”  
ইত্যাদিপ্রকারে বোধ জন্মায় অর্থাৎ স্ব স্ব প্রতিপাদ্য যাগ দান প্রভৃতিতে  
প্রবৃত্তি জন্মায়—কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক বিধান বা বিধিবাক্যগুলি উহার বিপরীত-  
ক্রমে অর্থাৎ “কর” বলিয়া না করাইয়া—না বুঝাইয়া, কেবলমাত্র “জান—  
তাইকে জান—” এতমাত্র উপদেশ দ্বারা কেবলমাত্র তদাত্ম অজ্ঞান  
সংশয়াদি নিবৃত্তি করিয়া দেয়—অনন্তর আপনা হইতেই তর্কবিষয়ক অববোধ



বোধয়ত্যব কেবলম্। অববোধস্য চোদনাজন্যত্বান্ন পুরুষো-  
ববোধে নিযুজ্যতে, যথাক্ষসম্মিকর্ষণার্থাববোধে তদ্বৎ। ত-  
স্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত

“ক্ষণানি ত্রীণ্যপাকৃতানি মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ” ইতি।

অন্তে তু—তমেতৎ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যস্তি যজ্ঞেন ইত্যাদিশ্রুতি-  
ভ্যন্তত্ত্বংফলায় চোদিতান্যপি কৰ্ম্মণাং সংযোগপৃথক্বেন ব্রহ্মভাবনাং  
প্রত্যক্ষভাবমাচক্ষতে ক্রতুশ্চৈব খাদিরত্বশ্চ বীৰ্য্যার্থতাম্। একশ্চ তৃত্যার্থে  
সংযোগপৃথক্বেমিতি ত্রয়াং। অতএব পারমৰ্শং হৃত্রম্। “সৰ্ব্বাপেক্ষা চ  
যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ” ইতি। যজ্ঞতপোদানাদি সৰ্ব্বং তদপেক্ষা ব্রহ্মভাবনে-  
তার্থঃ। তস্মাৎ যদি শ্রুতাদয়ঃ প্রমাণং যদি বা পারমৰ্শং হৃত্রং সৰ্ব্বথা যজ্ঞাদি-  
কৰ্ম্মসমুচ্ছিতা ব্রহ্মোপাসনা বিশেষণত্রয়বত্যানাদ্যবিদ্যাতদ্বাসনাসমুচ্ছেদক্রমেণ  
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় মোক্ষাপরনাম্নে কল্পত ইতি তদর্থং কৰ্ম্মণ্যামুষ্ঠেয়ানি।  
ন চৈতানি দৃষ্টাদৃষ্টসামবায়িকারাহপকারহেতুভূতৌপদেশিকাদিদেশিকক্রমপ-  
র্য্যস্তান্ত্রাগ্রামসহিতপরস্পরবিভিন্নকৰ্ম্মস্বরূপতদধিকারিভেদপরিজ্ঞানং বিনা শ-  
ক্ষ্যান্নমুষ্ঠাতুম্। ন চ ধৰ্ম্মমীনাং সাপরিশীলনং বিনা তৎপরিজ্ঞানম্। তস্মাৎ  
সাধুভূতং কৰ্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষ ইতি। কৰ্ম্মাববোধেন হি কৰ্ম্মানুষ্ঠানসা-  
হিতান্তবতি ব্রহ্মোপাসনায়া ইত্যর্থঃ। তদেতন্নিরাকরোতি।—ন, কৃতঃ কৰ্ম্মাব-  
বোধঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তশ্চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। ইদমত্রাকৃতম্।—  
ব্রহ্মোপাসনয়া ভাবনাপরাভিধানয়া কৰ্ম্মণ্যাপেক্ষন্ত ইত্যুক্তম্। তত্র ক্রমঃ।  
ক পুনবস্তাঃ কৰ্ম্মাপেক্ষা কিং কার্য্যে যথা আগ্নেয়াদীনাম্ পরমাপূৰ্ণে চিরভাবি-  
কলাত্মকূলে জনয়িতব্যে সমিদাদ্যাপেক্ষা স্বরূপে বা যথা তেবামেব দিববন্ত-  
পুরোডাশাদিদ্ৰব্যাদিদেবতাদ্যাপেক্ষা। ন তাবৎ কার্য্যে। তন্ত বিকল্পাসহ-  
জাৎ। তথাহি।—ব্রহ্মোপাসনায় ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারঃ সাধ্যমভ্যাপেয়ঃ।

উদিত হুঃ। অববোধ বা সম্যক্জ্ঞান নিয়োগ দ্বারা জন্মে না—অর্থাৎ  
“কর” বলিয়া করান যায় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্দ্রব্যের সন্নির্কর্ষ হইলেই  
যেমন তদ্বিষয়ক জ্ঞান বা অববোধ আপনা হইতেই হয়, সে স্থলে যেমন “কর”  
বলিতে হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান স্বয়ংক্বেও সেইরূপ নিয়ম জানিবে। অতএব, ধর্ম্ম-  
জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান, একুপ অর্থ সর্বপ্রশ্নে অদ্বৈতঃ,—ইহা সিদ্ধ  
হইল।

[ তস্মাৎ...দিশ্যত ইতি ] অতএব, এমন কিছু বলিতে হইবে, যাহার

ইতি । উচ্যতে । নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুক্তার্থফল-  
ভোগবিভাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্শুত্বঞ্চ । তেষু হি  
সংস্খ প্রাগপি ধর্মজিজ্ঞাসায়া উদ্ধৃৎ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞা-

স চোৎপাদ্যোবা স্তাৎ যথা সংঘবনস্ত পিণ্ডঃ । বিকার্যোবা যথ' অবঘাতস্ত  
ব্রীহয়ঃ । সংস্কার্যোবা যথা প্রোক্ষণস্তোলুখলাদয়ঃ । প্রাপ্যোবা যথা দোহনস্ত  
পয়ঃ । ন তাবহুৎপাদ্যঃ । ন থলু ঘটাদিসাক্ষাৎকার ইব জড়স্বভাবেভ্যো-  
ঘটাদিভ্যো ভিন্ন ইন্দ্రిয়াদ্যাধেয়ো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভাবনাধেয়ঃ সম্ভবতি ।  
ব্রহ্মণোঃপরার্থীনপ্রকাশতয়া তৎসাক্ষাৎকারস্ত তৎস্বভাবো ন তাতত্বোৎ-  
পাদ্যমুপপত্তেঃ । ততো ভিন্নস্ত চ ভাবনাধেয়স্ত সাক্ষাৎকারস্ত প্রতিতা-  
প্রত্যয়বৎ সংশয়াক্রান্ততয়া প্রামাণ্যযোগাৎ । তদ্বিশস্ত তৎসামগ্রীকশ্চেব  
বহলং ব্যভিচারোপলক্ষেঃ । ন থলুমানবিকৃতং বহুং ভাবয়তঃ শীতাতুরস্ত  
শিশিরভরমহুরতরকারকাণ্ডস্ত ক্ষুরজ্জ্বলাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমানান্তরেণ  
সম্বাদ্যতে । বিসম্বাদস্ত বহুলমুপলভ্যৎ । তস্মাৎ প্রামাণিকসাক্ষাৎকারলক্ষণ-  
কাৰ্য্যভাবান্নোপাসনায়া উৎপাদ্যে কস্মাপেক্ষা । ন চ কূটস্থনিত্যস্ত সর্বব্য-  
পিনো ব্রহ্মণ উপাসনাতো বিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি । স্তাদেতৎ । মাভূৎ-  
ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদ্যাদিরূপ উপাসনয়াঃ । সংস্কার্যস্থনির্লক্ষণীরাণ্যাদ্য-  
বিদ্যাধর্মপিধানাপনয়নেন ভবিষ্যতি প্রতিসীরাপিহিতা নর্তকীব প্রতিসীরা-  
পনয়দ্বারা রঙ্গব্যাপ্তেন । তত্র চ কর্মণামুপযোগঃ । এতাবাস্তব বিশেষঃ ।  
প্রতিসীরাপনয়ে পারিষদানাং নর্তকীবিষয়সাক্ষাৎকারোভবতি । ইহ তু  
অবিদ্যাপিধানাপনয়মাত্রমেব নাপরমুৎপাদ্যমস্তি । ব্রহ্মসাক্ষাৎকাবস্যা ব্রহ্ম-  
স্বভাবস্যা নিত্যত্বেনানুৎপাদ্যত্বাৎ । অত্রোচ্যতে ।—কা পুনরিং ব্রহ্মোপা-

অনন্তবু অর্থাৎ যাহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা  
অবশ্য সম্ভব হইতে পারে । তাহা কি ? [ উচ্যতে ] বলিতেছি ।

[ নিত্যা...বিপর্ধায়ে ] নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক । (কি নিত্য, কি অনিত্য,  
তাহা অনুসন্ধান করা) ঐহিক ও আয়ুত্মিক ভোগে বৈরাগ্য । শূনু(বহিরি-  
ন্দ্রিয়ের সংযম) । দমু(অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) । উপরতি (বিষয়ানুভব হইতে  
বিরত হওয়া) । তিতিক্ষা (শাতগ্রীষ্মাদিবৃন্দসহিষ্ণুতা) । সূমাধীন (আত্মতত্ত্বে  
মনঃসংযোগ) । শ্রদ্ধা (শুদ্ধবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস) । মুমুক্শু (মুক্ত হইবার ইচ্ছা) ।  
এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন থাকিলে ধর্মজিজ্ঞাসার পূর্বে ও পরে  
উভয়কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ সকল সাধন

সিদ্ধং জ্ঞাতুঞ্চ, ন বিপর্যয়ে। তস্মাদধ্বশব্দেন যথোক্তসাধন-  
সম্পত্ত্যানন্তর্য্যামুপদিশ্যতে।

অতঃশব্দোহেতুর্থাঃ। যস্মান্নেদ এবাঘিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃ-  
সাধনানামনিত্যফলতাং দর্শয়তি ‘তদ্ব্যথেহ কৰ্ম্মচিহ্নোলোকঃ

সনা। কিং শাক্জ্ঞানমাত্রসম্ভতিরাহো নির্ঝিচিকিৎসশাক্জ্ঞানসম্ভতিঃ। যদি  
শাক্জ্ঞানমাত্রসম্ভতিঃ কিময়মভ্যাস্যমানাপ্যবিদ্যাং সমুচ্ছেত্তুমর্হতি। তত্-  
বিনিশ্চয়স্তদভ্যাসো বা সবাসনং বিপর্য্যাসমুদ্বলয়েৎ ন সংশয়াভ্যাসঃ সামান্য-  
মাত্রদর্শনভ্যাসো বা। ন হি স্থাপুর্কী পুরুষোবেতি বা আরোহপরিণাহবদ্ধ-  
ব্যমিতি বা শতশোহপি জ্ঞানমভ্যাস্যমানং পুরুষ এবেতি নিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তমুতে  
বিশেষদর্শনাৎ। ননুক্তং শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা  
যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপ্যত ইতি। তস্মান্নির্ঝিচিকিৎসশাক্জ্ঞানসম্ভতিরূপোপা-  
সনা কৰ্ম্মসহকারিণ্যবিদ্যাঘয়োচ্ছেদহেতুঃ। ন চাসাবহুংপাদিতব্রহ্মভূতবা  
তদুচ্ছেদায় পর্য্যাপ্তা। সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্য্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈব  
তত্ত্বজ্ঞানেনোচ্ছদ্যতে ন তু পরোক্ষাবভাসেন। দিব্যোহালাতচক্রচলন-  
মরুমরাচিসলিলাদিবিভ্রমেৰপরোক্ষাবভাসিসু অপরোক্ষাবভাসিতরেব দিগা-  
দিতত্ত্বপ্রত্যয়ৈর্নিবৃত্তিদর্শনাৎ। নো থলাপ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্ত্বানাং  
দিব্যোহাদয়ো নিবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ ত্বং-পদার্থস্য তৎ-পদার্থত্বেন সাক্ষাৎকার  
এধিতবাঃ। এতাবতা হি ত্বম্পদার্থস্য দ্ব্যধিশোকিহাদিসাক্ষাৎকারনিবৃত্তিনা  
ন্যথা। ন চৈব সাক্ষাৎকারো নীমাংসান্নহিতস্যাপি শব্দস্য প্রমাণস্য ফলম্।

না থাকিলে কি পূর্বে, কি পরে, কোনও সময়ে পারা যায় না। [ তস্মাৎ...  
দিগন্তে ] ঐ কারণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, মহাত্মনি ব্যাস ‘অথ’  
শব্দের দ্বারা ঐ সকল সাধনের আনন্তর্য্য উপদেশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য  
এই যে, জীব ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়, অন্যথা হয় না।  
যে ব্যক্তি ঐ সকল সাধন আরম্ভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মতত্ত্ববিচারের  
মার্থ অধিকারী; অন্যে নহে।

[ অতঃ...হেতুর্থাঃ ] সুত্রে “অথ” শব্দের পর “অতঃ” শব্দ আছে। তাহার  
অর্থ সেই হেতু। অর্থাৎ ক্রিয়াকলের ( স্বর্গাদির ) অনিত্যতা হেতু।  
[ যস্মাৎ ইত্যাদি ] যেহেতু বেদ স্বয়ং যুক্তিসহকারে অগ্নিহোত্রাদি-ফলের  
অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—‘যেমন কৃষিকৰ্ম্মাদিসম্পাদিত ঐহিক

ক্ষীয়ত এবমেশমুদ্রে পুণ্যচিতোলোকঃ ক্ষীয়ত’ ইত্যাদিঃ ।  
তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি ‘ব্রহ্মবিদা-  
প্রোতি পরম্’ ইত্যাদিঃ । তস্মাদুযথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং  
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য৷ ।

ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা । ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণং  
জন্মাদ্যশ্চ যত ইতি । অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্য জাত্যাদ্যর্থান্তর-

অপি তু প্রত্যক্ষস্য । তসৌব তৎফলত্বনিয়মাৎ । অন্যথা কূটজবীজাদপি  
বটাকুরোৎপত্তি প্রসঙ্গাৎ । তস্মাদ্নির্দিষ্টকিৎসবাক্যার্থভাবনাপরিপাকসহিত-  
মন্তঃকরণং তং পদার্থসাপেক্ষস্য তত্ত্বপাধ্যাকারনিষেধেন তৎপদার্থতাম্-  
ভূতাবয়তীতি যুক্তম্ । ন চায়মভূতবো ব্রহ্মস্বভাবো যেন ন জন্যত অপি  
অন্তঃকরণস্যৈব বৃত্তিভেদো ব্রহ্মবিষয়ঃ । ন চৈতাবতা ব্রহ্মণো নাপরাধীন-  
প্রকাশতা । ন হি শাস্ত্রজ্ঞানপ্রকাশং ব্রহ্ম স্বয়ম্প্রকাশং ন ভবতি । সর্বৌ-  
পাধিরহিতং হি স্বয়জ্ঞোতিরিতি গায়তে ন তুপহিতমপি । যথাই স্ব ভগবান্  
ভাষ্যকারঃ ।—‘নায়মেকান্তেনাবিষয়’ ইতি । ন চাস্তঃকরণবৃত্তাবপাস্য সাক্ষাৎ-  
কারে সর্বৌপাধিবিবিশ্রোকঃ । তসৌব তত্ত্বপাধের্কিনশাদবস্থায় স্বপবকপাধি-  
বিরোধিনো বিদ্যমানত্বাৎ । অন্যথা চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিং বিনা অস্তঃকরণ-  
বৃত্তেঃ স্বয়মচেতনায়াঃ স্বপ্রকাশত্বানুপপত্তৌ সাক্ষাৎকারত্বাযোগাৎ । ন চানু-  
মিতভাবিতবহিসাক্ষাৎকারবৎপ্রতিভাত্বেনাস্য প্রামাণ্যং তত্র বহিস্বক্ষলণস্য

ফল (শস্যাদি) অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর ; তেমনি, যাগাদি-কর্ম-নিষ্পাদ্য পার-  
ত্রিক স্বর্গাদি ফলও অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর ।” [তথা...কর্তব্য৷] এবং “ব্রহ্মজ্ঞ  
পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন” ইত্যাদিপ্রকারে ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পরম-  
পুরুষার্থ লাভ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই হেতু, পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া  
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবেক । [ব্রহ্মণঃ...তবাম্] এক্ষণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-শব্দের অর্থ  
শুন । ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা । ফলিতার্থ এই যে,  
ইচ্ছাসম্পন্ন তু বিচারপ্রভব জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে পাইবার ইচ্ছা করা কর্তব্য ।  
ব্রহ্ম কি ? তাহা পরমুদ্রে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে ব্রহ্মশব্দের অর্থ  
ব্রাহ্মণজাতি অথবা পদ্মায়ানি ব্রহ্মা, এরূপ আশঙ্কা করিবার সম্ভাবনা  
নাই ।

মাশঙ্কিতবাম্। ব্রহ্মণ ইতি কৰ্ম্মণি যষ্ঠী ন শেষে জিজ্ঞাস্য-  
পেক্ষত্বাৎ জিজ্ঞাসায়াঃ, জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দেশাচ্চ। নহু  
শেষযষ্ঠীপরিগ্রহেহপি ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসাকৰ্ম্মত্বং ন বিরুদ্ধ্যতে  
সম্বন্ধসামান্যস্ত বিশেষনিষ্ঠত্বাৎ। এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ  
কৰ্ম্মত্বমুৎসৃজ্য সামান্যদ্বারেণ পরোক্ষং কৰ্ম্মত্বং কল্পয়তো-

পরোক্ষত্বাৎ। ইহ তু ব্রহ্মস্বরূপসোপাধিকলুপিতস্য জীবস্য প্রাগপ্যপরোক্ষ-  
ত্বাৎ। ন হি শুদ্ধবুদ্ধ্যাদয়ো বস্তুতন্ততোহতিরিচ্যন্তে। জীব এব তু তন্ত-  
দুপাধিরহিতঃ শুদ্ধবুদ্ধাদিস্বভাবো ব্রহ্মেতি গীয়তে। ন চ তন্তদুপাধিবিরহোহপি  
ততোহতিরিচ্যতে। তস্মাদযথা গাঙ্করুশাস্ত্রার্থজ্ঞানাত্যাসাহিতসংস্কারসচিব-  
শ্রোত্রেজ্জিয়োগ বড় জাদিস্বরগ্রামমুচ্ছনাভেদমধ্যাক্ষমভবতি এবং বেদান্তার্থ-  
জ্ঞানাত্যাসাহিতসংস্কারো জীবন্য ব্রহ্মভাবমন্তঃকরণেনেতি। অন্তঃকরণবৃত্তৌ  
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জনয়িতব্যে অস্তি তদুপাসনায়াঃ কৰ্ম্মাপেক্ষেতি চেৎ। ন।  
তস্যাঃ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানেন সহভাবাভাবেন তৎসহকারিত্বাহুপপত্তেঃ। ন থলু-তৎস্ব-  
মসীতাদেৰ্ষ্যক্যাদিৰ্নিচিৎসং শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবমকৰ্ত্তৃত্বাহুপেতমপেত-  
ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিং দেহাদ্যতিরিক্তমেকমায়ানং প্রতিপদ্যমানঃ কৰ্ম্মস্বধিকার-  
মববোধুর্মহতি। অনর্হচ্চ কথং কৰ্ত্তা বা অধিকৃতো বা। যদ্যচ্যেত  
নিশ্চিত্যেহপি তস্মৈ বিপর্যাসনিবন্ধনো ব্যবহারোহুর্ভবত্মানো দৃশ্যতে যথা  
শুভ্রস্ত মাধুর্য্যাবিনিশ্চয়েহপি পিত্তোপহতেজ্রিয়াণাং তিক্তাবতাসাহুভুতিঃ  
আস্বাদ্য খৃৎকৃত্য ত্যাগাৎ। তস্মাদবিদ্যাসংস্কারাহুভুত্যা কৰ্ম্মাহুষ্ঠানং তে ন  
চ বিদ্যা সহকারিণা তৎসমুচ্ছেদ উপপৎস্যাতে। ন চ কৰ্ম্মাবিদ্যাত্মকং কথ-

[ ব্রহ্মণঃ...শাচ্চ ] ব্রহ্মনশব্দে যে যষ্ঠী-বিত্তিক্তি ছিল তাহা শেষযষ্ঠী (১৭)  
নহে, কৰ্ম্মযষ্ঠী। কেন না, জিজ্ঞাসা মাঝেই জিজ্ঞাস্যসাপেক্ষ। এস্থলে ব্রহ্ম ভিন্ন  
অন্য কোন জিজ্ঞাস্য নাই; কায়েই কৰ্ম্মযষ্ঠী, শেষযষ্ঠী নহে। [ নহু...ত্বাৎ ]  
যদি বল, শেষযষ্ঠী গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতা বজায় থাকে; কেন না,  
সামান্য উল্লেখ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ে পর্য্যবসন্ন হয় (১৮)। [ এবং...স্যাৎ ] হয়  
সত্য; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (কৰ্ম্মত্বা) পরিত্যাগ করিয়া অসাক্ষাৎসম্বন্ধের

(১৭) শেষযষ্ঠী—সম্বন্ধসামান্যো যষ্ঠী।

(১৮) অনির্দিষ্ট বা সাধারণ উপদেশ সকল প্রয়োগকালে নির্দিষ্টরূপেই গৃহীত হইয়া  
থাকে।

ব্যর্থঃ প্রয়াসঃ স্ম্যৎ । ন ব্যর্থঃ ব্রহ্মাশ্রিতাশেষবিচারপ্রতি-  
জ্ঞানার্থত্বাদিতি চেন্ন প্রধানপরিগ্রহে তদপেক্ষিতানামপ্যর্থ-

মবিদ্যামুচ্ছিনন্তি কৰ্ম্মণো বা তছুচ্ছেদকস্য কুত উচ্ছেদ ইতি বাচ্যম্ । সজ্ঞা-  
তীয়াস্বপনবিরোধিনাং ভাবানাং বহুলমুপলব্ধেঃ । যথা পয়ঃ পয়োহস্তরং জর-  
য়তি, স্বয়ং জীৰ্য্যতি । যথা বিষং বিষান্তরং শময়তি স্বয়ং শাম্যতি । যথা  
বা কতকরজো রজোহস্তরাবিলে পাথসি প্রক্ষিপ্তং রজোহস্তরাণি ভিন্দং স্বয়-  
মপি ভিন্দ্যমানমনাবিলং পাথঃ কৰোতি । এবং কৰ্ম্মবিদ্যাশ্রমকমপি অবিদ্যা-  
স্তরাণি অপগময়ং স্বয়মপ্যপগচ্ছতীতি । অত্রোচ্যতে । সত্যং সন্দেব সৌম্যো  
দমিত্যুপক্রমাৎ তত্ত্বমদীত্যস্তাৎ শব্দাৎ ব্রহ্মমীমাংসোপকরণাদসকৃদভাস্তাৎ  
নির্দিষ্টচিকিৎসে অনাদ্য বিদ্যোপাদানদেহাদ্যতিরিক্ত-প্রতাগাঙ্ক-তত্ত্বাববোধে  
জ্ঞাতেহপি অবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্তাবমূবর্ত্তন্তে সাংসারিকাঃ প্রত্যাস্তদ্যাব-  
হারশ্চ তথাপি তানপায়ং ব্যবহারপ্রত্যয়ান্ মিথ্যেতি মন্যমানো বিদ্বান্ন  
শ্রদ্ধন্তে পিত্তোপহতেজস্ব ইব শুভং খুৎকৃত্য ত্যজন্নপি তস্য তিক্ততাম্ । তথা  
চায়ং ক্রিয়াকৰ্ত্ত্বকরণেতিকৰ্ত্তব্যতাকলপ্রপঞ্চমতাস্থিকং বিনিশ্চিৎসন্ কথমধি-  
কৃতো নাম বিছুষো হ্যধিকারোহন্যথা পশুশূদ্রাদীনামপ্যধিকারো দুর্দারঃ  
স্যাৎ । ক্রিয়াকৰ্ত্তাদিস্বরূপবিভাগঞ্চ বিদ্যমান ইহ বিদ্বানভিমতঃ কৰ্ম্মকাণ্ডে ।  
অতএব ভগবানবিদ্যাবদ্বিষয়ং শাস্ত্রম্ বর্ণয়াম্ভুব ভাষ্যকারঃ । তস্মাৎ যথা  
রাজজাতীয়াভিমানকৰ্ত্ত্বকে কৰ্ম্মণি রাজহুয়ে ন বিপ্রবৈশ্যজাতীয়াভিমানিনো-  
রধিকার এবং দ্বিজাতিকৰ্ত্ত্বক্রিয়াকরণাদিবিভাগাভিমানিকৰ্ত্ত্বকে কৰ্ম্মণি ন  
তদনভিমানিনোহধিকারঃ । ন চানধিকৃতেন সমর্থোহপি কৃতং বৈদিকং  
কৰ্ম্ম ফলায় কল্পতে বৈশ্যাস্তোম ইব ব্রাহ্মণরাজন্যাভ্যাম্ । তেন দৃষ্টার্থেষু  
কৰ্ম্মস্ব শব্দঃ প্রবর্ত্তমানঃ প্রাপ্নোতু ফলং দৃষ্টত্বাৎ । অদৃষ্টার্থেষু তু শাস্ত্রৈক-  
মধিগম্য ফলমনধিকারিণি ন প্রযুক্ত্য ইতি নোপাসনাকার্য্যে কৰ্ম্মাপেক্ষা ।  
স্যাৎসেতৎ । মনুষ্যাভিমানবদধিকারিকে কৰ্ম্মণি বিহিতে যথা তদভিমান-  
রহিতস্যানধিকার এবং নিষেধবিধয়োহপি মনুষ্যাধিকার ইতি তদভিমান-  
কল্পনাচেষ্টা বৃথা হয় । [ ন ব্যর্থঃ...তদ্বৎ ] যদি বল, প্রয়াস বা চেষ্টা বৃথা নহে,  
কিন না, উহার দ্বারা ব্রহ্মাশ্রিত বহু পদার্থের “বিচার করিতে হইবে” এইরূপ  
অর্থ লাভের সম্ভাবনা আছে । আছে সত্য ; তথাপি ঐরূপ বলায় চেষ্টার  
স্বার্থতা নিবারণিত হইবে না । তাহার হেতু এই যে, বিচারের জন্য প্রধান বস্তু  
পরিগৃহীত হইলে তদাশ্রিত বা তদপেক্ষিত সমস্ত পদার্থ আপনা হইতেই

ক্ষিপ্ততাৎ । ব্রহ্ম হি জ্ঞানেনাপুর্মিচ্ছিতম্ভাৎ প্রধানম্ ।  
তস্মিন্ প্রধানেন জিজ্ঞাসাকৰ্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈর্জিজ্ঞাসিতৈ-

রহিতশ্চেতসি নাধিক্রিয়েত পঞ্চাদিবৎ । তথা চায়াং নিষিদ্ধমহুতিষ্ঠনং ন প্রত্য-  
বেয়াৎ তিৰ্য্যগাদিবদিতি ভিন্নকৰ্ম্মতাপাতঃ । মৈবম্ । ন ধন্যঃ সৰ্ব্বথা মনু-  
ষ্যাভিমানরহিতঃ কিন্তুবিদ্যাসংস্কারানুভূত্যাঃ মাত্রয়া তদভিমানোহনুভবতে ।  
অনুভবর্তমানঞ্চ মিথ্যোতি মন্যমানো ন শ্রদ্ধত ইত্যুক্তম্ । কিমতো যদোবমেত-  
দতোভবতি ! বিধিবু শ্রাদ্ধোহধিকারী নাপ্রাধিকঃ । ততশ্চ মনুষ্যান্যভিমানেন  
অশ্রদ্ধধানো ন বিধিশাস্ত্রেণাধিক্রিয়েত । তথা চ স্মৃতিঃ—অশ্রদ্ধয়া হতং দত্ত-  
মিত্যাদিকা । নিষেধশাস্ত্রস্ত ন শ্রদ্ধামপেক্ষতে । অপি তু নিষিধ্যমানক্রিয়ো-  
দ্ব্যধো নর ইত্যেব প্রবর্ততে । তথা চ সাংসারিক ইব শ্রদ্ধাবগতব্রহ্মতত্ত্বোহপি  
নিষেধমতিক্রম্য প্রবর্তমানঃ প্রত্যবৈতীতি ন ভিন্নকৰ্ম্মদর্শনাভ্যুপগমঃ । তস্মা-  
ন্নোপাসনায়াঃ কার্যে কৰ্ম্মাপেক্ষা । অত এব নোপাসনোৎপত্তাবপি নির্বি-  
চিকিৎসশাস্ত্রজ্ঞানোৎপত্ত্যন্তরকালমনধিকারঃ কৰ্ম্মণীত্যুক্তম্ । তথা চ স্মৃতিঃ ।

“ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ ।”

তৎকিমিদানীমহুপযোগ এব সৰ্ব্বথেষ্ট কৰ্ম্মণাম্ । তথা চ “বিবিদ্যিষন্তি  
যজ্ঞেন” ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিরুদ্ধেয়রন । ন । আরাহুপকারকত্বাৎ কৰ্ম্মণাং  
যজ্ঞাদীনাম্ । তথাহি—“তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন” নিত্যাবধ্যায়েন  
“ব্রাহ্মণা বিবিদ্যিষন্তি” বেদিতুমিচ্ছন্তি, ন তু বিদন্তি, বস্তুতঃ প্রধানস্যাপি বেদ-  
নস্য প্রকৃত্যর্থতয়া শব্দতো গুণত্বাদিচ্ছায়াশ্চ প্রত্যয়ার্থতয়া প্রাধান্যাৎ ।  
প্রধানেন নচ কার্য্যসম্প্রত্যায়াৎ । ন হি রাজপুরুষমানয়েত্যাঙ্কে বস্তুতঃ  
প্রধানমপি রাজা পুরুষবিশেষণতয়া শব্দত উপসর্জনমানীয়তে অপি তু পুরুষ-  
ইব । শব্দতন্তস্য প্রাধান্যাৎ । এবং বেদানুবচনস্যেব যজ্ঞস্যাপীচ্ছাসাধন-  
য়ো বিধানম্ । এবং তপসোহনাশকস্য কামানশনমেব তপঃ হিতমিতমে-  
ব্যশিনো হি ব্রহ্মণি বিবিদ্যা ভবতি ন তু সৰ্ব্বথা হনশ্রতো, মরণাৎ । নাপি  
চাক্রায়ণাদিতপঃশীলস্য । ধাতুবেষম্যাপত্তেঃ । এতানি চ নিত্যানুপাপ্ত-

পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না । জ্ঞানের  
দ্বারা ব্রহ্ম পাইবার ইচ্ছা করিবেক, এই উপদেশের দ্বারা স্থির হইতেছে যে,  
ব্রহ্মই এস্থলের ঈশ্বর বস্তু সুতরাং ব্রহ্মই প্রধান জিজ্ঞাস্য বা প্রধান বিষয় ।  
যদি তাহাই হইল, তবে তাদৃশ প্রধানকে জিজ্ঞাসার কৰ্ম্মরূপে বা বিষয়-  
রূপে গ্রহণ করিলে যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা বা বিচার ব্যতীত জ্ঞান হইয়া

বিবিনা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি তান্যর্থাক্ষিপ্তান্যেবেতি ন  
পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি । যথা রাজাহসৌ গচ্ছতীত্যুক্তে সপরি-  
বারস্য রাজোগমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ । শ্রুত্যনুগমাচ্চ ।

ছরিতনিবর্হণেন পুরুষং সংস্কুর্ত্তি । তথা চ শ্রুতিঃ । “স হ বা আশ্বষাঙ্গী  
যো বেদ ইদং মে হনেনাদ্বং সংস্কুর্ত্ত যত ইদং মে হনেনাদ্বমুপদীয়তে” ইতি ।  
অনেনেতি প্রকৃতং যজ্ঞাদি পরামুশতি । স্মৃতিশ্চ “বটস্যোতে ইষ্টাচছারিংশৎ-  
সংস্কারা” ইতি । নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানপ্রক্ষীণকল্মষস্য চ বিগুহসত্ত্বস্যা-  
বি-  
দ্ব্য এব উৎপন্নবিবিদ্যস্য জ্ঞানোৎপত্তিং দর্শয়ত্যাথর্কণী শ্রুতিঃ । “বিগুহ-  
সত্ত্বস্তত্ত্ব তং পশ্যতি নিফলং ধ্যায়মানঃ” ইতি । স্মৃতিশ্চ ।

“জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ” ইত্যাদিকা ।

ক্লপ্তেনৈব চ নিত্যানাং কর্মণাং নিত্যে হি তেনোপাত্তছরিতনিবর্হণেন  
পুরুষসংস্কারেণ জ্ঞানোৎপত্তাবজ্ঞতাবোপপত্তৌ ন সংযোগপৃথক্বেন সাক্ষাদঙ্গ-  
ভাবো যুক্তঃ । কল্পনাগোরবাপত্তেঃ । (তথাহি ।—নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাক্ষমোৎ-  
পাদঃ ততঃ পাপম্ নিবর্ত্ততে । স হ্যনিত্যাণ্ডচিহ্নঃস্বরূপে সংসারে নিত্যাণ্ডচি-  
হ্নস্বখ্যাতিলক্ষণেন বিপর্য্যাসেন চিত্তসত্ত্বঃ মলিনয়তি । অতঃ পাপনিবর্ত্তৌ প্রত্য-  
ক্ষোপপত্তিরাপাবরণে সতি প্রত্যক্ষোপপত্তিভ্যাং সংসারস্যানিত্যাণ্ডচিহ্নঃস্ব-  
রূপতামপ্রতীহমববুধ্যতে । ততোহস্যান্মিভিরতিসংজ্ঞং বৈরাগ্যমুপজায়তে ।  
ততস্তজ্জিহাসোপাবর্ত্ততে ততোহানোপায়ং পর্য্যেবতে পর্য্যেবমাণশ্চাত্তত্ত্ব-  
জ্ঞানমুসোপায় ইতুপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাসতে । ততঃ শ্রবণাদিক্রমেণ তজ্জানাতী-  
ত্যাগীহুপকারকস্বং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদং প্রতি চিত্তসত্ত্বগুহ্য কর্ম্মণাং যুক্তম্ ।  
ইমঞ্চার্থমভুবদতি ভগবদগীতা ।—

“আরুরুক্ষোর্ম্ম নৈর্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারূঢ়স্য তসৌব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥”

(এবঞ্চানুষ্ঠিতকর্ম্মাপি প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মবশাৎ যো বিগুহসত্ত্বঃ সংসারাসার-  
তাদর্শনে নিষ্পন্নবৈরাগ্যঃ কৃতং তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানেন বৈরাগ্যোৎপাদোপযো-

হইতে পারে না—সে সমস্ত বিষয় আপনা হইতেই পরিগৃহীত হইবে, তজ্জন্য  
পৃথক্ প্রয়াস পাইতে হইবে না । যেমন রাজা ঘাইতেছেন বলিলে, তৎসঙ্গে  
তাহার অনুযাত্রিগণও ঘাইতেছে, বলা হয়, এষ্মেও সেইরূপ ব্রহ্মবিচার  
করিবে বলিলে ব্রহ্মাশ্রিত সমস্ত পদার্থের বিচার করিবে বলা হয় ।  
[ শ্রুত্যনুগমাচ্চ ] শ্রুতির বর্ণনা বা উপদেশ পর্যালোচনা করিলেও ঐরূপ



“যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদ্যাংশ শ্রোতরঃ  
“তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তব্ধ্বক্ষ” ইতি প্রত্যক্ষমেব ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসা-

গিনা। প্রাগ্ভবীয়কৰ্ম্মমুষ্ঠানাদেব তৎসিদ্ধেঃ P ইমমেব চ পুরুষধোরেব-  
ভেদমধিকৃত্য প্রববৃতে শ্রুতিঃ। “যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ” ইতি।  
তদ্বিমুক্তম্—“কৰ্ম্মাববোধাৎ প্রাগ্ভবীয়তবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তে”  
রিতি। অত এব ন ব্রহ্মচারিণ ঋণানি সস্তি যেন তদপাকরণার্থং কৰ্ম্মমু-  
ক্তিষ্ঠেৎ। এতদমুরোধাচ্চ “জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠিগুণবা জায়তে” ইতি।  
গৃহস্থঃ সম্পদ্যমান ইতি ব্যাখ্যায়ম্। অন্যথা “যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাব” ইতি  
শ্রুতির্বিরুদ্ধোক্ত। গৃহস্থস্যাপি চ ঋণাপাকরণং সম্বৎসর্যমেব। জরামৰ্ঘ্য-  
বাদো ভগ্নাস্ততাবাদোন্তোষ্টয়শ্চ কৰ্ম্মজড়ানবিদ্বষঃ প্রতি ন স্বাভ্যতৰ্পণাভিশ্চ।  
তদ্বাস্তসানন্তর্য্যমর্থশকার্থে যদ্বিনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি যদ্বিস্ত সতি  
ভবন্তী ভবত্যেব। ন চেৎ কৰ্ম্মাববোধানন্তর্য্যং, তন্মাৎ ন কৰ্ম্মাববোধ-  
নন্তর্য্যমর্থশকার্থ ইতি সৰ্ব্বমবদাতম্। স্যাদেতৎ। মা ভূদয়িহোত্রয়বাগুপাক-  
ষদার্থঃ ক্রমঃ শ্রোতস্ত ভবিষ্যতি ‘গৃহী ভূহা বনী ভবেৎ’ ‘বনী ভূহা প্রব্রজেৎ’  
ইতি জাবালশ্রুতির্গার্হস্থ্যেন হি বজ্রাদ্যমুষ্ঠানং স্থচয়তি। স্মরণ্তি চ।—

“অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধৰ্ম্মতঃ।

ইষ্ট্ব। চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্গম্নো মোক্ষো নিবেশয়েৎ ॥”

নিবদতি চ।—

“অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথায়জান্।

অনিষ্ট্ব। চৈব যজ্ঞশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যাগঃ ॥” ইতি।

অত আহ।—“যথা চ হৃদয়দাবদানানামানন্তর্য্যান্নয়ঃ। কুতঃ”। ‘হৃদ-  
য়স্যাগ্রে হৃদয্যতি অথ জিহ্বায়া অথ বক্ষস’ ইত্যথাগ্রশব্দাভ্যাং ক্রমেনা বিব-  
ক্ষিতত্বাৎ ন তথেষ ক্রমো বিবক্ষিতঃ। হৃদয়বাহনয়মপ্রদর্শনাৎ—‘যদি  
বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ভূতাদা বনাতা’ ইতি। এতাবতা হি বৈরাগ্য-  
মুপলক্ষয়তি। অত এব ‘যদহরেব বরজৈত্তদহরেব প্রব্রজেদ’িতি শ্রুতিঃ।  
নিব্দাবচনং চাবিশুদ্ধসত্ত্বপুরুষাভিপ্ৰায়ম্। অবিবুদ্ধসত্ত্বো হি মোক্ষমিচ্ছমা-  
লস্যান্তত্বপায়েহ প্রবর্তমানো গৃহস্থধৰ্ম্মমপি নিত্যনৈমিত্তিকমনাচরন্ প্রতিক্ষণ-  
মুপচীয়মানপাপমাহোগতিং গচ্ছতীত্যর্থঃ।

অর্থ প্রতীত হইবে। [যতো...যজ্ঞী] শ্রুতি “যাহা হইতে এইসকল জন্ম-  
রাছে তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম” এই কথা বলিয়া ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসার  
শাক্যং কৰ্ম্মরূপে নির্দেশ বা উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং কৰ্ম্মযজ্ঞ গ্রহণ

কৰ্ম্মত্বং দৰ্শয়ন্তি । তচ্চ কৰ্ম্মণি ষষ্ঠীপরিগ্রহে সূত্রেণানুগতং  
ভবতি । তস্মাদ্ভুক্তং ইতি কৰ্ম্মণি ষষ্ঠী । জাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা ।

স্যাতেতৎ । মা ভূচ্ছ্রোত অর্থো বা ক্রমঃ পাঠস্থানমুখ্যপ্রবৃত্তিপ্রমাণকন্ত  
কন্মান্তর্যবতীত্যত আহ—“শেষশেষিষে প্রমাণাভাবাৎ ।” শেষাণাং  
সমিদাদীনীং শেষিণাং চাগ্নেয়াদীনামেকফলবদুপকারোপনিবন্ধানামেকফলা-  
বচ্ছিন্নানামেকপ্রয়োগবচনোপগৃহীতানামেকাধিকারিকর্তৃকাণামেকপৌর্ণমাস্য-  
মাবস্যাকালসম্বন্ধানাং যুগপদমুষ্ঠানাশক্তেঃ সামর্থ্যাৎ ক্রমপ্রাপ্তৌ তদ্বিশেষা-  
পেক্ষায়াং পাঠাদয়ন্ত্বদেদানিয়মায় প্রভবন্তি যত্র তু ন শেষশেষিভাবো নাপ্যে-  
কাধিকারাবচ্ছেদো যথা সৌখ্যার্থ্যমণপ্রাজাপত্যাদীনীং তত্র ক্রমতেদাপেক্ষা-  
ভাবান্ন পাঠাদিঃ ক্রমবিশেষণনিয়মে প্রমাণম্ । অবজ্ঞানীয়তয়া তস্য তত্রাগত-  
ত্বাৎ । ন চেহ ধর্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ শেষশেষিভাবে অত্যাদীনামন্যতমং  
প্রমাণমস্তীতি । নহু শেষশেষিভাবাভাবেহপি ক্রমনিয়মোদৃষ্টৌ যথা গোদোহ-  
নস্ত পুরুষার্থস্য দর্শপৌর্ণমাসিকৈরঙ্গৈঃ সহ যথা বা দর্শপৌর্ণমাসাত্যামিষ্টৌ  
ক্লেমেন যজ্ঞেতেতি দর্শপৌর্ণমাসসোময়োরশেষশেষিণোরিত্যত আহ—“অধি-  
কৃত্তাধিকারেচ প্রমাণাভাবাৎ” ইতি যোজনাম্ । স্বর্গকামস্য হি দর্শপৌর্ণমাসাধি-  
কৃতস্য পণ্ডকামস্য সতো দর্শপৌর্ণমাসক্রত্বার্থাপ্প্রণয়নান্নশ্রিতে গোদোহনেহধি-  
কারঃ । নো থলু গোদোহনদ্রব্যমব্যাপ্রিয়মাণং সাক্ষাৎ পশুন্ ভাবয়িতু-  
মর্হতি । নচ ব্যাপারান্তরাবিষ্টং শ্রয়তে যতস্তদঙ্গক্রমমতিপতেৎ । অপ্-  
প্রণয়নান্নশ্রিতস্ত প্রতীয়তে ‘চমসেনাপঃ প্রণয়েদগোদোহনেন পণ্ডকামস্যে’তি  
সমুত্তিব্যাহারাৎ । যোগ্যত্বাচ্চাস্যাপাং প্রণয়নং প্রতি । তস্মাৎ ক্রত্বার্থাপ্প্রণ-  
য়নান্নশ্রিতত্বাৎ গোদোহনস্য তৎক্রমেণ পুরুষার্থমপি গোদোহনং ক্রমবদতি  
সিদ্ধম্ । প্রতিনিরাকরণেনৈবেতিসোমক্রমবদপি ক্রমোপ্যপ্যাস্তোবেদিতব্যঃ ।  
শেষশেষিষাধিকৃত্তার্থাকারাবাহেহপি ক্রমোবিবক্ষ্যেত যদ্যেকফলাবচ্ছেদো-  
ভবেৎ যথাগ্নেয়াদীনীং যথামেকফলবচ্ছিন্নানাম্ । যদি বা জিজ্ঞাসা-  
ব্রহ্মণোংশো ধর্মঃ স্যাৎ যথা চতুর্লক্ষণীব্যাংপাদ্যাং ব্রহ্ম বোন চিৎ কেনচিৎ  
অংশেনৈকেকেন লক্ষণেন ব্যাংপাদ্যাতে তত্র চতুর্গাং লক্ষণানাং জিজ্ঞাসা-  
ভেদেন পরস্পরসম্বন্ধে সতি ক্রমা বিবক্ষিতস্তথেষাপ্যেকজিজ্ঞাসাতয়া ধর্ম-  
করিলে তাহা পরিরক্ষিত হয় এবং সূত্রার্থের সহিত অত্যর্থের আনুরূপ্যও  
থাকে । অতএব, ব্রহ্মশব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি ছিল, তাহা কর্ম্মষষ্ঠী, শেষ ষষ্ঠী  
নহে ।

[ জাতু...তব্যম্ ] জানিবার বা জানের উদ্দেশে যে ইচ্ছা, তাহাই

‘জীবজমুষ্টিজ্জমিতি’ অত্র ত্রিবিধ এব ভূতগ্রাম জায়তে কথং  
চতুর্বিধত্বং ভূতগ্রামস্য প্রতিজ্ঞাতমিত্যত্রোচ্যতে ॥ ২০ ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥\*

‘অণ্ডজং জীবজমুষ্টিজ্জম্’ ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দে-  
নৈব স্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেতব্যঃ, উভয়োরপি স্বেদ-  
জোদ্ভিজ্জয়োর্ভূম্যদকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্য তুল্যত্বাৎ । স্বাবরো-  
দ্ভেদাত্ত্ব বিলক্ষণো জঙ্গমোদ্ভেদ ইত্যত্র স্বেদজোদ্ভিজ্জয়ো-  
র্ভেদবাদ ইত্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥

সাভাব্যাপত্তিরূপপত্তেঃ ॥ ২২ ॥†

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসমাসাদ্য ‘তস্মিন্ যাবৎ সম্পাত-

জীবজং জরায়ুজং মহুষ্যাদি, ভূমিমুষ্টিদ্য জায়তে বৃক্ষাদিকং, উদকং ভিষ্মা  
জায়তে যুদ্ধাদিঙ্গমমিতি ভেদঃ । সংশোকঃ স্বেদঃ । ইতি রত্নপ্রভা ।

যদ্যপি যথেষ্টমাকাশমাকাশদ্বায়মিত্যতো ন তাদান্ব্যং ক্ষুটমবগম্যতে

জরায়ুজ (২)।ও উদ্ভিজ্জ (৩)।” কিন্তু তুমি বলিতেছ, ভূতজাতি চতুর্বিধ ।  
ইহার কারণ কি ? সূত্রকার এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

“অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ ।” এই শ্রুতিতে যে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ আছে,  
ঐ উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক । কেননা,  
স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুটির মধ্যে ভূমি-জল-উদ্ভেদ-পূর্বক উৎপন্ন হওয়ার  
প্রণালী তুল্য । স্বাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোদ্ভেদে নাই । সে কারণেও তদ্বয়ের  
ভেদবাদ অবিরুদ্ধ ।

২১

ইষ্টাদিপুণ্যকর্মকারীরা চন্দ্রমা প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে পতনের পূর্ব  
পর্যন্ত বাস করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে

\* তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্য অবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ, প্রত্যেতি  
শেষঃ ।—অতি উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজ জাতির সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবেক ।

† সমানোভাবো ধর্মো যস্য স সমাবশস্য ভাবঃ সাভাব্যং সামান্যিত্যর্থঃ । সামান্যপত্তি-  
র্ভবতি ন তু তত্তত্ত্বাপত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ । তদেব হাপপদ্যতে ন তদ্ব্যং ।—অবরোহণকারীরা  
অবরোহণ কালে আকাশাদির সমান হয়, আকাশাদি হয় না । কেননা, আকাশাদির সমান  
হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ ।

মুষ্ণিহা ততঃ সানুশয়া অবরোহন্তি’ ইত্যুক্তম্। অথাবরোহ-  
প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে। তদ্রেয়মবরোহশ্চতিভবতি ‘অধৈতমেবা-  
ধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথৈতমাকাশমাকাশাষ্মাণ্ডং বায়ুভূত্বা ধূমো  
ভবতি ধূমো ভূহাহ্রং ভবত্যভ্রং ভূহা মেঘো ভবতি মেঘো  
ভূহা প্রবর্ষতি’ ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমাকাশাদিস্বরূপ-  
মেবাবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে কিং বাকাশাদিসাম্যমিতি। তত্র  
প্রাপ্তং তাবদাকাশাদিস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি। কুতঃ।  
এবং হি শ্ৰুতিভবতি, ইতরথা লক্ষণা স্মাৎ। শ্ৰুতিলক্ষণা-  
বিষয়ে চ শ্ৰুতির্নির্যাতা ন লক্ষণা। তথা চ ‘বায়ুভূত্বা ধূমো

তথাপি বায়ুভূত্বেন্নাদেঃ ক্ষুটতরতাদান্ন্যাবগমাদযথৈতমাকাশমিত্যেতদপি  
তাদান্ন্যএবাবতিষ্ঠতে। ন চান্তান্ত্যভাবানুপপত্তিঃ। মনুষ্যশরীরস্ত নন্দিক-  
শ্বরস্ত দেবদেহরূপপরিণামশ্বরগাদেবং দেবদেহস্ত চ নহস্ত তিৰ্য্যক্শ্বরগাৎ।  
তন্মানুখার্থপরিত্যাগেন ন গোণী বৃত্তিরাশ্রয়ণীয়া। গোণ্যস্ত বৃত্তৌ লক্ষণা-  
শব্দঃ প্রযুক্তো গুণে লক্ষণায়াঃ সম্ভবাৎ। যথাহঃ—‘লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্-  
বৃত্তেরিষ্টা তু গোণতা’ ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—‘সাব্যাপত্তিঃ’। সমানো-  
ভাবো রূপং যেযাং তে সভাবন্তেষাং ভাবঃ সাভাব্যং সাক্ষপাং সাদৃশ্যমিতি

অর্থং পুনর্বার এতল্লোকে জন্ম গ্রহণ করে, ইহা বলা হইল। এক্ষণে কি  
রূপে অবরোহণ করে? তাহা বিচারিত হইবে। অবরোহণ-বিষয়িণী শ্ৰুতি  
এইরূপ—“অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। ভোগান্তে  
শরীর দ্রবীভূত হইলে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে  
বায়ুপ্রাপ্ত, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূমের পর অব্দ্র হয়, অব্দ্র হইয়া মেঘ  
হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে।” ইত্যাদি। [তত্র...ইতি] এখানে সংশয়  
এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়? অথবা  
আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয়? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদির  
স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। তাহাই শ্রুতির অর্থ, অন্যথা শ্রুত্যাৰ্থে লক্ষণা করিতে হয়।  
(মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অত্যায্য)। যে স্থানে  
শ্রৌত অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে  
আক্ষরিক অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্যথা বলিয়া লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয়  
না। লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ না হইলেই “বায়ু হইয়া ধূম হয়” এইরূপ এইরূপ  
পাঠ সেই সেই পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তির বোধক হইয়া থাকে। স্মরণ্যং পাওয়া

ভবতি' ইত্যেবমাদীশ্বরানি তৎস্বরূপোপপত্তাবেব কল্পন্তে । তস্মাদাকাশাদিস্বরূপোপপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—আকাশাদিসাম্যং প্রতিপদ্যন্ত ইতি । চন্দ্রমণ্ডলে যদস্ময়ং শরীর-মুপভোগার্থমারন্ধং তদুপভোগক্ষয়ে সতি প্রবিলীয়মানং সূক্ষ্মমাকাশসমং ভবতি ততো বায়োর্বর্ষমেতি ততো ধূমা-দিভিঃ সংসৃজ্যত ইতি । তদেতদুচ্যতে যথেষ্টমাকাশমাকাশা-দ্বায়ু-মিত্যেবমাদিনা । কৃত এতৎ । উপপত্তেঃ । এবং হেত-দুপপদ্যতে । ন হনুস্তানুভাব উপপদ্যতে । আকাশস্বরূপ-

যাবৎ । কৃতঃ । উপপত্তেঃ । এতদেব ব্যতিরেকমুখেন ব্যাচষ্টে—“ন হনুস্তানু-ভাব উপপদ্যতে” । মুক্তমেতদ্যদেবশরীরমজগরভাবেন পরিণমতে দেবদেহ-সময়েহজগরশরীরস্তাবাৎ । যদি তু দেবাজগরশরীরে সমসময়ে স্তাতাং ন দেবশরীরমজগরশরীরং শিল্লিশতেনাপি ক্রিয়তে । ন হি দধিপয়সী সমসময়ে পরস্পরায়্বনী শক্যে সম্পাদয়িতুং তথেষাপি সূক্ষ্মশরীরাকাশয়োৰ্গুণগত্বাবান্ন পরস্পরায়্বন্যভবিতুমর্হতি । এবং বায়ুাদিষপি যোজ্যম্ । তথা চ তদ্বাবস্তৱ-

গেল, অবরোহণকারীরা অবরোহণকালে আকাশাদির স্বরূপ হয়, আকাশ-দির তুল্য হয় না । সূত্রকার এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয় । [ চন্দ্রমণ্ডলে...উপপদ্যতে ] ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া যায় । বিলীন বা বিদ্রুত হইয়া ( গলিয়া গিয়া ) সূক্ষ্ম আকাশের সমান হয় । আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও লঘু হয় বলিয়া বায়ুর বশ্ত হয়, বায়ুবশ্ত হইয়া ধূমাদির সহিত সংসৃষ্ট ( মিশ্রিত ) হয় । এতদ্রূপ ক্রমে অব্দ্রপ্রবিষ্ট ( জলগর্ভ মেঘ অব্দ্র এবং বর্ষণকারী মেঘ মেঘ । মেঘের সঞ্চারাবস্থা অব্দ্র, বর্ষণাবস্থা মেঘ । ), তৎপরে বৃষ্টিজল প্রবিষ্ট, তৎপরে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদি প্রবিষ্ট হয় । অতি এই তথ্যটি “যথাগত আকাশকে প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন । ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতার্থ । ঐরূপ হইলেই শ্রুতার্থ ঠিক থাকে, অন্যথা মুখ্যার্থের অবরোধ হয় । অর্থাৎ উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বা অনুপপন্ন । [ আকাশস্বরূপ...চর্য্যতে ] জীব আকাশ প্রাপ্ত হইলে তাহার বায়ু-আদি-ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না । আকাশ বিভূ, তাহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ । সে কারণ, আকাশ-সদৃশ

প্রতিপত্তৌ চ বায়াদিক্রমোণাবরোহো নোপপদ্যতে । বিভূ-  
ত্বাচ্চাকাশেন নিত্যসম্বন্ধত্বাৎ তৎসাদৃশ্যাপত্তেরনন্তত্বংসম্বন্ধো  
ঘটতে । অতঃসম্ভবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং ন্যায্যমেব । অত আকা-  
শাদিতুল্যতাপত্তিরেবাত্রাকাশাদিভাব ইতু্যপচর্য্যতে ॥ ২২ ॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥\*

তত্রাকাশাদিপ্রতিপত্তৌ প্রাগ্ভীহাদিপ্রতিপত্তেৰ্ভবতি  
বিশয়ঃ—কিং দীৰ্ঘং কালং পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বসাদৃশ্যেনাবস্থায়োত্তরোত্ত-  
রসাদৃশ্যং গচ্ছন্তি, উতাল্লমল্লমিতি । তত্রানিয়মো নিয়মকারিণঃ  
শাস্ত্রাস্ত্রাভাবাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—নাতিচিরেণেতি ।  
অল্লমল্লং কালমাকাশাদিভাবেনাবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহেমাং

সাদৃশ্যেনোপচারিকো ব্যাখ্যায়ঃ । নবাকাশভাবেন সংযোগমাত্রং লক্ষ্যতাং কিং  
সাদৃশ্যেনেত্যত আহ—“বিভূত্বাচ্চাকাশেনে”তি ।

ছনিম্পতরমিতি ছঃখেন নিঃসরণং ক্রতে ন তু বিলম্বেনেতি মন্ততে পূৰ্ব্ব-

হওয়া ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ ঘটনা হয় না । যেখানে শ্রুতার্থের অর্থাৎ আক্ষরিক  
অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণার আশ্রয় ন্যায্য । সেই জন্তই বলি,  
শ্রুতি আকাশশাস্ত্রা হওয়াকেই উপচার ক্রমে আকাশভাব প্রাপ্তি বলিয়া-  
ছেন ।

বলা হইল, অমুশয়ী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া  
ধানাদিভাব প্রাপ্ত হয় । এই স্থানে সংশয়, ধানাদিভাব প্রাপ্তির পূর্বে  
যে আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয় ?  
কি বিলম্ব সমাপ্ত হয় ? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব পদার্থের সাদৃশ্য-  
বিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয় ? কি অল্পে অল্পে অর্থাৎ শীঘ্র

\* নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাকাশাদিসাম্যেনাববস্থায় ভুবমাপত্তস্তীতি শেষঃ । তত্র বিশেষা-  
দিতি হেতুঃ । বিশিনিষ্টি হি শ্রুতিব্রীহাদিভাবাপত্তিং “অতোবৈছনিম্পতরং” ইত্যাদিনা  
সন্দর্ভেণ । অত্র ছঃখেন ব্রীহাদিভাবান্নিঃসরণমুক্তম্ । তেনায়াতং হুৎখেনাকাশাদিভাবান্নিঃসরণ-  
স্তবতীতি তদেব চ বিশেষদর্শনমিতি ।—অমুশয়ী জীব অল্পে অল্পে বা শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব  
হইতে নিভৃন্ত হইয়া পৃথিবীতে আইসে । পৃথিবীতে আসিলে যে শস্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়,  
সে অবস্থা শীঘ্র যায় না, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন । শ্রুতির সে কথায় বুঝা যায়, পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব  
অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধানাদি অবস্থা বিলম্বে অতিক্রান্ত হয় ।

ভুবমাপতন্তি । কৃত এতৎ । বিশেষদর্শনাৎ । তথা হি ত্রীহা-  
দিভাবাপত্তেরনন্তরং বিশিনষ্টি ‘অতো বৈ থলু দুর্নিম্প্রপতরম্’  
ইতি । তকার একচ্ছন্দস্ত্যাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তো মন্তব্যঃ ।  
দুর্নিম্প্রপতরং দুর্নিম্প্রমতরং দুঃখতরমস্যাৎ ত্রীহাদিভাবান্নিঃস-  
রণং ভবতীত্যর্থঃ । তদত্র দুঃখং নিম্প্রপতনং প্রদর্শয়ন্ পূর্বেষু  
সুখং নিম্প্রপতনং দর্শয়তি । সুখদুঃখতাবিশেষচায়াং নিম্প্রপত-  
নস্য কালান্নত্বদীর্ঘত্বনিমিত্তঃ । তন্নিম্নবধৌ শরীরানিম্প্রপত্তেরূপ-  
ভোগাসম্ভবাৎ । তস্যাং ত্রীহাদিভাবাপত্তেঃ প্রাগল্লেনৈব  
কালেনাবরোহঃ স্তাদিতি ॥ ২৩ ॥

পক্ষী । বিনা স্থলশরীরং ন স্থলশরীরে দুঃখভাগিতি দুর্নিম্প্রপতরং বিলম্বং  
লক্ষয়তীতি রাহস্যঃ ।

পূর্বপূর্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ  
করে ? সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ । তাহাতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ের নিয়ম  
নাই । কেন-না নিয়মকারী শাস্ত্র নাই । ( বিলম্বও হইতে পারে, শীঘ্রও  
হইতে পারে ) । এই পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ “নাতিচিরেণ” সূত্র বলা হইল ।  
অর্থ এই যে, অল্পকাল আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির  
সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে । বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত সিদ্ধান্ত  
অবিচালা । [ তথাহি...স্তাদিতি ] কি বিশেষ ? তাহা বলিতেছি । ধাত্বাদি-  
শব্দভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্বাবস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা  
দেখাইয়াছেন । যথা—“ইহা হইতে দুর্নিম্প্রপতর হয় ।” বৈদিকপ্রক্রিয়া  
অমুসারে একটা ত লুপ্ত আছে । উহার অর্থ দুর্নিম্প্রমতর অর্থাৎ জীব অতি  
দুঃখে ত্রীহাদি হইতে নিজ্জান্ত হয় । এই দুঃখনিম্প্রমই পূর্ব পূর্ব অবস্থার  
সুখনিম্প্রম বলিতেছে । নিম্প্রমের সুখদুঃখ = কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটিত ।  
অর্থাৎ অল্পকালে নিজ্জান্ত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকাল ত্রীহাদিভাবে থাকাই  
দুঃখ । সে সময়ে শরীর নিম্প্রপ্তি হয় না, সূত্রাং তদবস্থায় উপভোগ  
অসম্ভব । এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অমুশরী জীব যত দিন  
না ধাত্বাদিভাব প্রাপ্ত হয় তত দিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাবে হইতে  
নিজ্জান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে ।

## অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৪ ॥\*

তস্মিন্নেবাবরোহে প্রবর্ষণানন্তরং পঠ্যতে ‘ত ইহ ত্রীহিববা  
ওষধিবনম্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে’ ইতি । তত্র সংশয়ঃ ।  
কিমস্মিন্নেবাবরোহে স্বাবরজাত্যাপন্নাঃ স্বাবরসুখদুঃখভাজো-  
হনুশয়িনো ভবন্ত্যাহোষ্মিৎ ক্ষেত্রজ্ঞাস্তরাধিষ্ঠিতেষু স্বাবর-  
শরীরেষু সংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তীতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ।  
স্বাবরজাত্যাপন্নাসুখদুঃখভাজোহনুশয়িনো ভবন্তীতি । কুত  
এতৎ । জনেশ্বর্যথার্থহোপপত্তেঃ, স্বাবরভাবস্য চ শ্রুতি-  
স্মৃত্যোরুপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ, পশুহিংসাদিযোগাচ্চেষ্টাদেঃ

আকাশসাক্ষ্যং বায়ুধুমাদিসম্পর্কোহনুশয়িনামুক্ত ইহেদানীং ত্রীহিববা  
ওষধিবনম্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্ত ইতি শ্রীয়েত । তত্র সংশয়ঃ । কিমনু-  
শয়িনাং ভোগাধিষ্ঠানং ত্রীহিববাদয়ঃ স্বাবরা ভবন্ত্যাহোষ্মিৎ ক্ষেত্রজ্ঞাস্তরাধি-  
ষ্ঠিতেষু সংসর্গমাত্রমভবন্তীতি । তত্র মনুষ্যো জায়তে দেবো জায়ত ইত্যাদৌ  
প্রযোগে জনেঃ শরীরপরিগ্রহে প্রসিদ্ধত্বাদত্রাপি ত্রীহাদিশরীরপরিগ্রহ এব  
জনিমুখ্যার্থ ইতি ত্রীহাদিশরীর এবানুশয়িন ইতি যুক্তম্ । ন চ রমণীয়চরণাঃ

শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ পর্য্যন্ত  
বলিয়া বলিয়াছেন “তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, বনম্পতি, তিল, মাষ,—  
ইত্যাদি ইত্যাদি হয় ।” এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবর-জাতি  
প্রাপ্ত হইয়া স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবাস্তরাধিষ্ঠিত সেই  
সেই স্বাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্বাবর-  
জাত্যাপন্ন কর্মশেবী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয় । ইহা  
কেন বলি?—না ঐরূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে । স্বাবর ভাব  
যে সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ । অপিচ, ইষ্টা-  
পূর্তাদিকর্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্টফল  
হওয়া অসম্ভব নহে । অতএব, কর্মশেবী স্বর্গচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি

\* অন্যান্য জীবাস্তরেণাধিষ্ঠিতে জাতিস্বাবরে ত্রীহাদৌ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্ত  
ইতি পুরণীয়ম্ । কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ববদিত । অত্রাপি পূর্ববৎ বায়ুদ্রাবৎ অভিলাপঃ  
শ্রোতঃ সঙ্কীর্ণনমন্তীতি ।—স্বর্গচ্যুত কর্মশেবী জীবেরা জাতিস্বাবর হয় না । জীবাস্তরাধিষ্ঠিত  
জাতিস্বাবরে সংশ্লেষমাত্র লাভ করে । কারণ এই যে, শ্রুতি ত্রীহাদি অন্ত্রেও পূর্বের স্থায়  
বায়ু ধুমাদিভাব প্রাপ্তির তুল্যতা বলিয়াছেন ।



কৰ্মজাতস্থানিষ্টফলত্বোপপত্তেঃ । তস্মান্মুখ্যমেবানুশয়িনাং  
 ত্রীছাদিজন্ম স্থাদিজন্মবৎ । যথা স্বয়োনিং বা শূকরযোনিং  
 বা চণ্ডালযোনিং বেতি মুখ্যমেবানুশয়িনাং স্থাদিজন্ম তৎস্বথ-  
 ছুঃখান্বিতং ভবতি এবং ত্রীছাদিজন্মাপীতি । এবং প্রাপ্তে  
 ক্রমঃ । অন্তৈজ্জীবৈরধিষ্ঠিতেষু ত্রীছাদিষু সংসর্গমাত্রমনু-  
 শয়িনঃ প্রতিপদ্যন্তে ন তৎস্বথছুঃখভাজো ভবন্তি পূর্ববৎ ।  
 যথা বায়ুধূমাদিভাবোহনুশয়িনাং তৎসংশ্লেষমাত্রমেবং ত্রীছা-  
 দিভাবোহপি জাতিস্থাবরৈঃ সংশ্লেষমাত্রম্ । কুত এতৎ ।  
 তদ্বদেবেহাপ্যভিলাপাৎ । কোহভিলাপস্ত তদ্বদ্যবঃ ।  
 কৰ্মব্যাপারমন্তরেণ সঙ্কীৰ্ত্তনম্ । যথাকাশাদিষু প্রবৰ্ষণান্তেষু ন  
 কক্ষিৎ কৰ্মব্যাপারং পরামুশন্ত্যেবং ত্রীছাদিজন্মত্বপি । তস্মা-

---

কপূরচরণা ইতিবং কৰ্মবিশেষাসঙ্কীৰ্ত্তনাত্তদভাবে ত্রীছাদীনাং শরীরভাবাভাবাং  
 ক্ষেত্রজান্তরাধিষ্ঠিতানাং তৎসম্পর্কমাত্রমিতি সাম্প্রতম্ । ইষ্টাদিকারিণামি-  
 ষ্টাদিকমসঙ্কীৰ্ত্তনাদিষ্টাদিদেশ্চ হিংসাদৌষদ্বিষত্বেন সাবদ্যফলতয়া চন্দ্রলোক-  
 ভোগানন্তরং স্থাবরশরীরভোগ্যছুঃখফলত্বত্বাপ্যুপপত্তেঃ । ন চ ন হিংস্তাং সর্কা  
 ভূতানীতি সামান্যশাস্ত্রস্থায়িষোমীয়পশুহিংসাবিষয়বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনং সামা-

---

জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুকুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম । [ যথা...জন্মাপীতি ]  
 “কুকুর-যোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি” ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ স্বথ-  
 ছুঃখান্বিত মুখ্য কুকুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধাত্বাদি জন্মও  
 সেইরূপ জানিবে । [ এবং...পূর্ববৎ ] এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা  
 হইল, স্বর্গচ্যুত কৰ্মশেষী জীব জীবান্তরাধিত ধাত্বাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির  
 ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয় ; স্তূতরাং স্থাবর-স্বথছুঃখভাগী হয় না ।  
 [ যথা...শয়িনাম্ ] অনুশয়ী অর্থাৎ কৰ্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব  
 যেমন প্রকৃত বায়ু-ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধাত্বাদিভাবও  
 জাতিস্থাবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র । ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রোত কথনের  
 তদ্বদ্যবের দ্বারা জানা যায় । অভিলাপের তদ্বদ্যব = কৰ্মব্যাপারের অকীৰ্ত্তন ।  
 ঐতি যেমন আকাশাদি প্রবৰ্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থার কোনরূপ কৰ্মব্যাপার বলেন  
 নাই, তেমনি, ত্রীছাদি জন্মেও কৰ্মব্যাপার বলেন নাই । (কৰ্মব্যাপার =  
 পুণ্যপাপের অনুযায়ী জন্মপ্রণালী) । অতএব, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধাত্বাদি-

মাস্ত্যত্র স্বখদুঃখভাজ্জন্মশুশয়িনাম্। যত্র তু স্বখদুঃখভাজ্জন্ম-  
মভিপ্রৈতি পরায়শতি তত্র কৰ্মব্যাপারং রমণীয়চরণাঃ কপূয়-  
চরণা ইতি। অপি চ মুখ্যেহনুশয়িনাং ব্রীহাদিজন্মনি ব্রীহা-  
দিষু শূয়মানেষু কণ্ডুমানেষু ভজ্যমানেষু পচ্যমানেষু ভক্ষ্য-  
মাণেষু চ তদভিমানিনোহনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ। যো হি জীবো  
যচ্ছরীরমভিমন্ততে স তস্মিন্ পীড়্যমানে প্রবসতীতি প্রসিদ্ধম্।  
তত্র ব্রীহাদিভাবাদ্রেতঃসিগ্ভাবোহনুশয়িনাং নাভিলপ্যেত।  
অতঃ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনামন্তাধিষ্ঠিতেষু ব্রীহাদিষু ভবতি।  
এতেন জনেন্দ্রুখ্যার্থং প্রতি ক্রয়াদুপভোগস্থানত্বঞ্চ স্থাবর-

গ্রন্থান্ত্রস্ত হিংসাসামান্যদ্বারেণ বিশেষোপসর্পণং বিলম্বেনেতি সাক্ষাদ্বিশেষম্পৃশঃ  
শাস্ত্রাৎ শীঘ্রতরপর্যন্তদুর্কলত্বাদিত্যেতি সাম্প্রতম্। ন হি বলবদিত্যেব দুর্কলং  
বান্ধতে কিন্তু সতি বিরোধে। ন চেহান্তি বিরোধে ভিন্নগোচরচারিত্বাৎ।  
অগ্নীষোমীয়ং পশুমালাভেতেতি হি ক্রতুপ্রকরণে সমান্নাতং ক্রত্বর্থতামন্ত গময়তি  
ন ত্বপনয়তি নিষেধাপাদিতামন্ত পুরুষং প্রত্যানর্থহেতুতাম্। তেনাস্ত নিষেধা-  
দন্ত পুরুষং প্রত্যানর্থহেতুতা বিধেচ্চ ক্রত্বর্থতা কো বিরোধঃ। যথাহঃ—

ভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় স্বখদুঃখ ভাগী হয় না। [যত্র তু...ভবতি]  
যেস্থলে স্বখদুঃখভাগিতা ও জন্মবিশেষ কৰ্ম-বিশেষ উল্লেখ্য কথিত হয়, সেই  
স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে। যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারী রমণীয়  
যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাচারী নিন্দিত যোনি লাভ করে। আরও  
দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের ধাত্তাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভি-  
মানী অনুশয়ীরা অবশ্যই ধাত্তাদির ছেদনে, কুট্টনে, ভর্জনে, পচনে ও ভক্ষণে  
অর্থাৎ ধাত্তাদি দেহের নাশে তদেহ হইতে উৎক্রান্তি হয়, ইহা মানিতে  
হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মনুষ্যাদিদেহোৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত  
বিঘটিত হইবেক)। প্রসিদ্ধই আছে যে, যে জীব যে দেহের অভিমানী  
সে সে দেহের পীড়নে প্রয়াণ করে অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়।  
ধাত্তাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতি ধাত্তাদিভাবপ্রাপ্তিপূর্বক রেতঃসেক-  
যোগে দেহোৎপত্তি হয়, একরূপ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির  
হয়, জীবান্তরাধিষ্ঠিত স্থাবর-দেহে, চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত অনুশয়ীদিগের কেবলমাত্র  
সংশ্লেষ হয়, মুখ্য ধাত্তাদি জন্ম হয় না। [এতেন...চক্ষ্মহে] এই বিচারের  
ফলিতার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, ঐ জন্মশ্রুতি-

ভাবস্ত । ন চ বয়মুপভোগস্থানস্ত্বং স্বাবরভাবস্তাবজানীমহে ।  
ভবত্বশ্চেষাং জন্তুনাংপুণ্যসামর্থ্যেন স্বাবরভাবমুপগতানামেত-  
দুপভোগস্থানম্ । চন্দ্রমসস্ত্বরোহস্তোহনুশয়িনো ন স্বাবরভাব-  
মুপভুক্তত ইত্যচক্ষ্মহে ॥ ২৪ ॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৫ ॥

যৎ পুনরুক্তং পশুহিংসাদিযোগাদশুদ্ধমাধ্বরিকং কৰ্ম্ম  
তস্তানিষ্টমপি ফলমবকল্পত ইত্যতো মুখ্যমেবেহানুশয়িনাং  
ব্রীহাদিজম্মাহস্ত তত্র গোণী 'কল্পনাহনর্থিকৈতি তৎ পরিশ্রী-

যো নাম ক্রতুমধ্যস্থঃ কলঙ্গাদীনী ভক্ষয়েৎ ।

ন ক্রতোস্তত্র বৈগুণ্যং যথা চোদিতসিদ্ধিতঃ ॥ ইতি ।

তস্মাজ্জনেমুখ্যার্থবাদব্রীহাদিশরীরী অনুশয়িনো জায়ন্ত ইতি প্রাপ্তেহভি-  
ধীয়তে—

ভবেদেতেন্নেবং যদি রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতিবদব্রীহাদিষ্মনুষ্যবতাং  
কৰ্ম্মবিশেষঃ কীর্ত্ত্যেত । ন চৈতদস্তু । ন চেষ্টাদেঃ কৰ্ম্মণঃ স্বাবরশরীরো-

মুখ্য নহে এবং সেই স্বাবরভাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে । আমরা  
সামান্ততঃ স্বাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করি না । পাপপ্রভাবে  
অন্যান্য জীব স্বাবরত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ সেই সেই পাপভোগের  
আয়তন হয় হউক, কিন্তু যাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, করিয়া  
স্বাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্বাবরে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র । স্তবরাং সেই সেই  
স্বাবর দেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের ঐ কথা বলিবার  
উদ্দেশ্য ।

বলা হইয়াছে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ ; সেই  
কারণে তাহা অনিষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু চন্দ্রলোকচ্যুত  
অনুশরীদিগের ধানাদি জন্ম মুখ্য, গোণ নহে । ধাত্তাদিজন্মের গোণত্ব কল্পনা

\* অশুদ্ধঃ অনর্থহেতুনা ছুরিতাপূর্বেণ মিলিতমাধ্বরিকং কৰ্ম্ম হিংসাদিযোগাদিত ন ।

• হেতু মাহ শব্দাদিতি । শব্দাং শাস্ত্রাদেব হি তস্ত শুদ্ধমবধারণ্যেতে ।—জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ  
পশুহিংসাসাধা, সে কারণ তৎপ্রভব অপূর্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ (অধর্ম্মমিশ্রিত), সেই কারণে  
চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত জীব ধর্ম্মফলভোগান্তে অধর্ম্মফল ভোগার্থ স্বাবর জন্ম পায়, এরূপ বলিতে পার  
না । কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজ্ঞীয় হিংসায় ছুরিতাপূর্ব জন্মে না অর্থাৎ অধর্ম্ম হয় না ।  
যদি তাহা না হয়, তবে তৎফলভোগার্থ স্বাবর হইবে কেন ?

য়তে। ন। শাস্ত্রহেতুত্বাধ্ব্যধর্মবিজ্ঞানস্ত। অয়ং ধর্মোহয়ম-  
ধর্ম ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণমতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োৱনিয়-  
তদেশকালনিমিত্তত্বাচ্চ। যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ  
যো ধর্মোহনুষ্ঠীয়তে স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষধর্মো  
ভবতি। তেন ন শাস্ত্রাদৃতে ধর্মধর্মবিষয়ং বিজ্ঞানং কস্ত-  
চিদস্তি। শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যত্মকো জ্যোতিষ্টোমো ধর্ম

পভোগ্যঃ খকলপ্রসবহেতুভাবঃ সম্ভবতি। তস্ত ধর্মত্বেন স্তথৈকহেতুত্বাৎ। ন  
চ তৎকালত্যাঃ পশুহিংসায় ন হিংস্তাদিতি নিষেধাৎ ক্রত্বার্থায়া অপি দুঃখকলত্ব-  
সম্ভবঃ। পুরুষার্থায়া এব ন হিংস্তাদিতি প্রতিষেধাৎ। তথাহি ন হিংস্তাদিতি  
নিষেধস্ত নিষেধাধীননিরূপণতয়া তদর্থং নিষেধাৎ তদর্থ এব নিষেধো বিজ্ঞা-  
য়তে। ন চৈতন্নানুতং বদেৎ ন তৌ পশৌ করোতীতিবৎ কস্তচিৎ প্রকরণে  
সমাম্নাতং যেনানুতবদনবদস্ত নিষেধস্ত ক্রত্বর্থত্বে নিষেধোহপি ক্রত্বর্থঃ স্তাৎ।  
পশৌ নিষিদ্ধয়োৱাজ্যভাগয়োঃ ক্রত্বর্থত্বেন নিষেধস্তাপি ক্রত্বর্থত্বং ভবেৎ। এবং  
হি সত্যাজ্যভাগরহিতৈৱপ্যাক্তান্তরৈৱাজ্যভাগসাধ্যাঃ ক্রত্বপকারোবিজ্ঞায়তে।  
তস্মাদনানরভাষীতেন ন হিংস্তাদিত্যেনানাভিহিতস্ত বিধূপহিতস্ত পুরুষ-  
ব্যাপারস্ত বিধিবিভক্তিবিৱোধাদুঃখাত্মকপ্রকৃতার্থহিংসাকর্মভাব্যত্বপরিত্যাগেন  
পুরুষার্থ এব ভাব্যোহবতিষ্ঠতে। আখ্যাতানভিহিতস্তাপি পুরুষস্ত কর্তব্যপারা-  
ভিধানদ্বাৱেণোপস্থাপিতত্বাৎ কেবলং তস্ত রাগতঃ প্রাপ্তত্বাদনুবাদেন নঞর্থং  
বিধিরূপসংক্রামতি। তেন পুরুষার্থো নিষেধ ইতি তদধীননিরূপণো নিষে-  
ধোহপি পুরুষার্থো ভবতি। তথা চায়মর্থঃ সম্পদ্যক্তে—যৎ পুরুষার্থং হননং

নিৱর্থক। এই সূত্রে সেই পূর্বোক্ত দোষবাদের পরিহার হইবে। [ন...বক্তুম্]  
যজ্ঞাদি-জ্ঞানিত অপূর্ব (ধর্ম) অন্তর্ক অর্থাৎ ছুরিতাপূর্বমিশ্রিত নহে। কারণ  
এই যে, তদ্বিজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্মধর্মজ্ঞানের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু  
(গমক বা বোধক)। ধর্মধর্ম অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়,  
সুতরাং তাহা জানিবার শাস্ত্র ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিশেষতঃ তদ্বয়ের  
দেশকালাদির নিয়ম নাই। যে দেশে যে কালে ও যে উপলক্ষ্যে বা যে  
নিমিত্তের বশে বাহা ধর্ম বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আবার দেশান্তরে  
কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরের বশে অধর্ম হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং  
শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধর্মধর্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে  
পারে না। তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি-অমুগ্রহীত  
অথবা হিংসা ও অমুগ্রহাদিযুক্ত (যজ্ঞে হিংসাও আছে, অমুগ্রহও আছে)

ইত্যবধারিতম্। স কথমশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্। ননু ন হিংস্যাৎ সৰ্বা ভূতানীতি শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়ায়াং হিংসায়ামধৰ্ম ইত্যবগময়তি। বাচম্। উৎসর্গস্তু সঃ, অয়ঞ্চাপবাদঃ—অগ্নী-ঘোমীয়ং পশুমালাভেতেতি। উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিত-বিষয়ত্বম্। তস্মাদ্বিশুদ্ধং বৈদিকং কৰ্ম শিষ্টৈরনুষ্ঠীয়মানত্বা-দনিন্দ্যমানত্বাচ্চ। তেন ন তস্ম প্রতিকূপং ফলং জাতিস্বা-বত্বম্। ন চ স্বাদিজন্মবদপি ত্রীহাদিজন্ম ভবিতুমৰ্হতি। তদ্ধি কপূয়চরণানধিকৃত্যোচ্যতে। নৈবমিহ বৈশেষিকঃ কশ্চিদধি-

ভন্ন কুর্যাদিতি ক্রত্বর্থত্বাপি চ নিবেদে হিংসায়ঃ ক্রতুপকারকত্বমপি কল্যেত। ন চ দৃষ্টে পুরুষোপকারকত্বে প্রত্যর্থিনি সতি তৎ কল্পনাস্পদম্। ন চ স্বাত-ত্ব্যপারতন্ত্ৰ্যে অসতি সংযোগপৃথক্ত্বে খাদিরতাদিবদেকত্র সম্ভবতঃ। তস্মাৎ-পুরুষার্থপ্রতিষেধে ন ক্রত্বর্থত্বমপ্যাস্বন্দতীতি শুদ্ধস্বথফলত্বমেবেষ্টাদীনাং ন স্বাবরশরীরোপভোগ্যত্বঃফলত্বমপীতি। আকাশাদিষিব কৰ্মব্যাপারমন্তরেণা-ভিলাপাৎ। অনুশয়িনাং ত্রীহাদিসংযোগমাত্রং ন তু দেহত্বমিতি। অয়মেবার্থ উৎসর্গাপবাদকথনেনোপলক্ষিতঃ। অপি চ মুখোহনুশয়িনাং ত্রীহাদিজন্ম-নীতি ত্রীহাদিভাবমাপ্নাঃ খন্ডনুশয়িনঃ পুরুষৈরুপভুক্তা রেতঃসিগ্ধভাবমনুভব-ন্তীতি শ্রয়তে। তদেতদ্বত্রীহাদিদেহত্বেনুশয়িনাং নোপপদ্যতে। ত্রীহাদি-

জ্যোতিষ্টোমাদি বাগ ধৰ্ম ( ধৰ্মজনক )। অতএব, শাস্ত্রাবধৃত যজ্ঞকৰ্মকে কি-রূপে অশুদ্ধ বলিতে পার ? [ ননু...স্বাবরত্বম্ ] বলিতে পার যে, “সৰ্বভূতে অহিংসা করিবেক” এই নিবেদ শাস্ত্র ভূত- ( ভূত = প্রাণ )-বিষয়ক হিংসার অধৰ্মজনকতা জানাইতেছে। স্বীকার করি, ঐটি শাস্ত্র, কিন্তু উহা উৎ-সর্গ অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র। ঐ সামান্য শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র এই—“অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক।” সামান্য ও বিশেষ—দ্বিবিধ দর্শন হইলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ ভিন্ন স্থলগুলিতেই সামান্য শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। ( তাৎপর্য এই যে, অবৈধ হিংসায় অধৰ্ম, আর বৈধ হিংসায় ধৰ্ম )। অতএব, বৈদিক কৰ্মকলাপ অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং কোনও শাস্ত্রে ঐ সকল কৰ্মের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ না হয়, তবে, কি-জন্য তাহার জাতিস্বাবরত্ব ফল হইবে ? [ ন চ...চর্য্যতে ] ধান্যাদিজন্ম কুকুরাদিজন্মের সমান হইতেই পারে না। কেন-না, সে সকল

কারোহস্তি । অতশ্চন্দ্রশূলাং স্থলিতানামনুশয়িনাং ত্রীহাদি-  
সংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাব ইতু্যপচর্য্যতে ॥ ২৫ ॥

### রেতঃসিগ্‌যোগোহিথ ॥ ২৬ ॥\*

ইতশ্চ ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবো যৎ কারণং ত্রীহাদি-  
ভাবস্থানন্তরমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাব আশ্রায়তে ‘যো যো  
হ্নমমতি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ব্যয় এব ভবতি’ ইতি । ন চাত্র  
মুখ্যো রেতঃসিগ্‌ভাবঃ সম্ভবতি । চিরজাতো হি প্রাপ্তযৌ-  
বনো রেতঃসিগ্‌ভবতি কথমিবানুপচরিততদ্ভাবমদ্যমানান্নানু-  
গতোহনুশয়ী প্রতিপদ্যতে । তত্র তাবদবশং রেতঃসিগ্‌যোগ

দেহেহি ত্রীহাদিষু লুনেষবহন্তিনা ফলীকৃতেষু চ ত্রীহাদিদেহবিনাশাদনুশ-  
য়িনঃ প্রবসেয়ুরিতি কথমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাবঃ । সংসর্গমাত্রে তু সংসর্গিষু  
ত্রীহাদিষু নষ্টেষপি ন সংসর্গিণোহনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুরিতি রেতঃসিগ্‌ভাব উপ-  
পদ্যতে । শেষমুক্তম্ । ( প্রবাসো নির্গমঃ )

সদ্যোজাতোহি বালো ন রেতঃসিগ্‌ভবতাপি তু চিরজাতঃ প্রৌঢ়যৌবনন্ত-  
রাদপি সংসর্গমাত্রমিতি গম্যতে । তৎ কিমিদানোঃ সর্ব্বত্রৈবানুশয়িনাং সংসর্গ-

পাপকর্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে । সেস্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা  
উপলক্ষ্যও নাই । উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলোকচ্যুত অনু-  
শয়বান্ জীব ত্রীহি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ত্রীহিবাদি হয় না ।  
ঐতি সেই সংশ্লেষভাবকেই উপচার বাক্যে ত্রীহাদিভাব শব্দে বলিয়াছেন ।

ত্রীহাদিসংশ্লেষই ত্রীহাদিভাব, এতৎপ্রতি অন্য কারণ এই যে, ত্রীহাদি-  
ভাবের পর অনুশয়ী রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত ( রেতঃসেক্ত ) হয় । এতদ্বর্ধে  
ঐতি এই যে “যেহেতু অন্ত ভক্ষণ করে, রেতঃসেক করে, সেই হেতু সে পুন-  
র্জীব হয় ।” বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব সম্ভব হয় না । যে  
জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, সে-ই  
রেতঃসেক্ত হয় । অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত অদ্বায়ুগত অনু-  
শয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে ? এ স্থলে ইহা  
অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, রেতঃসিক্সম্বন্ধ হওয়াই রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তি  
( অভিপ্রায় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না, বহির্গত

\* অথ ত্রীহাদিভাবপ্রাপ্ত্যনন্তরং রেতঃসিগ্‌যোগঃ স্তাদনুশয়িনামিতি যোজনান্ ।—অনুশয়ী  
ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় । ( কলিতার্থ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ) ।

এব রেতঃসিগ্ভাবোহু্যপগম্ভব্যঃ । তদ্বৎ ত্রীহাদিভাবোহপি  
ত্রীহাদিযোগ এবৈত্যবিরোধঃ ॥ ২৬ ॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ২৭ ॥\*

অথ রেতঃসিগ্ভাবানন্তরং যোনৌ নিষিক্তে রেতসি  
যোনেরধি শরীরমনুশয়িনামনুশয়ফলোপভোগায় জায়ত  
ইত্যাহ শাস্ত্রং ‘তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা’ ইত্যাদি । তস্মাদপ্যব-  
গম্যতে নাবরোহে ত্রীহাদিভাবাবসরে তচ্ছরীরমেব স্মৃ-  
ত্বঃপ্রাপ্তিতং ভবতীতি । তস্মাৎ ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রমনুশয়িনাং  
তজ্জন্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদ-  
কৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ॥

মাত্রং । তথা চ রমণীয়চরণা ইত্যাদিষু তথাভাবে আপদ্যোতেতি, নেত্যাহ ।

সুগমম্ ।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতায়াং ভাস্কর্যাং তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

এবং কশ্মিণাং গত্যাগতিসংসারো দুর্বার ইত্যাহুসন্ধানাং কর্মফলাদ্বৈরাগ্যা-  
তত্ত্বজ্ঞানসাধনং সিদ্ধমিতি পাদার্থমুপসংহরতি—ইতি সিদ্ধমিতি । ইতি রত্নপ্রভা ।

হইয়া যায়, স্মৃতিরূপ দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না ।  
সংশ্লেষ স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ত্রীহাদিদেহ ভক্ষণেও সম্বন্ধ সম্ভব হয় । )  
এবং দৃষ্টান্তে ত্রীহাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তি ; এইরূপেই বিরোধ  
ভঞ্জন হইতে পারে ।

রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অভ্যন্তরোর্দে  
অনুশরীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে । এ কথাও “বাহারা ইহলোকে  
রমণীয়চরণ করে” ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে । ইহারও দ্বারা জানা  
যায়, অবরোহকালে যে ত্রীহাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা সেই ত্রীহাদি  
শরীর তৎসম্বন্ধীয় স্মৃত্বঃপ্রাপ্তিত নহে । প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা সিদ্ধ  
হইতেছে যে, অনুশরীদিগের ত্রীহাদি জন্ম প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লিষ্ট  
হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে ।

\* যোনেঃ শরীরমিতি ক্রতেন ত্রীহাদিশরীরত্বমনুশয়িনামিতি স্বার্থঃ ।—রেতঃসিগ্ভাব  
প্রাপ্তির পর যোনিবেশে ও রেতঃউপাদানে অনুশরীদিগের অভুক্ত শেব কর্মের ফল ভোগ  
শরীর জন্মে । ( কথাগুলির ফল ভাষ্য ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে ) ।

## দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

সক্যে সৃষ্টিরাহি ॥ ১ ॥\*

অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাশিবিদ্যামুদাহৃত্য জীবন্ত সংসার-  
গতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ । ইদানীং তন্মৈবাবস্থাভেদঃ প্রপ-  
ঞ্চ্যতে । ইদমামনন্তি ‘স যত্র প্রশ্বপিতি’ ইতু্যপক্রম্য ‘ন তত্র  
রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্  
পথঃ সৃজতে’ ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ । কিং প্রবোধ ইব

ইদানীন্তু তন্মৈব জীবন্তাবস্থাভেদঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্টসিদ্ধার্থং প্রপঞ্চ্যতে ।  
“কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেহপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোশ্বিন্নামায়মী”তি । যদ্যপি  
ব্রহ্মণোগ্রস্তানির্কীচ্যতয়া জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাগতয়োরুভয়োরপি সর্গয়োশ্বিন্নাময়স্বৎ  
তথাপি যথা জাগ্রৎসৃষ্টিব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাগমু্যবর্ততে, ব্রহ্মভাব-  
সাক্ষাৎকারাতু নিবর্ততে, এবং কিং স্বপ্নসৃষ্টিরাহোশ্বিং প্রতিদিনমেব নিবর্তত

অব্যবহিত পূর্বপাদে পঞ্চাশি-বিদ্যার উদাহরণে জীবের নানাপ্রকার  
সংসার-গতি সবিস্তরে বলা হইয়াছে ; এক্ষণে এই পাদে তাহার (জীবের)  
অবস্থাভেদ (বিবিধ অবস্থা) বলা হইবেক ।

[ইদ...সৃষ্টিরিতি] শ্রুতি “সেই জীব যাহাতে সুষুপ্ত হয়” এই উপক্রমে  
বলিয়াছেন—“সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই । জীব রথ,  
রথযোগ (অশ্ব) ও পথ সৃজন করেন ।” এখানে সংশয় এই যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি  
কি জাগ্রৎ সৃষ্টির জায় পারমার্থিক ? সত্য ? অথবা তাহা মায়ায়মী ? রজ্জু  
সর্পাদির জায় মিথ্যা ? এই সংশয়ের পূর্বপক্ষ কোটাতে পাওয়া যায়,

\* ষোল্লোকস্থানয়োজ্ঞাৎসৃষ্টিস্থানদেহী সাক্ষী অন্তরালে ভবং সাক্ষাৎ স্বপ্নঃ । তস্মিন্  
যা সৃষ্টিঃ সা তথ্যরূপা ভবিতুমর্হতি । হি যতঃ আহ শ্রুতিরিতি শেষঃ । পূর্বপক্ষসূত্রমেতৎ ।—  
ইহ-পর-লোকের সন্ধিতে (মরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অন্তরালীব্যায়) অথবা জাগ্রৎ  
সৃষ্টির মধ্যে স্বপ্নস্থান, তত্রত্যা সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির জায় সত্য । এ কথা বলিবার কারণ এই  
যে, শ্রুতি জাহাই বলিয়াছেন । (এই পূর্বপক্ষ সূত্র) ।



স্বপ্নেহপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোশ্বিন্মায়াময়ীতি। তত্র  
 তাবৎ প্রতিপদ্যতে সঙ্কো সৃষ্টিরিতি। সঙ্ক্যমিতি স্বপ্নস্থান-  
 মাচক্ষে বেদে প্রয়োগদর্শনাৎ ‘সঙ্ক্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্’  
 ইতি। দ্বয়োলোকস্থানয়োঃ প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োর্ব্বা সঙ্কো  
 ভবতীতি সঙ্ক্যং তস্মিন্ সঙ্কো স্থানে তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবিতু-

ইতি বিমর্শার্থঃ। “দ্বয়োঃ” ইহলোকপরলোকস্থানয়োঃ। সঙ্কো ভবং সঙ্ক্যম্।  
 ঐহলৌকিকচক্ষুরাদাব্যাপারাজ্ঞপাদিসাক্ষাৎকারোপজননাদনৈহলৌকিকং পার  
 লৌকিকেজ্জিয়াদিব্যাপায়ন্ত চ ভবিষ্যতোহপ্রত্যুৎপন্নত্বেন ন পারলৌকিকম্।  
 ন চ ন রূপাদিসাক্ষাৎকারোস্তি স্বপ্নদশস্তম্মাত্ত্বয়োলৌকিকরোক্তান্তরালত্বমিতি  
 ব্রহ্মাত্মাবাসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি। অয়মতিসঙ্কিঃ—  
 ইহ হি সর্কাণ্যেব মিথ্যাজ্ঞানানুদাহরণং তেষাং সত্যত্বং প্রতিজ্ঞায়তে। প্রক্-  
 তোপযোগিতয়া তু স্বপ্নজ্ঞানমুদাহৃতম্। জ্ঞানং যমর্থমববোধয়তি স তথৈ-  
 বেতি যুক্তম্। তথাভাবস্ত জ্ঞানারোহাৎ। অতথাহস্ত ত্বপ্রতীয়মানস্ত তথা-  
 ভাবপ্রমেয়বিরোধেন কল্পনানাস্পদত্বাৎ। বাধকপ্রত্যয়াদতথ্যত্বমিতি চেৎ, ন,  
 তস্ত বাধকত্বাসিদ্ধিঃ। সমানগোচরে হি বিরুদ্ধার্থোপসংহারিণী জ্ঞানে বিরু-  
 দ্ধ্যেতে। বলবদবলবত্বানিশ্চয়াক্ষ বাধ্যবাধকভাবং প্রতিপদ্যতে। ন চেহ  
 সমানবিষয়ত্বম্। কালভেদেন ব্যবস্থাপপত্তেঃ। তথাহি ক্ষীরং দৃষ্টং কালান্তরে  
 দধি ভবতি এবং রজতং দৃষ্টং কালান্তরে শুক্লিভবৎ। নানারূপং বা তদ্বস্ত।  
 তদ্ব্যস্ত তীব্রাতপক্লাস্তিসহিতং চক্ষুঃ স তস্ত রজতরূপতাং গৃহ্নাতি। যস্ত তু  
 কেবলমালোকমাত্রোপকৃতং, স তত্শৈব শুক্লিরূপতাং গৃহ্নাতি। এবমুৎপল-  
 মপি নীললোহিতং দিবা সৌরীতিভাভিরভিব্যক্তং নীলতয়া গৃহ্যতে। প্রদোপা-  
 ভিব্যক্তস্ত নক্তং লোহিততয়া। এবমসত্যং নিদ্রায়াং সত্যোহপি রথাদীন  
 ন গৃহ্নাতি নিদ্রাংস্ত গৃহ্নাতীতি সামগ্রীভেদাদ্বা কালভেদাদ্বা বিরোধাত্ভাবঃ।  
 নাপি পূর্ব্বোত্তরয়োর্কলবদবলবত্বনির্ণয়ঃ। দ্বয়োরপি অগোচরচারিতয়া সমান-  
 ত্বেন বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ। তস্মাদপ্যবশ্যমবিরোধোব্যবস্থাপনীয়ঃ। তৎ  
 সিদ্ধমেতৎ। বিবাদাস্পদং প্রত্যয়াঃ সম্যকঃ প্রত্যয়ত্বাজ্ঞাপ্রংস্তজাদিপ্রত্যয়ব-  
 দিতি। ইমমর্থং শ্রুতিরপি দর্শয়তি—‘অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে’তি।  
 ন চ ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পথানো ভবন্তীতি বিরোধাহুচরিতার্থী সৃজত  
 ইতি শ্রুতির্ক্যাথোয়া। সৃজত ইতি হি শ্রুতেঃ। বহুশ্রুতিসম্বাদাৎ প্রমাণান্তর-

সঙ্ক্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য। [সঙ্ক্য...মর্হতি] সঙ্ক্য-শব্দে স্বপ্নস্থান।  
 বেদেও স্বপ্নস্থান-অর্থে সঙ্ক্য-শব্দের প্রয়োগ দেখা হয়। যথা—“তৃতীয়

মহিতি। কৃতঃ। যতঃ প্রমাণভূতা ঞ্জতিরেবমাহ ‘অথ রথান্  
রথযোগান্ পথঃ সৃজতে’ ইত্যাদি। স হি কৰ্ত্তেতি চোপ-  
সংহারাদেবমেবাবগম্যতে ॥ ১ ॥

### নিৰ্মাতারন্ধৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥\*

সম্বাদাচ্চ। বলীয়স্বেন তদমুগুণতয়া ন তত্র রথা ইত্যস্তা ভাক্ত্যেব ব্যাখ্যা-  
নাং জাগ্রদবহাদর্শনযোগ্যা ন সন্তি ন তু রথান সন্তীতি। অতএব কৰ্ত্ত-  
শ্রুতিঃ শাখান্তরশ্রুতিরূদাহতা। প্রাজ্ঞকৰ্ত্তৃকত্বাচ্চাত্ম পারমার্থিকত্বং বিয়দাদি-  
সর্ববৎ। ন চ জীবকৰ্ত্তৃকত্বান্ন প্রাজ্ঞকৰ্ত্তৃকত্বমিতি সাশ্রুতম্। অন্তত্বধৰ্ম্মাদ-  
ন্তত্বাধৰ্ম্মাদিতি প্রাজ্ঞশ্রুতব প্রকৃতত্বাৎ। জীবকৰ্ত্তৃকত্বেহপি চ প্রাজ্ঞানভেদেন  
জীবন্ত প্রাজ্ঞত্বাৎ। অপি চ জাগ্রৎপ্রত্যয়সম্বাদবস্ত্তোহপি স্বপ্নপ্রত্যয়াঃ কেচি-  
দন্তস্তে। তদ্বাখ্যা—স্বপ্নে শুক্রাশ্বরধরঃ শুক্রমাণ্যামুলেপনো ব্রাহ্মণায়নঃ প্রিয়-  
ব্রতং প্রত্যাহ—প্রিয়ব্রত পঞ্চমেহহনি প্রাতরেবোৰ্ধ্বরাপ্রায়ভূমিদানেন নর-  
পতিত্বাৎ মানয়িষ্যতীতি। স চ জাগ্রত্তথাস্বনোমানমহুভুয় স্বপ্নপ্রত্যয়ঃ  
সত্যমভিমন্ততে। তস্মাৎ সন্ধ্যো পারমার্থিকী সৃষ্টিরিতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

স্বপ্নস্থান তাহা সন্ধ্যা আখ্যায় অভিহিত।” যাহা দুই লোকের † (ইহ-  
পরলোকের) অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই দুই অবস্থার সন্ধিতে বা  
অন্তরালে হয় তাহা সন্ধ্যা। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও সন্ধ্যা-শব্দে স্বপ্ন। এই  
স্বপ্নস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা) বস্তুভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ  
সৃষ্টির ন্যায় সত্য। [কৃতঃ...গম্যতে] সন্ধ্যা বলিবার কারণ এই যে,  
প্রমাণরূপা ঞ্জতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন। যথা—“অনন্তর রথ, রথ-  
যোগ ও পথ সৃজন করেন।” “তিনিই কৰ্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন” এই শেষ  
বাক্যেও উহার সত্যতা প্রতীত হয়।

\* একে শাখিনঃ কামানং নিৰ্মাতারমাক্তানমামনন্তি কামাশ্চ পুত্রাদয়ঃ। কামা ইত্যগ্নি-  
মর্শে কামা ইতি।—কোন শাখা (বেদভাগ) বলিয়াছেন, সন্ধ্যা স্থানে যে কামা নির্মাণ হয়  
তাহার কৰ্ত্তা আত্মা। আত্মাই সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ বেধেন।

† ইহ-পর-লোকের অন্তরালে বা সন্ধিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথবা স্বপ্ন-সদৃশ  
প্রতীতি উপস্থিত হয়। তাহা কাদাচিৎক ও নিত্যস্বপ্নের স্তায় সন্ধ্যা। বৃত্তাকালে যখন  
সমুদায় ইন্দ্রিয় নির্জাপার হয় তখন আর সে এ লোক অনুভব করে না। তখন সে বাসনা বা  
সংস্কারমাত্র অবলম্বনে এতদ্রোক অতি অশ্লষ্টরূপে দ্রবণ করিতে থাকে। ঐ সময়ে তাহার  
পূর্বকল্প-বলে মানস পরলোক স্মৃষ্টিরূপ জ্ঞান উদিত হইতে থাকে। অর্থাৎ সে পরলোকে

অপি চৈকে শাখিনোহস্মিন্নেব সঙ্কে স্থানে কামানাং  
নিৰ্মাতারমাত্মানমামনস্তি ‘য এষ সৃষ্টেযু জাগর্তি কামং কামং  
পুরুষো নিৰ্মিমাণঃ’ ইতি । পুত্রাদয়শ্চ তত্র কামা অভি-  
প্রেয়স্তুে কাম্যস্ত ইতি । ননু কামশব্দেনেচ্ছাবিশেষা এবো-  
চ্যেয়ন, ন, ‘শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃগীষ’ ইতি প্রকৃত্য ‘অস্তুে  
কামানাং ত্বা কামভাজং কৰোমি’ ইতি প্রকৃত্যে তত্র পুত্রা-  
দিষু কামশব্দস্য প্রযুক্তত্বাৎ । প্রাজ্ঞং চৈনং নিৰ্মাতারং  
প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং প্রতীমঃ । প্রাজ্ঞস্য হীদং প্রকরণং  
‘অন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্যত্রাধৰ্ম্মাৎ’ ইত্যাদি । তদ্বিয়ং এব চ বাক্য-  
শেষোহপি—

---

কিঞ্চ স্বপ্নার্থাঃ সত্যাঃ প্রাজ্ঞনিৰ্মিতত্বাৎ আকাশাদিবদিতি সূত্রার্থমাহ—  
অপি চেত্যাদিনা । রুঢ়িমাশঙ্ক্য প্রকরণগ্নিরশ্রুতি—নবিত্যাদিনা । যঃ সৃষ্টেঃ  
করণেযু জাগর্তি তদেব শুক্রং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ । স্বপ্নস্ত জাগ্রদর্থৈঃ সমান

---

আরও দেখ, কোন কোন শাখায় কথিত আছে, সন্ধ্যা অর্থাৎ স্বপ্ন  
স্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভীষিত পুত্রাদি পদার্থের স্বজনকর্তা আত্মা  
যথা—“ইন্দ্রিয়গণ স্রুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি  
করতঃ জাগ্রৎ থাকেন—” ইত্যাদি । এই শ্রুতিতে যে কাম-শব্দ আছে  
তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ । যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়  
তাহাও কাম । [ ননু...ইতি ] কাম-শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয়  
অন্য কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে । কেননা, “তুমি শতবর্ষজীব  
পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর” এই প্রক্রমের পর “শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ  
পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট করিব” এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে  
কাম-শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে । অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবে  
শেষ বাক্য, এই দুয়ের দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ সন্ধ্যাস্থানী  
পদার্থের নিৰ্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্তা । প্রকরণটি প্রাজ্ঞবিষয়ক । কেনন-  
ন উহা “যাহা ধৰ্ম্মাভীত, অধৰ্ম্মাভীত, কার্য্যকারণের অভীত, তাহা বল—  
ইত্যাদিবাক্যের পর উক্ত হইয়াছে । প্রকরণের শেষেও ধৰ্ম্মাদ্যভীত প্রাণ  
আত্মার কথন আছে । যথা—“সেই বস্তুই শুক্র অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম

---

যেৰূপ হইবেক সেইরূপটি তাহার ভাবনা পক্ষে আইসে । এই ভাবনাময় জ্ঞান স্বপ্নসদৃ  
বলিয়া স্বপ্ন । এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে লোকব্ধয়ের সন্ধিতে হয় বলিয়া সন্ধ্যা ।

‘তদেব শুক্রং তদ্রূপং তদেবায়তমুচ্যতে ।

তস্মিন্ শ্লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে তদ্ব নাত্যেতি কশ্চন’ ॥

ইতি । প্রাজ্ঞকর্তৃকা চ সৃষ্টিস্বত্বরূপা সমধিগতা জাগ-  
রিতাশ্রয়া তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টিৰ্ভবিতুমর্হতি । তথা চ শ্রুতিঃ  
‘অথো খন্ডাহর্জাজগরিতদেশ এবাশ্রয় ইতি যানি হেব  
জাগ্রৎ পশ্যতি তানি স্রুপ্তঃ’ ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমান-  
ভায়তাং শ্রাবয়তি । তস্মাৎ তথ্যরূপৈব সন্ধ্যো সৃষ্টিরিত্যেবং  
প্রাপ্তে প্রত্যাহ ॥ ২ ॥

মায়ামাত্রস্তু কাংশ্চৈনানভিব্যক্ত-

স্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥\*

দেশতঃশ্রুতেরভেদশ্রুতেশ্চ সত্যত্বে তাৎপর্যমিত্যাহ—অথো খন্ডাহরিতি । ইতি  
রত্নপ্রভা ।

অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত । এই সমুদায় লোক তাহাতেই  
আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তদন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে ।”  
[প্রাজ্ঞ...প্রত্যাহ] যেহেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের প্রভাবে কথিত,  
সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ । প্রাজ্ঞের জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য ;  
তখন তাঁহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য । এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে ।  
যথা—“পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহাঁর । ইনি জাগ্রৎস্থানে  
যাহা দেখেন, তাহাই স্রুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্ন স্থান স্থিত হইয়া দেখেন ।” এই  
শ্রুতি স্বপ্নের ও জাগ্রতের সাম্য দেখাইয়াছেন । অতএব, সন্ধ্যা-সৃষ্টিও  
জাগ্রৎসৃষ্টির ভ্রায় তথ্যরূপা । এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে হত্কার প্রত্যুত্তর  
বলিতেছেন—

\* তু-শব্দেন পূর্বপক্ষং নিষেধতি । সন্ধ্যো সৃষ্টিন’ পারমার্থিকীতি যাবৎ । সা মায়ামাত্রঃ  
মায়ামযোব । যতঃ সা কাংশ্চৈন দেশকালানমিতাদিক্রোপেণ পরমার্থবস্তুধর্মেণ অভিব্যক্তস্বরূপা ন  
ভবতি ততঃ সা সৃষ্টিন’ পরমার্থরূপা কিন্তু মায়াময়ী । জাগ্রৎস্রুপ্ত সত্যত্বব্যাপকো যো যো ধর্মঃ  
স্বপ্নে তদভাবোদ্যত ইতি নিষর্গঃ ।—স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ভ্রায় তথ্যরূপা নহে । তৎপ্রতি  
কারণ এই যে, তাহা জাগ্রৎপদার্থীর ধর্ম সমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নহে ।  
( ভাষ্যানুবাদ দেখ ) ।

তুশব্দঃ পক্ষঃ ব্যাবর্তয়তি । নৈতদন্তি—যদ্ব্যক্তং সন্ধ্যে  
 সৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি । মায়াময়েব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন তত্র পর-  
 মার্থগন্ধোহপ্যস্তি । কৃতঃ । কাৎস্নে'নানতিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।  
 ন হি কাৎস্নে'ন পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণাতিব্যক্তস্বরূপঃ স্বপ্নঃ । কিং  
 পুনরত্র কাৎস্ন'মভিপ্রেতম্ । দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিরবাধশ্চ ।  
 ন হি পরমার্থবস্তুবিষয়াণি দেশকালনিমিত্তাণ্যবাধশ্চ স্বপ্নে  
 সম্ভাব্যতে । ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনামুচিতো দেশঃ সম্ভবতি ।  
 ন তাবৎ সংবর্তে দেহদেশে রথাদয়োহবকাশং লভেরন্ ।  
 শ্রাদেতৎ । বহির্দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহ-

ইদমত্রাকৃতম্ । ন তাবৎ ক্ষীরশ্চেব দধি রজতস্ত পরিণামঃ শুক্তিঃ  
 সম্ভবতি । ন হি জাহ্নীশ্চরগৃহে চিরস্থিতাশ্চপি রজতভাজনানি শুক্তিভাবমু-  
 ভবন্তি দৃশ্যন্তে । ন চেতরস্ত রজতামুভবসময়েহগ্নোহনাকুলেন্দ্రిয়ো ন তস্ত  
 শুক্তিভাবমুভবতি প্রত্যেতি চ । ন চোভয়রূপং বস্তু । সামগ্রীভেদাত্ত  
 কদাচিদস্ত তোরভাবোহনুভূয়তে কদাচিন্নরীচিতেতি সাম্প্রতম্ । পারমার্থিকে  
 হস্ত তোরভাবে তৎসাধ্যামুদত্তোপশমলক্ষণার্থক্রিয়াং কুর্ধ্যানরীচিসাধ্যামপি  
 রূপপ্রকাশলক্ষণাম্ । ন মরীচিভিঃ কস্তচিত্ত্বজ্ঞা উদত্তোপশাম্যতি । ন চ  
 ত্রোয়মেব দ্বিবিধমুদত্তোপশমনমতদুপশমনমিতি যুক্তম্ । তদর্থক্রিয়াকারিত্ব-  
 ব্যাপ্তং তোরত্বং মাত্রায়াপি তামকুর্ষতোয়মেব ন শ্রাৎ । অপি চ ত্রোয়প্রত্যয়-  
 সমীচীনত্বাহস্ত দ্বৈবিধ্যমভ্যুপেয়তে তচ্ছাভ্যুপগমেহপি ন সেক্ষুমহতি ।  
 তথা হ্রসমর্থধিরা ত্রোয়মেতদিতি মদ্বানো ন তক্ষগপি মদোচিতোয়মভিপ্রাপৎ  
 যথা মরীচীনুভবন্ । অর্থশব্দঃ শব্দমভিমন্তমানোহভিধাবতি । কিমপরাঙ্কঃ

সূত্রস্থ তু-শব্দ উদ্ঘাটিত পূর্বপক্ষের নিরাসক । বলিয়াছিল যে, স্বাপ্নিক  
 সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির জায় সত্য ; তাহা নহে । স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী ।  
 তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই । কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে  
 অতিব্যক্ত নহে । সত্য বস্তুর যে যে ধর্ম্ম, সে সকল ধর্ম্ম স্বপ্নের স্বরূপে  
 প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না । দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই গুলি  
 সূত্রস্থ কাৎস্ন-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিবে । সত্যবস্তু দর্শনবিষয়ক দেশ, কাল,  
 নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদার্থে সম্ভাবিত নহে । [ ন তাবৎ...  
 লভেরন্ ] স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে ? না এই  
 সমুচিত দেহস্থানে রথাদি পর্যাপ্ত হয় ? [ শ্রাদেতৎ...বীতেতি ] আচ্ছা,

ণাৎ দর্শয়তি চ শ্রুতির্কহির্দেহাৎ স্বপ্নঃ ‘বহিঃ কুলায়াদমৃত-  
শ্চরিষ্য স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্’ ইতি । স্থিতিগতি-  
প্রত্যয়ভেদশ্চ নানিচ্ছান্তে জন্তো সামঞ্জস্যমশ্ববীতেতি ।  
নেতুচ্যতে । ন হি হুপ্তস্ত জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেন যোজনশতাস্ত-  
রিতং দেশং পর্যোতুং বিপর্যোতুঞ্চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে ।  
কচিচ্চ প্রত্যাগমনবর্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি ‘কুরুষহং শয্যায়াং  
শয়ানো নিদ্রয়াভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চালানভিগতশ্চাস্মিন্ প্রতি-  
বুদ্ধশ্চ’ ইতি । দেহাচ্ছেদপেয়াৎ পঞ্চালেষেব প্রতিবুধ্যতে  
তানসাবভিগত ইতি কুরুষেব তু প্রতিবুধ্যতে । যেন চায়ং

মরীচিবু তৌরবিপর্যাসেন সার্কজনীনেন যত্তমতিলজ্যা বিপর্যাসান্তরং কল্যতে ।  
ন চ ক্ষীরদধিপ্রত্যয়বদাচার্য্যমাতুলব্রাক্ষণপ্রত্যয়বদা তৌরমরীচিবিজ্ঞানে সমু-  
চ্চি তাবগাহিনী স্বাহুভবাৎ । পরস্পরবিরুদ্ধয়োর্সাধ্যবোধকভাবাবভাসনাৎ ।  
তত্রাপি রজতজ্ঞানং পূর্বমুৎপন্নং বাধ্যমুত্তরন্ত বাধকং শুক্তিজ্ঞানং প্রাপ্তিপূর্বক-  
ত্বাৎ প্রতিবেদ্যত্বাৎ । রজতজ্ঞানং প্রাক্ প্রাপকভাবেন শুক্তেরপ্রাপ্তায়াঃ  
প্রতিবেদ্যাসম্ভবাৎ পূর্বজ্ঞানপ্রাপ্তন্ত রজতং শুক্তিজ্ঞানমপবাধিতুমহীতি । তদপ-  
বাধ্যত্বকঞ্চ স্বাহুভবাদবসীযতে । যথাহঃ—

আগামিত্বাদবাধিত্বা পরং পূর্বং হি জায়তে ।

পূর্বং পুনরবাধিত্বা পরং নোৎপদ্যতে কচিৎ ॥

ন চ বর্তমানরজতাবভাসি জ্ঞানং ভবিষ্যত্তামশ্রা গোচরয়ন্ত ভবিষ্যতা  
সময়বর্তিনীং শুক্তিং গোচরয়তা প্রত্যয়েন বাধ্যতে কালভেদেন বিরোধাত্তা-

এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে ? জীব  
যখন দেশান্তরীর দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন না মনে করিব যে, জীব  
দেহ হইতে নিজস্ব হইয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে ? শ্রুতিও দেহের বাহিরে যাও-  
য়ার কথা বলিয়াছেন । যথা—“সেই অমৃত পুরুষ ( আত্মা ) কুলায়ের অর্থাৎ  
গেই-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন ।” আরও  
দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিজস্ব না হয় তাহা হইলে স্থিতি, গতি  
ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ ( অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও  
অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ সকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন )  
সম্ভব হয় না । [ নেতুচ্যতে...কলয়েৎ ] প্রশ্নকারীর এই প্রশ্ন সাধু বা সম্ভব

দেহেন দেশান্তরমঙ্গুনো মন্যতে তন্মন্তো পার্শ্বস্থাঃ শয়নদেশ  
এব পশ্যন্তি। যথাভূতানি চায়ং দেশান্তরাণি স্বপ্নে পশ্যন্তি ন  
তানি তথাভূতান্যেব ভবন্তি। পরিধাবংশেচ পশ্যেজ্জাগ্রদ্বস্ত-  
ভূতমর্থমাকলয়েৎ। দর্শয়তি চ শ্রুতিরন্তরেব দেহে স্বপ্নং  
'স যত্রৈতৎ স্বপ্নমাচরতি' ইত্যুপক্রম্য 'স্বপ্নে শরীরে যথাকামং  
পরিবর্ততে' ইতি। অতশ্চ শ্রুতু্যপপত্তিবিরোধাদ্বহিঃ কুলায়-  
শ্রুতিগৌণী ব্যাখ্যাতব্যা 'বহিরিব কুলায়ানয়তশ্চরিত্বা'  
ইতি। যো হি বসমপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং করোতি

বাদিত যুক্তম্। মা নামাহন্তাজাসীং প্রত্যক্ষং ভবিষ্যত্ত্বং তৎপৃষ্ঠভাবিতাম্-  
মানমুপকারহেতুভাবমিবাসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে স্বেমানমাকলয়তি।  
অসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে রজতমিদং স্থিরং রজতদ্বাদমুভূতপ্রত্যভি-  
জ্ঞাতরজতবৎ। তথা চ রজতগোচরং প্রত্যক্ষং বস্তুতঃ স্থিরমেব রজতং  
গোচরয়েৎ। তথা চ ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং রজতং ব্যাপ্নয়াদিতি বিরোধাৎ  
শুক্তিজ্ঞানেন বাধ্যতে। যথাহঃ—

রজতং গৃহমাণং হি চিরস্থায়ীতি গৃহতে।

ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং ব্যাপ্নোতি তেন তৎ ॥ ইতি

নহে। কেন? তাহা বিবেচনা কর। সুপ্ত জীব কি ক্ষণকালমধ্যে শত যোজন  
দূরে গিয়া পুনর্বীর কিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য  
সম্ভাবিত? (তাহা কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্ব করা যায়?) আবার এমন স্বপ্নও  
আছে, যাহা প্রত্যাগমনবর্জিত। শ্রুতিও ঐ রূপ একটা স্বপ্ন শুনাইয়াছেন।  
যথা—“আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে  
পাঞ্চালদেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে  
আর প্রত্যাগমন করা ঘটিল না)” জীব যদি সত্য সত্যই পাঞ্চালদেশে  
যাইত তাহা হইলে পাঞ্চালদেশেই থাকিত, পাঞ্চালদেশেই জাগ্রৎ হইত, কিন্তু  
সে পাঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রৎও হয় নাই, সে সেই কুরুদেশেই আছে  
ও জাগ্রৎ হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে-দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্বস্থ  
লোক তাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে-  
প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক সে প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া  
দেখিলে স্বপ্নে অবস্থাই জাগ্রদ্দর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয়  
না। স্বপ্নে অনেক বিপর্যয় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। [ দর্শয়তি...ভবতি ইতি ]

স বহিরিব শরীরাস্তবতীতি । স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদোহপ্যেবং  
সতি বিশ্লবস্ত এবাভ্যুপগমস্তব্যঃ । কালবিসম্বাদোহপি চ স্বপ্নে  
ভবতি রজ্ঞাং স্থপ্তো বাসরং ভারতে বর্ষে মন্যতে তথা  
মুহূর্তমাত্রপ্রবর্তিনি স্বপ্নে কদাচিৎ বহুন্ বর্ষপূগানতিবাহয়তি ।  
নিমিত্তান্তপি চ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কর্মণে বোচিতানি বিদ্যন্তে ।  
করণোপসংহারাদ্ধি নাস্তি রথাদিগ্রহণায় চক্ষুরাদীনি সন্তি ।  
রথাদিনির্ব্বর্তনেহপি কুতোহস্ত নিমেষমাত্রেন সামর্থ্যং দারুণি  
বা । বাধ্যন্তে চৈতে রথাদয়ঃ স্বপ্নস্বক্কাঃ প্রবোধে । স্বপ্ন এব  
চৈতে স্তলভবাধা ভবন্ত্যাদ্যন্ত্যৈর্ব্যভিচারদর্শনাৎ । রথো-

প্রত্যক্ষেণ চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত ইতি কেচিদ্ভাচকৃতে তদযুক্তম্ । যদি চির-  
স্থায়িত্বং যোগ্যতা ন ন। প্রত্যক্ষগোচরঃ শক্তেরতীজ্রিয়ত্বাৎ । অথ কালান্তর-  
ব্যাপিস্বং, তদপ্যযুক্তং, কালান্তরেণ ভবিষ্যতেজ্রিয়স্ত সংযোগাযোগাৎ । তদুপ-  
হিতসীম্নো ব্যাপিত্বতীজ্রিয়ত্বাৎ । ন চ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়বদভ্রান্তি সংস্কারঃ  
সহকারী যেনাবর্তমানমপ্যাকলয়েৎ । তন্মাদত্যস্তাত্যাসবশেন প্রত্যক্ষানস্তরং  
শীঘ্রতরোৎপন্নবিনশ্চদবহ্যমানসহিতপ্রত্যক্ষাভিপ্রায়মেব চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত  
ইতি মন্তব্যম্ । অত এবৈতৎ স্কন্তরং কালব্যবধানমবিবেচয়ন্তঃ সৌগতাঃ  
প্রাছদ্বিবিধোহি বিষয়ঃ প্রত্যক্ষস্ত গ্রাহ্যশ্চাধ্যবসেয়শ্চ । গ্রাহ্যকণ একঃ স্তল-

দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা—“ঈহাতে  
দর্শনং হয়” এই উপক্রমে বলা হইয়াছে “তিনি স্বীয় শরীরেই কামানুরূপ  
পরিবর্তিত হন ।” অতএব, জীব দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এই  
শ্রুতির গোণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আর শ্রুতি-যুক্তি-বিরোধ  
হইবে না । সে গোণ ব্যাখ্যা এই—“অমৃত ( আত্মা ) যেন শরীরের বাহিরে  
গিয়া—” ইত্যাদি । যে শরীরে থাকিয়াও শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে  
না, সে অবশ্যই শরীরবহির্বর্তী হইয়া । [ স্থিতি...বাহয়তি ] স্বপ্নে অবস্থান ও  
যাওয়া প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থাৎ গোণ ( যেন যাইতেছে, ইত্যাদিবিধ ) বলিয়া  
স্বীকার করিতে হইবে । স্বপ্নে কালের বিরোধিতাও দেখা যায় । রজ্ঞী সময়ে  
স্বপ্নগত হইবামাত্র স্বপ্নদ্রষ্টার এই ভারতবর্ষেই দিবস দর্শন হয় । আরও  
দেখ, স্বপ্ন মুহূর্তমাত্র প্রবর্তিত, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা কখন কখন দেখে, শত  
শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে । [ নিমিত্তান্তপি...বুদ্ধঃ ] স্বপ্নবিষয়িণী বুদ্ধির  
অথবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও নাই । ( নিমিত্ত = কারণ ) । তৎকালে



হয়মিতি হি কদাচিৎ স্বপ্নে নির্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্প-  
দ্যতে । মনুষ্যোহয়মিতি বা নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ । স্পষ্ট-  
ঋতাবৎ রথাদীনাং স্বপ্নে প্রাবয়তি শাস্ত্রং ‘ন তত্র রথো ন রথ-  
যোগো ন পশ্চান্নো ভবন্তি’ ইত্যাদি । তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্ন-  
দর্শনম্ ॥ ৩ ॥

**সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥\***

মায়ামাত্রহাৎ তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধ ইতি,

ক্ষণোহধ্যবসেয়শ্চ সন্তান ইতি । এতেন স্বপ্নপ্রত্যয়োমিথ্যাত্বেন ব্যাখ্যাতঃ ।  
যন্তু সত্যং স্বপ্নদর্শনমুক্তং তত্রাপ্যাপ্যাত্মা ব্রাহ্মণায়নেনাখ্যাতো সত্বাদাভাবাৎ ।  
প্রিয়ব্রতস্ত্রাধ্যাতসম্বাদস্ত কাকতালীয়ো ন স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণয়িতুমর্হতি । তাদৃশ-  
স্তেব বহলং বিসম্বাদদর্শনাৎ । দর্শিতশ্চ বিসম্বাদো ভাষ্যকৃতা কাংক্ষোঁনান-  
ভিব্যক্তিং বিবৃণুতা রজন্যাং সুপ্ত ইতি । রজনীসময়েহপি হি ভারতাবধীশ্বত্রে  
কেতুমালাদৌ বাসরো ভবতীতি ভারতে বর্ষ ইত্যুক্তম্ ।

দর্শনং সূচকম্ । তচ্চ স্বরূপেণ সৎ, অসত্ত্ব দৃশ্যম্ । অত এব স্তীদর্শন-

ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত, সূতরাং তখন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়  
নাই। জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য  
আছে? না তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ দ্রব্য আছে? তাহা নাই। আরও  
দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদশায় রজ্জুসর্পের স্তায় বাধিত হয় অর্থাৎ থাকে  
না। অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। অধিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা বাধিত (লুপ্ত)  
হয়। স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এটা রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহা আর রথ  
রহিল না। রথের পরিবর্তে তাহা মনুষ্য হইল, দেখিতে দেখিতে তাহা  
আবার বৃক্ষ হইল। [ স্পষ্টঞ্চ...দর্শনম্ ] শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব  
স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন। যথা—“সে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই।”  
ইত্যাদি। এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়িক অর্থাৎ  
মায়াময়।

স্বপ্ন মায়িক (সংস্কার-সহায় অজ্ঞানের পরিণাম বিশেষ), তাই বলিয়া

\* মায়িকোহপি স্বপ্নঃ সাধ্বসাধুনোভবিষ্যতোঃ সূচকোহমুমাপকোহতন্তত্বে পরমার্থগন্ধো  
নাভীতি ন বক্তব্যম্ । অয়তে হি স্বপ্নস্য ভবিষ্যৎসাধ্বসাধুসূচকত্বম্ । তদ্বিদঃ স্বপ্নবিদ আচক্ষতে  
চ।—স্বপ্ন মায়ামাত্র সত্য; কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক—অমুমাপক। কেননা,  
শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নের তরুণ রূপতা বলিয়াছেন।

নেতৃত্বাচ্যতে । সূচকশ্চ হি স্বপ্নো ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধ-  
সাধুনোঃ । তথা হি শ্রুতম্ ‘যদা কৰ্ম্মস্ব কাম্যেষু স্ত্রিয়ং  
স্বপ্নেষু পশ্যতি । সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে’  
ইতি । তথা ‘পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হস্তি’  
ইত্যেবমাদিভিঃ স্বপ্নৈরচিরজীবিত্বমাবেদ্যত ইতি প্রাবয়তি ।  
আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ ‘কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি  
খরযানাদীন্যধন্যানি’ ইতি । মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্তশ্চ  
কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনো ভবন্তীতি মতান্তে । তত্রাপি  
ভবতু নাম সূচ্যমানশ্চ বস্তুনঃ সত্যত্বং, সূচকশ্চ তু স্ত্রীদর্শনাদে-  
র্ভবত্যেব বৈতথ্যং বাধ্যমানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ । তস্মাদুপপন্নং

স্বরূপসাধ্যাশ্রমমধাতুবিসর্গাদয়ো জাগ্রদবস্থারামনুবর্তন্তে । স্ত্রীসাধ্যাস্ত মাল্য-  
বিলেপনদন্তক্ষতাদয়ো নানুবর্তন্তে । ন চান্নাভিঃ স্বপ্নেহপি প্রাক্ষব্যাপার

তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই,  
এমত নহে । স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক । এ কথা শ্রুতিতেও শুনা  
যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন । শ্রুতি যথা—“যদি  
স্বপ্নে কাম্যকৰ্ম্মবিষয়ে স্ত্রী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্ন  
দর্শনেব দ্বারা সে কার্যের সমৃদ্ধি বা অসিদ্ধি হইবে ।” “স্বপ্নে যদি কৃষ্ণ-  
দন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয়, তবে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাহাকে  
বিনষ্ট করে ।” ইত্যাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানায় ।  
[ আচক্ষতে...প্রায়ঃ ] স্বপ্নাধ্যায়(শাস্ত্রবিশেষ)বেত্তৃগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে  
কুঞ্জরারোহণাদি শুভ এবং গর্দভারোহণাদি অশুভ । মন্ত্রের দ্বারা, দেবতা-  
মুণ্ডের দ্বারা ও ওষধিবিশেষ সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দৃষ্ট  
হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য । (এতাবত এই বলা হইল যে,  
স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনার বোধক ) ফলিতার্থ বা  
অভিপ্রায় এই যে, সূচ্যমান বস্তু সত্য হয় হউক, সূচক স্ত্রীসন্দর্শনাদি  
মিথ্যা । [ তস্মাৎ...সৃজতি ] প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নের মায়িকত্ব  
উপপন্ন হয় । স্বপ্নের তথ্যরূপতা পক্ষে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা  
গৌণ অর্থে যোজন্য কর । যেমন নিমিত্তমাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে  
বলে লালস গো প্রভৃতিকে চালাইতেছে, বস্তুতঃ লালস পবাদের চালক

স্বপ্নস্ত মায়ামাত্রম্ । যদুক্তমাহ হৌতি ভদেবং সতি ভাক্তং  
 ব্যাখ্যাতব্যং যথা লাস্কলং গবাদীন্মুদ্রহতীতি । নিমিত্তমাত্রত্বা-  
 দেবমুচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব লাস্কলং গবাদীন্মুদ্রহতি । এবং  
 নিমিত্তমাত্রত্বাৎ স্পষ্টো রথাদীন্ সৃজতে স হি কৰ্ত্তেতি  
 চোচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব স্পষ্টো রথাদীন্ সৃজতি । নিমিত্ত-  
 ত্বস্ত্বস্ত রথাদিপ্রতিভাননিমিত্তমোদত্রোসদর্শনাৎ তন্নিমিত্তভূ-  
 তয়োঃ স্কৃততদুদ্রুতয়োঃ কৰ্ত্তৃত্বেনেতি বক্তব্যম্ । অপি চ জাগ-  
 রিতে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদিত্যাদিজ্যোতিৰ্ব্যতিকরাচ্চা-  
 স্ত্রনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্কং দ্রষ্টুর্দুর্বিবেচনমিতি তদ্বিবেচনায়  
 স্বপ্ন উপপত্ত্যঃ । তত্র যদি রথাদিসৃষ্টিবচনং শ্রুত্যা নোচ্যেত  
 স্বয়ংজ্যোতিষ্কং ন নির্ণীতং স্যাৎ । তস্মাদ্রথাদ্যভাববচন-  
 শ্রুত্যা রথাদিসৃষ্টিবচনং ভাক্তমিতি ব্যাখ্যেয়ম্ । এতেন  
 নির্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতম্ । যদপ্যুক্তং 'প্রাজ্ঞমেনং নির্মাতার-  
 ইতি । প্রাজ্ঞব্যাপারত্বেন পারমার্থিকতানুমানং প্রত্যক্ষেন বাধকপ্রত্যয়েনা-

নহে; তেমনি, নিমিত্ত সামান্য লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, স্পষ্ট  
 রথাদি সৃষ্টি করে এবং স্পষ্ট রথাদির সৃজন-কৰ্ত্তা । কিন্তু এতিনি বাস্তব  
 পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না । [ নিমিত্তত্ব...ব্যাখ্যাতম্ ] স্বপ্নেও রথাদি  
 দর্শনের পর হর্ষবিষাদাদি হয় । তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, মানিতে  
 হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নসদর্শনের কারণীভূত স্কৃত তদুদ্রুত ( পুণ্য-পাপ )  
 সেই সেই স্বপ্নসদর্শনের কৰ্ত্তরূপ নিমিত্ত কারণ । অতঃ কথ্য এই যে, জাগ্রৎ-  
 কালে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ থাকে এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের  
 ব্যতিকর ( মিশ্রণ, স্পষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ ) থাকে, সেই কারণে আত্মার  
 স্বয়ম্প্রকাশতা তৎকালে দুর্বিবেচনীয় হয় । আত্মার সেই দুর্বিবেচ্য স্বয়-  
 ম্প্রকাশতাকে সুবিবেচ্য বা সুখবোধ্য করিবার জন্ত শ্রুতি কথিত প্রকার  
 স্বপ্ন বর্ণন করিয়াছেন । শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া  
 যদি রথাদিসৃষ্টিবাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বয়-  
 ম্প্রকাশতা সুখনির্ণীত হইবে না । অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির  
 সাহায্যে রথাদিসৃষ্টিবাক্যের গৌণার্থ গ্রহণ করা উচিত । রথাদিসৃষ্টি-  
 শ্রুতির ন্যায় নির্মাণশ্রুতিরও গৌণার্থে করা হইয়াছে । [ যদপ্যুক্তং...বিদ্ব-

মামনন্তি’ ইতি, তদপ্যসৎ। ঐত্যন্তরে ‘স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং  
নির্মায় স্নেন ভাসা স্নেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি’ ইতি জীব-  
ব্যাপারশ্রবণং। ইহাপি চ ‘য এষ স্তপ্তেষু জাগর্তি’ ইতি  
প্রসিদ্ধানুবাদাজ্জীব এবাহয়ং কামানাং নির্মাতা সন্ধীৰ্ত্যতে।  
তস্ম তু বাক্যশেষেণ তদেব শুক্লস্তুত্রক্ৰোতি জীবভাবে  
ব্যাবর্ত্য ব্রহ্মভাব উপদিশ্যতে। ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদিবদিতি ন  
ব্রহ্মপ্রকরণত্বং বিরুদ্ধ্যতে। ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেহপি প্রাজ্ঞ-  
ব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে। তস্ম সৰ্বেশ্বরত্বাৎ সৰ্বাস্বপ্যবস্থাস্ব-  
ধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্ত নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সৰ্গো  
বিয়দাদিসৰ্গবদিত্যেতাৰং প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদি-  
সৰ্গস্থাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি ‘তদন্তত্ব-

বিরুদ্ধ্যমানং নান্মানং লভত ইতি ভাবঃ। বন্ধমোক্ষয়োরান্তরালিকং তৃতীয়-  
মৈখর্যমিতি।

ধ্যতে] বলিয়াছিল যে, স্বাপ্ন পদার্থের নির্মাণ-কর্তা প্রাজ্ঞ আত্মা, তাহা  
সাধু নহে। কেন-না, অল্প ক্রটিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই ব্যাপার-  
বিশেষ। যথা—“জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ  
বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাপ্নিত বুদ্ধি  
বৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তি=বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা)ও স্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা  
স্বপ্নানুভব করেন।” কঠ ক্রটিতেও “ইন্দ্রিয়গণ স্তপ্ত হইলে এই যে ইনি  
জাগ্রৎ থাকেন” এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য  
স্তপ্তত্ব অর্থাৎ স্বাপ্নপদার্থের নির্মাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে “তিনিই শুদ্ধ  
ও ব্রহ্ম” এই শেষবাক্যে জীবের জীবত্ব নিষেধ পূর্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ  
হইয়াছে। “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবাত্মবাদের পর জীব-  
ভাব নিষেধ ও তাহার ব্রহ্মভাবের উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেই-  
রূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্মপ্রকরণের বিরোধ বা বাধ হয় না। [ন  
চাস্মাভিঃ...মুদিতম্] স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, এমন  
কথা আমরাও বলি না। তিনি সৰ্বেশ্বর। সকল সময়ে ও সকল অব-  
স্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির জ্ঞায়  
পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে; এই মাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাদ্য।

মারুত্তগণকাদিভ্যঃ' ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্ ।  
প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো  
ভবতি সন্ধ্যাশ্রয়স্ত প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইত্যতো বৈশে-  
ষিকমিদং সন্ধ্যাস্ত্র মায়ামাত্রত্বমুদিতম্ ॥ ৪ ॥

পর্যভিধানাত্তুরিতরোহিতং ততো

হস্য বন্ধবিপর্যায়ো ॥ ৫ ॥\*

অথাপি স্ত্রাৎ পরস্তৈব তাবদাত্মনোহংশো জীবোহম্মেরিব  
বিস্কুলিঙ্গঃ, তত্রৈবং সতি যথামিস্কুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহন-  
প্রকাশনশক্তিী ভবত এবং জীবেশ্বরয়োঃপি জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিী ।  
ততশ্চ জীবৈশ্বর্যবশাৎ সাক্ষিলিকী স্বপ্নে রখাদিসৃষ্টির্ভবিষ্য-

‘পর্যভিধানাত্তুরিতরোহিতং ততো হস্য বন্ধবিপর্যায়ো’ ‘দেহযোগাচ্ছা  
সোহপি’তি সূত্রদ্বয়ং কৃতোপপাদনমস্মাভিঃ প্রথমসূত্রে । নিগদব্যাখ্যাৎ  
চৈতর্যোভ্যামিতি ।

পূর্বে কপ্তসামগ্র্যভাবাৎ স্বপ্নো মায়েতুক্তং তচ্চাত্মকং সংকল্পমাত্রোণপি

আকাশাদি সৃষ্টিরত্ আত্যন্তিক সত্যতা নাই । সমুদায় প্রপঞ্চ মায়িক,  
মিথ্যা, এ সকল “তদনন্যত্বং” সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, দেখান হই-  
য়াছে । যাবৎ না ব্রহ্মাত্মসাক্ষ্যংকার হয় তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ  
যথাবস্থিতরূপে থাকে ; কিন্তু স্বপ্নাপ্রতি প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত ( অত্যা ),  
এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ ।

বিস্কুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ । যেমন  
দাহ-প্রকাশ-শক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিও জীবেশ্বরের  
সমান । জীব যখন ঈশ্বরংশ ও ঐশ্বর্য-বিশিষ্ট, তখন একপ হইতেও পারে যে,

\* ঈশ্বরংশে জীবন্তত্ব তয়োজ্ঞানৈর্গে সমানে ইতি মহাহ পূর্বেপকী পরেতি । তৎসমা-  
ধানমাহ—তিবোহিতমিতি । তুঃ পরাভিমতপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । পরাভিধানাৎ পরমেশ্বরসকল্যাৎ সা  
সত্যোতিপক্ষে ন সাধীয়ানিতার্থঃ । যদ্যপি জীবস্যোপরমানধর্মত্বমস্তি তথাপি তৎ তিরোহিত-  
মাবৃত্তমেবান্তাবিদায় । ততস্তত্ত্বাদেব নিমিত্তাদীশ্বররূপাদস্য জীবস্য বন্ধবিপর্যায়ো বন্ধমোকৌ  
ভবতঃ ।—জীবই পবমাত্মা, পরমেশ্বর, তাঁহার সঙ্কল্পে, সত্য সৃষ্টি না হইবে কেন ? এ আশঙ্কা  
করিতে পার না । কেননা, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের ঐশ্বর্য-শক্তি অবিন্যাস দ্বারা তিরো-  
হিত আছে এবং বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈশ্বরনির্মিতক । ভাষ্য ব্যাখ্যায় বিশদার্থ বলা হইয়াছে ।

তীতি । অত্রোচ্যতে । সত্যপি জীবেশ্বরয়োঃশাংশীভাবে  
প্রত্যক্ষমেব জীবেশ্বরবিপরীতধর্মত্বং । কিং পুনর্জীবশ্বেশ্বর-  
সমানধর্মত্বং নাস্ত্যেব ন নাস্তীতি । বিদ্যমানমপি তু তৎ  
তিরোহিতং অবিদ্যাব্যবধানাৎ । তৎপুনস্তিরোহিতং সৎ  
পরমেশ্বরমভিধ্যায়তে । যতমানস্ত জন্তোর্বিন্দুতধ্বান্তস্ত  
তিমিরতিস্কৃতশ্চেব দৃক্শক্তির্দৌষধবীৰ্য্যাদৌশ্বরপ্রসাদাৎ সংসি-  
দ্ধস্ত কস্তচিদেবাবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্বেষাং জন্তুনাম্ ।

সত্যসৃষ্টিসম্ভবাৎ ইতি শকাং কৃত্বা পরিহরন্ হত্রং ব্যাচষ্টে—অথাপি স্রাদিত্যা-  
দিনা । সত্যসঙ্কলন্ত হি সঙ্কল্যাং সৃষ্টিঃ সত্যা ভবতি জীবন্ত তসত্যসঙ্কলন্তং  
প্রত্যক্ষমিতি পরিহারার্থঃ । তর্হি বিরুদ্ধধর্মবজ্জীবশ্বেশ্বরত্বং নাস্ত্যেবেতি  
শক্যতে—কিমিতি । নাস্তীতি ন কিস্তাবৃতমস্তি, তৎপুনরীশ্বরপ্রসাদাৎ কস্তচিৎ  
ব্যজ্যত ইত্যাহ—ন নাস্তীতি । বিন্দুতধ্বান্তস্ত নিষ্পাপস্ত সংসিদ্ধশ্রাণিমা-  
দিশিষ্টশ্চেত্যর্থঃ । ত্রৈলোক্যমহিমিত্যি দেবং জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য সর্বপাশানামবিদ্যা-  
দিক্লেশানামপহানিরপক্ষয়ন্তুভূয়ো ভবতি । ক্ষীণৈশ্চ ক্লেশৈঃ তৎকার্য্যজন্মমরণা-  
দ্বকবদ্ধধ্বংস ইতি নিগুণবিদ্যাফলমুক্তং সগুণবিদ্যাফলমাহ । তস্ত্রুতি ।  
পবন্ত্যভিমুখ্যোনাংগ্রহেণ ধ্যানাদ্বক্ষমোক্ষাপেক্ষয়া মনোজ্ঞাহানিঘ্রাণাপেক্ষয়া বা  
তৃতীয়ং বিত্বেশ্বৰ্য্যমগ্নিমাদিরূপং মর্ত্যাদেহপাতে সতি সিদ্ধদেহে ভবতি তদ্রোগা-

ঐশ্বৰ্য্যবলে জীবের সৃষ্টি-সঙ্কল হয়, সেই সঙ্কলে সত্য স্বপ্ন রথাদির সৃষ্টি হয় ।  
(ফলিতার্থ—সত্যসঙ্কল পরমেশ্বরের সঙ্কলে সত্য সৃষ্টির সম্ভব আছে) ।  
[অত্রোচ্যতে...জন্তুনাম্] এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশি-  
ভাব থাকিলেও জীবেশ্বরের বিরুদ্ধধর্মবত্তা প্রত্যক্ষ । জীব অসত্যসঙ্কল,  
কিন্তু ঐশ্বর সত্যসঙ্কল, ইত্যাদি । তবে কি জীবের ঐশ্বর নাই ? নাই  
বলা যায় না । আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছা-  
দিত (প্রতিবদ্ধ বা অনভিব্যক্ত) আছে । আবরণ-বিশ্রব্ত হইলেই তাহা  
অভিব্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত (কার্য্যক্ষম) হয় । যে জীব পরমেশ্বরের অহং-  
এহ উপাসনায় রত থাকে, নিষ্পাপ, যতমান অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট,  
ঐশ্বর প্রসাদে সেই জীবেরই অবিদ্যাবরণ তিরোহিত হয়, তখন তাহার  
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানেশ্বৰ্য্যশক্তি যথাবৎ আবির্ভূত হয় । যেমন তিমিরবোগে  
দৃক্শক্তি তিরোহিত থাকে, পরে ঔষধ সেবায় তিমির বিনষ্ট হয়, তখন  
পূর্ববৎ দৃক্শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ । অতএব, থাকিলেও স্বভাবতই

কৃতঃ । ততো হি ঈশ্বরাদ্ভেতোরস্ত জীবস্ত বন্ধমোকৌ ভবতঃ ।  
ঈশ্বরস্ত স্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্ভক্তত্বং স্বরূপপরিজ্ঞানাতু মোক্ষঃ ।  
তথা চ শ্রুতিঃ ‘জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ  
ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপহানিঃ । তস্তাভিধানাং তৃতীয়ং দেহভেদে  
বিশ্বৈশ্বর্যং কেবল আপ্তকামঃ’ ইত্যেবমাদ্য ॥ ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা মোহপি ॥ ৬ ॥\*

কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্তিরস্কৃতজ্ঞানৈ-  
শ্বর্যো ভবতি যুক্তস্ত জ্ঞানৈশ্বর্যায়োরতিরস্কৃতত্বং বিস্মূলিক-

নস্তরমাত্মজ্ঞানাং কেবলোদৈতশূন্য আপ্তকামঃ প্রাপ্তস্বয়ংজ্যোতিরানন্দো  
ভবতীতি ক্রমমুক্তিরিত্যর্থঃ । ইতি রত্নপ্রভা ।

উক্তৈশ্বর্যতিরোভাবে দেহাভিমানো হেতুরিতি কথনার্থং সূত্রং, তদ্বিরস্তা-

যে সর্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য একটি প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না । [ কৃত-  
স্ততো...মাদ্য ] সেই কারণেই ঈশ্বর নির্মিত্তক বন্ধতাব ও মুক্ততাব ।  
ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞাত থাকায় বন্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ । এ কথা  
শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা—“সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে  
সমুদায় পাশের অর্থাৎ বন্ধন রজ্জুর ( অবিদ্যাদি ক্লেশ-পঞ্চকের ) বিনাশ  
হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও  
প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয় ।” তাঁহার অভিধ্যানে মর্ত্যদেহ পাত ও সিদ্ধদেহ লাভ  
হইলে ( অহংগ্রহ উপাসনায় ) বন্ধ-মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অগিমাধিরূপ অষ্টৈ-  
শ্বর্য্য ( অগিমা ও লঘিমা প্রভৃতি ৮ প্রকার শক্তি ) লাভ হয়, তৎপরে  
( ভোগান্তে ) সে কেবল অর্থাৎ দৈতরহিত ও আপ্তকাম ( প্রাপ্ত স্বাত্মানন্দ )  
হয় । ( এই শেষার্ধ্বে সগুণ-জ্ঞানের ক্রমমুক্তিফল বলা হইল এবং পূর্ব্বার্ধ্বে  
নির্গুণজ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিতে হইবেক ) ।

জীব পরমাত্মাংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য লুপ্ত, ইহার কারণ কি ?  
যেমন বিস্মূলিক্সের দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরিক্ত থাকে, তেমনি, জীবেরও  
জ্ঞানৈশ্বর্য্য অতিরিক্ত থাকা উচিত । ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা

\* কিঞ্চ সঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবেঃ দেহযোগাৎ . দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেবঃ ।—জীব  
ঈশ্বর সত্য ; কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ঘটনা হওয়ার উহার  
জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অভিজুত হইয়া আছে ।

শ্বেব দহনপ্রকাশয়োঃ । অত্রোচ্যতে । সত্যমেবৈতৎ । সোহপি  
তু জীবন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদেহেন্দ্রিয়মনো-  
বুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগান্তবতি । অস্তি চাত্রোপমা যথাগ্নে-  
দহনপ্রকাশনসম্পন্নস্তাপ্যরণিগতস্ত দহনপ্রকাশনে তিরো-  
ভবতঃ । যথা বা ভস্মনাচ্ছন্নস্ত । এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনাম-  
রূপকৃতদেহাত্ম্যপাধিযোগাৎ তদবিবেকভ্রমকৃতো জীবন্ত জ্ঞা-  
নৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ । বাশব্দো জীবেশ্বরয়োরন্তরাশঙ্কাব্য-  
বৃত্ত্যর্থঃ । নম্বন্ত এব জীব ঈশ্বরাদন্ত তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যত্বাৎ  
কিং দেহযোগকল্পনয়া । নেতুচ্যতে । ন হন্তত্বং জীবশ্বেশ্বরাত্ম-

---

শঙ্কামাহ কস্মাদিতি । সত্যাবরণং নাস্তীত্যঙ্গীকৃত্য কল্পিতাবরণং সাধয়তি—  
অত্রোচ্যত ইত্যাদিনা । জীবশ্বেশ্বরত্বমঙ্গীকৃত্যাবরণকল্পনাৎ পরমন্যত্বকল্পনে-  
ত্যাশঙ্কামুদ্যাব্য শ্রুত্যা নিরস্ততি—নম্বিত্যাদিনা । স্বপ্নেহপ্যালোকাদেঃ স্বপ্নে

---

সত্য বটে ; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়ানুভব,—  
এই সকল থাকায়—টীহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত আছে ।  
[অস্তি...ভাবঃ] ইহার দৃষ্টান্তও আছে । যদ্রূপ দাহ-শক্তি ও প্রকাশশক্তি  
থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির তাহা তিরোভূত থাকে,  
তদ্রূপ, জীবেরও অবিদ্যাজনিতনামরূপকৃতদেহাদি-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্য  
তিরোভূত (বিলুপ্ত) হয় । [বা...বৃত্ত্যর্থঃ] জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এ  
আশঙ্কা নিবারণার্থ হুত্রে বা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । [নম্বন্য...ঘটিতে]  
যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য  
অল্প, দেহ-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোভাব, এ কল্পনার প্রয়োজন কি ?  
প্রয়োজন আছে । জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা আছে ।  
জীবের আত্মাত্মিক ঈশ্বরভিন্নতা উপপন্ন হয় না । কেন ? তাহা বলি-  
তেছি । “সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন ।” এই উপক্রমের পর  
বলা হইয়াছে, “জীবরূপী আত্মা হইয়া অমুপ্রবেশ পূর্বক—” । এই শ্রুতি  
আত্মশব্দের দ্বারা জীবের অনুসন্ধান (উল্লেখ) করিয়াছেন । (ইহাতেও  
স্থির হইতেছে যে, পরামাত্মাই জীবরূপে দেহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন) ।  
এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতিও আছে । যথা—“হে ষ্বেতকেতো ! সে-ই সত্য,  
তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি ।” এ শ্রুতিও জীবের উদ্দেশ্য করিয়া তাহারই



পপদ্যতে । ‘সেয়ং দেবতৈষ্কত’ ইত্যুপক্রম্য ‘অনেন জীবেনাঙ্ঘ-  
নানুপ্রবিশ্য’ ইত্যুপশব্দেন জীবন্ত পরামর্শাৎ । ‘তৎ সত্যং স  
আত্মা তত্ত্বমসি স্বেতকেতো’ ইতি চ জীবায়োপদিষ্টীশ্বর-  
াত্মম্ । অতোহনন্ত এবেশ্বরাত্ম জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরো-  
হিতজ্ঞানৈশ্বর্যো ভবতি । অতশ্চ ন সাক্ষিকী জীবন্ত স্বপ্নে  
রথাদিসৃষ্টিসিদ্ধির্ঘটতে । যদি চ সাক্ষিকী স্বপ্নে সৃষ্টিসিদ্ধিঃ  
স্ত্রাৎ নৈবানিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্নং পশ্যেৎ । ন হি কশ্চিদনিষ্টং  
সঙ্কল্পয়তে । যৎপুনরুক্তং জাগরিতদেশশ্রুতিঃ স্বপ্নস্ত সত্যত্বং  
খ্যাপয়তীতি ন তৎ সাম্যবচনং সত্যত্বাভিপ্রায়ং স্বয়ংজ্যোতি-  
কুবিরোধাত্ । শ্রুতৌব চ স্বপ্নে রথাদ্যভাবস্ত দর্শিতত্বাৎ ।  
জাগরিতপ্রভববাসনা নিমিত্তত্বাত্ম স্বপ্নস্ত তত্ত্বল্যানির্ভাসত্বাভি-  
প্রায়ং তৎ । তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্ত মায়ামাত্রত্বম্ ॥ ৬ ॥

---

জাগ্রতীবাসনঃ স্বপ্রকাশত্বমক্ষুটং স্ত্রাৎ প্রাতিভাসিকত্বে স্থালোকেন্দ্রিয়-  
দ্যস্বপ্নপার্থ্যাপরোক্ষমাত্মজ্যোতিষ এবৈতি ক্ষুট সিধ্যতি । তস্মাদেশাদিসাম্য-  
বচনং স্বপ্নস্ত জাগ্রতুল্যভানভিপ্রায়মিত্যর্থঃ । ইতি রত্নপ্রভা ।

---

ঈশ্বরাত্মা উপদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জীবেশ্বরের অভেদ বর্ণন করি-  
য়াছেন । এই জন্যই বলিতে হয়, মানিতে হয়, জীব ঈশ্বর হইতে  
অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন না হইলেও, দেহযোগ হওয়ার বিলুপ্তজ্ঞানৈ-  
শ্বর্য্য হইয়াছেন । যেহেতু জীব তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্য—সেই হেতু তিনি  
স্বপ্নে সংকল্পের দ্বারা সত্য রথাদি সৃজন করিতে পারেন না । [ যদি চ...  
মাত্রত্বম্ ] স্বাপ্নিক সৃষ্টি সঙ্কল্পপুঙ্খিকা হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন  
সন্দর্শন করিত না । কে আপনার অনিষ্ট সঙ্কল্প করে ? বলিয়াছিল যে,  
জাগরিত-দেশ-শ্রুতি অর্থাৎ জাগ্রতের সমান স্বপ্ন, এই উক্তি স্বপ্নের সত্যতা  
স্থাপন করিবে, বস্তুতঃ তাহা করিবে না । সত্যতা অভিপ্রায়ে ঐ সাম্য  
অভিহিত হয় নাই । স্বপ্ন জাগ্রৎবাসনা(সংস্কার)প্রভব । সেই কারণে  
স্বপ্নকে জাগ্রতুল্য বলা হইয়াছে । অন্যথা আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতার ব্যাঘাত ও  
শ্রুতিকর্তৃক স্বাপ্নরথাদির মিথ্যাত্ব কখন বাধিত হইবেক । উপসংহার এই  
যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াময়, সত্য নহে ।

তদভাবোনাড়ীষু তচ্ছূ তেরাঅনি চ ॥ ৭ ॥\*

স্বপ্নাবস্থা পরিক্ষিতা। স্বপ্নপ্তাবস্থেদানীং পরীক্ষ্যতে।  
তজ্জৈতাঃ স্বপ্নপ্তবিষয়াঃ শ্রুতয়ো ভবন্তি। কচিৎ শ্রুয়তে ‘তদ্  
যত্রৈতৎ স্বপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি আস্ত  
তদা নাড়ীষু স্থপ্তো ভবতি’ ইতি। অন্তত্র তু নাড়ীরেবানুক্রম্য  
শ্রুয়তে ‘তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে’ ইতি। তথান্য-  
ত্রাপি নাড়ীরেবানুক্রম্য ‘তাস্ত তদা ভবতি যদা স্থপ্তঃ স্বপ্নং  
ন কঞ্চন পশ্যতি। অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি’ ইতি।

ইহ হি নাড়ীপুরীতং পরমাআনোজীবস্ত স্বপ্নপ্তাবস্থায়ং স্থানস্থেন শ্রুয়ন্তে।  
তত্র কিমেবাং স্থানানাং বিকল্প আহোস্থিৎ সমুচ্চয়ঃ। কিমতো, যদ্যেবাং  
এতদতোভবতি। যদা নাড়্যো বা পুরীতদ্বা স্বপ্নপ্তস্থানং তদা বিপরীতগ্রহণ-  
নিবৃত্তাবপি ন জীবস্ত পরমাত্মভাব ইতি। অবিদ্যানিবৃত্তাবপি জীবস্ত পর-  
মাত্মভাবায় কারণান্তরমপেক্ষিতবাম্। তচ্চ কৰ্ম্মেব ন তু তত্ত্বজ্ঞানং বিপরীত-  
জ্ঞাননিবৃত্তিমাভ্যেগ তন্তোপযোগাৎ। বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেচ্চ বিনাপি তত্ত্বজ্ঞানং  
স্বপ্নপ্তাবপি সম্ভবাৎ। ততশ্চ কৰ্ম্মণৈবাপবর্গো ন জ্ঞানেন। যথাহঃ—কৰ্ম্মণৈব

স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে স্বপ্নপ্তাবস্থা বিচারিত হইবে। স্বপ্নপ্তি-  
বিষয়ে এই সকল শ্রুতি আছে। এক স্থানে শুনা যায়, “যে প্রকারে স্থপ্ত  
হয় সে প্রকার এই—জীব যখন স্থপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য করণ নির্ক্যা-  
পার হয়, সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মানোলয় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদ্বৈত-  
প্রায়) হয়, জীব তখন, নাড়ীস্থানগত থাকেন।” অত্র স্থানেও নাড়ী অন্-  
ক্রমের পর অভিহিত হইয়াছে, “সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্পণ  
পূর্বক পুরীতং নাম্নী নাড়ীতে শয়ন করেন।” অত্র শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের  
পর কথিত হইয়াছে—“যখন স্থপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্নসন্দর্শন করেন  
না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্র  
প্রাপ্ত হন।” আবার শ্রুত্যন্তরে এইরূপ শুনা যায়—“এই যে হৃদয়াস্তরস্থ

\* তদভাবঃ স্বপ্নদর্শনাভাবঃ স্বপ্নপ্তমিতি বাবৎ। স চ নাড়ীশাস্ত্রনি চেতি ভবতীতি শেষঃ।  
কৃতঃ? তচ্ছূতঃ। শ্রুতৌ স্বপ্নপ্তস্য তথাবিধমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন নাড়ীদানীনাং সমুচ্চয়  
উক্তঃ।—জীব নাড়ী সম্বন্ধ দ্বারা আস্রাতে (আপন স্বরূপে) স্থপ্ত হয়, ইহা শ্রুতির দ্বারা  
জানা যাইতেছে।

তথান্যত্রাপি 'য এষোহস্তর্হদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে' ইতি। তথান্যত্র 'সতা সোম্য তদা সম্পন্মো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি। তথা 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কঞ্চন বেদ নাস্তরম্' ইতি চ। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতানি নাড়্যা-দানি পরস্পরনিরপেক্ষতয়া ভিন্নানি স্থপ্তিস্থানানি আহো-স্মিৎ পরস্পরানপেক্ষতয়ৈকং স্থপ্তিস্থানমিতি। কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্। ভিন্নানীতি। কৃতঃ। একার্থত্বাৎ। ন হেকার্থানাং কচিৎ পরস্পরানপেক্ষত্বং দৃশ্যতে ত্রীহিষবাদীনাম্। নাড়্যা-দানাক্ষেপার্থতা স্মৃপ্তৌ দৃশ্যতে 'নাড়ীষু সপ্তৌ ভবতি পুরী-ততি শেতে' ইতি চ তত্র তত্র সপ্তমীনির্দেশস্ত তুল্যত্বাৎ।

তু সংস্কৃতিমাহিতা জনকাদয়ঃ। ইতি। অথ তু পরমাত্মৈব নাড়ী পুরীতং স্থপ্তিধারা স্মৃপ্তিস্থানং ততোবিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেরক্তি মাত্রয়া পরমাত্মভাবোপ-যোগঃ। তয়া হি ভাবদেষ জীবজদবস্থানোভবতি কেবলম্। তত্ত্বজ্ঞানভাবেন সমূলকামবিদ্যায়া অকাযাৎ জাগ্রৎস্বপ্নলক্ষণং জীবন্ত ব্যুত্থানং ভবতি। তস্মাৎ প্রয়োজনবত্যেবা বিচারেণেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নাড়ীপুরীতং-পরমাত্মস্থ স্থানেষু স্মৃপ্তস্ত জীবন্ত নিলয়নং প্রতি বিকল্পঃ। যথা বহু প্রাসাদে-ষেকো নরেন্দ্রঃ কদাচিৎ কচিল্লিলীয়তে কদাচিৎ কচিদন্যত্র, এবমেকোজীবঃ কদাচিন্নাড়ীষু কদাচিৎ পুরীততি কদাচিদব্রহ্মণীতি। যথা নিরপেক্ষা ত্রীহিষবা ক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশপ্রকৃতিতয়া শ্রুতী একার্থা বিকল্পাস্ত এবং সপ্তমীশ্রুত্যা

আকাশ (ব্রহ্ম), এই আকাশে শয়ন করেন।" আবার অত্র শ্রুতিতে অন্য প্রকার শুনাও যায়। যথা—"হে সোম্য ঋতকেতো! সেই সময়ে সংসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হয়।" "সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মায় সম্যক্ পরিষক্ত (একত্বপ্রাপ্ত) হওয়ায় বাহু ও আস্ত্রর জানিতে পারে না—বিভেদজ্ঞান থাকে না।" [তত্র...তুল্যত্বাৎ] এই সকল শ্রুতির তাৎপর্যার্থে সংশয় এই যে, শ্রুত্যানু নাড়ী, পুরীতং ও ব্রহ্ম—এগুলি কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে বা পৃথক্ পৃথক্ স্থপ্তিস্থান? অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে ও কখন ব্রহ্মে শয়ন করেন? অথবা পরস্পরানপেক্ষরূপে একই স্থপ্তিস্থান? (ভাবার্থ এই যে, জীব কি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিকল্পে স্তপ্ত হন? অথবা নাড়ীপথে পুরীতং গমন করতঃ ব্রহ্মে শয়ান হন?) পূর্বপক্ষে

নমু নৈবং সতি সপ্তমীনির্দেশো দৃশ্যতে ‘সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি’ ইতি । নৈষ দোষঃ । তত্রাপি সপ্তম্যর্থস্য গম্যমানত্বাৎ । বাক্যশেষে হি তত্রায়তনৈবৌ জীবঃ সচুপস-পতি, ইত্যাহ । ‘অতত্রায়তনমলব্ধা প্রাণমেবোপশ্রয়তে’ ইতি প্রাণশব্দেন তত্র প্রকৃতস্য সতঃ উপাদানাৎ । আয়তনঞ্চ সপ্তম্যর্থঃ । সপ্তমীনির্দেশোহপি তত্র বাক্যশেষে দৃশ্যতে ‘সতি সম্পাদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পাদ্যামহে’ ইতি । সর্বত্র চ

---

বায়তনশ্রুত্যা বৈকলিয়নার্থাঃ পরস্পরানপেক্ষা নাড়্যাদয়োহপি বিকল্পমহন্তি । যত্রাপি নাড়ীভিঃ প্রত্যবস্থ্য পুরীততি শেত ইতি নাড়ীপুরীততোঃ সমুচ্চয়-শ্রবণং তথা তাসু তদা ভবতি যদা স্পৃগুঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশুতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি নাড়ীব্রহ্মণোরাদারয়োঃ সমুচ্চয়শ্রবণং প্রাণশব্দঞ্চ ব্রহ্ম অথাস্মিন্ প্রাণে ব্রহ্মণি স জীব একধা ভবতীতি বচনাৎ তথাপ্যাসু তদা নাড়ীষু স্বপ্নো ভবতীতি চ পুরীততি শেত ইতি চ নিরপেক্ষয়োনাড়ীপুরীততো-

---

পাওয়া যায়, ঐ সকল স্থপ্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন বা ভিন্ন । অর্থাৎ বৈকলিক । ভিন্ন বা বৈকলিক হইলে ঐ সকলের একা-র্থতা স্থির থাকিতে পারে । যে সকল পদার্থ একার্থ—এক প্রয়োজনের নিমিত্ত কথিত—সে সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্প দৃষ্ট হয় । যেমন ত্রীহি ও যব প্রভৃতি । ( পুরোডাশ প্রস্তুত করণার্থ ত্রীহিযবের উপদেশ, সে নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরাপেক্ষতা নাই । উহার কেহ কাহার অপেক্ষা করে না । তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয় । বিকল্প হয় কি না, ত্রীহির দ্বারাও হয়, যবের দ্বারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত । ) সেইরূপ, ক্রতিতেও নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দেখা যায় । নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিন্যাস আছে । ( তাহাতে স্থির হয়, বুঝা যায়, স্থপ্তিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত ঐ সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত । অর্থাৎ নাড়ী গত হইলেও স্থপ্তি হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও স্থপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হইলেও স্থপ্তি হয় । ) [ নমু...বিশিষ্যতে ] যদি বল “সতা সৌম্য তদা—” এ ক্রতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে, তাহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইতেছে না । কেননা,

বিশেষবিজ্ঞানোপশয়লক্ষণং স্মৃপ্তং ন বিশিষ্যতে। তস্মাদে-  
কার্থত্বান্নাড়াদীনাং বিকল্পেন কদাচিৎ কিঞ্চিৎ স্থানং স্বাপা-  
য়োপসর্পতীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—তদভাবো নাড়ী-  
ষ্মাত্মনি চেতি। তদভাব ইতি তস্মৈ প্রকৃতস্মৈ স্বপ্নদর্শনস্তা-  
ভাবঃ স্মৃপ্তমিত্যর্থঃ। নাড়ীষ্মাত্মনি চেতি সমুচ্চয়ৈনৈতানি  
নাড়াদীনি স্বাপায়োপৈতি ন বিকল্পেনেত্যর্থঃ। কুতঃ।  
তচ্ছূতেঃ। তথা হি সর্বেষামেষাং নাড়াদীনাং তত্র তত্র  
সুপ্তিস্থানত্বং শ্রীয়েত তচ্চ সমুচ্চয়ে সংগৃহীতং ভবতি। বিকল্পে

রাধারয়েন নির্দেশান্নিরপেক্ষয়োরবাধারত্বম্। ইয়াংস্ত বিশেষঃ—কদাচিন্নাড়া  
এবাধারঃ কদাচিন্নাড়াভিঃ সঞ্চরমাগস্ত পুরীতদেব। এবং তাভিরেব সঞ্চর-  
মাগস্ত কদাচিদ্বৈক্যেবাধার ইতি সিদ্ধমাধারত্বেন নাড়ীপুরীতং পরমাষ্ট্রানামনপে-  
ক্ষত্বম্। তথা চ বিকল্পোত্রীহিববদবদ্রুহদ্রুথস্তরবধেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তে-  
ইতিভীষ্যতে। জীবঃ সমুচ্চয়ৈনৈবৈতানি নাড়াদীনি স্বাপায়োপৈতি ন বিক-  
ল্পেন। অসম্ভবিসন্ধিঃ—নিত্যবদান্নাতানাং যৎ পাক্ষিকত্বং নাম তদগত্যন্তরা-  
ভাবে কল্প্যতে। যথাহঃ—

ঐ তৃতীয়া সপ্তমী অর্থে ব্যবস্থাপিত। ঐ বাক্যের শেষে আছে, “জীব  
আয়তনােষবী অর্থাৎ আশ্রয়ােষবী ইইয়া সতে (ব্রহ্মে) উপগত হয়।”  
“অন্য কোথাও আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণে উপগত হয়।” (প্রাণ=সং  
বা ব্রহ্ম)। আয়তন বা আশ্রয় সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ। বাক্যশেষে স্পষ্ট  
সপ্তমী বিভক্তিও আছে। যথা—“সতে সম্পন্ন (একীভূত) ইইয়াও তাহারা  
জানে না যে, আমরা সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্পন্ন (একত্ব প্রাপ্ত) ইই-  
য়াছি।” বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হওয়ার নাম স্মৃপ্তি,  
তাহা সর্বত্রই সমান। (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও ব্রহ্মে, সর্বস্থানেই  
সমান, ইতর-বিশেষ নাই)। [তস্মা...স্তাৎ] ঐ সকল দেখিয়া বলা যায়,  
জীব স্মৃপ্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাষ্ট্রা এই তিনের বিকল্পিত  
বা অন্যতম স্থানে উপসর্পিত হন। এই পূর্বপক্ষের উপর বলা হইয়াছে,  
তদভাব নাড়ীতে ও আষ্ট্রায় ঘটনা হয়। তদভাব শব্দের অর্থ স্বপ্নদর্শনের  
অভাব অর্থাৎ স্মৃপ্তি। তাহা নাড়ী ও আষ্ট্রা উভয়সমুচ্চয় স্থানে হয়।  
অর্থাৎ জীব স্মৃপ্তির জন্য একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে উপগত হন।  
বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতৎ প্রভৃতিতে, এক্রপে

হেবাং পক্ষেঃ বাধঃ স্তাৎ । নহেকার্থস্বাত্মিকলো নাড়্যা-  
দীনাং ত্রীহিষবাদিবদিত্যুক্তম্ । নেত্যাচ্যতে । ন হেববিভক্তি-  
নির্দেশমাত্রেনৈকার্থত্বং বিকল্পশ্চাপত্যতি । নানার্থত্বসমুচ্চয়-  
য়োরপ্যেকবিভক্তির্নির্দেশদর্শনাৎ । প্রাসাদে শেতে পর্য্যঙ্কে  
শেত ইত্যেবমাদিষু । তথোহপি নাড়ীষু পুরীততি ত্রিগুণি চ  
স্বপিতীত্যেতদুপপাদ্যতে সমুচ্চয়ঃ । তথা চ শ্রুতিঃ ‘তাসু তদা  
ভবতি যদা স্পৃগুঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণ

এবমেবোষ্টদোষোহপি যদত্রীহিষবাক্যয়োঃ ।

বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্তা ন বিদ্যাতে ॥ ইতি ।

প্রকৃতজ্ঞত্বসাধনীভূতপুরোডাশব্যাংপ্রকৃতিতয়া হি পরস্পরানপেক্ষো ত্রীহি-  
ষবো বিহিতৌ শব্দু তচৈতৌ প্রত্যেকং পুরোডাশমভিনির্কর্তৃয়িতুম্ । তত্র যদি  
মিশ্রাভ্যাং পুরোডাশোহভিনির্কর্তব্যত পরস্পরানপেক্ষত্রীহিষববিধাতৃণী উভে  
অপি শাস্ত্রে বাধ্যয়াম্ । ন চৈতৌ প্রয়োগবচনঃ সমুচ্চৈতুমর্থতি । স হি  
যথাবিহিতান্ত্রান্তভিসমীক্ষ্য প্রবর্তমানো নৈতান্ত্রান্ত্রয়িতুং শক্নোতি মিশ্রণে  
চান্ত্রান্ত্রমেতেষাম্ । ন চাক্ষাহুরোধেন প্রধানাভ্যাসোগোসে উভে কুর্যাদিতি-  
বদ্যুক্তঃ । অশ্রুতো হত্র প্রধানাভ্যাসোহিহুরোধেন চ সোহিহুরাঃ । ন চাক্ষ-  
ভূতৈজস্বাদিগ্রহাহুরোধেন যথা প্রধানশ্চ সোমবাগন্ত্যবৃতিরেবমগ্রহাণীতি  
যুক্তম্ । সোমেন যজ্ঞেতেতি হি তত্রাপূর্ব্ববাগবিধিঃ । তত্র চ দশমুষ্টিপরিমিতস্ত  
সোমজব্রান্ত সোমমভিষুগোতি সোমমভিপ্রাবরতীতি চ বাক্যান্ত্রান্ত্রলোচনয়া  
রসস্বারেণ বাগসাধনীভূতশ্চৈজস্বাদিগ্রহাদেশেন প্রাদেশমাত্রেনৈকার্থপাত্রেণ গ্রহণানি  
পৃথক্ প্রকল্পনানি সংস্কারা বিধীয়ন্তে ন তু সোমবাগাদেশেনৈজস্বাদিগ্রহাদেশেব-  
তাশ্চোদ্যন্তে যেন তাসাং বাগনিষ্পত্তিলক্ষণৈকার্থত্বেন বিকল্পঃ স্তাৎ । ন চ  
প্রাদেশমাত্রমেকৈকমুর্দ্ধপাণ্ডঃ দশমুষ্টিপরিমিতসোমরসগ্রহণায় কল্পতে যেন

উপগত হন না । কেন-না শ্রুতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন । নাড়ী,  
পুরীতং ও সং (ত্রিগুণ) এই তিনই স্থপ্তিস্থান বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত  
আছে । সে অভিধান বা সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে  
বাধিত । [নহেকার্থস্বাৎ...ইত্যত্র] এক প্রয়োজনে কথিত ত্রীহিষবাদির  
ন্যায় স্থপ্তিরূপ এক প্রয়োজনে কথিত নাড়্যাদির বিকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত  
নহে । এক বিভক্তির নির্দেশ থাকিলেই যে একার্থ (একপ্রয়োজন) ও  
বিকল্প হয়, তাহা হয় না । নানার্থতা (অনেক প্রয়োজন বা অনেক

এবৈকধা ভবতি' ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং প্রাণস্ত চ হৃষুপ্তৌ  
প্রাবয়তি । একবাক্যোপাদানাৎ । প্রাণস্ত চ ব্রহ্মস্বং সমধি-

তুল্যার্থতয়া গ্রহণানি বিকল্পেরন। ন চ যাবদ্ব্যাক্রমেকমূৰ্দ্ধপাত্রং ব্যাপ্নোতি  
তাবদ্ব্যাক্রং গৃহীত্বা পরিশিষ্টং ত্যজ্যোতেতি যুক্ত্যতে। দশমুষ্টিপরিমিতোপাদান-  
শ্রাদ্ধার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ । এবং তদৃষ্টার্থং ভবেদযদি তৎ সৰ্বং যাগ উপযুক্ত্যতে ।  
ন চ দৃষ্টে সম্ভবতাদৃষ্টকল্পনা ত্রায়া। তস্মাৎ সকলস্ত সৌমরসস্ত যাগশেষেত্বেন  
সংস্কারহৃদাদেকৈকেন চ গ্রহণেন সকলস্ত সংস্কৰ্ত্তুমশক্যত্বাতদবয়বত্বৈকেন  
সংস্কারেহবয়বান্তরস্ত গ্রহণান্তরেন সংস্কার ইতি কার্যভেদাদগ্রহণানি সমুচ্চীয়ে-  
রন। অতএব সমুচ্চয়দর্শনং দশৈতানধ্বর্যুঃ প্রাতঃসবনে গ্রহান্ গৃহ্নাতিতি ।  
সমুচ্চয়ে চ সতি ক্রমোপ্যপদ্যতে । আশ্বিনো দশমো গৃহ্মতে তৃতীয়ো  
হুয়তে । তথৈবেন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্নাতিতি । তেযাঞ্চ সমুচ্চয়ে সতি  
যাবদ্যহ্নদ্বেশেন গৃহীতং তাবৎ তন্ত্রে দেবতায়ৈ ত্যক্তব্যমিত্যর্থাদ্যাগস্ত বৃত্ত্যা  
ভবিতব্যম্ । যদি পুনঃ পৃথক্কৃতান্ত্রপোকীকৃত্য কাঞ্চন দেবতামুদ্दिष्ट ত্যজে-  
রন পৃথক্করণানি চ দেবতোদেশাচ্চাদৃষ্টার্থা ভবেয়ুঃ । ন চ দৃষ্টে সম্ভবতাদৃষ্ট-  
কল্পনা ত্রাযোভ্যুক্তম্ । তস্মাৎ তত্র সমুচ্চয়স্তাবশ্চান্ত্রাবিদ্ধাদ্গুণানুরোধেনাপি  
প্রধানাভ্যাস আত্মীয়তে । ইহ ত্র্যাসকল্পনায়াং প্রমাণাতাবাৎ পুরোডাশদ্রব্যস্ত  
চানিয়মেন প্রকৃতদ্রব্যো যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ প্রাপ্ত এতৈকক। পরস্পরানপেক্ষা  
ত্রীহিংশ্চিৎখবংশ্চিৎ নিয়ামিকৈকার্থতয়া বিকল্পমহতঃ । ন তু নাড়ীপুরীতং  
পরমাশ্বনামনোয়ান্যনপেক্ষাণামেকনিলয়নার্থত্বসম্ভবো যেন বিকলোভবেৎ ।  
ন হ্যেকবিভক্তিনির্দেশমাত্রেনৈকার্থতা ভবতি সমুচ্চিতানামপেক্ষবিভক্তি-  
নির্দেশদর্শনাৎ । পর্য্যক্বে শেতে প্রাসাদে শেত ইতি । তস্মাদেকবিভক্তি-  
নির্দেশস্তানৈকান্তিকত্বাদন্যতোবিনিগমনা বক্তব্য। সা চোক্তা ভাষ্যকৃত্য

উদ্দেশ্য ) ও সমুচ্চয় ( যদ্বারা একই কার্য্য হুএর বা ততোধিক পদার্থের যোগ )  
এই উভয় স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় । প্রাসাদে শয়ন করে  
ও পর্য্যক্বে শয়ন করে, ইত্যাদির ন্যায় ( কখন প্রাসাদে, কখন পর্য্যক্বে,  
এরূপ বিকল্প নহে ) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রহ্মে স্তৃপ্ত হয়, এইরূপ সমুচ্চয়  
হওয়াই হুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত । শ্রুতিও হৃষুপ্তিতে নাড়ীর ও প্রাণের ( ব্রহ্মের )  
সমুচ্চয় শুনাইয়াছেন । যথা—“যখন সেই নাড়ীসমূহে, থাকেন তখন  
স্তৃপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না। অনন্তর এই প্রাণে ( পর-  
মাত্মার ) একীভূত হন ।” এ স্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ার সমুচ্চয়  
অর্থই প্রতীত হইতেছে । শ্রুতিস্থ প্রাণ-শব্দ যে ব্রহ্মের বোধক, তাহা

গতং ‘প্রাণস্তথানুগমাদ্’ ইত্যত্র । যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ স্থপ্তিস্থানত্বেন আবয়তি । ‘আত্ম তদা নাড়ীষু স্থপ্তো ভবতি’ ইতি তত্রাপি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধস্ত ব্রহ্মণোহপ্রতিষেধান্নাড়াধীদ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠত ইতি প্রতীয়তে । ন চৈবমপি নাড়ীষু সপ্তমী বিরুদ্ধ্যতে । নাড়ীভিরপি ব্রহ্মোপসর্পন্ স্থপ্ত এব নাড়ীষু ভবতি । যো হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি গত এব স গঙ্গায়াং ভবতি । অপি চাত্র রশ্মিনাড়াধীদ্বারায়ুকস্ত ব্রহ্মলোকমার্গস্ত বিবক্ষিতত্বান্নাড়াধীস্তুত্বার্থং স্থপ্তিসন্ধীৰ্ত্তনম্ । নাড়ীষু স্থপ্তো ভবতীত্যুক্ত্য ‘অতস্তং ন কশ্চন পাপুনা স্পৃশতি’ ইতি ক্রবন্ নাড়ীঃ প্রশংসতি । ব্রবীতি চ পাপুস্পর্শাভাবে হেতুঃ

“যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ স্থপ্তিস্থানত্বেন আবয়তি”ত্যানি । সাপেক্ষ-শ্রুতাহুরোধেন নিরপেক্ষশ্রুতিনেতব্যেত্যর্থঃ । শেষমতিরোহিতার্থম্ । নহু যদি ব্রহ্মৈব নিলয়নস্থানং তাবন্নাড়ীমুচ্যাতং কৃতং নাড়্যুপন্যাসেনেত্যত আহ—  
“অপি চাত্রেতি” । অপিচেতি সমুচ্চয়ে ন বিকল্পে । এতদুপপত্তিসহিতা

“প্রাণস্তথানুগমাং” সূত্রে পাওয়া গিয়াছে । [ যত্রাপি...ভবতি ] যে শ্রুতিতে নাড়ী নিরপেক্ষ ( ভিন্ন বা স্বতন্ত্র ) স্থপ্তিস্থান বলিয়া প্রতীত হয় যথা—  
“সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে স্থপ্ত হন অর্থাৎ সঞ্চরণ করেন” ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রুতান্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নিষেধ না থাকায় জীব নাড়ী সঞ্চরণ পূর্বক ব্রহ্মে গিয়া স্থপ্ত হন । এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তি বিরুদ্ধ নহে । ফলিতার্থ—নাড়ীপথে ব্রহ্মে উপসর্পিত ( অবস্থিত ) হইয়া যেন নাড়ীতেই আছেন । যে গঙ্গা দিয়া সাগরে যায়, অবশ্যই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায় । [ অপি চাত্র...ইত্যর্থঃ ] ঐ সকল শ্রুতির এ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড়ীকার রশ্মি অথবা রশ্মিসম্বন্ধ নাড়ীরূপ পথ । \* সেই কারণে নাড়ীর প্রশংসার্থ ঐরূপ নাড়ী স্থপ্তির কথন হইয়াছে । শ্রুতি “নাড়ীতে স্থপ্ত হন” এই কথার

\* মম্বোর শিরঃকপালে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরন্ধু । ঐ ব্রহ্মরন্ধু দিয়া সর্বদাই সূক্ষ্মনাড়ীসদৃশ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে । সেই জ্যোতির্ময় নাড়ী স্বর্্যালোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে ( স্বর্য়াকিরণস্পর্শ দ্বারা ) । যোগীরা প্রাণত্যাগ পূর্বক এই ব্রহ্মরন্ধু দিয়া নাড়ী গথে পরলোকগামী হন, হইয়া স্বর্য়াদি ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করেন ।



‘তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি’ ইতি। তেজসা নাড়ীগতেন পিত্তাখ্যেনাভিযাপ্তকরণে ন বাহ্যান্ বিষয়ানীকৃত ইত্যর্থঃ। অথবা তেজসা ইতি ব্রহ্মণ এবায়ং নির্দেশঃ। ঐত্যন্তরে ‘ব্রহ্মৈব তেজ এব’ ইতি তেজঃশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রযুক্তত্বাৎ। ব্রহ্মাণা হি তদা সম্পন্নো ভবতি নাড়ীদ্বারেণ অতন্তং ন কচ্চন পাপু। স্পৃশতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মসম্পত্তিশ্চ পাপাস্পর্শাভাবে হেতুঃ সমধিগতঃ। সর্বৈ পাপানোহতো নিবর্তন্তে। অপহত-

পূর্বোপপত্তিরর্থসাদিনীতি। মার্গোপদেশোপযুক্তানাং নাড়ীনাং স্তব্যর্থমত্র নাড়ীসঙ্কীৰ্ত্তনমিত্যর্থঃ। পিত্তেনাভিযাপ্তকরণে ন বাহ্যান্ বিষয়ান্ বেদেতি তদ্বারা সুখঃপ্ৰাপ্তাবেন তৎকারণপাপাদর্শনেন নাড়ীস্তুতিঃ। যদা তু তেজো-ব্রহ্ম তদা স্রগমম্। অপি চ নাড়্যঃ পুরীতদ্বা জীবন্তোপাধাধার এব ভবতী-ত্যর্থঃ। অভ্যুপেত্য জীবন্তাধেয়ত্বমিদমুক্তম্। পরমার্থতন্ত্ব ন জীবন্তাধেয়-ত্বমস্তি। তথাহি—নাড়্যঃ পুরীতদ্বা জীবন্তোপাধীনাং করণানামাশ্রয়ঃ। জীবন্ত ব্রহ্মব্যতিরেকাৎ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠঃ। ন চাপি ব্রহ্মজীবন্তাধারস্তাদাত্মাদ্বিকল্প্য তু ব্যতিরেকং ব্রহ্মণ আধারত্বমুচ্যতে জীবন্ত্রতি। তথা চ সুষুপ্তাবস্থায়ামুপা-ধীনামসমুদাচারাজীবন্ত ব্রহ্মাত্মত্বমেব ব্রহ্মাধারত্বং ন তু নাড়ীপুরীতদাধারত্বম্। তদুপাধিকরণমাত্রাধারতরা তু সুষুপ্তদশারম্ভায় জীবন্ত নাড়ীপুরীতদাধারত্বমিত্য-

পর “সেই কারণে কোনও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না” এইরূপ বলিয়া নাড়ীরই প্রশংসা করিয়াছেন। যে কারণে পাপস্পর্শ হয় না তাহাও বলিয়াছেন। যথা—“সেই কালে তিনি তেজঃসম্পন্ন হন।” অভিপ্রায় এই যে, নাড়ীগত পিত্তনামক তেজোদ্বারা তাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় অভিভূত হয়, সেই কারণে সে আর বাহ্যিক বিষয় ঈক্ষণে সমর্থ থাকে না। অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান-রহিত হয়। অথবা এরূপ বলিতেও পার যে, তেজঃ শব্দে ব্রহ্ম, নাড়ী সঞ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাতে সম্পন্ন অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (যেত বিজ্ঞানও রহিত হয়)। তেজঃ শব্দের ব্রহ্মার্থতা ঐত্যন্তর প্রসিদ্ধ। দেখ, “ব্রহ্মই তেজ।” এই ঐতিহ্যে ব্রহ্মে তেজঃ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। [ব্রহ্ম...ঐতিভ্যঃ] পাপ স্পর্শ না হওয়ার কারণ ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া। ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, এ-তথ্য “বেহেতু এই

পাপা ছেব ব্রহ্মলোকঃ’ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । এবঞ্চ সতি  
প্রদেশান্তরপ্রসিক্তেন ব্রহ্মণা স্থপ্তিস্থানেনানুগতো নাড়ীনাং  
য়ঃ সমাপ্রিতো ভবতি । তথা পুরীততোহপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং  
দক্ষীর্তনাং তদনুগুণমেব স্থপ্তিস্থানং বিজ্ঞায়তে । ‘য এষো-  
হস্তর্হৃদয় আকাশস্তন্মিনু শেতে’ ইতি হৃদয়াকাশে স্থপ্তিস্থানে  
প্রকৃতে ইদমুচ্যতে ‘পুরীততি শেতে’ ইতি । পুরীতদিত্তি  
হৃদয়পরিবেষ্টনমুচ্যতে, তদনুস্বর্ত্তিগুপি হৃদয়াকাশে শয়ানঃ  
প্রাকারে পুরীততি শেত ইতি বক্তব্যম্ । প্রাকারপরিষ্কিপ্তেহপি  
হি পুরে বর্ত্তমানঃ প্রাকারে বর্ত্তত ইত্যুচ্যতে । হৃদয়াকাশস্ত  
চ ব্রহ্মস্বং সমধিগতং ‘দহর উত্তরেভ্যঃ’ ইত্যত্র । তথা নাড়ী-  
পুরীতং সমুচ্চয়োহপি ‘তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে’

ব্রহ্মলোক নিষ্পাপ—সেই হেতু সমুদায় পাপ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয় ।”  
এই শ্রুতির দ্বারা জানা গিয়াছে । [ এবঞ্চ...ইত্যত্র ] তাহাতে সিদ্ধান্তলাভ  
হয় যে, প্রদেশান্তরপ্রসিক্ত ব্রহ্মই স্থপ্তিস্থান, নাড়ীসমূহ তাহার অনুবল ( দ্বার-  
স্বরূপ ) মাত্র । অপিচ, ব্রহ্মের প্রস্তাবে পুরীততের কখন থাকায় জানা যায়,  
পুরীতং স্থপ্তিস্থানটী ব্রহ্মেরই অনুগুণ ( ব্রহ্ম গমনের উপায় ) । “এই যে,  
হৃদয়াস্তর্কর্ত্তী আকাশ, জীব এই আকাশে স্থপ্ত হয় ।” শ্রুতি এইরূপে  
হৃদয়াকাশকে স্থপ্তিস্থান বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, পরে ঐ প্রস্তাবেই  
বলিয়াছেন “পুরীততে শয়ন করে ও স্থপ্ত হয় ।” পুরীতং শব্দে হৃদয়বেষ্টন ।  
যে তন্মধ্যগত আকাশে শয়ন করে, অবশ্যই বলা যায় সে পুরীততে  
শয়ন করে । যে প্রাকারপরিবেষ্টিত পুরে বিরাজ করে, অবশ্যই বলা  
যায়, সে প্রাকারে বিরাজ করে । হৃদয়াকাশ-শব্দে ব্রহ্ম, ইহা “দহর  
উত্তরেভ্যঃ” শব্দে পাওয়া গিয়াছে । [ তথা...স্থানম্ ] “নাড়ীর দ্বারা প্রতি  
গমন করে, করিয়া পুরীততে স্থপ্ত হয় ।” এই শ্রুতিতে একত্র কখন হেতু  
নাড়ীপুরীততের সমুচ্চয়ই প্রতীত হয়, বিকল্প প্রতীত হয় না । সতের ও  
প্রোক্ত ব্রহ্মতা সর্বত্র প্রসিক্ত অর্থাৎ সমুদায় স্থলেই সং শব্দে ও প্রোক্ত  
শব্দে ব্রহ্ম বুঝায় । ঐ সকল শ্রুতিতে নাড়ী, পুরীতং ও ব্রহ্ম, এই  
তিনই স্থপ্তিস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তন্মধ্যে নাড়ী ও  
পুরীতং এই দুইটী স্থপ্তিস্থান ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ । বস্তুতঃ ব্রহ্মই স্থপ্তির

ইত্যেকবাক্যোপাদানাদবগম্যতে । সৎপ্রাজ্ঞয়োশ্চ প্রসিদ্ধমেব  
ব্রহ্মত্বমেতাস্থ শ্রুতিষু—ত্রীণ্যেব স্থপ্তিস্থানানি সঙ্কীৰ্ত্তিতানি  
নাড়্যঃ পুরীতদ্ব্রহ্ম চ ইতি । তত্রাপি চ দ্বারমাত্রং নাড়্যঃ  
পুরীতচ্চ । ব্রহ্মৈব ত্বেকমনপায়ি স্থপ্তিস্থানম্ । অপি চ  
নাড়্যঃ পুরীতত্বা জীবস্তোপাধ্যাধার এব ভবতি, তত্রাস্থ  
করণানি বর্তন্ত ইতি । ন হ্যুপাধিসম্বন্ধমন্তরেণ স্বত এব  
জীবস্তাধারঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি ব্রহ্মাব্যতিরেকেণ স্বমহিমপ্রতি  
ষ্ঠিতত্বাৎ । ব্রহ্মাধারত্বমপ্যস্তু স্বযুগ্মে নৈবাধারাদ্ধেয়ভেদাভি-  
প্রায়েণোচ্যতে কথং তর্হি তাদাত্ম্যভিপ্রায়েণ যত আহ 'সতা  
সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি । স্বশ-  
ব্দেনাত্ম্যভিলপ্যতে । স্বরূপমাপন্নঃ স্বযুগ্মো ভবতীত্যর্থঃ ।  
অপি চ ন কদাচিজীবস্ত ব্রহ্মণা সম্পত্তির্নাস্তি স্বরূপস্থান-  
পায়িত্বাৎ । স্বপ্নজাগরিতয়োস্তূপাধিসম্পর্কবশাৎ পররূপা-

---

তূল্যার্থতয়া ন বিকল্প ইতি । “অপি চ ন কদাচিজীবস্তেতি” । ঔৎসর্গিকঃ  
ব্রহ্মস্বরূপস্বং জীবস্তাসতি জাগ্রৎস্বপ্নদশাক্রুপেহপবাদে স্বযুগ্মাবস্থায়ান্ নান্য-

---

অনপায়ী ( অনশ্বর ) মুখ্য বা অধিতীয় স্থান । [ অপিচ...ভবতীত্যর্থঃ ] আরও  
দেখ, নাড়ীই হউক, আর পুরীতৎ-ই হউক, যাহা জীবোপাধির আধার  
বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে অবশ্যই তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিবেক ।  
কিন্তু উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অসম্ভব । কারণ, জীব  
উপাধিশূন্য হইলেই ব্রহ্মাভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ( বির-  
জিত ) । ( অভিপ্রায় এই যে, স্বযুগ্মিতে উপাধির লয় হয়, স্বতরাং ব্রহ্ম  
ব্যতীত অস্ত কিছু—পুরীতৎ অথবা নাড়ী মুখ্য স্থপ্তিস্থান হইতে পারে না ) ।  
বলিতে পার যে, জীবের ব্রহ্মাধারত্বও সম্ভবে না । কেন-না, যে জীব, সেই  
ব্রহ্ম, অথচ স্বযুগ্মিতে আধারাদ্ধের ভাবের ভেদ কখন দৃষ্ট হয় । সে  
ভেদ প্রকৃত হইলে তাদাত্ম্য-শ্রুতির গতি কি হইবে ? তাদাত্ম্য বা  
অভেদ-শ্রুতি যথা—“হে সোম্য ! জীব সেই সময়ে সত্তের ( ব্রহ্মের )  
সহিত সম্পন্ন বা অভিন্ন হয় ।—স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় স্থপ্ত হয় ।”  
[ অপিচ...ইত্যবুক্ষম্ ] অস্ত্র কথা এই যে, যাহা যাহার স্বরূপ তাহা তাহ

পত্তিমিবাপেক্ষ্য তদুপশমমাত্রাৎ সুষুপ্তে স্বরূপাপত্তির্বি-  
বক্ষ্যতে। অতঃ সুষুপ্তাবস্থায় কদাচিৎ সতা সম্পাদ্যতে  
কদাচিৎ ন.সম্পাদ্যত ইত্যুক্তম্। অপি চ স্থানবিকল্পাভ্যুপ-  
গমেহপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং তাবৎ সুষুপ্তং ন কচি-  
দ্বিশিষ্যতে তত্র সতি সম্পন্নস্তাবদেকত্বাৎ নঃবিজ্ঞানাভীতি  
যুক্তং ‘তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ’ ইতি শ্রুতেঃ। নাড়ীষু  
পূরীততি চ শয়ানস্ত ন কিঞ্চিদবিজ্ঞানে কারণং শক্যং  
বিজ্ঞাতুং ভেদবিষয়ত্বাৎ ‘যত্র বায়ুদিব স্তাৎ তত্রাত্মোহন্তঃ-

য়িতুং শক্যমিত্যর্থঃ। অপি চ যেহপি স্থানবিকল্পমাহ্বিত তৈরপি বিশেষ-  
বিজ্ঞানোপশমলক্ষণা সুষুপ্তাবস্থাস্বীকর্তব্য। ন চেয়মাত্মতাদাত্ম্যং বিনা নাড়্যা-  
দিষু পরমাত্মব্যতিরিক্তেষু স্থানেষুপপাদ্যতে। তত্র হি স্থিতোহয়ং জীব আত্ম-  
ব্যতিরেকাভিমানী সন্নবস্ত্বং বিশেষজ্ঞানবান্ ভবেৎ। তথাহি শ্রুতিঃ ‘যত্র  
বানাদিব স্তাত্ত্রান্যান্যাপ্তে’দিতি। আত্মস্থানবো’দ্যদোষঃ। ‘যত্র যত্র  
সর্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্যেদ্বিজানীয়াৎ’দিতি শ্রুতেঃ। তন্মাদপ্যাত্ম-  
স্থানবস্ত্ব দ্বারং নাড়্যাদীত্যাহ—“অপি চ স্থানবিকল্পাভ্যুপগমেহপি”তি। অত্র

হইতে চ্যুত হয় না বলিয়া যে কোনও কালে জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি  
হওয়া নাই, এমনত নহে। স্বপ্নে ও জাগ্রতে উপাধিসম্পর্ক থাকায়  
পররূপাপত্তির আয় থাকেন, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহার উপশম (অভাব) হয়।  
তাহাই তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তি ও সংসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাই শ্রুতির  
বিবক্ষিত। অতএব, সুষুপ্তাবস্থায় কখন সংসম্পন্ন ও কখন সংসম্পন্ন  
নহে, এ কথা অযুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত। (যখন নাড়ীতে ও পূরীততে  
সুপ্তি, তখন সংসম্পন্ন নহেন) [অপিচ...শ্রুতেঃ] ইচ্ছা হয় স্থানবিকল্প  
(হয় নাড়ী স্থানে না হয় পূরীততে সুপ্তি হয় ইহা) স্বীকার কর,  
কিন্তু তাহাতে বিশেষবিজ্ঞাননিরুক্তিরূপ সুষুপ্তির বিশেষ (ভেদ) হইবে  
না। সর্বত্রই একত্ব ও সংসম্পন্নতা হেতু বিশেষবিজ্ঞান রহিত হয়,  
ইহাই যুক্তি ও শ্রুতি উভয়সিদ্ধ। শ্রুতি যথা—“সে সময়ে কে কি  
দিয়া কি দেখিবে?” ইত্যাদি। নাড়ীতে ও পূরীততে (জদয়বেষ্টনা-  
স্তরে) শয়ন করিলে যে বিশেষবিজ্ঞান থাকিবে না, তৎপ্রতি কোন কারণ  
নাই। আত্মৈকত্ব ব্যতীত অন্য সমস্তই ভেদের বিষয়—ভেদ জ্ঞানের

পশ্যেৎ' ইতি শ্রুতেঃ । নহু ভেদবিষয়স্তাপ্যতিদূরাদিকারণ-  
মবিজ্ঞানে স্তাৎ । বাচ্যমেবং স্তাৎ যদি জীবঃ স্বতঃ পরিচ্ছি-  
মোহভ্যুপগম্যেত যথা বিষ্ণুমিত্রঃ প্রবাসী স্বগৃহং ন পশ্য-  
তীতি ন তু জীবস্তোপাধিব্যাতিরেকেণ পরিচ্ছেদো বিদ্যতে ।  
উপাধিগতমেবাতিদূরাদিকারণমবিজ্ঞান ইতি যদ্ব্যচ্যেত, তথা-  
প্যুপাধেরূপশাস্ত্রাৎ সত্যেব সম্প্রমো ন বিজ্ঞানাতীতি  
যুক্তম্ । ন চ বয়মিহ তুল্যবৎ নাড়্যাদিসমুচ্চয়ং প্রতিপাদ-  
য়ামঃ । ন হি নাড়্যঃ স্থপ্তিস্থানং পুরীতক্ষেত্যানেন বিজ্ঞানেন  
কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তু । ন হেতদ্বিজ্ঞানপ্রতিবন্ধং ফলং

চোদয়তি—“নহু ভেদবিষয়স্তাপী”তি । ভিদ্যত ইতি ভেদঃ । ভিদ্যমান-  
স্তাপি বিষয়স্তেত্যর্থঃ । পরিহরতি—“বাচ্যমেবং স্তাদি”তি । ন তাবজীবস্তাতি  
স্বতঃপরিচ্ছেদস্তত্ত্ব ব্রহ্মাত্মনো বিভূত্বাৎ । উপাধিকে তু পরিচ্ছেদে যত্রো-  
পাধিরসন্নিহিতস্তত্ত্বাত্মং ন জানীয়াম তু সৰ্ব্বম্ । ন হসন্নিধানং স্তমেকম-  
বিদ্বান্ দেবদত্তঃ সন্নিহিতমপি ন বেদ । তস্মাৎ সৰ্ব্ববিশেষবিজ্ঞানপ্রত্যন্তময়ীং  
সুপ্তিং প্রসাধয়ত। তদাস্ত সৰ্ব্বোপাধাপসংহারো বক্তব্যঃ । তথা চ সিদ্ধমস্ত  
তদা ব্রহ্মাত্মমিত্যর্থঃ । গুণপ্রধানভাবেন সমুচ্চয়ো ন সমপ্রধানতয়াগ্নেয়াদি-  
বদিতি বদন্ বিকল্পমপ্যাপকরোতি । “ন চ বয়মিহে”তি । স্বাধ্যায়াধ্যয়ন-

স্থান । শ্রুতিও বলিয়াছেন, “আত্মা যে-সময়ে অন্যের ন্যায় থাকেন বা  
হন সেই সময়ে অন্য হইয়া অন্য দর্শন করেন ।” [নহু ভেদ...যুক্তম্] যদি  
বল, বৈতাজ্ঞানের প্রতি দূরত্বাদি কারণ থাকিতে পারে, দূরত্বাদি দোষেই  
বৈত অজ্ঞাত থাকিতে পারে, তাহাতে আমরা বলিব, তাহা সত্য বটে;  
পরন্তু জীবের সৰ্ব্বত্ব তাহা স্বাভাবিক নহে । বিষ্ণুমিত্র দূরদেশে, সে জন্ত  
সে আপন গৃহ দেখে না । কিন্তু জীব সেরূপ দূরবর্তী নহে । জীবের  
সৰ্ব্বত্ব নিরম এই যে, দৃষ্ট হইতে যে ব্রহ্মার দূরবর্তিত্ব তাহা উপাধিক ।  
কেন-না, জীব স্বতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে; উপাধির দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন । যদি  
উপাধি-নিষ্ঠ দূরত্ব তাদৃশ অবিজ্ঞানের কারণ, ইহা স্বীকার কর, তাহা  
হইলে মানিতে হইবেক, প্রদর্শিতস্থলে উপাধি নাই । উপাধি উপশান্ত  
হইয়াছে, সুতরাং সংস্পর্শ (বন্ধসম্পর্শ) হওয়ার বৈতাত্তব্যবশতঃই  
তৎকালে বৈতজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না । [ন চ...স্থপ্তিস্থানম্]

কিঞ্চিৎ প্রীয়তে। নাপ্যেতদ্বিজ্ঞানং ফলবতঃ কশ্চিদ্ভয়প-  
দিশ্যতে। ব্রহ্ম জনপায়ী স্থপ্তিস্থানমিত্যেতৎ প্রতিপাদয়ামঃ।  
তেন তু বিজ্ঞানেন প্রয়োজনমস্তু। জীবন্ত ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণং  
স্বপ্নজাগরিতব্যবহারবিমুক্তত্বাবধারণঞ্চ। তস্মাদাত্মৈব স্থপ্তি-  
স্থানম্ ॥ ৭ ॥

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ ॥ ৮ ॥\*

যস্মাচ্চাত্মৈব স্থপ্তিস্থানমত এব কারণাৎ নিত্যবদেবাহ-  
স্মাদাত্মনঃ প্রবোধঃ স্বাপাধিকারে শিষ্যতে। কুত এতদাগাদি-

বিধাপাদিতপুরুষার্থত্বস্ত বেদরাশেরেকেনাপি বর্ণেন নাপুরুষার্থেন ভবিতুং  
যুক্তম্। ন চ স্বপ্নাবস্থায় জীবন্ত স্বরূপেণ নাড়্যাদিস্থানত্বপ্রতিপাদনে  
কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ব্রহ্মভূয়প্রতিপাদনে স্তুতি। তস্মান্ সমপ্রধানভাবেন  
সমুচ্চয়ো নাপি বিকল্প ইতি ভাবঃ। নীতার্থমন্ত্য।

কিঞ্চ ব্রহ্মণঃ সকাশাচ্চীবন্তোত্থানক্ৰতেব্রহ্মৈব স্থপ্তিস্থানমিত্যাহ স্বত্র-

শেষ কথা এই যে, আমরা নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চরতা মুখ্যরূপে প্রতি-  
পাদন করি না। কেন-না, নাড়ী! স্থপ্তিস্থান? কি পুরীতং স্থপ্তিস্থান?  
ইহা জানিবার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই। তদ্বিজ্ঞানের কোনরূপ ফলও  
নাই এবং তাহা কোন ফলপ্রদ পদার্থের অন্তর্গত নহে। একমাত্র ব্রহ্মই  
অনপায়ী স্থপ্তিস্থান, এতাবৎ মাত্র তত্ত্ব আমাদের প্রতিপাদ্য এবং তাহাই  
জানিবার প্রয়োজন। উহাতে জীবের ব্রহ্মাত্মতা নিশ্চয় ও স্বপ্ন-জাগ্রৎ-  
ব্যবহার হইতে তিনি মুক্ত হন, এ নিশ্চয়, এই হই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।  
এই সকল কারণে স্বীকার্য্য হয়, আত্মাই স্থপ্তিস্থান।

বেহেতু আত্মাই স্থপ্তিস্থান, সেই হেতু বা সেই কারণে ক্রতি স্বপ্না-  
ধিকারে নিত্য নিরমিতরূপে আত্মা হইতে প্রবৃত্ত (জাগ্রৎ স্বপ্না) হওয়া  
উপদেশ করিয়াছেন। “এ সকল আবার কোথা হইতে আসিল?” এই  
প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে ক্রতি বলিয়াছেন “বেমন অগ্নি হইতে স্কৃত স্কৃত

\* অতঃ অন্তঃ কারণাৎ আত্মনঃ স্থপ্তিস্থানবাদিতার্থঃ। অন্তঃ আত্মন এব প্রবোধঃ  
ভাবিত্তি যোক্তব্য।—বেহেতু আত্মাই স্থপ্তিস্থান—আত্মাতে (আপনার স্বরূপে) হস্ত হয়, সেই  
হেতু আত্মা হইতেই প্রবৃত্ত বা উৎপত্তি হয়।

ত্যস্ত প্রাপ্তস্ত প্রতিবচনাবসরে 'যথার্থে: ক্ষুদ্রা বিক্ষুব্ধা  
ব্যাক্রান্ত্যেবমেবৈতন্মাদান্ননঃ সৰ্ব্বৈ প্রাণাঃ' ইত্যাদি। 'সত  
আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে' ইতি চ। বিকল্যামানেষু  
তু স্থপ্তিস্থানেষু কদাচিৎ নাড়ীভ্যঃ প্রতিবুধ্যতে কদাচিৎ  
পুরীততঃ কদাচিদান্নন ইত্যশাসিষ্যৎ। তন্মাদপ্যাত্মৈব তু  
স্থপ্তিস্থানমিতি ॥ ৮ ॥

স এব তু কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥\*

তস্মাঃ পুনঃ সংসম্পত্তেঃ প্রতিবুধ্যমানঃ কিং য এব সং-  
সম্পন্নঃ স এব প্রতিবুধ্যতে উতাত্তো বেতি চিন্ত্যতে। তত্র

কার:—অতঃ প্রবোধ ইতি। নাড়ীপুরীততোঃ কাপ্যথানাপাদনত্বাপ্রবণাৎ  
ন স্থপ্তিস্থানমিতিার্থঃ। তন্মাদুপাধিলয়ে জীবন্ত ব্রহ্মভেদাদোপাধিক এব ভেদ  
ইতি বিবেকান্ব্যাকাৰ্থাভেদসিদ্ধিরিতি স্থিতম্। ইতি রত্নপ্রভা।

যদ্যপীশ্বরাদভিন্নো জীবন্তথাপ্যুপাধ্যবচ্ছেদেন ভেদঃ বিবক্ষিত্বাহিকরণ-  
স্তরারম্ভঃ। স এবতি হুঃসম্পাদমিতি স বাস্তো বেতীশ্বরোবেতি সম্ভবমাত্রে-

ক্ষুদ্রলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ, আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়)  
বহিরাগত হয়।" ইত্যাদি। "সং (ব্রহ্ম) হইতে আসিয়াও জানিতে  
পারে না যে আমরা সং হইতে আসিয়াছি।" ইত্যাদি। [বিকল্য...  
স্থানমিতি] স্থপ্তিস্থান যদি বিকলিত হইত, পৃথক্ পৃথক্ হইত (কখন  
হয় নাড়ী, কখন পুরীতং হইত), তাহা হইলে শাস্ত্রও বলিতেন যে, কখন  
নাড়ীস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উখিত হয়, কখন বা পুরীতং হইতে  
প্রবুদ্ধ হয়, উখিত হয়। কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন নাই। অতএব, আত্মাই  
স্থপ্তিস্থান, ইহা অশংসিত সিদ্ধান্ত।

বলা হইল, জীব স্থপ্তিতে সংসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক  
হইয়া যায়, এবং পুনর্বার তাহা হইতে উখিত বা প্রতিবুদ্ধ হয়। এই  
স্থানে প্রশ্ন এই যে, যে সংসম্পন্ন হয় সে-ই কি প্রতিবুদ্ধ হয়? অথবা  
অন্য কেহ হয়? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, অনিয়ম—তাহার কোন নিয়ম

\* যঃ সংসম্পন্নঃ স্তাৎ স এবোখিতঃ প্রতিবুদ্ধোবা। স্যামিতি কর্মানুস্মৃতিভির্কিঙ্কর্যতে।  
কর্মণোহনুস্মরণাৎ লক্ষ্যং (লক্ষ্যঃ শাস্ত্রং) বিদ্যাবিধেধেতি বিভাগঃ।—যে সংসম্পন্ন হয়,  
পরমাত্মায় একীভূত বা লীন হয়, সে-ই উখিত হয়, অল্প কেহ নুতন হয় বা।

প্রাপ্তং তাবৎ অনিয়ম ইতি । কূতঃ । যদা হি জলরাশৌ  
কশিচ্ছলবিন্দুঃ প্রক্ষিপ্যতে জলরাশিরেব স তদা ভবতি ।  
পুনস্তদুচ্ছরণে স এব জলবিন্দুর্ভবতীতি ছুঃসম্পাদম্ । তদ্বৎ  
সুপ্তঃ পরৈকৈকত্বাপন্নঃ সম্প্রদীদতি ন স এব পুনরুৎপাদ্য-  
মহতি । তস্মাৎ স এবেশ্বরো বাঁহ্যো বা জীবঃ প্রতিবুধ্যত  
ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ । স এব তু জীবঃ সুপ্তঃ স্বাস্থ্যং গতঃ  
পুনরুৎপাদ্যতি নান্যঃ । কস্মাৎ । কস্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যাঃ ।  
বিভজ্য হেতুন্ দর্শয়িষ্যামি । কস্মশেষানুষ্ঠানদর্শনাৎ তাবৎ স  
এবোৎপাদ্যমহতি নান্যঃ । তথা হি পূর্বেছ্যরনুষ্ঠিতস্ত কস্মণো-  
হপরেছ্যঃ শেষমনুষ্ঠিত্ত্বং দৃশ্যতে । ন চাত্মেন সামিকৃতস্ত  
কস্মণোহন্তঃ শেষক্রিয়ায়াং প্রবর্তিত্ত্বমহত্যতিপ্রসঙ্গাৎ । তস্মা-  
দেব এব পূর্বেছ্যরপরেছ্যশ্চৈকস্ত কস্মণঃ কৰ্ত্তেতি গম্যতে ।

গোপভাসঃ । ন হি তস্ত শুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাবিদ্যাকৃতব্যুত্থানসম্ভবঃ । অত এব  
বিমর্শাবসরেহস্তানুপভাসঃ । যদ্বি দ্বাহাদিনির্ভরত্বনিয়মে কস্ম পুংস্চোদিতঃ  
কস্ম তস্ত পূর্বেছ্যরনুষ্ঠিতস্তান্তি স্থিতিরिति বক্তব্যেহহঃ প্রত্যভিজ্ঞানসূচনার্থঃ ।

নাই । কেন ? তাহা বলিতেছি । [ যদা...মাহ ] যখন কোন জলরাশিতে  
বিন্দুপরিমিত জল প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন সেই প্রক্ষিপ্ত জল জলরাশিসম্পন্ন হয়  
অর্থাৎ জলরাশি হইয়াই যায় । পরে যদি সেই জলরাশি হইতে জলবিন্দু  
উঠান যায়, তাহা হইলে সে জলবিন্দু - যে জলবিন্দু পূর্বেপ্রক্ষিপ্ত সেই জলবিন্দু,  
অন্ত জলবিন্দু নহে, তাহা নিশ্চয় করা ছুঃসাধ্য । অর্থাৎ সে জলবিন্দু উঠে  
না । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, সুপ্ত জীব সংসম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মার  
সহিত একীভূত হওয়ার পর যখন প্রতিবোধ বা পুনর্জাগ্রৎ ( উত্থান )  
আইসে, তখন, যে সুপ্ত হইয়াছিল সেই যে প্রতিবুদ্ধ বা উখিত হয়,  
তাহা হয় না । এই পূর্বেপক্ষের সমাধানার্থ এই সূত্র ( স এব—ইত্যাদি ) বলা  
হইল । [ স এব...দর্শয়িষ্যামি ] সেই জীবই অগ্রে সুপ্ত, পরে স্বাস্থ্যলাভ  
করিয়া পুনঃ প্রবুদ্ধ বা পুনরুৎপাদিত হয় । অন্ত অভিনব কেহ উখিত হয় না ।  
তৎপ্রতি হেতু কস্ম, অনুস্মরণ, শব্দ ও বিধি ( কৰ্ম্মের ও উপাসনার  
বিধান ) । এই সকল হেতু বিভাগপূর্বক দর্শিত হইতেছে । [ কস্ম...  
গম্যতে ] যেহেতু কৰ্ম্মের শেষ অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেই হেতু



ইতচ্চ স এবোত্তিষ্ঠতি যৎকারণমতীতে হহম্মহমমোহজ্ঞা-  
মিতি পূর্বানুভূতস্য পশ্চাৎ স্মরণমন্তোথানে নোপপ-  
দ্যতে । ন হ্যনুদৃষ্টমন্তোহনুস্মর্তুমহতি । ‘সোহহম্মি’ ইতি  
চান্নানুস্মরণমাস্মান্তরোথানে নাবকল্পতে । শব্দেভ্যশ্চ তস্মৈ-  
বোথানমবগম্যতে ‘তথা হি পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ং প্রতিযোক্তা  
দ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈবেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহরহগচ্ছন্ত্য এতং  
ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি । ও ইহ ব্যাত্রো বা সিংহো বা বৃকো

অতএব সোহমস্মিত্যুক্তম্ । “পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ং প্রতিযোক্তা দ্রবতী”তি ।  
অননন্স্ম আয়ঃ । নিয়মেন গমনং ন্যায়ঃ । জীবঃ প্রতিন্যায়ং সম্প্রসাদে  
স্বপ্নাবস্থায়ঃ বুদ্ধান্তায়াদ্রবতি আগচ্ছতি । প্রতিযোনি বোহি ব্যাস্থযোনিঃ  
স্বপ্নো বুদ্ধান্তমাগচ্ছন স ব্যাত্র এব ভবতি ন জাতান্তরম্ । তদিস্মৃত্যম্ ।  
“ত ইহ ব্যাত্রো বা সিংহো বা”তি । “অথ তত্র স্তপ উত্তিষ্ঠতী”তি । যো

তাহারই উত্থান, অন্যের নহে । দেখ, যে পূৰ্ণ দিবসে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান  
বা আরম্ভ করিয়াছে, পর দিবসে সে-ই সে কৰ্ম্মের শেষ করে ।  
অজ্ঞকৃত কৰ্ম্মের শেষ করিতে অন্যের প্রবৃত্তি হইবে কেন ? হয়  
বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবেক । অতএব, পূৰ্ণদিবসে অনুষ্ঠিত  
একই কৰ্ম্ম এবং তাহার কৰ্ত্তাও এক । [ ইতচ্চ...কল্পতে ] যে স্তপ  
হয়, সেই যে পুনরুত্থিত হয়, এতৎপ্রতি অন্য হেতু এই যে, পূৰ্ণ-দিবসে  
“আমি দেখিয়াছি,” এতদ্রূপ অনুভব করিয়া পর দিবসে তাহার স্মরণ  
করে—“আমি ইহা দেখিয়াছিলাম ।” এ অনুস্মরণ অন্যের উত্থানে সঙ্গত  
হয় না । একের দৃষ্ট বস্তু অন্য স্মরণ করিতে পারে না । “সেই আমি—সেই  
আমি আজও আছি” এই যে আত্মানুস্মরণ, এ অনুস্মরণও আত্মান্তরের  
উত্থানে উৎপন্ন হইতে পারে না । [ শব্দেভ্যশ্চ...মীযুঃ ] স্তপ আত্মারই উত্থান,  
আত্মান্তরের নহে, ইহা শব্দ অর্থাৎ প্রতিবাক্যের দ্বারাও জানা যায় ।  
যথা—“স্বপ্নে পুরুষ জাগরণের উদ্দেশে পুনর্বার যেভাবে সেই সেই  
ইন্দ্রিয়দ্বানে গমন করে সেইরূপে প্রতি যোনিতে আগমন করেন ।” “এই  
সকল প্রজা প্রত্যহই এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে অথচ জানে না  
যে আমরা ব্রহ্মলাভ করিতেছি ।” “পূৰ্ণপ্রবোধে যে যেৰূপ ছিল,—  
সিংহ, ব্যাত্র, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক,—যে যেৰূপ ছিল,  
পরপ্রবোধে সে তাহাই হয় ।” স্বপ্নাধিকারে পরিপক্ক এই সকল শব্দ

বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা  
 যদ্যন্তবন্তি তত্তদা ভবন্তি' ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ স্বাপপ্রবোধা-  
 ধিকারে পঠিতা নান্নাস্তরোথানে সামঞ্জস্যমীযুঃ। কৰ্মবিদ্যা-  
 বিধিত্যশ্চৈবমেব গম্যতে। অত্থা হি কৰ্মবিদ্যাবিধয়োহন-  
 র্থকাঃ স্যুঃ। অন্তোথানপক্ষে হি স্তৃপ্তমাত্রোমুচ্যত ইত্যা-  
 দ্যেত। এবং চেৎ স্ত্রাৎ, বদ কিং কালান্তরফলেন কৰ্মণা  
 বিদ্যা বা কৃতং স্ত্রাৎ। অপি চান্তোথানপক্ষে যদি তাব-  
 চ্ছরীরাস্তরে ব্যবহারমাণো জীব উত্তিষ্ঠেৎ তদ্ব্যবহারলোপ-  
 প্রসঙ্গঃ স্ত্রাৎ। অথ তত্র স্তৃপ্ত উত্তিষ্ঠেত কল্পনানর্থক্যং স্ত্রাৎ।  
 যো হি যস্মিন্ শরীরে স্তৃপ্তঃ স তস্মিন্মোত্তিষ্ঠতি, অস্তস্মিন্  
 শরীরে স্তৃপ্তোহস্মিন্মুত্তিষ্ঠতি ইতি কোহস্ত্রাং কল্পনায়াং  
 লাভঃ স্ত্রাৎ। অথ মুক্ত উত্তিষ্ঠেৎ অন্তবান্মোক্ষ আপদ্যেত।

হি জীবঃ স্তৃপ্তঃ স শরীরান্তর উত্তিষ্ঠতি। শরীরান্তরগতস্ত স্তৃপ্তজীবসম্বন্ধিনি  
 আত্মান্তরের উত্থানে সঙ্গত হয় না। [কৰ্ম...কৃতং স্ত্রাৎ] কৰ্মের ও  
 উপাসনার বা জ্ঞানের বিধান থাকাতোও স্তৃপ্তের উত্থান নিশ্চিত হয়।  
 যদি স্তৃপ্তের উত্থান না হইয়া আত্মান্তরের উত্থান নিশ্চিত হয়, তাহা  
 হইলে কৰ্মবিধি ও বিদ্যাবিধি ব্যর্থ হইবে। যাহাদের মতে অন্যের  
 উত্থান, তাহাদের কৰ্ম অথবা জ্ঞান কিছুই প্রয়োজন হয় না। কেননা,  
 স্তৃপ্তি হইলেই মুক্তি (পুনর্জন্মনাশ) হয়। স্তৃপ্তিই শেষ, এরূপ হইলে  
 কালান্তরফল কৰ্মের ও উপাসনার প্রয়োজন কি? লোকে কেন সে সকল  
 কষ্টকর অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? [অপি চান্যো...নান্য ইতি] যে স্তৃপ্ত  
 হয় তাহার উত্থান হয় না, নূতনের উত্থান হয়, এতৎপক্ষে—শরীরান্তর  
 ব্যবহারী জীবেরই উত্থান সম্ভব, স্তৃপ্তরাং সে পক্ষে ব্যবহার লোপ প্রাপ্তি  
 দোষ আছে। যদি বল তাহা নহে, স্তৃপ্ত জীবই উঠে, প্রবৃত্ত হয়,  
 তাহা হইলে ঐ কল্পনা নিরর্থক হইবে। যে যে-শরীরে স্তৃপ্ত হয়—সে  
 যদি সেই শরীর লইয়াই উঠে, তাহা হইলে এক শরীরে স্তৃপ্ত হইয়া  
 অন্য শরীরে উঠে, এরূপ কল্পনা করার প্রয়োজন? তাহাতে লাভ কি?  
 মুক্তাশ্রয় উত্থান হয় বলিলে মোক্ষের বিনাশিত্ব আপত্তি হইবে। অপিচ,  
 যাহার বিদ্যাবিনাশ হইয়াছে তাহার উত্থান উপপন্নই হয় না। মুক্তা-

নিবৃত্তাবিদ্যাস্ত চ পুনরুত্থানমুপপন্নম্। এতেনৈশ্বরোত্থানং  
প্রত্যাশ্রয়ম্। নিত্যনিবৃত্তাবিদ্যাস্তাৎ। অকৃতভাগ্যগমকৃতবিপ্র-  
ণাশৌ চ দুর্নিবারাবন্তোত্থানপক্ষে স্মৃতাশ্চ। তস্মাৎ স এবো-  
ত্তিষ্ঠতি নান্য ইতি। যৎপুনরুত্থং যথা জলরাশৌ প্রক্ষিপ্তো  
জলবিন্দুনোদ্ধর্তুং শক্যত এবং সতি সম্পন্নো জীবো নোৎ-  
পতিতুমহীতীতি, তৎ পরিত্রিয়তে। যুক্তং তত্র বিবেককারণ-  
ভাবাজ্জলবিন্দোরমুদ্বরণম্। ইহ তু বিদ্যাতে বিবেকারণং  
কর্ম চ বিদ্যা চেতি বৈষম্যম্। দৃশ্যতে চ দুর্বিবেচনয়োরপ্য-  
হম্প্রজ্ঞাতীয়েঃ ক্ষীরোদকয়োঃ সংস্কটয়োঃসেন বিবেচনম্।  
অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোহন্তো বিদ্যাতে

আর উত্থান নিষেধ দ্বারা জলরাশির উত্থান পক্ষও নিষিদ্ধ জানিবে।  
তিনি নিত্যমুক্ত—কোনও কালে তিনি অবিদ্যাস্পৃষ্ট নহেন। অন্য আত্মার  
উত্থান (আগ্রাৎ) পক্ষে অকৃতভাগ্যগম ও কৃতপ্রণাশ এই দুই দোষ দুর্নি-  
বার্য্য। (সুপ্ত আত্মা কৃতকর্মের ফলভোগ করিল না, আর প্রবুদ্ধ বা  
উষিত আত্মা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ সিদ্ধান্ত  
যুক্তি বহির্ভূত)। এই সকল কারণে, যে আত্মা সুপ্ত হয় সেই আত্মাই  
উঠে—প্রবুদ্ধ হয়। [যৎপুন...বিবেচনম্] বলিয়াছিল যে, যেমন জল-  
রাশিতে জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে সে জলবিন্দুর উদ্ধার (উত্থান) অশক্য,  
তেমনি, জীব সতে (ব্রহ্মে) একীভূত হইয়া যাওয়ার সে জীবের উত্থান  
অসম্ভব। এই আপত্তির নিরাস এইরূপে হইতে পারে। জলরাশি-  
মধ্যগত জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য সত্য; কেন-না, সে স্থলে বিবেক-  
কারণের অভাব আছে (পৃথক্ করিবার বা জানিবার উপায় নাই)।  
কিন্তু প্রকৃত স্থলে (দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ সুপ্ত জীবের উত্থান পক্ষে) তাহার  
অভাব নাই। প্রকৃতস্থলে বিবেক-কারণ বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে।  
(ইহা সেই জীবই, এরূপ চিনিবার ও নির্দেশ করিবার বিস্পষ্ট উপায়  
আছে)। জীবের কর্ম ও বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই দুটির দ্বারা সেই  
কি-না তাহা বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর  
প্রবেশ, আর পরমাত্মার জীবের প্রবেশ সমান নহে। তাহা পরিমিশ্রিতরূপ  
নহে। ক্ষীর-নীর হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত করিবার ক্ষমতা অন্যান্যাদির না থাকি-  
লেও তাহা হংসজাতীয় জীবের আছে। [অপিচ...প্রপঞ্চিতম্] অন্য

যো জলবিন্দুরিব জলরাশেঃ সক্তো বিবিচ্যেত । সদেব তু-  
পাধিসম্পর্কাজ্জীব ইতু্যপচর্য্যত ইত্যসকুৎ প্রপঞ্চিতম্ । এবং  
সতি যাবদেকোপাধিগতা বন্ধানুসৃত্তাবদেকজীবব্যবহারঃ ।  
উপাধ্যস্তরগতায়ান্ত বন্ধানুসৃত্তৌ জীবান্তরব্যবহারঃ । স এবায়-  
মুপাধিঃ স্বাপপ্রবোধয়োর্বীজাকুরন্থায়েনেত্যতঃ স এব জীবঃ  
প্রতিবুধ্যত ইতি যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

মুন্ধেইক্সম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥\*

অস্তি মুন্ধো নাম যৎ মুচ্ছিত ইতি লৌকিকাঃ কথয়ন্তি ।

শরীর উত্তীর্ণতি । ততশ্চ ন শরীরান্তরে ব্যবহারলোপ ইত্যর্থঃ । “অপি চ  
ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরমাৎ” ইতি । যথা ঘটাকাশো নাম ন পরমাকাশাদন্যঃ ।  
অথ চান্য ইব যাবদষ্টমম্ববর্ততে । ন চাসৌ হুর্বিবেচন্তদ্রূপাদেখ্যেটন্ত্র বিবিক্ত-  
ত্বাৎ । এবমনাদ্যনির্কচনীয়াবিদ্যোপধানভেদোপাধিকল্পিতোজীবো ন বস্তুতঃ  
পরমাশ্রনোভিদ্যতে তদ্রূপাধ্যস্তবাভিভবাভ্যাং চোদ্ভূত ইবাভিভূত ইব প্রতী-  
য়তে । ততশ্চ স্রুপ্তাদাবপ্যভিভূত ইব জাগ্রদবস্থাদিসৃদ্ধত ইব তন্ত্র চাবি-  
দ্যাতম্বাসনোপাধেরনাদিতয়া কার্য্যকারণভাবেন প্রবহতঃ স্রুবিবেচতয়া তদ্রূপ-  
হিতোজীবঃ স্রুবিবেচ ইতি ।

বিশেষবিজ্ঞানাভাবান্মুচ্ছা জাগরস্বপ্নাবস্থাভ্যাং ভিদ্যতে পুনরুখানাচ্চ

কথা এই যে, পরমাশ্রা হইতে পৃথক্, এমন কোন জীব নামক পদার্থ  
নাই যে তাহাকে জলরাশি হইতে জলবিন্দুর ন্যায় পৃথক্ করিবার চেষ্টা  
করিবে । পরমাশ্রাই উপাধিসম্পর্কে কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন,  
ইহা বার বার বলা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে । [ এবং...যুক্তম্ ] অতএব,  
যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অম্ববর্তন—তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যব-  
হার এবং উপাধ্যস্তরে অর্থাৎ অন্য উপাধিতে বন্ধানুবর্তন হইলে তাহা  
অন্য জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয় । বীজাকুরসমান স্রুপ্তি ও জাগ্রৎ এই দুয়ের  
মধ্যে একই উপাধি বিদ্যমান, সূতরাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় স্থিত ।  
অর্থাৎ যে স্রুপ্ত হয় সেই জীবই প্রবুদ্ধ হয়, এ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত ।

মুন্ধ-নামক একটা অবস্থা আছে, লোকে যাহাকে মুচ্ছা বলে,

\* পরিশেষাৎ জাগ্রদাদিবেলক্ষণাৎ-মুন্ধে মুচ্ছিতেইক্সম্পত্তিঃ সর্বস্রুপ্তাদিষুইক্সসম্পন্নতা  
জাতব্যা । সর্বকঃ স্রুপ্তিযুইক্সসম্পন্নো মুন্ধঃ স্রুপ্তো ন ভবতি সর্বক্সরপারদ্বাদিইক্সসম্পত্তে-  
যতোপি ন কিংবদন্তরং গত ইতি ভাবঃ ।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্রুপ্তি, মরণ, এই চার অবস্থা

ন তু কিমবহ ইতি পরীক্ষায়ামুচ্যতে। তিত্রস্তাবদবস্থাঃ শরী-  
রস্থ জীবন্ত প্রসিদ্ধাঃ—জাগরিতং স্বপ্নঃ সুষুপ্তমিতি। চতুর্থী  
শরীরাদপস্থিতিঃ। ন তু পঞ্চমী কাচিদবস্থা জীবন্ত শ্রুতো  
শ্রুতো বা প্রসিদ্ধান্তি। তস্মাক্ততসূণামেবাবস্থানামন্ততমাবস্থা  
মুচ্ছেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। ন তাবশুন্ধো জাগরিতাবস্থো  
ভবিতুমর্হতি। ন হয়মিচ্ছিরৈর্বিষয়ানীকতে। শ্রাদেতৎ।  
ইষুকারন্তায়েন মুন্ধো ভবিষ্যতি। ঋথেষুকারো জাগ্রদপি  
ইদামস্তমনস্তয়া নান্তান্ বিষয়ানীকত এবং মুন্ধো মূল-  
সম্পাদাদিজনিতভূতানুভব্যাগ্রমনস্তয়া জাগ্রদপি নান্তান্  
বিষয়ানীকত ইতি। ন। অচেতয়মানহাৎ। ইষুকারো হি  
ব্যাপ্তমনা ত্রীতীযমেবাহমেতাবস্তং কালমুপলভমানো-

মরণাবস্থায়াঃ। অতঃ সুষুপ্তিরেব মুচ্ছা বিশেষজ্ঞানাভাবাবিশেষাৎ। চিরামু-  
চ্ছাসবেপথুপ্রভৃতয়স্ত স্তপ্তরবাস্তুরপ্রভেদাঃ। তদ্বস্থা কশ্চিৎ স্তপ্তোখিতঃ  
প্রাহ স্বপ্নমহমস্বাপ্নং লঘুনি মে গাত্রাণি প্রসন্নং মে মন ইতি। কশ্চিৎ  
পুনর্দুঃখমস্বাপ্নং গুরুনি মে গাত্রাণি ভ্রমত্যানবস্থিতং মে মন ইহি। ন  
চৈতাবতা সুষুপ্তির্ভিদ্যতে। তথা বিকারান্তরেহপি মুচ্ছা ন সুষুপ্তির্ভি-  
দ্যতে। তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবান্নেয়ং পঞ্চম্যবস্থেতি প্রাপ্তম্। এবস্তাপ্ত

সম্প্রতি সেই অবস্থার পরীক্ষা হইবেক। শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটি  
অবস্থা প্রসিদ্ধ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এতদ্বিন্ন আর একটি অবস্থা  
আছে তাহা শরীর হইতে অপসর্পণ (মরণ)। এ অবস্থাটি চতুর্থী বলিয়া  
গণ্য। জীবের এই চার অবস্থা ব্যতীত অত্র কোন অবস্থা শ্রুতিতে ও  
স্মৃতিতে প্রখ্যাত নহে। সেই কারণে পাওয়া যায়, বলা যায়, মুগ্ধ বা  
মুচ্ছিতাবস্থাটি ঐ চারের মধ্যে একটি। এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল, মুন্ধে-  
হর্কসম্পত্তিঃ। [ন তাবশুন্ধো...নীকতে] মুগ্ধাবস্থাটি জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট  
নহে। কেন-না, মুচ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভব করেন  
না। (যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তু জানা যায় সেই অবস্থার নাম  
জাগ্রৎ। এ লক্ষণ মুগ্ধ অবস্থায় নাই)। [শ্রাদেতৎ...জাগর্তি] আচ্ছা,

মুগ্ধ অর্থাৎ মুচ্ছিত অবস্থাটি অতিরিক্ত। কেন-না ইহাতে অর্কসম্পন্নতা দৃষ্ট হয়। (কোন  
কোন জাগ্রৎ-বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন সুষুপ্তাদিধর্মও দৃষ্ট হয়। হতরাস মুগ্ধে অর্কসম্পত্তি  
বলিয়া গণ্য)।

হৃদ্বমিতি মুক্তস্ত লক্সসঞ্জে। ত্রবীত্যঙ্কে তমস্হহমে-  
 তাবস্তং কালং প্রক্ষিপ্তোহৃদ্বং ন কিঞ্চিন্ময়া চেতিতমিতি।  
 জাগ্রতশ্চৈকবিষয়াসক্তচেতসোহপি দেহো বিধীয়তে মুক্তস্ত  
 তু দেহো ধরণ্যাং পততি। তস্মাৎ ন জাগর্তি। নাপি স্বপ্নান্  
 পশ্যতি নিঃসঞ্জ্ঞত্বাৎ। নাপি যতঃ প্রাণোন্নগোৰ্ভাবাৎ।  
 মুক্তে হি জস্তৌ যতোহয়ং স্মৃতাৎ ন বা যত ইতি সংশয়ানা  
 উত্থাস্তি নাস্তীতি হৃদয়দেশমালম্ব্যতে নিশ্চয়ার্থং, প্রাণোহস্তি  
 নাস্তীতি চ নাশিকাদেশম্। যদি প্রাণোন্নগোরস্তিত্বং নাবগ-  
 চ্ছস্তু ততো যতোহয়মিত্যধ্যবসায় দহনায়ারণ্যং নয়ন্ত্যথ  
 তু প্রাণমুত্থাণং বা প্রতিপদ্যন্তে ততো নায়ং যত ইত্যধ্যবসায়-  
 সঞ্জ্ঞালাভায়াভিষজ্যন্তি। পুনরুত্থানাচ্চ ন দিফং গতঃ। ন

উচ্যতে। যদ্যপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমনে মোহস্বপ্নপুংসোঃ সাম্যং তথাপি  
 নৈকাম্। ন হি বিশেষবিজ্ঞানসম্ভাবসাম্যমাত্রেণ স্বপ্নজাগরয়োরভেদঃ। বাহ্যে-  
 দ্বিয়ব্যাপারভাবাভাবাভ্যাস্ত ভেদে তয়োঃ স্নপ্তমোহয়োরপি প্রয়োজনভেদাৎ  
 কারণভেদাল্লক্ষণভেদাচ্চ ভেদঃ। শ্রমাপমুদ্যর্থী হি ব্রহ্মণা সম্পত্তিঃ স্নপ্তম্।

এমন হইতেও ত পারে যে, মুক্ত ইষুকারের জ্ঞান? (ইষুকার—শরনির্মাণা  
 শিল্পী) ইষুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাসক্ত চিত্ত হওয়ায় বিষয়াস্তর  
 দর্শন করে না, তেমনি, মুচ্ছিত ব্যক্তিও প্রহারজনিত দুঃখামুভব-নিমগ্ন  
 থাকায় বিষয়াস্তর দর্শন করিতে পারে না। এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর—তাহা  
 নহে। কেন-না মুক্তের চৈতন্ত থাকে না—চৈতন্ত লুপ্ত থাকে। ইষুকার  
 ইষুনির্মাণ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে; কিন্তু সে বিরতব্যাপার হইলে বলে,  
 এত ক্লণ আমি ইষুমাত্র দেখিতেছিলাম, অস্ত্র কিছু দেখি নাই। কিন্তু  
 মুচ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাভের পর বলে, এ পর্য্যন্ত আমি ষোর অজ্ঞানান্ধ-  
 কারে নিপতিত ছিলাম, অচেতন ছিলাম। (আমার কিছু মাত্র চৈতন্ত  
 ছিল না)। আরও দেখ, জাগ্রৎকালে চিত্ত একবিষয়াসক্ত থাকিলেও  
 তাহার দেহ বিধৃত থাকে কিন্তু মুচ্ছিতের দেহ ধরণীতে নিপতিত হয়।  
 প্রদর্শিত কারণে মুক্ত পুরুষ জাগ্রৎ নহে। [নাপি...প্রত্যাগচ্ছতি]  
 মুদীবহা স্বপ্নাবহাও নহে। তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞাভাব। স্বপ্নাবহাৱ সংজ্ঞা  
 থাকে, জ্ঞান থাকে, মুচ্ছিতের তাহা থাকে না। মুচ্ছিত যতও নহে।

হি যমং গতো যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি । অস্ত তর্হি স্মৃণ্ডো  
 নিঃসঞ্ছদ্বাদমৃতত্বাচ্চ । ন । বৈলক্ষণ্যাৎ । স্মৃৎ কদাচি-  
 চ্চিরমপি নোচ্ছ সতি সবেপধূরন্ত দেহো ভবতি ভয়ানকক  
 বদনং বিস্ফারিতে নেত্রে । স্মৃণ্ডন্ত প্রসম্বদমস্তল্যভালাং  
 পুনঃ পুনরুচ্ছ সতি নিমীলিতে অস্ত নেত্রে ভবতঃ । ন চাস্ত  
 দেহো বেপতে পাণিপেষণমাত্রেন চ স্মৃণ্ডমুখাপয়ন্তি ন তু  
 মুঞ্চং মুক্তারঘাতেনাপি । নিমিত্তভেদচ্চ ভবতি মোহস্বাপয়োঃ ।

শরীরত্যাগার্থী তু ব্রহ্মণা সম্পত্তিস্বোহঃ । যদ্যপি সত্যপি মোহে ন মরণং  
 তথাপ্যসতি মোহে ন মরণমিতি মরণার্থো মোহঃ । মুশলসম্পাতাদিনিমিত্ত-  
 ত্বামোহন্ত শ্রমাদিনিমিত্তত্বাচ্চ স্মৃণ্ডন্ত মুখনেত্রাদিবিকারলক্ষণত্বামোহন্ত প্রস-

তৎপ্রতি কারণ, মূর্ছিতের দেহে প্রাণ ও উদ্ভা থাকে। জন্ত মূর্ছিত  
 হইলে লোকে জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে বলিয়া সংশয় করে,  
 অনন্তর উদ্ভা (তাপ) আছে কি-না জানিবার জন্ত তাহার হৃদয়দেশে  
 হস্তার্পণ করে। পরে প্রাণ আছে কি-না জানিবার জন্য নাসিকাদেশে  
 হস্তার্পণ করে। যদি প্রাণের ও উদ্ভার অস্তিত্ব অনুভূত না হয় তবে  
 তখন তাহার নিশ্চয় করে, এ ব্যক্তি মৃত হইয়াছে। তখন তাহার  
 দেহ দাহার্থে শ্মশানভূমে লইয়া যায়। যদি তাহার প্রাণের ও উদ্ভার  
 অস্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় করে, এ মরে নাই,  
 জীবিত আছে। তখন তাহার তাহার সংজ্ঞাতার্থে যত্ববান হয়। অপিচ  
 মুণ্ডের পুনরুত্থান হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না। বে যমলোকে গিয়াছে,  
 সে কি আর তদেহে যমলোক হইতে প্রত্যাগত হয়? [ অস্ত...যাতেনাপি ]  
 মূর্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, অথহঃখমুক্তিও হয়, অতরাং মূর্ছা স্মৃণ্ডি-  
 মধ্যে নিবিষ্ট। ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কেননা, তদন্তরের মধ্যে  
 বৈলক্ষণ্য আছে। মূর্ছিত জন্ত যখন দীর্ঘকাল কল্পনান থাকে, তাহার যেহ  
 অনেক সময়ে সাক্ষ্য থাকে, তাহার মুখ ভীষণদৃশ হয়, নেত্রও বিস্ফা-  
 রিত হয়; কিন্তু স্মৃণ্ডের বদন স্প্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত এবং দেহ  
 নিরুপম এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সমান নিয়মে নির্বাহিত হয়। অপিচ,  
 হস্তাবমর্ষণ দ্বারা স্মৃণ্ডকে উত্থাপিত করা যায়, কিন্তু মুক্তার প্রহারেও  
 মূর্ছিতের উত্থান হয় না। [ নিমিত্ত...ইতি ] মূর্ছার ও স্মৃণ্ডের কারণ এক

মুণলসম্পাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্য ঐশ্বনিনিমিত্তত্বাচ্চ স্থাপস্য।  
ন চ লোকেহস্তি প্রসিক্তিমুৎকঃ স্তপ্ত ইতি। পরিশেষাদর্ক-  
সম্পত্তিমুৎকতেত্যবগচ্ছামঃ। নিঃসজ্জত্বাৎ সম্পন্ন ইতরস্মাচ্চ  
বৈলক্ষণ্যাদসম্পন্ন ইতি। কথং পুনরর্কসম্পত্তিমুৎকতেতি  
শক্যতে বক্তুম্। যাবতা স্তপ্তং প্রতি তাবদুক্তং ত্র্যত্যা ‘সতা  
দোম্য তদা সম্পন্নোভবতি। অত্র স্তেনোহস্তেনোভবতি। নৈনং  
সেতুমহোন্নাত্রে তরতঃ। ন জরা ন যুতুর্ন শোকো ন স্কৃতং  
ন দুষ্কৃতম্’ ইত্যাদি। জীবে হি স্কৃততদুষ্কৃতয়োঃ প্রাপ্তিঃ স্থি-  
ত্বদুঃখিত্বপ্রত্যয়োৎপাদনেন ভবতি। ন চ স্থিতিত্বপ্রত্যয়ো  
দুঃখিত্বপ্রত্যয়োবা স্মৃপ্তে বিদ্যতে। যুদ্ধেহপি তৌ প্রত্যয়ো  
নৈব বিদ্যেতে। তস্মাদুপাধ্যাপশমাৎ স্মৃপ্তবন্যুদ্ধেহপি ক্লেশ-  
সম্পত্তিরেব ভবিতুমর্হতি নার্কসম্পত্তিরিতি। অত্রোচ্যতে। ন

---

স্বদনত্বাদিলক্ষণভেদাচ্চ স্মৃপ্তস্ত। স্মৃপ্তস্ত স্বাস্তরভেদেহপি নিমিত্তপ্রয়োজন-  
লক্ষণভেদাদেকত্বম্। তস্মাৎ স্মৃপ্তমোহাবস্থয়োর্লক্ষণা সম্পত্তাবপি স্মৃপ্তে

---

নহে, কিন্তু ভিন্ন। প্রহারাদিকারণে মুচ্ছা হয়, ঐন্দ্রিয়ক শ্রম কারণে স্মৃপ্তি  
হয়। অপিচ, কোনও লোকে মুচ্ছিত’কে স্তপ্ত বলে না। এই সকল  
কারণে, পরিশেষে প্রযুক্ত, মুচ্ছিতা অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য। (সম্পন্নও  
বটে, অসম্পন্নও বটে। এক অংশে সম্পন্ন, অল্প অংশে অসম্পন্ন, স্ততরাং  
অর্কসম্পন্ন) সংজ্ঞানুষ্ঠিতা বিধায় সম্পন্ন এবং স্মৃপ্তি ও মরণ ইহাতে বৈল-  
ক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন। [ কথং...সম্পত্তিরিতি ] যদি বল, মুচ্ছা অর্কসম্পত্তি-  
রূপা, এ কথা বলিতে পার কে? ত্র্যপ্তি স্মৃপ্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন—  
“তখন সংসম্পন্ন হয়” “ঐ সময়ে চোরও সাধু হয়।” “দিন ও রাত্রি ঐ  
মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না” “জরা, যুতু, শোক, স্কৃত, দুষ্কৃত, এ সকল,  
কিছুই থাকে না।” ইত্যাদি। জীবে যে স্কৃতত দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্যাপ  
প্রাপ্ত হয় তাহা স্থিতির দুঃখিত্ব জ্ঞান পূর্বক। কিন্তু স্মৃপ্তিতে স্থিতির জ্ঞান  
থাকে না, দুঃখিত্ব জ্ঞানও থাকে না। অতএব, উপাধি উপশান্ত  
(নিবৃত্ত) হওয়ার মুচ্ছাও স্মৃপ্তির জ্ঞান পূর্ণসম্পত্তি, অর্কসম্পত্তি নহে।  
[ অত্রোচ্যতে...ইহস্তি ] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমন কথা



ক্রমো মুক্ত্যর্কসম্পত্তির্জীবস্য ব্রহ্মণা ভবতীতি । কিং তর্হি ।  
 অর্কেন সুষুপ্তিপক্ষস্য ভবতি মুক্ত্যমর্কেনাবস্থান্তরপক্ষস্যেতি  
 ক্রমঃ । দর্শিতে চ মোহস্য স্বাপ্নেন সাম্যবৈষম্যে । দ্বারকৈত-  
 ন্মরণস্য । যদাস্য সাবশেষং কৰ্ম ভবতি তদা বাহ্যনসে প্রত্যা-  
 গচ্ছতঃ । যদা তু নিরবশেষং কৰ্ম ভবতি তদা প্রাণোজ্জীবপ-  
 গচ্ছতঃ । তস্মাদর্কসম্পত্তিং ব্রহ্মবিদ ইচ্ছন্তি । যত্নকৃতং ন  
 পঞ্চমী কাচিদবস্থা প্রসিদ্ধান্তীতি, নৈষ দোষঃ । কাদাচিৎকীয়-  
 মবস্থেতি ন প্রসিদ্ধা স্যাৎ । প্রসিদ্ধা চৈষা লোকাযুক্তদয়োঃ ।  
 অর্কসম্পত্ত্যভ্যুপগমাচ্চ ন পঞ্চমী গম্যত ইত্যনবদ্যম্ ॥ ১০ ॥

ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং

সর্বত্র হি ॥ ১১ ॥\*

যাদৃশী সম্পত্তিন তাদৃশী মোহ ইত্যর্কসম্পত্তিরুক্তা । সাম্যবৈষম্যাত্যামল্লভ্যম্ ।  
 যদা চৈতন্যবস্থান্তরং তদা ভেদাৎ তৎ প্রবিলয়ায় যত্নান্তরমাহ্বয়ম্ । অভেদে  
 তু ন যত্নান্তরমিতি চিন্তাপ্রয়োজনম্ ।

বলি না যে, মুচ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে অর্কসম্পত্তি হয়। আমরা বলি,  
 মুচ্ছায় সুষুপ্তি পক্ষের অর্কলক্ষণ ও অবস্থান্তরের অর্ক লক্ষণ আছে। মুচ্ছার  
 ও সুষুপ্তির বৈষম্য দেখান হইয়াছে। এই মুক্ত্যমরণের দ্বার স্বরূপ। যদি  
 তাহার (মুচ্ছিতের) কৰ্মশেষ থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যা-  
 গমন করে, নচেৎ উহাতে প্রাণ ও উদ্বা পর্যন্ত অপগত হয়। সেই কারণে  
 ব্রহ্মজগৎ অর্কসম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন। [যত্নকৃতং...ইত্যনবদ্যম্]  
 বলিয়াছিল যে, পঞ্চমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার প্রত্যুত্তর এই  
 যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে? মুচ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ  
 নহে, কদাচিৎ হয়। তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই। অপিচ শ্রুতিতে  
 ও শ্রুতিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোকে ও আয়ুক্তদে উহার  
 প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ার উহা পঞ্চমস্থানে  
 গণ্য হইতে পারে না।

\* পরম্য পরমায়নঃ স্থানতোহপি উপাধিতোহপি উভয়লিঙ্গঃ সবিশেষনির্কীর্ণবোধরূপঃ  
 ন সম্ভবতি । হি যতঃ সর্বত্র সর্বত্র শ্রুতিবিরুদ্ধসমত্ববিশেষঃ ব্রহ্মোপদিষ্টোহি । অন্ততঃ সর্ব-

যেন ব্রহ্মণা স্রষ্টৃগুণাদিষু জীব উপাধ্যাপনমাং সম্পাদ্যতে  
তত্ত্বদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্ধার্যতে। সন্ত্যভয়লিঙ্গাঃ  
শ্রুত্যো ব্রহ্মবিষয়াঃ ‘সর্বকর্মাঃ সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ’  
ইত্যেবমাদ্যাঃ সর্বিশেষলিঙ্গাঃ। ‘অস্থূলমনগুহ্রস্বদৌর্ঘম্’ ইত্যে-  
বমাদ্যাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ। ‘কিমাস্তু শ্রুতিষু ভয়লিঙ্গং  
ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমুতান্নতরলিঙ্গম্। যদাপ্যন্নতরলিঙ্গং তদাপি  
সর্বিশেষমুত নির্বিশেষমিতি মীমাংসতে। তত্রোভয়লিঙ্গ-  
শ্রুতানুগ্রহাহুভয়লিঙ্গংমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ।  
ন তাবৎ স্বত এব পরস্ত ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। ন  
হেতুং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতক্ষেত্ৰ-

অবাস্তবসঙ্গতিমাহ—“যেন ব্রহ্মণা স্রষ্টৃগুণাদিষু”। যদ্যপি তদনন্যত্ব-  
মারম্ভগণকাদিত্য ইত্যত্র নিম্প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মোপপাদিতং তথাপি প্রপঞ্চলিঙ্গানাং  
বহ্বীনাং শ্রুতীনাং দর্শনান্তবতি পুনর্কিচ্চিকিৎসা ততস্তন্নিবারণায়ারম্ভঃ। তস্ত  
চ তত্ত্বজ্ঞানমপবর্গোপযোগীতি প্রয়োজনবান্ বিচারঃ। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রবণা-  
দুভয়রূপত্বং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তম্। তত্রাপি সর্বিশেষত্বনির্বিশেষত্বমৌর্কিরোধাৎ  
স্বাভাবিকত্বানুপপত্তেরেকং স্বতোপরন্ত পরতঃ। ন চ যৎ পরতত্ত্বদপারমার্থি-  
কম্। ন হি চক্ষুরাদীনাং স্বতঃপ্রমাণভূতানাং দোষতোহপ্রমাণ্যমপারমার্থি-

স্রষ্টৃগুণাদিতে উপাধি-বিলয় হওয়ার জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন (যে ব্রহ্মের  
সহিত একীভূত) হয়, ইদানীং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের  
স্বরূপ নির্ধারিত হইবে। শ্রুতিতে সর্বিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের  
বোধক বাক্য আছে। “তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস”  
ইত্যাদি বাক্য সর্বিশেষ ব্রহ্ম বোধক এবং “তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন,  
হ্রস্বও নহেন, দৌর্ঘও নহেন” ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম বোধক।  
[কিমাস্তু...বিরোধাৎ] এই সকল শ্রুতি দেখিয়া কি বুঝিবে? ব্রহ্ম উভয়  
লিঙ্গ? (সর্বিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিরূপ?) না অত্মতর লিঙ্গ? (হয়  
সর্বিশেষ না হয় নির্বিশেষ এই দুয়ের মধ্যে এক, এইরূপ বুঝিবে কি?)  
যদি অত্মতররূপ বুঝিতে হয় তবে ইহাও বিচার্য্য হইবে যে, তাহা কোন-

দৈবেকরূপমিতি ইতি শ্রুতিপদানামর্থঃ।—সমুদয় নিমুদয় এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম বুঝা যায় এরূপ চিন্তের  
অনেক কথা আছে সত্য; কিন্তু তিনি উপাধির দ্বারাও উভয়রূপী নহেন। সমুদায় শ্রুতিতে  
সর্বদা একরূপ ব্রহ্মের উপদেশ দেখা যায়। (ভাব্যানুবাদ দেখ)।

দ্যুপগন্তং শক্যং বিরোধাত্ । অস্ত তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্ভ্য-  
পাধিযোগাদিতি । তদপি নোপপদ্যতে । ন হ্যুপাধি-  
যোগাদপ্যত্वादৃশস্ত বস্তনোহত্वादৃশস্তাবঃ সম্ভবতি । ন হি  
স্বচ্ছঃ সন্ স্বটিকোহলক্তকাভ্যুপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি ।  
ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্ত । উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থা-

কম্ । বিপর্যয়জ্ঞানলক্ষণকার্য্যামুৎপাদপ্রসঙ্গাৎ । তন্মাত্রভয়লিঙ্গকশাস্ত্রপ্রো-  
মাণ্যাহভয়রূপতা ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকীতি প্রাপ্ত উচ্যতে । ন স্থানত উপাধি-  
তোহপি পরন্ত ব্রহ্মণ উভয়চিহ্নসম্ভবঃ । একং হি পারমার্থিকমন্যদধ্যাত্মো-  
পিতম্ । পারমার্থিকত্বে হ্যুপাধিজনিতস্ত রূপস্ত ব্রহ্মণঃ পরিণামোভবেৎ । স চ  
প্রাক্ প্রতিষিদ্ধঃ । তৎপারিশেষ্যাৎ স্বটিকমণেরিব স্বভাবস্বচ্ছদ্বলস্ত লাক্ষা-  
রসাবসেকোপাধিরূপণিমা সর্বগন্ধাদিরোপাধিকো ব্রহ্মণ্যন্ত ইতি পশ্যামঃ ।  
নির্কিংশেষতাপ্রতিপাদনার্থত্বাচ্ছ ত্রীণাম্ । সবিশেষতায়ামপি বশচায়মন্ত্যঃ  
পৃথিব্যাং তেজোময় ইত্যাদীনাং ঋতীনাং ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরত্বাদেকত্ব-  
নানাত্বরোষ্টৈকত্বসম্ভবাদেকত্বত্বত্বেনৈব নানাত্বপ্রতিপাদনপর্য্যবসানাৎ ।  
নানাত্বস্ত প্রমাণান্তরসিদ্ধতয়ামুবাদ্যত্বাদেকত্বস্ত চানধিগতের্কিংশেষত্বোপপত্তে-  
র্ভেদদর্শননিম্নয়া চ সাক্ষাভূয়সীভিঃ ঋতিভিরভেদপ্রতিপাদনাদীকারবদব্রহ্ম-  
বিষয়াণাঞ্চ কাসাঙ্কিচ্ছ ত্রীণামুপাসনাপরত্বমসতি বাধকেহন্যপরত্বচনাৎ প্রতীয়-  
মানমপি গৃহ্যতে । যথা দেবতানাং বিগ্রহবত্তম্ । সন্তি চাত্র সাক্ষাৎকৃতাপ-

রূপ ? সবিশেষরূপ ? না নির্কিংশেষরূপ ? এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষ ত্রয়ের  
মীমাংসা করা যাইতেছে । প্রথমতঃ দেখা যায়, পাওয়া যায়, উভয়চিহ্নাধিত  
ঋতিবাক্যের অমুরোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ নির্কিংশেষ এই দ্বিরূপ  
হইলেও হইতে পারে । এই প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে স্বত্বকার বলিতেছেন, পর-  
ব্রহ্মের স্বত্বঃ উভয়লিঙ্গতা অর্থাৎ সবিশেষ-নির্কিংশেষ এই দ্বৈরূপ্য উপপন্ন হয়  
না । বস্তু এক অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ রূপাদিয়ুক্তও বটে, এবং তদ্বিপরীত  
অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বা নির্কিংশেষও বটে ; ইহা কোনও ব্যক্তির স্বীকার্য্য  
নহে । কেননা তাহা বিরুদ্ধ । [ অস্ত...স্থাপিতত্বাৎ ] এক বস্তু স্বত্বঃ দ্বিরূপ  
না হউক, কিন্তু স্থানাদি উপাধির দ্বারা দ্বিরূপ হইতে ত পারে ? দেখিতে  
গেলে তাহাও অমুপপন্ন বা অযুক্ত । উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অস্ত  
প্রকার হয় না । হওয়ার সম্ভাবনাও নাই । স্বচ্ছস্বভাব স্বটিক কি কখন অলক্ত-  
কাদি ( অলক্তক = আলতা ) উপাধির যোগে ( মেলনে ) অস্বচ্ছস্বভাব

পিতৃভ্যাং। অতশ্চাশ্রুতরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতঃ  
নির্কিঙ্কলকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। সর্বত্র  
হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু ‘অশব্দমস্পর্শমরূপম-  
ব্যয়ম্’ ইত্যেবমাদিশ্বপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদি-  
শ্যতে ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাং ॥ ১২ ॥\*

অথাপি শ্রুতং, যদুক্তং নির্কিঙ্কলকমেকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম

বাদেনাবৈতপ্রতিপাদনপরাঃ শতশঃ শ্রুতয়ঃ। কাসাঞ্চিচ্চ দ্বৈতাভিধায়িনীনাং  
তৎপ্রবিলয়পরম্। তস্মান্নির্কিংশেষমেকরূপং চৈতন্তৈকরসং সদ্ভ্রহ্ম। পর-  
মার্থতোহবিশেষাশ্চ সর্বগন্ধস্ববামনীত্বাদয় উপাধিবশাদধ্যাত্তা ইতি সিদ্ধম্।  
শেষমতিরোহিতার্থম্। অত্র কেচিদ্ধে অধিকরণে কল্পয়ন্তীতি কিং সল্লক্ষণঞ্চ  
প্রকাশলক্ষণঞ্চ ব্রহ্ম কিং সল্লক্ষণমেব ব্রহ্মোত প্রকাশলক্ষণমেবেতি। তত্র পূর্ক-  
পক্ষং গৃহীতি।

ভিদ্ধ্যত ইতি ভেদো বিশেষঃ। বিশেষশ্রুতাবপি বিশেষশ্রুতাবপি শ্রুতৈকভূত-  
হয়ঃ তবে যে রক্ত-ক্ষটিক বলিয়া প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম (মিথ্যা)।

পরমাত্মার উপাধি অবিদ্যা। ও অবিদ্যাজনিতপদার্থ, সে জ্ঞাত সে সকল মিথ্যা।  
মিথ্যার দ্বারা আবরণ ব্যতীত সত্যের অস্ত কোন বৈপরীত্য ঘটে না।  
[অতশ্চা...দিশ্যতে] অতএব, অন্যতর রূপ স্বীকার করিতে হইলে নির্কি-  
শেষরূপই স্বীকার্য অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিশেষ রহিত নির্কিঙ্কলক ব্রহ্মই  
উপাসকের জ্ঞেয়, এই পক্ষই শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদক “তিনি অশব্দ,  
অরূপ, অস্পর্শ,” ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদায় বেদান্ত-বাক্যে নির্কিংশেষ ব্রহ্মেরই  
উপদেশ হইয়াছে। সেই সকল উপদেশ ঐ সিদ্ধান্তের (পক্ষের) পোষক  
প্রমাণ।

যদি এমন বল যে, ব্রহ্মকে নির্কিঙ্কলক একরূপ ও তাঁহার কি স্বতঃ  
কি পরতঃ (উপাধি যোগে) কোনও রূপে ভেদ নাই বলা হইল, কিন্তু তাহা

\* ভেদাৎ শ্রুতৌ ভিন্নাকারতয়া ব্রহ্মণ উপদেশাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোহস্বীকর্তব্যমিতি  
ন। হেতুমাৎ—প্রতি। প্রত্যেকং প্রত্যাপাধিতেঃ অতদ্বচনাৎ অভেদকথনাৎ। উপাধিতে-  
নাতিহিতোহপি ভেদেভেদে এর ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি তাৎপর্যার্থঃ।—শ্রুতিতে বিভিন্নাকার  
ব্রহ্মের উপদেশ থাকিলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অস্বীকার্য নহে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন উপাধি  
অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে। অভিপ্রায়  
এই যে, অতঃ (নির্কিংশেষ) উপদেশেই সে সকলের তাৎপর্য।

নাস্ত স্বতঃ স্থানতো বোভয়লিঙ্গত্বমস্তুতি, তন্মোপপদ্যতে।  
কস্মাৎ। ভেদাৎ। ভিন্না হি প্রতিবিদ্যাং ব্রহ্মণ আকারা উপ-  
দিষ্টান্তে, 'চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম ষোড়শকলং ব্রহ্ম বামনহাদিলক্ষণং  
ব্রহ্ম ত্রৈলোক্যশরীরবৈশ্বানরশব্দোদিতং ব্রহ্ম' ইত্যেবঞ্জাতী-  
য়কাঃ। তস্মাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যন্তব্যম্। ননুক্তং  
নোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি। অয়মপ্যবিরোধঃ।  
উপাধিকৃতত্বাদাকারভেদস্ত। অত্থথা হি নির্বিষয়মেব ভেদ-  
শাস্ত্রং প্রসজ্যেতেতি চেৎ। নেতি ক্রমঃ। কুতঃ। প্রত্যেক-  
মতদ্বচনাৎ। প্রত্যাপাধিভেদং হ্যভেদমেব ব্রহ্মণঃ প্রাবয়তি  
শাস্ত্রং 'যশ্চায়মস্তাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো  
যশ্চায়মধ্যাত্ম্যং শারীরস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব

---

রূপত্বং ত্বাদিতি শব্দাং ব্যাচষ্টে—অথাপি ত্বাদিতি। পূর্বোক্তং বিরোধং স্মার-  
য়তি—ননুক্তমিতি। ভেদশ্রুতিপ্রামাণ্যার্থমোপাধিকরূপভেদস্বীকারাদবিরোধ  
ইতি সমাধ্যর্থঃ। কিমুপাধিগত এব রূপভেদো ব্রহ্মণ্যুপচর্য্যতে ধ্যানার্থমুতোপা

---

উপপন্ন হয় কৈ ? প্রতি উপাসনাতেই যে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ আছে ?  
যথা—চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকল ব্রহ্ম, বামনহাদিগুণযুক্ত ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর  
ব্রহ্ম, বৈশ্বানর ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকার ভেদ কথন আছে।  
সুতরাং ঐ সকল অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্য। [ ননুক্তং...বচনাৎ ]  
যদি বল, ব্রহ্মের দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, সে কথা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে ;  
তাহার প্রত্যুত্তর—সে রূপ দ্বৈরূপ্য বা সেরূপ ভেদ বিরুদ্ধ নহে। কেননা তাহা  
উপাধিকৃত। ( ভেদ ঔপাধিক, অভেদ বাস্তব )। ইহা অস্বীকার করিলে  
ভেদবাদী শাস্ত্রের স্থল থাকে না। এই মতের প্রতিবাদার্থ সূত্রকার বলেন,  
তাহাও নহে। কারণ, শাস্ত্র প্রত্যেক ঔপাধিকভেদে ভেদবিপরীত ( অভেদ )  
বলিয়াছেন। [ প্রত্যাপাধি...ইত্যাদি ] ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক উপাধি অনুসারে  
ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদপক্ষেই শ্রুতির তাৎপর্য্য  
এবং শ্রুতি সাক্ষাৎ অভেদবোধক-শব্দেও তাহা স্তমাইয়াছেন। যথা—  
“যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে  
আধ্যাত্মিক তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই—যিনি এই আত্মা।”

স যোহয়মাত্মা’ ইত্যাদি। অতশ্চ ন ভিন্নাকারযোগে ব্রহ্মণঃ  
শাক্তীয় ইতি শক্যতে বক্তুম্। ভেদস্রোপাসনার্থত্বাদভেদে  
তাৎপর্যাৎ ॥ ১২ ॥

### অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥\*

অপি চৈবং ভেদদর্শননিন্দাপূর্বকমভেদদর্শনমৈবৈকে  
শাখিনঃ সমামনস্তি—

“মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাণোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি” ॥ ইতি  
তথাত্তেহপি ‘ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং  
প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ’ ইতি সমস্তস্য ভোগ্যভোক্তৃ-  
নিয়ন্তৃ-লক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈকস্বভাবতামধীয়তে। কথং

ধিযোগাৎ সত্যবিরুদ্ধরূপবত্ত্বা ব্রহ্মণো ভেদো ভবতীতি। আদ্যোহস্মদ্বিসিদ্ধিঃ  
দ্বিতীয়ে ভেদশ্রুত্যা দৃশ্যতি নেতি ক্রম ইতি। ইত রত্নপ্রভা।

দ্বৈতনিন্দাপূর্বকমভৈতোক্বেশ নির্বিশেষং তত্ত্বমিতি স্বত্রার্থমাহ। অপি

ইত্যাদি। [অতশ্চ...তাৎপর্যাৎ] এতদ্বারা ব্রহ্মের ভিন্নাকার সম্বন্ধ  
শাক্তীয় নহে, এ কথা বলা হইল না। বলা হইল, ভিন্নাকার যোগ  
পারমার্থিক নহে। ভেদের কখন উপাসনার্থ, কিন্তু তাহার তাৎপর্য  
অভেদে।

এক শাখা (বেদভাগ) ভেদদর্শনের নিন্দা ও অভেদ দর্শনের উপদেশ  
করিয়াছেন। যথা—“এই ব্রহ্ম সুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য। ইহাতে কোনও  
রূপ নানাত্ব (ভেদ) নাই। যে ইহাতে বৃথা নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যুর  
দ্বারা মরণ প্রাপ্ত হয়।” “জীব, জীবদৃশ্য শব্দাদিবিষয় ও তত্ত্বজ্ঞের নিয়ন্তা  
ঈশ্বর, এই তিন মনন (বিচার) করিলে কথিত ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে  
পারিবেক।” এই শ্রুতি ভোগ্য ভোক্তা ও নিয়ন্তা,—এতলক্ষণ প্রপঞ্চের  
ব্রহ্মস্বভাবতা বলিয়াছেন। [কথং...পঠতি] যদি কেহ বলেন, সাকার  
নিরাকার উভয়বোধক শ্রুতিবাক্য আছে, অথচ নিরাকার ব্রহ্ম স্থির করা

\* একে শাখিনঃ; এবং ভেদদর্শননিবেশপূর্বকমভেদং আছঃ।—কোন কোন শাখা ভেদদৃষ্টির  
নিন্দা করিয়া অভেদদর্শন উপদেশ করিয়াছেন।

পুনরাকারবহুপদেশিনীষনাকারোপদেশিনীষু চ ব্রহ্মবিষয়াস্ত  
 ত্রৈতিষু সতীষনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে ন পুনর্বিপরীত-  
 মিত্যেতদ্ব্যুত্তরং পঠতি ॥ ১৩ ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥\*

রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং ন রূপাদি-  
 মৎ। কস্মাৎ। তৎপ্রধানত্বাৎ। ‘অস্থূলমনণ্ড্রস্থমদীর্ঘমশব্দ-  
 মম্পর্শমরূপমব্যয়ং, আকাশো বৈ নামরূপয়োনির্ব্বিহিতা তে  
 যদন্তরা তদব্রহ্ম, দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো  
 হজ্জঃ, তদেতদব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনস্তরমবাহম্, অয়মাত্মা ব্রহ্ম  
 সর্ব্বানুভূঃ’ ইত্যেবমাদীনি হি বাক্যানি নিম্প্রপঞ্চব্রহ্মা-

চেতি। ভোক্তা জীবো ভোগ্যঃ শব্দাদি ভয়োঃ প্রেরিতারমীশ্বরং চ মত্বা  
 বিচার্য্য মে মম প্রোক্তং তৎ সর্ব্বং ত্রিবিধং ব্রহ্মৈবেতি জানীষাদিত্যর্থঃ।  
 বিবিধত্রৈতীষু সতীষু নির্ব্বিশেষে কিং নিয়ামকমিতি শঙ্কতে। কথং পুনরिति।  
 ইতি রত্নপ্রভা।

তৎপরাতৎপরবিরোধে তৎপরং বলবদिति ন্যায্যো নিয়ামক ইত্যাহ।  
 অরূপবদেবেতি। উপাসনপরবাক্যেবু আকারে তাৎপর্যাভাবেহপি দেবতা-

হয়, সাকার স্থির করা হয় না, এতৎপ্রতি কারণ? হ্রদ্রকার তাহার  
 উত্তর দিতেছেন—

ব্রহ্ম রূপাদি রহিত, ইহাই স্থির করা কর্তব্য। রূপাদিমৎ অর্থাৎ  
 সাকার স্থির করা কর্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই  
 বাক্য নিচয় তৎপ্রধান অর্থাৎ নিরাকারব্রহ্মপ্রধান। সে সকল বাক্য নিরা-  
 কার ব্রহ্মই মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করে। “তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম (পর-  
 মাণু তুল্য সূত্র) নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন” “অশব্দ, অম্পর্শ,  
 অরূপ ও অব্যয়” “প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্ব্বাহক, নাম  
 ও রূপ ধাঁহার অন্তরে তিনি ব্রহ্ম” “তিনি দিব্য, মূর্ত্তিহীন, পুরুষ অর্থাৎ

\* ব্রহ্ম অরূপবদেব রূপাদিরহিতমেব। হি বতঃ। তৎপ্রধানত্বাৎ রূপাদিরাহিত্যব্রহ্মতাৎপর্য্য-  
 কবাৎ ত্রৈতীনামিতি শেবঃ।—ব্রহ্ম রূপাদি বর্জিত। যেহু এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক ত্রৈতিসমূহ  
 সমস্তই অরূপব্রহ্মপ্রধান অর্থাৎ নির্ব্বণ ব্রহ্মেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য।

অতঃপ্রধানানি নার্মাস্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং ‘তত্ত্ব সমন্বয়ঃ’ ইত্যত্র । তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কেষু বাক্যেষু যথাক্রমং নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারণিতব্যমিতরাণি স্বাকারবদ্ভ্রহ্মবিষ-  
য়াণি বাক্যানি ন তৎপ্রধানানি । উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি  
তানি । তেষসতি বিরোধে যথাক্রমতঃশ্রয়িতব্যং সতি তু  
বিরোধে তৎপ্রধানান্ততৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তীতি—  
এষ বিনিগমনায়াং হেতুর্যেনোভয়াস্বপি ক্রটিষু সতীষনাকার-  
মেব ব্রহ্মাবধারণ্যতে ন পুনর্বিপরীতমিতি । কা তহ্যাকার-  
বদ্বিষয়াণাং ক্রতীনাং গতিরিত্যত আহ ॥ ১৪ ॥

### প্রকাশবচনবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥\*

বিগ্রহবদাকারসিদ্ধিমাশ্রয় নিম্নপঞ্চপরশ্রুতিবিরোধাত্মক নৈবমিত্যাহ । তেষস-  
তীতি । ইতি রত্নপ্রভা ।

পূর্ণ, স্তুরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত”  
“সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ণ, অনপর, অনন্তর, অবাহ” “এই আত্মা ব্রহ্ম ও  
সকলের অন্তর্ভুক্তি স্বরূপ” এই সকল বাক্য যে মুখ্যরূপে নিম্নপঞ্চ ব্রহ্মস্ব  
ভাব বোধ করায় তাহা “তত্ত্ব সমন্বয়ঃ” স্বত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে ।  
[ তস্মা...আহ ] সেই জন্মই বলি, ঐ সকল শ্রুতিতে শঙ্কামুযায়ী নিরাকার  
ব্রহ্ম প্রধান এবং সাকারব্রহ্মবোধক বাক্য-রাশিকে উপাসনা-বিধি-প্রধান  
বলিয়া অবধারণ কর । অপিচ, সে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত  
যথাক্রম অর্থ গ্রহণ কর । বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান বাক্যের বলবত্তা আশ্রয়  
কর । এই বিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু—সাকার নিরাকার এই বিবিধ ব্রহ্ম-  
বোধক শ্রুতি থাকিলেও নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ ।  
লিতে পার যে, তবে সাকার-বোধিকা শ্রুতির গতি কি ? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ  
লিখিতেছেন—

\* একরূপেইপ্যালোকো যথোপাধিসম্পদান্তর্ভুক্তবানিব ভবতি তথা ব্রহ্মোপাধিসম্পর্ক-  
বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট ভবতীতি প্রতিপত্তবাং অবৈয়র্থ্যাৎ সাকারবিষয়কবাক্যানামর্থবদানর্থবদ্ব্যয়েতি  
[ ১৫ ]—সাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য নিরর্থক নহে, তাহাও সার্থক, সেই সার্থকের দ্বারা  
পাওয়া যায়, জানা যায়, ব্রহ্ম উপাধিপক্ষপাতী আলোকের সমান । অমূল্য প্রভৃতি উপাধি  
যখন বৈয়র্থ্য হয় বা থাকে, আলোক তখন তদাকারাকারিতরূপে দৃষ্ট হয় । এইরূপ, ব্রহ্মও  
যথিব্যাদি উপাধির অনুরূপে অন্তর্ভুক্ত হন ।



যথা প্রকাশঃ সৌরশচাস্ত্রমসৌ বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠ-  
মানোহঙ্গুল্যাভ্যুপাধিসম্বন্ধান্তেষু ঋজুবক্রাদিভাবপ্রতিপদ্য-  
মানেষু তদ্রূপমিব প্রতিপদ্যত এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাভ্যুপাধি-  
সম্বন্ধাৎ তদাকারমিব প্রতিপদ্যতে। তদালম্বনো ব্রহ্মণ  
আকারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ন বিরুদ্ধ্যতে। এবমবৈ-  
য়র্থ্যমাকারবদব্রহ্মবিষয়াণামপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি। ন হি  
বেদবাক্যানাং কশ্চিৎচিদর্থবৎ কশ্চিৎচিদনর্থবৎমিতি যুক্তং প্রতি-  
পত্ত্বং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ। নন্থেবমপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতি-  
জ্ঞাতং নোপাধিযোগাদপ্যুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণোহস্তীতি তদ্বিরূ-  
ধ্যতে, নেতি ক্রমঃ। উপাধিনিমিত্তস্য বস্তুধর্ম্যতানুপপত্তেঃ।  
উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রভু্যপস্থা পিতত্বাৎ। সত্যমেব চ নৈসর্গিক্য।

চকারাং সচ্চ। অবৈয়র্থ্যাৎ। ব্রহ্মণি সচ্ছতেঃ। সিদ্ধান্তয়তি।

যেমন স্বর্ঘ্যসম্বন্ধীয় অথবা চন্দ্র-সম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অব-  
স্থান করিলেও তাহা ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধির-সংসর্গে  
(সম্পর্কে) ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্তের ছায় হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি  
উপাধি-সংসর্গে পৃথিব্যাদির আকার প্রাপ্তের ছায় হন। অতএব, উপাসনা  
উদ্দেশ্যে পৃথিব্যাদি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে আকার-বিশেষ  
উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা ব্যর্থ বা বিরুদ্ধ নহে। সাকারব্রহ্মবোধক শ্রুতি  
বাক্য সকল ঐরূপে অব্যর্থ অর্থাৎ সার্থক জানিবে। বেদবাক্যের কত  
সার্থক কতক নিরর্থক এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়া। সমস্ত বেদবাক্য  
প্রমাণ। সে বিষয়ে কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই। [নন্থেবমপি...বোচাম  
যদি এমন বল যে, ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উপাধিযোগেও পরব্রহ্মে  
উভয়চিহ্নতা (সাকার ও নিরাকার এই দ্বৈরূপ্য) অসম্ভব, সম্প্রতি  
আবার বলা হইল, পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তাদাকার প্রাপ্তের ন্যা  
হন, সুতরাং পূর্বাপর বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইল, এ বিষয়ে আর  
বলি, বিরুদ্ধ হয় নাই। কেননা, বাহ্য উপাধিসমূহের নিমিত্ত (কারণ) তাহা  
বস্তুর ধর্ম (স্বভাব) নহে। তাহা আবির্ভাবাত্মক। উপাধিমাতেই অবিদ  
কর্তৃক উপস্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিধ্যা থাকাত্তেই শৌকিক ব্যবহার।

মবিদ্যায়াং লোকবেদব্যবহারাবতার ইতি তত্র তত্র-  
বোচাম ॥ ১৫ ॥

### আই চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥\*

আই চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্বি-  
শেষং ব্রহ্ম ‘স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহুঃ কুংস্মো রস-  
ঘন এবৈবং বা অরেহয়মাত্মাহনন্তরোহবাহুঃ কুংস্মঃ প্রজ্ঞান-  
ঘন এব’ ইতি । এতদ্বুক্তং ভবতি । নাস্ত্রান্নোহন্তর্ব্বহির্বি-  
চৈতন্যাদন্যত্রাপমন্তি । চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমস্ত্য স্বরূপম্ ।

প্রকাশমাত্রম্ । ন হি সত্ত্বং নাম প্রকাশরূপাদন্যং যথা সর্ব্বগন্ধদ্বাদয়ো-  
পি তু প্রকাশরূপমেব । সদিতি নোভয়রূপত্বং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ । তদেতদনেনো-  
পন্যস্ত দূষিতম্ । সত্ত্বাপ্রকাশয়োরেকত্বে নোভয়লক্ষণত্বম্ । ভেদেন স্থানতো-  
নীতি নিরাকৃতমিতি নাধিকরণান্তরং প্রয়োজয়তি । পরমার্থতত্ত্বভেদ এব  
প্রকর্ষপ্রকাশবদिति । সর্ব্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সত্যরূপবদেব হি  
তৎপ্রধানত্বাদিতি বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং শ্রুতং । এবং হি তত্ত্বাব-  
কাশঃ শ্রুতঃ যদি কাশ্চিদুপাসনাপরতয়া রূপমাচক্ষীরন্ কাশ্চিদ্রূপব্রহ্মপ্রতি-  
পাদনপরা ভবেয়ুঃ । সর্ব্বাসত্ত্ব প্রবিলয়ার্থত্বেন নীরূপব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থত্বে  
উক্তোবিনিগমনহেতুর্ন শ্রুতিত্যাগঃ । একাবিনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযোজদর্শপূর্ণমাস-  
ব্যাক্যবদিত্যাধিকারান্ধপ্রায়ম্ । অল্পব্রহ্মভেদাত্তু ভিন্নোহনয়োরপি নিয়োগ  
ইতি ।

শাস্ত্রীয় ব্যবহার অবতরিত হইয়াছে বা আছে, এ কথা তত্ত্বংপ্রসঙ্গে বলা  
হইবে ও হইয়াছে ।

শ্রুতিও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য ।  
যথা—“যত্রপ লবণপিও অনন্তর, অবাহ, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তত্রপ এই  
আত্মা অনন্তর, অবাহ, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন (কেবল চৈতন্য) ।” ইহাতে  
ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্কীর্ষ্য নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ  
বা আকার নাই । নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্বকালিক রূপ । যত্রপ

\* তন্মাত্রং চৈতন্যমাত্রং আই শ্রুতিরিত্যি শেষঃ ।—শ্রুতিও ব্রহ্মকে চিদেকরস বলিয়া-  
ছেন ।

যথা সৈন্ধবঘনস্তাস্তর্ব্বহিঃচ লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি ন  
রসাস্তরন্তথৈবায়মপীতি ॥ ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥\*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্বিশেষং  
'অথাত আদেশো নেতি নেতি। অন্তদেব তদ্বিদিতাদথো  
অবিদিতাদধীতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'  
ইত্যেবমাদ্যা। বাঙ্কলিনা চ বাহ্বঃ পৃষ্ঠঃ সম্বচনেনৈব ব্রহ্ম  
প্রোবাচেতি শ্রুয়তে 'স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স  
তৃষ্ণী বভূব। তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ

কিঞ্চ শ্রুতিশ্রুত্যোঃ পরনিষেধেন ব্রহ্মোপদেশাৎ নিস্ত্রপঞ্চং ব্রহ্মেত্যাহ—  
দর্শয়তি চেতি। অথ দ্বৈতোক্ত্যানস্তরং জ্ঞানহেতুত্বান্নেতি নেতু্যপদেশঃ  
ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অধি অত্য় পুনঃ পুনরধীহি ভো ইতি নির্বন্ধকারিণং তং  
দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চ প্রশ্নে তৃষ্ণীস্তাবং ত্যক্তা উবাচ। উপশান্তো নিরন্তরৈতঃ।  
অতন্তস্ত তৃষ্ণীস্তাব এবোত্তরমিতি। সৌত্রশ্চ অথোশব্দস্তথার্থকঃ। আদিমং

লবণ-পিণ্ডের অন্তবে ও বাহিরে লবণরস, রসাস্তর নাই, তদ্রূপ, আত্মাও  
অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী। তাঁহাতে চৈতন্যতিরিক্ত রূপ নাই।

শ্রুতি পর-রূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন  
যথা—“দ্বৈত কথনের পর জ্ঞানকারণ বলিয়া না, না, অর্থাৎ ইহা নহে তাহা  
ব্রহ্ম নহে, এইরূপে উপদেশ করা হয়।” “তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন  
অবিদিত হইতেও উপরে বা পৃথক্।” “বাক্য ও মন যাহা হইতে প্রতি  
নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে ও মন যাঁহাকে মনন করিতে  
পারে না তিনিই ব্রহ্ম” ইত্যাদি। [ বাঙ্কলিনা...ইতি ] শ্রুতিতে আরও  
শুনা যায়, বাঙ্কলি-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নিরন্তরতার দ্বারা ব্রহ্মতা  
বলিয়াছিলেন। বাঙ্কলী “হে ভগবন্! ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান্।” এইরূপ প্রঃ  
করিলে বাহ্ব নিরন্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার “ব্রহ্ম বলুন” বলিলে  
তিনি বলিলেন, “আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি জানিতে পারিতেছ না যে,

\* দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অথো অপি স্মর্য্যতে স্মৃত্যবুদ্ধ্যিত্যর্থঃ।—শ্রুতি তদ্রূপ ব্রহ্ম  
উপদেশ করিয়াছেন এবং তাহা স্মৃতিও বলিয়াছেন।

ক্রমঃ খলু ত্বস্ত ন বিজানাত্যপশান্তোহয়মাত্মা’ ইতি। তথা  
স্মৃতিষপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিষ্টতে—

“জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বায়তমশ্নুতে।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বমাসচ্চ্যতে” ॥

ইত্যেবমাদ্যাহ। তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদ-  
মুবাচেতি স্মর্য্যতে—

“মায়া হোষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশুসি নারদ !।

সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমহসি” ॥ ইতি ॥ ১৭ ॥

অত এব চোপমা সূর্য্যাকাদিবং ॥ ১৮ ॥\*

কার্য্যং তন্ন ভবতীত্যনাদিমং। সৎ ইন্দ্রিয়বেদ্যম্। অসৎ পরোক্ষঞ্চ ন স্বপ্রকা-  
শত্বাদিত্যর্থঃ। সর্বভূতগুণৈর্দিব্যগন্ধাদিভিযুক্তং মাং মূর্ত্তিমন্তং পশুসীতি যৎ  
সা মায়া। অত এবমদৈবতো ভগবানিতি মাং দ্রষ্টুং নাইসি বস্তুতো দৈবতাতীত-  
ত্বাদিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

এই আত্মা উপশাস্ত অর্থাৎ অর্থগুণকরস অদ্বৈত।” (অভিপ্রায় এই যে,  
নির্কির্শেষত্বা হেতু তাহা বাক্য পথের অতীত, বলিবার অবোধ্য, স্মরণ্য  
নিরন্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।) [তথা...মাদ্যাহ] স্মৃতিতেও  
পর-রূপ প্রতিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—“বাহা  
জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি। বাহাব জ্ঞানে জীব মুক্তিলাভ করে তাহাই জ্ঞেয়।  
জ্ঞেয় পর ব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, এইরূপে অভিহিত  
হন।” (সৎ=প্রত্যক্ষ। অসৎ=পরোক্ষ) [তথা...ইতি] স্মৃত্যন্তরে বিশ্ব-  
রূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন—“তুমি যে আমাকে দিব্যগন্ধাদিযুক্ত  
অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট। এরূপ  
(মায়িকরূপধারী) না হইলে আমাকে জানিতে পারিতে না।”

\* নির্কির্শেষমেব তত্ত্বমিত্যাত্মাদেব কারণাৎ জলসূর্য্যাকাদিবিদিত্যুপমা দৃষ্টান্ত উপাদীয়েতে  
মোক্ষশাস্ত্রেণিতি যোজন্য।—যেহেতু নির্কির্শেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব, সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির  
দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। (জলসূর্য্য—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। সূর্য্য এক, কিন্তু বহু জলরূপ  
উপাধির দ্বারা তাহার বহু ভ্রম হয়। এতদৃষ্টান্তে অদ্বয় ব্রহ্মেরও বুদ্ধাদি উপাধির দ্বারা  
বহু ভ্রম নিশ্চিত হয়)।

যত এব চায়মাত্মা চৈতন্যস্বরূপো নির্বিশেষো বাহ্যনাম-  
তীতঃ পরপ্রতিষেধেনোপদেশ্যোহত এব চাস্তোপাধিনিমিত্তা-  
মপারমার্থিকীং বিশেষবত্তামভিপ্রেত্য জলসূর্য্যাদিবদিত্যু-  
পমোপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষু—

‘যথা হ্যয়ংজ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন।  
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোহয়মাত্মা’  
ইতি ।

“এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ” ।

ইতি চৈবমাদিষু । অত্র প্রত্যবস্থীয়তে ॥ ১৮ ॥

অনুবদপ্রহণাতু ন তথাত্মম্ ॥ ১৯ ॥\*

কিঞ্চ যথা জলানুপাধিকল্পিতঃ সূর্য্যচন্দ্রাদের্ভেদচলনাদির্দর্শ্য এবমাত্মন ইতি  
দৃষ্টান্তঃ । ঋতেশ্চ নির্বিশেষং তত্ত্বমিত্যাহ—অত এব চোপমেতি । জলবিষ-  
ত্বাকারেণ সূর্য্যাত্মাভাসবদ্যোতনায় সূর্য্যকেতি ক-প্রত্যয়ঃ । যথাং জ্যোতি-  
শ্চৈবো বিবস্বান স্বত একোহপি ঘটভেদেন ভিন্না অপোহনুগচ্ছন বহুধা ক্রিয়তে  
এবমজোহয়মাত্মা দেবঃ স্বপ্রকাশ একোহপ্যুপাধিনা মায়য়া ক্ষেত্রেষনুগচ্ছন  
ভেদরূপঃ ক্রিয়ত ইতি যোজন্য । ইতি রত্নপ্রভা ।

যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্বিশেষ, বাক্য মনের অগোচর, এবং  
পররূপ ( অনাস্বরূপ ) প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য, সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্রে তাঁহার  
উপাধিকৃত মিথ্যা বিশেষভাব প্রদর্শনার্থ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে ।  
যথা—“যদ্রূপ এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে অনুগত  
( প্রতিবিম্বিত ) হওয়ায় বহুর ত্রায় হন, তদ্রূপ, এই জন্মানিরহিত স্বপ্রকাশ  
আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধির দ্বারা বহু ক্ষেত্রে ( বহু দেহে )  
অনুগত হওয়ায় বহুর ত্রায় হইতেছেন ।” “একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভি-  
ভিন্ন ভূতে ( দেহে ) অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ত্রায় ( জলে যে চন্দ্রের  
প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাই এ স্থলে জলচন্দ্র ) এক ও বহু প্রকারে দৃষ্ট  
হন ।” ইত্যাদি । পূর্ব্বপক্ষকারিগণ এই স্থানে মন্তকোত্তোলন করেন—

\* জলং যথা গৃহ্যতে জ্ঞানেন বিবরীক্রিয়তে ন তথাত্মা । তস্মাৎ ন তথাত্মমোপাধিকভেদবৎ

ন জলসূর্যাদিতুল্যত্বমিহোপপদ্যতে তদ্বদগ্রহণাৎ । সূর্য্যা-  
দিভ্যো হি মূর্তেভ্যঃ পৃথগ্ভূতং বিপ্রকৃষ্টদেশং মূর্তং জলং  
গৃহ্যতে তত্র যুক্তং সূর্যাদিপ্রতিবিশ্বোদয়ো ন ত্বাত্মাহমূর্তো ন  
চাত্মাৎ পৃথগ্ভূতা বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চোপাধয়ঃ । সৰ্ব্বগতত্বাৎ  
সৰ্বানন্যত্বাচ্চ । তস্মাদযুক্তোহয়ং দৃষ্টান্ত ইতি । অত্র প্রতি-  
বিধীয়তে ॥ ১৯ ॥

বুদ্ধিহাসভাক্তমন্তুভাবাদুভয়

সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥\*

ইহাশ্রম্যাক্তদৃষ্টান্তবৈষম্যশঙ্কাসূত্রম্ । অশ্রুবদিতি । আশ্রনোহরূপত্বাৎ দূর-  
স্থোপাধ্যভাবাচ্চ মায়য়া বুদ্ধাদিষু প্রতিবিষভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ । ইতি  
রত্নপ্রভা ।

আশ্রম্যতে জলসূর্য্যোর সাদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না । কারণ এই যে,  
সে প্রকারে তাঁহার গ্রহণ ( জ্ঞান ) হয় না । জল মূর্ত, সূর্য্য ও মূর্তপদার্থ, পরস্পর  
সূর্য্যাদি মূর্তপদার্থ হইতে মূর্ত জল পৃথক্ ও দূরদেশস্থ বলিয়া গৃহীত হয় ।  
( জলকে পৃথক্ ও দূরস্থ রূপে জানা যায় ) । অতএব জলে সূর্য্য প্রতিবিষের  
উদয় সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ । কিন্তু আশ্রম্য অমূর্ত এবং তাঁহা হইতে পৃথক্  
ও দূরস্থ কোনও উপাধি নাই । না-থাকার কারণ, তিনি সৰ্ব্বগত ও  
সৰ্ব্বাভিন্ন । সেই জগুই বলা হইল, আশ্রম্য জলসূর্য্যোর দৃষ্টান্ত অযুক্ত ।  
অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে । বিষম দৃষ্টান্তে অত্রান্ত অসম্মান . হয়  
না । এই আপত্তির সমাধান এই—

প্রত্যেতবাম্ । অরূপত্বাৎ দূরস্থোপাধ্যভাবাচ্চ । মায়য়া বুদ্ধাদিষু প্রতিবিষভেদো ন যুক্ত  
ইত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তবৈষম্যপ্রদর্শনসূত্রমেতৎ ।—আশ্রম্য জলের ন্যায় মূর্তপদার্থ নহেন, সে জন্য  
তাঁহাতে প্রোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না । সঙ্গত দৃষ্টান্ত না হওয়ায় তাঁহার উপাধিকভেদ অগ্রাহ্য  
হয় । ( এটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র )

\* অন্তর্ভাবাৎ উপাধ্যস্তর্ভাবাৎ উপাধিধর্ম্মমুবিধায়িত্বাদিতি যাবৎ বুদ্ধিহাসভাক্তমিত্যুপ-  
লক্ষণমুপাধিধর্ম্মতাগিত্বমিতি পরমার্থঃ । উপাধেজলস্য বুদ্ধৌ প্রতিবিষাশ্রকং সূর্য্যো যথা  
বুদ্ধিঃ ভজতে ন তু সূর্য্যন্তব্ধরূপাধেদেহ্যমেব বুদ্ধৌ প্রতিবিষায়কং ব্রহ্ম ( জীবাত্মা ) বুদ্ধিতাক্  
ভবতি ন তু ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ । সমাধানসূত্রমেতৎ । উপাধ্যস্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবস্তুমত্র বিব-  
ক্ষিতাংশন্তেন সাম্যমত্বেবেতি সমাধানসূত্রতাৎপর্য্যম্ ।—উপাধের পদার্থ উপাধিধর্ম্মের অসু-

যুক্ত এব ত্বয়ং দৃষ্টান্তে বিবক্ষিতাংশসম্ভবাৎ। ন হি দৃষ্টান্তদার্টান্তিকয়োঃ কচিৎ কিঞ্চিদ্বিবক্ষিতমংশং যুক্ত্য সর্ব-সারূপ্যং কেনচিদর্শয়িত্বং শক্যতে। সর্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্ত-দার্টান্তিকভাবোচ্ছেদ এব স্ম্যৎ। ন চেদং স্বমনীষিকয়া জলসূর্য্যাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নম্। শাস্ত্রপ্রণীতস্ত ত্বস্ত প্রজনমাত্র-মুপন্যস্ততে। কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সারূপ্যমিতি। তদু-চ্যতে বুদ্ধিহ্রাসভাজ্জমিতি। জলগতং হি সূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবুদ্ধৌ বর্ধতে জলহ্রাসে হ্রসতি জলচলনে চলতি জলভেদে ভিদ্যত ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ

উপাধ্যস্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবস্তুমত্র বিবক্ষিতাংশস্তেন সাম্যেন সমাধান-স্বত্রম্—বুদ্ধিহ্রাসেতি। দৃষ্টান্তসাম্যোহপি নীরূপায়নঃ প্রতিবিম্বং স্ববুদ্ধ্য কথং কল্যত ইত্যত্রাহ—ন চেদমিতি। শ্রুতে ন কল্যত ইত্যর্থঃ। শ্রুতদৃষ্টান্তস্ত স্বর্য্যাদিবং ইতু্যপত্তাসেন কিং ফলমিত্যত আহ—শাস্ত্রেতি। আত্মনো নির্কিংশেষত্বং ফলমিত্যর্থঃ। অবিরোধ ইতি ন বৈষম্যমিত্যর্থঃ। আত্মা প্রতি-

ঐ দৃষ্টান্ত ন্যায্য। হেতু এই যে, উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিতাংশ সুদ-স্তব। বিবক্ষিতাংশ ব্যতীত দৃষ্টান্ত-দার্টান্তিকের সর্বসারূপ্য অর্থাৎ সর্বাংশে সমানতা কদাপি কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সর্বাংশে সমান হইলে এক হইয়া যায়, কে দৃষ্টান্ত কে দার্টান্তিক তাহা জানা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত-দার্টান্তিক-ভাব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। [নচেদং...মিতি] অপিচ, ঐ যে জলসূর্য্যক-দৃষ্টান্ত, ঐ দৃষ্টান্ত অম্মদাদিব কল্পিত নহে, উহা শাস্ত্র-প্রণীত। স্ম্যে ঐ শাস্ত্রপ্রণীত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন মাত্র অভিহিত হইয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সারূপ্য বিবক্ষিত? (শাস্ত্র কোন্ অংশ বলিতে ইচ্ছুক?) সেই জন্য বলিতেছেন, বুদ্ধিহ্রাসভাজ্জমিতি। [জলগতং... অবিরোধঃ] জল বাড়িলে বা বিস্তৃত হইলে জলস্থ স্বর্য্যপ্রতিবিম্ব বুদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, জল হ্রস বা অল্প হইলে অল্প বা হ্রস হয়। জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাভাবে নানা (অনেক) দেখায়। এইরূপে স্বর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী কিন্তু পরমার্থপক্ষে স্বর্য্য যেমন তেমনিই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পরমার্থপক্ষে

গামী, তদনুসারেই স্বর্য্যের ও ব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধাদিভাগিষ উপচরিত, সে অংশে দৃষ্টান্ত-দার্টান্তিকের সাম্য আছে, সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ অসম নহে।

সূর্য্যস্ত তথাহুমন্তি । এবং পরমার্থতোহবিকৃতমেকরূপমপি  
সং ব্রহ্ম দেহাভ্যুপাধ্যন্তুর্ভাবাৎ ভজত ইবোপাধিধম্মান্ বুদ্ধি-  
হ্রাসাদীন । এবমুভয়োর্দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাদবি-  
রোধঃ ॥ ২০ ॥

### দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥\*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণো দেহাদিষুপাধিষহন্তু-  
রনুপ্রবেশঃ—

পুরুষচক্রে দ্বিপদঃ পুরুষচক্রে চতুষ্পদঃ ।

পুরুঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরুঃ পুরুষ আবিশৎ ॥

ইতি । অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য ইতি চ । তস্মাদ্যুক্ত-  
মেতৎ—অত এবোপমা সূর্য্যকাদিবদिति । তস্মাৎ নির্বিকল্প-  
কৈকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম নোভয়লিঙ্গং ন বিপরীতলিঙ্গঞ্চেতি সিদ্ধম্ ।

বিশ্বশূন্যঃ নীরূপদ্রব্যহাৎ বায়ুবৎ ইত্যহুমানো আকাশে ব্যভিচারঃ । অল্পজলে  
বিদুরাকাশপ্রতিবিম্বদর্শনাহুপাধিরূপস্থত্বমপি কচিদনপেক্ষিতমিতি ভাবঃ । ইতি  
রত্নপ্রভা ।

ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত হওয়ার  
উপাধিধর্মের হ্রাসবৃদ্ধাদি ভজনা করেন, এতাবন্মাত্র বিবক্ষিত এবং ঐরূপেই  
দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ার অবিরোধ অর্থাৎ অবৈষম্য হয় ।

শ্রুতি দেহাদি উপাধির মধ্যে পরব্রহ্মের অনুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন । যথা—  
“সেই ঈশ্বর দ্বিপদের পূর অর্থাৎ মনুষ্যাদির দেহ সৃজন করিলেন । চতুষ্পদের  
পূর অর্থাৎ পশুদেহ সৃজন করিলেন । করিয়া চক্ষুরাদির অভিব্যক্তির পূর্বে  
পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইয়া ঐ সকল পুরে অর্থাৎ ঐ সকল দেহে আবিষ্ট  
হইলেন । দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ।” “জীবরূপ আত্মা  
রূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক—” ইত্যাদি । অতএব, “স্বর্ঘ্যের ন্যায়” এই উপমা  
ন্যায্য উপমা সূত্রাতঃ ব্রহ্ম একরূপ নির্বিশেষ, দ্বিরূপ ও বহুরূপ নহেন । ইহা

\* শ্রুতি পরসোবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণো দেহাদিষুপাধিষন্তরনুপ্রবেশদর্শনাদিতি যোজনা ।—  
শ্রুতিতে অবিকৃত পরব্রহ্মের শরীরান্তঃ প্রবেশ কথিত থাকাতোও ব্রহ্ম কেবল চিন্ময় ও এক-  
রূপ, ইহা অবধারিত হয় ।



অত্র কেচিৎ দ্বৈ অধিকরণে কল্পয়ন্তি । প্রথমং তাবৎ কিং প্রত্যস্তমিতাশেষপ্রপঞ্চমেকাকারং ব্রহ্ম উত প্রপঞ্চবদনেকা-  
কারোপেতমিতি । দ্বিতীয়ন্তু স্থিতে প্রত্যস্তমিতপ্রপঞ্চস্তে কিং  
সল্পক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং উতোভয়লক্ষণমিতি । অত্র  
বয়ং বদামঃ—সর্বথাপ্যানর্থক্যমধিকরণান্তরান্তুশ্চেতি । যদি  
তাবদনেকলিপ্তত্বং পরন্তু ব্রহ্মণো নিরাকর্তব্যমিত্যয়ং প্রয়াস-  
স্তৎ পূর্বেণৈব—ন স্থানতোহপীত্যেনাধিকরণেন নিরাকৃত-  
মিত্যুত্তরমধিকরণং প্রকাশবচেতি ব্যর্থমেব ভবেৎ । ন চ  
সল্পক্ষণমেব ব্রহ্ম ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্তুং । বিজ্ঞানঘন  
এবেত্যাদি শ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ । কথং বা নিরন্তরৈতত্ত্বং  
ব্রহ্ম চেতনস্য জীবন্তাত্মহেনোপদিশেত । নাপি বোধ-

প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হইতেছে । [অত্র...মিতি] কোন কোন  
ব্যাখ্যাকার এইস্থানে দুইটি বিচার করনা করেন । প্রথম বিচারের বিষয়  
এই যে, ব্রহ্ম কি নিশ্চয় একরূপ ? অথবা সপ্রপঞ্চ অনেকরূপ ?  
দ্বিতীয় বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম নিশ্চয় একরূপ, ইহা সিদ্ধ হইলেও  
তাঁহার নির্দিষ্ট লক্ষণ অন্বেষণীয় । তাহাতে এই জিজ্ঞাস্তা যে, তিনি কি  
সংস্করূপ ? না বোধরূপ ? অথবা সত্তা ও বোধ উভয়রূপ ? [অত্র...  
দিশেত] এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—বিচার দ্বয়ের আরম্ভ সর্বপ্রকারে  
নিফল—নিশ্চয়োক্তনীয় । যদি ব্রহ্মের অনেকলিপ্ততা (অনেকরূপিতা)  
নিরাকরণের জন্ত ঐ প্রয়াস (বিচার) স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে  
সুতরাং তাহা ব্যর্থ । কেন-না তাহা “ন স্থানতোহপি” এই পূর্বসূত্রের  
দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে । পরে যে “প্রকাশবচ্চ” এই সূত্রে দ্বিতীয় বিচার  
আরম্ভ হইয়াছে, সে বিচার কায়েই ব্যর্থ বা নিশ্চয়োক্তনীয় হইতেছে ।  
ব্রহ্ম কেবল সং অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সত্তারূপ, বোধলক্ষণ বা বোধরূপ  
নহেন, এরূপ বলিতে পার না । না পারিবার কারণ এই যে, তাহাতে  
“বিজ্ঞানঘন” ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্যভঙ্গ হয় । ঐরূপ হইলে শ্রুতিই বা কেন  
• নিরন্তরৈতত্ত্ব অর্থাৎ বোধরূপতা বিহীন পরব্রহ্মকে চেতন জীবের আত্মা  
বলিয়া উপদেশ করিবেন ? [নাপি...গম্যেত] বোধই ব্রহ্মের লক্ষণ, সত্তা  
নহে, ইহাও বলিতে পার না । বলিতে গেলে “অস্তি—আছেন, এত-  
ক্ষণে উপলব্ধব্য” ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্য নষ্ট হইবেক । বাহার সত্তা

লক্ষণমেব ব্রহ্ম ন সল্লক্ষণমিতি শক্যং বক্তুন্ম । ‘অস্তীত্যেবো-  
পলক্ষব্যঃ’ ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ । কথং বা নিরন্ত-  
সত্তাকো বোধোহভ্যুপগম্যেত । নাপ্যভয়লক্ষণমেব ব্রহ্মেতি  
শক্যং বক্তুন্ম । পূর্ব্বাভ্যুপগমবিরোধপ্রসঙ্গাৎ । সত্তাব্যাবৃত্তেন  
বোধেন বোধব্যাবৃত্তরা চ সত্তয়োগেতং ব্রহ্ম প্রতিজানানশ্চ  
তদেব পূর্ব্বাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্চত্বং প্রসজ্যেত । শ্রুত-  
ত্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন, একস্থানেকস্বভাবত্বানুপপত্তেঃ । অথ  
সত্তেব বোধো বোধ এব চ সত্তা নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃত্তির-  
স্তীতি যদ্যুচ্যেত তথাপি কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং  
উতোভয়লক্ষণমিত্যয়ং বিকল্পো নিরালম্বন এব স্তাৎ । সূত্রানি  
ত্বেকাধিকরণত্বেনৈবাস্মাভিনীতানি । অপি চ ব্রহ্মবিষয়াশ্চ  
শ্রুতিষাকারবদনাকারপ্রতিপাদনেন বিপ্রতিপন্নাস্বনাকারে

নাই, যাহার সত্তা অস্বীকৃত, কি-প্রকারে তাদৃশ বোধ স্বীকার করিতে  
পার ? [ নাপ্যভয়...প্রসজ্যেত ] সত্তা ও বোধ এই দুইটাই ব্রহ্মের লক্ষণ,  
এমন কথাও বলিতে পারক নহ । কেননা তাহা পূর্ব্বস্বীকৃতের বিরোধী ।  
যে ব্যক্তি সত্তাবিহীন বোধকে অথবা বোধবিহীন সত্তাকে ব্রহ্মলক্ষণ  
বলিতে প্রস্তুত, উদ্যত, সে ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্ববিচারে প্রতিষিদ্ধ  
হইয়াছিল সেই প্রতিষিদ্ধ সপ্রপঞ্চতা দোষ আপত্তিত হয় । ( অভিপ্রায় এই  
যে, নিস্প্রপঞ্চ একরূপ, এতৎসিদ্ধান্ত বিষটিত হয় এবং ইহারা ভিন্নোভয়রূপত্ব  
পক্ষের প্রতিবন্ধক বা বাধাদায়ক হয় । অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষই হয় না । )  
[ শ্রুতত্বা...নীতানি ] শ্রুতি বলিয়াছেন সূত্রাং নির্দোষ, এ কথাও বক্তব্য  
নহে । কারণ এই যে, একের অনেকস্বভাবতা অসিদ্ধ । যদি এমন  
বল যে, সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, তদ্বত্তয়ের পরস্পর ব্যাবৃত্তি ( ভেদ )  
নাই, তথাপি, অর্থাৎ তাহা বলিলেও ব্রহ্ম কি সঙ্গপী অথবা বোধরূপী ?  
এই বিকল্প ( সংশয় ) নিরালম্বন ( বিষয়শূন্য ) হইয়া পড়ে । এই সকল  
কারণে, আমরা ঐ কএকটি স্থানে এক বিচারের অন্তর্গত করিয়াছি ।  
[ অপিচ...সম্পদ্যস্তে ] অত্র কথা এই যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের মধ্যে  
যে সকল বাক্য সন্দিগ্ধার্থ, অনাকার ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে সে সকলের  
কোন একটা গতি বলিতে হইবেক । সেই গতি বলিবার জগুই “প্রকাশ  
বজ্র” ইত্যাদি স্থত্রের উত্থান এবং তাহাতেই সে সকলের সার্থক্যসিদ্ধি ।

ব্রহ্মণি পরিগৃহীতেহবশ্যং বক্তব্যোতরাশাং শ্রুতীনাং গতিঃ ।  
তাদর্থ্যেন প্রকাশবচ্ছেত্যাदीনি সূত্রার্থবত্তরাণি সম্প-  
দ্যন্তে । যদপ্যাহুরাকারবাদিত্যোহপি শ্রুতয়ঃ প্রপঞ্চপ্রবি-  
লয়মুখেনানাংকারপ্রতিপত্ত্যর্থী এব ন পৃথগর্থী ইতি তদপি  
ন সমীচীনমিব লক্ষ্যতে । 'কথম্ । যে হি পরবিদ্যাধিকারে  
কেচিৎ প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশে-  
ত্যয়ং বৈ হরয়োহয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি চানন্তানি  
চ' ইত্যেবমাদয়ন্তে ভবন্ত প্রবিলয়ার্থাঃ । 'তদেতদব্রহ্মাপূর্ব-  
মনপরমনন্তরমবাহং' ইত্যুপসংহারাত্ । যে পুনরুপাসনাধি-  
কারে প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ'  
ইত্যেবমাদয়ো ন তেবাং প্রবিলয়ার্থত্বং জ্ঞায্যং স ক্রতুং কুর্বা-  
তেত্যেবজ্ঞাতীয়কেন প্রকৃतेনৈবোপাসনবিধিনা তেবাং সম-  
ক্ষাৎ । শ্রুত্যা চৈবজ্ঞাতীয়কানাং গুণানামুপাসনার্থত্বেহব-

[ যদপ্যাহুঃ...সম্বন্ধাৎ ] অত্র এক টীকাকার বলেন, সাকার ব্রহ্মবাদিনী  
শ্রুতিগণও প্রপঞ্চ-বিলয় দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের বোধক হয়, সে জহ  
সে সকল শ্রুতির পৃথক্ অর্থ নাই । এ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে । পর  
বিদ্যাধিকারে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের প্রকরণে যে-প্রপঞ্চ পরিপঠিত  
প্রপঞ্চ-বিলয় অর্থে সে সকলের সমাধান হইতে পারে । যেমন, "এই  
জীবভাব প্রাপ্ত ঈশ্বরের দশটি হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় । এই ঈশ্বরই ঐ দশ, শত  
সহস্র হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ( প্রাণীর একত্ব বিবক্ষ্য দশ, অনেকত্ব বিবক্ষ্য  
শত, সহস্র ও অনন্ত )" ইত্যাদি, এ সকল ও সে সকল শ্রুতির তাৎ-  
পর্য্য প্রবিলয়, ইহা হইতেও পারে । কেননা, ঐ প্রস্তাব "সেই এই ব্রহ্ম  
অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ—" এইরূপে অনাকারব্রহ্মতাৎপর্য্যে  
উপসংহৃত ( সমাপ্ত ) হইয়াছে । কিন্তু যে সকল প্রপঞ্চ উপাসনাধিকা-  
পঠিত, যথা তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও দীপ্তিরূপ, ইত্যাদি,—এ সকল  
ও সে সকল প্রপঞ্চের বিলয়ার্থতা জ্ঞায্য নহে । কেননা, "সেই উপাসন  
ক্রতু ( উপাসনা—ধ্যান ) করিবেক" এইরূপ এইরূপ প্রকৃত ( বাহার জঃ  
প্রস্তাবারম্ভ তাহা প্রকৃত ) উপাসনা বিধির সহিতই ঐ সকলের সম্বন্ধ ব  
অময় । [ শ্রুত্যা...বাক্যত্বম্ ] যদি শব্দার্থের দ্বারা ঐ সকল গুণের ( ব্রহ্মধর্মের

কল্প্যমানৈ ন লক্ষণয়া প্রবিলয়ার্থত্বমবকল্পতে। সর্বেষাঞ্চ সাধা-  
রণে প্রবিলয়ার্থত্বে সতি ‘অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ’ ইতি  
বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্মৃতাৎ। ফলমপ্যেযাং যথো-  
পদেশং কচিৎ ছুরিতক্ষয়ঃ কচিদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ কচিৎ ক্রমমুক্তি-  
রিত্যবগম্যত এবেতি। অতঃ পার্থগর্থ্যমেবোপাসনাবাক্যানাং  
ব্রহ্মবাক্যানাঞ্চ ত্রায়াং নৈকবাক্যত্বম্। কথঞ্চৈষামেকবাক্য-  
তাৎপ্রেক্ষেতেতি বক্তব্যম্। একনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযাজ-  
দর্শপূর্ণমাসবাক্যবদिति চেৎ, ন, ব্রহ্মবাক্যেযু নিয়োগাহভা-  
য়াৎ। বস্তুমাত্রপর্য্যবসায়ীনি হি ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগো-  
পদেশীনীতি। এতদ্বিস্তরেণ প্রতিপাদিতং ‘তত্ত্ব সমন্বয়াৎ’

উপাসনার্থতা সিদ্ধ হয় তাহা হইলে আর লক্ষণাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া  
সে সকলের লয়প্রয়োজনতা কল্পনা কবিতে পার না। সমুদায় গুণেরই  
সাধারণরূপে বিলয়ার্থতা নিশ্চিত হইলে “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ”  
এই সূত্র নির্দিষ্ট হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ ঐ সূত্র বলিয়ার আর  
প্রয়োজন হয় না অথবা উহার উল্লেখ নিরর্থক হয়। ঐ সকল উপাসনার  
ফলও উপদেশানুসারে কোথাও পাপক্ষয়, কোথাও ঐশ্বর্য্য (অগ্নিমা-  
দিশক্তি) লাভ, কোথাও বা ক্রমমুক্তি। অতএব, উপাসনাবাক্যের ও ব্রহ্ম-  
বোধক-বাক্যের পৃথক্ অর্থ হওয়াই ত্রায়া, একবাক্য বা একার্থ হওয়া  
ত্রায়া নহে। [কথঞ্চৈষা-ইত্যত্র] কি-প্রকারেই বা একবাক্যতার উল্লয়ন  
করিবে? তাহা বলিতে হইবে। এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় প্রযাজ ও  
দর্শপূর্ণমাস \* বাক্যেব ত্রায়া একবাক্য বা একার্থ (উপাসনাবাক্য ও ব্রহ্ম-  
বাক্য মিলিয়া এক ব্রহ্মার্থবোধক) হইবে বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে  
না। কেননা, ব্রহ্মবোধকবাক্যো নিবোগ + নাই—নিবোগ অসম্ভব। ব্রহ্ম-

\* শ্রুতির এক স্থানে পঠিত আছে, দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যাগ কবিরেক। অস্মা স্থানে  
আছে, প্রযাজ ও অন্নব্রাজ প্রভৃতি কবিরেক। ইহাতে মীমাংসাপরিশোধিত মত এই যে, ঐ  
সকল বাক্য মিলিত হইয়া এক দর্শপৌর্ণমাস যাগেব বোধক হইবে।

+ প্রপঞ্চ-বিলয়বাদীর অভিপ্রায় এই যে, তন্মাত্র আকার বাতীত অল্প আকারের বিলয়  
করাই সেই সেই আকারবাদিনী শ্রুতির তাৎপর্য্য। তিনি মনোময়, এ উপদেশের  
তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তিনি মনোতিরিক্ত উপাধিশূন্য। এইরূপ, আধাতিরিক্ত উপাধিশূন্য।  
(উপাসকের চিন্তাবৃত্তি যেন তন্মাত্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, অজ্ঞাকার গ্রহণ না করে, ইহাই  
ঐ সকল নিয়োগের তাৎপর্য্য) এবং ক্রমে যখন শরীর ও প্রাণ নিবারিত হইতেছে তখন

[ বেদাং ১ । পাং ১সূ ৪ ] ইত্যত্র । কিংবিষয়কশ্চাত্ত  
নিয়োগোহভিপ্রেত ইতি বক্তব্যম্ । পুরুষো হি নিযুজ্যমানঃ  
কুর্কিতি স্বব্যাপারে কশ্মিংশ্চিৎ নিযুজ্যতে । ননু দ্বৈতপ্রপঞ্চ-  
প্রবিলয়ো নিয়োগবিষয়ো ভবিষ্যতি, অপ্রবিলাপিতে হি  
দ্বৈতপ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতীত্যতো ব্রহ্মতত্ত্বা-  
ববোধপ্রত্যনীকভূতো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ প্রবিলাপ্যঃ । যথা স্বর্গ-  
কামশ্চ যাগোহনুষ্ঠাতব্য উপদিশ্যতে, এবমপবর্গকামশ্চ  
প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ । যথা চ তমসি ব্যবস্থিতং ঘটাদিতত্ত্বং অববুভূৎ-  
সমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্ম-  
তত্ত্বমববুভূৎসমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়ি-  
তব্যঃ । ব্রহ্মস্বভাবো হি প্রপঞ্চে ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম । তেন

বাক্য কেবল মাত্র ব্রহ্মবস্তুর বোধ জন্মায়, সে কারণে সে সকল বাক্য  
নিয়োগের উপদেশক নহে । এ সকল সর্বিস্তরে “তত্ত্ব সম্বন্ধাৎ” সূত্রে  
বলা হইয়াছে । [ কিং...নিযুজ্যতে ] অপিচ, কোন্ বিষয়ে বা কিরূপে  
নিয়োগ অভিপ্রেত তাহা নিয়োগবাদীকে বলিতে হইবে । কেননা, যে  
“কর” ইত্যাদি প্রকারে নিযুজ্যমান, নিয়োগের সামর্থ্যে সে কোন এক  
নিজ ব্যাপারেই নিযুক্ত হয় । সূত্রের উদাহৃত স্থলে কথিতপ্রকার নিয়োগ  
অভিপ্রেত কি-না তাহা বলা আবশ্যক কিন্তু বলিবার বা দেখাইবার উপায়  
নাই । ( ব্যাপারের অযোগ্য বা অসাধ্য পদার্থে নিয়োগ হইতে পারে না । )  
[ ননু...ভবতীতি ] যদি বল, দ্বৈতপ্রপঞ্চবিলয় উক্ত নিয়োগের বিষয়,  
কেননা, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলাপিত ( বিলীন ) না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-  
কার হয় না, সেই কারণে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের শত্রুস্বরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রবি-  
লাপিত করিতে হয় । যাগ যেমন স্বর্গকামী পুরুষের অনুষ্ঠাতব্য, প্রপঞ্চ  
বিলাপন, তেমনি, মুমুক্শুর কৰ্ত্তব্য । ঘট আছে, কিন্তু অন্ধকার নিবন্ধন  
তাহার জ্ঞান হইতেছে না । এই বিশ্বাসের অনুবলে ঘটতত্ত্ব জিজ্ঞাস্ত  
যেমন ঘটতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অন্ধকার বিলাপিত করে ( আলোকের  
উদয় করিয়া ), তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাস্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের

বৃদ্ধিতে হইবে, ঐ নিষেধ মনেরও নিষেধ হইয়াছে । সূত্রের ঐ সমুদায় বাক্য চরণে  
নিরাকার ব্রহ্মেরই বোধক হইবে ।

নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনেন ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ভবতীতি । অত্র  
বয়ং পৃচ্ছামঃ—কোহয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নাম । কিমগ্নিপ্রতাপ-  
সম্পর্কাৎ স্মৃতকাঠিষ্ঠপ্রবিলয় ইব প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ কর্তব্যঃ,  
আহোষ্ণিদেকস্মিন্ চন্দ্রে তিমিরকৃতানেকচন্দ্রপ্রপঞ্চবদবিদ্যা-  
কৃতে ব্রহ্মণি নামরূপপ্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপয়িতব্য ইতি ।  
তত্র যদি তাবদ্বিদ্যমানোহয়ং প্রপঞ্চো দেহাদিলক্ষণ আধ্যা-  
ত্মিকো বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যাচ্যেত  
স পুরুষমাত্রেষাশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুমিতি তৎপ্রলয়োপদেশো-  
হশক্যবিষয় এব স্মাৎ । একেন চাদিমুক্তেন পৃথিব্যাদিপ্রবিলয়ঃ

“কোহয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়” ইতি । বাস্তবস্ত বা প্রপঞ্চস্ত প্রবিলয়ঃ  
সর্পিষ ইবাগ্নিসংযোগাৎ সমারোপিতস্ত বা রজ্জ্বাং সর্পভাবস্তেব রজ্জুতত্ত্বপরি-  
জ্ঞানাৎ । ন তাবদ্বাস্তবঃ সর্বসাধারণঃ পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চঃ পুরুষমাত্রেন শক্যঃ  
সমুচ্ছেতুং । অপি চ প্রহ্লাদশ্লোকাদিভিঃ পুরুষধৌরৈঃ সমূলমূলমূলিতঃ  
প্রপঞ্চ ইতি শূন্যং জগদ্ ভবেৎ । ন চ বাস্তবং তত্ত্বজ্ঞানেন শক্যং সমুচ্ছে-  
তুং । আরোপিতরূপবিরোধিত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানশ্চেতুত্বম্ । সমারোপিতরূপস্ত প্র-  
পঞ্চো ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপনপরৈরেব বাক্যৈঃ ব্রহ্মতত্ত্বমববোধয়ন্তিঃ শক্যঃ সমুচ্ছেতু-  
মিতি কৃতমত্র বিধিনা । ন হি বিধিশেতেনাপি বিনা তত্ত্বাববোধনং  
প্রবর্তন্যাত্তত্ত্বজ্ঞান ইতি বা কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়মিতি বেতি প্রবর্তিতঃ শ্লোকেতি  
প্রপঞ্চপ্রবিলয়ং কর্তৃত্বম্ । ন চাত্মাত্তত্ত্বজ্ঞানবিধিং বিনা বেদান্তার্থব্রহ্মতত্ত্বাববোধো

প্রতিবন্ধক মিথ্যাপ্রপঞ্চ বিলাপিত করিবেন । প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বভাব, কিন্তু ব্রহ্ম  
প্রপঞ্চস্বভাব নহেন । তাই নামরূপপ্রপঞ্চ বিলীন হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের বোধ  
হয় । [ তত্র...ভবিষ্যৎ ] যাহারা এইরূপ বলেন, ব্যাখ্যা করেন, তাঁহা-  
দিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রপঞ্চবিলয় কি ? ( অর্থাৎ কিরূপ বিলয় ? )  
অগ্নিসম্পর্কে যে ঘৃত-কাঠিষ্ঠ বিলীন হয় ( গলিয়া যায় ), জগৎপ্রপঞ্চকে  
কি তাহার জ্বায় বিলাপিত করিতে হইবে ? অথবা চন্দ্রে নেত্রদোষ-  
জনিত দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন হইলে তাহার বিলাপন যজ্ঞপ, ব্রহ্মে অবিদ্যা-  
শব্দজনিত নামরূপপ্রপঞ্চের তদ্রূপ বিলাপন করিতে হইবে ? এই দৃশ্য-  
তান দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিক-প্রপঞ্চ ও পৃথিব্যাদিলক্ষণ বাহ্যিক-প্রপঞ্চ এই  
দ্বিবিধপ্রপঞ্চকে যদি ঘৃতকাঠিষ্ঠ বিলাপনের জ্বায় বিলাপিত করিতে হয়

কৃতং ইদানীং পৃথিব্যাदिशृङ्खलं जगदभविष्यत्। अथाविद्याध्यस्तो  
 ब्रह्मण्येकस्मिन्नयं प्रपञ्चो विद्याया प्रविलाप्यत इति  
 क्रियात्, ततो ब्रह्मेवाविद्याध्यस्तप्रपञ्चप्रत्याख्यानेनावेदयि-  
 तव्यं 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। तत् सत्यं स आत्मा तद्वत्समि'  
 इति। तस्मिन्नावेदिता विद्या स्वयमेवोत्पद्यते तया चाविद्या  
 बाध्यते ततश्चाविद्याध्यस्तः सकलोऽयं नामरूपप्रपञ्चः स्वप्न-  
 प्रपञ्चवत् प्रविलीयते। अनावेदिता तु ब्रह्मणि ब्रह्मविज्ञानं  
 कुरु प्रपञ्चप्रविलयच्छेति शतकृतोऽहप्युक्ते न ब्रह्मविज्ञानं  
 प्रपञ्चप्रविलयो वा जायेत। नन्वावेदिता ब्रह्मणि तद्विज्ञान-  
 विषयः प्रपञ्चविलयविषयो वा नियोगः स्यात्, न, निष्प्रपञ्च-

न भवति। मौलिकश्च स्वाध्यायाध्ययनविधेरव विवक्षितार्थतया सकलञ्च  
 वेदराशेः फलवदर्थवबोधनपरतामापादयतो विद्यामानत्वादन्यथा कर्मविधि-

ताহা হইলে তাহা কোনও ব্যক্তির শক্য নহে। সুতরাং প্রপঞ্চবিলয়-  
 করণের উপদেশ (বিধান) নির্বিষয় অর্থাৎ প্রলাপতুল্য নিরর্থক। অপিচ,  
 প্রথম-মুক্ত পুরুষের দ্বারা পৃথিব্যাदिপ্রপঞ্চের বিলয় সাধিত হওয়ার ইদানীং  
 পৃথিব্যাदिপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত হয়। [অথাবিদ্যা...  
 জায়েত] যদি এমন বলা হয় যে, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অদ্বয় ব্রহ্মে অবিদ্যার  
 দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত, (যদ্রূপ রজ্জুতে সর্প আরোপিত তদ্রূপ আরো-  
 পিত), সুতরাং এই আরোপিতপ্রপঞ্চ বিদ্যার (তত্ত্বজ্ঞানের) দ্বারা  
 বিলাপিত করিতে হইবেক, একপ হইলে ব্রহ্ম এক ও দ্বিতীয়রহিত,  
 তিনিই সত্য, তাহাই আত্মা এবং তিনিই তুমি, ইত্যাদিপ্রকারে অবিদ্যা-  
 ধ্যস্ত প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মস্বার্থ উপদেশ করা অর্থাৎ অধিকারী  
 উপাসককে জ্ঞান-গম্য করা শাস্ত্রের কর্তব্য। ব্রহ্মস্বার্থ জ্ঞানগোচর করাইতে  
 পারিলে আপনা হইতেই বিদ্যোৎপত্তি হইবেক, সেই বিদ্যা অবিদ্যা বিদূরিত  
 করিবেক, অবিদ্যার অভাব হইলেই তৎকৃত সমুদায় নামরূপপ্রপঞ্চ স্বাপ্ন-  
 পদার্থের ন্যায় বিলীন হইবেক। ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞাত না হন, অথচ  
 “ব্রহ্মজ্ঞান কর” “প্রপঞ্চবিলয় কর” এই দুই কথা শত বার বল, তাহা হইলে  
 কক্ষিন্কালাও ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মিবে না এবং প্রপঞ্চ বিলয়ও হইবে না।  
 [নন্বাভেদিতে...ক্রিয়তে] যদি ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হন তাহা হইলে ব্রহ্মবিষয়ক

ব্রহ্মান্নতত্ত্বাবেদনেনৈবোভয়সিদ্ধেঃ। রজ্জ্বস্বরূপপ্রকাশনেনৈব  
 হি তৎস্বরূপবিজ্ঞানমবিদ্যাধ্যস্তসর্পাদিপ্রপঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি।  
 ন চ কৃতমেব পুনঃ ক্রিয়তে। নিয়োজ্যোহপি চ প্রপঞ্চাব-  
 স্থায়াং যোহবগম্যতে জীবো নাম স প্রপঞ্চপঞ্চশ্চৈব বা স্থাৎ  
 ব্রহ্মপঞ্চশ্চৈব বা। প্রথমে বিকল্পে নিম্প্রপঞ্চব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদ-  
 নেন পৃথিব্যাদিবজ্জীবস্ত্যাপি প্রবিলাপিতত্বাৎ কশ্চ প্রপঞ্চ-  
 প্রবিলয়ে নিয়োগ উচ্যেত কশ্চ বা নিয়োগনিষ্ঠতয়া মোক্ষো-  
 হবাশ্রব্য উচ্যেত। দ্বিতীয়েহপি ব্রহ্মৈবানিয়োজ্যস্বভাবং  
 জীবস্ত্য স্বরূপম্। জীবত্বং ত্ববিদ্যাকৃতমেবেতি প্রতিপাদিতে

বাক্যান্যপি বিধান্তরমপেক্ষের্ন্নিতি। ন চ চিন্তাসাফাৎকারয়োর্কিধিরিতি তত্ত্ব-  
 সমীক্ষায়ামম্মাত্ররূপপাদিতম্। বিস্তরেণ চারমর্থস্ত্যেব প্রপঞ্চিতঃ। তস্মাজ্জ-  
 ঙ্গিলয়া যবগ্ধা জুহবাতিতিবদ্ বিধিসরূপা এতে আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদয়ে।  
 ন তু বিধয় ইতি। তদিদমুক্তং দ্রষ্টব্যাদিশক্ষা অপি তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধান।  
 ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধান ইতি। অপি চ ব্রহ্মতত্ত্বং নিম্প্রপঞ্চমুক্তং ন তত্র  
 নিয়োজ্যঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি। জীবো হি নিয়োজ্যো ভবেৎ স চেৎ প্রপঞ্চপক্ষে  
 বর্ততে কো নিয়োজ্যস্ত্যোচ্ছিন্নত্বাৎ। অথ ব্রহ্মপক্ষে, তথাপ্যনিয়োজ্যো  
 ব্রহ্মণোহনিয়োজ্যত্বাৎ। অথ ব্রহ্মণোহনন্যোহপ্যবিদ্যারাহন্য ইবেতি নি-  
 যোজ্যস্তদমুক্তম্। ব্রহ্মভাবং পারমার্থিকমবগম্যতাগমেনাবিদ্যায়া নির-  
 স্তত্বাৎ। তস্মান্নিয়োজ্যভাবাদপি ন নিয়োগঃ। তদিদমুক্তং “জীবোনাম  
 স প্রপঞ্চপঞ্চশ্চৈবে”তি। অপি চ জ্ঞানবিধিপরম্ তন্মাত্রাত্তু জ্ঞানস্ত্যাহুৎপত্তে-

জ্ঞান ও প্রপঞ্চের বিলয় এই দুই বিষয়ের নিয়োগ (বিধান) নিম্প্রয়োজনীয়।  
 অর্থাৎ তাহা “কর” বলিয়া করাইতে হয় না। কেননা, নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের  
 যথার্থ্য প্রতীতি হইলে উক্ত উভয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। যেমন  
 রজ্জ্ব স্বরূপ প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) হইলে রজ্জ্বাখ্যার্থের জ্ঞান ও তন্নিষ্ঠ  
 মিথ্যাজ্ঞান-বিজ্ঞিত সর্পাদিপ্রপঞ্চের বিলয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, ব্রহ্ম  
 বিজ্ঞাত হইলেও সেইরূপ। যাহা কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ, তাহা কৃতিব (মস্তের বা  
 চেষ্টার) অবিষয়। (ভাবার্থ এই, যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিয়োগসাপেক্ষ নহে  
 কিন্তু ভ্রমনিবারক উপদেশসাপেক্ষ) [নিয়োজ্যোহপি...এব] অপিচ, ব্রহ্ম-  
 জ্ঞানে ক্রিয়াকাণ্ডীয় নিয়োজ্যের ত্রায় নিয়োজ্য থাকা অসম্ভব। কেন ? তাহা



ব্রহ্মণি নিয়োজ্যাতাবাৎ নিয়োগাতাব এব । দ্রষ্টব্যাদিশব্দা  
অপি পরবিদ্যাধিকারপঠিতাস্তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্ত্বাব-  
বোধবিধিপ্রধানাঃ ভবন্তি । লোকেহপীদং পশ্চৈদমাকর্ণয়েতি  
চৈবজ্ঞাতীয়কেষু নির্দেশেষু প্রণিধানমাত্রং কুর্ক্বিত্যুচ্যতে ন  
সাক্ষাৎ জ্ঞানমেব কুর্ক্বিতি । জ্ঞেয়াভিমুখস্তাপি জ্ঞানং কদা-  
চিচ্ছায়তে কদাচিৎ ন জায়তে, তস্মাত্তং প্রতি জ্ঞানবিষয় এব  
দর্শয়িতব্যো জ্ঞাপয়িতুকামেন । তস্মিন্ দর্শিতে স্বয়মেব যথা-

স্তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ং তত্র বরং তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমেবাস্ত তত্ত্বা-  
বশ্চাত্ম্যপগন্তব্যত্বেনোভয়বাদিসিদ্ধত্বাৎ । এবঞ্চ কৃতং তত্ত্বজ্ঞানবিধিনেত্যাহ—  
“জ্ঞেয়াভিমুখস্তাপী”তি । ন চ জ্ঞানাদানে প্রমাণানপেক্ষস্তাস্তি কশ্চিৎপ্রমাণো  
বিধেরেবং হি তদুপযোগো ভবেদ্যদ্যন্যথাকারং জ্ঞাতমন্যথাদধীত । ন চ

বলিতেছি । ব্রহ্মজ্ঞানের যে নিযোজ্য প্রপঞ্চাবস্থায় ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইবে সে  
নিযোজ্য কে ? সে নিযোজ্য জীব । ইহা স্বীকৃত হইলেই জিজ্ঞাস্ত হইবে,—জীব  
কি প্রপঞ্চান্তর্গত ? না ব্রহ্ম ? প্রপঞ্চান্তর্গত হইলে জীব নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব  
প্রতিপাদনের দ্বারা পৃথিব্যাদির দ্বারা বিলাপিত হইবে, জীব বিলাপিত  
( লয়প্রাপ্ত ) হইলে কে তখন প্রপঞ্চবিষয় করিবে ? কেই বা নিয়োগ-  
নিষ্ঠ থাকিয়া অর্থাৎ বিধান প্রতিপালন করতঃ মুক্ত হইবে ? জীব যদি  
প্রপঞ্চান্তর্গত না হয় ও ব্রহ্মই হয়, তবে সে পক্ষও ব্রহ্মের অনিযোজ্যতা  
আছে । অর্থাৎ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নির্লেপ-স্বভাব ব্রহ্ম নিয়োগাই নহেন । তাঁহার  
যে জীবভাব—তাহা অবিদ্যাকৃত । সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞাপনের নিযোজ্য না  
থাকায় নিয়োগেরও অভাব আছে । তাৎপর্য্য এই যে, নিয়োগের দ্বারা  
ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না । ব্রহ্মবিজ্ঞান কেন, ঘটাদিজ্ঞানও নিয়োগের  
অনধীন । [ দ্রষ্টব্যাদি...মুৎপদ্যতে ] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে : ‘দ্রষ্টব্য’ প্রভৃতি  
বিধিপ্রত্যয়যুক্ত শব্দ পঠিত হইলেও সে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিধায়ক নহে । সে  
সকল তত্ত্ববিষয়ে প্রণিধায়ক মাত্র । “ইহা দেখ” “ইহা শুন” “তাহাই জ্ঞান”  
এইরূপ এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও কেবল প্রণিধান করিতে বলা হয়,  
অত্ৰ কিছু অর্থাৎ “জ্ঞান কর” এ রূপ বলা হয় না । জ্ঞেয় পদার্থ সম্মুখে  
থাকিলেও কখন কখন প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞান হয় না, কখন বা প্রতি-  
বন্ধকভাবে জ্ঞান হয় । সেই কারণে, জ্ঞাপক পুরুষ জিজ্ঞাস্ত পুরুষকে  
জ্ঞানের বিষয় দেখাইয়া দেয়, বিষয় দেখান হইলেই তাহার আপনা আপনি

বিষয়ং যথা প্রমাণঞ্চ জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ন চ প্রমাণাস্তরেণাত্ম-  
 ণাপ্রসিদ্ধেহর্থেন্ন্যথা জ্ঞানং নিযুক্তস্তাপ্যুপপদ্যতে। যদি  
 পুনর্নিযুক্তোহহমিত্যনুথা জ্ঞানং কুর্য্যাৎ ন তু তজ্জ্ঞানম্।  
 কিং তহি। মানসী সা ক্রিয়া। স্বয়মেব চেদন্যথোৎপদ্যেত  
 ভ্রান্তিরেব স্যাৎ। জ্ঞানস্ত প্রমাণজন্মং যথাভূতবিষয়ঞ্চ ন  
 তন্নিয়োগশতেনাপি কারয়িতুং শক্যতে ন বা প্রতিষেধ-  
 শতেনাপি বারয়িতুং শক্যতে। ন হি তৎ পুরুষতন্ত্রম্।  
 বস্তুতন্ত্রমেব হি তৎ। অতোহপি নিয়োগাভাবঃ। কিঞ্চা-

তচ্ছক্যং বাপি যুক্তমিত্যাহ—“ন চ প্রমাণাস্তরেণে”তি। কিঞ্চান্যম্নিয়োগনিষ্ঠ-  
 তয়েব চ পর্য্যবস্ত্যাত্মায়ে বদভ্যুপগতং ভবন্তিঃ শাস্ত্রপর্য্যালোচনরান্নিবোজ্য-  
 ব্রহ্মাত্ম্যং জীবন্তেতি তদেতচ্ছাস্ত্রবিরোধাদপ্রমাণকম্। অথৈতচ্ছাস্ত্রমনিবোজ্য-  
 ব্রহ্মাত্ম্যঞ্চ জীবন্ত প্রতাপাদযতি জীবঞ্চ নিযুক্তং ততোদ্ব্যর্থঞ্চ বিরুদ্ধার্থঞ্চ স্মাদি-

জ্ঞান জন্মে। [ন চ...নিয়োগাভাবঃ] বস্তু চাক্ষুষাদি প্রমাণে যে-আকারে  
 প্রসিদ্ধ, নিযুক্ত (শাস্ত্রের নিকট আজ্ঞাপ্রাপ্ত) পুরুষ তদ্বস্তুরে অল্প আকারে  
 জানিবে, ইহা অনুপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। আমি শাস্ত্রকর্তৃক নিযুক্ত—  
 শাস্ত্র আমাকে শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুজ্ঞান উৎপাদন করিতে বলিতেছেন,  
 এই জ্ঞানের বশ্ত হইয়া যদি কোন শাস্ত্রনিযুক্ত পুরুষ চেষ্টার দ্বারা  
 শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপ্রকারক জ্ঞান জন্মান, উৎপাদন করেন, তবে, সে  
 স্থলে তাহা জ্ঞানপদবাচ্য হইবেক না। তাহা এক প্রকার মানসী ক্রিয়া  
 বলিয়া গণ্য হইবেক। আর যদি স্বয়ং অর্থাৎ বিনা চেষ্টায়, আপনা  
 আপনি, ঐকপ অল্পথা জ্ঞান জন্মে, তবে, সে স্থলে তাহা ভ্রান্তি বলিয়া  
 গণ্য হইবে। জ্ঞান বিষয়ের ও প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদিজনিত বিষয়াকার  
 মনোবস্তুর) দ্বারাই জন্মে এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তুর আকারেই  
 উৎপন্ন হয়, অল্পথা হয় না। সুতরাং শত শত নিয়োগ তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে  
 পারে না এবং শত নিষেধও নিবারণ করিতে শক্ত হয় না। (ফলিতার্থ  
 এই যে, প্রমাণ-পাত হইলেই প্র-ময় পদার্থের জ্ঞান হইবেক)। জ্ঞান  
 পুরুষের অধীন নহে, তাহা বস্তুর অধীন। যেমন বস্তু তেমনি জ্ঞান  
 হইবেই হইবে, পুরুষ তাহার অল্পথা করিতে পারিবেন না। এই জন্তই  
 বলি, জ্ঞানে নিয়োগ নাই। নিয়োগ কেবল অল্পষ্ঠেয় বা কর্তব্য পদার্থেই  
 সম্ভবে। [কিঞ্চাত্মং...শক্যাঃ] অধিক কি বলিব, সমুদায় বেদকে যদি

অতঃ—নিয়োগনিষ্ঠতয়েব পর্যাবশ্যত্যান্মায়ে যদভ্যুপগত  
নিয়োজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবন্ত তদপ্রমাণকমেব স্মৃৎ । ৩  
শাস্ত্রমেবানিয়োজ্যব্রহ্মাত্মত্বং ব্যাচক্ষীত তদববোধে চ পুরু  
নিযুক্তিত, ততো ব্রহ্মশাস্ত্রশ্চৈকস্ম দ্ব্যর্থপরতা বিরুদ্ধা  
পরতা চ প্রসজ্যেয়াতাম্ । নিয়োগপরতায়াক্ষ শ্রুতহানি  
শ্রুতকল্পনা কর্মফলবন্মোক্ষফলশ্রাদৃষ্টফলত্বমনিত্যত্বক্ষেতে  
বমাদয়ো দোষা নাপি কেনচিৎ পরিহর্তুং শক্যাঃ । তস্মা  
বগতিনিষ্ঠাশ্চৈব ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগনিষ্ঠানি । অতশ্চৈব  
নিয়োগপ্রতীতেরেকবাক্যতেত্যুক্তম্ । অভ্যুপগম্যমানেহা

ত্যাহ—“অথে”তি । দর্শপৌর্ণমাসাদিবাক্যে জীবন্তানিয়োজ্যস্তাপি বস্তা  
হ্যাস্তানিয়োজ্যভাবস্ত নিযোজ্যতা যুক্তা । ন হি তদ্বাক্যং তস্ত নিযোজ্যতামা  
অপি তু লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধাং নিযোজ্যতামাশ্রিত্য দর্শপূর্ণমাসৌ বিধয়ে  
ইদন্ত নিযোজ্যতামপনয়তি চ নিযুক্ত্যে চেতি দুর্ঘটমিতি ভাবঃ । “নিয়ো  
পরতায়াক্ষে”তি । পৌর্কপাধ্যালোচনয়া বেদান্তানাং তত্ত্বনিষ্ঠতা শ্রুতানি  
নিয়োগনিষ্ঠতৈতর্যঃ । অপি চ নিয়োগনিষ্ঠত্বৈব বাক্যস্ত দর্শপৌর্ণমাসক  
ইবাপূর্কবাস্তবব্যাপারাদাত্মজ্ঞানকর্মণোহপ্যপূর্কবাস্তবব্যাপারাদেব স্বর্গা  
ফলবন্মোক্ষস্থানন্দরূপফলস্ত সিদ্ধিঃ । তথা চানিত্যত্বং সাত্তিশয়ত্বঞ্চ স্বর্গবস্তবে  
ত্যাহ—“কর্মফলবদি”তি । “অপি চ ব্রহ্মবাক্যেষা”তি । সপ্রপঞ্চনিপ্রপণে

নিয়োগপ্রধান বল, তাহা হইলে, বেদে যে জীবের অনিয়োজ্য ব্রহ্মাত্ম  
কথন আছে তাহা নিরর্থক ও নিপ্রমাণ হইবে । যদি এমন হয় যে, শ  
অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মত্ব বলেন ও তজ্জ্ঞানপুরুষকে নিযুক্ত (জ্ঞান ব  
বলিয়া প্রেরণ) করেন, তাহা হইলে এক ব্রহ্মশাস্ত্রের (বেদান্ত-শাস্ত্রের) স্ব  
বিরুদ্ধ দুই অর্থ বলার, বা বিরুদ্ধ দুই প্রতিপাদ্য প্রতিপাদন করার দ  
অর্পণ করা হয় । ব্রহ্মশাস্ত্রকে নিয়োগপ্রধান বলিতে গেলে শ্রুত-হা  
দোষ, অশ্রুতকল্পনা-দোষ, কর্মফলের স্থায় মোক্ষের অদৃষ্টোৎপাদ্যতা  
অনিত্যতা এই দুই দোষ, এবং ঐরূপ অত্যাশ্রয় অপরিহার্য অনেক  
দোষ হইবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না । [ তস্মা...মাশ্রয়িত্ব  
অতএব, সমুদায় বেদান্তবাক্য অবগতি অর্থেই পর্যাবসিত, নিয়োগ  
নহে । বেদান্তবাক্য নিয়োগবাদী নহে বলিয়াই বাদীর পূর্কোক্ত “এ

; ব্রহ্মবাক্যে নিয়োগসত্ত্বে তদেকত্বং নিম্প্রপঞ্চোপদেশেষু  
 প্রপঞ্চোপদেশেষু বাহসিদ্ধম্। ন হি শব্দান্তরাভিঃ প্রমা-  
 ননিয়োগভেদেহবগম্যমানে সর্বত্রৈকো নিয়োগ ইতি শাক্য-  
 মশ্রয়িতুম্। প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যে স্বধিকারাংশেনাহভে-  
 দাদ্যুক্তমেকত্বম্। ন ত্বিহ সগুণনিগুণচোদনাস্ব কশ্চিদেক-  
 ত্বাদারাংশোহস্তি। ন হি ভারূপত্বাদয়ো গুণাঃ প্রপঞ্চবিলয়ো-  
 পকারিণো ভবন্তি। নাপি প্রপঞ্চবিলয়াদয়ো গুণা ভারূপ-  
 ত্বাদিগুণোপকারিণঃ পরস্পরবিরোধিত্বাৎ। ন হি কৃৎস্ন-

পদেশেষু হি সাধ্যানুবন্ধভেদাদেকনিয়োগত্বমসিদ্ধং দর্শপৌর্ণমাসপ্রযাজবাক্যে  
 তু বদ্যপানুবন্ধভেদস্তথাপাধিকাবাংশস্ত সাধ্যস্ত ভেদাভাবাদভেদ ইতি।

নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় একবাক্য হইবে, একার্থ প্রতিপাদক হইবে”  
 এই কথা অসঙ্গত বা যুক্তিবহির্ভূত হইতেছে। বেদান্তবাক্যে নিয়োগ  
 (বিধি, কর্তব্যাক্রমে উপদেশ বা আজ্ঞা) স্বীকার করিলেও তাহার  
 একত্ব স্বীকার দুর্বট। নিগুণের অথবা সগুণের যে কোন প্রকারের  
 উপদেশ হউক, বেদান্তবাক্যে নিয়োগের একত্ব (এক নিয়োগ) সিদ্ধ  
 হয় না। অর্থাৎ সাকারব্রহ্মবোধক বাক্যসমূহকে আকার বিলয়ন দ্বারা  
 নিরাকারে স্থাপন করা ও নিরাকার বাক্যেব সহিত একার্থ করা দুর্বট  
 হয়। শব্দভেদ প্রভৃতির দ্বারা \* বিভিন্ন নিয়োগ (বিধি) প্রতীত হয়  
 সত্য; কিন্তু তাহা সার্বত্রিক নহে। সর্বত্র এক নিয়োগ প্রমাণ অবলম্বিত  
 হইতে পার না। কেন-না, তাহা অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। [প্রযাজ...  
 সমাবেশয়িতুম্] প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস স্থলে + অধিকারাংশের ঐক্য থাকায়  
 একবাক্যতা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু বেদান্তের সগুণ-নিগুণ-উপদেশ স্থলে কোনও  
 রূপ ঐক্যাংশ নাই। (একের সহিত অপরের ঐক্য করিয়া একার্থ করিবার

\* ভিন্ন ক্রিয়াবাহী শব্দ শব্দভেদ। নিগুণ সগুণ ইত্যাদি রূপভেদ। প্রকরণভেদ।  
 ফলভেদ অর্থাৎ কোন উপাসনার ফল মুক্তি, কোন উপাসনার ফল অভ্যুদয় (স্বর্গ)। এই সকল  
 ফলম্বনে যে যুক্তি পঠিত হয়, তাহাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

+ প্রযাজ = দর্শপূর্ণমাস নামক যাগের একটা অঙ্গ। দর্শ ও পূর্ণমাস, এতন্মাত্র দুইটা যাগে  
 একটি প্রধান যাগ নিম্পন্ন হয়। প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি তাহার অবয়ব বা অঙ্গ। গণেশ  
 পূজা যেমন সমুদায় প্রধান পূজার অঙ্গ, প্রযাজ অনুযাজও তেমনি দর্শপূর্ণমাস যাগের অঙ্গ।  
 রীমীমাংসায় ঐ সকলের বোধক ক্রটি একত্রিত করিয়া একমাত্র প্রধান যাগের বোধক করা  
 গ। বেদান্তোক্ত নিগুণ সগুণ উপাসনা বোধক বাক্য সমূহকে সেক্ষেপ করিবার উপায় নাই।

প্রপঞ্চপ্রবিলাপনং প্রপঞ্চৈকদেশোপেক্ষণকৈকস্মিন্ ধর্ম্মিনি  
যুক্তং সমাবেশয়িতুম্ । তস্মাদস্মদুক্তং এব বিভাগ আকারবদনা-  
কারোপদেশানাং যুক্ততর ইতি ॥ ২১ ॥

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো  
ত্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥\*

‘দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ

অধিকরণবিষয়মাহ—“দে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইতি । দে এব ব্রহ্মণো রূপে  
ব্রহ্মণঃ পরমার্থতোহেকপস্থাধারোপিতে দে এব রূপে তাভ্যাং হি তদ্রূপ্যতে  
তে দর্শয়তি—“মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ” । সমুচ্চীয়মানাবধারণম্ । অত্র পৃথিব্যাণ্ডে  
জাংসি ত্রীণি ভূতানি ব্রহ্মণো রূপং মূর্ত্তং মূর্ত্তিতাবয়বমিতরেতরাহুপ্রবিষ্টাবয়ব-

উপায় নাই) । বিবেচনা কর, দীপ্তিরূপস্থ গুণকে + প্রপঞ্চবিলয়ের &  
প্রপঞ্চবিলয়কে দীপ্তিরূপ গুণের উপকারী (অঙ্গ) বলা যায় কি? তাহ  
যায় না । কারণ এই যে, ঐ গুণদ্বয় পরস্পর বিরোধী । বিরুদ্ধতা বিধা  
এক বস্তুতে বা একাধারে নিখিল প্রপঞ্চের অভাব ও প্রপঞ্চমধ্যাপাত্তি  
একাংশ বা অংশবিশেষ স্থাপন করিতে পাব না । [ তস্মা...ইতি ] অতএব  
সাকার নিরাকার উপদেশ সমূহের মধ্যে অস্ত্রের কথিত বিভাগ অপেক্ষ  
অস্মদীয় বিভাগ যুক্ততরং ।

“ব্রহ্মের দুইটা রূপ ; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত । (পরমার্থকল্পে তিনি অরূপ  
পরন্তু উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিতরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত । মূর্ত্ত=  
মূর্ত্তিমং অর্থাৎ স্থূল । অমূর্ত্ত=তদ্রহিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম । পৃথিবী, জল &  
তেজ, এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্ৰয়

\* হি ষম্মাৎ প্রকৃতং যৎ এতাবত্ত্বং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং রূপং তৎ প্রতিষেধতি । তথা ভূয়ঃ পু-  
রপি পরমস্তীতি ত্রবীতি প্রতিষেধতি শেষঃ । ততস্তস্মাৎ ব্রহ্মণো ন কেবলং নির্দিশেষচিন্মাত্রক্ৰম-  
তু সর্দানিষেধাবধিভেন সঙ্গপত্নমিতি স্থিতিঃ ।—যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত দ্বৈরূপা (মূ-  
ও অমূর্ত্ত) নিষেধ করতঃ বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম এতদতিরিক্ত ও আছেন” সেই হেতু স্থির হয়  
পবমার্থ কল্পে অস্ত্র কিছু নাই এবং তাঁহার রূপাদিও পরমার্থকল্পে নাই । তিনি কেবল সঙ্গপ  
(বিস্তৃত বিবরণ ভাষামুবাদে পাইবেন) ।

+ পরমাত্মা দীপ্তিরূপী, ইত্যাদিক্রমে একটা উপাসনা কথিত হইয়াছে । ঐ উপাসনা  
পরমাত্মা দীপ্তিরূপগুণে উপাস্য । এই দীপ্তিরূপস্থ গুণ প্রপঞ্চবিলয়ের বিরোধী সত্ত্বরাং তাহা  
সহিত প্রপঞ্চবিলয়ের ঐক্য হইবে না । অন্যান্য গুণেও এইরূপ জানিবে ।

যচ্চ সচ্চৈতত্যঞ্চ ত্যচ্চ’ ইত্যুপক্রম্য পঞ্চ মহাভূতানি দ্বৈরা-

কঠিনমিতি যাবৎ। তন্ত্ৰৈব বিশেষণান্তরাণি মর্ত্যাং মরণধৰ্ম্মকং স্থিতমব্যাপি  
অবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ। সৎ অন্যেভ্যো বিশিষ্যমাণমসাধারণধৰ্ম্মবদिति যাবৎ।  
গন্ধস্নেহোষ্ণতাশান্যোন্মাদ্যাবচ্ছেদহেতবোহসাধারণধৰ্ম্মান্তন্ত্ৰৈতন্ত্ৰ ব্রহ্মরূপন্ত  
তেজোহুবলন্ত্ৰ চতুর্কিংশেষণন্ত্ৰৈষ রসঃ সারো য এষ সবিতা তপতি। অথামূর্ত্তং  
বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চ। তন্ধি ন কঠিনমিত্যমূর্ত্তমেতদমৃতমরণধৰ্ম্মকম্। মূর্ত্তং হি  
মূর্ত্তান্তরেণাভিহন্যমানমবয়ববিল্লোষাদধ্বংসতে ন তু তথাভাবঃ সম্ভবতামূর্ত্তন্ত্ৰ।  
এতদ্বদেতি গচ্ছতি ব্যাপ্রোতীতি এততাং নিত্যপরোক্ষমিত্যর্থঃ। তন্ত্ৰৈতন্ত্ৰা-  
মূর্ত্তন্ত্ৰৈতন্ত্ৰামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যন্ত্ৰৈষ রসো য এষ এতস্মিন সবিতৃমণ্ডলে  
পুরুষঃ। করণাশ্চকো হিরণ্যগর্ভ প্রাণাহ্বয়ন্তন্ত্ৰ হেষ্ণ রসঃ সারো নিত্যপরোক্ষতা  
চ সাম্যমিত্যধিদেবতম্। অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যং প্রাণান্তরাকাশাভ্যাং  
ভূতত্রয়ং শরীরারম্ভকমেতন্মর্ত্ত্যমেতং স্থিতমেতং সৎ তন্ত্ৰৈতন্ত্ৰ মূর্ত্তন্ত্ৰৈতন্ত্ৰ  
মর্ত্ত্যন্ত্ৰৈতন্ত্ৰ স্থিতন্ত্ৰৈতন্ত্ৰ সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হেষ্ণ রস ইতি। অথামূর্ত্তং  
প্রাণচ যশ্চায়মন্তরাশ্চান্যাকাশঃ। এতদমৃতমেতদ্বদেততাং তন্ত্ৰৈতন্ত্ৰামূর্ত্তস্যৈ-  
তস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যন্ত্ৰৈষ রসো যোহয়ং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষন্তন্ত্ৰৈষ  
রসঃ। লিঙ্গন্ত্ৰ হি করণাশ্চকন্ত্ৰ হিরণ্যগর্ভন্ত্ৰ দক্ষিণমক্ষ্যবিশ্টানং শ্রুতেরধিগতম্।  
তদেবং ব্রহ্মণ উপাধিকর্যোমূর্ত্তামূর্ত্তমোরাদ্যাশ্চিকাদিদ্বেবিকর্যোঃ কার্যাকারণ-  
ভাবেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ সত্যদৃশব্যাচ্যয়োঃ। অপেদানীং তন্ত্ৰ করণাশ্চনঃ

অমূর্ত্তরূপ) মূর্ত্তরূপটী মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল—নশ্বর। অমূর্ত্তরূপটী অমৃত অর্থাৎ  
অবিনাশী। স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী বা পরিচ্ছিন্ন। সৎ অর্থাৎ অন্যান্যপেক্ষা-  
বিশেষ বা অসাধারণধৰ্ম্মবিশিষ্ট। ত্যৎ ও এতত্যা অর্থাৎ নিত্যপরোক্ষ।” শ্রুতি  
এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ ও পঞ্চ মহাভূতকে মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া  
বলিয়াছেন, “অমূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ—যিনি ঐ স্বর্ঘ্যমণ্ড-  
লের অধিষ্ঠাতা ও পুরুষ। মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার এই দক্ষিণ চক্ষুঃ—এতদধিষ্ঠিত  
পুরুষ অমূর্ত্তভূতের সার। তাহা প্রাণ বা লিঙ্গাত্মা।” এইরূপে শ্রুতি পরমাত্মার  
উপাধি আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগ কখন পুরঃসর লিঙ্গাত্মার  
অর্থাৎ ইঞ্জিয়াত্মার উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়া-  
ছেন। রূপবর্ণনাকালে মাহারজনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন মাহারজন বস্ত্র,  
যেমন পাণ্ডুবর্ণ আবিক বাস, যেমন ইন্দ্রগোপ, তিনিও তেমনি, ইত্যাদি।  
তাঁহার রূপ বাসনাময় স্তূতরাং স্বাপ্নিক বা মায়িক। সেই জন্য তাঁহার স্বরূপ  
বিচিত্র। (মহারজন=হরিজ্ঞা, পাণ্ডু=শ্বেত। আবিক=পশম)। ফলিতার্থ  
এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থের সংস্কারীভূত বিজ্ঞান বিচিত্র, তাহাই আধিদৈবিক

শ্যেন প্রবিভজ্যাহ্মূর্তরসস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্ত মাহারজনা-  
দীনি রূপাণি দর্শয়িত্বা পুনঃ পঠ্যতে, ‘অথাৎ আদেশো নেতি  
নেতি । ন হ্যেতস্মাদব্রক্ষণো নেত্যন্তং পরমস্তি’ ইতি । তত্র  
কোহস্ত প্রতিবেদ্যস্ত বিষয় ইতি জিজ্ঞাসামহে । ন হ্যেদং  
তদ্বিত্তি বিশেষিতং কিঞ্চিৎ প্রতিবেদ্যমুপলভ্যতে । ইতিশব্দেন  
তত্র প্রতিবেদ্যং কিমপি সমপ্যতে নেতি নেতীতি । ইতিশব্দ-  
পরত্বান্নপ্রয়োগস্ত । ইতি শব্দশচায়াং সম্বিহিতালম্বন এবং-  
শব্দসমানবৃত্তিঃ প্রযুক্তমানো দৃশ্যতে ‘ইতি হ স্মোপাধায়ঃ

পুরুষস্ত লিঙ্গস্ত রূপং বক্তব্যম্ । মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়ং বিচিত্রং মায়া-  
হেন্দ্রজালোপমং তদ্বিচিত্রৈর্দৃষ্টাষ্টস্তরাদর্শয়তি তদ্ব্যথা “মাহারজন”মিত্যাदिना ।  
এতচ্চক্ৰং ভবতি । মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়স্ত বিচিত্রং রূপং লিঙ্গস্তেতি ।  
তদেষং নিরবশেষং স্বাভাসনং সত্যরূপমুক্তং । যন্তং সত্যস্ত সত্যমুক্তং ব্রহ্ম তৎ-  
স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে । যতঃ সত্যস্ত রূপং নিঃশেষমুক্তমতোহবশিষ্টং  
সত্যস্ত যৎ সত্যং তস্তানন্তরং তদ্ব্যক্তিহেতুকং স্বরূপং বক্তব্যমিত্যাহ—“অথাৎ  
আদেশঃ” । কথনম্ । সত্যসত্যস্ত পরমাশ্বনস্তমাহ—“নেতি নেতি” । এত-  
দর্থকথনার্থমিদমধিকরণম্ । নতু কিমেতাবদেবাদেশমুতেতঃ পরমত্তদপ্যস্তীত্যত  
আহ—“ন হ্যেতস্মাদব্রক্ষণ” ইতি । নেত্যাদিষ্টাদন্তং পরমস্তি যদাদেশং ভবেৎ ।

আধিভৌতিক লিঙ্গাশ্চাৰ, ইন্দ্রিয় আশ্চাৰ, অথবা হিরণ্যগৰ্ভ নামক সূত্রাশ্চাৰ  
স্বরূপ । সৰ্ব্বশেষে বলিয়াছেন, “অতঃপর ঐ সকল কারণে আদেশ অর্থাৎ  
কথন বা বলা যায়, তাহা নহে—তাহা নহে । ( ফলিতার্থ এই যে, যাহা বলা  
হইল, পরমার্থ পক্ষে তাহা ব্রহ্ম নহে । তাহা ব্রহ্মের উপাধিমাাত্র । ) যাহা  
প্রকৃত আদেশ তাহা “তাহা নহে” “তাহা নহে” এই নিষেধের নিষেধ  
হইতে ভিন্ন, পর বা পরম ও অন্তিরূপ ( সত্যাত্মক ) । \* [ তত্র...দিবু ] এখানে  
জিজ্ঞাসা এই যে “না বা নহে” এই নিষেধের বিষয় বা নিষেধ্য কি ? শ্রুতি ঐ

\* শ্রুতি ব্রহ্ম ব্রাহ্মবীর উদ্দেশে প্রথমে মূর্ত্তামূর্ত্ত-বাসনা-বিজ্ঞানময় লিঙ্গাশ্চাৰ স্বরূপ বলিয়া  
ছেন । পরে বলিয়াছেন, এ সকল সত্য । তৎপরে বলিয়াছেন, যাহা এই সত্যের সত্য তাহা  
ব্রহ্ম । এই বিচারটী সেই শ্রুত সত্য-সত্য ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণার্থ অবতরিত । শ্রুতি যে  
নিখিল সত্যরূপ বলিয়া সত্য-সত্যের স্বরূপ বিজ্ঞাপনার্থ “নেতি” “নেতি” বলিয়াছেন, অর্থাৎ  
“না” “না” এই নিষেধ বাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে সহস্র সত্য-সত্যের স্বরূপ  
প্রতীত হয় না, প্রত্যুত নানাপ্রকার সংশয় আগমন করে । কেননা প্রোক্ত নিষেধের নিষেধ্য  
ঐ স্থলে অভিহিত নাই । নিষেধের অভিধান না থাকায় ব্রহ্মপর্যন্ত নিষেধ্যান্তর্গত হইবার

কথয়তি’ ইত্যেবমাদিষু। সন্নিহিতঞ্চাত্র প্রকরণসামর্থ্যা-  
 দ্রূপদ্বয়ং সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ। তচ্চ ব্রহ্ম যন্ত তে দ্বে রূপে।  
 তত্র নঃ সংশয় উপজায়তে কিময়ং প্রতিষেধো রূপে  
 রূপবচ্ছোভয়মপি প্রতিষেধতি আহোষিদেকতরম্। যদাপ্যে-  
 কতরং তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি রূপে পরিশিনষ্টি  
 আহোষিদ্রূপে প্রতিষেধতি ব্রহ্ম পরিশিনষ্টিতি। তত্র  
 প্রকৃতত্বাবিশেষাত্ত্বয়মপি প্রতিষেধতীত্যাশঙ্কামহে। দ্বৌ  
 তৌ প্রতিষেধৌ। দ্বির্নেতিশব্দপ্রয়োগাৎ। তয়োরেকেন  
 সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং প্রতিষিধ্যতেহপরেণ রূপবদ্ভুজ্ঞেতি

তন্মাদেতাবদেবাদেশং নাপরমন্তীতার্থঃ। অত্রৈবমর্থো নেতিনা যৎ সন্নিহিতং  
 পরামৃষ্টং তন্নিষিধ্যতে নঞা। সন্নিহিতঞ্চ মূর্ত্তীমূর্ত্তসবাসনং রূপদ্বয়ম্। তদ-  
 বচ্ছদকত্বেন চ ব্রহ্ম। তত্রৈদং বিচার্যতে। কিং রূপদ্বয়ং সবাসনং ব্রহ্ম চ  
 সৰ্ব্বমেব চ প্রতিষিধ্যতে, উত ব্রহ্মৈবাত সবাসনং রূপদ্বয়ম্। ব্রহ্ম তু পরিশিষ্যত  
 ইতি। যদ্যপি তেযু তেযু বেদান্তপ্রদেশেষু ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতং তদসদ্বাব-  
 জ্ঞানঞ্চ নিন্দিতমন্তীত্যেবোপলক্ষ্য ইতি চান্ত সত্ত্বমবধারিতং তথাপি সোধো-  
 রূপং তদব্রহ্ম সবাসনমূর্ত্তীমূর্ত্তরূপসাধারণতয়া চ সামাশ্র্যং তন্তু চৈতে বিশেষা  
 মূর্ত্তীমূর্ত্তাদয়ো ন চ তত্ত্বদ্বিশেষনিষেধে সামাশ্র্যমবস্থাতুমহীতি নির্কির্শেষন্ত  
 সামাশ্র্যস্থাবোগাৎ। যথাহঃ—‘নির্কির্শেষং ন সামাশ্র্যং ভবেচ্ছবিষয়বৎ’।

নিষেধবাক্যে কাহার নিষেধ করিয়াছেন? সংশয় হইবার কারণ এই যে,  
 ঐ স্থানে কোনরূপ নাম-নির্দিষ্ট নিষেধের উল্লেখ নাই। ইহা, তাহা,  
 অমুক, এরূপ কোন কথা নাই। না থাকায় ঐ নিষেধের কোনরূপ  
 নির্দিষ্ট নিষেধ্য উপলব্ধ হয় না। কেবল ন+ইতি=নেতি—এইরূপে ঐ  
 ন-কারের পর ইতি শব্দ থাকায় সেই “ইতি” শব্দে সামাশ্র্যতঃ কোন  
 এক অনির্দিষ্ট নিষেধ্য সমর্পিত হয় (প্রতীত) করার। ইতি-শব্দ সন্নি-  
 হিতবাচী। যেমন এবং-শব্দ, তেমনি ইতি-শব্দ। বেদেও এবং-শব্দের অর্থে  
 ইতি-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—“উপাধ্যায় ইতি অর্থাৎ এইরূপ  
 বলিয়াছিলেন।” ইত্যাদি। [ সন্নিহিতঞ্চাত্র...মতিঃ ] অতএব, বাহা সন্নি-

সম্ভাবনা। হুত্তরাং প্রস্তাবের পূর্বাগর পর্যালোচনা পূর্বক বিচার শক্তি অবলম্বন দ্বারা ঐ  
 তত্ত্বের নির্ণয় করা আবশ্যক হুত্তরাং বিচারারম্ভ নিরর্থক নহে।



ভবতি মতিঃ। অথবা ব্রহ্মৈব রূপবৎ প্রতিষিধ্যতে। তন্নি  
বাগ্ননসাতীতবাদসম্ভাব্যমানসম্ভাবং প্রতিষেধাইং ন তু রূপ-  
প্রপঞ্চঃ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাৎ প্রতিষেধাইম্। অভ্যাসস্বাদরা-

ইতি। তস্মাদ্বিশেষনিষেধেহপি তৎসামাশ্রিত্ত্ব ব্রহ্মণোহনবস্থানাত্ সৰ্বশ্চৈবাহং  
নিষেধঃ। অতএব ন হেতুত্বাদিতি নৈত্যন্তংপরমস্তীতি নিষেধাৎ পরং নাস্তীতি  
সৰ্বনিষেধমেব তত্ত্বমাহ শ্রুতিঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধ্য ইতি চোপাসনাবিধান-  
বল্লয়েন ন ত্বস্তি ত্বমেবাস্ত তত্ত্বম্। তৎপ্রশংসার্থঞ্চাসম্ভাবজ্ঞাননিব্ধা। যচ্চাত্ত  
ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনং তদপি মূর্ত্তামূর্ত্তরূপপ্রতিপাদনবল্লিয়েধার্থমস্মিহিতোহপি  
চ তত্র নিষেধো যোগ্যত্বাৎ সম্ভবন্ততে। যথাহঃ—‘যেন যন্তাভিসম্বন্ধো দূরত্ব-  
স্তাপি তেন সং’ ইতি। তস্মাৎ সৰ্বশ্চৈবাহবিশেষেণ নিষেধ ইতি প্রথমঃ  
পঞ্চঃ। অথবা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চস্ত সমস্তস্ত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাদব্রহ্মণস্ত  
বাগ্ননসাগোচরতরা সকলপ্রমাণবিরহাৎ কতরস্তাস্ত নিষেধ ইতি বিশয়ে প্রপঞ্চ-  
প্রতিষেধে সমস্তপ্রত্যক্ষাদিব্যাকোপপ্রসঙ্গাদব্রহ্ম প্রতিষেধে স্বব্যাকোপাদ-  
ব্রহ্মৈব প্রতিষেধেন সম্বধ্যতে যোগ্যত্বাৎ প্রপঞ্চস্তদ্বৈপরীত্যাৎ। বীক্ষা তু তদ-

হিত—পূৰ্ব্বকথিত—তাহাই ইতি-শব্দের বোধ্য। সম্বন্ধানে অর্থাৎ পূৰ্বে  
ব্রহ্মের রূপদ্বয় বর্ণিত আছে। তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপদ্বয় বাঁহার, এইরূপে বর্ণিত  
আছে। স্মরণের সংশয় হয়। সংশয়ের আকার এই যে, ঐ নিষেধ কি রূপ-  
দ্বয় ও রূপদ্বয়যোগী ব্রহ্ম,—উভয়ের নিষেধক? অথবা একতরের নিষেধক?  
যদি একতরের নিষেধক হয়, তবে, তদ্বারা কি ব্রহ্মেব নিষেধ হইয়াছে?  
( ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে? ) না কেবল রূপদ্বয়ের নিষেধ হইয়াছে? ( ব্রহ্মের  
রূপ নাই বলা হইয়াছে? ) প্রকৃতে বিশেষোক্তি না থাকায় অর্থাৎ প্রকরণে  
উভয়ের প্রস্তাব থাকায় উভয়েরই নিষেধাশঙ্কা! হয়। অপিচ, দুই বার  
“নেতি” শব্দের প্রয়োগ থাকাতে মনে হয়, ঐ স্থলে দুইটা নিষেধ। একটীর  
দ্বারা ব্রহ্মের প্রপঞ্চরূপের ও অন্যটীর দ্বারা রূপবদব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে।  
[ অথবা...প্রসঙ্গাৎ ] অথবা বাঁহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে তাঁহারই—সেই  
ব্রহ্মেরই—নিষেধ হইয়াছে ( ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে )। তিনি বাক্য মনের  
অগোচর, সেই কারণে তাঁহার সম্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব অসম্ভাব্যমান। অতএব,  
নির্বিশেষ ব্রহ্মই নিষেধের যোগ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম নিষেধের যোগ্য নহে। রূপ-  
প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ, স্মরণ তাহা নিষেধের অযোগ্য। ( বাহা চক্ষে দেখা যায়  
তাহা নাই বলা যায় না; স্মরণ তাহা নিষেধের যোগ্য নহে )। দুই বার  
নিষেধ অর্থাৎ নেতি-শব্দের উল্লেখ আছে সত্য; তাহার এক উল্লেখের আদ-

ধর্ম। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—ন ভাবদ্বয়প্রতিষেধ উপপ-  
দ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিদ্ধি পরমার্থমালম্ব্যাপরমার্থঃ  
প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তচ্চ পরিশিষ্যমাণে  
স্মিংশিচিদ্ভাবোহবকল্পতে। কৃত্ত্বপ্রতিষেধে হি কোহন্তো  
গাবঃ পরিশিষ্যেত। অপরিশিষ্যমাণে চাত্মস্মিন্ য ইতরঃ  
প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে তস্মৈ প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্মৈব পর-  
মার্থতাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপ-

পাদ্যভাবহচনায়েতি মধ্যমঃ পক্ষঃ। তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি। “ন  
বদ্বয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাদি”তি। অয়মভিসন্ধিঃ—উপাধয়ো  
স্ত পৃথিব্যাদয়োহবিদ্যাকল্পিতা ন তু শোণককাদয় ইব বিশেষা অস্বত্বস্ত।  
চোপাধিবিগমে উপহিতত্বাভাবোহপ্রতীতিরূপা। ন ছাপাধীনাং দর্পণমণি-  
পাণাদীনামপগমে মুখত্বাভাবোহপ্রতীতিরূপা। তস্মাদুপাধিনিষেধেহপি নোপ-  
হতস্ত শব্দবিবাণায়মানতাহপ্রত্যয়ো বা। ন চেতীতি সন্নিধানবিশেষাৎ সর্বস্ত  
প্রতিষেধ্যমিতি যুক্তম্। ন হি ভাবমনুপাশ্রিত্য প্রতিষেধ উপপদ্যতে কি-  
ঞ্চিচ্চিহ্নিবিধ্যতে। ন হুনাশ্রয়ঃ প্রতিষেধঃ শক্যঃ প্রতিপত্তুম্। তদিদমুক্ত-  
পরিশিষ্যমাণে চাত্মস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে তস্মৈ প্রতিষেদ্ধুমশক্য-  
ত্বাৎ তস্মৈব পরমার্থত্বাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। মধ্যমং পক্ষং প্রতিক্ষিপতি।  
নাপি ব্রহ্মনিষেধ উপপদ্যতে। যুক্তং যন্নৈসর্গিকাবিদ্যাপ্রাপ্তঃ প্রপঞ্চঃ প্র-  
তিষিধ্যতে প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্ত। ব্রহ্ম তু নাবিদ্যাসিদ্ধং নাপি প্রমাণা-  
য়াৎ। তস্মাৎ শব্দেন প্রাপ্তং প্রতিষেধনীয়ম্। তথা চ যন্তস্ত শব্দঃ প্রাপকঃ  
তৎপর ইতি স ব্রহ্মণি প্রমাণমিতি কথমস্ত নিষেধোহপি প্রমাণ-  
ম্। ন চ পর্য্যদাসাধিকরণপূর্বপক্ষত্বায়েন বিকল্পঃ। বস্তুনি সিদ্ধত্বভাবে  
দম্বপপত্তেঃ। ন চাবাস্ত্বনসগোচরোবুদ্ধাবালেখিত্বং শক্যঃ। অশক্যশ্চ কথং

তা ব্যতীত অস্ত্র অর্থ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন কাক্য মনের  
গাচর, তখন তাঁহাকে নাই বলাই শ্রেয়ঃ ও আদরণীয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ  
কৃতি হস্ত হইয়াছে। এই আশঙ্কার বা এই পূর্বপক্ষের উপর বলা যায়,  
নিষেধ যুক্তিসিদ্ধ নহে। উভয়নিষেধে শূন্যবাদ আইসে। [কিঞ্চিদ্ধি...  
স্বাক্ষ] যদ্রূপ রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক  
নার্থ সং আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপরমার্থের (মিথ্যার)  
বধ হইয়া থাকে। নিষেধ সঙ্গত বা সাধু হইতে পারে, যদি কিছু অব-

পদ্যতে । ‘ব্রহ্ম তে ক্রবাণি’ ইত্যুপক্রমবিরোধাৎ । ‘অসম্মে  
স ভবত্যহসদব্রহ্মেতি বেদ চেৎ’ ইত্যাদিনিন্দাবিরোধাৎ  
‘অস্তিত্যেবোপলব্ধ্যঃ’ ইত্যবধারণবিরোধাৎ । সর্ববেদান্ত  
ব্যাকোপপ্রসঙ্গাচ্চ । বাঙ্গানসাতীতত্বমপি ব্রহ্মণো নাভাবা  
ভিপ্রায়েণাভিধীয়তে । ন হি মহতা পরিকরবন্ধেন ‘ব্রহ্মবিদ  
প্নোতি পরং’ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যেবমাदिना বেদ  
স্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য তস্মৈব পুনরভাবোহভিলপ্যেত । প্রক  
লনাক্মি পক্ষস্ত দূরাদস্পর্শনং বরমিতি ন্যায়াৎ । অতঃ প্রতি  
পাদনপ্রক্রিয়া হ্বেষা ‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনঃ

নিষিধ্যতে । উপপত্ত্বিনাদ্যবিদ্যাসিদ্ধোহনুদ্য ব্রহ্মণি প্রতিষিধ্যত ইতি যুক্ত  
তদিমামুপপত্তিমতিপ্রেত্যোক্তং নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপদ্যত ইতি । হেতু  
রমাহ—“ব্রহ্ম তে ক্রবাণি”তি । “উপক্রমবিরোধাদি”তি । উপক্রমপরামর্শে  
সংহারপর্যালোচনয়া হি বেদান্তানাং সর্বেষামেব ব্রহ্মপরত্বমুপপাদিতং প্রথা  
বধ্যয়ে । ন চাসত্যামাকাঙ্ক্ষয়াং দূরতরত্বেন প্রতিষেধেনৈষণাং সম্বন্ধঃ সম্ভবতি  
যচ্চ বাঙ্গানসাতীততয়া ব্রহ্মণস্তৎপ্রতিষেধস্ত ন প্রমাণান্তরবিরোধ ইতি তত্রাহ  
“বাঙ্গানসাতীতত্বমপি”তি । প্রতিপাদয়ন্তি বেদান্তা মহতা প্রযত্নেন ব্রহ্ম ।

শেষ থাকে । সর্বনিষেধ হইলে কোনও বস্তু অবশিষ্ট থাকিবেক না । য  
অবশেষ না থাকে, কিছু না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে অন্তের নি  
অর্থাৎ যাহাতে “নাই” বলিবে তাহাও নিষেধের অবিষয় হইবে । তাহা হই  
সর্বনিষেধ সিদ্ধ হইবে না । কেননা, এক পরমার্থ সং থাকায় তাহার নি  
যুক্তিবহির্ভূত হয় । অপিচ, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে তাহা উপপন্ন হই  
না ; কেননা, তাহা “তোমাকে ব্রহ্ম বলিব” এই উপক্রম বা প্রতি  
বিরুদ্ধ এবং তাহা “সেও অসং হয়—যে ব্রহ্মকে অসং বলিয়া জানে  
ইত্যাদি বাক্যে যে অসদব্রহ্মবাদীর নিন্দা অভিহিত হইয়াছে, তদ্বিদ্  
বটে । “অস্তি—আছেন, এইরূপে তিনি উপলব্ধ্য ।” এই যে অবগা  
অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মনিষেধপক্ষ তাহারও বিরোধী । অধিক কি বহি  
ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে সমুদায় বেদান্তের অবমাননা করা হইবে  
(অতএব, লৌকিকপ্রমাণপ্রাপ্ত দ্বৈতই উক্ত নিষেধের নিষেধ্য ; বেদ  
প্রথিত অদ্বয় ব্রহ্ম নিষেধ্য নহে) । [ বাঙ্গানসা...ষেধতীতি । শ্রুতি তাঁহা

সহ' ইতি । এতচ্ছব্দং ভবতি । বাঙ্ঘনসাতীতমবিষয়ান্তঃপাতি-  
প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মেতি । তস্মাৎ  
ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চঃ প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেত্যবগন্ত-  
ব্যম্ । তদেতদ্ব্যচ্যতে—প্রকৃতৈতাবদ্বং হি প্রতিষেধতীতি ।  
প্রকৃতং যদেতাবদ্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং  
তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি । তন্নি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ পূর্ব্বস্মিন্  
এত্বেহধিদেবতমধ্যাত্মঞ্চ তজ্জনিতমেব চ বাসনালক্ষণমপরাং

চ নিষেধায় তৎপ্রতিপাদনমুপপত্তেরিত্যুক্তমধ্যস্তাৎ । ইদানীন্ত নিম্নয়োজন-  
মিত্যুক্তং প্রক্ষালনাক্তি পক্ষস্তেতি জ্ঞায়াৎ । 'তস্মাদ্বেদাস্তব্যাচা মনসি সন্নিধানাদ্-  
ব্রহ্মণো বাঙ্ঘনসাতীতবং নাঙ্ঘসমপি তু প্রতিপাদনপ্রক্রিয়োপক্রম এষঃ । যথা  
গবাদয়ো বিষয়াঃ সাক্ষাচ্ছগ্রাহিকয়া প্রতিপাদ্যন্তে প্রতীয়ন্তে চ নৈবং ব্রহ্ম ।  
যথাহঃ—ভেদপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ চ নিরূপণমিতি । নমু প্রকৃতপ্রতিষেধে ব্রহ্ম-  
ণোহপি কস্মায় প্রতিষেধ ইত্যত আহ—“তন্নি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ”তি ।

বাক্যমনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভাব অর্থাৎ  
নাস্তিত্ব কথিত হয় নাই । অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, এ অভিপ্রায়ে বাক্যাদির  
অগোচর বলা হয় নাই । প্রমাণভূতা শ্রুতি মহা অভিশ্বরে “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত  
হন” “ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দ ও অনন্ত” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন  
করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাই বলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । ঐরূপ বলিবার  
প্রয়োজনও নাই । পাক মাথিয়া তাহা ঘোঁত করা অপেক্ষা পাক না মাথাই  
ভাল, ইহা সামান্য লৌকিক পুরুষেরাও বুঝে । “বাক্য ও মন যাঁহাকে না  
পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে ও মন যাঁহাকে  
মনন করিতে পারে না,” এ শ্রুতি তাঁহার অভাব বলেন নাই ; কিন্তু ব্রহ্ম  
প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া বা প্রণালী मात्र বলিয়াছেন । উহাতে ইহাই উক্ত  
হইয়াছে যে, ব্রহ্মরূপটী বাক্যমনের অতীত অর্থাৎ অবিষয় । প্রত্যগাত্মা  
অবিষয় ও নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত । বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিষেধ—ঐ নেতি  
নেতি বাক্য—রূপ-প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশোধিত করিয়াছেন ।  
অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অত কিছু নাই, ইহা বলিয়াছেন । স্বত্রকারও  
“প্রকৃতৈতাবদ্বং প্রতিষেধতি” এই অংশের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন ।  
[ প্রকৃতং...রূপপত্তেঃ ] যে এতাবদ্ব প্রস্তাবিত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রস্তাবে যে,

রূপমমূর্ত্তরসভূতং পুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাত্মব্যপাশ্রয়ং মাহা  
রজনাত্ম্যাপমাভির্দর্শিতমমূর্ত্তরসস্ত চ পুরুষস্ত চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ  
যোগিস্থানুপপত্তেঃ । তদেতৎ সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মণো রূপং সন্নি  
হিতালম্বনেনেতি করণেন প্রতিবেদকনঞং প্রত্যুপনীয়ত ইতি  
গম্যতে । ব্রহ্ম তু রূপবিশেষণত্বেন ষষ্ঠ্যা নির্দিষ্টং পূর্ব্বস্মি  
এত্বে ন স্বপ্রধানত্বেন । প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে রূপবত  
স্বরূপজিজ্ঞাসায়ামিদমুপক্রান্তং ‘অথাত আদেশো নেতি  
নেতি’ ইতি । তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপা  
বেদনমিদমিতি নির্ণীয়তে । তদাম্পদং হীদং সমস্তং কার্য্য  
নেতি নেতীতি প্রতিষিদ্ধম্ । যুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচারম্ভণশ

প্রধানং প্রকৃতং প্রপঞ্চচ প্রধানং ন ব্রহ্ম । তস্ত বটাস্ততয়া প্রপঞ্চাবচ্ছেদকয়ে  
নাপ্রধানত্বাদিত্যর্থঃ । ‘ততোহমূর্ত্তব্রবীতী’তি নেতি নেতীতি প্রতিবেদাদমূ  
র্ত্তয়ো ব্রবীতীতি তন্নির্কচনম্ । ন হ্যেতস্মাদিত্যস্ত যদা ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি

ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ “নেতি” শব্দে তাহা  
রই নিষেধ হইয়াছে । অর্থাৎ তাহা পরমার্থকরে নাই, ইহাই ঐ শব্দে  
বলা হইয়াছে । যাহা প্রকৃত তাহা পূর্বে অধ্যাত্ম ও অবিদৈবত ভে  
দ্বিভাগে প্রপঞ্চিত হইয়াছে । তজ্জনিত বাসনাত্মক অপর একটা রূপ-  
যাহা অমূর্ত্তরূপের রস অর্থাৎ সার—তাহা পুরুষ ও লিঙ্গাত্মা-শব্দে শক্তি  
হইয়াছে এবং সেরূপটা মাহারজন অর্থাৎ হরিদ্রাক্ত বস্ত্র প্রভৃতি উপমা  
দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ( শ্রুতিকর্ত্ত্বক ) । অমূর্ত্তভূতের সারস্বরূপ মূর্ত্ত  
বাসনাময় হিরণ্যগর্ভের চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ নাই বলিয়াই উপমান দ্বারা বুঝাইয়া  
হইয়াছে । [ তদেতৎ...মূলত্যাং ] এই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ইতি-শব্দে উপস্থাপিত  
হইয়া নিষেধার্থক ন-কারে উপনীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে । পূর্ব্বগ্রন্থস্থ ব্রহ্ম  
শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিশেষণভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে প্রদর্শিত  
হইয়াছেন । রূপদ্বয় (মূর্ত্তামূর্ত্ত) প্রপঞ্চিত হওয়ায়, রূপবানের অর্থাৎ  
সাঁহার সেই দুই রূপ—সাঁহার অর্থাৎ তদ্বিশেষক জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা)  
স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তৎপরিপূরণার্থ “অথাত আদেশো নেতি নেতি” এরূপ  
উপক্রম । ঐ উপক্রম বাক্যে ব্রহ্মের কল্পিত রূপ প্রত্যাখ্যান ও স্বরূপের  
বিজ্ঞাপন, এই দুই তত্ত্ব নির্ণীত হয় । এই যে-কিছু কার্য্য—যে-কিছু জন্মবার  
বস্তু—সমস্তই ব্রহ্মাশ্রিত । সেই কারণে এ সকল ব্রহ্মে নিষিদ্ধ । তাৎপর্য

বাদিত্যোহনস্বমিতি নেতি নেতীতি প্রতিবেদনং ন তু ব্রহ্মণঃ  
সর্বকল্পনামূলত্বাৎ। ন চাত্রেয়মাশঙ্কা কৰ্তব্য।—কথং হি  
শাস্ত্রং স্বয়মেব ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মেব পুনঃ  
প্রতিবেদতি ‘প্রক্ষালনাদ্ধি পক্ষস্ত দূরাদম্পর্শন বরং’ ইতি।  
যতো নেদং শাস্ত্রং প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং নির্দিশতি,  
লোকপ্রসিদ্ধস্তিৎ রূপদ্বয়ং ব্রহ্মণি কল্পিতং পরায়শতি প্রতি-  
বেদ্যত্বায় শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় চেতি নিরবদ্যম্। হৌ  
চৈতো প্রতিবেদো যথাসম্ব্যক্ত্যয়েন হে অপি মূর্ত্যমূর্ত্তে প্রতি-  
বেদতঃ। যদ্বা পূর্বঃ প্রতিবেদো ভূতরাশিঃ প্রতিবেদতি।  
উত্তরো বাসনারাশিম্। অথবা ‘নেতি নেতি’ ইতি বীপ্শেয়মি-

নেতাদিষ্টাব্দ্রহ্মণোহন্তং পরমন্তীতি ব্যাখ্যানং তদা প্রপঞ্চপ্রতিবেদাদন্তদ্ব্যক্লেব  
ব্রবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বা তু ন হেতুত্বাদিতি সর্বনাম্। প্রতিবেদো ব্রহ্মণ

এই যে, অবিচারিত জ্ঞানে এ সকল ব্রহ্মস্পদ কিন্তু পরমার্থজ্ঞানে এ সকল  
মিথ্যা অর্থাৎ আদৌ নাই। কার্য (জন্যবস্তু) মাত্রই বাক্যারভ্য অর্থাৎ  
কথা মাত্র, বস্তুসং নহে, ইত্যাদি শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা কার্যের মিথ্যাত্ব  
প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং তাহারই নিষেধ যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্ম সমুদায় কল্পনার  
মূল; সুতরাং ব্রহ্ম নিষেধের অর্থাৎ ব্রহ্মকে নাই বলার উপায় নাই।  
[ন চাত্রেয়...নিবর্ততে] শাস্ত্র ব্রহ্মের রূপদ্বয় দেখাইয়া নিষেধ করিলেন  
কেন? কর্তব্য মাথিয়া ধোতকরণ অপেক্ষা কর্তব্য না মাথাই-ত ভাল?  
এ আশঙ্কা কর্তব্য নহে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শাস্ত্র ব্রহ্মের ঐ রূপ-  
দ্বয় প্রতিপাদ্যভাবে উল্লেখ করেন নাই, বলেন নাই, লৌকিক প্রমাণ  
প্রাপ্ত অর্থাৎ বিচারিত জ্ঞানাতাব-প্রযুক্ত কল্পিত তদ্বয়ের অনুবাদ বা  
অনুসন্ধান মাত্র করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্যমূর্ত্ত রূপদ্বয়ের পরামর্শ (অনুসন্ধান)  
ও নিষেধতা কখন শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই কৃত হইয়াছে।  
ঐ প্রতিবেদদ্বয় যথাসম্ব্যক্ত্যয়ে অর্থাৎ যথাক্রমে মূর্ত্যমূর্ত্ত রূপের প্রতিবেদ  
করে। অথবা প্রথম নিষেধে ভূতরাশির এবং দ্বিতীয় নিষেধে বাসনা-  
রাশির নিষেধ হইয়াছে। কিম্বা “নেতি” “নেতি” এই দ্বিরুক্ত প্রয়োগ  
বীপ্শা। বীপ্শা প্রয়োগের ফল রা উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মে যে-কিছু উৎ-  
প্রেক্ষিত হয় ও হইতে পারে সে সমস্তই তাঁহাতে নাই। “ইহা নহে”  
এভাবে মাত্র পরিগণিত নিষেধে জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ইহা

## তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥\*

যত্তৎপ্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম তদস্তি  
চেৎ কস্মাৎ ন গৃহ্যত ইতি। উচ্যতে। তদব্যক্তমনিদ্রিয়-  
গ্রাহ্যং সর্বদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ আহ। হেবং শ্রুতিঃ ‘ন চক্ষুষা  
গৃহ্যতে নাপি বাচা নাত্মৈর্দেবৈস্তপসা কৰ্ম্মণা বা। স এষ  
নেতি নেতাত্মা’ অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্।  
যদা হেবৈষ এতস্মিন্দৃশ্যেহনাত্মোহনিরুক্তেহনিলয়নে’  
ইত্যাদ্য।। স্মৃতিরপি ‘অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্যো-  
হয়মুচ্যতে’ ইত্যেবমাদ্য। ॥ ২৩ ॥

---

অগ্রাহ্যত্বং ব্রহ্ম নাস্তীতি শঙ্কানিরাসার্থং যত্তং ব্যাচষ্টে যত্তৎপ্রতিষিদ্ধা-  
দিতি। রূপাদ্যভাবাদব্যক্তমিদ্ভিন্নগ্রাহ্যং ন ভ্রমবাদিত্যর্থঃ। অত্মৈর্দেবৈরি-  
দ্রিয়ান্তরৈর্ন গৃহ্যত ইত্যম্বয়ঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

---

বলা হইল, নিষিধ্যমান প্রপঞ্চ ভিন্ন ব্রহ্ম আছেন। যদি থাকেন ত  
গৃহীত হন না কেন? জ্ঞানবিষয় না হন কেন? তাহা বলিতেছি।  
তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ অনিদ্ভিন্নগ্রাহ্য। (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন কিন্তু ইন্দ্రి-  
য়তিরিক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য। সে প্রমাণ ধ্যান-ধারণা-সমাধি-সংস্কৃত-মানস-  
জ্ঞান-বিশেষ।) তৎপ্রতি হেতু এই যে, তিনি নিখিল দৃশ্যের সাক্ষী অর্থাৎ  
দ্রষ্টা (প্রকাশক)। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“চক্ষুঃ তাঁহাকে  
গ্রহণ করে না, বাক্য তাঁহাকে বিষয় করে না, অন্ত্রাণ্ড ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে  
গ্রহণ করে না। তপস্তার ও কৰ্ম্মের দ্বারাও তিনি বিজ্ঞাত হন না।”  
“আত্মা একরূপ নহে সেরূপ নহে।” “যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা  
গৃহীত হন না সেই হেতু তিনি অগৃহ্য অর্থাৎ গ্রহণীয় নহেন।” “তাহা  
অদৃশ্য ও অগ্রহণীয়।” “যখন এই সুপ্রসিদ্ধ, অদৃশ্য, অনাস্ব্য ও নির্বচনের  
অযোগ্য আত্মা—” ইত্যাদি। ইহঁার অমুরূপা স্মৃতি এই কথাই বলিয়াছেন।  
যথা—“তত্ত্বজ্ঞকর্তৃক কথিত হইয়াছে, ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অপ্রাপ্য এবং  
অবিকার্য।” ইত্যাদি।

---

\* তত্তৎ ব্রহ্ম অব্যক্তং রূপাদ্যভাবাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং ন ভ্রমবাদিত্যর্থঃ। যত্ত আহ ব্রবীতি  
ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যতাং শ্রুতিরিত্তি শেষঃ।—প্রতিষেধ যোগ্যের প্রতিষেধ হয়, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ  
সমুদায়ই প্রতিষেধ, যদি অতিরিক্ত ব্রহ্ম আছেন তবে দৃষ্ট না হন কেন? তাহা বলিতেছি।  
তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অগম্য। সেই অন্তই তিনি ইন্দ্রিয় পথে ব্যক্ত হন না।

## অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥\*

অপি চৈনমাত্মানং নিরন্তরসমস্তপ্রপঞ্চমব্যাক্তং সংরাধন-  
কালে পশুস্তি যোগিনঃ । সংরাধনং ভক্তিদ্ব্যানপ্রণিধানা  
দানুষ্ঠানম্ । কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশুস্তীতি  
প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঐতিশ্যতিভ্যামিত্যর্থঃ । তথাহি ঐতিঃ

‘পরাক্ষি খানি ব্যতৃণং স্বয়ন্তু-

স্তম্মাং পরাণ্ড পশুতি নাস্তরাগ্নম্ ।

কশ্চিদ্রীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-

দারন্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন’ ॥ ইতি ।

তর্হি কদা গ্রাহমিতি শব্দোক্তং হত্রং ব্যাখ্যাতি—অপি চৈনমিতি ।  
বস্তুর্হ ইঞ্জিয়ৈর্ন গৃহ্যতে অপি তু সংরাধনে শাস্ত্রসংস্কৃতমনসেত্যর্থঃ । ভক্তি-  
দ্ব্যানভ্যাং প্রত্যগাত্মানশিঙে প্রকর্ষণে নিধানং স্থাপনং প্রণিধানং জপনম-  
কারাদিরাদিশকার্থঃ । স্বয়ন্তুরীশ্বরঃ । খানীজিয়ানি । পরাক্ষি অনাত্মগ্রাহকানি  
কৃদ্বা ব্যতৃণং নাশিতবান্ । স হি তেবাং নাশে বদসমর্থগ্রাহিত্বা সর্জনং তস্মাৎ  
তেবাং তথাশ্রষ্টত্বাৎ সর্বৌ লোকঃ পরাগর্থমেব পশুতি নাস্তরাগ্নানম্ । কশ্চিদ্রু

যোগীরাই সংরাধনকালে ( আরাধনার সময় ) এই অব্যক্ত ও নিম্প্র-  
পঞ্চ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করেন । চিত্ত ভক্তি ও ধ্যান দ্বারা বিনষ্টরাগ  
হইলে তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মভাব স্থাপন করার নাম ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান ।  
এই ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান ও নামজপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকার  
নাম সংরাধনা ও আরাধনা । যদি বল, যোগীরা যে আরাধনা কালে  
তাঁহাকে দেখিতে পান, তাহা তোমরা কিসে জানিলে? ইহার প্রত্যা-  
ত্তরে বলা যায়, ঐতিপ্রমাণে ও স্মৃতিপ্রমাণে জানিয়াছি । ঐতিপ্রমাণ  
যথা—“স্বয়ন্তু অর্থাৎ পরমেশ্বর ইঞ্জিয়দিগকে পরাগদর্শী অর্থাৎ অনাত্ম-  
দর্শী করিয়াই বিনষ্ট করিয়াছেন । সেই কারণে তাহার ( ইঞ্জিয়েরা )  
অনাত্ম (বাহ্য)বস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না । সেই জন্য,

\* সংরাধনমাত্রাধনমিতানর্থাস্তরম্ । আরাধনকালে এনমাত্মানং পশুস্তি যোগিন ইতি  
পুরণীয়ম্ । স আত্মা । ভক্তিদ্ব্যানপ্রণিধানাদানুষ্ঠানসংস্কৃতমনসেব গৃহ্যতে ন ইঞ্জিয়ৈঃ । এতচ্চ  
প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বিজায়তে । প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঐতিশ্যতিভ্যাম্ ।—এই নিম্প্রপঞ্চ  
আত্মা ইঞ্জিয়ের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ বিজাত হন না । ঐতির ও স্মৃতির দ্বারা জানা যায় যে,  
ইনি আরাধনাকালে আরাধকের ভক্তিপবিত্রচিত্তে বিজাত অর্থাৎ প্রকাশিত হন ।



জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ, ততস্তত্ত্বং পশুতি নিষ্কলং  
ধ্যায়মান ইতি চৈবমাদ্যা । স্মৃতিরপি—

“যং বিনিদ্রো জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্কাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।

জ্যোতিঃ পশুন্তি যুগ্মানাস্তম্বে যোগাঙ্গনে নমঃ ॥

যোগিনস্তং প্রপশুন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ।” ইতি

চৈবমাদ্যা । নমু সংরাধ্যসংরাধকভাবাত্মাপগমাৎ পরা-  
পরাস্থানোরনুভবং স্মাদিতি । নেতৃত্বাচ্যতে ॥ ২৪ ॥

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ

কর্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৫ ॥\*

ধীরো ধীমানবৃন্তচকুর্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়ঃ শুদ্ধে চেতসি প্রত্যগাখ্যানং শাস্ত্রেণ পশুতি  
মোক্ষার্থীত্যর্থঃ । ততঃ কর্মণা বিশুদ্ধচিত্তো জ্ঞানাধ্যাসদ্বোংকর্ষণে ধ্যানং  
নিষ্কলং পশুতীত্যর্থঃ । বিনিদ্রো বিতমস্কাঃ । তত্র হেতুর্জিতশ্বাসত্বং প্রাণায়াম  
নিষ্ঠত্বম্ । যুগ্মানো ধ্যানিনঃ । যোগলভ্য আস্মা যোগাস্মা । ইতি রত্নপ্রভা ।

কোন কোন ধীর (মোক্ষার্থী) তাঁহাকে ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক কেবলমাত্র  
জ্ঞানধ্যানাদি-সংস্কৃত চিত্তে শাস্ত্রবাক্যাবলম্বনে দেখিতে পান । “কামনা বর্জ  
পুরঃসর কর্ম্মাহুষ্ঠান করিতে করিতে যে সষশুদ্ধি হয়, (বুদ্ধি নির্মলা হয়)  
তাহার অন্য নাম জ্ঞানপ্রসাদ (জ্ঞান প্রসন্ন অর্থাৎ নির্মল হওয়ার নাম জ্ঞান  
প্রসাদ) । যোগী জ্ঞানপ্রসাদবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাধ্যাসদ্বোংকর্ষণ-বিশিষ্ট  
ধ্যানরত হইয়া সেই নিষ্কল (নিরাকার) পুরুষকে দর্শন করেন ।” ইত্যাদি  
স্মৃতিপ্রমাণ যথা—“শ্বাসজয়ী অর্থাৎ প্রাণায়ামতৎপর তমোগুণবর্জিত  
সুতরাং সন্তুষ্ট ও সংযতেন্দ্রিয় যোগীরা ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ দর্শন করে  
সেই যোগলভ্য জ্যোতির (আত্মার) উদ্দেশে আমার নমস্কার ।” “যোগীরা  
সেই সনাতন ভগবানকে অর্থাৎ বৈদেহ্যশালী পরমেশ্বরকে দেখিতে পান ।  
ইত্যাদি । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আরাধ্য আরাধক ভাব (সেবা  
সেবক-ভাব) স্বীকার করিতে গেলে জীবপরমাশ্রয় ভেদ স্বীকার করিতে  
হয় কি-না । স্বজ্ঞকার তত্ত্বস্বার্থ বলিতেছেন না, হয় না—

\* যথা প্রকাশলব্ধ উপাধিবৃ তিন্মতে ন স্বত এবং প্রকাশশিদ্ধায়াং ধ্যানাদিকর্ম্মণ্যুপায়ে  
ভিদ্ধ্যতে ন স্বতঃ । অস্ম্য চাবৈশেষ্যং একরসস্বভাসাৎ তত্ত্বমস্যাধিশাস্ত্রান্ধীরত ইতি

যথা প্রকাশাকাশসবিতৃপ্রভৃতয়োহল্লিকরকৌদকপ্রভৃ-  
তিষু কর্মসূপাধিভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে ন চ স্বাভা-  
বিকীমবিশেষাভ্রতাং জহতি, এবমুপাধিনিমিত্ত এবায়মান্ন-  
ভেদঃ স্বতন্ত্ৰৈকাত্ম্যমেব । তথা হি বেদান্তেষু স্বভাষ্যাসেনাসক্-  
জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৫ ॥

অতোহনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥\*

অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাদভেদস্তাবিদ্যাকৃতত্বাচ্চ ভেদস্য

যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিদ্ভ্যন্তে ন স্বত এবং প্রকাশশিচ্চাদ্যপি  
ধানাদিকর্মণ্যুপাধৌ ভিদ্ভ্যতে স্বতত্ত্বতাবৈশেষ্যমেকসম্বন্ধমেব তত্ত্বমনীত্যভ্যাসা-  
দিতি হৃত্রয়োজন্য । ইতি রত্নপ্রভা ।

যেমন প্রকাশস্বভাব সৌর কিরণ প্রভৃতি অল্লি, করকা ( বর্ষোপল )  
ও জল প্রভৃতি উপাধিতে ও সে সকলের প্রচলনাদিক্রিয়াক্রম উপা-  
ধিতে সবিশেষেব ভ্রাত ( সবিশেষ=বিভিন্নাকার ) দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্বভাবিক  
স্বাভাবিক একরূপতা পরিত্যক্ত হয় না ; সেইরূপ, এই আত্মাও উপাধি  
অনুসারে সেইসেইরূপে পরিদৃষ্ট হন । কিন্তু আত্মার একতাই স্বাভাবিক  
অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ । আত্মার সেই স্বাভাবিক ঐকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ বেদান্তে  
অভ্যাস-( অভ্যাস=পুনঃ পুনঃ কথন )-বাক্যে ( তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে )  
জীবাত্মপরমাট্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিদ্যাকতা আছে বলিয়াই জীব  
বিদ্যার দ্বারা আবিদ্যার নিবারণ করিতে পারে এবং আবিদ্যা নিবারণিত

যোজন্য ।—আত্মা-আরাধক-ভাব মান্য করিলেই যে জীবপরমাট্মার বাস্তব ভেদ স্বীকৃত হয়,  
তাহা হয় না । প্রকাশ অর্থাৎ আলোক যেমন উপাধিতে ভিন্নপ্রায় হয়, প্রকাশস্বভাব  
চিদ্রাশ্ম সেইরূপ চিন্তোপাধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-ভাব প্রাপ্তের ন্যায়  
হন । বস্তুতঃ তিনি অবিশেষ অর্থাৎ একরস । তাঁহার একরসত্ব তত্ত্বমসি শাস্ত্রের অভ্যাস  
অর্থাৎ বার বার কথন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে ।

\* অত ইতি । ভেদম্যাবিদ্যাকৃতত্বাভেদস্ত স্বাভাবিকত্বাদিত্যর্থঃ । জীবোহনন্তেন ব্যাপিনা  
পরমাট্মনৈক্যং গচ্ছতীতি পূরণীয়ম্ । লিঙ্গং জাগরং ব্রহ্মাণ্ডকলপ্রতিরূপম্ ।—যেহেতু ভেদ  
আবিদ্যাক—আবিদ্যাকৃত এবং অভেদ স্বাভাবিক, সেই হেতু জীব আবিদ্যাবিনাশের পর অপরি-  
চ্ছিন্ন পরমাট্মার একত্ব প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে লিঙ্গ অর্থাৎ তত্ত্ববোধক প্রতিবাক্য আছে ।  
( অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের ব্রহ্মাণ্ডভাবপ্রাপ্তির রূপ ফল শুনা যায়, তাহাতে ভেদের উপাধি-  
কর ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব অনুমিত হইতে পারে ) ।

বিদ্যায়াহবিদ্যাং বিদ্যু জীবঃ পরেণানন্তেন প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকতাং  
গচ্ছতি । তথা হি লিঙ্গং 'স যো হ বৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ  
ব্রহ্মৈব তবতি । ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোতি' ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

উভয়ব্যাপদেশাত্ত্বিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৭ ॥\*

তন্নিম্নেব সংরাধ্যসংরোধকভাবে মতাস্তরমুপশাস্তি স্বমত-  
বিশুদ্ধয়ে । কচিজীবপ্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যাপদিশ্যতে 'ততস্ত  
তং পশ্যতি নিকলং ধ্যায়মানঃ' ইতি ধ্যাতৃধ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্টৃ-

জীবন্ত ব্রহ্মাঙ্ঘ্রফলশ্রুতিরূপলিঙ্গাদপি ভেদ ঔপাধিক এবোক্ত্যাহ সূত্র-  
কারঃ । অতোহনন্তেনেতি । ইতি রত্নপ্রভা ।

অনেনাহিরূপেণাভেদঃ কুণ্ডলাদিকুপেণ তু ভেদ ইত্যুক্তং তেন বিষয়ভেদা-  
ভেদাভেদস্যোরবিরোধ ইত্যেকবিষয়ত্বেন বা সর্বদোপলব্ধেববিরোধঃ । বিরুদ্ধ-

হইলেই সে অপরিমিত পরমাঙ্গার সহিত এক হয় । ইহার নিদর্শন অর্থাৎ  
অমুমাপক শাস্ত্র এই—“যে এই পরব্রহ্মকে জানে সে পরব্রহ্ম হয় ।”  
“উপাসক জীব পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্ম হলেন”  
ইত্যাদি । ( ব্রহ্মত্ব অজ্ঞাত ছিল, জ্ঞান হওয়ায় সে অজ্ঞতা নিবারিত হইল  
সুতরাং সে এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল ) ।

স্বমত পরিশোধনার্থ উল্লিখিত আরাধ্য-আরাধক-ভাব বিষয়ে অত্র এব  
মত উত্থাপিত হইতেছে । কোন শ্রুতিতে জীব-পরমাঙ্গার ভিন্নতা কথা  
আছে । যথা—“ধ্যানকারী সেই নিকল পরমাঙ্গাকে দেখিতে পায় ।”  
এই শ্রুতিতে ধ্যানকর্তার ও ধ্যাতব্য পরমাঙ্গার পৃথক্ ব্যাপদেশ দেখা যা  
এবং ঐ শ্রুতি দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্য-ভাবেও জীবপরমাঙ্গার ভেদ বলিতেছেন । আবার  
অপর এক শ্রুতি প্রাপ্যপ্রাপকভাব এবং অন্য শ্রুতি নিয়মা-নিয়ামক-ভাব  
দেখাইয়া তদুভয়ের ভিত্তিতা বলিয়াছেন । তদযথা—“উপাসক সেই দিব

\* উভয়ব্যাপদেশোক্তোঃ সৰ্পকুণ্ডলিত্যেন সিদ্ধান্তয়িতব্যঃ । যথা সৰ্পত্বেনাভেদঃ কুণ্ডল  
থাস্য সর্পাবস্থাবিশেষস্য কুণ্ডলিত্বেন ভেদঃ, এবং জীবাখ্যব্রহ্মত্বেনাভেদোজীবত্বেন চ ভেদ ই  
সূত্রভাষ্যপার্থ্য ।—যেহেতু ভিন্ন ও অভিন্ন এই দ্বিবিধ উপদেশ দুই হয়—সেই হেতু অহিকুণ্ডলে  
অমুরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য । অর্থাৎ সৰ্পভাব গ্রহণে অভেদ, কিন্তু তাহা কুণ্ডলাকার  
অবস্থা ভেদ অনুসারে ভিন্ন । ( কুণ্ডল=বলয়াকার অবস্থা । ভিন্ন=নানা । সৰ্প, কুণ্ডল  
ইত্যাদি ) । এইরূপ জীবও ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম এবং জীবভাবে অব্রহ্ম ও নানা ।

দ্রষ্টব্যত্বেন চ। ‘পরং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং’ ইতি গন্তু-  
গন্তব্যত্বেন। ‘যঃ সৰ্ব্বাণি ভূতান্ভুত্তরোদয়য়তি’ ইতি নিয়ন্তু-  
নিয়ন্তব্যত্বেন চ। কচিৎ তয়োরেবাভেদো ব্যাপদিশ্যতে—  
‘তত্ত্বমসি’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ‘এষ ত আত্মা সৰ্ব্বাস্তরঃ’ ‘এষ ত  
আত্মাহস্তর্ঘ্যাম্যয়তঃ’ ইতি। তত্রৈবমুভয়ব্যাপদেশে সতি  
যদ্যভেদ এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত ভেদব্যাপদেশো নিরালম্বন  
এব স্ম্যৎ। অত উভয়ব্যাপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্র তত্ত্বং  
ভবিতুমর্হতি। যথাহহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীন  
চ ভেদ এবমিহাপীতি ॥ ২৭ ॥

মিতি হি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো ন যৎ প্রমাণেনোপলভ্যতে। আগমতশ্চ প্রমাণা-  
দেকগোচরাবপি ভেদাভেদৌ প্রতীয়মানৌ ন বিরোধমাবহতঃ সবিত্ত্বপ্রকাশ-  
য়োরিব প্রত্যক্ষাৎ প্রমাণান্তেদাভেদাবিতি। প্রকারান্তরেণ ভেদাভেদয়ো-  
বিরোধমাহ।

পরংপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন।” “যিনি অন্তরে অবস্থান করতঃ সমুদায়  
ভূতকে অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন অথবা নিয়মের  
অধীন রাখিয়াছেন” ইত্যাদি। এতদ্বিত্ত্ব, ঐশ্বর্য্যন্তরে অভেদ কখনও আছে।  
যথা—“তিনিই তুমি” “আমি ব্রহ্মই” “ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই সকলের  
অন্তরে—” “এই আত্মাই অন্তর্ধামী ও অমৃত (অমর বা মুক্ত)।”  
[তত্রৈব...হাপীতি] শাস্ত্রে ঐ দ্বিবিধ প্রকার ব্যাপদেশ (কোন কোন  
শাস্ত্রে জীবপরমাশ্রায় ভেদ, আবার অত্যাশ্র শাস্ত্রে অশ্রৈভেদ, এই দ্বিপ্রকার  
উল্লেখ) দৃষ্ট হয়। যদি অভেদপক্ষকে ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা  
হইলে ভেদবাদিনী ঐশ্রুতি আলম্বনশূন্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ  
নিমিত্ত, উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় তাহার তত্ত্ব (যাথার্থ্য) অহিকুণ্ডলের  
অমুরূপ হইতে পারে। যেমন সর্পস্বপ্রকারে অভেদ, একই, আর কুণ্ডলা-  
কারত্ব, আভোগত্ব, প্রাংশুত্ব ও উদগতমুখত্ব প্রকারে ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন;  
তেমনি, জীবও, ব্রহ্মস্বপ্রকারে অভিন্ন কিন্তু জীবস্বপ্রকারে ভিন্ন।  
(কুণ্ডলাকার=বলয়াকার অবস্থা। আভোগ=ফণা। প্রাংশুত্ব=দীর্ঘ-দণ্ডা-  
কার অবস্থা। কলিতার্থ—অবস্থা-ভেদে ভিন্ন; অবস্থা নগণ্য করিলে অভিন্ন।  
একই সর্প অবস্থা ভেদে কুণ্ডলী ও ফণী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়।)

## প্রকাশাশ্রয়বদ্ধা তেজস্বী ॥ ২৮ ॥\*

অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা প্রকাশঃ  
সাবিত্রেন্দ্রদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তুভিন্নাবুভাবপি তেজস্বীবি-  
শেষাৎ অথ চ ভেদব্যাপদেশভার্জো ভবত এবমিহাপীতি ॥২৮॥

## পূর্ববদ্ধা ॥ ২৯ ॥†

যথা বা পূর্বমুপপত্ত্বং প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতি তথৈতৎ  
তত্ত্ববিতুমর্হতি। তথা হবিদ্যাকৃতত্বাদ্বদ্বস্ত্য বিদ্যয়া মোক্ষ

তদেবং পরমতমুপপত্ত্ব্য সমতমাহ—

অয়মভিসন্ধিঃ।—যস্ত মতং বস্তনোহিহিষেনাভেদঃ কুণ্ডলদ্বেন ভেদ ইতি  
স এবং ত্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে কিমহিৎকুণ্ডলদ্বৈ বস্তনো ভিন্নে উতাভি-  
ইতি। যদি ভিন্নে অহিৎকুণ্ডলদ্বৈ, ভিন্নে ইতি বক্তব্যং ন তু বস্তনস্তাভ্য-  
ভেদাভেদো। ন হত্বভেদাভেদাত্মামত্বভিন্নমভিন্নং বা ভবিতুমর্হতি। অতি

জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের অমুরূপ জানিবে  
যেমন সূর্যালোক ও সূর্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উভয়ই তেজস্বী সমান  
অথচ উক্ত উভয় ভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ, জীবপরমাত্মা অত্য-  
ভিন্ন না হইলেও কাল্পনিক ভেদব্যবহারের আশ্পদ হয়।

অথবা, ইতিপূর্বে যে “প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং” সূত্র বলা হইয়াছে  
তদনুসারে উক্ত ভেদাভেদ ব্যবহারকে সঙ্গত বলিতে পার। তাহার বিবরণঃ  
ফলিতার্থ—বন্ধন অবিদ্যাকৃত, সেই জন্তই বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হয়। জীব বা

\* যথা সূর্য্যপ্রকাশয়োরেকতেজস্বৈকধর্মাবচ্ছেদেন ভেদাভেদাৎ জীবপরমাত্মানোরূপাকৌ-  
বাস্তবধর্ম্মেণ ভেদাভেদো প্রতিবল্যৎ স্বীকৃত্যেতে ইতি শ্লেষনা।—যেমন একমাত্র তেজোর  
ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা (সূর্য ও আলোক) গ্রহণ করা হয়, সেইর  
আলোর ধর্ম্ম লইয়া তেজেরও ভেদাভেদ (ব্রহ্ম ও জীব) প্রতিবল্যে স্বীকৃত হইতে পারে।

† সিদ্ধান্তসূত্রেমতৎ। পূর্ব্ববৎ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতিবৎ। যথা প্রকাশাপ্রকাশ-  
স্বরূপৈকরূপা উপাধিভিত্তি স্বভিভিন্নরূপা এবমাত্মা স্বরূপৈকরূপ উপাধিভিত্তি জীবাত্মানেক-  
ইতি নির্গমিতার্থঃ।—কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মার অভেদ কখন ও শাস্ত্রান্তরে  
কখন থাকায় সেই বিষয়াদ ভিন্নার্থ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেও পার। অর্থাৎ প্রকাশটি  
দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতেও পার। যেমন আলোক স্বরূপতঃ এক বা অতি, কিন্তু উপাধি-  
ভিন্ন, তেমনি, আত্মাও স্বরূপতঃ অতি (জীব ও পরম এক) পরন্তু বুদ্ধাবিবোধে জি-  
(জীব স্বতন্ত্র ও পরমাত্মা স্বতন্ত্র)।

উপপদ্যতে । যদি পুনঃ পরস্পরিত এব বন্ধঃ কশ্চিদাত্মাহি-  
কুণ্ডলস্থায়েন বা পরস্পরান্ননঃ সংস্থানভূতঃ প্রকাশাত্ময়ত্বায়ৈ-  
নৈবৈকদেশভূতোহিভ্যুপগম্যেত ততঃ পারমার্থিকস্ত বন্ধস্ত  
তিরস্কৃতমশক্যত্বমোক্শান্ত্রবৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত । ন চাক্রো-  
ভাবপি ভেদাভেদৌ ঐতিস্বল্যবদ্যপদিশতি । অভেদমেব হি  
প্রতিপাদ্যেহেন নির্দিশতি ভেদস্ত পূর্বপ্রসিদ্ধমেবানুবদত্য-  
র্থাস্তরবিবক্ষয়া । তস্মাৎ প্রকাশবচ্যবৈশেষ্যমিত্যেষ এব  
সিদ্ধান্তঃ ॥ ২৯ ॥

প্রসঙ্গাৎ । অথ বন্ধনো ন ভিद्यেতে অহিকুণ্ডলত্বে তথা সতি কো ভেদা-  
ভেদয়োঃ বিবয়ভেদস্তয়োৰ্কস্তুনোহনন্তয়েনাভেদাৎ । ন চৈকবিষয়ত্বেহপি সদাহু-  
ভূয়মানত্বাভেদোভেদয়োঃ বিরোধঃ । স্বরূপবিরুদ্ধয়োঃ প্যবিরোধে ক নাম  
বিরোধো ব্যবতিষ্ঠেত । ন চ সদাহুভূয়মানং বিচারাসহং ভাবিকং ভবিতুম-  
হতি । দেহাত্ম্যভাবস্তাপি সৰ্বদাহুভূয়মানস্ত ভাবিকত্বপ্রসঙ্গাৎ । প্রপঞ্চিতঐক্যত-  
দম্বাভিঃ প্রথমস্থ ইতি নেহ প্রপঞ্চিতম্ । তন্মানাদ্যবিদ্যাবিক্রীড়িতমেবৈক-  
ত্বাত্মনো জীবভাবভেদো ন ভাবিকঃ । তথা চ তত্ত্বজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তাবপবর্গ-  
সিদ্ধিঃ । তাস্মিকত্বে তন্ত ন জ্ঞানান্নিবৃত্তিসম্ভবঃ । ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদমুদপবর্গসাধন-  
মন্তি । যথাই শ্রুতিঃ—‘তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাত্তঃ পশ্বা বিদ্যতে-  
হয়নায়ে’তি । শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

সত্য সত্যই বন্ধস্বভাব হয়, তাহা হইলে বন্ধন অহিকুণ্ডলের দৃষ্টান্তে পরমাত্মার  
অবস্থা বিশেষ হইতে পারে, প্রকাশাত্ম্যের দৃষ্টান্তে একদেশরূপীও হইতে  
পারে । কিন্তু তত্ত্বের পক্ষে বন্ধনের তিরস্কার হইতে পারে না । বন্ধনের তির-  
স্কার (মোচন) ব্যতীত মোক্ষশাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না । (মোক্ষ শাস্ত্রের  
সার্থক্য বা প্রামাণ্য রক্ষার্থ বন্ধনের অসত্যতাই স্বীকার্য্য) । শ্রুতি ভেদ ও  
অভেদ উভয় প্রকার বলিয়াছেন সত্য ; পরন্তু তাহা তুল্যরূপে বলেন নাই ।  
(তুল্যরূপে বলিলেও উভয়সত্যতা স্বীকার্য্য হইতে পারে না । যেহেতু তাহা  
বিরুদ্ধ । একের তাদৃশ বৈরূপ্য অবশ্যই যুক্তিবিরুদ্ধ) শ্রুতি অভেদকেই  
প্রতিপাদ্যরূপে বলিয়াছেন । ভেদ লোকসিদ্ধ, সুতরাং অস্ত্র এক উদ্দেশে  
তাহার অনুবাদমাত্র করিয়াছেন । অতএব, প্রকাশের জ্ঞান অভেদ, এই সিদ্ধা-  
ন্তই সংসিদ্ধান্ত । (প্রকাশ স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ একরূপ, কিন্তু উপাধি-  
যোগে ভিন্ন অর্থাৎ নানারূপ । জীবপরমাত্মার ভেদাভেদ ইহারই অমুরূপ ) ।

## প্রতিবেদ্যচ্চ ॥ ৩০ ॥\*

ইতঃশ্চৈব এব সিদ্ধান্তো যৎকারণং পরমাণুত্বানোহনু  
চেতনং প্রতিবেদ্যতি শাস্ত্রং ‘নান্নোহতোহস্তি দ্রবী’ ইত্যো  
মাদি । ‘অথাৎ আদেশো নেতি নেতি । তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্  
মনপরমনস্তরমবাহুং’ ইতি চ । ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাক  
ণাং ব্রহ্মমাত্রপরিণেবাচ্চৈব এব সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে ॥ ৩০

## পরমতঃ সেতুগ্ৰন্থানসম্বন্ধভেদ- ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩১ ॥†

যদেতন্নিরন্তরসমস্তপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম নির্দ্বারিতমত্রাস্মাৎ পরমতঃ

( ব্রহ্মমাত্র পরিণেবে হেতুস্তরমাহ প্রতীতি । প্রতিবেদ্যং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত  
প্রপঞ্চনিরাকরণং ঐত্যোতি শেষঃ । )

যদ্যপি ঐতিপ্রাচ্যাদ্যাদিব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং নাস্তীত্যবধারিতং তথা

এ হেতুতেও ঐ সিদ্ধান্ত সাধু—যেহেতু “ইহা হইতে ভিন্ন, এমন দ্র  
নাই” এই শাস্ত্র পরমাণু ব্যতীত অত্ৰ চেতন নাই বলিয়াছেন । “অন  
উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে । সেই এই ব্রহ্ম অপূ  
( অনাদি ), অনপর ( অনন্ত ), অনস্তর ( অপরিচ্ছিন্ন ) ও অবাহু অর্থ  
একরস ।” এ শাস্ত্রও ব্রহ্মব্যতিরিক্ত চেতনের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন  
প্রপঞ্চ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত প্রপঞ্চের অনস্তিত্ব, ব্রহ্মই নিষেধে  
সীমা, ব্রহ্মই নিষেধ ভূমিকায় অবশেষিত হন, এইরূপ এইরূপ শাস্ত্র থাক  
প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সাধু বলিয়া গণ্য হয় ।

পরমাণু হইতে পর অর্থাৎ ভিন্ন এমন তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত ঐ  
বিরোধ থাকায় সংশ্লিষ্ট । অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্ত অত্রান্ত নহে । ( ইহা পূ

\* নান্নোহতোহস্তি ব্রহ্মোক্ত্যাশাস্ত্রাদিপ্যাহভেদবাদঃ সাধীমানিতি নৃত্যার্থঃ ।—“ইহা হই  
ভিন্ন দ্রবী নাই” ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবতাবের পারমার্থিকতার নিষেধ থাকতে অভেদ প  
শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রামাণিক ।

† পুনঃ পূর্বপক্ষনৃত্যম্ । অতঃ স্ম্যৎ পরমান্বনঃ পরং অন্যং তত্ত্বং জীবাখ্যমস্তীতি  
ব্যপদেশাৎ উদ্ভূতব্যাপদেশাৎ সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চাবগম্যমিতি ।—পরমাণু  
রিক্ত তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধন্য নহে । কারণ এই যে, ঐতি সেতু প্রভৃতির দৃষ্টা  
তত্ত্বনিশ্চয় করাতে পরমাণুব্যতিরিক্ত তত্ত্বের ( জীবের ) পৃথক্ অস্তিত্ব প্রতীত করাইয়াছেন ।

তদ্ব্যবস্থি। নাত্মনিত্য। প্রাকৃতিকপ্রতিপত্তিঃ স্বাভাবিকঃ। কানিহিমা-  
 কাশ্যাদিগোচরভাবিত। প্রতিভাসম্পাদনমি। অস্বাভাবিকপি। পরমস্বয়ং  
 তৎসং প্রতিপাদকভাবিত। তেজসঃ পরিহারমক্ষিণাত্মময়রূপকমঃ  
 ক্রিয়তে। পরমস্বয়ং। তদ্ব্যবস্থিতং। তৎসং। ভবিষ্যদ্ব্যবস্থি।  
 কৃতঃ। সেতুশ্যাপদেশাৎ, উদ্ভাসনব্যাপদেশাৎ, সমস্তব্যাপদেশাৎ,  
 ভেদব্যাপদেশাচ্। সেতুশ্যাপদেশস্তাবৎ। ‘অথ য আত্মা-স  
 সেতুর্বিধৃতিঃ’ ইত্যঙ্গশকাভিহিতস্ত ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং সঙ্কীৰ্ত-  
 য়তি। সেতুশব্দশ্চ হি লোকে জলসন্তানবিচ্ছেদকারকে যুদ্ধা-  
 র্কাদিপ্রচয়ে প্রসিদ্ধঃ। ইহ চ সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি  
 লৌকিকসেতোরিবাসেতোরশ্চ বস্তুনোহস্তিত্বং গময়তি।  
 সেতুং তীৰ্থাঃ ইতি চ তরতিশব্দপ্রয়োগাৎ। যথা লৌকিকং  
 সেতুং তীৰ্থা জ্ঞানলমসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে, এবমাত্মনঃ

লক্ষ্যাদিপ্রতীক্ষাভ্যাসাতত্ত্ববিবোধদর্শনাৎ তৎপ্রতিসমাধানার্থময়মারম্ভঃ। “জা-  
 লম্” স্থলম্। প্রকাশবদনজবজ্যোতিয়দ্বায়তনবদিতি। ‘পাদা-ব্রহ্মণশ্চয়-  
 ত্বাং পাদানাদব্রহ্মণৌ শকাঃ।’ তেহষ্টাবস্ত ব্রহ্মণ ইত্যষ্টশব্দং ব্রহ্ম। বোদ্ধ-  
 ন্নাহতেতি বোদ্ধশব্দম্। তদ্ব্যবস্থা প্রাচীপ্রতীক্ষীক্ষিণোগোদীতীতি চতস্রঃ কলা  
 বরব ইব কলাঃ। স প্রকাশবান্নাম প্রথমঃ পাদঃ। এতদুপাসনায়াং প্রকাশ-  
 ন্ন যুধ্যো ভবতীতি প্রকাশবান্ন নাম পাদঃ। অথাগ্না পৃথিব্যন্তরিকং দ্যো:

ক)। কোন কোন ক্রতির প্রবণমাত্রে প্রতীতি হয়, সে সকল ক্রতি বেন  
 ক্ষতির তর (জীব) আছে বলিতেছে। তৎপরিশোধনার্থ বা সে সকল  
 ক্রতির তাৎপৰ্য্য নিরূপণার্থে এতৎ স্বত্বের অবতারণা। উল্লিখিত সংশয়ের পর  
 রূপক্ষে এইরূপ পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এরূপ তথ্যান্তর আছে।  
 ইহাৎ ব্রহ্মভিন্ন স্বীয় পদার্থ আছে। [ কৃতঃ... দেশাচ্ ] কেন-না, ক্রতিতে  
 ত্বয় ব্যাপদেশ, উদ্ভাসনের ব্যাপদেশ, সমস্তের ব্যাপদেশ ও ভেদের ব্যাপ-  
 শ (উদ্ভেদ) দেখা যায়। [ সেতু... সম্যতে ] সেতুর ব্যাপদেশ দেখা—  
 য়নি আত্মা, তিনিই লোকসম্ব্যাস বিধায়ক সেতু। এই ক্রতি আত্ম-  
 স্ব ব্রহ্মকে বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে সেতু বলিয়া কীর্তন করিয়া-  
 ন। লোক সকল জলপ্রবাহবিচ্ছেদকারক যুতিকারচিত অথবা কাষ্ঠাদি-



সেতুং তীর্থাহ্নান্নান্নমসেতুং প্রায়োতিতি গম্যতে । উন্মাদ  
ব্যাপদেশশ্চ ভবতি 'তদ্ব্যেতৎ ব্রহ্ম চতুশ্চাপদকং যোড়  
কলং' ইতি । যচ্চ লোকে উন্মিতমৈতাদিদিগমিতি পরিচি  
কার্যাপণাদি ততোহুদ্বয়বৃত্তান্তি প্রসিদ্ধং তথা ব্রহ্মণোহুপায়  
নাং ততোহুদ্বয় বস্তুনা ভবিতব্যমিতি গম্যতে । তথা সন্ধ্যা  
ব্যাপদেশো ভবতি 'সভা সোম্য তদা সম্প্রায়ো ভবতি' পার্শ্ব

সমুদ্র ইতি চতুস্তমঃ কলা এবং দ্বিতীয়ঃ পাদোহ্ননস্তবায়াম্ সোহ্নয়মনস্তবয়েন ও  
নোপাত্তমানোহ্ননস্তবায়াম্ সোহ্নয়মনস্তবায়াম্ পাদঃ । অধাঃ সন্ধ্যা  
বিদ্যাদিতি চতুস্তমঃ কলাঃ স জ্যোতিষায়াম্ পাদদ্ব্যুতীয়স্তবায়াম্ সোহ্নয়মনস্তবায়াম্  
ভবতীতি জ্যোতিষায়াম্ পাদঃ । অথ ত্রাণশ্চক্ৰঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতুস্তমঃ ক

রচিত স্বনামপ্রসিদ্ধ পদার্থকে সেতু বৈলে । প্রদর্শিতস্থলে শ্রুতি আশ্রয়ে ।  
বল্লীর স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লৌকিক সেতুর সদৃশ আশ্রয়ে সেতু  
তদতিরিক্ত পদার্থান্তর বিদ্যমান আছে । শ্রুতিতে "সেতুং তীর্থা—  
উত্তীর্ণ হইয়া" এরূপ প্রয়োগও আছে । লোক সকল বজ্রপ লোঁ  
সেতু অতিক্রম করিয়া ( পার হইয়া ) জাঙ্গল ( স্থল ) প্রাপ্ত হয়, তা  
সাধকও আশ্রয়ে উত্তরণ করিয়া অনান্যপদার্থ প্রাপ্ত হয় । [ উন্মাদ  
গম্যতে ] ব্রহ্মবিজ্ঞানোপদেশে উন্মাদনের ব্যাপদেশও দেখা যায় । ( উন্মাদ  
পরিমিত প্রমাণ ) । যথা— "সেই এই ব্রহ্ম চতুশ্চাপদ, অষ্টশক ও যে  
কলাশ্রুক । " \* লোক মধ্যে যে-কিছু বস্তু উন্মিত অর্থাৎ এত বড় বা  
সংখ্যক, ইত্যাদি প্রকারে পরিগণিত বা পরিমিত ( পরিচ্ছিন্ন ) বলিয়া ব্য  
হয়, সে সকল ছাড়া যে অল্প বস্তু আছে, তাহা সেই নির্দিষ্ট পরি  
কথনের দ্বারা প্রতীত হয় । তদৃষ্টান্তে ব্রহ্মও নির্দিষ্ট পরিমাণের  
থাকার ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব লক্ষ্য হইতে পারে । [ তথা...গম্য

\* চারিটি দিক্ চারিটি কলা ( অংশ ) । ইহা ব্রহ্মের প্রকাশবান্ পাদ । পৃথিবী, অগ্নি  
নিম্ন ( স্বর্গলোক ) ও সমুদ্র, এই কলাচতুষ্টয় তাহার অন্তর্ভাবান্ নামক পাদ । জলি, স্বর্বা,  
বিদ্যাৎ, এই চারিটি কলা এবং ইহা তাহার জ্যোতিষায়াম্ নামক পাদ । চক্ৰঃ, জ্যোতি,  
ত্রাণঃ, ইহা অপর কলাচতুষ্টয়—এই কলাচতুষ্টয় তাহার আকরভাবান্ নামক পাদ । ব্রহ্ম ও  
চতুশ্চাপদ চারি পাদের অর্ধেক অর্ধেক ৮ আটটি শব্দ অর্থাৎ ব্রহ্মঃ, কোম পদার্থকে  
হইয়াছে তাহা উপনিষদ দেখিলে প্রতীত হইবে । ভাস্করী দেখুন, উপনিষদভাষ্যকার  
পাইবেন । প্রাচ্যাদি ও পৃথিব্যাদি দুই দুই পদার্থে এক একটী দিক্ । এরূপ দিক  
উপাসনার প্রয়োজনীয় । প্রত্যেক পাঠে ৪টি কলা, তদনুসারে চতুশ্চাপদে ১৬ কলা ।

আত্মা প্রাজ্ঞানাত্মনামপরিবৃত্তঃ’ ইতি চ । অমিতানাঞ্চ মিতেন  
সম্বন্ধোদকৌ যথা নরানাং নগরেণ । জীবানাঞ্চ ব্রহ্মণা সম্বন্ধঃ  
ব্যপদিশতি সৰ্ব্বত্র । অতস্ততঃ পরমজ্ঞদমিতমন্তীতি গম্যতে ।  
ভেদব্যাপদেশশ্চৈতনমর্থং গময়তি । তথাহি ‘অথ য এবোহস্ত-  
রাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে’ ইত্যাদিত্যাধারমীশ্বরং  
ব্যপদিশ্য ভূতাত্ত্বভেদেনোহক্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশতি ‘অথ য  
এবোহস্তরক্ষিমি পুরুষো দৃশ্যতে’ ইতি । অতিদেশক্যাত্মানামনা  
রূপাদিবু ক্রোতি ‘তস্মৈ তস্য যজ্ঞপং তদেব রূপং যদমুস্যরূপং  
যাবমুধ্য গেক্ষৌ তৌ গেক্ষৌ যন্নাম তন্নাম’ ইতি । সাবধিক-  
ক্ষেত্ৰত্বমুভয়োর্ব্যপদিশতি ‘যে চামুত্মাৎ পরাক্ষৌ লোকান্তে-  
যাঞ্চেদে দেবকামানাঞ্চ’ ইত্যেকম্ । ‘যে চৈতন্যাদর্বাঞ্চে

শব্দার্থঃ পাদ আয়তনবান্নাম । এতে ভ্রাপাদয়োহি গন্ধাদিবিষয়া মন আয়তন-  
মাশ্রিত্য ভোগসাধনং ভবন্তীত্যায়তনবান্নাম পাদঃ । তদেব চতুপাদব্রহ্ম-  
শব্দঃ বোদ্ধশকলমুদ্রাযিতং শ্রুত্যা । অতস্ততোব্রহ্মণঃ পরমজ্ঞদন্তি । ভ্রাদেতৎ ।  
অস্তি চেৎ পরিসংখ্যায়োচ্যতামেতাবদিত্যত আহ—“অমিতমন্তীতি” প্রমাণ-

এতত্ত্বিন্ন, সম্বন্ধের উল্লেখও আছে । যথা—“হে সৌম্য ! খেতকেতো ! সেই  
সময়ে জীব সংস্পন্ন হয় ।” (সং-ব্রহ্ম, সম্পত্তি-উদ্ভাবপ্রাপ্তি) “তখন  
এই শরীর আত্মা অর্থাৎ জীব প্রাজ্ঞে অর্থাৎ ব্রহ্মে পরিবৃত্ত হয় । সেই  
কারণে সে বাহ্যিক ও আন্তরিক জ্ঞেয় জানে না ।” যেমন নরের সহিত  
নগরের সম্বন্ধ, তেমনি, এই সকল ঐতিহ্যে অপরিমিতের সহিত পরি-  
মিতের (ব্রহ্ম অপরিমিত, জীব পরিমিত) সম্বন্ধ-বিশেষ হওয়া বর্ণিত  
হইরাছে । ঐতি যখন সৃষ্টিকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হওয়া  
বর্ণন করিয়াছেন, তখন কেননা বুঝিব যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এমন এক  
পদার্থ (জীব) আছে ? [ভেদ...ঐতিপদ্যতে.] ঐতিহ্যে যে ভেদব্যাপ-  
দেশ আছে, তাহাও ঐ অর্থের বোধক । ভেদব্যাপদেশ বধা—“আদিত্যের  
অন্তরে ঐ হে হিরণ্ময়-পুরুষ দেখা যায়—” এইরূপে ঐতি আদিত্যাধার  
মীশ্বরের উল্লেখ করিয়া মেজাধার মীশ্বকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন  
করিয়াছেন । বধা—“এই যে চক্ষুর অন্তরে পুরুষ—” ইত্যাদি । তাহার পরে  
ঐতি আদিত্যাধার পুরুষের রূপাদি মেজাধার পুরুষে অতিদেশ করিয়াছেন ।

লোকান্তেধাক্ষেপে । মনুষ্যকামিনীক । ইত্যুক্তম্ । যথো  
মাগধস্ত রাজ্যমিদং বৈদেহভূমি । এবমেতৎ সোমসিদ্ধ  
দেশেত্যো ব্রহ্মণঃ পরমহীতোবাং যাতুং প্রতিশব্দতে ॥৩১॥

সামান্যাত্ম ॥ ৩২ ॥

তুশ্চৈবৈন প্রদর্শিতাং প্রাপ্তিং বিক্রমি । ন ব্রহ্মণোহিহ  
কিঞ্চিদ্বিভূমহিতি প্রমাণভাবাৎ । ন হ্যাত্মাভিহে ক্রিকি

সিদ্ধঃ ন যেভাবসিদ্ধার্থঃ । ভেদব্যাপদেশচ্চ ত্রিঃপ্রকারঃ । আধারতচ্চাতিচে  
তচ্চাবধিতচ্চ ।

জগতন্তুস্বাদানানক বিধারকত্বক সেতুসামান্তম্ । যথা হি তন্তুঃ প  
বিধারয়তি তন্তুপীঠানস্বাদেব ব্রহ্মাপি জগদ্বিধারয়তি তন্তুসপারকবাং

যথা—“এই চাক্ষুঃ-পুরুষের সেইরূপ রূপ । আদিত্য-পুরুষের যে রূপ, অগ্নি  
পুরুষেরও সেই রূপ । আদিত্য-পুরুষের যে গেষু, অগ্নি-পুরুষেরও সেই গেষু  
আদিত্য পুরুষের যে নাম, অগ্নিপুরুষেরও সেই নাম ।” ইত্যাদি । অর্থাৎ  
আদিত্যাদি ঈশ্বর এবং নেত্রাদি ঈশ্বর সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বলিয়াছে  
অসীম ঈশ্বরের কথা বলেন নাই । যথা—“সেই লোকের উপর যে দে  
ভোগ্য লোক, এই আদিত্যপুরুষ সেই দেবভোগ্য লোকের নিরুত্তর ।” “যা  
হইতে মনুষ্যভোগ্য নিম্ন লোক, এই অগ্নিপুরুষ তাহার নিরুত্তর ।  
লোকে যেমন লৌকিক ঈশ্বরের (রাজার) সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বর্ণন করে  
যেমন বলে, এই রাজ্য মগধরাজ্যের এবং এই রাজ্য বিদেহরাজ্যের, ইত্যাদি  
তেমনি ঐশ্বর্য ও একের অসীমতা ও অপরের সসীমতা উপদেশ করিয়াছেন  
অতএব, ঐশ্বর্য যখন সেতু প্রভৃতি নির্দর্শনের দ্বারা তৎ বর্ণন করি  
ছেন তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মত্ব, সত্ত্ব তত্ত্ব ও জ্ঞান  
এইরূপ পূর্ণপক্ষ প্রাপ্তিতে পুষ্টি হয়—(ঐ সেতুটি ব্যাপদেশ সামান্য  
অর্থাৎ গোপ ; সুস্থ নহে ।)

প্রাক্ত পূর্ণপক্ষ—যাহা দেখান বা বলা হইল—তাহা তুশ্চৈবৈন দ্বারা  
বিস্তারিত করা যাইতেছে । বিশদার্থ এই যে, প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ, কি

\* সেতুসামান্ত্যং সেতুব্যাপদেশ ইতি বোদ্ধব্য । জনতন্তুস্বাদানানক বিধারকত্বক সে  
সামান্যত্ব—ঐশ্বর্যে সেতুব্যাপদেশ অর্থাৎ আধার যে সেতুস্বয়ং প্রমাণ—তাহা কো

প্রমাণদ্বয়শক্তিরূপে সর্বত্র বিদ্যমানতা বস্তুতঃ সত্য।  
 প্রমাণোক্ত্যনুসারে।  
 চ প্রমাণবিরুদ্ধতা।  
 আসীদে কমেবাবিভক্তি।  
 সর্ববিজ্ঞানপ্রতিপাদনা।  
 চ প্রমাণবিরুদ্ধতা।  
 বস্তুতঃ সত্য।  
 কল্পতে।  
 নহু।  
 সূচয়ন্তীত্যুক্ত।  
 বাহ্য।  
 পুনস্ততঃ পরমস্তু।  
 কল্পত ইতি পরং কিমপি কল্পেত।  
 চৈতন্যমায়াম।  
 হঠে

তত্ত্বাবধানীক বিধারকঃ ব্রহ্ম। ইতরথাহতিচাপলমূলবলবৎকমলোম্মালাকজি-  
লোকলনিধিরিলাপরিমণ্ডলমবগিমেৎ। বড়বানলোবা বিক্ষজিতজালাকটিলো-

একাতিরিক্ত নহে। আমরা একাতির পদার্থের অস্তিত্বে প্রমাণ থাকে দেখিতে  
 পাই না। এক হইতেই সমুদায় অম্লবান্ পদার্থের অম্লদি হয়, এবং  
 বাহা-বাহা ক্রমে তাহা তাহাই কারণের অনতিরিক্ত (ঘট যেমন মৃত্তিকার  
 অনতিরিক্ত); ইহা অব্যবহিত। [নচ...কয়তে] একাতিরিক্ত অল্প  
 অর্থাৎ নিত্যকন্ত অসম্ভব। "সৃষ্টির পূর্বে এক অকিঞ্চীত ১৭-ই ছিল"  
 এই অবধারণ ও একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞার দ্বারা  
 একাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ পৃথক্ সভা বিদ্যুতি হয় [নহ...কয়না]  
 বলিতে পার, সেতুব্যপদেশ প্রভৃতি একাতিরিক্ত ভবের সৃষ্টক, যেরূপে  
 সৃষ্টক, অত্বাপক, তাহা কলি হইয়াছে, তদ্বত্তরে বলিতেছি, তাহা নহে।  
 অর্থাৎ ঐ সকল ব্যপদেশ একাতিরিক্ত বস্তুর পারমাণবিক অস্তিত্বের অল্প-  
 নাপক নহে। সেতুব্যপদেশ (সেতুরূপক এক কথন) একাবিকৃত্ত বস্তুর  
 অস্তিত্ব প্রকির্মাণের করিতে পারেন না। "একি বলিয়াছেন, আদ্য সেতুবরণ,  
 তাহার পর অর্থাৎ একাতিরিক্ত বস্তু নাই।" এই প্রত্যয়ের তাহার শেখক  
 প্রমাণ। পর অর্থাৎ বস্তুত্বকে থাকিবেন সেতুব করিয়া হয় না। ভদ্র-

সকল সেতুবিদ্যার অনবদ্য ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হইবে। সারার্থ এই যে, তিনি সেতু করেন,  
কিন্তু সেতুর মত বর্ষাবিধিয়ারক (সীমান্তস্থাপক)।



বুদ্ধার্থ উপাসনার ইতি বাবৎ ।

যদ্যুত্তমমুদ্রামব্যাপদেশাদন্তি পরামিত্তি তত্রাতিবায়তে ।  
উদ্যানব্যাপদেশোহপি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রতিপত্ত্যর্থঃ । কিম-  
র্থন্তুহি । বুদ্ধার্থ উপাসনার ইতি বাবৎ । চতুঃপাদকল্প-  
বোদ্ধককল্পমিত্যেবং রূপা বুদ্ধিঃ কথং নু নাম ব্রহ্মণি স্থিরা  
স্থাদিতি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উদ্যানকল্পনৈব ক্রিয়তে । ম  
হাবিকারেহনন্তে ব্রহ্মণি সর্বৈঃ পুন্ডিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপ-  
য়িতুং মন্দমধ্যোত্তিমবুদ্ধিহাব পুংসামিতি । পাদবৎ । যথা মন-  
আকাশয়োঃরথাত্মমধিদৈবতঞ্চ ব্রহ্মপ্রতীকয়োঃরান্নাতয়োঃচ-  
হ্যারো বাগাদয়ো মনঃসম্বন্ধিনঃ পাদাঃ কল্পান্তে, চত্বারশচা-

মনসোব্রহ্মপ্রতীকস্ত সমারোপিতব্রহ্মভাবস্ত বাগ্ভ্রাণশ্চকুঃ শ্রোত্রমিতি  
চহ্যারঃ পাদাঃ । মনোহি বক্তব্যভ্রাতব্যভ্রতব্যপ্রোতব্যান্ গোচরান্ বাগাদিতিঃ  
সঙ্করতীতি সঙ্করণসাধারণতয়া মনসঃ পাদান্তদিদমধ্যাত্মম্ । আকাশস্ত ব্রহ্ম-  
প্রতীকস্তাধির্বাযুরাদিত্যেদিশ ইতি চহ্যারঃ পাদাঃ । তে হি ব্যাপিনো নভস  
উদর ইব গোঃ পাদা বিলম্বা উপলক্যন্ত ইতি পাদাঃ । তদিদমধিদৈবতম্ ।

বলিরাছিলে, প্রতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের কখন থাকায় পৃথক্ পর-  
মাণ্ডা থাকা প্রতীত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে ।  
সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের কখন ব্রহ্মভিন্নের প্রতিপাদক নহে । তাহার  
কখন জ্ঞানের অর্থাৎ উপাসনার জন্ত ; সুতরাং তাহা উপাসনারই প্রতি-  
পাদক । [চতুঃমিতি] যদি বল, ব্রহ্ম চতুঃপাদ, অষ্টশক ও বোবড়কল্প, †  
ব্রহ্মে এতরূপ জ্ঞান কিরূপে স্থির থাকিবে ? সত্য হইবে ? ব্রহ্ম অনন্ত ;  
তাঁহাতে এরূপ পরিমাণ কি বাস্তব হয় ? ইহার প্রত্যুত্তর—ব্রহ্মে পরি-  
মাণ করনা বিকারবর্জিত অর্থাৎ ব্রহ্মজাত পদার্থ ঘটিত । নচেৎ কোনও  
পূর্ব নির্ধিকার অসীম ব্রহ্মে এরূপ পরিমিত জ্ঞান স্থাপন করিতে  
সমর্থ নহেন । [পাদবৎ...দিত্যর্থঃ] ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতীক মন ও আকাশ

\* বুদ্ধার্থ উপাসনার ইতি বাবৎ । বলা দৌকিত্ব কাবিশশাদো পাদবিভাগো  
বৃত্তে, অর্থমিহাশি ।—পরিমাণপদেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে । তাহা কেবল উপাসনার্থ অথবা  
স্থপনোপায়ী আদির ।

† ইহা একরূপ উপাসনার বিবরণ । ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । পরেও বলা হইবেক ।  
আর্য্যক ভ্রতিতে ইহার বিশদ উপদেশ আছে ।

যাদবর আকাশকবিতিসমাপ্তিঃ ॥ ৩৩ ॥  
 যথা কার্যার্থঃ শাস্তিঃ। যতঃ। যতঃ। যতঃ।  
 ন-হি-সকলেনৈব-কার্যার্থঃ। যতঃ। যতঃ। যতঃ।  
 শতঃ। যতঃ। যতঃ। যতঃ। যতঃ। যতঃ।

স্বামিবেশ্যৎ প্রকাশাদিবহু ॥ ৩৪ ॥

ইহ নৃত্তে দ্বয়োৰপি ব্যপদেশয়োঃ পৰিহারোহভিধীয়তে ।

তদ্ব্যন্থঃ পাদবহিঃ। বৈদিকঃ মিত্রবানঃ ব্যাখ্যায় শ্রেণিকণ্ঠেন নিগদন-  
মিত্যাহ—“অথ বা পাদবহিতি”। “তথ” ইতি। ইয়াপি মনুবদ্ব্যন্থাভাষ্যান-  
বাবহায়াবৈত্যাঃ।

বুদ্ধাঙ্গপাণ্ডিতানবিশেষযোগাহুতস্ত জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃশিববিজ্ঞানতোপা.

(আধ্যাত্মিক প্রতীক মন, অধিদেব প্রতীক আকাশ। প্রতীক-আল-  
হন)। যেমন ধ্যানের নিমিত্ত জড়জরের পাদ কল্পনা করা হয়, (বাক্য,  
জ্ঞান, চক্ষু, শ্রোত্র, এই চারিটি মনের এবং স্মৃতি, বাহু, আদিত্য, দিক,  
এই চারিটি আকাশের পাদ), সেইরূপ, ধ্যানার্থ ব্রহ্মেরও পাদ, শব্দ ও কলা  
প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে। অথবা যেমন লৌকিক ব্যবহারে কার্ষাপণ  
প্রভৃতির পাদ কল্পনা দৃষ্ট হয়, তেমনি, (উত্তমায়মমধ্যম উপাসকের)  
ধ্যানসৌকর্য্যার্থ অপরিমিত ব্রহ্মে ঐরূপ পরিমাণ-বিশেষ কল্পিত হইয়া  
থাকে। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ নিশ্চিত না থাকায় সকল ব্যক্তি সকল  
সময়ে কার্ষাপণ নইয়া ক্রয়বিক্রয় সমাধা করিতে পারে না, সেই কারণে,  
কার্ষাপণের পাদ কল্পনা (পাদ-৪ চারি ভাগের এক ভাগ) হইয়াছে;  
সেইরূপ, সকল উপাসক ব্রহ্মের পূর্ণতা ধারণ ও মনন করিতে পারে না  
বলিয়াই তাহাদের জন্ম ঐ সকল কল্পনা প্রদীপ্ত হইয়াছে।

এই সূত্রে অল্প দুইটা ব্যাপদেশের পরিহার দেখান হইয়াছে। (সম্ব-  
ব্যাপদেশের ও ভেদব্যাপদেশের)। বলিয়াছিলাম যে, শাস্ত্রে সম্বন্ধের ও ভেদের

[illegible]

যদপ্যুক্তং সম্বন্ধব্যপদেশোভেদব্যপদেশোচ্চ পরমতঃ সাদৃশ্যমিতি ।  
তদপ্যসৎ । যত একস্তাহপি স্থানবিশেষাপেক্ষয়া এতৌ  
ব্যপদেশাব্যপদ্যেতে । সম্বন্ধব্যপদেশে তাবদয়মর্থঃ—বুদ্ধ্যা-  
দ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্ত্য বিশেষবিজ্ঞানস্তোপাধ্যুপ-  
পন্নম্ য উপশমঃ স পরমাত্মনা সম্বন্ধ ইত্যুপাধ্যাপেক্ষয়োপচ-  
র্যতে ন পরিমিতত্বাপেক্ষয়া । তথা ভেদব্যপদেশোহপি ব্রহ্মণ  
উপাধিভেদাপেক্ষ্যৈবোপচর্যতে ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া ।  
প্রকাশাদিবদিত্যুপমোপাদানম্ । যথৈকস্ত্য প্রকাশস্ত্য সৌর্য্যস্ত্য  
গান্ধর্য্যস্ত্য বোপাধিযোগাদুপজাতবিশেষস্তোপাধ্যুপশমাৎ  
সম্বন্ধব্যপদেশো ভবত্যাধিভেদোচ্চ ভেদব্যপদেশঃ । যথা

---

‘উপশমেহিতিভবে স্বপ্তাবস্থানমিতি । তথা ভেদব্যপদেশোহপি দ্বিবিধো  
ব্রহ্মণ উপাধিভেদাপেক্ষ্যেতি । যথা সৌর্য্যালোকনিবেশিতঃ সবিভূতাসৌ  
গান্ধর্য্যালোকনিবেশিতঃ ভাসন্তে তদ্বিগমে তু গভস্তিমগুনেনৈকীভবন্ত্যত-

---

ব্রহ্মণ আছে, সুতরাং জীবভিন্ন পরমাত্মা আছে, সে কথা অসৎ ।  
কননা, এক বস্তুর স্থান-বিশেষ অনুসারে ঐরূপ (ভেদ ও সম্বন্ধ) ব্যপদেশ  
ইতে দেখা যায় । [সম্বন্ধ...পেক্ষয়া] সম্বন্ধ প্রদর্শন বাক্যের অর্থ এই যে,  
বুদ্ধাদি উপাধির যোগেই বিশেষ বিজ্ঞান ( ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ) জন্মে, সুতরাং  
সকল উপাধির অভাবে একাদৈতই অবশিষ্ট হয় । ইহাতে বুঝিতে  
ইবে যে, একই পরমাত্মা বুদ্ধাদিস্থানসম্পর্কে জীবাদি নানাভাব প্রাপ্ত  
হয়, সুতরাং তাঁহার সহিত বুদ্ধাদির যে সম্বন্ধ, তাহা ঔপচারিক ।  
অর্থাৎ উপচারক্রমেই তজ্জপ সম্বন্ধের ব্যপদেশ । অপিচ, সে ব্যপদেশ  
বুদ্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অধীন । কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি  
মন প্রভৃতি পরিমিত পদার্থ ও নানা, তৎসম্পর্কে ব্রহ্মও তজ্জপপ্রায় ।  
তথা...সুতরাং] ভেদব্যপদেশও উপাধিভেদ অনুসারী সুতরাং ঔপচারিক ।  
নতঃ তিনি উপাধিভেদে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক ।  
মন একই সৌর্যালোক অথবা চন্দ্রালোক অঙ্গুল্যাগ্নি উপাধির দ্বারা  
শেষভাব ( ভিন্ন ভিন্ন আকার ) প্রাপ্ত হয়, আবার উপাধি বিগমে তাহা  
বিশেষ অর্থাৎ একরূপ হয়, সেস্থলে যেমন সে সকলের সে সম্বন্ধ ও



বা সূচ্যাকাশাদিবৃপাধ্যাপেক্ষ্যৈবৈতৌ ভেদব্যপদেশৌ ভব-  
স্তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥

### উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥\*

উপপদ্যতে চাত্রেদৃশ্ এষ সম্বন্ধো নাত্যাদৃশঃ। য-  
স্মপীতো ভবতি, ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধমেনমামনন্তি। স্বরূপ  
চানপায়িত্বাৎ ন নরনগরত্বায়েন সম্বন্ধো ঘটতে। উপাধিকৃ-  
স্বরূপতিরোভাবাতু ‘স্মপীতো ভবতি’ ইতু্যপপদ্যতে। ত-  
ভেদোহপি নাত্যাদৃশঃ সম্ভবতি বহুতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈকেশ্বর  
বিরোধাৎ। তথা চ শ্রুতিরেকশ্রুত্যাপ্যাকাশস্ত স্থানকৃ-

ন্তেন সম্বন্ধ্যস্ত ইব এবমিহাপীতি। শ্রাদেতৎ। একীভাবঃ কস্মাদিহ সম-  
কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তে ন মুখ্য এবৈত্যেতৎ সত্রেণ পরিহরতি।

স্মপীত ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধং ক্রতে। স্বভাবশ্চেদনেন সম্বন্ধেঘেন স-  
ন্ততঃ স্বাভাবিকস্তাদাত্মান্নাতির্যচ্যত ইতি তর্কপাদ উপপাদিতমিত্যর্থঃ। ত-  
ভেদোহপি ত্রিবিধো নাত্যাদৃশঃ স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ।

সে ভিন্নতা সেই সেই উপাধির যোগে পরিকল্পিত, তেমনি, আত্মবিষয়  
সম্বন্ধ ও ভেদও উপাধিযোগে পরিকল্পিত।

ব্রহ্মবিষয়ে ঐরূপ (ভেদনিবৃত্তিরূপ) সম্বন্ধই উপপন্ন হয়, অত্ৰ কে-  
রূপ মুখ্য (সংযোগাদি) সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। “স্বষ্টিশ্রুত্যা আপনাত-  
লয়প্রাপ্ত হন” এই শ্রুতি স্বরূপ সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। স্বরূপ অ-  
শ্বর। অতএব, নরের সহিত নগরের যেরূপ সম্বন্ধ, সেরূপ সম্বন্ধ জী-  
ব পরমাত্মায় ঘটনা হয় না। উপাধির দ্বারা স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকায় “আ-  
নাতো অপ্যয় অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন” এ কথা সহজেই উপপন্ন হইতে পারে  
[তথা...ইতি চ] ভেদও উপাধিকৃত, স্বরূপতঃ নহে। কেননা, তা-  
একেশ্বরবাদিনী বহু শ্রুতির বিরুদ্ধ। শ্রুতি একই আকাশের স্থানকৃ-

\* উপপত্তেরপি ভেদনিবৃত্তিরূপঃ সম্বন্ধো জ্ঞেয়ো ন তু মুখ্যঃ সংযোগাদিঃ। বস্তুত্বমাত্ম-  
ভেদোহপি ন স্ত একত্বশ্রুতেরিত্যি নিরূপ্যঃ।—সম্বন্ধকথন ও ভেদবর্ণন মুখ্য নহে, কিন্তু যে-  
কেননা, গোণ পক্ষই উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিগত। বস্তুত্বমাত্ম মুখ্য সংযোগাদিসম্বন্ধ-  
মুখ্যভেদ উপপন্ন হয় না।

ভেদব্যপদেশমুপপাদয়তি ‘যোহয়ং বহির্দ্বী পুরুষাদাকাশো  
যোহয়মন্তঃ পুরুষ আকাশঃ’ ‘যোহয়মন্তঃ হৃদয় আকাশঃ’ ইতি  
চ ॥ ৩৫ ॥

### তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬ ॥\*

এবং সেত্বাদিব্যপদেশান্ পরপক্ষহেতুস্মাত্য সম্প্রতি  
স্বপক্ষং হেতুস্তুরেণোপসংহরতি। তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ অপি  
ন ব্রহ্মণঃ পরং বস্তুস্তুরমন্তীতি গম্যতে। তথা হি ‘স এবাধ-  
স্তাদহমেবাধস্তাদান্নৈবাধস্তাৎ, সর্বং তং পরাদাদ্যোহন্ত-  
ত্বান্ননঃ সর্বং বেদ। ব্রহ্মেবেদং সর্বমাত্মৈবেদং সর্বম্। নেহ

সুগমেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্।

স্বরূপেণ ব্রহ্মণা জীবন্ত সম্বন্ধো ভেদনিবৃত্তিরূপো যজ্যতে ন মুখ্যঃ সংযোগ-

ভেদ উপপাদন করিয়াছেন। যথা—“এই যে পুরুষের বহির্দ্বী আকাশ,  
এই যে পুরুষের অন্তর্দ্বী আকাশ, এই যে হৃদয়ান্তর্গত আকাশ” ইত্যাদি।  
ঐ দৃষ্টান্তেই এক পরমাত্মার উপাধিকৃত ভেদ (নানাভাব) উপপন্ন হয়।

পরকীয় মত উত্থানের কারণীভূত প্রতিস্থ সেত্বাদি ব্যপদেশের যুক্তিযুক্ত  
সমাধান সমাধা করিয়া সূত্রকার হেতুস্তুর আহরণপূর্বক স্বমতের উপ-  
সংহার করিতেছেন। ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ থাকাতোও ব্রহ্ম-  
ভেদবিশিষ্ট বস্তু নাই বলিয়া প্রতীত হয়। যথা—“তিনিই নিম্নে, আমিও  
নিম্নে, আত্মাই নিম্নে, সমস্তই নিম্নে। ব্রহ্ম তাহার দূরে যান—যে এ  
মুদায়কে আত্মাতিরিক্ত বলিয়া জানে। “এ সমস্তই ব্রহ্ম।” “এ সমস্তই  
আত্মা।” “এই ব্রহ্মে নানাভাব নাই।” “এমন কিছুই নাই—যাহা তাঁহা  
ইতে পর।” “সেই এই ব্রহ্ম অনাদি (অকারণ), অনপর, অনন্তর ও  
বাহ্য অর্থাৎ তাঁহার পর নাই, বিচ্ছেদ নাই এবং বাহিরেও কিছু  
নাই।” ইত্যাদি। এই সকল বাক্য ব্রহ্মপ্রকরণে পণ্ডিত; সূতরাং অন্য  
কানরূপ অর্থে যোজনা করিবার অযোগ্য। যদি ঐ সকল বাক্যের

\* অন্যপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মভিন্নস্ত বস্তুস্তুর প্রতিষেধাৎ পরমার্থসম্বন্ধনিবারণাৎ।—পরপক্ষীয়  
স্তুর উপাপক সেত্বাদিপ্রয়োগের পরপক্ষীয় ব্যাখ্যার দোষ দেখান হইয়াছে। এতদ্বিত্ত,  
তিতে বস্তুস্তুরের অস্তিত্ব নিষেধও আছে। বস্তুস্তুরের প্রতিষেধ থাকাতোও ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের  
অস্তিত্ব জানা যায়।

নানাস্তি কিঞ্চন । যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ । তদেত  
ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনস্তুরমবাহুঃ’ ইত্যেবমাদিবাক্যানি স্বপ্র-  
রণস্থান্যন্যার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্ত  
বারয়ন্তি । সর্বাস্তুরশ্রুতেশ্চ ন পরমাত্মনোহস্তরোহন্য আত-  
হস্তীত্যবগম্যতে ॥ ৩৬ ॥

অনেন সর্বগতত্বমায়ামশকাদিভ্যঃ ॥ ৩৭ ॥\*

অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেনাহন্যপ্রতিষেধসমা-  
য়ণেন চ সর্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি । অন্যথা হি  
সিধ্যৎ । সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেষু সীক্রিয়মাণেষু পা-  
চ্ছেদ আত্মনঃ প্রসজ্যেত, সেত্বাদীনামেবমাত্মকত্বাৎ । তথা  
গাদিঃ । বস্তুদ্বয়সংঘাৎ । তথা ভেদোহপি ন স্বত একত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ । ই-  
রত্বপ্রভা ।

ব্রহ্মাঐত্বসিদ্ধাবপি ন সর্বগতত্বং সর্বব্যাপিতা সর্বত্র ব্রহ্মণা স্বরূপেণ র-  
বৎ সিধ্যতীত্যত আহ—“অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন” পরে

অন্যপ্রকার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ কর যে, ঐ সকল বা  
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছে । এতদ্বিত্ব, “তা-  
সকলের অন্তরে—” এই সর্বাস্তুর-শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে  
প্রাণিদেহে পরমাত্মা ব্যতীত আত্মাস্তুর নাই । অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে  
মাত্মা ব্যতীত জীব বা অন্ত কিছু নাই ।

সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে পরমত উপাধিত হইয়াছিল, তাহার নি-  
ও বস্তুস্তরের অস্তিত্ব প্রতিষেধ, এই ছএর দ্বারা আত্মার সর্বব্যাপিত  
সিদ্ধ হইয়াছে । কেননা, ঐ সকলের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্বগ-  
সিদ্ধ হয় না । সেত্বাদিব্যপদেশের মুখ্যার্থ স্বীকার করিতে গেলে আত-  
পরিচ্ছেদ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সর্বব্যাপিতা ভঙ্গ হয় । কেননা, সেতুপ্রভৃ-  
তদাত্মক । অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ । [ তথা...গম্যতে ] বস্তুস্তরের নি

\*অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন বস্তুস্তরপ্রতিষেধেন চাত্মনঃ সর্বগতত্বসিদ্ধির্ভবত-  
শেষঃ । আয়াশকাদিভ্যোহপি । আয়াশো ব্যাপ্তিবাদী শব্দঃ । আদিশব্দাৎ নিত্যাদিগ্রাহ্যঃ  
কথিত বিচারের দ্বারা ও ব্যাপ্তিবাদীদের দ্বারা আত্মার সর্বগতত্বও সিদ্ধ হয় ।

প্রতিষেধেৎপ্যসতি বস্তু বস্তুস্তরাঙ্গ্যাবর্তত ইতি পরিচ্ছেদ  
এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত । সৰ্ব্বগতত্বকাস্ত্রায়ামশব্দাদিভ্যোহব-  
গম্যতে । আয়ামশব্দো ব্যাপ্তিবচনঃ শব্দঃ । ‘যাবান্ বাহয়-  
মাকাশস্তাবানেষোহস্তর্হদয় আকাশঃ’ ‘আকাশবৎ সৰ্ব্বগতশ্চ  
নিত্যঃ’ ‘জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানাকাশাৎ’ ‘নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ  
স্বাপূরচলোহয়ম্’ ইত্যেবমাদয়ো হি ঋতিস্মৃতিভাষাঃ সৰ্ব-  
গতত্বমাত্মনোহববোধয়ন্তি ॥ ৩৭ ॥

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৮ ॥\*

তন্ত্ৰৈব ব্রহ্মণো ব্যবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভাগাহব-

নিরাকরণেনাত্মপ্রতিষেধসমাপ্রয়ণেন চ স্বসাধনোপস্থাসেন চ সৰ্ব্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ  
সিদ্ধং ভবতি । অদ্বৈতে সিদ্ধে সর্বোহয়মনির্লচনীয়ঃ প্রপঞ্চাবভাসো ব্রহ্মাধিষ্ঠান  
ইতি সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মসম্বন্ধাদব্রহ্ম সৰ্ব্বগতমিতি সিদ্ধম্ ।

সিদ্ধান্তোপক্রমমিদমধিকরণম্ । জ্ঞাদেতৎ । নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্ত  
ব্রহ্মণঃ কুত ঈশ্বরঃ কুতচ ফলহেতুত্বমপীত্যত আহ—“তন্ত্ৰৈব ব্রহ্মণোব্যব-

না থাকিলেও, অর্থাৎ অদ্বৈত পক্ষ ব্যতীত দ্বৈতপক্ষেও এক বস্তু অত্ম বস্তু  
হইতে ব্যাবর্তিত ( ভিন্নতা প্রাপ্ত ) হয় ; সুতরাং পরমাঙ্গারও পরিচ্ছিন্নতা  
ঘটনা হয় । এ দিকে, আয়ামাদি শব্দ থাকিতে পরমাঙ্গার সর্বব্যাপিতা  
অবগত হওয়া যায় । [ আয়াম...বোধয়ন্তি ] আয়ামশব্দ অর্থাৎ ব্যাপ্তি-  
বাচী শব্দ ( সৰ্ব্বগতত্ববোধক বাক্য ) । যথা—“এই আকাশ বজ্রপ, এই  
হৃদয়ান্তরস্থ আকাশও তজ্রপ” ( হৃদয়ান্তরস্থ আকাশ—আত্মা ) । “ইনি  
আকাশের জ্ঞায় সৰ্ব্বগত ও নিত্য ।” “দিব্ ( আকাশ পর্যায়ক অন্তরিক্ষ )  
অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষা বড় ।” “নিত্য সৰ্ব্বগত, স্থিতিশীল ও অচল  
অর্থাৎ কুটবৎ নির্লক্ষ্যকার ।” ইত্যাদি ইত্যাদি ঋতি, স্মৃতি ও জ্ঞায় ( যুক্তি )  
আজ্ঞার সর্বব্যাপিতা বোধ করায় ।

ব্রহ্মের আর একটি ব্যবহারিক বিভাগ আছে, তাহা ঈশ্বর ও ঈশি-

\* অতঃ অর্থাৎ পূর্বাংশে ফলং জীবানাং কর্ম্মামুদ্রপোভোগো ভবতি । স্বর্গাদিকং বিশিষ্ট-  
বৈশালকর্ম্মাত্তজ্জনাৎকং কর্ম্মফলভাণ্ডং . সেবাক্ষয়বিভূতাপত্তিস্তত্ত্বাৎ ।—ঈশ্বর কর্ম্মফলভাতা,  
ঈব সকল ঈশ্বর হইতেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়, অন্য কিছু হইতে নহে, ইহা উপপত্তিবলে অর্থাৎ  
যুক্তিবলে পাওয়া যায় ।

স্থায়াময়মন্যঃ স্বভাবো বর্ণ্যতে। যদেতদিস্টানিষ্ঠব্যামিশ্র  
লক্ষণং কর্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তুনাং  
কিমেতৎ কর্মণো ভবত্যাহোষ্মিদীশ্বরাদিতি ভবতি বিচারণা  
তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে, ফলমতঃ ঈশ্বরাত্ত্বিতুমর্হতি  
কৃতঃ। উপপত্তেঃ। স হি সর্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহার-  
বিচিত্রান্ বিদধদেদশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্মিণাং কর্ম্মানু-  
রূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে। কর্ম্মণস্ত্বক্ষবিনাশিন  
কালান্তরভাবি ফলং ভবতীত্যনুপপন্নম্। অভাবাৎ ভাবানুৎ

হারিক্যা”মিতি। নান্ন পারমার্থিকং রূপমাত্রিত্যেতচ্চিত্ত্যতে কিন্তু সাধ্য-  
হারিকম্। এতচ্চ ‘তপসা চীয়েতে ব্রহ্মে’তি ব্যাচক্ষাণৈরমাত্রিকপাদিতম্  
ইষ্টং ফলং স্বর্গঃ। যথাহঃ—

‘যন্ন দুঃখেন সন্তিগ্নং ন চ গ্রস্তমনস্তরম্।

অভিলাষোপনীতঞ্চ সুখং স্বর্গপদাস্পদম্’ ॥ ইতি।

অনিষ্টমবীচ্যাদিস্থানভোগ্যম্। ব্যামিশ্রং মনুষ্যভোগ্যম্। তত্র তাবৎ  
প্রতিপাদ্যতে। ফলমতঃ ঈশ্বর্যং কর্ম্মভিরারাধিতাত্ত্বিতুমর্হতি। অথ কর্ম্মণ এ  
ফলং কর্ম্মানু ভবতীত্যত আহ—“কর্ম্মণস্ত্বক্ষবিনাশিনঃ” প্রত্যক্ষবিনাশি-

তব্য নামে প্রসিদ্ধ। এই জগৎ ও জগৎস্থ জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ম  
এবং ইহার নিয়ন্তা ঈশ্বর। এই যে ব্যবহারিক বিভাগ, সম্প্রতি এ বিভাগে  
ব্রহ্মের অল্প একটি স্বভাব বর্ণিত হইবে। সংসারে জীবমাত্রেই ইষ্ট, অনিষ্ট  
ও ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও ব্যামিশ্র কর্ম্মফল ভোগ করে, ইহা সর্ব  
বিদিত। এই সর্ববিদিত সুখাদি ফল কি কেবল কর্ম্মপ্রভাবেই উপস্থি-  
ত হয়? না তাহা ঈশ্বর হইতে সত্ত্বত হয়? কর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা? কি ঈশ্বর  
কর্ম্মফলদাতা? এরূপ বিচারণা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিচারে পাওয়া যায়  
জীব সুখদুঃখাদি ফল ঈশ্বরের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা ফলপ্রাপ্ত  
হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। [স হি...নুৎপত্তেঃ] ঈশ্বর সর্বাধ্যক্ষ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি  
সংহার-যুক্ত বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা, তিনিই সকলের দেশ-কাল-কর্ম্ম  
জ্ঞাত আছেন, সুতরাং কর্ম্মিণের কর্ম্মানুরূপ ফল তাহা হইতেই সম্পন্ন হয়  
ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কর্ম্ম যে ক্ষণবিনাশী তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ)  
সুতরাং অভাবগ্রস্ত কর্ম্ম হইতে কালান্তরভাবী ফল হওয়া যুক্তিবহির্ভূত

পত্তেঃ । শ্রাদেতৎ । কৰ্ম্ম বিনশ্চৎ স্বকাল এব স্বামুরূপং  
ফলং জনয়িত্বা বিনশ্চতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কৰ্ত্তা  
ভোক্ত্যত ইতি, তদপি ন পরিশুধ্যতি । প্রাক্ ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ  
ফলস্থানুপপত্তেঃ । যৎকালং হি যৎসুখং দুঃখং বাস্তুনা  
ভুজ্যতে তস্মৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধম্ । ন হুসম্বন্ধশ্চাস্তুনা  
সুখস্ত দুঃখস্ত বা ফলত্বং প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ । অথোচ্যেত

ইতি । চোদয়তি—“শ্রাদেতৎ কৰ্ম্ম বিনশ্চ”দিতি । উপাত্তমপি ফলং ভোক্তৃ-  
মযোগ্যত্বাৎ কৰ্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধায়া ন ভুজ্যত ইত্যর্থঃ । পরিহরতি—“তদপি  
ন পরিশুধ্যতী”তি । ন হি স্বৰ্গ আত্মানং লভতামিত্যাধিকারিণঃ কাময়ন্তে  
কিন্তু ভোগ্যেহিহ্মাকং ভবন্তি । তেন যাদৃশমেভিঃ কামাতে তাদৃশস্ত ফলত্ব-  
মিতি ভোগ্যত্বমেব সৎ ফলমিতি । ন চ তাদৃশং কৰ্ম্মানন্তরমিতি কথং ফলং  
সদপি স্বরূপেণ । অপি চ স্বৰ্গনরকৌ তীব্রতমে সুখদুঃখে ইতি তদ্বিরয়েণাহু-  
ভবেন ভোগ্যপবনান্নাহবশ্চং ভবিতব্যম্ । তস্মাদহুভবযোগ্যে অনহুভূয়মানে  
শশশব্দবস্ত ইতি নিশ্চীয়েত । চোদয়তি—“অথোচ্যেত মাভূৎ, কৰ্ম্মানন্তরং

কোনও কালে অভাব ভাবপদার্থের জনক নহে । [ শ্রাদেতৎ...লৌকিকাঃ ]  
যদি বল, এমন হইতেও ত পারে যে, কৰ্ম্ম আপন অবস্থানকালের মধ্যে  
অনুরূপ ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, অনন্তর কৰ্ম্মকর্ত্তা তাহা যথাকালে ভোগ  
কবে, এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ নহে । অর্থাৎ ঐ কথা  
নির্দোষ নহে । কেননা, যাবৎ না আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয় তাবৎ  
তাহা ফল বলিয়া গণ্য হয় না । যে সুখ ও যে দুঃখ যে কালে আত্মা ভোগ  
করেন, সেই কালের সেই সুখ ও সেই দুঃখই ফল, ইহা সৰ্ব্ববিদিত । আত্মার  
সহিত অসম্বন্ধ এমন সুখকে অথবা দুঃখকে কেহই ফল বলিয়া স্বীকার করে  
না, করিতে পারেও না । [ অথো...ক্ষয়াৎ ] কেহ কেহ বলেন বটে যে,  
কৰ্ম্মজন্তু অপূৰ্ণ হইতে ফলের জন্ম হয় (কৰ্ম্ম আত্মায় অপূৰ্ণনামক শক্তি  
জন্মায়, পরে সেই শক্তি ফল জন্মায়), কিন্তু তাহাতেও উপপন্ন হয় না ।  
অপূৰ্ণ অচেতন, কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের সমান, চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলে তাহার  
প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব (প্রবৃত্তি=ফলদানে উদ্বুদ্ধ হওয়া) । তাহা ঈশ্বরের  
বিনা অধিষ্ঠানে অসম্ভব) অপিচ, তাদৃশ অপূৰ্ণের অস্তিত্বে প্রমাণও নাই ।  
ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে অর্থাপত্তি প্রমাণ ক্রীণ অর্থাৎ তাহা  
কার্যকর হয় না । (বাগ ক্ষণস্থায়ী, তাহা থাকে না, অথচ শক্তি বলেন, বাগ

মাভুং, কৰ্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ কৰ্ম্মকার্যাদপূৰ্ব্বান্তবেদিতি  
তদপি নোপপদ্যতে। অপূৰ্ব্বস্মাচেতনস্ত কাস্তলোষ্ট্রসমং  
চেতনেনাপ্রবর্তিতস্ত প্রবৃত্তানুপপত্তেঃ। তদন্তিস্তে চ প্রমাণ  
ভাবাৎ। অৰ্থাপত্তিঃ প্রমাণমিতি চেৎ, ন। ঈশ্বরসিদ্ধের্থা  
পত্তিস্কয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

### শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩৯ ॥\*

ন কেবলমুপপত্তেরেবেশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ। কি  
তর্হি। শ্রুতত্বাদীশ্বরমেব ফলহেতুং মন্যামহে। তথা ি  
শ্রুতির্ভবতি ‘স বা এষ মহানজ আত্মানাদো বহুদানঃ  
ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥ ৩৯ ॥

### ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪০ ॥†

ফলোৎপাদঃ কৰ্ম্মকার্যাদপূৰ্ব্বান্তবেদিতি। পরিহরতি। “তদপি নে”তি  
বদদচেতনং তত্ত্বং সৰ্ব্বং চেতন্যুধিষ্ঠিতং প্রবর্তত ইতি প্রত্যক্ষাগমাত্যাম  
ধারিতম্। তত্বাদপূৰ্বেণাপ্যচেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈব প্রবর্তিতব্যং নান্তথৈ  
ত্যাৰ্থঃ। ন চাপূৰ্ব্বং প্রামাণিকমপীত্যাহ—“তদন্তিস্তে চে”তি।

“অন্নাদঃ” অন্নপ্রদঃ। সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূৰ্ব্বপক্ষং গৃহীতি—

স্বর্গজন্মায়। শ্রুতি মিথ্যা বলেন না, সেই বিশ্বাসে মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপ  
হওয়া স্বীকৃত হয়। এই কল্পনামূলক স্বীকার অৰ্থাপত্তিপ্রমাণ নামে খ্যাত।  
কৰ্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর সদাকাল আছেন। জীব তাঁহার দ্বারা কৰ্ম্ম  
ফল লাভ করে, এই কল্পনাই প্রবল, স্মৃতরাং পূৰ্ব্বোক্ত কল্পনা অৰ্থাৎ অৰ্থাপত্তি  
প্রমাণ দুৰ্ব্বল ( দুৰ্ব্বল বলিয়া তাহা প্রবলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। )

ঈশ্বর ফলদাতা, এ তথ্য কেবল যুক্তিকল্পা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঐ তথ্য  
লব্ধ হয়। শ্রুতি—“সেই এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা সমুদায় প্রাণীকে  
অন্নদান করেন, ধনদানও করেন।” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।

\* ন কেবলমুপপত্তেরীশ্বরং ফলহেতুত্বমপি তু শ্রুতত্বাৎ তস্ত ফলহেতুত্বম্। কৰ্ম্মণোহপূৰ্ব্ব  
বা জড়ত্বেনোপকরণমাত্রত্বাৎ স্বতন্ত্রচেতন ঈশ্বর এব ফলদাতেতি তাৎপৰ্য্যম্।—কেবল যুক্তি  
দ্বারা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব নিশ্চয় হয়।

† জৈমিনির্নাম মুনিরতএব শ্রুতেরূপপত্তৈব হেতোর্ধর্ম্মং ফলস্ত দাতারং মন্যতে। পূর্ব  
পক্ষসুত্রমেতৎ।—এ বলে জৈমিনির মত পূৰ্ব্বপক্ষ কোটিতে গৃহীত হইতে পারে। জৈমি  
নিসে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা। কেন-না, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণই ঐ নির্ণয়ের সাধক।

জৈমিনিষ্টাচার্য্যো ধর্ম্মং ফলশ্চ দাতারং মন্যতে । অতএব  
হেতোঃ শ্রুতেরূপপত্তেষ্ট । শ্রুয়তে তাবদয়মর্থঃ ‘স্বর্গকামো

শ্রুতিমাহ—“শ্রুয়তে তাব”দিতি । নহু স্বর্গকামো যজ্ঞেতেত্যাশ্রয়ঃ শ্রুতয়ঃ  
কলং প্রতি ন সাধনতয়া যাগং বিদধতি । তথা হি—যদি যাগাদয় এব ক্রিয়া  
ন তদতিরিক্তা ভাবনা তথাপি ত এব স্বপদেভ্যঃ পূর্বাপরীভূতাঃ সাধ্যস্বত্বা  
নবগম্যন্ত ইতি ন সাধ্যান্তরমপেক্ষন্ত ইতি ন স্বর্গেণ সাধ্যান্তরেণ সম্বন্ধমহিতি ।  
অথাপি তদতিরিক্তা ভাবনাসিদ্ধি তথাপ্যসৌ ভাব্যাপেক্ষাপি স্বপদোপাত্তং  
পূর্বাভগতঞ্চ ভাব্যং ধাত্বর্থমপহায় ন ভিন্নপদোপাত্তং পুরুষবিশেষঞ্চ স্বর্গাদি  
গব্যতয়া স্বীকর্তুমহিতি । ন চৈকস্মিন্ বাক্যে সাধ্যায়সম্বন্ধসম্ভবঃ । বাক্য-  
ভদপ্রসঙ্গাৎ । ন কেবলং শব্দতো বস্তুতশ্চ পুরুষপ্রযুক্তস্ত ভাবনায়াঃ সাক্ষা-  
দর্থ্য এব সাধ্যো ন তু স্বর্গাদিস্তস্ত তদব্যাপ্যত্বাৎ । স্বর্গাদেস্ত নামপদাভি-  
ধয়তরা সিদ্ধরূপস্তাখ্যাতবাচ্যং সাধ্যং ধাত্বর্থং প্রতি ভূতং ভব্যায়োপদিষ্টত  
তি ত্রায়াং সাধনতয়া গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ । তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্—‘দ্রব্যগাণাং  
শ্রমংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ’ ইতি । তথা চ কর্ম্মণোযাগাদেদেধত্বেন  
ক্বেণাসমীহিতত্বাৎ সমীহিতস্ত চ স্বর্গাদেবসাধ্যত্বায় যাগাদয়ঃ পুরুষস্তোপ-  
কৃত্যনুপকারিণাঞ্চৈবাং ন পুরুষ ঈষ্টে ‘অনীশানশ্চ ন তেযু সম্ভবত্যাধিকারী’-  
যাদিকারিতাবপ্রতিপাদিতানর্থক্যপরিহারায় কৃত্বশ্চৈবান্নায়স্ত নির্মষ্টনিখিল-  
ংখ্যনুসন্ধিতাস্থময়ব্রহ্মজ্ঞানপরত্বং ভেদপ্রপঞ্চবিলয়নদ্বারেন । তথা হি—  
ঈত্রেবান্নয়ে কচিং কত্বচিত্তেদস্ত প্রবিলয়োগম্যতে যথা স্বর্গকামোযজ্ঞেতেতি  
রীয়াস্তাবপ্রবিলয়ঃ । ইহ খবাপাততোদেহাতিরিক্ত আত্মিকফলোপভোগ-  
মর্থোহধিকারী গম্যতে । তত্রাধিকারস্তোক্তেন ক্রমেণ নিরাকরণাদসতোহপি  
তীয়মানস্ত বিচারাসহস্তোপায়তামাত্রণাবস্থানাদনেন বাক্যেন দেহাত্মভাব-  
বিলয়স্তৎপরেণ ক্রিয়তে । গোদোহনেন পশুকামস্ত প্রণয়েদিত্যত্রাপ্যাপাত-  
গাহদিকৃত্যাধিকারাবগমাদধিকারিভেদপ্রবিলয়ঃ । নিষেধবাক্যানি চ সাক্ষাদেব  
বৃত্তিনিষেধেন বিধিবাক্যানি চাত্তানি সাংগ্রহণ্যা যজ্ঞেত গ্রামকাম ইত্যাদীনি  
সাংগ্রহণাদিপ্রবৃতিপারায়ণ্যপি তূপায়ান্তরোপদেশেন সেবাদিদৃষ্টোপায়প্রতিষে-  
ধানি । যথা বিবং ভুংক্ষু মাহস্ত গৃহে ভুংক্ষু ইতি । তথা চ রাগাদ্যাক্ষিপ্ত-  
বৃত্তিপ্রতিষেধেন শাস্ত্রস্ত শাস্ত্রত্বমপ্যুপপদ্যতে রাগনিবন্ধনাং তূপায়োপদেশ-  
রণ প্রবৃত্তিমহুজ্ঞানতো রাগসম্বন্ধনাদশাস্ত্রত্বপ্রসঙ্গঃ । তন্নিষেধেন তু ব্রহ্মণি

পূর্বপক্ষকারী হয় ত বলিবেন, জৈমিনি মুনি মনে করেন, ধর্ম্মই ফল-  
গ । তিনিও ধর্ম্মের ফলদাতৃত্বে ঐ দুই কারণ (শ্রুতি ও যুক্তি) উপভুক্ত  
রন । ধর্ম্ম ফলদাতা, এ অর্থ “স্বর্গকামী যাগ করিবেক” ইত্যাদি বাক্যে



যজ্ঞেত' ইত্যেবমাদিষু বাক্যেষু । তত্র চ বিধিঃপ্রত্যেকৈর্বিষয়-  
ভাবোপগমাদ্যাগঃ স্বর্গশ্রোত্ৰপাদক ইতি গম্যতে । অন্য-  
হনুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত । তত্রাশ্রোত্ৰপদেশবৈয়র্থ্য-  
শ্রাৎ । নন্বক্ষ্যবিনাশিনঃ কৰ্ম্মণঃ ফলং নোপপাদ্যত ইতি

প্রতিধানমাদধৎ শাস্ত্রং শাস্ত্রং ভবেৎ । তস্মাৎ কৰ্ম্মফলসম্বন্ধস্তাপ্রামাণিকত্বাদ-  
দিবিচিত্রাবিদ্যাসহকারিণ ঈশ্বরাদেব কৰ্ম্মানপেক্ষাদ্বিচিত্রফলোৎপত্তিরি-  
কথং তর্হি বিধিঃ কিমত্র কথং প্রবর্তয়তি স সর্বোহধিকৃতমপেক্ষা-  
পবনাদেঃ প্রবর্তকস্ত তদনপেক্ষাদিতি শঙ্কামপাচিকীৰ্ত্ত্যাহ—“তত্র চ বি-  
শ্রুতৈর্বিষয়ভাবোপগমাদ্যাগঃ স্বর্গশ্রোত্ৰপাদক ইতি গম্যতে” ইতি । “অ-  
হনুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত” ইতি চ । অয়মভিসন্ধিঃ—উপদেশো হি বিধি-  
যথোক্তং, তস্ত জ্ঞানমুপদেশ ইতি । উপদেশশ্চ নিযোজ্যপ্রয়োজনে ক-  
লোকশাস্ত্রয়োঃ প্রসিদ্ধঃ । তদ্বথারোগ্যকামো জীর্ণে ভূঞ্জীত । এষ স-  
গচ্ছতু ভবাননেতি । ন স্বাজ্ঞাদিরিব নিযোক্ত-প্রয়োজনস্তত্রাভিপ্রায়স্ত-  
প্র-  
কত্বাৎ তস্ত চাপৌরুষেয়েহসম্ভবাৎ । অস্ত চোপদেশস্ত নিযোজ্যপ্রয়ো-  
ব্যাপারবিষয়ত্বমুষ্ঠাত্রপেক্ষিতামুকূলব্যাপারগোচরত্বমস্মাত্তিরুপপাদিতং স্ত-  
কণিকায়াম্ । তথা চ স্বর্গকামো যজ্ঞেতেত্যাদিষু স্বর্গকামাদেঃ সমীহি-  
পায়া গম্যন্তে যাগাদয়ঃ । ইতরথা তু ন সাধয়িতারমমুগচ্ছ্যয়ঃ । ত-  
মৃষিণা ‘অসাধকস্ত তাদর্থ্যা’দিতি । অমুষ্ঠাত্রপেক্ষিতোপায়তারহিতপ্রব-  
মাত্রার্থে যজ্ঞেতেত্যাদীনামসাধকং কৰ্ম্ম যাগাদি শ্রাৎ সাধয়িতারং নাধিগ-  
দিতার্থঃ । ন চৈতে সাক্ষাৎপ্রবনাভাব্যা অপি কত্রপেক্ষিতসাধনতাবি-  
হিতমর্থ্যাদা ভাবনোদ্দেশ্য ভবিতুমর্হন্তি । যেন পুংসামমুপকারকাঃ সন্তে-  
ধিকারভাজোভবেয়ুঃ । হুঃখত্বেন কৰ্ম্মণাং চেতনসমীহানাম্পদত্বাৎ । স্বর্গাদী-  
ভাবনাপূর্বরূপকামনোপধানাচ্চ । প্রীত্যাম্বকত্বাচ্চ । নামপদাভিধেয়ান

শ্রুত আছে । [ তত্র...শ্রাৎ ] ঐ বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে, (করি  
এইরূপ নিয়োগ আছে), তাহার বিষয় যাগ এবং তাহাতেই বুঝা যায়,  
স্বর্গের উৎপাদক । ঐ বাক্যে ঐ অর্থ প্রতীত না হইলে কেহ যাগপ্রবৃত্ত  
না এবং যাগ অমুষ্ঠানগোচরে উপস্থিত না হওয়ার যাগোপদেশ ব্যর্থ  
(কিন্তু শ্রুতির উপদেশ অব্যর্থ) । [ নন্বক্ষ্য...প্রকারেণ ] বলিতে  
কৰ্ম্মমাত্রেই প্রত্যক্ষবিনাশী, প্রত্যক্ষে দেখা যায়, তাহা থাকে না, বাহা

পরিত্যক্তোহয়ং পক্ষঃ । নৈষ দোষঃ । শ্রুতিপ্রামাণ্যং ।  
 শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং যথাহয়ং কর্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে  
 তথা কল্পয়িতব্যঃ । ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্বং কর্ম বিনশ্যৎ  
 কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি । অতঃ কর্মণো বা  
 কাচিদবস্থা ফলস্ত বা পূর্বাবস্থাহপূর্বং নামাস্তীতি তর্ক্যতে ।

পুরুষবিশেষাণানামপি ভাবনোদ্দেশ্যতালক্ষণভাব্যত্বপ্রতীতে: ফলার্থপ্রবৃত্তভাব-  
 নাভাব্যত্বলক্ষণেন চ যাগাদিসাধ্যত্বেন ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বরূপস্ত ফল-  
 সাধ্যত্বস্ত সমপ্রধানত্বাভাবেনৈকবাক্যসমবায়সম্ভবাৎ ভাবনাভাব্যত্বমাত্রস্ত চ  
 যাগাদিসাধ্যত্বস্ত করণেহপ্যবিরোধঃ । অত্থথা সর্বত্র তদ্বচ্ছেদাৎ পরশ্বাদে-  
 রপি ছিদাদিষু তথাভাবাৎ ফলস্ত সাক্ষাৎভাবনাব্যাপ্যত্ববিরহিণোহপি তদ্বচ্ছেদ-  
 তথা সর্বত্র ব্যাপিতয়া ব্যবস্থানাং স্বর্গসাধনে যাগাদৌ স্বর্গকামাদেরধিকার  
 ইতি সিদ্ধম্ । ন চাপ্রাপ্তার্থবিষয়া: সাংগ্রহ্যাদিবাগবিধয়: পরিসম্বায়কা  
 নিয়ামকা বা ভবিতুমর্হন্তি । ন চাধিকারাভাবে দেহান্ত্রপ্রবিক্রয়ো বাধিকারি-  
 ভেদপ্রবিলয়ো বা শক্য উপপাদয়িতুম্ । আপাতত: প্রেতিভানে চান্ত তৎ-  
 পরত্বমেব নার্থায়াতপরত্বং স্বরসত: প্রতীয়মানেহর্থে বাক্যস্ত তাদর্থ্যে সম্ভবতি  
 ন সম্পাতায়াতপরত্বমুচিতম্ । ন চৈতাবতা শাস্ত্রত্বব্যাঘাত: । তস্ত স্বর্গা-  
 দ্যপায়শাসনেহপি শাস্ত্রত্বোপপত্তে: । পুরুষশ্রেয়োহভিধায়কত্বং হি শাস্ত্রত্বং  
 পরাগবীতরাগপুরুষশ্রেয়োহভিধায়কত্বেন সর্বপারিষদতয়া ন তদ্ব্যাঘাত: ।  
 তস্মাদিধিবিষয়ভাবোপগমাদ্ যাগ: স্বর্গশ্রেয়োপাদক ইতি সিদ্ধম্ । “কর্মণো  
 বা কাচিদবস্থে”তি । কর্মণোহবাস্তবব্যাপার: । এতদ্বাক্তং ভবতি—কর্মণোহি  
 ফলং প্রেতি তৎসাধনত্বং শ্রুতং তন্নির্কর্ষাহয়িতুং তশ্চৈবাবাস্তবব্যাপারো ভবতি ।  
 ন চ ব্যাপারবতি সত্যেব ব্যাপারো নাসত্যিতি যুক্তম্ । অসংস্পর্শপ্যাগ্নেয়াদিষু  
 তদ্ব্যপত্তাপূর্বাণাং পরমাপূর্বে জনয়িতব্যে তদবাস্তবব্যাপারহাৎ । অসত্যপি

না কিপ্রকারে তাহা ফল জন্মাইবে ? ( কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্য  
 জন্মায় না, সুতরাং যাগও অবিদ্যমানাবস্থায় স্বর্গফল জন্মায় না । ) অভাব  
 ভাবের জনক হইতে পারে না বলিয়া কর্মের ফলদাত্ত্ব পক্ষ ইতিপূর্বে ত্যাগ  
 করা হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং শ্রুতির প্রামাণ্য  
 স্বীকার করিলে ঐ দোষ স্থানপ্রাপ্ত হইবে না । শ্রুতি যখন নির্দোষ প্রমাণ,  
 তখন যেক্রমে কর্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ থাকিতে পারে এবং যাহাতে  
 টীহা উপপন্ন হয় তাহা বা সেইরূপ অনুমান করাই কর্তব্য । যখন দেখা  
 গাইতেছে, নশ্বরস্বভাব কর্ম কোন এক অপূর্ব ( নূতন-জিনিশ ) না জন্মাইয়া

উপপদ্যতে চায়মর্থ উক্তেন প্রকারেণ । ঈশ্বরস্ত ফলং দদ  
তীত্যনুপপন্নম্ । অবিচিত্রস্ত কারণস্ত বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তে  
বৈষম্যনৈর্ঘ্যপ্রসঙ্গাৎ তদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেষ্চ । তস্ম  
কর্মান্দেব ফলমিতি ॥ ৪০ ॥

**পূর্বন্তু বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥\***

বাদরায়ণস্তাচার্য্যঃ পূর্বোক্তমেবেশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে

চ তৈলপানকর্ম্মণি তেন দেহপুষ্ঠৌ কর্তব্যায়ামস্তরা তৈলপরিণামভেদাৎ  
তদবাস্তবব্যাপারত্বাৎ । তস্মাৎ কর্ম্মকার্য্যামপূর্বং কর্ম্মণা ফলে কর্তব্যে ত  
বাস্তবব্যাপার ইতি যুক্তম্ । যদা পুনঃ ফলোপজননাগ্ৰথানুপপত্ত্যা কিঞ্চি  
কল্যাতে তদা ফলস্ত বা পূর্বাবস্থাকল্যাতাং নাম । “অবিচিত্রস্ত কারণস্তেতি  
যদীশ্বরাদেব কেবলাদিতি শেষঃ । কর্ম্মভিক্সা শুভাশুভৈঃ কার্য্যদ্বৈধেণোৎপ  
রাগাদিমত্বপ্রসঙ্গ ইत्याশয়ঃ ।

দৃষ্টানুসারিণী হি কলনা যুক্তা নাগ্ৰথা । ন হি জাতু মৃৎপিণ্ডদণ্ডা

কালান্তরে ফলপ্রসব করিতে পারে না তখন অবশ্যই তর্কণা (অনুমান  
করা উচিত যে অপূর্বনামধেয় কোন এক শক্তিপদার্থ আছে—যাহা কহে  
চরমাবস্থার কর্ম্মকর্ত্তার আত্মায় জন্মে, জন্মিয়া ফলকাল পর্য্যন্ত থাকে  
সেই অপূর্ব পদার্থ ফলের জনক এবং সেই অপূর্বকে হয় কৃতকর্ম্মের অবা  
ব্যাপার বা স্বল্প চরমাবস্থা, না হয় ফলের পূর্বাবস্থা, অথবা বীজাবস্থা বলি  
পার। এ তথাও ভবহুক্ত প্রণালীতে উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পা  
[ঈশ্বরস্ত...ফলমিতি] ঈশ্বর ফল দেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অর্থাৎ  
অর্থ্যাৎ একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র অর্থ্যাৎ নানাপ্রকার কার্য্য হ  
অযুক্ত। বিশেষতঃ ঈশ্বর ফলদাতা হইলে তাঁহাতে বিষমকারিত্ব ও নির্দয়  
এই দুই দোষ এবং কর্ম্মানুষ্ঠানেরও নিশ্চয়োজনতা আপত্তি হয়। অতএ  
ধর্ম্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বরের দ্বারা নহে।

পূর্বপক্ষীর ঐ পক্ষ সদোষ। বাদরায়ণ মুনি মানেন, পূর্বোক্ত ঈশ্বর

\* ভূঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । ন জৈমিনেন্দ্রতং সাক্ষিতি প্রতিবাদিন আশয়ঃ । পূর্বঃ পূর্বে  
নীধরঃ ফলহেতুমিতি বাদরায়ণোমন্ততে । যতঃ ক্ষেত্রো তন্ত্বেশ্বরস্ত কর্ম্মাদীনাং কারয়িত্ব  
হেতুশ্চমুচ্যতে । অচেতনস্য কর্ম্মণঃ স্বতঃ প্রবৃত্ত্যযোগাৎ সর্ববৈদ্যন্তেষীশ্বরস্য জগদ্ধেতুত্বপ্র  
ঈশ্বরাদিষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণো জগদন্তঃপাতিকলসিদ্ধিরিতি নির্গলিতার্থঃ ।—বাদরায়ণ মুনি মা

কেবলাৎ কৰ্ম্মণোহপূৰ্ব্বাদ্৷ কেবলাৎ ফলমিত্যয়ং পক্ষস্ত-  
শব্দেন ব্যাবর্ত্যতে। কৰ্ম্মাপেক্ষাদপূৰ্ব্বাপেক্ষাদ্বা যথাস্ত তথাহ-  
স্তীশ্বরঃ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ। কুতঃ। হেতুব্যপদেশাৎ। ধৰ্ম্মা-  
ধৰ্ম্ময়োরপি হি কারয়িত্বেনেৎসরো হেতুৰ্ব্যাপদিশ্যতে ফলস্ত  
চ দাতৃত্বেন। ‘এষ উহেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যম্মেভো  
লোকেভ্য উম্নিনীষতে। এষ উহেবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং  
যম্মধোনিনীষতে’ ইতি। স্মর্য্যতে চায়মর্থোভগবদ্বীতাস্ত—

কৃত্তকাবাদানবিধিতাঃ কৃত্তাদ্যারম্ভায় প্রভবন্তো দৃষ্টাঃ। ন চ বিদ্যাপবনাদি-  
ভিরপ্রযত্নপূৰ্ব্বব্যভিচারস্তেষামপি কল্পনাস্পদতয়া ব্যভিচারনিদর্শনম্বাপ-  
পত্তেঃ। তস্মাদচেতনং কৰ্ম্ম বাহপূৰ্ব্বং বা ন চেতনানিধিষ্টিতং স্বতন্ত্রং স্বকার্য্যে  
প্রবর্ত্তিতুম্ভসহতে। ন চ চৈতন্তমাত্রং কৰ্ম্মস্বরূপসামান্যবিনিয়োগাদিবিশেষবি-  
জ্ঞানশূন্যমুপযুক্ত্যতে যেন তদ্রূপিতক্ষেত্রজ্যমাত্রাধিষ্ঠানেন সিদ্ধসাধ্যত্বমুদ্যাব্যতে।  
তস্মাৎ তত্ত্বংপ্রাসাদট্টালগোপুৰ্তোরণাভ্যাপজননিদর্শনসহস্রৈঃ সুপরিমিচিতং  
যথা চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাং কার্য্যারম্ভকত্বমিতি তথা চৈতন্তং দেবতয়া  
অসতি বাধকে শ্রুতিস্মৃতিহাসপুৰাণপ্রসিদ্ধং ন শক্যং প্রতিষেদ্ধুমিত্যপি  
স্পষ্টং নিরুট্কি দেবভাদিকরণে। লৌকিকশ্বেশ্বরোদানপরিচরণপ্রণামাজলি-  
করণস্ততিভিরতিশ্রদ্ধাগর্ভাভির্ভক্তিভিরারাদিতঃ প্রসন্নঃ স্বামুরূপমারাদকায়  
ফলং প্রযচ্ছতি বিরোধতশ্চাপক্রিয়াভির্কিরোধকায়াহিতিমিত্যপি সুপ্রসিদ্ধম্।  
তদিহ কেবলং কৰ্ম্ম বাহপূৰ্ব্বং বা চেতনানিধিষ্টিতমচেতনং ফলং প্রযত্ব ইতি

ফলের হেতু। সেই কারণে তিনি স্বদ্রাবয়বে তু-শব্দ দিয়া কেবল কৰ্ম্মের  
ও অপূৰ্ব্বের ফলদাতৃত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। [ কৰ্ম্মাপেক্ষা...নিনীষতে ইতি ]  
হয় কৰ্ম্মানুসারে, না হয় কৰ্ম্মজন্ত অপূৰ্ব্বানুসারে (অপূৰ্ব্ব=ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম)  
ঈশ্বরই কৰ্ম্মগণকে ফল বিতরণ করেন, ইহাই সংসিদ্ধান্ত। কেননা, শ্রুতি  
ঈশ্বরকেই জীবের কৰ্ম্মের, কৰ্ম্মজন্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের ও ফলের কারয়িতা ও  
দাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—“ইনি যাহাকে এ লোক হইতে  
উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধুকৰ্ম্ম করান এবং ইনি যাহাকে  
অধোগামী করাইতে ইচ্ছুক হন তাহাকে অসৎ কৰ্ম্ম (গর্হিত কৰ্ম্ম) করান।”  
[ স্মর্য্যতে...হিতান্ ইতি ] এ অর্থ গীতা-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা—

পূৰ্ব্বোক্ত ঈশ্বরই কলদাতা। কৰ্ম্ম উপকরণ বা উপলক্ষ্য, তদনুসারে তিনি ফলপ্রদান করেন।  
কেবল কৰ্ম্ম ফল দিতে অসমর্থ। কেননা তাহা জড়।

“যো যো যাং যাং তন্মুং শ্রদ্ধয়াহর্চিতুমিচ্ছতি ॥

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধ্যাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মাদ্ভিরাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্” ॥ ইতি

সর্ববেদান্তেষু চেশ্বরহেতুকা এব সৃষ্টয়ো ব্যপদিশ্যন্তে  
তদেব চেশ্বরস্য ফলহেতুত্বং যৎ স্বকর্মানুরূপাঃ প্রজ

দৃষ্টবিরুদ্ধম্। যথা বিনষ্টং কর্ম ন ফলং প্রসূত ইতি কল্প্যতে দৃষ্টবিরোধাদে  
মিহাপীতি। তথা দেবপূজাত্মকো যাগোদেবতাং ন প্রসাদয়ন্ ফলং প্রা  
ইত্যপি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। ন হি রাজপূজাত্মকমারাদনং রাজানমপ্রসাদ্য ফল  
কল্পতে। তস্মাদৃষ্টামুণ্ডণ্যায় যাগাদিভিরপি দেবতাপ্রসত্তিরূপাদ্যতে। ত  
চ দেবতাপ্রসাদাদেব স্থায়িনঃ ফলোৎপত্তেরূপপত্তেঃ কৃতমপূর্বেণ। এবমণ্ড  
নাপি কর্মণা দেবতারিরোধনং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। ততঃ স্থায়িনোহনিষ্টক  
প্রসবঃ। ন চ শুভাশুভকারিণাং তদনুরূপং ফলং প্রসূত্বানাং দেবতা দেবপ  
পাতবতীতি যুক্ত্যতে। ন হি রাজা সাধুকারিণমমুগ্ধমুগ্ধগুহ্মগুহ্ম বা পাপকারি  
ভবতি দ্বিষ্টো রক্তো বা তদ্বদলৌকিকোহপীশ্বরঃ। যথা চ পরমাপূর্বে কর্তৃ  
উৎপত্ত্যপূর্বাণামঙ্গাপূর্বাণাক্ষোপযোগ এবং প্রদানারাদনেহঙ্গারাদনানামু  
ত্য়ারাদনানাঙ্কোপযোগঃ স্বাম্যারাদন ইব তদমাত্যতংপ্রণয়িজনারাদনানামি  
সর্কং সমানমন্ত্রাভিবিবেশাৎ। তস্মাদৃষ্টাবিরোধেন দেবতারাদনাং ফল  
ত্বপূর্বাং কর্মণোবা কেবলাবিরোধতঃ। হেতুব্যপদেশশ্চ শ্রৌতঃ স্মার  
ব্যখ্যাতে। যে পুনরন্তর্যামিব্যাপারায়াকলোৎপাদনায় নিত্যত্বং সর্বসাধা

“যে ভক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূর্বক যে মূর্তি ভজনা করিতে ইচ্ছুক হ  
আমি সেই সেই মূর্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি (স্থাপ  
করাই), সেও সেই শ্রদ্ধায় অধিত (যুক্ত) হইয়া সেই মূর্তির আরাধন  
নিযুক্ত হয়। অনন্তর সে আমার বিহিত (সৃষ্ট) হিত ও কাম্য (প্রার্থিতব্য  
লাভ করে।” [ সর্ব...প্রসজ্যন্তে ] সমুদায় বেদান্তে ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি হওয়া  
ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে এবং তাহাতেই ঈশ্বরের ফলহেতুতা সিদ্ধ হয়  
যেহেতু তিনি প্রজাদিগকে স্বকর্মানুযায়ী করিয়া সৃজন করেন সেই হে  
তেই তাহার ফলহেতুতা সিদ্ধ হয়। বলিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর ফলদা  
হইলে একরূপ বিচিত্র কার্য হইতে পারে না, সে দোষ উক্ত প্রকা  
উন্মার্জিত হইতে পারে। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রেত্ব (কর্ম) অ

হুজতি । বিচিত্রকার্য্যাসুপপত্ত্যাদয়োহপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্না-  
পক্ষহাদীশ্বরস্ত ন প্রসজ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদ-  
কৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

যমিতি মন্তমানা ভাষ্যকারীরমধিকরণং দুষয়াশ্চত্বুন্তেভ্যো ব্যবহারিকামীশি-  
ত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়ামিতি ভাষ্যং ব্যাচক্ষীত ।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং

তৃতীয়শাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

সারে ফলবিধান করেন, এ রূপ হইলে আর ঐ দোষ হয় না । প্রযত্ন বা  
কর্ম্ম বিচিত্র, স্ততয়াং কলও বিচিত্র । ( এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে ) ।

—

## তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়শ্চ ব্রহ্মণস্তত্ত্বমিদানীন্তু প্রতিবেদান্তু  
বিজ্ঞানানি ভিধ্যন্তে ন বেতি বিচার্যতে । ননু বিজ্ঞেয়ং ত্রঃ  
পূর্বাপরাদিভেদরহিতমেকমেকরসং সৈন্ধবঘনবদবধারিতঃ  
তত্র কুতো বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্ত্যবতারঃ । ন হি কশ্ম্ববল্য়

পূর্বেণ সঙ্গতিমাহ—“ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়শ্চ ব্রহ্মণ” ইতি । নিকৃপাধিত্বঃ  
তত্ত্বগোচরং বিজ্ঞানং মন্বান আক্ষিপতি—“ননু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মে”তি । সাবয়ব  
হবয়বানাং ভেদাৎ তদবয়ববিশিষ্টব্রহ্মগোচরাণি বিজ্ঞানানি গোচরভেদান্তিভে  
রম্নিত্যবয়বা ব্রহ্মণোনিরাকৃতাঃ পূর্বাপরাদীভ্যেনেন । ন চ নানাস্থতাবৎ ব্র  
যতঃ স্বভাবভেদান্তিমানি জ্ঞানানীত্বাক্তমেকরসমিতি । “ঘনং” কঠিনম্ । নন্থেব

জ্ঞাতব্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব (স্বরূপ) ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে  
সম্প্রতি তদ্বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান কি বিভিন্ন  
বিজ্ঞান তাহা বিচারিত হইবে । সমুদায় উপাসনা কি একেরই অভিন্ন উপাসনা  
কি বিভিন্নের বিভিন্ন উপাসনা ? তাহা স্থিরীকৃত হইবে । [ ননু...রূপত্বাচ্চ  
যদি বল, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্বপ্রকারভেদবিরহিত, অদ্বয়, একরূপ অর্থাৎ সৈন্ধব  
ঘনবৎ চিদেকরস, ইহা অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং কিরূপে তদ্বিষয়ক জ্ঞান

\* সর্ববেদান্তৈশ্চ : প্রত্যয়ন্ত ইতি সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি । তৈশ্চৈব বিহিতা উপাসনানীত্যর্থঃ  
অভিন্নান্তেবেতি পুরণীয়ম্ । হেতুমাং চোদনেতি । বিধায়কঃ শব্দশ্চোদিতপ্রযুক্তোবা চোদনা  
তদাদীনামবিশেষাৎ ঐক্যাদিত্যর্থঃ । আদিপদাৎ ফলসংযোগ রূপ-প্রযুক্ত্যাং গ্রাহ্যতাঃ । য  
জ্ঞোষ্ঠাদিগুণকপ্রাণবিদ্যা সর্বশাখাশ্বেকা তথা পঞ্চাশ্চবিদ্যাপি ফলসংযোগাদাবিশেষবাদৈক্য  
এবং সর্বত্র—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে । কি  
বেদান্তের নাম ভেদ, উপাসনার রূপভেদ ও ধর্মভেদ দেখা যায় । সেই কারণে সংশয় হ  
একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে কি প্রত্যেক বেদান্তে এক একটা পৃথ  
উপাসনা কথিত হইয়াছে । সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত এই যে, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদা  
কথিত হইয়াছে । কারণ এই যে, বিধায়ক শব্দের ও ফলের ভেদ কখন নাই । সে সর্ব  
সর্বত্র একই প্রকার । ( ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ ) ।

বৎ ব্রহ্মণো বহুত্বমপি বেদান্তেষু প্রতিপিপাদয়িষ্যতিমিতি  
 ণক্যং বক্তুং। ব্রহ্মণ একত্বাৎ একরূপত্বাচ্চ। ন চৈকরূপে  
 ব্রহ্মণ্যনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সম্ভবন্তি। ন হ্যন্থার্থোহন্থা-  
 জ্ঞানমিত্যভ্রান্তং ভবতি। যদি পুনরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বহুনি  
 বিজ্ঞানানি বেদান্তান্তরেণ প্রতিপিপাদয়িষ্যতানি তেষামেক-  
 ভ্রান্তং ভ্রান্তানীতরাণীত্যনাশ্বাসপ্রসঙ্গো বেদান্তেষু। তস্মাৎ  
 তাবৎ প্রতিবেদান্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানভেদে আশঙ্কিতুং শক্যতে।  
 নাপ্যন্ত চোদনাদ্যবিশেষাদভেদ উচ্যতে ব্রহ্মবিজ্ঞানস্তাচোদ-  
 নালক্ষণত্বাৎ। অবধিপ্রধানৈর্হি বস্তুপর্য্যবসায়িভিব্রহ্মবাক্যৈ-  
 ব্রহ্মবিজ্ঞানং জ্ঞাত ইত্যবোচদাচার্য্যঃ ‘তত্ত্ব সমন্বয়াৎ’  
 [বেংঅ০১। পা০ ১। সূ০৪] ইত্যত্র। তৎ কথমিমাং ভেদা-

ন্যপ্যনেকরূপং লোকে দৃষ্টং যথা সোমশশৈর্কোহপ্যাচার্য্যো মাতুলঃ পিতা পুত্রো  
 ভ্রাতা ভর্তা যামাতা দ্বিজোত্তম ইত্যনেকরূপ ইত্যত উক্তম্ “একরূপত্বাচ্চ”।  
 একস্মিন্ গোচরে সম্ভবন্তি বহুনি বিজ্ঞানানি ন ত্বনেকাকারাগীতুক্তম্। “অনেক-

ভেদাভেদের বিচার অবসর প্রাপ্ত হইবে? স্বীকার করিতে পারিবে না যে  
 বেদের পূর্ব্বকাণ্ড যেমন কর্ম্মবহু প্রতিপাদন করে, উত্তরকাণ্ড বেদান্ত  
 সেইরূপ ব্রহ্মবহু প্রতিপাদন করে। কেননা ব্রহ্ম এক ও একরূপ। [ন  
 চৈক...বেদান্তেষু] এক ও একরূপ ব্রহ্মে অনেক প্রকার বিজ্ঞান সম্ভবে না।  
 বস্তু এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অগুপ্রকার, এরূপ হইলে সে জ্ঞান অভ্রান্ত  
 হে। যদি অদ্বয় ব্রহ্মে বহু বিজ্ঞান উৎপাদন করা বেদান্তের অভিপ্রেত হয়,  
 গহা হইলে অবশ্যই তন্মধ্যে একটি অভ্রান্ত, অবশিষ্ট ভ্রান্ত হইবে। তাদৃশ  
 ব্রহ্মরূপ স্বীকার করিতে গেলে বেদান্তের প্রতি লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত  
 হইবে। [তস্মাৎ...ইত্যত্র] সেই জন্ত, প্রতি বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞান,  
 এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না এবং নিয়োগাদির অভেদ কল্পনা করিয়া  
 ভেদ বা এক বলিতেও পার না। হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োগের অধীন  
 হে। তাহা ‘কর’ বলিলে করা যায় না। যাহাতে বিধির প্রাধান্য নাই, যাহা  
 স্তম্ভাৎ পর্য্যবসায়ী (বস্তুমাত্রের বোধক), তাদৃশ ব্রহ্মবাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান  
 দিত হয়। এ কথা আচার্য্য্য বাস “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” শূত্রে বলিয়াছেন  
 দেখাইয়াছেন। [তৎকথ...তাদ্যোঃ] যদি তাহাই হয়, তবে, কি.



ভেদচিন্তামারভত ইতি । তদুচ্যতে । সগুণব্রহ্মবিষয়া প্রাণা  
বিষয়া চেয়ং বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তেত্যদোষঃ । অত্র হি ক  
বদুপাসনানাং ভেদাভেদৌ সম্ভবতঃ কৰ্মবদেব চোপাসনা  
দৃষ্টকলামৃদৃষ্টকলানি চোচ্যন্তে ক্রমমুক্তিফলানি চ কানি  
সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ । তেষেবা চিন্তা সম্ভবতি কিং প্র  
বেদান্তঃ বিজ্ঞানভেদ আহোশ্মিৎ নেতি । তত্র পূৰ্বপক্ষহে  
বস্তাবদুপন্যস্তে—নামস্তাবন্তেদপ্রতিপত্তিহেতুত্বং প্রসি

রূপাণি” । রূপমাকারঃ । সমাধন্তে—“উচ্যতে । সগুণেতি” । ততদগুণে  
ধানব্রহ্মবিষয়া উপাসনাঃ প্রাণাদিবিষয়াশ্চ দৃষ্টাদৃষ্টক্রমমুক্তিফলা বিষয়ভে  
ত্তিদ্যন্ত ইত্যর্থঃ । তত উপপন্নোবিমর্শ ইত্যাহ—“তেষেবা চিন্তা” । পূৰ্ব  
গৃহীতি—“তত্র”তি । “নামস্তাব”দিতি । অন্ত্যথৈষ জ্যোতিরেতেন স  
দক্ষিণেন যজ্ঞেতেতি । তত্র সংশয়ঃ । কিং যজ্ঞেতেতি সন্নিহিতজ্যো  
ষ্টোমামুবাদেন সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানম্ । উতৈতদগুণবিশিষ্টকৰ্মা  
বিধানমিতি । কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্ । জ্যোতিষ্টোমশ্চ প্রকৃত্ত্বাদ্যজ্ঞে  
তদমুবাদাজ্যোতিরিতি প্রাপ্তিপদিকমাত্রং পঠিত্বা, এতেনেত্যমুকৃত্য কৰ্মস  
নাধিকরণেন কৰ্মনামব্যবস্থাপনাং কৰ্মগণচানুবাদ্যত্বেন তত্তত্ত্বস্ত ন্যো  
তথৈব ব্যবস্থাপনাং জ্যোতিঃশব্দস্ত বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষেতি চ জ্যো

জ্ঞত্ব এই ভেদাভেদ চিন্তা (বিচার) আরম্ভ করিলে? এ প্রশ্নের প্রভূ  
এই যে, এই বিজ্ঞানভেদাভেদের বিচার সগুণব্রহ্মবিষয়ক অর্থাৎ প্রা  
উপাসনাবিষয়ক । এরূপ বলিলে আর ঐ অসঙ্গত্যা দোষ হইবে না । [‘  
হি... নেতি] বেদের পূর্বকাণ্ডে যজ্ঞপ কৰ্মের ভেদাভেদ (অমুক অ  
একত্রে এক প্রধান কৰ্ম এবং অমুক অমুক পৃথক্ কৰ্ম, ইত্যাদি) বিচা  
হয়, তজ্জপ, এই বেদান্তেও উপাসনার ভেদাভেদ বিচারিত হওয়া সুসম  
কেননা, কৰ্মের জ্ঞায় বেদান্তোক্ত উপাসনারও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল কথিত হইয়া  
কোন উপাসনার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক এবং কোন উপাসনার ফল  
অর্থাৎ পারলৌকিক । আবার অত্র উপাসনার ফল তত্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির  
ক্রমমুক্তি । ( ব্রহ্মলোকে গমন, সেখানে তত্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি; তৎপরে মু  
ইহারই নাম ক্রমমুক্তি । ) সেই জ্ঞত্ব, বেদান্তোক্ত সেই সেই উপাসনা বা  
লইয়া এই চিন্তা ( বিচারারম্ভ ) উপস্থিত হয় যে, সেই সেই বিজ্ঞান বা  
সনা সমুদায়তঃ এক কি অনেক । অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন । [ তত্র...না

জ্যোতিরাদিষু । অস্তি চাত্র বেদান্তান্তরবিহিতেষু বিজ্ঞানেষু-  
হৃদ্যদন্ত্যমাম—তৈত্তিরীয়কং বাজসনেয়কং কোথুমকং কোশী-  
তকং শাট্যায়নমিত্যেবমাদি । তথা রূপভেদোহপি কৰ্মভেদস্ত-

ষ্টোমে যোগদর্শনাৎ নানৈকদেশেন চ নামোপলক্ষণস্ত লোকসিদ্ধহাৎ ভীম-  
সেনোপলক্ষণভীমপদবৎ অথশব্দস্ত চানন্তর্যার্থস্তাসম্বন্ধিষেহুপপত্তেগুণবিশিষ্ট-  
কৰ্মান্তরবিশেষে গুণমাত্রবিধানস্ত লাঘবানুদাদশশতদক্ষিণায়াশোৎপত্তাশিষ্টতয়া  
দমশিষ্টতয়া সহস্রদক্ষিণয়া সহ বিকল্পোপপত্তেঃ প্রকৃতশ্চৈব জ্যোতিষ্টোমস্ত  
সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানার্থময়মভূবাদো ন তু কৰ্মান্তরমিতি প্রাপ্তম্ । এবং  
প্রাপ্ত উচ্যতে । ভবেৎ পূৰ্ব্বস্মিন্ গুণবিধির্যদি তদেব প্রকরণং স্তাৎ । বিচ্ছি-  
দন্ত তৎ । তথাহি—সন্নিধাবপি পূৰ্ব্বসম্বন্ধার্থং সংজ্ঞাস্তরং প্রতীয়মানমত্মায়চানে-  
দার্থমিতি স্ত্রায়াহুৎসর্গতোহর্থান্তরার্থত্বাৎ পূৰ্ব্ববুদ্ধিং ব্যবচ্ছিনত্যা পূৰ্ব্ববুদ্ধিঃ  
প্রযত ইতি লোকসিদ্ধম্ । ন জাতু দেহি দেবদত্তায় গামথ দেবায় বাজিন-  
মিতি দেবশব্দাদেবদত্তং বাজিভাজমধ্যবস্তুস্তি লৌকিকাঃ । তথা চোপরি-  
ষ্টাৎ যজ্ঞেতেতি শ্রয়মাণসম্বন্ধার্থপদব্যব্যাং তৎকৰ্মবুদ্ধিম্নাদধৎ তত্র গুণ-  
বিধানমাত্রাসমর্থং কৰ্মান্তরমেব বিধত্তে । ন চৈকত্রাহুপপত্ত্যা লক্ষণয়া  
জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমে প্রবৃত্ত ইত্যসত্যামুপপত্তৌ লাক্ষণিকো যুক্তঃ ।  
ব হি গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদং লাক্ষণিকমিতি মীনো গঙ্গায়ামিত্যত্রাপি  
লাক্ষণিকং ভবতি । ভেদেহপি চ প্রথমং সংজ্ঞাস্তরেণোন্নিথিতে যজিশব্দসামা-  
নধিকরণ্যং কৰ্মনামধেয়তামাত্রতামাবহতি ন তু সংজ্ঞাস্তরোপজনিতাং ভেদ-  
ধয়মপনেতুমুৎসহতে । তথা চাথশব্দোহধিকারার্থঃ প্রকরণান্তরতামবদ্যোত-  
তি । এষশব্দশ্চাধিক্রিয়মাণপরামর্শক ইতি সোহয়ং সংজ্ঞাস্তরান্তেদ ইতি ।  
ঐবতু সংজ্ঞাস্তরাৎ কৰ্মভেদঃ প্রস্তুতে তু কিমায়াতমিত্যত আহ—“অস্তি চাত্র  
বেদান্তান্তরবিহিতেষু”তি । যথৈব কাঠকাদিসমাখ্যা গ্রন্থে প্রযুক্ত্যত এবং

যে যে হেতুতে বিচারের পূৰ্ব্বপক্ষ দাঁড়ায় সে সকল হেতু প্রদর্শিত হই-  
তেছে । নাম একটা কৰ্ম প্রভেদের কারণ । জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, সোম,  
ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দ্বারা তত্ত্বনামক বিভিন্ন কৰ্মের বোধ জন্মায় । এইরূপ  
বেদান্তের ও বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানেরও (উপাসনারও) ভিন্ন ভিন্ন নাম  
মাছে । তদনুসারে সে সকলও বিভিন্ন হইতে পারে । বেদান্তের নাম ভেদ  
তথা—তৈত্তিরীয়ক, বাজসনেয়ক, কোথুমক, কোশীতক, শাট্যায়নক, ইত্যাদি ।  
তথা...যোজয়িতব্যঃ ] পূৰ্ব্বতস্তে “বৈশ্বদেবী আমিক্ষা” “বৃহদেবতায়

প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ—বৈশ্বদেব্যামিকা বাজিভ্যো বাজি-

জ্ঞানেহপি লৌকিকাঃ । ন চান্তি বিশেষো যতো গ্রন্থে মুখ্যা বিজ্ঞানে  
ভবেৎ । প্রণয়নঞ্চ গ্রন্থজ্ঞানয়োরভিন্নং প্রবৃত্তিনিমিত্তম্ । তস্মাজ্ঞানং  
বাচিকী সমাখ্যা । তথা চ যদা জ্যোতিষ্টোমসন্ধৌ শ্রায়মাণং সমাখ্যাস্তরং  
প্রতীকমপি কৰ্ম্মণো ভেদকং তদা কৈব কথা শাখাস্তরীয়ে বিপ্রকৃষ্টতমং  
প্রতীকভূতসমাখ্যাস্তরাভিধেয়ে জ্ঞান ইতি । তথা রূপভেদোহপি কৰ্ম্মণে  
প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধো যথা বৈশ্বদেব্যামিকা বাজিভ্যোবাজিনমিত্যেবমপি  
ইদমাম্মায়তে—তপ্তে পয়সি দধানয়তি সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষেতি । অত্র হি  
দেবতাসম্বন্ধানুমিতোযোগো বিধীয়তে তদনন্তরঞ্চদম্মায়তে—বাজিভ্যোবা  
মিতি । অত্রোক্তং সন্দিহ্যতে । কিং পূৰ্ব্বস্মিন্বেব কৰ্ম্মণি বাজিনং গুণো বিধী  
উত কৰ্ম্মাস্তরং দ্রব্যদেবতাস্তরবিশিষ্টমপূৰ্ব্বং বিধীয়ত ইতি । কিং তাবৎ প্রা  
দ্রব্যদেবতাস্তরবিশিষ্টকৰ্ম্মাস্তরবিধৌ বিধিগোরবপ্রসঙ্গাৎ কৰ্ম্মাস্তরাপূৰ্ব্বাস্তরক  
গোরবপ্রসঙ্গাচ্চ ন কৰ্ম্মাস্তরবিধানমপি তু পূৰ্ব্বস্মিন্বেব কৰ্ম্মণি বাজিনদ্রব্যবি  
ন চোৎপত্তিশিষ্টামিক্ষাগুণাবরোধাত্তত্র বাজিনমলঙ্কাবকাশং কৰ্ম্মাস্তরং গে  
য়তীতি যুক্তম্ । উভয়োরপি বাক্যয়োঃ সমসময়প্রবৃত্তোরমিকাবাজিনয়ো  
পত্তৌ সমং শিষ্যমাণত্বেন নামিক্ষায়াঃ শিষ্টত্বং তং কথমনয়াবরুদ্ধং ক  
বাজিনং নিবিশেৎ । ন চ বৈশ্বদেবীত্যত্র শ্রোত আমিক্ষাসম্বন্ধো বি  
দেবানাং যেন বাজিনসম্বন্ধাৎ বাক্যগম্যাদ্বলবান্ ভবেচ্ছভয়োরপি পদা  
পেক্ষপ্রতীতিতয়া বাক্যগম্যত্বাবিশেষাৎ । নো থলু বৈশ্বদেবীতুক্তে আদি  
পদানপেক্ষামামিক্ষামধ্যবস্থামঃ । অস্ত বা শ্রোতত্বং তথাপি বাজিভ্য  
পদং বাজমগ্নমামিক্ষা তদেবামন্তীতি ব্যুৎপত্তা তৎসম্বন্ধিনোবিধান্ দেবা  
লক্ষয়তি । যদ্যপি বিশ্বদেবশব্দবাজিপদং ভিন্নং যেন চ শব্দেন চো  
তেনৈবোদ্দেশে দেবতাত্বং ন শব্দান্তরেণ । অত্থথাহর্থৈকত্বেন স্বৰ্ঘ্যাদি  
পদয়োঃ স্বৰ্ঘ্যাদিত্যাচর্যোরেকদেবতাপ্রসঙ্গাৎ । তথাপি বাজিনিভীনে  
নামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্ত চ সৰ্ব্বনামার্থত্বাবিশেষাৎ দেবানাঞ্চ বিশ্বদেবপ  
সন্নিধাপনাৎ তৎপদপুরঃসরা এতৈতে বাজিপদেনোপস্থাপ্য ন তু স্বৰ্ঘ্যাদি  
পদবৎ স্বতন্ত্রাস্থথা চ তদুপলক্ষণার্থং বাজিপদং বিশ্বদেবোপহিতামেব  
তামুপলক্ষয়তীতি ন শব্দাস্তরাদেবতাভেদঃ । ততশ্চামিক্ষাসম্বন্ধোপজীব  
বিশ্বভ্যোবাজিনং বিধীয়মানং নামিক্ষয়া বাধ্যতে কিন্তু তয়া সহ সমুচ্চ  
ইতি ন কৰ্ম্মাস্তরমপি তু বাক্যভাঃ দ্রব্যযুক্তমেকং কৰ্ম্ম বিধীয়ত ইতি এ

উদ্দেশে স্বস্ব ( ছানার জস )” ইত্যাদিবিধ রূপভেদ দৃষ্টে কৰ্ম্মভেদ স্বা:

ইত্যেবমাদিষু । অস্তি চাত্ত্ব রূপভেদঃ । তদ্ব্যথা কেচিচ্ছাখিনঃ  
পঞ্চাশ্চবিজ্ঞায়াং ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনস্তি । অপরে পুনঃ পঠৈব  
পঠন্তি । তথা প্রাণসম্বাদাদিষু কেচিদূনান্ বাগাদীনাংমনস্তি  
কেচিদধিকান্ । তথা ধর্মবিশেষোহপি কর্মভেদস্ত প্রতাপাদক

উচ্যতে । শ্রাদ্ধেতদেবং যদি বৈশ্বদেবীতি তদ্বিত্ত্বাত্মমিকা নোচ্যতে । তদ্বি-  
তস্ত্বত্ত্বত্তি সর্কনামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্ত চ বিশেষস্ত সর্কনামার্থত্বাৎ তত্রৈব  
তদ্বিত্ত্বাপি বৃত্তিঃ । ন তু বিবেকদেবেষু ন তৎসম্বন্ধেনাপি তৎসম্বন্ধিত্বাৎ ।  
নযেবং সতি কস্মাবৈশ্বদেবীশব্দমাতাদেব নামিকাং প্রতীমঃ কিমিতি চামিকা-  
পদমপেক্ষামহে । তদ্বিত্ত্বাত্মস্ত পদস্তাভিধানাপর্য্যবসানান্ন প্রতীমস্তৎপর্য্যবসানায়  
চাপেক্ষামহে । অবসিতাভিধানং হি পদং সমর্থমর্থধিয়মাধাতুমিদস্ত সন্নিহিত-  
বিশেষাভিধানি তৎসন্নিধিমপেক্ষমাণং সন্নিধাপকমামিকাপদমপেক্ষত ইতি কুত  
আমিকাপদানপেক্ষ আমিকাপ্রত্যয়প্রসঙ্গঃ কুতোবা তত্রানপেক্ষা । অতশ্চ  
সত্যামপি পদান্তরাপেক্ষায়াং যৎ পদং পদান্তরাপেক্ষমভিধেতে তৎ প্রমাণভূত-  
প্রথমভাবিপদাবগম্যত্বাৎ শ্রৌতং বলীয়শ্চ । যত্নু পর্য্যবসিতাভিধানপদাভি-  
হিতপদার্থাবগমগম্যাং তত্তচ্চরমপ্রতীতিবাক্যগম্যাং হ্রস্বলঙ্ঘ্যেতি তদ্বিত্ত্বাত্মব-  
গতামিকালক্ষণগুণাবরোধাৎ পূর্ব্বকর্ম্মাসংযোগিবাজিনদ্রব্যং সদস্যন্ধি পূর্ব্বকর্ম্মা-  
দ্বিনস্তি । এবঞ্চ সতি নিত্যবদবগতানপেক্ষসাধনভাবামিকা ন বাজিনদ্রব্যেণ  
সহ বিকল্পসমুচ্চয়ো প্রাপ্ন্যতি । ন চাশ্বদে নিরুচয়াদনপেক্ষবৃত্তি বাজিপদং  
কথঞ্চিৎযোগিকং সাপেক্ষবৃত্তি বিবেদেবশব্দাৎ দেবতাং বৈশ্বদেবীপদাদামিকা-  
দ্রব্যং প্রতাপসর্জনীভূতামবগতামূলক্ষয়িষ্যতি । প্রকৃতং হি সর্কনামপদ-  
গোচরঃ প্রধানঞ্চ প্রকৃতমুচ্যতে নোপসর্জনম্ । প্রামাণিকে চ বিধিকল্পনা-  
গোরবেহভূপেতব্য এব প্রমাণস্ত তদ্বিষয়ত্বাৎ । তস্মাক্ষথেহ পূর্ব্বকর্ম্মাসস্ত-  
বিনো গুণাং কর্ম্মভেদ এবমিহাপি পঞ্চাশ্চবিজ্ঞায়াঃ ষড়্গ্নিবিদ্যা ভিন্না এবং  
প্রাণসম্বাদেযু নাধিকভাবেন বিদ্যাভেদ ইতি । তথা ধর্মবিশেষোহপি কর্ম্ম-  
ভেদস্ত প্রতাপাদক ইতি । তথাহি—কারীরবাক্যাশ্রয়ীনাষ্টৈস্তিরীয়া ভূমৌ  
ভোজনমাচরন্তি নাচরন্ত্যন্তে । তথাগ্নিমধীরানাঃ কেচিৎপাধ্যায়স্তোদকুস্তমাহ-  
রন্তি নাহরন্ত্যন্তে । তথাশ্বমেধমধীরানাঃ কেচিদশ্বস্ত্বাশমানয়ন্তি নানয়ন্ত্যন্তে ।  
কেচিৎবাচরন্ত্যন্তমেব ধর্ম্মম্ । ন চ তান্তেব কর্ম্মাণি ভূমিভোজনাভিজনিতমুপ-  
কারম্বাক্যজন্তি নাক্যজন্তি চেতি যুক্ত্যতে । অতোঃস্বগম্যাতে ভিন্নানি তাস্থ

হইয়াছে । বেদান্তেও তেমনি উপাসনার রূপভেদ দৃষ্ট হয় । যেমন কোন শাখা  
পঞ্চাশ্চ উপাসনায় অষ্ট এক ষষ্ঠ অগ্নি পাঠ করেন, আবার অন্য শাখা-

আশঙ্কিতঃ কারীর্যাদিষু । অস্তি চাত্র ধর্মবিশেষো যথা  
 র্বণিকানাং শিরোত্রতমিতি । এবং পুনরুক্তাদয়োহপি ভে  
 হেতবো যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেষু যোজয়িতব্যঃ । তস্ম  
 প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদ ইতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—সব  
 বেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্ তস্মিন্ বেদান্তে তা  
 তাৎপ্রেব ভবিতুমর্হস্তু । কুতঃ । চোদনাদ্যবিশেষাৎ । আদি  
 গেন শাখাস্তরাধিকরণসিদ্ধান্তসূত্রোদিতা অভেদহেতব ই

তাস্থ শাখাস্থ কৰ্ম্মাণীতি । অস্ত প্রস্তুতে কিমায়ামিত্যত আহ—“অ  
 চাত্রে”তি । অস্ত্রোবাং শাখিনাং নাস্তীতি শেষঃ । “এবং পুনরুক্তাদয়োহপি”

ধ্যায়ীরা তাহা পাঠ করেন না । তাঁহারা মাত্র পাঁচ অগ্নির উল্লেখ করে  
 প্রাণোপাসনাবিষয়েও কেহ কেহ প্রাণের ( প্রাণ=ইঞ্জিয় ) ন্যূন সংখ্যা, বা  
 বা অধিক সংখ্যা কীর্তন করেন । কারীরী যাগ প্রভৃতির বিধানস্থলে পূ  
 মীমাংসা-শাস্ত্র ধর্মভেদকে কর্মভেদের কারণ বলিয়াছেন । বেদান্ত বি  
 উপাসনাতেও ধর্মভেদ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে উপাসনারও ভিন্নতা হই  
 পারে । অধিক কি বলিব, পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রে কর্মভেদের (ঐ সকল  
 পুনরুক্তি প্রভৃতি) যত গুলি কারণ কথিত আছে সে সকল গুলিই বেদা  
 শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকলকে যথাসম্ভব যোজনা করি  
 পারা যায় । [ তস্মাৎ...বিশেষাৎ ] অতএব, বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা স  
 এক নহে, বেদান্তে বেদান্তে বিভিন্ন । ( যে স্বর্গবিদ্যা ছান্দোগ্যে, বায়স  
 যকে সে স্বর্গ বিদ্যা নহে, তাহা এক পৃথক স্বর্গবিদ্যা, ইত্যাদি ) এই  
 পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, বেদান্তবিহিত বিজ্ঞান অ  
 উপাসনা সকল সেই সেই বেদান্তে সেই সেই অর্থাৎ একই জানি  
 হেতু এই যে, চোদনা ( অভিধায়কশব্দ ) প্রভৃতির অবিশেষ বা অ  
 (ঐক্য) দৃষ্ট হয় । [ আদি...চোদনা ] সূত্রস্থ আদি-শব্দে শাখাস্তরা  
 করণোক্ত \* অভেদবোধের কারণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে । মিলি

\* শাখাধিকরণসিদ্ধান্ত = পূর্বমীমাংসার একটা বিচার । সে বিষয়ে জৈমিনীকৃত সূত্র এই  
 “একং বা সংযোগ-রূপ চোদনা-সমাখ্যাহবিশেষাৎ ।” অর্থ এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম বি  
 শাখায় অভিহিত হইলেও সে সকল একই কর্ম । কেননা, কলসম্বন্ধ, রূপ, চোদনা (বিধা  
 শব্দ) ও সমাখ্যা (নাম), এ সকলের অবিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই । এই সিদ্ধান্ত বেদা  
 গৃহীত হয় এবং তদনুসারে প্রতি বেদান্তে কথিত হইলেও উপাসনা সকলের একই বি  
 হয় ।

হৃদ্যন্তে। সংযোগরূপচোদনাখ্যা বিশেষাদিত্যর্থঃ। যথৈকস্মি-  
ন্নগ্নিহোত্রে শাখাভেদেহপি পুরুষপ্রযত্নস্তাদৃশ এব চোদ্যতে  
জুহুয়াদিতি এবং ‘যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ’ ইতি

মিথো যজ্ঞতীত্যাदिषু পঞ্চকৃত্বোহভ্যন্তো যজ্ঞতিশব্দঃ। তত্র কিমেকা কৰ্মভাবনা  
কং বা পঠেবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। ধাতুর্থানুবন্ধভেদেন শব্দান্তরাধি-  
পত্রেণ ভাবনাভেদাভিধানাদ্ভাব্যর্থস্ত চ ধাতুভেদমন্তরেণ ভেদানুপপত্তেঃ সমিথো  
জ্ঞতীতি প্রথমভাবিনা বাক্যেন বিহিতা কৰ্মভাবনা বিপরिवर्तमानोपरित-  
-नर्कौक्तैरনूद्यते। ন চ প্রয়োজনভাবাদনুবাদঃ প্রমাণসিদ্ধতাং প্রয়োজনস্তা-  
-ননুযোজ্যত্বাৎ কৰ্মভাবনাভেদে চানেকাপূৰ্ব্বকল্পনাপ্রসঙ্গাদেকাপূৰ্ব্ববাস্তবত্বা-  
-পারমেকং কৰ্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরम्परानपेक्षाणि हि  
मिमादिवाक्यानीति सर्वाण्येव प्राथम्यार्हाण्यपि युगपदधराननुपपत्तेः क्रमेण-  
-प्राप्तानीति। न द्वयमेवां प्रयोजकः क्रमः। परम्परानपेक्षाणामेकवाक्याच्चे  
इ प्रयोजकः श्र्यां तेन प्राथम्याभावां प्रानुमित्येव नास्तीति कश्च कोहनु-  
-वादः। कथंकिंचिपरिवृत्तिमात्रश्रौंसर्गिकाप्रवृत्तप्रवर्तनालक्षणविधिवापवादसा-  
-र्थताभावां। गुणश्रवणे हि गुणविशिष्टैकर्मविधाने विधिगौरवविद्या गुणमात्र-  
-विधानलाभयय कर्मानुवादपेक्षयां विपरिवृत्तेरूपकारो यथा नद्या जूहोतीति  
विधिविपरि वक्तव्य विपरिवृत्त्यापेक्षायामग्निहोत्रं जूहोतीति विहितस्त  
हामस्त विपरिवर्तमानश्रानुवादः। न चात्र गुणाद्वेदः समिदादिपदानां कर्म-  
-पामधेरानां गुणवचनश्रानुवादां। अगृह्यमाणविशेषतया च किं वचनविहितं  
कं कर्मानुवादेन कश्च गुणविधिसमिति न विनिगम्यते। न चापूर्व

এই যে সংযোগ, রূপ, চোদনা ও সমাখ্যার অবিশেষ (অভেদ বা ঐক্য)  
হতু ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান। অগ্নিহোত্র যেমন  
ভিন্ন ভিন্ন শাখায় (বেদভাগে) কথিত হইলেও তত্ৰ হোতৃ পুরুষের  
হোমপ্রযত্ন তুল্য বা একরূপ, একরূপেই অভিহিত, একরূপে অভিহিত  
বলিয়া এক, (অগ্নিহোত্র হোম সৰ্ব্বত্রই জুহুয়াং শব্দে কথিত হইয়াছে,  
মত কোনরূপে কথিত হয় নাই, সুতরাং হোমপ্রযত্ন সৰ্ব্বত্র এক বা  
একরূপ), তেমনি, একবিষয়ক এক বেদান্তোক্ত চোদনা ও অস্ত্র বেদা-  
-স্তোক্ত চোদনার সহিত সমান সুতরাং তাহা একেরই বিধায়ক। ইহাতে  
[যিতে] হইবে যে, বাজসনেয়ি-বেদান্তোক্ত “যে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ  
। শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে” এই চোদনাই (বিধায়ক বাক্যই) ছান্দোগ্যে কথিত  
ইয়াছে। ছান্দোগ্যোক্ত চোদনার সহিত ঐ চোদনার অবিশেষ অর্থাৎ  
ইক্য থাকার উক্ত উভয় চোদনা এক। অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া গণ্য।

বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাক্তাদৃশ্বেব চোদনা। প্রয়োজ  
সংযোগোহপ্যবিশিষ্ট এব 'জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্থানাং ভবা  
ইতি। রূপমপ্যুভয়ত্র তদেব বিজ্ঞানশ্চ যদুত জ্যেষ্ঠশ্চৈষ্ঠা  
গুণবিশেষণাস্থিতং প্রাণতত্ত্বম্। যথা চ দ্রব্যদেবতে যাঃ  
রূপং এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং বিজ্ঞানশ্চ। তেন হি তদ্রূপ্যতে  
সমাখ্যাপি সৈব প্রাণবিদ্যেতি। তস্মাৎ সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়

নাম জ্যোতিরাদিবদ্বিধানাসম্বন্ধং প্রথমমবগতং যতঃ পূৰ্ব্ববুদ্ধিবিজে  
বিধীয়মানং কৰ্ম্ম পূৰ্ব্বস্মাৎ সংজ্ঞাতো ব্যবচ্ছিন্নাৎ কিন্তু প্রথমত এব  
সামান্যধিকরণ্যোবগতাঃ সমিাদায়ন্তদ্বশাৎ কৰ্ম্মনামধেয়তাং প্রতিপদ্য  
আখ্যাতস্তানুবাদত্বেহনুবাদাবিধিত্বে বিধয়ো ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ কশ্চিদ্দীশা  
তস্মাৎ স্বরসসিদ্ধাপ্রাপ্তকৰ্ম্মবিধিপরিত্যাং কৰ্ম্মণ্যয়মভ্যাসো ভাবনানুবন্ধভূত  
ভিন্দানো ভাবনাং ভিনন্তি যথা তথা শাখাস্তরবিহিতা অপি বিদ্যাঃ শাখা  
বিহিতাভ্যো বিদ্যাভ্যোহভ্যাসো ভেৎস্তুতীতি। অশক্বেশ্চ। ন হ্যেকঃ পু  
সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ান্নিকামুপাসনামুপসংহর্তুং শক্কোতি সৰ্ববেদান্তাধ্যয়না  
র্থ্যাং অনবীতার্থোপসংহারেহধ্যয়নবিধানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রতিশাখং  
তুপাসনানাং নায়ং দোষঃ। সমাপ্তিভেদাচ্চ। কেবাঞ্চিৎ শাখানামোয়  
সাক্ষীস্বাক্ষকথনে সমাপ্তিঃ। কেবাঞ্চিদন্তত্র। তস্মাদপ্যুপাসনাভেদঃ। অত  
দর্শনাদপি। তথাহি—নৈতদচীর্ণব্রতোহধীত ইত্যচীর্ণব্রতস্তাধ্যয়নভাবদ  
হুপাসনাভাবঃ। কচিদচীর্ণব্রতস্তাধ্যয়নদর্শনানুপাসনাবগম্যতে। তস্মাদুপা  
ভেদ ইতি। অত্র সিদ্ধান্তমাহ—সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ। ত  
চষ্টে সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি সৰ্ববেদান্তপ্রমাণানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্বেতা  
বেদান্তে তানি জ্ঞেব ভবিতুমর্হন্তি। যাত্বেকস্মিন্ বেদান্তে তান্যেব বেদা  
ন্তরেখপীত্যর্থঃ। চোদনাদ্যবিশেষাদিত্যাদিশব্দেন সংযোগরূপাখ্যাঃ সংগৃহ্য  
অত্র চ চোদ্যত ইতি চোদনা পুরুষপ্রযত্নঃ। স হি পুরুষশ্চ ব্যাপারঃ।

[ প্রয়োজন...বিজ্ঞানানাম্ ] ফলেরও বিশেষ নাই অর্থাৎ তাহারও ঐ  
আছে। যথা—“সে জ্ঞাতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়।” এ ফল উভয় বেদ  
সমানরূপে কথিত। উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে এক, অর্থাৎ অতি  
উভয়স্থানেই প্রাণতত্ত্ব জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদি-বিশেষণে কথিত হইয়াছে।  
যাগের রূপ দ্রব্য ও দেবতা; তেমনি, বিজ্ঞানের (উপাসনার) রূ  
বিজ্ঞেয় (উপাস্ত)। কেমনা, বিজ্ঞানের দ্বারা ই বিজ্ঞেয়ের নিরূপণ হ

জ্ঞানানাম্ । এবং পঞ্চাঙ্গবিদ্যাবৈশ্বানরবিদ্যাশাণ্ডিল্যবি-  
 ত্যেবমাদিশু যোজয়িতব্যম্ । যে তু নামরূপাদয়ো ভেদ-  
 ত্বাতাসান্তে প্রথম এব কাণ্ডে ‘ন নান্না স্তাদচোদনাভিধান-  
 ত্’ ইত্যরভ্য পরিহৃত্য ইহাপি কঞ্চিদ্বিশেষমাশঙ্ক্য পরি-  
 তি ॥ ১ ॥

### ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥\*

যং হোমাদিধাত্বার্থবিচ্ছিন্নে প্রবর্ততে । তন্ত্র দেবতোদ্দেশেন ত্যাগস্তাসেচনা-  
 কস্তাবচ্ছেদ্যঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স এব শাখাস্তরে যথৈবমিহাপি প্রাণজ্যোষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠ-  
 বেদনবিষয়ঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স এব শাখাস্তরেষপীতি । এবং ফলসংযোগোহপি  
 ষষ্ঠশ্রেষ্ঠভবনলক্ষণঃ স এব । রূপমপি তদেব । যথা যাগস্ত্র যদেকস্তাং  
 খায়াং দ্রব্যদেবতা রূপং তদেব শাখাস্তরেষপীত্যেবং বেদনস্তাপি যদেকত্র  
 ণজ্যোষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বরূপং বিষয়স্তচ্ছাখাস্তরেষপীতি । “কঞ্চিদ্বিশেষ”মিতি ।  
 চঃ যদগ্নীষোমীয়স্তোত্বেপন্নস্ত্র পশ্চাদেকাদশকপালত্বাদিসম্বন্ধেহপ্যভেদ ইতি ।  
 খাংপন্নস্ত্র তন্ত্র সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ । ইহ ত্রয়িযুৎপত্তিগত এব  
 ভেদ ইতি কথং বৈশ্বদেবীবন্ন ভেদক ইতি বিশেষস্তমিন্নং বিশেষমভিপ্রো-  
 শঙ্কতে হত্রকারঃ—

পাখ্যাও (সমাখ্যা=নাম) উভয়ত্র সমান অর্থাৎ এক । বাজসনেয়ীরীও  
 উপাসনাকে প্রাণোপাসনা বলে, ছন্দোগেরীও উহাকে প্রাণোপাসনা  
 ল । এই সকল কারণে, বলিতে হয় বা মানিতে হয়, উপাসনা সকলের  
 বেদান্তপ্রত্যয়তা আছে । অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদান্তে  
 ই সেই বাক্যে বিহিত বা বোধিত হইয়াছে । [এবং...হরতি] পঞ্চাঙ্গ-  
 য্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা, সর্বত্রই এতদনুসারে ব্যাখ্যা করিবে ।  
 য ও রূপ প্রভৃতি আপাততঃ ভেদহেতু বলিয়া প্রতীত হয় সত্য ;  
 কিন্তু সে সকল যথার্থ হেতু নহে ; হেতুর ত্রায় দেখায় মাত্র । সে সকল  
 হেতু নহে বলিয়াই সে সকল পূর্বকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনীর মীমাংসায়  
 বিহত হইয়াছে । সে সকল যেমন সেখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখানেও  
 ঐ বেদান্তশাস্ত্রেও কোন এক বিশেষের আশঙ্কা করিয়া সে সকলের  
 মহারং প্রদর্শিত হইবে । প্রথমতঃ আশঙ্কা, তৎপরে তাহার পরিহার ।  
 শঙ্কা ও পরিহার এইরূপ—

\* ভেদাৎ গুণভেদাৎ গুণভেদং দৃষ্টেত্যর্থঃ । বিজ্ঞানানাং (উপাসনানাং) সর্ববেদান্তবিহি-



জ্ঞাদেতৎ, সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ঃ বিজ্ঞানানাং ॥  
 মোপপদ্যতে । তথা হি বাজসনেয়িনঃ পঞ্চাশিবিদ্যাং  
 ষষ্ঠমপন্নমগ্নিমামনস্তি ‘উত্তাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি’ ইত্যাম  
 ছন্দোগান্ত তং নামনস্তি পঞ্চসংখ্যায়ৈব চোপসংহরন্তি ॥  
 য এতানেবং পঞ্চাশীন্ ‘বেদ’ ইতি । যেবাঞ্চ স গুণে  
 যেবাঞ্চ নাস্তি তেষাং কথমুভয়েষামেকা বিদ্যোপপদ্যে  
 চাত্র গুণোপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং পঞ্চসংখ্যাবিরো  
 তথা প্রাণসম্বাদে শ্রেষ্ঠাদিত্যাংশচতুরঃ প্রাণান্ বাকচক্ষুঃ  
 মনাংসি ছন্দোগা আমনস্তি । বাজসনেয়িনস্ত পঞ্চমমপ

“ভেদাম্নেতি চে”দিতি । পরিহারঃ সূত্রাবয়বঃ । “ন একস্তামপি  
 পৰ্শ্বেব সাম্পাদিকা অগ্নয়োবাজসনেয়িনামপি ছন্দোগান্যামিব বিদী  
 ষষ্ঠমগ্নিঃ সম্প্রতিরেকায়ান্দ্যতে ন তু বিদীয়তে । বৈশ্বদেব্যং তু  
 গুণো বিদীয়ত ইতি ভবতু ভেদঃ । অথবা ছন্দোগান্যামপি ষষ্ঠোহগ্নিঃ

একই বিজ্ঞান (উপাসনা) সেই সেই বেদান্তে বিহিত হইয়া  
 কথা উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত হয় না । কারণ এই যে, গুণের বা উপ  
 প্রকার সকল বেদান্তে সমান (একরূপ) নহে । নিদর্শন দেখ—বাজ  
 শাখাধ্যায়ীরা (বাজসনেয়ী = যজুর্বেদের অত্যন্ত শাখা) পঞ্চাশিবিদ্যাও  
 “সেই উপাসকের অগ্নিও অগ্নি” এবংক্রমে ষষ্ঠ অগ্নির কল্পনা করেন ।  
 ছন্দোগগণ তাহা করেন না । ছন্দোগগণ পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ ক  
 প্রস্তাব শেষ করেন । (ছন্দোগ = সামবেদের বিভাগ) যথা—“অ  
 যে উপাসক এইরূপে এই পঞ্চাশি জানে, উপাসনা করে—” ইত্যাদি  
 এক শাখায় এক গুণের উল্লেখ ও অগ্র শাখায় সে গুণের (অঙ্গের)  
 নাই ; তখন কিপ্রকারে উভয় শাখার উপাসনা এক হইতে পারে ? বা  
 গুণোল্লেখ নাই তাঁহারা অগ্র শাখোক্ত গুণকে (অঙ্গ অর্থাৎ ষষ্ঠ অর্থাৎ  
 গ্রহণ করিতে পারিবেন না । করিলে পঞ্চসংখ্যার বিরোধ হ  
 [তথা...ইতি] এইরূপ, ছন্দোগ্য-উপনিষৎপাঠীরা প্রাণোপসনার মুখ

তত্ত্ব একম্বিধি বাবৎ নেতীতি ন বক্তব্যং যত একস্যামপি বিদ্যায়াম্ তজ্জাতীয়কো  
 যুজ্যত ইতি সূত্রপদানাং ব্যাখ্যা ।—গুণের অর্থাৎ, উপাসনাপ্রকারের ভিন্নতা আছে বা  
 সকলকে বিভিন্নোপাসনা বলিতে পার না । কারণ এই যে, উপাসনা এক হইলেও  
 গুণ অর্থাৎ প্রকারভেদ সকল উপপন্ন হইতে পারে ।

১ 'স্নেহো নৈ প্রজাপতিঃ। প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্ষ  
ং বেদ' ইতি। আরাপোষাপভেদাক্ত বেদ্যভেদো ভবতি  
্যভেদাক্ত বিদ্যাভেদো দ্রব্যদেবতাভেদাদিষ যাগশ্চেতি  
। নৈষ দোষঃ। যত একস্ত্যামপি বিদ্যায়ামেবজ্ঞাতীয়কো  
ভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষষ্ঠস্থান্নৈরুপসংহারো ন সম্ভ-  
তি তথাপি দ্ব্যপ্রভৃतीনাং পঞ্চানামগ্নীনাভ্যত্র প্রত্যভি-  
য়মানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদো ভবিতুমর্হতি। ন হি ষোড়শিগ্র-  
প্রহণয়োরতিরাত্রো ভিদ্যতে। পঠ্যতেহপি চ ষষ্ঠোহগ্নি-  
ন্দোগৈঃ 'তং প্রেতং দিকৃমিতোহয়ং এব হরন্তি' ইতি।  
সনেয়িনস্ত সান্পাদিকেষু পঞ্চস্বমিষনুরভায়াঃ সমিদ্ধ-

২। অথবা ভবতু বাজসনেয়িনাং ষষ্ঠাগ্নিবিধানং মা চ ভূছান্দোগ্যানাং  
পি পঞ্চত্বসংখ্যায়্যাবিধানান্নোৎপত্তিশিষ্টং সংখ্যায়্যঃ কিন্তুৎপন্নেষ্মিষ-  
য়নিষ্ঠা সম্ব্যাহনদ্যতে সান্পাদিকানগ্নীনবচ্ছেত্তুং তেন যেষামুৎপত্তিস্তেষাং

৩। আরও চারিটা প্রাণ স্বীকার করেন। যথা—বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র  
মন। কিন্তু বৃহদারণ্যকপাঠীরা ঐস্থলে পাঁচটিমাত্র প্রাণ অধ্যয়ন করেন।  
৪—বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও রেতঃ। (রেতঃ শব্দে চরম ধাতু ও  
প্রাপতি। যে উপাসক ঐরূপ জানে অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনা করে, সে  
হাবান্ ও পশুমান হয়।) [আরাপো...পদ্যতে] যদি বল, যেমন  
ব্যর ও দেবতার ভিন্নতায় যাগের ভিন্নতা স্বীকৃত হয়, সেইরূপ, বিভিন্ন  
বাপ উদ্বাপে \* বেদ্যের অর্থাৎ উপাশ্রয় ভিন্নতা ঘটে, বেদ্যের ভেদে  
ব্যর অর্থাৎ উপাসনার পার্থক্য হয়। এস্থলে আমাদের বলব্য—তাহা হয়  
। অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ রূপভেদ উপাসনৈক্যের বিরোধী নহে। হেতু  
যে, অভিন্ন উপাসনায় ঐরূপ অন্ন গুণভেদ উপপন্ন বা স্বীকৃত হইয়া  
ক। [যদ্যপি...বাদঃ] যদিও ষষ্ঠ অগ্নির উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ  
কি একবাক্য করার সম্ভব নাই, কেননা, ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাগ্নির  
মত পর্যাস্ত নাই, তথাপি, ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে উভয়ত্রই দিব্

\* আরাপ=নিকপ। অর্থাৎ অন্য বিধান হইতে কোন একটা গুণের গ্রহণ। উদ্বাপ=  
প। অর্থাৎ কোন একটা গুণের ত্যাগ। যাগের পার্থক্য=এ একটা যাগ, সে একটা যাগ,  
রূপ ভিন্নতা। যাগের দ্রব্য ভিন্ন হইলে, একরূপ দ্রব্য না হইলে, বিভিন্ন যাগ বলিয়া  
। দেবতা ভিন্ন হইলেও যাগের ভিন্নতা হয়।

মাদিকল্পনায়া নিবৃত্তয়ে 'তস্তাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সর্বা  
ইত্যাদি সমামনস্তি স নিত্যানুবাদঃ। অথাপ্যুপাসনার্থ  
বাদস্তথাপি স গুণঃ শক্যতে ছন্দোগৈরপ্যুপসংহর্তুন্ম। ন।  
পঞ্চসম্ব্যাবিরোধ আশঙ্ক্যঃ। সাম্পাদিকান্যভিপ্রায়া ৫

প্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানায়াশ্চ সম্ব্যায়ানুবাদ্যত্বেনানুৎপত্তে  
য়মানস্ত চাধিকস্ত বোড়শগ্রহণবদ্বিকল্পসম্বৎ ন শাখান্তরে জ্ঞানত

প্রভৃতি অগ্নিপঞ্চকের পাঠ থাকায় প্রতীত হয়, উক্ত উভয় বেদান্তে  
উপাসনা কথিত হইয়াছে। সে জন্ত উপাসনাভেদ অযুক্ত। অতিরাত্র  
বোড়শী (পাত্র) গ্রহণ ও অগ্রহণ দুই প্রকার বাক্য আছে, তাই বলি  
দুইটা অতিরাত্র বাগ হইবে, তাহা হইবে না। অতিরাত্র বাগ একটা  
পূর্বসীমাংসায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেইরূপ, এই উত্তরকাণ্ডেও অর্থাৎ।  
স্তেও এক স্থানে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ ও অন্যস্থানে তাহার অনুল্লেখ দৃষ্টে প  
বিদ্যার দ্বিত্ব হইবে না, প্রত্যুত ঐক্যই হইবেক। ছন্দোগেরা (সাম  
ধ্যায়ীরা) আদৌ ষষ্ঠাগ্নির পাঠ বা উল্লেখ করেন না, এমন নহে। তাঁহ  
স্থানান্তরে ষষ্ঠাগ্নির পাঠ করিয়াছেন। যথা—“জাতিগণ এ লোক  
পরলোকগত সেই উপাসককে অগ্নিসং করিবার জন্য লইয়া  
যদিও সামবেদাধ্যায়ীরা অগ্নিমাত্রের উল্লেখ করেন, আর যজুর্বেদাধ্য  
তদতিরিক্তের অর্থাৎ সমিধ্ বিশেষের উল্লেখ করেন; তথাপি, সে  
নিত্যপ্রাপ্তের অনুবাদ মাত্র। যজুর্বেদীয়েরা সাম্পাদিক (যাহা ধা  
সম্পন্ন করিতে হয় তাদৃশ) অগ্নিপঞ্চকের অনুবর্তনে যে সমিধ্ ধূ  
কল্পনা করিয়াছেন, সেই কল্পনার সমাপ্তির কারণ তাঁহারাও “তাহার  
অগ্নি, সমিধই সমিধ” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। (এই লৌকিক  
অগ্নি, এই প্রসিদ্ধ সমিধই সমিধ অর্থাৎ কাষ্ঠ। অভিপ্রেতার্থ এই  
ষষ্ঠাগ্নির অনুবাদমাত্র, তাহা উপাসনাক্ষ নহে। দিব্ প্রভৃতি সাম্পাদিক  
পঞ্চকই উপাস্ত। তাহা উভয়বেদে সমান, স্মৃতিরূপে উক্ত উভয় বেদে  
পঞ্চাগ্নি-উপাসনা।) [ অথা...দোষঃ ] ঐ সকল কথা উপাসনার্থ—  
সনা প্রয়োজনে কথিত, স্মৃতিরূপে তদনুসারে রূপভেদ স্বীকার্য, এ  
বলিতে পার না। বলিলেও সামবেদাধ্যায়ীরা ঐ গুণটিকে (ষষ্ঠা  
অঙ্গকে) গ্রহণ করিতে পারে। তাহা তাহাদের পঞ্চসংখ্যা বিরুদ্ধ  
সে আশঙ্কা হয় না। কারণ এই যে, ঐ পঞ্চসংখ্যা সাম্পাদিকাগ্নি  
প্রায়ে অভিহিত। (দিব প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নিজ্ঞান উৎপাদন

পঞ্চসম্ব্য। নিত্যানুবাদভূতা ন বিধিসমবায়িনীত্যদোষঃ। এবং  
প্রাণসম্বাদাদিষ্প্যধিকস্ত গুণশ্চেতরজ্রোপসংহারো ন বিরু-  
ধ্যতে। ন চাবাপোদ্বাপভেদাদ্বেদ্যভেদো বিদ্যাভেদশ্চাশঙ্ক্যঃ  
কস্তচিদ্বেদ্যাংশস্তাবাপোদ্বাপয়োৱপি ভূয়সোৰ্বেদ্যবেদিত্রো-  
রভেদাবগমাৎ। তস্মাদৈকবিদ্যামেব ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্মেন হি সমাচারেহধি-  
কারাচ্চ সরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩ ॥\*

উৎপত্তিশিষ্টেহৈসিদ্ধে প্রাণসম্বাদাদয়োহপি ভবন্তি প্রত্যভিজ্ঞানাদভিন্নান্তাহ  
তান্ন শাখাস্থিতি।

তাহা অবিচাল্য করিতে হয় সে জ্ঞান (সে জ্ঞান সাংসাদিক) স্মৃতির তাহা  
প্রাণ অনুবাদ অর্থাৎ অনুবাদতুল্য; বিধির সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ নাই।  
কাবেই কথিত প্রকারে অর্পিত দোষের পরিহার হয়। [এবং...মেব]  
পঞ্চাশিবিদ্যাসম্বন্ধে এই যেমন এক স্থানস্থ অধিক গুণ অগ্ন্যহানে উপসংহৃত  
হইবার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, এইরূপ, প্রাণবিদ্যাতেও এক বেদান্তোক্ত  
অধিক গুণ (অঙ্গ) অগ্ন্য বেদান্তে উপসংহার করিলে অর্থাৎ লইয়া গেলে  
তাহা বিরুদ্ধ হইবে না। প্রক্ষেপ নিক্ষেপ ঘটিত ভেদ দৃষ্টে বিদ্যা ভেদের  
আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই যে, কোন এক স্বল্প অংশের  
আবাপ উদ্বাপ করিলেও বহু অংশে অভেদ দৃষ্ট হয় স্মৃতির সে অনুসারেও  
একা বিদ্যা অর্থাৎ একই উপাসনা, ইহা স্থিরীকৃত হয়।

\* শিরোরতমিতি স্বাধ্যায়স্ত বেদাধ্যায়নস্য ধর্মো ন বিদ্যায়াঃ। আধার্বিকানাং বিহিতং  
শিরোরতং ন বিদ্যায়াং কিন্তুধ্যায়নামতত্ত্বং বিদ্যাভেদে কারণম্। হি যতন্তথাত্মেন স্বাধ্যায়  
ধর্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আধার্বিকানাং শিরোরতমপি বেদব্রতত্বেন সমা-  
খ্যাতমিতি কথ্যন্তি। অধিকারাক্ত। অচীরব্রতোমুণ্ডকং নাথীত ইতি চার্ণিশিরোরতস্তৈব মুণ্ডকা-  
ধ্যয়নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। তন্মাদপি শিরোরতং ন বিদ্যায়াং কিন্তু মুণ্ডকাধ্যায়নাম্। সরব-  
দিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা সরা হোমা আধার্বিকৈঃ স্বত্রে উদিত একোহগ্নিরেকর্ধ্বসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধ  
তন্নিয়মো কার্ধ্য ইতি নিয়মাস্তে তথৈতৎ।—বলিয়াছিল যে, আধার্বিকদিগের শিরোরত  
আছে, অন্তের তাহা নাই, সেই জন্ম শিরোরত ধর্মটী উপাসনার ভেদক, বস্তুতঃ তাহা নহে।  
কারণ, ঐ ব্রতটী মুণ্ডকাধ্যায়নের অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উহা যে স্বাধ্যায়ের অঙ্গ, তাহা  
বেদব্রত উপদেশপ্রসঙ্গে কথিত আছে। সেখানে ঐ ব্রতকে অধ্যয়ন বলি হইয়াছে। শিরো-  
ব্রত না করিলে মুণ্ডকাধ্যায়নে অধিকার হয় না, করিলে হয়, এ কথাতেও ঐ ব্রতের বিদ্যাসম্বন্ধ

যদপ্যুক্তমাত্মকং বিদ্যাং প্রতি শিরোব্রতাদ্যপেক্ষ-  
ণাদন্তেষাঞ্চ তদনপেক্ষাং বিদ্যাভেদ ইতি । এতৎপ্রত্যুচ্যতে ।  
স্বাধ্যায়শ্চৈব ধর্মো ন বিদ্যায়াঃ । কথমিদমবগম্যতে । যত-  
স্তথাত্মেন স্বাধ্যায়ধর্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে  
গ্রন্থে আত্মকং ইদমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি সমা-  
নন্তি । নৈতদচীরব্রতোহধীত ইতি চাধিকৃতবিষয়াদেতচ্ছ-  
ল্লাদধ্যয়নশব্দাচ্চ যোপনিষদধ্যয়নধর্ম এবৈষ ইতি নির্দা-  
র্যতে । ননু চ ‘তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেচ্ছিরোব্রতং

যৈরাথর্কণিকগ্রন্থোপায়া বিদ্যা বেদিতব্য। তেষামেব শিরোব্রতপূর্ব্বাধ্যয়ন-  
প্রাপ্তগ্রন্থবোধিতা ফলং প্রবচ্ছতি নান্তথা। অন্তেষাম্ ছান্দোগ্যাদীনাং সৈব

বলিয়াছিল যে, ঐ উপাসনার আত্মকং দিগের শিরোব্রত অনুষ্ঠানের  
অপেক্ষা আছে, কিন্তু অন্তের তাহা নাই। সেই কারণে বলিতে হয়,  
শাখাভেদে উপাসনা বিভিন্ন। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ খণ্ডন  
এই যে, ঐ শিরোব্রত তাঁহাদের অধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে।  
কিসে জানিলাম, তাহা বলিতেছি। যে স্থলে বেদব্রতের উপদেশ আছে,  
(যে রূপে যে রূপে ব্রতচরণ করতঃ বেদ গ্রহণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক  
উপদেশ আছে), সেই স্থলে ঐ শিরোব্রতকে তাঁহারা অধ্যয়নান্ন বলিয়া  
কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মুণ্ডকব্রত-  
অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, অবধারিত হয়, শিরোব্রতটী  
আত্মকং দিগের মুণ্ডকব্রতেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উপাসনার  
অঙ্গ বা ধর্ম না হওয়ার তাহা উপাসনার ভেদক নহে। যে ঐ ব্রত  
অনুষ্ঠান না করে সে মুণ্ডক অধ্যয়ন করে না, এতদ্ব্যক্যস্থ অধিকৃত বিষয়,  
এতৎ-শব্দ ও অধ্যয়ন শব্দ,—এই তিনের দ্বারা ইহাই নির্দারিত হয় যে,  
ঐ ব্রতটী আত্মকং দিগের অর্থকোপনিষদ অধ্যয়নের ধর্ম, উপাসনার  
ধর্ম নহে। [ননু চ...বিদ্যাকল্পম্] যদি বল, “যাহারা এই শিরোব্রত

নিবাহিত হয়। শিরোব্রতটী আত্মকং দিগের মুণ্ডকব্রতের নিয়মিত অঙ্গ, অন্যের নহে।  
তাহার দৃষ্টান্ত সূর্য্য অর্থাৎ হোম। অর্থাৎ যেমন দোষাদি হোম আত্মকং দিগেরই নিয়মিত,  
তেমনি, ঐ ব্রতটীও তাহাদের মুণ্ডকব্রতেরই নিয়মিত (মুণ্ডক=অর্থকং উপনিষদ)।  
কল্পিতার্থ এই যে, শিরোব্রত ধর্মটী উপাসনান্ন নহে বলিয়া তাহা ভেদকারণও নহে।  
(ভাষ্যানুসারে দেখ)

বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণম্’ ইতি ব্রহ্মবিদ্যাসংযোগশ্রবণাদেকৈব  
সর্বত্র ব্রহ্মবিদ্যোতি সঙ্কীৰ্ণ্যেতৈষ ধর্মঃ, ন, তত্রাপ্যেতামিতি  
প্রকৃতপরামর্শাৎ। প্রকৃতত্বঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়। গ্রন্থবিশেষাপেক্ষ-  
মিতি গ্রন্থবিশেষসংযোগ্যেবৈষ ধর্মঃ। সরবচ্ তন্নিয়ম ইতি  
নিদর্শননির্দেশঃ। যথা চ সরাঃ হোমাঃ সপ্ত সৌর্যাদয়ঃ  
শতৌদনপর্যন্ত। বেদান্তরোদিতত্রেতাগ্ন্যানভিসম্বন্ধাদাথর্বগো-  
দিতৈকাগ্ন্যভিসম্বন্ধাচ্চাথর্বগিকানামেব নিয়ম্যন্তে তথায়মপি  
ধর্মঃ স্বাধ্যায়বিশেষসম্বন্ধাৎ তত্রৈব নিয়ম্যেত। তস্মাদপ্যন-  
বদ্যং বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩ ॥

বিদ্যা নাচীর্ণশিরোব্রতানাং ফলদেত্যাথর্বগগ্রন্থাধ্যয়নসম্বন্ধাদবগম্যতে। তৎ-  
সম্বন্ধত বেদত্রয়েনেতি নৈতদচীর্ণব্রতোহধীত ইতি সমাশ্রানাদবগম্যতে।  
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেদिति বিদ্যাসংযোগেহপ্যেতামিতি প্রকৃতপরা-  
মর্শিনা সর্বান্নাভ্যয়নসম্বন্ধাবিরোধায়ত্বর্থবিহিতৈব বিদ্যোচ্যত ইতি। সরা  
হোমাঃ সপ্ত সৌর্যাদয়ঃ শতৌদনান্তা আথর্বগিকানাং ত একস্মিন্বেবাথর্বগিকে-  
হমৌ ক্রিয়ন্তে ন ত্রেতায়ামতো বিদ্যৈকত্বম্।

বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করে তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যা—” এই শ্রুতিতে  
শিরোব্রতের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সংযোগ (সম্বন্ধ) শুনা যায়; সুতরাং  
সর্ব শাখায় একই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা স্থিরীকৃত হয়, হইলে ঐ শিরোব্রত  
ধর্মটি সঙ্কীর্ণ (সঙ্কর বা মিশ্রিত। অনিশ্চিত) হইয়া পড়ে; সে বিষয়ে  
আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা হয় না। কেননা, ঐ শ্রুতির ‘এতাং—  
এই’ এই কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই আকর্ষক। প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থ-  
বিশেষ সাপেক্ষ, সুতরাং ঐ ধর্মটি (শিরোব্রতচরণ) গ্রন্থবিশেষ সম্প-  
র্কীয়। সরবচ্ তন্নিয়মঃ—সরের ভায়ে তাহা নিয়মিত, এই সূত্রার্থ দৃষ্টান্ত  
প্রদর্শনার্থ কথিত হইয়াছে। যেমন সৌর্যাদি (সৌর্য=স্বর্যসম্বন্ধীয়)  
শতৌদন পর্যন্ত সাত প্রকার সর অর্থাৎ হোম অল্প বেদোক্ত অগ্নিত্রয়ের  
সহিত সম্বন্ধ না থাকায় এবং আথর্বগিক দিগের একাগ্নির সহিত তাহার  
সম্বন্ধ থাকায় উহা আথর্বগিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ বেদাধ্যয়ন  
বিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ঐ ধর্মটি উদধিকারেই নিয়মিত। অতএব,  
বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব পক্ষই অবশ্য অর্থাৎ অনিন্দিত।

## দর্শয়তি চ ॥ ৪ ॥\*

দর্শয়তি চ বেদোহপি বিদ্যৈকত্বং সর্ববেদান্তেষু বেদৈ-  
কত্বোপদেশাৎ ‘সর্বৈ বেদা যৎপদমায়নন্তি’ ইতি । ‘তথৈত-  
মেব বহুচা মহত্বক্বে মীমাংসন্ত এতমগ্নীবাধ্বর্যব এতং মহা-  
ব্রতে ছন্দোগাঃ’ ইতি । তথা ‘মহন্তয়ং বজ্রমুদ্যতম্’ ইতি  
কাঠকে চ । উক্তশ্চোশ্বরগুণশ্চ ভয়হেতুত্বশ্চ তৈত্তিরীয়কে  
ভেদদর্শননিন্দায়ৈ পরামর্শো দৃশ্যতে ‘যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্মু-  
দরমন্তরং কুরুতে অথ তস্মা ভয়ং ভবতি তস্তুেবাতয়ঃ বিহুবো-  
মহানন্ত’ ইতি । তথা বাজসনেয়কে প্রাদেশমাত্রসম্পাদিতস্ত

ভূয়োভূয়ো বিদ্যৈকত্বস্ত বেদদর্শনাৎ । যত্রাপি সগুণব্রহ্মবিদ্যানাং ন সাক্ষা-  
দেদ একত্বমাহ তাসামপি তৎপ্রায়পঠিতানাং তদ্বিধানাং প্রায়দর্শনাদেকত্বমেব ।  
তথাহ্যগ্ন্যপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্টা ভবেদয়মগ্ন্য ইতি বুদ্ধিরিতি । যচ্চ কাঠকাদি-

বেদও বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা—“সমুদায় বেদ যে  
প্রাপ্যকে বলেন ।” এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব  
বেদান্তবেদ্য অর্থাৎ অদ্বিতীয় উপাস্ত । বেদ্য অর্থাৎ উপাস্ত এক, সূত্রার  
উপাসনাও এক । উপাসনা ও বিদ্যা সমান কথা । একত্ব বোধক  
বেদান্তরও আছে, তাহা এই—“ঋগ্বেদীরা মহৎ উক্থে ( উক্থ=এক  
প্রকার উপাসনা ) ইহাঁকেই চিন্তা করেন, যজুর্বেদীরা যাহা করেন তাহাও  
ইনি এবং সামবেদীরাও মহাব্রতে ইহাঁকেই পূজা করেন ।” “ইনি ভেদ-  
জ্ঞের উদ্যত বজ্র মহন্তয় ।” ঈশ্বরের এই লোকভয়হেতুত্ব গুণ তৈত্তিরীয়  
উপনিষদে ভেদজ্ঞানের নিন্দার্থ পরাম্ভট ( অমুসঙ্কিত ) হইতে দেখা যায় ।  
যথা—“এই নর যদি এই অদ্বয় ব্রহ্মে অন্নমাত্র ভেদজ্ঞান স্থাপন করে  
অর্থাৎ ইহাঁকে আত্মভিন্ন বলিয়া জানে, তাহা হইলে তাহার তন্নিবন্ধন-সংসার  
ভয় হয় । কিন্তু যিনি বিদ্বান, অভেদজ্ঞানী, তাহার সম্বন্ধে ইনি অভয় ।”  
[ তথা বাজ...সিদ্ধিঃ ] যে বৈশ্বানর-বিদ্যা যজুর্বেদ ব্রাহ্মণে ( বৃহদারণ্যক  
উপনিষদে ) “ইনি প্রাদেশপ্রমিত” ইত্যাদি প্রকারে অভিহিত হইয়াছে,

\* দর্শয়তি বিদ্যৈকত্বং বেদোহপিতি পুরণীয়ম্ ।—বেদও বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার একত্ব  
প্রদর্শন করিয়াছেন ।

বৈখানরস্ত ছান্দোগ্যে সিদ্ধবচুপাদানং ‘যন্তেতমেবং প্রাদেশ-  
মাত্রমভিবিমানমাত্মনং বৈখানরমুপাস্তে’ ইতি। তথাচ সর্ব-  
বেদান্তপ্রত্যয়ত্বেনাশ্চত্র বিহিতানামুখাদীনামন্ত্রোপাসন-

সমাখ্যোপাসনাভেদ ইতি। তদযুক্তম্। এতা হি পৌরুষেয়াঃ সমাখ্যাঃ  
কঠিকাদিপ্রবচনযোগাৎ তাসাং শাখানাং ন তুপাসনানাম্। ন হেতাঃ  
কঠাদিভিঃ প্রোক্তাঃ। ন চ কঠাদ্যন্তানমাসামিতরাহুষ্ঠানেভ্যো বিশেষ্যতে।  
ন চ কঠপ্রোক্ততানিমিত্তমাত্রেন গ্রহে প্রবৃত্তৌ তদযোগাচ্চ কথঞ্চিল্লক্ষণয়ো-  
পাসনাস্থ প্রবৃত্তৌ সম্ভবন্ত্যমুপাসনাভিধানমপ্যাসাং শক্যং কল্পয়িতুম্। ন চ  
চত্বেদাভেদৌ জ্ঞানভেদাভেদপ্রযোজকৌ। মা ভূদ্ব্যখামাসামভেদাজ্জ্ঞানানা-  
মকশাখাগতানামৈক্যম্। কঠাদিপুরুষপ্রবচননিমিত্তাশ্চৈতাঃ সমাখ্যাঃ কঠা-  
দিতাঃ প্রাক্ নাসন্নিতি তন্নিবন্ধনো জ্ঞানভেদো নাসীদিদানীং চাস্তীতি দুর্ঘট-  
পদ্যেত। তস্মান্ন সমাখ্যাতো ভেদঃ। অভ্যাসোহপি নাত্র ভেদকঃ। যুক্তং  
দেকশাখাগতো যজ্ঞত্যাভাসঃ সমিদাদীনাং ভেদক ইতি। তত্র হি বিধি-  
মোৎসর্গিকমজ্ঞাতজ্ঞাপনমপ্রবৃত্তপ্রবর্তনঞ্চ কুপ্যেয়াতাম্। শাখান্তরে ত্বধ্যে-  
পুরুষভেদাদেকত্বেহপি নোৎসর্গিকবিধিব্যাকোপ ইতি। অশক্তিরাপি ন  
ভদহেতুঃ। স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্য ইতি স্বশাখায়ামধ্যয়ননিয়মঃ। ততশ্চ  
শাখান্তরীয়ানর্থানন্ত্বেভ্যন্তদ্বিধেভ্যোহধিগম্যোপসংহরিষ্যতি। সমাপ্তিশ্চৈক-  
গ্রন্থপি তৎসম্বন্ধিনি সমাপ্তে তস্ত ব্যপদিষ্ঠতে। যথাধ্বৰ্য্যবে কৰ্ম্মণি জ্যোতি-  
ষ্টমস্ত সমাপ্তিং ব্যপদিষ্ঠতি জ্যোতিষ্টোমঃ সমাপ্ত ইতি। তস্মাৎ সমাপ্তি-  
ভদোহপি ন সাধনমুপাসনাভেদস্ত। তদেবমসতি বাধকে চোদনাদ্যবিশে-  
সং সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি কৰ্ম্মাণি তানি তাশ্চেবেতি সিদ্ধম্।

ই বৈখানরবিদ্যাই ছান্দোগ্যে অনুবাদভাবে কথিত হইতে দেখা যায়।  
৪।—“যে উপাসক এই প্রাদেশ-পরিমাণ বৈখানর আত্মার উপাসনা  
রে” ইত্যাদি। ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, আরণ্যকোক্ত ও ছান্দো-  
গ্যোক্ত বৈখানর উপাসনা একই উপাসনা। সেই সেই বেদান্তে উক্তাদি  
পাসনার বিধান প্রতীত হইলেও তন্নিহ্ন বেদান্তে যে পুনর্বার সেই সেই  
পাসনার গ্রহণ দেখা যায়, তাহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,  
ক বেদান্তের অতিহিত উপাসনাই অত্র বেদান্তে গৃহীত বা কথিত হইয়াছে।  
হেতু অধিকাংশ উপাসনাই ঐরূপ অর্থাৎ উপাসনার একত্ব দেখাইবার  
উপায়ে একই উপাসনা ছই তিন বেদান্তে কথিত, সেই হেতু প্রায়ো-  
নিষ্ঠায়ে (প্রায়োদর্শনন্যায়—আধিক্য দৃষ্ট হইলে যাহাব আধিক্য তাহার  
২৫



বিধানায়োপাদানাং প্রায়োদর্শনন্যায়োনোপাসনানামপি সৰ্ব  
বেদান্তপ্রত্যয়সিদ্ধিঃ ॥ ৪ ॥

উপসংহারোহর্থান্তেদাঙ্গিধিশেষবৎ

সমানে চ ॥ ৫ ॥\*

ইদং প্রয়োজন সূত্রম্ ।

স্থিতে চৈবং সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়স্তে বিজ্ঞানানামন্যত্রোদি  
তানাং বিজ্ঞানগুণানামন্যত্রোপি সমানে বিজ্ঞানে উপসংহারে  
ভবতি । অর্থান্তেদাং । য এব হি তেবাং গুণানামেকত্রো

কক্ষিধিশেষমাশঙ্ক্য পূৰ্ব্বতত্ত্বপ্রসাধিতম্ ।

ব্যক্ষ্যমাণার্থসিদ্ধ্যর্থমর্থমাহ স্ম সূত্রকৃৎ ॥

চিন্তাপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থং সূত্রম্ ।

অত্রৈদমাশঙ্কতে । ভবতু সৰ্বশাখাপ্রত্যয়মেকং বিজ্ঞানং তথাপি শাখ  
স্তরোক্তানাং তদঙ্গান্তরাণাং ন শাখান্তরোক্তে তন্নিম্নপসংহারোভবিতুমর্হি  
তত্শৈকন্ত কৰ্মণো যাবন্মাত্রমঙ্গজাতমেকন্তাং শাখায়াং বিহিতং তাবন্মাত্রো  
বোপকারসিক্কেরধিকানপেক্ষণাং । অপেক্ষণে চাধিকমপি তত্র বিধীয়ত ন

বিধান, এরূপ যুক্তি) সমুদায় উপাসনারই সৰ্ববেদান্ত-প্রত্যয়তা নির্ণ  
হয় ।

বিজ্ঞানগণের অর্থাৎ উপাসনা-সমূহের সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়তা কথিত প্রকা  
সিদ্ধ হইলে কাষেই বিভিন্ন স্থানোক্ত বিজ্ঞানগুণের (উপাসনার অবয়বে  
অঙ্গের বা ধর্মের) সেই সেই বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উপসংহার অর্থ  
সংগ্রহ আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় । কেননা সেইরূপেই অর্থের (অর্থ  
উপাসনারূপ বস্তু) অভেদসিদ্ধি হইয়া থাকে । অর্থাৎ উপাসনার এক  
স্বসিদ্ধ হয় । [ য এব...মিহাপি ] সেই সকল অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গটি এ

\* উপসংহারঃ একাকীকরণং তচ্চ বিদ্যোকাবিচারস্য ফলম্ । অর্থান্তেদাং বিদ্যায়া অতো  
ঐক্যাক্ষেতোরিতি যাবৎ । সমানে বিজ্ঞানে সমানাত্মাং বিদ্যায়াং বিশিষেববদ্রপসংহারো তচ্চ  
দান্তোক্তবিজ্ঞানধর্ম্মাণামেকব্যোপাসনস্যাক্ষেণোপসংগ্রহঃ ভবতীতি সূত্রাক্ষরার্থঃ ।—এ  
বত গুলি উপাসনা কথিত আছে সে সকলের প্রত্যেকটিই প্রত্যেক বেদান্তের অন্তিমত । অ  
এক বেদান্তে যে উপাসনা, অন্য বেদান্তেও সেই উপাসনা । এই সিদ্ধান্তের অন্য এক ফল  
যে, সেই সেই উপাসনার অঙ্গ বা ধর্ম্মগুলি উপাসনার একত্ব বিধায় উপসংহার্য অর্থাৎ  
সেই উপাসনায় যোজনীয় । যেমন পূর্ববীমাংসায় বিধিবোধিত কৰ্ম্মের ঐক্য থাকিলে অ  
অঙ্গেরও ঐক্য সাধন করা হয়, বেদান্তোক্ত উপাসনা সৰ্বক্ষেত্রে সেইরূপ জাতিবে ।

বিশিষ্টবিজ্ঞানোপকারঃ স এবান্নত্রাপি। উভয়ত্রাপি হি তদেবৈকং বিজ্ঞানম্। তস্মাদুপসংহারঃ। বিধিশেষবৎ—যথা<sup>\*</sup> বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্মাণাং তদেবৈকমগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম সৰ্ব্বত্রেত্যর্থভেদাদুপসংহার এবমিহাপি। যদি হি বিজ্ঞান-ভেদোভবেৎ ততো বিজ্ঞানান্তরনিবন্ধত্বাদুপসংহারঃ প্রকৃতি-বিকৃতিভাবাবাচ ন স্মাদুপসংহারঃ। বিজ্ঞানৈকত্বে তু

বহিতম্। তস্মাৎ যথা নৈমিত্তিকং কৰ্ম্ম সকলঙ্গবদ্বিহিতমপ্যশক্তৌ যাবচ্ছ্য-  
ঙ্গমমুদ্ব্যতং তাবন্মাত্রাঙ্গজ্ঞানোপকারেণোপকৃতং ভবত্যেবমিহাপ্যঙ্গান্তরা-  
বিধানাদেব ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে। সৰ্ব্বত্রৈকত্বে কৰ্ম্মণঃ স্থিতে গৃহমে-  
ণীয়ন্তায়ৈন নোপকারাবচ্ছেদো যুক্ত্যতে। ন হি তদেব কৰ্ম্ম সং তদঙ্গমপেক্ষতে  
পাপেক্ষতে চেতি যুক্ত্যতে। নৈমিত্তিকে তু নিমিত্তানুরোধাদবশ্যকর্তব্যো  
র্কোপসংহারস্ত সদাতনত্বাসম্ভবাহুপকারাবচ্ছেদঃ কল্যতে। প্রকৃতোপ-  
সংহারপিও চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবিধানাৎ। গৃহমেধীস্নেহপ্যুপকারাবচ্ছেদঃ  
চাদিহ তু শাখান্তরে কতিপয়ঙ্গবিধানং তানি বিধত্তে নেতরাপি পরিসংখ্যে।

বেদান্তে উপাসনার উপকারক, অত্র বেদান্তোক্ত তন্মামক উপাসনাতেও  
সেই অঙ্গটী তদঙ্গরূপ উপকারক স্মরণ্যং তাহা তাহাতেও বোঝানীয়। অতএব,  
উভয় বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান (উপাসনা) একই বিজ্ঞান এবং সেই কারণেই  
এক বেদান্তোক্ত উপাসনাস্থের অন্যত্রোক্ত উপাসনার উপসংহার বা সংগ্রহ  
হইয়া থাকে। পূৰ্ব্বমীমাংসায় যেমন বিধিশেষের (বিধেয় পদার্থের গুণের বা  
অঙ্গের) একত্র সংগ্রহণ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ জানিবে। অগ্নিহোত্রাদি  
বাগ বিধিবোধিত, তাহার ধৰ্ম্ম বা অঙ্গ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে  
কথিত, তথাপি অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম এক বলিয়া সে সকল অগ্নিহোত্রাদি  
কৰ্ম্মের অঙ্গরূপে যোজিত হইয়া থাকে। তদ্বৎ বেদান্তেও এক উপাসনার  
একস্থানের ধৰ্ম্ম অন্যস্থানে নীত হইয়া একত্রিত করা হয়। [যদি...ভবিষ্যতি]  
বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা এক না হইয়া বিভিন্ন হইলে সেই সেই উপা-  
সনা সম্বন্ধীয় গুণ-সমূহের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব অভাবে \* উপসংহার হইতে  
পারে না। স্মরণ্যং বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের (উপাসনার) এক্য

\* প্রকৃতি=প্রথম উপদিষ্ট। বিকৃতি=প্রকৃতিমূলক উপদেশ। অগ্নিহোত্র বাগ প্রথম  
উপদিষ্ট, সেজন্য তাহা প্রকৃতি। অত্ৰাঙ্গ বাগ তাহার বিকৃতি। যে স্থলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব  
থাকে সেই স্থলে প্রকৃতির গুণ বা অঙ্গ বিকৃতি বাগে নীত হইতে পারে।

নৈবমিতি । অশ্বেষ চ প্রয়োজনসূত্রস্ত প্রপঞ্চঃ সৰ্ব্বাভেদাদি  
• ত্যারভ্য ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

অন্যথা ত্বং শব্দাদিতি চেন্মাবিশেষাৎ ॥ ৬ ॥\*

বাজসনেয়কে ‘তে হ দেবা উচুর্হন্তাস্থান যজ্ঞ উদগীথেনা  
হত্যায়ামেতি । তে হ বাচমুচুস্থং ন উদগায়ৈতি । তথা’—ইতি

ন চ তদুপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবতমাত্রবিধানম্ । তন্মাত্রকেন  
কৰ্ম্মণাঃ সৰ্ব্বান্নসঙ্গম ওৎসর্গিকোহসতি বলবতি বাধকে নাপবদিতুং যুক্ত  
ইতি ।

দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাস্থরাশ্চ । ততঃ কানীয়াস এষ দেবা  
জায়সাস্থরাঃ । শাস্ত্রজ্ঞতয়া সাত্বিক্যা বুদ্ধ্যা সম্পন্না দেবান্তে হি দীব্যন্ত ইতি  
দেবাঃ শাস্ত্রযুক্ত্যপরিব্রজিতমতয়ঃ । তামসবৃত্তিপ্রধানা অস্থরাঃ । অস্থতি:

থাকাতৈ বিজ্ঞানগুণের উপসংহার হইয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে  
এক নামক উপাসনা কথিত আছে, সেই এক নামক উপাসনা  
বেদান্তভেদ থাকাতৈ ভিন্ন কি অভিন্ন অর্থাৎ উভয় বেদান্তে একই  
উপাসনা কি তন্মামক বিভিন্ন উপাসনা, ( বৃহদারণ্যকেও পঞ্চাশি উপা-  
সনা কথিত আছে, আবার ছান্দোগ্যেও পঞ্চাশি উপাসনা অভিহিত  
আছে । অতএব তন্মামক একই উপাসনা উক্ত উভয় বেদান্তে কথিত ?  
কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত ? ) এই বিচারের পর যে একই  
উপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার ফল বলিবার জন্ত এই  
“উপসংহার” সূত্র বলা হইল । পরে যে সৰ্ব্বাভেদাৎ ইত্যাদি সূত্র বলা  
হইবে সে গুলি এই সূত্রেরই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার ( বিবরণ ), সুতরাং  
সে সকল সূত্র পুনরুক্তিদোষাত্মক নহে ।

বাজসনেয়কে অর্থাৎ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে আছে “সেই দেবতার  
পরম্পর বলা বলি করিল, আমরা যজ্ঞে ঐক্যত্ব কর্ম্মের দ্বারা অস্থর-  
দিগকে অতিক্রম করিব । অনন্তর তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমা-

\* শব্দাদিতি । বাজসনেয়কে উদগীথেনেতি কর্ত্তৃশব্দপ্রয়োগাৎ অন্তথাৎ বিদ্যানাভিমতি ব  
বক্তব্যম্ । কৃতঃ ? অবিশেষাৎ । তাবতৈব বিশেষণ বিদ্যাভেদো ন ভবত্যবিশেষতাপি  
বহুতরস্য সম্বাৎ । অন্তরূপভেদো ন বিদ্যেকাবিরোধীতি ভাবঃ ।—যজুর্বেদের আর্য্য  
ব্রাহ্মণে যে প্রণালীতে প্রাণোপসনা কথিত, ছান্দোগ্যে সে প্রক্রমে কথিত হয় নাই । সেই  
কারণে উভয় বেদান্তে বিভিন্ন উপাসনা, এ আশঙ্কা করিও না । কারণ, বহু অংশে সমানতা  
আছে, এবং বহু অংশে সমানতা থাকিলে অল্প বিশেষ ( প্রভেদ ) অসংকোর কারণ হয় না ।

প্রক্রম্য বাগাদীন প্রাণানাস্থরপাশ্ববিক্ষেপেন নিন্দিত্বা মুখ্য-  
প্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে ‘অথ হেমমাসস্ত্রং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগা-  
য়েতি তথ্যেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ’ ইতি। তথা  
ছান্দোগ্যেহপি ‘তদ্বদেবা উদগীথমাজর্জরেনৈনৈনানভিভবি-  
র্যামঃ’ ইতি প্রক্রম্যেতরান প্রাণানাস্থরপাশ্ববিক্ষেপেন নিন্দিত্বা  
চৈব মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে ‘অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ  
প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে’ ইতি। উভয়ত্রাপি চ প্রাণপ্রশং-

গৈরনিন্দিত্বৈরগ্ৰহীতৈস্তেষু তেষু বিষয়েষু রমন্ত ইত্যস্মরাঃ। অত এব তে  
গায়ামসো যতোহমী তবজ্ঞানবন্তঃ কানীনসাস্ত দেবাঃ। অজ্ঞানপূর্বকস্বাত্ত্ব-  
গানস্ত। প্রাণস্ত প্রজাপতে: সাত্বিকবৃত্ত্যুদ্ভবস্তামসবৃত্ত্যভিভবঃ কদাচিৎ।  
দাচিত্তামসবৃত্ত্যুদ্ভবোহভিভবশ্চ সাত্বিক্য বৃত্তে:। সেয়ং স্পর্ধা। তে হ দেবা  
চুঃ। হস্তাস্থরান্ যজ্ঞ উল্লীথেনাত্যাম অস্থরান্ জয়ামাশ্বিনাভিচারিকে যজ্ঞে  
ল্লীথলক্ষণসামভক্ষ্যপলক্ষিতেনৌল্লীথেনে কৰ্ম্মণেতি। তে হ বাচমুচুরিত্যা-  
না সন্দর্ভেণ বাক্ প্রাণচক্ষু:শ্রোত্রমনসামাস্থরপাপুবিদ্ধতয়া নিন্দিত্বা অথ  
হেমমাসস্ত্রমাত্রে ভবমাসস্ত্রং মুখাস্তর্কিলস্থং মুখ্যং প্রাণং প্রাণাভিমানবতীং  
বতামুচুস্ত্ব উদগায়েতি। তথ্যেত্যভ্যুপগম্য তেভ্য এব প্রাণ উদগায়ৎ তে  
রা বিহরনেন প্রাণেনৌল্লীথানোহস্থান্ দেবা অতোষাস্তীতি। তমভিভ্রত্য  
পুনরাবিধারয়স্মরাঃ। যথাস্থানমুদ্রা প্রাপ্য মুদ্রা লোষ্ঠো বা বিধ্বংসত এবং  
ধ্বংসমানা বিষক্ষোহস্মরা বিনেপ্তঃ। তদেতৎসজ্জিগ্যাহ—“বাজসনেয়কে”  
তি। তথা ছান্দোগ্যেহপ্যেতদ্বাক্মিত্যাহ—“তথা ছান্দোগ্যেহপী”তি। বিষয়ং

‘র ওল্লীথ কৰ্ম্ম কর।’ \* যজুর্ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া পরে  
ক্য প্রভৃতি প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) আস্থর-দোষ-দুষ্টিতা দেখিয়া সে সকলকে  
ল্লা করিলেন। পরে তৎকার্য্য যোগ্য বিবেচনার পর মুখমধ্যস্থ মুখ্য  
প্রাণকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন “অনস্তর তাঁহারা এই মুখভব প্রাণকে  
মুখ্য প্রাণকে) বলিলেন, তুমি আমাদের ওল্লীথ কার্য্য কর। অনস্তর  
‘তথাস্ত’ বলিল এবং সে দেবতাদের উদ্দেশে উচ্চৈরবে গান করিতে  
গিল।” [তথা ছান্দোগ্যে...সায়তে] ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ঠিক ঐরূপ

\* মনের সাত্বিকবৃত্তি সকল দেবতা। রাজনী ও তামসী বৃত্তিনিচয় অস্থর। ওল্লীথ কৰ্ম্ম  
৷ ওল্লীথাদি প্রতীক অবলম্বনে নাম ‘গান। যজুর্বেদে সম্পূর্ণ উল্লীথকৰ্ম্মকর্ত্তা প্রাণই  
সাক্ষ্যে কথিত, কিন্তু ছান্দোগ্যে উল্লীথের অবয়ব ওল্লীথ প্রাণজনে উপাস্য। এইরূপ  
কৰ্ম্ম-ভেদ দুষ্টে আশঙ্কা হয়, একই উপাসনা কিনা, পরন্তু সিদ্ধান্ত একই উপাসনা।

সয়া প্রাণবিদ্যাবিধিরধ্যবসীয়তে। তত্র সংশয়ঃ—কিম্ব  
বিদ্যাভেদঃ শ্রাদাহোম্বিৎ বিদ্যৈকত্বমিতি। কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্।  
পূর্বেণ শ্রায়েন বিদ্যৈকত্বমিতি। নমু ন যুক্তং বিদ্যৈকত্ব  
প্রক্রমভেদাৎ। অন্যথা হি প্রক্রমস্তে বাজসনেয়িনোহন্থা  
ছন্দোগাঃ। ‘স্বং ন উদগায়’ ইতি বাজসনেয়িন উদগীথস্ত  
কর্তৃত্বেন প্রাণমামনস্তি, ছন্দোগা উদগীথত্বেন তদুদগীথমুপা-

দর্শয়িত্বা বিমূশতি “তত্র সংশয়” ইতি। পূর্বপক্ষং গৃহ্মাতি “বিদ্যৈকত্বমিতি”  
পূর্বপক্ষমাক্রিণতি “নমু ন যুক্তমিতি”। একত্রোদগীত্বেনোচ্যতে প্রা  
একত্র চোদগীত্বেন। ক্রিয়াকর্ত্রোশ্চ ক্ষুটো ভেদ ইত্যর্থঃ। সমাধে

কথা আছে। যথা—“দেবতার উদগীথ অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন  
আমরা এই উদগীথের দ্বারা এই অমুরদিগকে অভিভব (জয়) করিব।  
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও এইরূপ প্রক্রমের পর ইতর প্রাণ সমূহকে (ইন্দ্রি  
দিগকে) অমুরপাপস্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা করিলেন, তৎপরে যজুর্ব্রাহ্মণে  
ত্নায় মুখ্য প্রাণকেই তৎকার্য্য-করণ-ক্ষম বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া বসি  
লেন—“এই যে মুখ্য প্রাণ, ইনিই আমাদের উদগীথ ও উপাত্ত।” প্রা  
ধান কর, দেখিবে, উভয় বেদান্তেই প্রাণের প্রশংসা করা হইয়াছে  
সুতরাং নিশ্চয় হইতেছে, উভয় বেদান্তেই প্রাণবিদ্যার (প্রাণোপাসনার)  
কথন। [তত্র...মানবাং] এই স্থানে সংশয় এই যে, উক্ত উল  
বেদান্তোক্ত প্রাণোপাসনা ভিন্ন কি অভিন্ন? পূর্বোক্ত যুক্তিতে পাওয়া  
যায়, অভিন্ন অর্থাৎ একই উপাসনা উক্ত উভয় স্থলে কথিত হইয়াছে।  
বলিতে পার, যখন প্রক্রিয়া ভিন্ন, তখন এক উপাসনা বলা অযুক্ত।  
বাজসনেয়ীরা এক প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন, ছান্দোগ্যেরা তার অ  
প্রকার বলিয়াছেন। প্রকারভেদ থাকায় উহা এক হইবার নিতান্ত অসম্ভ  
যুক্ত। বাজসনেয়ীরা “তুমি আমাদের উদগীথ কার্য্য কর” এইরূপে প্রাণের  
উদগীথ-কার্য্যের কর্তা বলিয়াছেন পরন্তু ছান্দোগ্যেরা বলিয়াছেন “প্রাণ  
উদগীথ ও উপাত্ত”। যখন উহা এক প্রণালীতে উক্ত হয় নাই তখন  
এক উপাসনা বলা কদাপি সম্ভব নহে। যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে  
তাঁহাদের প্রতি প্রত্যুত্তর এই যে, এরূপ কীর্ত্তন দোষাবহ নহে। এ  
যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞাস ভেদ দ্বারা বা বিশেষোক্তির দ্বারা উপাসনার এক  
নষ্ট হয় না। কেননা, উহার বহু অংশে অবিশেষ অর্থাৎ একরূপতা

পাকজি রে ইতি । তৎকথং বিদ্যৈকত্বং স্ফাদিত্তি চেৎ । নৈষ  
দোষঃ । ন হেতাবতা বিশেষেণ বিদ্যৈকত্বমপগচ্ছত্যবিশেষ  
চাহপি বহুতরস্তু প্রতীয়মানত্বাৎ । তথা হি দেবাস্থরসংগ্রা-  
মোপক্রমত্বং অস্থরাত্যয়াভিপ্রায় উদগীথোপগ্রাসোবাগাদিসকী-  
ৰ্ত্তনং তম্বিন্দয়া মুখ্যপ্রাণব্যাপাশ্রয়স্তদ্বীৰ্য্যাচ্চাস্থরবিশ্বঃসনমশ্চ-  
য়ল্লোষ্ট্রনিদর্শনেনেত্যেবং ‘বহবোহর্থা উভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টাঃ  
প্রতীয়ন্তে । বাজসনেয়কেহপি চোদগীথসামান্যাদিকরণ্যং  
প্রাণস্তু শ্রুতং ‘এষ উ বা উদগীথঃ’ ইতি । তস্মাচ্ছান্দোগ্যে  
হপি কর্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যম্ । তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বমিতি ॥ ৬ ॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্বাদিবৎ ॥ ৭ ॥\*

নৈষ দোষ”ইতি । বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানং কিঞ্চিল্লক্ষণয়া  
নতব্যং ন কেবলং শাখান্তরে । একস্থামপি শাখায়াং দৃষ্টমেতন্ম তত্র বিদ্যা-  
ভেদ ইত্যাহ—“বাজসনেয়কেহপি চে”তি । বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানানুগ্রহায়  
চামিত্যনেনাপি উদগীথাবয়বেন উদগীথ এব লক্ষণীয় ইতি পূৰ্ণপক্ষঃ ।

মাছে । [ তথাহি...বিদ্যৈকত্বমিতি ] দেবাস্থর যুদ্ধের বর্ণনা, অস্থরাভিভব,  
উদগীথের উল্লেখ, বাগিজিয়াদির গুণদোষ কথন, মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা,  
জাহারই সামর্থ্যে অস্থরবিজয়, প্রস্তর-মুক্তিকা-লোষ্ট্রের দৃষ্টান্ত, এ সমস্তই  
উভয় বেদান্তে অবিশেষ অর্থাৎ সমান বা সাধারণরূপে কথিত হইয়াছে ।  
যপিচ, উদাহৃত যজুর্বেদ-বাক্য অনুসারে উদগীথকর্মকর্তা প্রাণই উপাস্ত  
হয় সত্য; পরন্তু ঐ বেদের অত্র বাক্যে প্রাণের ও উদগীথের (ও-  
ধকে ব্রহ্মোপাসনার) অভেদ শ্রবণও আছে । যথা—“এই প্রাণই উদগীথ”  
ইত্যাদি । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কর্মভাবে  
উদগীথের প্রয়োগ করিয়াছেন সূতরাং লক্ষণার দ্বারা তাহার কর্তৃত্বে পর্য্যবসান  
করা আবশ্যক । ফলিতার্থ এই যে, প্রাণই উভয় বেদান্তে উদগীথরূপে  
উপাস্ত, সেই কারণে উক্ত বেদান্তদ্বয়োক্ত প্রাণোপাসনা অভিন্ন ।

\* বহুবিকল্পরূপভেদায় বিদ্যৈক্যমিতি মনসিকৃত্যাহ পূৰ্ণপক্ষী ন বেতি । বা বিকল্পে । প্রক-  
রণভেদাৎ উপক্রমভেদাৎ ন বিদ্যৈক্যমিতি যোজ্যম্ । পরোবরীয়স্বাদিবদিত দৃষ্টান্তোপন্যাসঃ ।  
ই ইতি সকারান্তম্ । পরশাসো বরঃ । বরোহুত্র বরভরঃ । ইথং পরোবরীয়ানিত্যেকং  
নং ক্রতো প্রযুক্তমিতি । তথাচ যথ্য পরমায়দৃষ্টান্তোপন্যাসোহপি পরোবরীয়স্বাদিবিশিষ্ট-

ন বা বিদ্যৈকত্বমত্র। শ্রীযাং, বিদ্যাভেদ এবাত্র শ্রীযাঃ  
কস্মাৎ। প্রকরণভেদাৎ। প্রক্রমভেদাদিত্যর্থঃ। তথা হি—ই  
প্রক্রমভেদো দৃশ্যতে। ছান্দোগ্যে তাবৎ ‘ওমিত্যেতদক্ষরমু  
গীধমুপাসীত’ ইতি। এবমুদগীথাবয়বশ্রোদ্ধারস্ত উপাস্ত্ব  
প্রস্তুত্যা রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানঞ্চ তত্র কৃত্বা ‘অথ খ্যে  
তশ্চৈবাক্ষরশ্রোপব্যাখ্যানং ভবতি’ ইতি পুনরপি তমেবোদ  
গীথাবয়বমোদ্ধারমমুর্ভূত্য দেবাস্ত্রাখ্যায়িকাদ্বারেণ তং প্রাণ  
মুদগীধমুপাসাঞ্চক্রে ইত্যাহ। তত্র যদ্যুদগীথশব্দেন সকল

বহুতরপ্রত্যভিজ্ঞানেহপি উপক্রমভেদান্তদমুরোধেন চোপসংহারবর্ণনায়ে  
কস্মিন্ বাক্যে তশ্চৈব চৌদগীথস্ত পুনঃপুনঃ সঙ্কীৰ্ত্তনাং লক্ষণায়াঞ্চ ছান্দোগ্যে

পুনর্বার পূর্বপক্ষ বা আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যেহেতু প্রক্রমে  
বা আরম্ভের প্রকার ভিন্ন, সেই হেতু প্রাণোপাসনার একত্ব বলা গ্রাহ্য  
নহে। ভিন্নতা বলাই শ্রীযা। এই প্রাণোপাসনা বিভিন্ন ক্রমে কথি  
হইয়াছে। কিরূপে বিভিন্ন? তাহা বলিতেছি। ছান্দোগ্যে যে-প্রক্রমে, কথি  
আরম্ভকে সে প্রক্রমে কথিত নহে। সুতরাং প্রক্রমের বা আরম্ভ প্রকারে  
বিভেদ থাকায় প্রোক্ত উপাসনা অবশ্যই বিভিন্ন। [ ছান্দোগ্যে...ইত্যাহ  
ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রথমে “ওঁ এই অক্ষরকে উদগীথ জ্ঞানে উপাসনা করি  
বেক।” এইরূপে উদগীথের অবয়ব (এক অংশ) ওঁকারকে উপা  
বলিয়া প্রস্তাবনা করিয়া রসতমাদিগুণে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন  
(ওঁকার পৃথিব্যাদির সারের সার এবং ওঁকারই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণে  
আকর, ইত্যাদি প্রকারে প্রণবগুণ বলিয়াছেন)। অনস্তর বলিয়াছেন  
“এই অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।” ব্যাখ্যানের পর পুনর্বার সেই  
উদগীথাবয়ব ওঁকারের অমুর্ভূতন (উত্থাপন বা আকর্ষণ) করিয়া দেবাস্ত্রের  
গল্ল বলিয়াছেন এবং তাহাতেই বলিয়াছেন “যে প্রাণ সেই উদগীথ, দেবতার  
তাহার অর্থাৎ প্রাণাভিন্ন উদগীথের উপাসনা করিল।” [ তত্র...প্রস্থানান্তরম্ ]

মূলীখোপাসন মক্ষ্যাদিত্যগতহিরণ্যাক্ষরাদিগুণবিশিষ্টৌদগীথোপাসনান্তিরং তথেষ্ট দৃষ্ট  
পদার্থার্থঃ।—উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভপ্রণালীর ভিন্নতা থাকায় উপাসনাও ভিন্ন, এক নবে  
বক্রপ পরোবরীমতাদি গুণবিশিষ্ট উদগীথ উপাসনা আদিত্যাদিগত হিরণ্যাক্ষরাদি গুণবিশি  
উদগীথ উপাসনা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ।

ক্তিরভিপ্রেয়েত তস্যাশ্চ কর্তোদগাতর্হিক্ তত উপক্রমশ্চে-  
 রুধ্যত লক্ষণা চ প্রসজ্যেত। উপক্রমতন্ত্ৰেণ চৈকস্মিন্  
 কো উপসংহারেণ ভবিতব্যম্। তস্মাদত্র তাবদুদগীথাবয়বে  
 ক্তারে প্রাণদৃষ্টিরূপাদিশ্যতে। বাজসনেয়কে তু উদগীথ-  
 দেনাবয়বগ্রহণকারণাভাবাৎ সকলৈব ভক্তিরাবেদ্যতে—ঋং  
 উদগায়েতাপি তস্যাঃ কর্তোদগাতর্হিক্ প্রাণত্বেন নিরূপ্যত  
 তি প্রস্থানান্তরম্। যদপি তত্রোদগীথসামান্যাদিকরণ্যং  
 ণস্ত তদপ্যুদগাতৃত্বেনৈব দিদর্শয়িষিতস্ত প্রাণস্ত সর্বাত্মত্ব-  
 তিপাদনর্থমিতি ন বিদ্যেকত্বমাবহতি সকলভক্তিবিশয় এব  
 তত্রাপ্যুদগীথশব্দ ইতি বৈষম্যম্। ন চ প্রাণস্তোদগাতৃত্ব-  
 ভবেন হেতুনা পরিত্যজ্যেত। উদগীথভাববদুদগাতৃত্বাব-  
 গাপাসনর্থত্বেনোপদিষ্টমানত্বাৎ। প্রাণবীর্ঘ্যেণৈব চোদগা-

সনেয়কে প্রমাণাভাবাৎ বিদ্যাভেদ ইতি রাষ্ট্রাস্তঃ। ঔকারস্তোপাস্তত্বং  
 তা রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানমোক্তারস্ত। তথাহি—ভূতপৃথিব্যোষধিপুরুষ-  
 ংধক্সাম্নাং পূর্ক্সোত্তরমুত্তরং রসতয়া সারতয়োকৃতম্। তেষাং সর্কেষাং

নে যদি উদগীথ-শব্দে সমুদায় ভক্তি (উদগীথের সকল অংশ বা সম্পূর্ণ  
 ীথ) বলা হইয়া থাকে, আর তাহার কর্তা উদগাতা ঋত্বিক হয়, তাহা  
 ল প্রদর্শিত উপক্রমের বাধা ও লক্ষণা এই দুই দোষ হয়। \* উপসংহার  
 ং প্রস্তাব সমাপ্তি উপক্রমেরই অনুরূপে হয়, তদ্বিরুদ্ধরূপে হয় না।  
 অনুরূপে, বুঝিতে হইবে, ছান্দোগ্যোক্ত উদগীথাবয়ব ঔকার প্রাণ-দৃষ্টিতে  
 স্ত কিন্তু বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদগীথ-শব্দে উদগীথাবয়ব ঔকার গ্রহণ  
 বার কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদগীথের গ্রহণ এবং প্রাণ তাহার গান  
 , ইহা নিরূপিত হয়। সুতরাং বাজসনেয় ব্রাহ্মণোক্ত পথ ও ছান্দো-  
 ক্ত পথ (প্রণালী) ভিন্ন। [যদপি...গায়ং ইতি] বাজসনেয় ব্রাহ্মণে  
 ীথের সহিত প্রাণের সামান্যাদিকরণ্য অর্থাৎ সাম্যকথন আছে সত্য;

সাম পাকভক্তিক.ও সাগুভক্তিক প্রভৃতি বহু প্রকারে গীত হয়। এখানে ভক্তিশব্দের  
 ংশ অর্থাৎ গানের এক একটা পদ বা কলি। উদগীথও এক প্রকার গান সুতরাং  
 ও ভক্তি বা পদ আছে। এই গানের প্রথম পদ ঔ। প্রথমেই ঔ অবলম্বনে উদগীথ-গান  
 হইয়া থাকে। যজ্ঞে যে ঋত্বিক অর্থাৎ যে পুরোহিত ঐ সকল গান করে, সে উদগাতা  
 প্রসিদ্ধ।



তোদগাত্রং কৰ্ম্ম করোতীতি নাস্ত্যসম্ভবঃ। তথা চ তত্রৈব  
 শ্রাবিতং ‘বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়ং’ ইতি। নঃ  
 বিবক্ষিতার্থভেদে গম্যমানে বাক্যচ্ছায়াবিস্তারমাত্রেন সমানার্থ  
 ত্বমধ্যবসাতুং যুক্তম্। তথা হৃদ্যদয়বাক্যে পশুকামবাক্যে  
 ‘ত্রেধা তগুলান্ বিভজেৎ’ পশুকামবাক্যে চ—‘যে মধ্যমা  
 স্ত্যস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমক্টাকপালং কুর্যাৎ’ ইত্যাদিনি  
 দর্শনসাম্যেহপ্যুপক্রমভেদাদভ্যুদয়বাক্যে দেবতাপনয়োঃ

রসতম-ওঁকার উক্তশ্রাব্যগোচ্যে। “ন চ বিবক্ষিতার্থভেদ” ইতি। একত্রে  
 দক্ষীণোদগাতাব্যাপ্তত্বেন বিবক্ষিতাবেকত্র তদবয়ব ওঁকার ইতি। “ত  
 হৃদ্যদয়বাক্য” ইতি। এবং হি শ্রবতে—অপি বাএতং প্রজয়া পশুভিরক্ষণি  
 বর্দ্ধয়তি অশ্ব ভ্রাহব্যং যশ্ব হবিনিরুপ্তং পুরস্তাচ্ছ্রমা অভ্যুদেতি স ত্রে  
 তগুলান্ বিভজেৎ যে মধ্যমাঃ স্ত্যস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমক্টাকপালং নি  
 পেৎ যে স্থবিষ্ঠান্তানিদ্ভায় প্রদাত্রে দধঃশচকং যে ক্ষোদিষ্ঠান্তান্ বিষ্ণবে দি  
 বিষ্ঠায় শূতে চরুমিতি। তত্র সন্দেহঃ—কিং কালাপরাধে যাগাস্তরমিদং চোদা  
 উত তেষেব কৰ্ম্ম প্রকৃতেষু কালাপরাধে নিমিত্তে দেবতাপনয় ইতি  
 এষ তাবদত্র বিষয়ঃ। অনাবাস্ত্যামেব দর্শকর্ম্মার্থঃ বেদিক্রিয়াগ্নিপ্রণয়নক্র

কিন্তু তাহাতে প্রাণের সর্বাঙ্গতা ও গানকর্তৃত্বমাত্র প্রতিপাদিত হয়, অ  
 কিছু প্রতিপাদিত হয় না। সূত্রবাং সে সামান্যাদিকরণে উপাসনাব অত্র  
 (ছান্দোগ্যোক্ত উপাসনাই যে বাজসনের ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, এরূপ  
 গৃহীত হইতে পারে না। অত্র উপনিষদে সম্পূর্ণ উদগীথ-অর্থই উদগীথশব্দে  
 প্রয়োগ, ওঁকাররূপ ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ অংশবিশেষ অর্থ নহে। সূত্র  
 ইহাতে ছান্দোগ্য অপেক্ষা বৈষম্য দেখা যাইতেছে। যদি বল, প্রাণে  
 উদগীত্ব অসম্ভব, (প্রাণ কি গান করিতে পারে?) অসম্ভব বর  
 প্রাণের উদগীত্ব অর্থ পরিত্যজ্য। উপাসনার জন্ত যেমন উদগীত্বের  
 বর্ণন, তেমনি, উপাসনার জন্তই ঐ উদগীত্বের কথন। ইহার প্রত্যুত্তর  
 বলিতে পারি, উদগাত্র কৰ্ম্ম প্রাণের সামর্থ্যেই নির্বাহিত হয়, তদনুসারে  
 প্রাণকে অবশ্য উদগীথকর্ত্তা (উদগাতা) বলা অনায়াস বা অসম্ভব নহে।  
 শ্রুতিও ঐ কথা ঐহানেই বলিয়াছেন। যথা—“যেহেতু বাক্যের ওঁ প্রাণে  
 (প্রাণকার্য্যাবিত বাক্যের) দ্বারা উদগান করিতেছে—” ইত্যাদি। [ ৩  
 চ...বং ] যখন বুঝা যাইতেছে, উভয় বেদান্তে অভিপ্রোর্থ বা উদ্দেশ্য

সিতঃ পশুকামবাক্যে তু যাগবিধিস্তথোহাপ্যপক্রমভেদাদ্

চাদিশ যজমানসংস্কারঃ । দধ্যর্থশ্চ দোহঃ । প্রতিপদি চ দর্শকর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্য-  
 গানক্রমস্তাষিকঃ । যন্ত তু যজমানস্ত কুতশ্চিদ্রমনিবন্ধনাচ্চতুর্দশ্যামেবা-  
 বাস্ত্যাবুদ্ধৌ প্রবৃত্তপ্রয়োগস্ত চন্দ্রমা অভ্যাদৌগতে ভস্মেদং শ্রয়তে—যন্ত হবি-  
 রুপ্তমিতি । তেন যজমানেনাভ্যাদিতেনামাধাত্ম্যামেব নিমিত্তাধিকারং পরি-  
 াপ্য পুনস্তদহরেব বেদ্যাক্ষরণাদিকর্ম্ম কৃত্বা প্রতিপদি দর্শঃ প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ ।  
 যাত্নাদয়ে কিং নৈমিত্তিকমিদং কক্ষাস্তরং দর্শাচ্ছোদ্যত উত তস্মিন্লেব দর্শ-  
 ণি পূর্বদেবতাপনয়নেন দেবতাস্তরং বিধীয়ত ইতি । তত্র হবির্ভাগমাত্র-  
 ণাচ্চকবিধানসামর্থ্যাচ্চ কক্ষাস্তরম্ । যদি হি পূর্বদেবতাভ্যো হবীংষি  
 ভজেদিতি শ্রয়েত ততস্তাশ্চৈব হবীংষি দেবতাস্তরেণ যুজ্যানানানি ন কক্ষা-  
 ং গনয়িতুমর্হস্তু । কিন্তু প্রকৃতমেব কর্ম্ম তদ্বিক্রমপনীতপূর্বদেবতাকং  
 তাস্তরমুচ্যং স্তাং । অত্র পুনস্ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেদিতি হবিষ এব  
 মাদিক্রমেণ বিভাগপ্রবণাং । অনপনোতা হবিষি পূর্বদেবতা ইতি পূর্ব-  
 তাবরুদ্ধে হবিষি দেবতাস্তরমলঙ্কাবকাংশং শ্রবমাণং কক্ষাস্তরমেব গোচর-  
 । অপি চ প্রাপ্তে পূর্বশ্মিন্ কক্ষণি দগন্তণ্ডুলানাং পয়সন্তণ্ডুলানাঞ্চোদ্ভাদি-  
 তাসম্বন্ধশ্চ বিধাতব্যঃ । চক্ষুঃস্পর্শবিহিতং নাস্তীতি তদপি বিধাতব্যম্ ।  
 । প্রাপ্তে কক্ষণ্যানেকগুণবিধানাং বাক্যং ভিদোত । কক্ষাস্তরং ত্বপূর্বং  
 যমেকেনৈব প্রযত্নেনানেকগুণবিশিষ্টং বিধাতুমিতি নিমিত্তে কক্ষাস্তরমেব  
 ায়তে দর্শস্ত নুপ্যতে কালাপরাধাদিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—ন কক্ষাস্তরম্ ।  
 দেবতাভ্যো হবিষী বিভাগপূর্বং নিমিত্তে দেবতাস্তরবিধানাং । চক্ষর্থশ্চ  
 প্রাপ্তে । ভবেদেতদেবং যদা ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেদিতি তণ্ডুলানাং  
 । বিভাগবিধানপরমেতদ্বাক্যং স্তাদপি তু বাক্যাস্তরপ্রাপ্ততণ্ডুলানাং ত্রেধা-  
 দ্য বিভজেদিত্যেতাবধিভেদে তত্র বাক্যাস্তরালোচনয়া পূর্বদেবতাভ্য ইতি  
 তে । তণ্ডুলানিতি অবিবক্ষিতং হবিরুভয়স্ববং । তথা চ যে মধ্যমা  
 দীনি বাক্যাগ্রপনীতে পূর্বদেবতাসম্বন্ধে হবিষস্তস্মিন্লেব কক্ষণি অপ্র-  
 ং দেবতাস্তরসম্বন্ধং বিধাতুং শকুবন্তি । তথা চ দ্রব্যমুখেন প্রকৃতমুখপ্রত্য-  
 গনাদেবতাস্তরসম্বন্ধেহপি ন কক্ষাস্তরকরনা ভবিতুমর্হস্তু । ততশ্চ সমাপ্তে-  
 নৈমিত্তিকাধিকারে নিত্যাদিকারসিদ্ধার্থং তান্যেব পুনঃ কক্ষাণ্যমুষ্ঠেয়ানি ।  
 দধনি চক্ষমিতি চক্ষুসপ্তম্যর্থয়োবিধানং তয়োৰপার্থপ্রাপ্তস্বাং । প্রকৃত-  
 ণি তণ্ডুলপেষণপ্রথনং পুরোডাশপাকাদি দধিপয়সী চ প্রাপ্তানি তত্রা-

তখন আর বাক্যভাস অবলম্বনে তদ্রূপের সমানার্থতা নিশ্চয়  
 যুক্ত নহে । ইহার নিদর্শন পূর্বমীমাংসার অভ্যুদয় বাক্য ও পশু-

বিদ্যাভেদঃ পরোবরীয়স্বাদিবৎ। যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যাসদা-  
ম্যেহপি—‘আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণং ন  
এষ পরোবরীয়ান্ উদগীথঃ স এযোহনন্তঃ’ ইতি পরোবরীয়-  
স্বাদিশুণ্ডণবিশিষ্টনুদগীথোপাসনমক্ষাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি-  
শুণ্ডণবিশিষ্টোদগীথোপাসনান্তিভিন্নং, ন চেতরেতরশুণ্ডণোপস-

ভ্যদয়নিমিত্তে দধিযুক্তানাম্পায়ুক্তানাঞ্চ তণ্ডুলানাং বিভজেদिति বাবে  
পূৰ্বদেবতাপনয়ং কৃত্বা যে মধ্যমা ইত্যাদি উর্ধ্বাকৈর্দেবতাস্তরসম্বন্ধঃ কৃত-  
ন চ প্রভূতদধিপয়ঃসংস্কৃতরসৈস্তণ্ডুলৈঃ পুরোডাশক্রিয়া সম্ভবতীতি পুরোডা-  
শনিবৃত্তৌ তদর্থস্ত প্রথনশ্রাপি নিবৃত্তিরনিবৃত্তস্ত পাকোহপবাদভাবাৎ তথা চা  
প্রাপ্তশ্চোদ্যাতে। তবত্ব বাহনেকবাক্যকরনম্। প্রকৃত্যধিকারাবগমবল-  
শ্রাপি শ্রায়াত্বাদিতি। তস্মাত্তদেবেদং কৰ্ম ন তু কৰ্মাস্তরমিতি সিদ্ধম্। প-  
কামবাক্যে ত্বপূৰ্বকৰ্মবিধিরভ্যদয়বাক্যসাক্ষ্যেহপি যঃ পশুকামঃ শ্রাৎ সো-  
মাবাস্ত্রায়ামিষ্ট্য। বৎসানপাকুৰ্য্যাৎ। যে স্থবিষ্ঠাস্তানয়য়ে সনিমতেহষ্টীকপা-  
নির্কপেৎ। যে মধ্যমাস্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্ঠায় শূতে চকুম্। যে ক্ষোদিষ্ঠায়  
নিম্ভায় এদাত্রে দধঃশ্চকুমিতি। অত্র হি অমাবাস্ত্রায়ামিষ্ট্যেতি সমাপ্তে বা-  
পশুকামেষ্টীবিধানং নাত্র পূৰ্বশ্চ কৰ্মগোহননুভূতৈর্বাগাস্তরবিধিরিতি যুক্ত-  
পরোবরীয়স্বাদিবৎ। যথোদগীথোপাসনাসাম্যেহপ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি-

কাম বাক্য। (সেখানে উপক্রমাদি অনুসারে ঐ দুই বাক্যের বিবক্ষিতা-  
ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ায় বিভিন্ন-কৰ্মবোধক বলিয়া অবধাবিত হই-  
য়াছে) যথা—“তণ্ডুল সকল তিন প্রকারে বিভাগ করিবেক।”  
অভ্যদয় বাক্যের অংশ। আর একটি বাক্য আছে তাহার নাম পশুকামবাক্য  
তাহাতে এইরূপ আছে।—“মধ্যম ভাগ লইয়া দাতৃত্বগুণবৃত্ত অগ্নির উদে  
অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করিবেক।” এ বাক্য পূৰ্ববাক্যের  
হইলেও উপক্রমভেদ থাকায় পূৰ্ববাক্যে দেবতাপরিবর্তন স্বীকৃত (পূ-  
কৰ্ম বলিয়া অবধারিত) হইয়াছে এবং পরবাক্যে যাগবিধি জরী  
হইয়াছে। \* ঐরূপ, এখানেও উপক্রমভেদ দৃষ্টে উপাসনাভেদ হই  
উচিত। অপিচ বেদান্তেও উহার অমুরূপ নিদর্শন আছে। সে নিদ-  
পরোবরীয়স্ব ও আনন্ত্য প্রভৃতি গুণ। [যথা...যিতি] “এ সকল অপো-

\* বেদে অমাবাস্ত্রায় দর্শবাগ ও পূর্ণিমায় পৌর্ণমাস যাগ করিবার বিধান আছে  
তৎপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, নৈবাং যদি অমাবাস্ত্রা অমে চতুর্দশীতে দর্শবাগের অনুষ্ঠান  
হয়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান বৃথা হয় এবং তাহাতে দর্শবাগ অসঙ্গীন ও কালাব্যর্থ

র একস্থানপি শাখায়াং, তদ্বচ্ছাখাস্তরশ্বেষপোবজ্ঞাতীয়কেবু-  
পাসনেষিতি ॥ ৭ ॥

ণবিশিষ্টোদগীথোপাসনাতঃ পরোবরীয়গুণবিশিষ্টোদগীথোপাসনা ভিন্না  
দ্বিবিদমপীতি। পরস্মাৎ পরশ্চ বর্য্যচ্চ পরীয়ানিতি পরোবরীয়গুণোদগীথঃ  
পরমাত্মরূপঃ সম্পন্নঃ। অত এবানন্তঃ পরমাত্মদৃষ্টিমুদগীথে ভাবয়িতুমাকাশো  
হইবভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ানিত্যাকাশশব্দেন পরমাত্মানং নির্দেশতি।

াকাশ (ব্রহ্ম) জ্যোষ্ঠ, আকাশই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, সেই এই পরোবরীয়ান্  
পর হইতেও পর এবং বর হইতেও বর। পর=জ্যোষ্ঠ, বর=শ্রেষ্ঠ)  
দগীথ এবং সেই সেই উদগীথ অনন্ত।” এই বাক্যের দ্বারা পরো-  
রীয়গুণবিশিষ্ট এবং অত্র বাক্যে নেত্রাধিষ্ঠিত হিরণ্যশ্রদ্ধাদিগুণে উদ-  
গীথ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। পরন্তু উভয়ত্রই পরমাত্মদর্শনাধ্যাস সমান।  
মান হইলেও দুই উপাসনা পৃথক্, এক নহে। ইহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে সিদ্ধা-  
ন্ত হইয়াছে। এখানে যেমন উক্ত বাক্যদ্বয় এক শাখা (বেদের এক  
ভাগ) হইলেও ঐ দুই বিভিন্ন গুণের উপসংহার (একত্র সঙ্কলন)  
য় নাই, অত্র শাখাগত উপাসনাস্তর সঙ্ক্ষেপে সেই ব্যবস্থা জানিবে।  
অপর্য্য এই যে, বিভিন্ন গুণ দৃষ্ট হইলে গুণী ও বিভিন্ন হয়।

যে দুষিত হওয়ায় যাগকর্ত্তার শত্রুবৃদ্ধি করে। এই দোষের পরিহারার্থ সেই স্থানে  
কটী প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বাক্যটী এইরূপঃ—“দর্শদেবতা অগ্ন্যাদির  
দক্ষে হবিঃ (যুত, তণুল, দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য) প্রস্তুত করিবার পর যদি  
দর্শন হয় অর্থাৎ চতুর্দশীতে অমাবাস্তা ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আয়োজন  
হাকে পুত্র ও পশু হইতে বিযুক্ত করে এবং শত্রুবৃদ্ধি করায়। অতএব, (দোষশাস্তির  
জ্ঞ) প্রস্তুত তণুলগুলিকে ছোট বড় মধ্যম তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া পঞ্চাঙ্গ প্রকারে  
ই সেই দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেক বা দর্শদেবতাদিগকে দিবেক। মধ্যম ভাগ  
ষ্টপাৎ সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করতঃ ঋতুগুণবিশিষ্ট অগ্নিব উদ্দেশে, স্থূলভাগ দধি-  
শ্লিত করিয়া ইন্দের উদ্দেশে এবং সূক্ষ্মভাগ দুগ্ধে চক্ৰ প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে  
দান করিবেক।” এই প্রায়শ্চিত্ত বাক্যকে অভ্যুদয় বাক্য বলে এবং ইহার পূর্বসীমাংসাসিদ্ধ  
সিদ্ধান্ত—এতদ্ব্যাকোক্ত যাগ পৃথক্ যাগ নহে। ঐ বাক্য দর্শকর্ত্তো দেবতাস্তর সঙ্ক্ষেপের  
ধায়ক মাত্র। ঐ সঙ্গে আর একটী বাক্য আছে তাহা “যে পশুকামনা করিবে সে  
বাস্তার যজ্ঞ করিয়া গোদোহনার্থ বৎস মোচন করিবেক” এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে, অব-  
শ্যে তাহা ঠিক ঐ অভ্যুদয় বাক্যের অনুরূপ বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে। তাই সীমাংসাসিদ্ধকার  
জমিনি মুনি বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পশুকামনা উপক্রমে পণ্ডিত হওয়ায় অভ্যুদয়  
বাক্যের সহিত পশুকামবাক্যের একবাক্যতা হইবেক না; প্রত্যুত, উপক্রান্ত বাক্যে অন্ত  
যক পৃথক্ যাগের বিধান হইবেক। উল্লেখ সমান হইলে যে এক জিনিশ হয় তাহা হয় না, ইহা  
দেখাইবার জন্য শ্রুতকার ব্যাস জৈমিনির সিদ্ধান্ত নিবর্ণনার্থ গ্রহণ বা প্রদর্শন করিয়াছেন।

## সংজ্ঞাতশ্চেৎ তদ্বক্তৃমস্তি তদপি ॥ ৮ ॥\*

অথোচ্যেত সংজ্ঞেকত্বাদ্বৈদ্যৈকত্বমত্র ন্যাযং উদ্গীথবি-  
দ্যোভ্যুভয়ত্রোপেকা সংজ্ঞেতি, তদপি নোপপদ্যতে । উক্তং  
হেতুং ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়ত্বাদিবদिति । তদেব  
চাত্র ন্যায্যতরং, শ্রুত্যক্ষরানুগতং হি তৎ । সংজ্ঞেকত্বত্ব  
শ্রুত্যক্ষরবাহুমুদগীথশব্দমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকিকৈক্যব্যবহৃত্তি-  
রূপচর্য্যতে । অস্তি চৈতৎ সংজ্ঞেকত্বং প্রসিদ্ধভেদেষপি

ক্ষুটতরে ভেদাবগমে সংজ্ঞেকত্বং নাভেদসাধনমতিপ্রসঙ্গাপাতাৎ  
অপিচ শ্রুত্যক্ষরালোচনয়াভেদপ্রত্যাহেত্তরঙ্গশ্চানপেক্ষশ্চ । সংজ্ঞেকত্বং

সংজ্ঞার অর্থাৎ নামের ঐক্য আছে, সেজন্যও উদাহৃত স্থলে বিদ্যা  
(উপাসনার) একত্ব । “উদ্গীথ-বিদ্যা” নামটি উভয় বেদান্তে সমা  
অর্থাৎ একই, সূতরাং তদ্বোধ্য নামীও এক অর্থাৎ অভিন্ন, এ ক  
উপপন্ন হইবে না । অর্থাৎ কেহই ঐ কথা সমর্থন করিতে পারক নহেন  
কেন? তাহা “ন বা প্রকরণভেদাৎ—” সূত্রে বলা হইয়াছে । সেথা  
যাহা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, তাহাই অধিকতর ন্যায্য । কেন-  
না, তাহাই শ্রুতশব্দের অনুরূপ । সংজ্ঞার একতা শ্রুতশব্দের বহিবর্তী  
অর্থাৎ তাহা আক্ষরিক অর্থে লব্ধ হয় না । উভয় স্থলে “উদ্গীথ”  
শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখিয়াই লোকে উপচারক্রমে তুল্য  
সংজ্ঞার ব্যবহার করে; কিন্তু তুল্যসংজ্ঞাব ব্যবহার অযথার্থ অর্থাৎ  
উপচারমাত্র । সূতরাং তাহার দ্বারা উপাসনার একতা নির্দ্ধারিত  
হইতে পারে না । পরোবরীয়ত্বাদিগুণের উপাসনা অন্ধিপুরুষ-উপাসনা  
হইতে ভিন্ন, তথাপি লোকে তদ্ব্যবহকে উদ্গীথবিদ্যা বলে । অগ্নিহোত্র,  
দর্শ, পূর্ণমাস, এই তিন্ যাগ পরস্পর ভিন্ন হইলেও কঠশাখায় পঠিত  
হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনের কাঠক-নাম প্রচারিত দেখা যায় । (অতএব,

\* চেৎ যদ্ব্যচ্যেত—সংজ্ঞাতঃ সংজ্ঞেকত্বাৎ বিদ্যৈক্যমिति তদপি নোপপদ্যত ইতি যোঃ  
নীয়ম্ । যতন্তদ্ব্যচ্যেত তদপি প্রত্যুক্তং ন বা প্রকরণভেদাদিত্যত্ । তদপি সংজ্ঞেকত্বত্ব-  
বিদ্যৈক্যমপাশ্চি কচিং ন সর্বত্রৈতি সূত্রতৎপার্থ্যম্ ।—সংজ্ঞা বা নাম এক, তাই বলিয়া  
উপাসনাও এক, এ কথা বলিতে পার না । কেন? তাহা ন বা ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে,  
দেখান হইয়াছে । সংজ্ঞার ঐক্য সংজ্ঞার ঐক্য দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা সার্বত্রিক  
নহে । তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণে স্বীকৃত হয় ।

শরোবরীয়স্বাস্থ্যাপাসনেষুদগীথবিদ্যোতি । তথা প্রাসিক্তভেদা-  
 ামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং কাঠকৈকগ্রন্থপরিপঠিতানাং  
 চাঠকসংজ্ঞেকত্বং দৃশ্যতে তথেষাপি ভবিষ্যতি । যত্র তু নাস্তি  
 চিচ্চিদেবজ্ঞাতীয়কো ভেদহেতুস্তত্র ভবতু সংজ্ঞেকত্বাদ্বিদ্যৈ-  
 চত্বং যথা সম্বর্গবিদ্যাदिषু ॥ ৮ ॥

### ব্যাপ্তেশ্চ সমগ্রসম্ ॥ ৯ ॥\*

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত । ইত্যত্রোক্ষরোদগীথশ-  
 দয়োঃ সামান্যাদিকরণ্যে শ্রয়মাণেহধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশে-  
 ণপক্ষাণাং প্রতিভানাং কতমোহত্র পক্ষো গ্ৰায্যঃ স্তাদিতি  
 বিচারঃ । তত্রাধ্যাসো নাম দ্বয়োর্ব্বস্তনোরনিবর্তিতায়ামেবাণ্য-

তিবাহুতয়া বহিরঙ্গং পৌরুষেয়তয়া সাপেক্ষং । তস্মাদ্ভূতলং নাভেদ-  
 ধনাযালমিতি ।

“অধ্যাসো নামে”তি । গোণী বুদ্ধিরধ্যাসঃ । যথা মাণবকেহনিবৃত্তায়া-  
 ইব মাণবকবুদ্ধিব্যাপদেশবৃত্তৌ সিংহবুদ্ধিব্যাপদেশবৃত্তিঃ সিংহোমাণবক ইতি ।  
 বং প্রতিমাযাং বাসুদেববুদ্ধির্নামি চ ব্রহ্মবুদ্ধিস্তথোক্তার উল্লীথবুদ্ধিব্যাপদেশা-

ংজ্ঞা বা নাম একরূপ হইলেই যে তদ্বলে সর্বত্রই সংজ্ঞীর বা নামীর একত্ব  
 বর্ণিত হয়, তাহা হয় না ) [ যত্র তু...দিষু ] যেস্থলে বিশিষ্ট কারণ থাকে  
 সেই স্থলেই নামভেদ দ্বারা বিদ্যাভেদ হয় । যেমন সম্বর্গবিদ্যা ( তন্মাসিক  
 পাসনা ) স্থলে হইয়াছে ।

“ওঁ ইহা অক্ষর ও উদগীথ, ইহার উপাসনা করিবেক ।” এই শ্রুতিতে  
 । অক্ষরের ও উদগীথের সামান্যাদিকরণ্য ( তুল্যার্থতা ) শ্রুত হইতেছে ।  
 সামান্যাদিকরণ্যের দ্বারা অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ, এই পক্ষ-  
 তুষ্ঠয়ের অন্ততম গৃহীত হইতে পারে বটে ; কিন্তু কোন্ পক্ষের গ্রহণ  
 ঐকি গ্ৰায্য তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক । [ তত্রাধ্যাসো...বুদ্ধিরিতি ]

\* চতুর্থঃ । “ওঁ ইত্যাক্ষরং উদগীথঃ—” ইত্যত্রোক্ষরোদগীথয়োঃ সামান্যাদিকরণ্যপ্রবাণং  
 ধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানে তত্র কতমঃ পক্ষঃ সাধীয়ানিতি বিচারণায় তু-  
 দহাননিবেশনীয়চ-পক্ষেন অধ্যাসাদিত্রয়ং সাবদ্যত্বেন ব্যাবর্ত্য বিশেষণপক্ষ এবোপাদীয়ত  
 ত ভাবঃ । ব্যাপ্তেশ্চৈতোরোমিত্যাস্যোক্তীথমিত্যেচ্ছিশেষণমেব সমগ্রসং নিয়বদ্যং কল্পনালাঘ-  
 দিত্যাক্ষরযোগজনা ।—“ওঁ এই অক্ষর উল্লীথ” এই বাক্যে অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব অর্থাৎ  
 ভেদ ও বিশেষণ, এই চারি প্রকার অর্থ প্রতীত হইতে পারে । উদ্ভাষণে প্রথমোক্ত তিন

তরবুদ্ধাবন্যতরবুদ্ধিরধ্যস্ততে। যস্মিন্মিতরবুদ্ধিরধ্যস্ততেহমুবর্ত্ত  
এব তস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরধ্যস্তেতরবুদ্ধাবপি। যথা নান্নি ব্রহ্মবুদ্ধ  
বধ্যস্তায়ামপ্যনুবর্ত্তত এব নামবুদ্ধিন্ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ত্যতে  
যথা বা প্রতিমাдиষু বিষ্ণুদিবুদ্ধ্যধ্যাস এবমিহাপ্যক্ষরে উ  
গীথবুদ্ধিরধ্যস্তোত উদগীথে বাহক্ষরবুদ্ধিরিতি। অপবায়ো  
নাম যত্র কস্মিংশ্চিদ্বস্তনি পূর্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিশি  
তায়্যাং পশ্চাত্তপজায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্বনিবিষ্টায়া মিথ্যা  
বুদ্ধে নিবর্ত্তিকা ভবতি। যথা দেহেন্দ্রিয়সজ্জাতে আত্মবুদ্ধিরায়  
শ্চেবাত্মবুদ্ধ্যা পশ্চাত্তাবিত্যা 'তত্ত্বমসি' ইত্যনয়া যথার্থবুদ্ধ  
নিবর্ত্ত্যতে। যথা বা দিগ্ভ্রান্তিবুদ্ধিদিগ্‌যথার্থবুদ্ধ্যা নি

বিতি অপবাদৈকত্বম্। বিশেষণানি চোক্তানি। একার্থেহপি চ শব্দ  
প্রয়োগো দৃষ্টতে। যথা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা। বিজ্ঞানমানন্দম্। ব্যাখ্যায়

অনেক স্থলে দুই বিভিন্ন পদার্থে সেই সেই পদার্থাকার জ্ঞান লুপ্ত হ  
না অথচ একে আর জ্ঞান অধ্যারোপিত হইয়া থাকে। যাহাতে অ  
প্রকারের জ্ঞান আকৃষ্ট করান হয় এবং সেই আকৃষ্টজ্ঞানের সঙ্গে য  
সে বস্তুর জ্ঞান অনুবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুতে তাদৃশ আ  
পিত জ্ঞান অধ্যাস সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই অধ্যাস-লক্ষণটী অল্প কথা  
বলিতে হইলে “বুদ্ধিপূর্বক বা জ্ঞানপূর্বক এক পদার্থে অপর পদার্থে  
অভেদ চিন্তা করার নাম অধ্যাস” এইরূপ বলাই সম্ভব। যেমন “নাম ব্রহ্ম  
ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যারোপিত (স্থাপন) করিলেও ব্রহ্মবু  
নাম বুদ্ধির অনুবর্ত্তন নিবেদন করে না। অর্থাৎ নাম জ্ঞান লুপ্ত হয় না অথ  
তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির থাকে। ইহার নিদর্শন নামকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা অর্থা  
নামোপাসনা করা। নামোপাসনাই অধ্যাসের অন্যতম নিদর্শন। প্রতিমা  
ও শালগ্রাম-শিলায় যে বিষ্ণুদিজ্ঞান, তাহাও অধ্যাস। এতন্নিদর্শনানুসারে  
ও অক্ষরে উদগীথের অধ্যাস? কি উদগীথে ও অক্ষরের অধ্যাস  
(বুদ্ধিপূর্বক অভেদ জ্ঞান জন্মান?) তাহা বিচার্য। [অপবাদো...বুদ্ধিঃ  
অপবাদ কি, তাহাও বলিতেছি। কোন এক পদার্থে পূর্বস্থাপিত মিথ্যা

প্রকার সমগ্রসং অর্থাৎ সমস্ত হয় না। ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ বিশেষণ পক্ষই সমস্ত হয়। কলিতার্থ-  
ওকারে প্রাণ দৃষ্টি বিধানার্থ ঐ উল্লীখ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে এই অর্থই একী  
ও সমস্ত হয়। (ভাব্যানুবাদ দেখ)।

তে। এবমিহাপ্যক্ষরবুদ্ধোদগীথবুদ্ধির্মিবর্ত্তেতঃ উদগীথবুদ্ধ্যা  
 হক্ষরবুদ্ধিঃ। একত্বত্বক্ষরোদগীথশব্দয়োঃ নতিরিত্তার্থবৃত্তি-  
 ।। যথা দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণো ভূমিদেব ইতি। বিশেষণং  
 ঃ সর্ববেদব্যাপিনঃ ওমিত্যেতস্ত্যক্ষরস্ত গ্রহণপ্রসঙ্গে ঔদ্-  
 ত্রবিষয়স্ত সমর্পণম্। যথা নীলং যদুৎপলং তদানয়েতি।

গায়ামপি সহপ্রয়োগো যথা দিক্কুরঃ করী পিকঃ কোকিল ইতি। বিষ্ণু-

দৃষ্টীভূত আছে, এমত অবস্থায় যদি যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়া পূর্বনিবিষ্ট  
 যাজ্ঞানকে বিদূরিত বা বিনষ্ট করে, তাহা হইলে তাহা অপবাদ  
 য়া গণ্য। এই অপবাদের অন্য নাম “বাধ”। এখন এই দেহে-  
 দিসংঘাতে আত্মবুদ্ধি (অহং জ্ঞান) স্থির আছে, তত্ত্বমস্তাদি-বাক্যের  
 । ও তদর্থের মনন নিদিধ্যাসনের পব ইহাতে আর আত্মবুদ্ধি থাকিবে  
 আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি জন্মিবে, জন্মিয়া, পূর্বাধিষ্ট মিথ্যাবুদ্ধিকে তিরোহিত  
 বিনষ্ট করিবেক, করিলে ইহার বাধ বা অপবাদ সুসম্পন্ন হইবেক।  
 সম্বন্ধে লৌকিক উদাহরণও আছে। যেমন দিক্তত্ব সাক্ষাৎকার  
 ল দিগ্ভ্রান্তির বাধ বা অপবাদ হয় তেমনি। এতদ্বিদর্শনানুসারে  
 াবিত ঔ অক্ষরে অক্ষরবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্বপ্রথিত উদগীথ বুদ্ধি  
 রিণীয়? কি উদগীথ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্বপ্রথিত অক্ষরবুদ্ধি  
 ধনীয়? একরূপ বিচারও হইতে পারে। [ একত্বত্ব...সীতেতি ] একত্ব-  
 ার অর্থ বাস্তবভেদ। অর্থাৎ অক্ষর ও উদগীথ এই দুএর অর্থ  
 ভদ না থাকা। দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ, ভূদেব, এ সকল শব্দ যজ্ঞপ, ঔ  
 র ও উদগীথ কি তজ্ঞপ? উহার মধ্যে কি কোনরূপ প্রভেদ নাই? একরূপ  
 য বা প্রস্ন হইতেও পারে। বিশেষণ কি, তাহাও বলিতেছি। ব্যাবর্ত্তক  
 বিশেষণ তুল্যার্থ। ঔ অক্ষরটী সর্ববেদব্যাপী, সেই জন্ত ঔ বলিলে সর্ব-  
 ব্যাপী প্রণবের গ্রহণ হইতে পারে। উদাহৃতস্থলে তাহার ব্যাবর্ত্তন  
 ৎ ঔকারের অন্যান্য স্থান নিষেধ করিয়া ঔ অক্ষরকে কেবলমাত্র  
 াত্র (উদগাতা = সামগায়ক ঋত্বিক বা পুরোহিত। ঔদগাত্র = উদগাতা যে  
 করে তাহা অর্থাৎ সামগান করা) বিষয়ে সমর্পণ করাইতেছে বলিয়া  
 াথশব্দ ঔ অক্ষরের বিশেষণ। যেমন লোকে বলে, যে উৎপলটী নীল,  
 া আন; তেমনি শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যে উদগীথ ঔকার—তাহার



এবমিহাখ্যুদগীথে। য ওঙ্কারস্তমুপাসীতেতি । এবমেতন্নি  
সামান্যধিকরণ্যবাক্যে বিম্বশ্রমাণে এতে পক্ষাঃ প্রতিভাস্তি  
তত্রাত্তমনির্ধারণে কারণাভাবানির্ধারণপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে  
ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসমিতি । চশব্দোহয়ং তুণ্ডস্থাননিবেশী পক্ষ  
পক্ষত্রয়ব্যবর্তনপ্রয়োজনঃ । তদিহ ত্রয়ঃ পক্ষা সাবদ্যা ইতি  
পর্য্যদশ্রুন্তে বিশেষণপক্ষ এবৈকো নিরবদ্য ইত্যুপাদীয়তে  
তত্রাধ্যাসে তাবৎ যা বুদ্ধিরিতরত্রাধ্যাত্মতে তচ্ছব্দশ্চ লক্ষণা  
তিত্বং প্রসজ্যেত ফলঞ্চ কল্যেত । শ্রীযত এব ফলং ‘আপয়িত্ব  
হ বৈ কামানাং ভবতি’ত্যাदीতি চেৎ, ন । তস্মান্ফলফলত্বাৎ

জ্ঞানধাবসায়লক্ষণং পক্ষং গৃহীতি—“তত্রাত্তমং”তি । সিদ্ধান্তমাহ—  
“মুচ্যতে ব্যাপ্তেচ্চ” । প্রত্যক্ষবাকস্পৃহ্যচমুপক্রমে চ সমাপ্তৌ চোঙ্কারঃ ক  
বেদব্যাপীতি কিস্ততোহযমোঙ্কারস্তত্তদাপ্যাদিগুণবিশিষ্টস্তস্মৈ তস্মৈ কামা  
প্তাদিফলায়োপাত্তত্বেনাধিক্রিয়ত ইত্যপেক্ষায়ামুদগীথপদেনেতি বিষয়ঃ  
উদগীথপদেনোঙ্কারাদ্যবয়বটীতসামভক্তিভেদাভিধায়িনা সমুদায়স্থাবয়বতা  
মুপপত্তেস্তৎসম্বন্ধ্যবয়ব ওঙ্কারো লক্ষ্যতে ন পুনরোঙ্কারেণাবয়বিন উদগী  
লক্ষণা । ওঙ্কারস্তেবোপরিষ্ঠাত্তু তত্তদগুণবিশিষ্টশ্চ তত্তৎফলবিশিষ্টশ্চ যো  
ব্যাত্মাত্মমানত্বাৎ । দৃষ্টশ্চ সমুদায়শব্দোহবয়বে লক্ষণয়া যথা গ্রামো ন  
পটৌ দগ্ধ ইতি তদেকদেশদাহে । অধ্যাসে তু লক্ষণা ফলকল্পনা চ ।  
তত্রাপ্যাদিগুণকুপ্রণবোপাসনাদিদমুদগীথতোপাসনস্প্রণবস্তাত্মাৎ । ন চাত্রাধ্য  
উপাসনেষিব ফলং শ্রীযতে । তস্মাৎ কল্পনীয়ম্ । উদগীথসম্বন্ধিপ্রণবো  
সনাধিকারপরে বাক্যে পরার্থে নাযং দোষঃ । অপি চ গোণ্যা বুত্তেরক্ষ

উপাসনা কর। [এব...মিতি] “ওঁ অক্ষর উদগীথ” এ বাক্যের বিচার  
আরম্ভ করিলে প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিশ  
কারণের অভাবে কোন একটা নির্দিষ্ট প্রকার বা পক্ষ স্থির হয় না। অ  
মূত্রকার্য পক্ষ স্থির করণার্থ মূত্র বলিলেন, “ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসম্।” [  
শব্দো...ফলম্] পরাভিমত পক্ষত্রয় ব্যাবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে তু  
নিবেশের পরিবর্তে চ-শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যাপ্ত  
বলিতে ব্যাপ্তেস্ত বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। সদোষ বহি  
অধ্যাসাদি পক্ষের পরিত্যাগ এবং নির্দোষ বলিয়া কেবলমাত্র বিশ  
পক্ষের গ্রহণ শ্রাব্য। অধ্যাসপক্ষের দোষ এই যে, উদগীথের জ্ঞান ও

প্ৰাতিপাদ্যফলং হি তৎ নোদগীথাধ্যাসফলম্ । অপবাদে-  
 ষ সমানঃ ফলাভাবঃ । মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ ফলমিতি চেৎ, ন,  
 স্বার্থোপযোগানবগমাৎ । ন চ কদাচিদপ্যেক্ষারাদোক্ষার-  
 নিবর্ততে উদগীথাদ্বোক্তীথবুদ্ধিঃ । ন চেদং বাক্যং বস্তু-  
 প্রতিপাদনপরম্ । উপাসনবিধিপরত্বাৎ । নাপ্যেকত্বপক্ষঃ  
 চ্ছেতে । নিপ্ৰায়োজনং হি তদা শব্দদ্বয়োচ্চারণং স্তাৎ ।  
 কনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ । ন চ হোত্রবিষয়ে বাহ্যার্থ্যব-  
 য়ে বাহুক্ষরে ওঙ্কারশব্দবাচ্যে উদগীথপ্রসিক্তিরস্তি । নাপি  
 লয়াম্ । সামান্যং দ্বিতীয়ায়াং ভক্তাবুদগীথশব্দবাচ্যায়ামোঙ্কার-

র্সলীয়সী লাঘবাৎ । লক্ষণয়া হি লক্ষণীয়পরত্বং পদস্ত তত্ত্বৈব বাক্যার্থা-  
 গাবাৎ । যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি লক্ষ্যমাণস্ত তীরস্ত বাক্যার্থেস্তর্ভাবো-  
 দ্রণতবা । গোঁরাহীক ইত্যত্র তু গোসম্বন্ধিতিষ্ঠমুত্রপূর্বাধিলক্ষণয়া ন  
 রত্বং গোশব্দস্ত । অপি তু তৎকক্ষাধ্যবসিততদ্গুণযুক্তবাহীকপরত্বমিতি

স্ত (আরোপ) করিলে, ওঙ্কারে তদ্বাচক উদগীথ শব্দের লক্ষণাস্বীকার  
 তে হইবে এবং পৃথক ফলকল্পনাও করিতে হইবে । লক্ষণা করিতে  
 । যে লব্ধকের প্রয়োজন হয়, অসিক্ততা বিধায় সে সম্বন্ধও কল্পনীয়  
 সম্বন্ধের, লক্ষণাব ও ফলের কল্পনা অবশ্যই গোরব দোষাত্মা ।  
 বল, ফলশ্রুতি আছে, তু-শব্দার্থক চ-শব্দের প্রয়োগে ইহাই জানান  
 ছে যে, “এই উপাসনা উপাসকের কামনাসমূহের প্রাপক, যে  
 মনা করে সে কাম প্রাপ্ত হয়” সেই শ্রুত ফলই হইবে, কল্পনা  
 ত হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তর—ঐ শ্রুত ফল অধ্যাসের নহে,  
 আশ্রয়াদিষ্ঠানের ফল । [অপবাদেহপি...পরত্বাৎ] অপবাদ পক্ষেও  
 ভাব অর্থাৎ কোনরূপ ফল নাই । মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিই ফল এ কথা  
 ন্যা । কেননা, তদগত মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য নহে ।  
 তে কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? অপিচ, কোনও কালে ওঙ্কারে  
 -বুদ্ধির ও উদগীথে উদগীথ-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না । আরও কথা  
 যে, ‘ঐ বাক্য উপাসনা বিধায়ক, বস্তুতঃ প্রতিপাদক নহে । বস্তু-  
 প্রতিপাদক হইলেও কথঞ্চিৎ সাফল্য থাকিত । [নাপ্যেকত্ব...স্তাৎ]  
 পক্ষও সম্ভব নহে । একই (অনতিরিক্তার্থ) পক্ষে ও উদগীথ

নিবর্তয়িতুং ব্রহ্মভেদবিবক্ষা জীবন্ত সৰ্গগতত্বাদি বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ  
 যদানন্তরী জীবন্ত সৰ্গগতত্বাদি বিবক্ষাতে তত্বেবব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সৰ্গগত-  
 ত্বাদি বিবক্ষ্যতামিতি যুক্তম্ । যদপ্যুক্তং ব্রহ্মপূরমিতি জীবেন পরন্তোপ-  
 লব্ধিত্বাত্মজ ইব জীবতৈবেদং পূরশামিনঃ পূরৈকদেশবর্জিতমস্তীত্যত্র  
 ক্রমঃ । পরতৈবেদং ব্রহ্মণঃ পূরং সচ্ছরীরং ব্রহ্মপূরমিত্যুচ্যতে ব্রহ্মশব্দস্ত  
 তস্মিন্ সুখ্যাৎ । তত্ৰাপ্যন্তি পূরণানেন সম্বন্ধ উপলব্ধিষ্ঠানত্বাৎ । স  
 এতশ্চাজীবঘনাৎ পরাৎপরং পুৰিশয়ং পুরুষমীক্যতে স বা অয়ং পুরুষঃ  
 সৰ্গানু পূৰ্ণ পুৰিশয় ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । অথবা জীবপূরে এবামিন্ ব্রহ্ম  
 সন্নিহিতমুপলভ্যতে । যথা শালগ্রামে বিষ্ণুঃ সন্নিহিত ইতি তদ্বৎ তদ্যথৈহ  
 কৰ্ম্মচিতো লোকঃ কীরতে এবমেবাসুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ কীরত ইতি চ  
 কৰ্ম্মণামন্তবৎকলত্বমুক্তাং য ইহান্নানমহুবিদ্যা ব্রহ্মন্তোতাংস্ সত্যান্ কামান্

অর্গলোপমিত হৃদয়াকাশের পুণ্ডরীকবেষ্টন নিবৃত্তি করা যায় না, যেহেতু  
 ব্রহ্মভেদবিবক্ষা করিলেও জীবের সৰ্গগতত্ববিবক্ষিত আছে, তথাপি  
 আশ্চর্যরূপে জীবের সৰ্গগতত্ব বিবক্ষা হয়, কিন্তু ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সৰ্গগতত্ব  
 বিবক্ষা করাই যুক্ত । আর যে শরীর ব্রহ্মপূর বলিয়া উক্ত হইয়াছে,  
 তাহাও জীবতে পরমাত্মার উপলব্ধিগত হইতেছে । যেমন রাজা  
 রাজ্যের একাংশে বাস করিলেও তাহাকে রাজ্যাধিপতি বলা যায়,  
 সেইরূপ পূরশামী জীবের শরীররূপ পূরের একদেশবৃত্তিও সত্ত্বেও  
 তাহাকে পূরাধিপতি বলিয়া থাকে । ইহাতে বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্মেরই  
 এই শরীররূপ পূর ; অতএব শরীরকে ব্রহ্মপূর বলিয়া থাকে । যেহেতু  
 পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের সুখ্যার্থ এবং এই শরীরের সহিত সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধ  
 আছে, যেহেতু এই শরীরে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান উপলব্ধি হয় । “স বা  
 এতশ্চাজীবঘনাৎ পরাৎপরং পুৰিশয়ং পুরুষ মীক্যতে” ইত্যাদি শ্রুতিই  
 উক্তার্থের প্রমাণ । অথবা জীবরূপ পূরেতে সন্নিহিত হইলেই ব্রহ্মকে  
 লাভ করা যায় । যেমন শালগ্রামচক্রে বিষ্ণু সন্নিহিত হয়েন, সেইরূপ  
 ব্রহ্ম জীবতে সন্নিহিত হইয়া থাকেন । আর “যেমন বাহারা কৰ্ম্ম সংকল্প  
 করে, তাহারা ক্ষয় পায়, এইরূপ বাহারা পুণ্যসংকল্প করে, তাহারও ক্ষয়

তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি প্রকৃতদহরাকাশবিজ্ঞানস্তা-  
নন্তরলব্ধং বদন্ পরাশ্রয়মস্তা হুচয়তি । যদপ্যেতচ্ছত্বে ন দহরাকাশস্তা-  
দেষ্টব্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ শ্রুতং পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিত্যত্র  
ক্রমঃ । যদ্যাকাশো নােষ্টব্যত্বেনোক্তঃ ত্ৰাৎ যাবান্ বা অয়মাকাশ-  
স্তাবানেষোহন্তর্জগদায় আকাশ ইত্যাদ্যাকাশস্বরূপপ্রদর্শনং নোপযুক্ত্যেতৎ ।  
নেষ্টব্যত্বপ্যন্তর্জগদবস্তুসম্ভাবদর্শনাত্মৈব প্রদর্শ্যতে তচ্ছব্দঃ ক্রয়ঃ যদিদমগ্নিন্  
ত্রুপ্তপুংসে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম দহরোহগ্নিস্তরাকাশঃ কিং তত্র বিদ্যতে  
যদেষ্টব্যং যদ্বাং বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাক্ষিপ্য পরিহারাবসরে আকাশৌ-  
পযোগক্রমেণ দ্যাবাপৃথিব্যাদীনামন্তঃসমাহিতদর্শনাৎ নৈতদেবম্ ।  
এবং হি সতি যদন্তঃসমাহিতং দ্যাবাপৃথিব্যাদি তদেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসি-  
তব্যকোক্তং ত্ৰাৎ । তত্র বাক্যশেষো নোপপদ্যেত অগ্নিন্ কামাঃ সমা-  
হিতাঃ এষ আত্মাপহতপাপু ইতি হি প্রকৃতং তৎ দ্যাবাপৃথিব্যাদিসমা-  
ধানাধারমাকাশমাক্রিয়াৎ য ইহায়ানমহুবিদ্য ত্রুপ্ত্যেতাতঃ ৬ সত্যান্  
কামানিতি সমুচ্চয়ার্থেন চলঙ্ঘনাস্থানঞ্চ কামাধারমাপ্রিতাতঃ ৬ কামান্

পাইয়া থাকে” এইরূপে কর্মকলের বিনশ্বরূপ নিরূপণ করিয়া “যাহারা  
আত্মাকে জানে, তাহারা সত্যকামপ্রাপ্ত হয় ও সর্বলোকেতে কামচারী  
হইতে পারে” এইরূপে প্রকৃত হৃদয়াকাশবিজ্ঞানের অনন্ত কল কীর্তন-  
করত হৃদয়াকাশের পরমাত্ম হুচনা করেন । আর যে উক্ত হইয়াছে,  
হৃদয়াকাশের অন্বেষণ ও বিজ্ঞানেচ্ছা নাই, যেহেতু তাহার পরবিশেষণো-  
পাদান আছে । এইরূপ বক্তব্য এই যে, যদি আকাশ অেষ্টব্য না হয়,  
তাহাহইলে “যেমন এই আকাশ, সেইরূপ অন্তর্জগদাকাশ” এইরূপে  
আকাশস্বরূপ প্রদর্শন উপযুক্ত হয় না । যদি ইহাও অন্তর্জগদবস্তু সম্ভাব-  
প্রদর্শনার্থ হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, এই ত্রুপ্তপুংসে যে হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ  
বেশ্ম আছে, সেই অন্তরাকাশে কি আছে ? যাহা অন্বেষণ করা যায়,  
কিবা যাহা জানিতে ইচ্ছা হয় ? এইরূপ আক্ষেপ করিয়া তাহার পরিহার-  
বসরে আকাশৌপযোগক্রমে পৃথিবী ও স্বর্গের অন্তর্জগদ দর্শন আছে, ইহা  
বলা যায় না । কারণ এইরূপ হইলে যাহা পৃথিবী ও স্বর্গাদির অন্তঃ-

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞেয়ান্ বাক্যাশেষো দর্শয়তি । যন্মাদ্বাক্যোপক্রমেহপি দহর এবাকাশে;  
হৃদয়পুণ্ডরীকাধিষ্ঠানঃ সহাস্তঃশৈবঃ সমাহিতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সঠৈঃ  
কাতৈঃ বিজ্ঞেয় উক্ত ইতি গম্যতে । স চোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বর  
ইতি ॥ ১৪ ॥

দহরঃ পরমেশ্বর উত্তরেভ্যো হেতুভ্য ইতুক্তম্ । ত এবোত্তরে হেতব  
ইদানীং প্রপঞ্চ্যন্তে । ইতচ্চ পরমেশ্বর এব দহরো যন্মাং দহরবাক্যশেষে  
পরমেশ্বরশ্চৈব প্রতিপাদকৌ গতিশব্দৌ ভবতঃ । ইমাঃ সর্গাঃ প্রজা  
অহরহর্গচ্ছন্তা এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দতীতি তত্র প্রকৃতং দহরং ব্রহ্মলোক-  
শব্দেনাভিধায় তদ্বিবর্য গতিঃ প্রজাশব্দবাচ্যানাং জীবানাম্ অভিধীয়মানা  
দহরস্ত ব্রহ্মতাং গময়তি তথা হৃদয়হজ্জীবানাং সুখ্যাংস্বায়াং ব্রহ্মবিষয়ং  
গমনং দৃষ্টং ঐশ্বর্যে সত্য সোম্য সদা সম্পন্নৌ ভবতীত্যেবমাদৌ ।  
লোকেহপি কিল গাঢ়ং সুখপ্ৰমাচক্ষতে ব্রাহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গত ইতি ।

সমাহিত, তাহাই অন্বেষণ করিবে এবং জানিতে ইচ্ছা করিবে । ইহা উক্ত  
হইতে পারে, বাহাতে সকল কামনা সমাহিত আছে, তিনিই আত্মা এবং  
সর্বপাপবিহীন, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশরূপে  
প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ১৪ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বক্ষ্যমাণ কারণসমূহে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ,  
এইক্ষণ সেই সকল কারণ প্রপঞ্চিত হইতেছে । এই সকল কারণেই পর-  
মেশ্বর হৃদয়াকাশরূপ, যেহেতু বাক্যাশেষে গতি ও শব্দ, ইহার। পরমেশ-  
ব্রেরই প্রতিপাদক হইতেছে । এই সকল প্রজা অহরহ গমন করিয়াও  
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না । এইস্থলে ব্রহ্মলোকশব্দে প্রকৃত  
হৃদয়াকাশ কহিয়া তদ্বিবর্য গতি প্রজাশব্দবাচ্য জীবকথনপূর্বক হৃদয়-  
কাশের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে এবং সর্গদাই জীববর্গের সুখি  
অবস্থাতে ব্রহ্মবিষয় গমন দৃষ্ট আছে, অর্থাৎ “সত্য সোম্য সদা সম্পন্নৌ  
ভবতি” ইত্যাদি ঐশ্বর্যে ব্রহ্মবিষয় গমন দৃষ্ট হয় । আর লোকেও

ধৃতেন্ চ মহিম্নোহস্ত্যাস্মিন্মূলকৈঃ ॥ ১৬ ॥

তথা ব্রহ্মলোকশব্দোহপি প্রকৃতে দহরে প্রযুক্ত্যমানো জীবভূতাকাশশব্দাৎ  
নিবর্তয়ন্ ব্রহ্মতামস্ত গময়তি । নমু কমলাসনলোকমপি ব্রহ্মলোকশব্দো  
গময়েৎ গময়েদ্যদীদং ব্রহ্মণো লোক ইতি ষষ্ঠীসমাসবৃত্ত্যা ব্যুৎপাদ্যতে ।  
সামানাদিকরণ্যবৃত্ত্যা তু ব্যুৎপাদ্যমানো ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক ইতি  
পরমেব ব্রহ্ম গময়িষ্যতি । এতদেব চাহরহব্রহ্মলোকগমনং দৃষ্টং ব্রহ্ম-  
লোকশব্দস্ত সামানাদিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রাহে লিঙ্গম্ । ন হ্রহরহরিমাঃ প্রজাঃ  
কার্যব্রহ্মলোকং সত্যলোকাখ্যং গচ্ছন্তীতি শক্যং কল্পয়িতুম্ ॥ ১৫ ॥

ধৃতেন্ চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ কথং দহরোহস্মিন্ন্তরাকাশ  
ইতি হি প্রকৃত্যাকাশোপম্যপূর্ব্বকং তস্মিন্ সর্ব্বসমাধানমুক্তা তস্মিন্বেব  
চাশ্রয়শঃ প্রযুক্ত্যাপহতপাপ্যাদিগুণযোগকোপদিষ্ট তমেবানতিবৃত্তপ্রক-  
রণং নির্দিষ্টত্যায য আত্মা স সেতুর্কিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভবায়ৈতি ।

“ব্রাহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গতঃ” ইত্যাদিরূপে গাঢ় স্মৃষ্টি কথিত আছে। আর  
প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মলোকশব্দ হৃদয়াকাশে প্রযুক্ত্যমান হইয়া জীবভূত আকাশ  
শব্দানিবৃত্তিকরত তাহারই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। যদি বল,  
কমলাসনের লোকও ব্রহ্মলোক শব্দবাচ্য হয়, পরন্তু যদি ব্রহ্মার লোক  
এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করা যায়, তাহাহইলেই উক্তরূপ অর্থ হইতে  
পারে। বাস্তবিক সামানাদিকরণ্যবৃত্তিঘারা ব্যুৎপাদন করিলে ব্রহ্মই  
লোক, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পরমেশ্বরই ব্রহ্মলোকশব্দের প্রতিপাদ্য  
হইতেছেন, ইহাই সর্ব্বদা ব্রহ্মলোক গমন বলিয়া দৃষ্ট হয়। পরন্তু উহাই  
ব্রহ্মলোকশব্দের সামানাদিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রাহে কারণ। আর সর্ব্বদাই  
যে এই সকল প্রজা কার্যভূত ব্রহ্মলোকে গমন করে, ইহা কল্পনা করা  
যায় না ॥ ১৫ ॥

পরমেশ্বর সর্ব্বজগৎ ধারণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনিই দহর,  
অর্থাৎ হৃদয়াকাশ। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে যে, কিরূপে পরমেশ্বর  
হৃদয়াকাশ হইতে পারেন? এই অন্তরাকাশেই প্রকৃত আকাশের উপমা

তত্র বিধুতিরিত্যাশঙ্কসামানাদিকরণ্যবিধারয়িতোচ্যেতে ক্তিচঃ কঠরি  
 ন্মরণাং । যথোদকসন্তানস্ত বিধারয়িতা লোকে সেতুঃ ক্ষেত্রসম্পদাম-  
 সন্তেদাটৈবময়মায়া এবামধ্যাত্মাদিভেদভিন্নানাং লোকানাং বর্ণাশ্রমা-  
 দীনাঞ্চ বিধারয়িতা সেতুরসন্তেদায়াসকরায়েতি । এবমিহ প্রকৃতে দহরে  
 বিধরণলক্ষণং মহিমানং দর্শয়তি অল্পঞ্চ মহিমা পরমেশ্বর এব ঐশ্বর্য-  
 ছপলভ্যাতে এতস্ত বাক্করস্ত প্রশাসনে গার্গি হৃদ্যাচক্ষ্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠত  
 ইত্যাদেঃ । তথাশ্রুতাপি নিশ্চিতে পরমেশ্বরবাক্যে শ্রুয়তে এষ সর্বেশ্বর  
 এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতাপাল এষ সেতুর্বিধারণ এবাং লোকানামসন্তে-  
 দায়েতি এবং ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ ॥ ১৬ ॥

প্রদর্শনপূর্বক তাহাতে সর্ব সমাধান নিরূপণ করিয়া এবং তাহাতেই  
 আশঙ্কপ্রয়োগকরত নিষ্পাপত্বাদি গুণযোগ উপদেশ করিয়া তাঁহাকেই  
 অনতিবৃন্তি বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । অনন্তর যিনি আত্মা, তিনিই  
 জগতের সেতু এবং ধারণকর্তা, এইরূপে সর্বলোকেব অভেদ প্রতীপাদন  
 হইয়াছে । এই হৃদ্রে বিধুতিশব্দে আশঙ্ককের সামানাদিকরণ্যবশতঃ  
 বিধারণকর্তা অর্থ হইয়াছে । যেমন জলপ্রবাহ ধারণ করে বলিয়া লোকে  
 সেই ধারণকর্তাকে সেতু বলে এবং সেই সেতু ক্ষেত্রসমূহের ভেদ প্রদর্শন  
 করে, সেইরূপ অধ্যাত্মাদিভেদভিন্ন এই সকল জীবের এবং বর্ণাশ্রমাদিব  
 ধারয়িতা সেতুস্বরূপ পরমায়া তাহাদিগের অভেদ করিয়া থাকে ।  
 বাস্তবিক প্রকৃত হৃদয়াকাশে পরমায়া বিধারণ লক্ষণ মহিমাপ্রদর্শন করি-  
 তেছেন । ঐশ্বর্যপ্রমাণে পরমেশ্বরেতেই উক্ত মহিমা উপলাভ করা  
 যায় । “এতস্ত বাক্করস্ত প্রশাসনে গার্গি হৃদ্যাচক্ষ্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠতঃ”  
 ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থের প্রমাণ । এইরূপ অত্র শ্রুতিতেও লিখিত আছে  
 যে, ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ভূতাদিপতি, ইনিই ভূতসকলকে পালন  
 করেন, ইনিই ধারয়িতা সেতুস্বরূপ । ইত্যাদিরূপে জগতের ধারণহেতু  
 পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ বলিয়া জানা যায় ॥ ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেচ্চ ॥ ১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেম্মাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

ইতচ্চ পরমেশ্বর এব দহরোহ্মিন্স্তরাকাশ ইত্যাচ্যতে । যৎকারণ-  
মাকাশশব্দঃ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধঃ । আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োনির্ক-  
হিতা সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্বাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাদিপ্রয়োগ-  
দর্শনাৎ । জীবে তু ন কচিদাকাশশব্দঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে । ভূতা-  
কাশস্ত সত্যামপ্যাকাশশব্দপ্রসিদ্ধৌ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যাসম্ভবান্ গৃহী-  
তব্য ইত্যুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

যদি বাক্যশেষবলেন দহর ইতি পরমেশ্বরঃ পরিগৃহ্যেতাঙ্গীতরস্তাপি  
জীবন্ত বাক্যশেষে পরামর্শঃ । অথ য এষ সম্প্রসাদোহ্মাচ্ছরীরাৎ সমু-  
খ্যায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য যেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে এষ আত্মেতি  
হোবাচেতি । অত্র হি সম্প্রসাদশব্দঃ ঋত্যন্তরে সুবৃষ্টিবস্থায়াং দৃষ্টবাদ-  
বহাবস্তং জীবং শক্লোত্থাপস্থাপয়িতুং নার্থাস্তরম্ । তথা শরীরব্যাপাশ্রয়-  
স্তেব জীবন্ত শরীরাৎ সমুত্থানং সম্ভবতি । যথাকাশব্যাপাশ্রয়াণাং বাধা-

এইক্ষণ কারণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু আকাশশব্দ পরমে-  
শ্বরে প্রসিদ্ধ আছে, অতএব পরমেশ্বরকেই অন্তরাকাশ বলা যায় । আকা-  
শই নাম ও রূপের নির্বাহক, এই পরিদৃশ্যমান ভূতসকল আকাশ হইতে  
সমুৎপন্ন হয়, ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনহেতু পরমাত্মাই হৃদয়াকাশ বলিয়া  
প্রতীতি হয় । কদাচ জীবেতে আকাশশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না ।  
আকাশশব্দের প্রসিদ্ধিসত্ত্বে উপমানোপমেয়ভাবাদির অসম্ভবহেতু ভূতা-  
কাশকে গ্রহণ করা যায় না ॥ ১৭ ॥

যদি বাক্যশেষবলে পরমেশ্বরই দহরশব্দে পরিগৃহীত হইলেন, তবে  
জীবেরও বাক্যশেষে পরামর্শ আছে । ঋতিতে কথিত আছে যে, ইহাই  
সম্প্রসাদ যে, এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া যে পরজ্যোতিপ্রাপ্তিপূর্বক  
পীয় রূপে নিম্নগত হয়, সেই আত্মা । ঋত্যন্তরে এই সম্প্রসাদশব্দ সুবৃষ্টি-  
রূপ অবস্থাতে দৃষ্ট হয় ; অতএব অবদ্যাবিশিষ্ট জীবকে উপস্থাপিত করা



## উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত ॥ ১৯ ॥

দীনাযাকাশাং সমুখানং তৎ যথা চাদৃষ্টোহপি লোকে পরমেশ্বরবিষয়  
আকাশশব্দঃ পরমেশ্বরধর্মসমভিব্যাহারাকাশো বৈ নাম নামরূপয়োনি-  
র্কহিতেত্যেবমাদৌ পরমেশ্বরবিষয়োহু্যাপগতঃ এবং জীববিষয়োহপি  
ভবিষ্যতি । তন্মাদিতরপরামর্শাং দহরোহিম্মিস্তরাকাশ ইত্যত্র স এব  
জীব উচ্যতে ইতি চেৎ । নৈতদেবং স্ম্যং কন্মাদসম্ভবাং ন হি জীবো  
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি-পরিচ্ছিন্নাভিমানী সন্মাকাশে নোপমীয়তে ন চোপাধিধর্ম-  
নভিন্নম্ভমানস্তাপহতপাপ্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তি । প্রপঞ্চিতক্লেতং  
প্রথমে হুত্রে অতিরেকাশকাপরিহারায় তু পুনরুপস্থম্ । পঠিষ্যতি  
চোপরিষ্টাদস্তার্থশ্চ পরামর্শ ইতি ॥ ১৮ ॥

ইতরপরামর্শাদ্যা জীবাশঙ্কা জাতা সা অসম্ভবাং নিরাকৃতা । অণে-  
দানীং মৃতশ্চৈবামৃতসেকাং পুনঃ সমুখানং জীবাশঙ্কায়াঃ ক্রিয়তে উত্তর-  
স্ম্যং প্রোজাপত্যাকাশাং । তত্র হি য আত্মাপহতপাপোত্যাপহতপাপ্য

যায়, অর্থান্তর করা যায় না । আর শরীরের আশ্রীভূত জীবেরই শরীর  
হইতে উত্থান সম্ভব হয় । যেমন আকাশের আশ্রিত বায়ুপ্রভৃতির  
আকাশ হইতে সমুখান হয়, সেইরূপ শরীর হইতে জীবের উত্থান হইয়া  
থাকে । আর যেমন আকাশশব্দ পরমেশ্বরবিষয়ক, সেইরূপ জীববিষ-  
য়কও হইতেছে, অতএব ইতর পরামর্শহেতু “দহরোহিম্মিস্তরাকাশ” এই  
স্থলেও আকাশশব্দে জীব কথিত হইতে পারে । ইহা হইতে পাবে না,  
যেহেতু অসম্ভব হইয়া উঠে, জীব বুদ্ধ্যাদি উপাধিপরিচ্ছিন্ন ও অভিমানী  
হইয়া আকাশের সহিত উপমিত হয় না এবং যে জীব উপাধি ধর্ম্মস্বীকার  
করে, তাহার নিস্পাপত্বাদিধর্ম্মের সম্ভব নাই । ইহা প্রথম হুত্রেই সবি-  
শেষ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি অতিরেকাশঙ্কা পরিহারার্থ পুনর্বার উপ-  
স্থম্ হইতে এবং পরেও হুত্রেস্তরে বিবৃত হইবে । ১৮ ।

ইতর পরামর্শহেতু জীবতে অন্তরাকাশব্দের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা  
ভ্রমহেতু নিরাকৃত হইয়াছে । এইরূপ অমৃতসেকে মৃতেরও সমুখান

হাদি ঐশ্বর্যম্ আত্মানমশ্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ প্রতিজ্ঞায় য এবোহক্ষিণি  
পুরুষো দৃশ্যতে এব আয়েতি ক্রবক্ষিস্থ দ্রষ্টারং জীবমাত্মানং নির্দেশতি  
এতদ্ব্যেব তে ভূয়োহস্থব্যাখ্যাত্মামীতি চ তমেব পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্য য এব  
স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেব আয়েতি । তদ্ব্যতীতং সূপ্তঃ সমন্তঃ সম্প্রসন্নঃ  
স্বপ্নং ন বিজানাত্যেব আয়েতি চ জীবমেবাবস্থান্তরগতং ব্যাচষ্টে । তত্শব  
চাপহতপাপুত্বাদি দর্শ্যতোতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি । নাহ খব্বয়মেবং  
সম্প্রত্যাত্মানং জ্ঞানাত্মরমহমস্মীতি নো এবেম্যানি ভূতানীতি চ সূপ্তা-  
বস্থায়ঃ দোষমুপলভ্য এতদ্ব্যেবং তে ভূয়োহস্থব্যাখ্যাত্মামি ইতি নো এবা-  
ত্ৰৈতদম্মাদিতি চোপক্রম্য শরীরসম্বন্ধনিম্নাপূর্বকমেব সম্প্রসাদোহম্মা-  
চ্ছরীরং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিম্পাদাতে স  
উত্তমঃ পুরুষ ইতি জীবমেব শরীরং সমুখিতং উত্তমং পুরুষং দর্শয়তি ।

হয়, এইহেতু বক্ষ্যমাণ প্রজ্ঞাপতিবাক্যে পুনর্বার জীবতে আশঙ্কা  
হইতেছে । যিনি অপহতপাপা, অর্থাৎ নিম্পাপী, তিনিই আত্মা ইত্যাদি-  
রূপে নিম্পাপিত্বগুণশালী আত্মার অব্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই  
জানিতে ইচ্ছা করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া “য এবঃ অক্ষিণি পুরুষো  
দৃশ্যতে এব আত্মা” এই প্রতিতে অক্ষিণি দ্রষ্টাপুরুষ বলিয়া জীবাত্মাকেই  
নির্দেশ করিয়াছেন । আর ইহাকেই পুনর্বার ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া  
পুনর্বার সেই জীবাত্মার পরামর্শপূর্বক “য এব স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি এব  
আত্মা” এবং “তদ্ব্যতীতং সূপ্তঃ সমন্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজাতি এব  
আত্মা” ইত্যাদি প্রতিসমূহে জীবকেই অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বলিয়া ব্যাখ্যা  
করিয়াছেন । আর ইনিই অমৃত অভয় ব্রহ্ম, এইরূপে সেই জীবেরই  
নিম্পাপত্বাদি প্রদর্শন করিয়াছেন । পরন্তু ইনি সম্প্রতি আত্মাকে জানেন  
না এবং ভূত সকলও জানিতে পারে না, এইরূপে সূপ্তাবস্থায় দোষ  
উপলভ্য করিয়া ইহাকেই পুনর্বার ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া “নো  
এবাত্ৰৈতদম্মাৎ” এই উপক্রমে শরীরসম্বন্ধ নিম্নাপূর্বক “সম্প্রসাদো-  
হম্মাচ্ছরীরং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিম্পাদাতে  
স উত্তমঃ পুরুষঃ” এই প্রতিতে জীবকেই শরীর হইতে উখিত উত্তম

তন্মাদন্তি সম্ভবতি জীবে পারমেশ্বরানাং ধৰ্ম্মাণাম্ অতো দহরোহ্মিন্নন্ত-  
 রাকাশ ইতি জীব এবোক্ত ইতি চেৎ কচ্চিদক্রয়াং তং প্রতিক্রয়াদি-  
 ভূতস্বরূপত্বিতি । তুশকঃ পূৰ্ণপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ কন্মাদ্যতন্ত্রাপি আবিভূত-  
 স্বরূপো জীবো বিবক্ষ্যতে । আবিভূতঃ স্বরূপমন্তেত্যাবিভূতস্বরূপঃ  
 ভূতপূৰ্ণগত্যা জীববচনম্ এতচ্ছক্যং ভবতি । য এবোহক্ষিপীত্যাক্লিকিতং  
 দ্রষ্টারং নির্দিষ্টোদশরাসব্রাহ্মণেনৈনং শরীরায়তায়্য বুখ্যাপ্যাতং হেব ত  
 ইতি পুনঃ পুনস্তমেব ব্যাখ্যেয়ত্বেনাক্ষয়্য স্বপ্নস্বপ্নোপপত্তাসক্রমেণ পবং  
 জ্যোতিরূপসম্পাদ্য স্নেন রূপেণাভিনিম্পাদ্যত ইতি যদন্ত পারমার্থিকং  
 স্বরূপং পরং ব্রহ্ম তদ্রূপতয়ৈনং জীবং ব্যাচষ্টে ন জৈবেন রূপেণ যতংপরং  
 জ্যোতিরূপসম্পত্তব্যং শ্রুতং তংপরং ব্রহ্ম তচ্চাপহতপাপুত্বাদিধৰ্ম্মকং  
 তদেব চ জীবন্ত পারমার্থিকং স্বরূপং তত্ত্বমসীত্যাশিস্তেভ্যো নেতররূপ-  
 িকক্লিতম্ । যাবদেবহি স্থাণাবিবপুরুষবুদ্ধিং দ্বৈতলক্ষণামবিদ্যাং ন

পুরুষ বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব জীবেতে পরমেশ্বরের ধর্ম  
 আছে, ইহা জানা যাইতেছে । “দহরোহ্মিন্নন্তরাকাশ” এই স্থলেও  
 জীবকেই গ্রহণ করা যায়, কেহ এইরূপ বলিলে তাহাকে বলা যাইতে  
 পারে যে, উত্তর বাক্যে জীবের আশঙ্কা হইতে পারে না । যেহেতু সেই  
 স্থলেও আবিভূত ব্রহ্মস্বরূপে জীব বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে  
 আবির্ভাবেই উক্তরূপ শ্রুত্যর্থ বিবৃত হইয়াছে, বাস্তবিক পূর্বে জীব-  
 বস্থাই ছিল । “য এবোহক্ষিপী” ইত্যাদি শ্রুতিতে আক্লিকিত দ্রষ্টা  
 পুরুষকে শরীর আত্মা বলিয়া নির্দেশপূর্বক পুনঃ পুনঃ জীবকেই ব্যাখ্যা  
 করিয়াছেন এবং স্বপ্ন ও স্বপ্নোপপত্তাসক্রমে সেই জীব পরমজ্যোতিঃস্বরূ-  
 পকে পাইয়া স্বীয়রূপে নিম্পন্ন হয়, ইহাই উক্ত আছে । আর ইহার যে  
 পারমার্থিকস্বরূপ পরং ব্রহ্ম তদ্রূপেই জীবকে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু জীব-  
 স্বরূপে তাহার ব্যাখ্যা হয় নাই । আর যে পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্তহইবে,  
 এইরূপ শ্রুত আছে, তাহাও পরং ব্রহ্মই জানিবে, সেই পরব্রহ্মও নিম্পা-  
 দ্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই জীবের পারমার্থিকস্বরূপ, পরন্তু “তত্ত্বমসি”  
 ইত্যাদিবাক্যে কোন ইতর উপাধি ক্লিত হয় নাই । যেমন স্থাপ্তে

নিবৰ্ণয়ন্ কূটস্থনিত্যদৃক্‌স্বরূপমানমহং ব্রহ্মাসীতি ন প্রতিপদ্যতে তাব-  
জীবন্ত জীবন্তং । যদা তু দেহেজ্জিয়মনোবুদ্ধিসজ্জাতদ্বাখ্যাপ্য শ্রুত্যা  
প্রতিবোধ্যতে । নাসি স্বং দেহেজ্জিয়মনোবুদ্ধিসজ্জাতো নাসি স্বং সংসারী  
কিং তর্হি সম্বন্ধঃ সত্যং স আত্মা চৈতন্তমাত্রস্বরূপস্তত্ত্বমসীতি । তদা  
কূটস্থনিত্যদৃক্‌স্বরূপমাখ্যানং প্রতিবুধ্যান্মাচ্ছরীরাদ্যভিমানাং সমুত্তিষ্ঠন্ স  
এব কূটস্থনিত্যদৃক্‌স্বরূপ আত্মা ভবতি স যো হ বৈ তৎপরং ব্রহ্ম বেদ  
ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । তদেব চাস্ত পারমার্থিকং স্বরূপং যেন  
শরীরং সমুখায় সেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে । কথং পুনঃ স্বরূপং  
সেনৈব চ নিষ্পদ্যত ইতি সম্ভবতি কূটস্থনিত্যন্ত । স্রবণাদীনাস্ত্র দ্রব্য-  
স্তরসম্পর্কাদিভূতস্বরূপাণামভিব্যক্তাসাধারণবিশেষাণাং ক্ষারপ্রক্ষেপা-  
দিভিঃ শোধ্যমানানাং স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্তাত্থা নক্ষত্রাদীনামহভি-  
ভূতপ্রকাশানামভিভাবকবিয়োগে রাত্রৌ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্তাং ।

পুরুষ বুদ্ধি হয়, যাবৎ সেইরূপ দ্বৈতলক্ষণা বুদ্ধি নিবৃত্তিকরিয়া “আমিই  
ব্রহ্ম” এইরূপে কূটস্থ আত্মাকে লাভ করিতে না পারে, তাবৎই জীবের  
জীবন্ত থাকে । যখন দেহ, ইজ্জিয়, মন ও বুদ্ধিসজ্জাতরূপ শরীরকে অতি-  
ক্রম করিয়া শ্রুতি অমুসারে প্রতিবোধিত হয়, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানলাভ  
করে এবং তুমি দেহ, ইজ্জিয়, মন ও বুদ্ধিসজ্জাতরূপ না, তুমি সংসারী না,  
তবে তুমি সংস্বরূপ চৈতন্তময় আত্মা, এইরূপ হয়, তখনই কূটস্থ নিত্যদৃক্-  
স্বরূপ আত্মার প্রতি উখিত হইয়া এই শরীরাদির অভিমান পরিত্যাগ  
করিয়া তিনি কূটস্থ নিত্যদৃক্‌স্বরূপ আত্মা হয়েন । শ্রুতিতে লিখিত আছে  
যে, যিনি পরাংপর ব্রহ্মকে জ্ঞানেন, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন ।  
যিনি শরীর হইতে সমুখিত হইয়া স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েন ; সেই স্বীয়-  
রূপই তাঁহার পারমার্থিকরূপ । যিনি কূটস্থ নিত্য, কি প্রকার তাহার  
স্বীয় রূপ স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হইতে পারে ? বরং স্রবণাদি পদার্থ দ্রব্যাস্তর  
পর্কে তাহাদিগের স্বরূপ অভিভূত হইলে ক্ষারপ্রক্ষেপাদি দ্বারা পরি-  
ষ্কৃত হইয়া পুনর্বার স্বীয়রূপ পাইয়া থাকে, এইরূপ দিবাতে সূর্য্যপ্রকাশে  
সজ্জগণের স্বরূপ অভিভূত থাকে এবং রজনীযোগে সেই অভিভাবকারক

ন তু তথা চৈতন্তজ্যোতিষো নিত্যস্ত কেনচিদভিভবঃ সম্ভবত্যসংসর্গিতাং  
 ব্যোম ইব দৃষ্টবিরোধাক্ষ। দৃষ্টিশ্রুতিমতিবিজ্ঞাতয়ো হি জীবন্ত স্বরূপং  
 তচ্চ শরীরাদসমুখিতস্তাপি জীবন্ত সদা নিম্পন্নমেব দৃশ্যতে। সর্কো হি  
 জীবঃ পঞ্চান্ শৃণুশ্চানো বিজানন্ ব্যবহারানুপপত্তিঃ। তচ্চেচ্ছরীরং  
 সমুখিতস্ত নিম্পদ্যেত প্রাক্ সমুখানাং দৃষ্টৌ ব্যবহারো বিরুদ্ধেত্যতঃ  
 কিমান্বকমিদং শরীরং সমুখানং কিমান্বিকা চ স্বরূপেণাভিনিম্পত্তিরিতি  
 অত্রোচ্যতে প্রাক্ বিবেকবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ শরীরেজ্জিয়মনোবুদ্ধিবিষয়-  
 বেদনোপাধিভিরবিবিক্তমিব জীবন্ত দৃষ্টাদি জ্যোতিঃস্বরূপং ভবতি।  
 যথা শুদ্ধস্ত ফটিকস্ত স্বাচ্ছ্যং শৌক্যঞ্চ স্বরূপং প্রাক্ বিবেকগ্রহণাদ্রক্ত-  
 নীলাদ্যুপাধিভিরবিবিক্তমিব ভবতি প্রমাণজনিতবিবেকগ্রহণাতু উত্তর-  
 কালবর্তী পরাচীনফটিকঃ স্বাচ্ছ্যেন শৌক্যেন চ স্নেহ রূপেণাভিনিম্পদ্যত  
 ইত্যুচ্যতে প্রাগপি তথৈব তাতথা দেহাদ্যুপাধ্যবিবিক্তস্তৈব সতো জীবন্ত

স্বর্ষের বিয়োগে তাহা স্বীয়রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু চৈতন্তময় নিত্য  
 জ্যোতিঃস্বরূপের কোনরূপেও অভিভবের সম্ভব নাই, যেহেতু তিনি  
 অসংসর্গী এবং আকাশের স্থায় দৃষ্টি বিরোধ আছে। আর দর্শন, শ্রবণ,  
 মনন ও বিজ্ঞান এই সকলই জীবের স্বরূপ শরীর হইতে অসমুখিত জীব-  
 রই সর্বদা ঐ সকল নিম্পন্ন দেখা যায়, সকল জীবই দর্শন, শ্রবণ, মনন  
 ও জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করে, অত্থা জীবের ব্যবহারেরই অনুপপত্তি  
 হয়। যদি শরীর হইতে সমুখিত জীবেরও দর্শনাদি নিম্পন্ন হয় বদ,  
 তাহাহইলে শরীর হইতে সমুখানের পূর্বে দৃষ্ট ব্যবহার বিরুদ্ধ হইয়া  
 উঠে; অতএব ভ্রিজ্ঞাস্ত এই যে, শরীর হইতে সমুখানই বা কিরূপ এবং  
 স্বীয়রূপে অভিনিম্পত্তিই বা কি প্রকার? ইহাতে বক্তব্য এই যে, বিবেক  
 জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে শরীর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয় জ্ঞানোপাধিযারা  
 অবিবিক্ত দর্শনাদিই জীবের স্বরূপ বুলিয়া কথিত হয়। যেমন স্বচ্ছতা  
 ও শুদ্ধতা বিশুদ্ধ ফটিকের স্বভাব, কিন্তু বিবেকগ্রহণের পূর্বে উহা রক্ত-  
 নীলাদি উপাধিযারা অবিবিক্তের দ্বায় হয়। প্রমাণজনিত বিবেকগ্রহ  
 হইলে উত্তরকালবর্তী প্রাচীনফটিক স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতারূপ স্বীয়রূপে

প্রতিকৃতং বিবেকজ্ঞানং শরীরং সমুখানং বিবেকবিজ্ঞানফলং স্বরূপে-  
 নাভিনিষ্পত্তিঃ কেবলান্নস্বরূপাবগতিঃ । তথা বিবেকাবিবেকমাত্রৈণ-  
 বান্ননোহশরীরত্বং সশরীরত্বঞ্চ মন্তবর্ণাৎ অশরীরং শরীরেদ্বিতি শরীরস্থো-  
 হপি কৌন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যত ইতি চ সশরীরত্বাশরীরত্ববিশেষা-  
 ভাবস্বরূপাৎ । তস্মাদ্বিবেকবিজ্ঞানাভাবাদনাবিভূতস্বরূপঃ সন্ বিবেক-  
 জ্ঞানাবিভূতস্বরূপ ইত্যাচ্যতে ন ত্বাদৃশাববিভাবানাবিভাবৌ স্বরূ-  
 পস্ত সন্তবতঃ স্বরূপত্বাদেব । এবং মিথ্যাজ্ঞানকৃত এব জীবপরমেশ্বরয়ো-  
 র্ভেদো ন বস্তুকৃতঃ স্যোমবদসঙ্গতাবিশেষাৎ । কুতশ্চ তদেবং প্রতি-  
 পত্তব্যম্ । যতো য এষোহগ্নিনি পুরুষো দৃশ্যতে ইত্যাপদিদৃশ্যতদমৃতম-  
 নভয়মেতৎ ব্রহ্মেত্যাপদিশতি । যোহগ্নিনি প্রসিক্তো দ্রষ্টা দ্রষ্টৃৎস্বেন বিভা-

অভিনিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ দেহাদি উপাধিবিবিক্ত নিত্য জীবের প্রতি-  
 বিহিত বিবেকজ্ঞানই শরীর হইতে সমুখান, অর্থাৎ যখন জীবের বিবেক-  
 জ্ঞান হয়, তখনই সে শরীর হইতে সমুখিত হইয়া থাকে এবং স্বীয়রূপে  
 অভিনিষ্পত্তি, অর্থাৎ কেবল আন্নস্বরূপাবগতিও জীবের বিবেকজ্ঞানের  
 ফল । এইরূপ বিবেক ও অবিবেকদ্বারাই জীবের অশরীরত্ব ও সশরীরত্ব  
 হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাবৎ জীব অবিবেকী থাকে, তাবৎই শরীরী এবং  
 যখন তাহার বিবেক জন্মে, তখনই অশরীরী হয় । প্রতিতে লিখিত আছে  
 যে, শরীরস্থ জীবও অশরীরী হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শরীরস্থ জীব  
 কোন কৰ্ম্ম করে না বা কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় না । এইরূপে কারণ-  
 বিশেষে জীবের সশরীরত্ব ও অশরীরত্ব স্মরণ আছে ; অতএব বিবেক-  
 বিজ্ঞানের অভাবে তাহার স্বরূপ আবিভূত হইতে পারে না এবং বিবেক-  
 জ্ঞান হইলেই স্বরূপ আবিভূত হইয়া থাকে । পরন্তু স্বরূপের অন্তরূপে  
 আবির্ভাব ও অনাবির্ভাব সম্ভব নাই, এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, মিথ্যা-  
 জ্ঞানজগত্ই জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ প্রতীতি হয়, বাস্তবিক জীব ও  
 পরমাত্মার ভেদ নাই, যেহেতু উভয়েরই আকাশের তায় অসঙ্গত  
 আছে । ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল ? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—  
 যেহেতু “এই যে অগ্নিস্থপুরুষ দৃষ্ট হয়” এইরূপ উপদেশ করিয়া ইহাই

ব্যতে সোহমৃতভয়লক্ষণাদ্রক্ষণোহন্তশ্চৈৎ জ্ঞাৎ ততোহমৃতভয়ত্রক্ষণসামা-  
নাধিকরণ্যং ন জ্ঞাৎ । নাপি প্রতিচ্ছায়ায়ামক্ষিলক্ষিতো নির্দিষ্টতে  
প্রজাপতের্মৃৎবাদিস্ত্রপ্রসঙ্গাৎ । তথা দ্বিতীয়েহপি পৰ্য্যায়েষু এষ স্বপ্নে  
মহীম্মানশ্চরতীতি ন প্রথমপৰ্য্যায়নির্দিষ্টানক্ষিপুরুষাৎ দ্রষ্টুন্নন্তো নির্দিষ্টঃ  
এতদ্বেষ তে ভূয়োহমৃতব্যাত্যাত্মাত্মীত্বপক্ষমাৎ । কিঞ্চাহমদ্য স্বপ্নে হস্তি-  
নমদ্রাক্ষং নেনদানীং তং পশ্চাত্তীতি দৃষ্টমেব প্রতিবুদ্ধঃ প্রত্য্যাচষ্টে দ্রষ্টারদ্ব-  
তমেব প্রত্যভিজানাতি য এবাহং স্বপ্নমদ্রাক্ষং স এবাহং জাগরিতং  
পশ্চাত্তীতি । তথা তৃতীয়েহপি পৰ্য্যায়েষু নাহ খবয়মেবং সম্প্রত্যায়ানং  
জানাত্যয়মহমন্তীতি নো এবেমনি ভূতানীতি স্মৃণুণ্ডাবস্থায়ং বিশেষ-  
বিজ্ঞানাব্যবমেব দর্শয়তি ন বিজ্ঞাতারং প্রতিবেধতি । যন্ত তত্ত্ব বিনাশ-  
মেবাণীতো ভবতীতি তদপি বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাতি প্রায়মেব ন বিজ্ঞাতৃ-  
বিনাশাতি প্রায়ম্ । নহি বিজ্ঞাতৃর্বিজ্ঞাতের্কিপরিণোপো বিদ্যতে অবি-

অমৃত ও অভয় ব্রক্ষ, এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন । যদি বল, যিনি  
অক্ষিস্থ দ্রষ্টা পুরুষ, তিনি অমৃত ও অভয়লক্ষণ ব্রক্ষ হইতে অন্ত, তাহাহইলে  
তাহাতে অমৃত ও অভয়লক্ষণ ব্রক্ষের সামান্যাদিকরণ্য থাকিতে পারে না  
এবং এই অক্ষিলক্ষিত আত্মা প্রতিচ্ছায়া, এইরূপ নির্দেশ করা যায় না ।  
আর প্রজাপতির মিথ্যাবাদিস্থ আশঙ্কা হয়, এইরূপ দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ের “য  
এষ মহীম্মানশ্চরতি” ইত্যাদিরূপে নির্দেশ করা যায় না, পরন্তু পৰ্য্যায়-  
নির্দিষ্ট অক্ষিগত দ্রষ্টাপুরুষ হইতে অন্ত দ্রষ্টা নাই, এইরূপ নির্দিষ্ট আছে ।  
আর দেখ,—নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বলিয়া থাকে যে, আমি অদ্য  
স্বপ্নে যে হস্তী দেখিয়াছি, তাহা এখন দেখিতেছি না, এই স্থলে যে  
বলিতেছে, আমি স্বপ্নে হস্তী দর্শন করিয়াছি এবং এখন তাহা দেখিতেছি  
না, তাহাকেই দ্রষ্টা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে । আর তৃতীয় পৰ্য্যায়ের  
উক্ত আছে যে, “আমিই সেই আত্মা” এইরূপে সম্প্রতি আত্মাকে  
জানিতেছি না এবং এই সকল ভূতও আত্মা নহে । ইহাতে স্মৃণুণ্ডাবস্থাতে  
বিজ্ঞানাত্মারই প্রদর্শন করিতেছেন । কিন্তু বিজ্ঞাতাকে প্রতিবেধ করি-  
তেছেন না । আর যে জীব বিনাশ পায়, ইহাও বিশেষ বিজ্ঞানাত্তিপ্রায়,

নাশিদ্ধাদিতি শ্রুত্যস্তরাং । তথা চতুর্থোহপি পৰ্য্যায়ো এতশ্চেব তে ভূয়ো-  
 হ্মব্যাব্যাস্তামি নো এবাত্তৈত্রতস্মাদিত্যুপক্রম্য মঘবগ্ন্যর্থ্যং বা ইদং শরীর-  
 মিত্যাदिना । প্রপঞ্চেन শরীরাত্ম্যুপাধিসম্বন্ধপ্রত্যাব্যাস্তানেন সম্প্রসাদশব্দো-  
 দিতং জীবং স্বেন রূপেণান্তিনিষ্পাদ্যত ইতি ব্রহ্ম স্বরূপাপন্নং দর্শয়নু ন  
 পরমাং ব্রহ্মণোহ্মতাভয়স্বরূপাদন্তং জীবং দর্শয়তি । কেচিতু পরমাত্ম-  
 বিবক্ষায়াং এতশ্চেব তে ইতি জীবাকর্ষণমন্ত্যায়ং মন্ত্যমানা এতমেব  
 ব্যাক্যোপক্রমহুচিতমপহন্তপাপ্যুত্থাদিশৃংগকমাত্মানং তে ভূয়োহ্মব্যাব্যাস্তা-  
 স্তামীতি কল্পয়ন্তি তেষামেতমিতি সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্বনামশ্রুতির্নি-  
 প্রকৃত্যেত ভূয়ঃ শ্রুতিশ্চোপকৃত্যেত পৰ্য্যায়াস্তরাভিহতন্ত পৰ্য্যায়াস্তরেণা-  
 নভিধীয়মানত্বাৎ এতশ্চেব তে ইতি চ প্রতিজ্ঞায় প্রাক্ চতুর্থো পৰ্য্যায়-  
 দত্তমন্তং ব্যাচক্ষণন্ত প্রজ্ঞাপতেঃ প্রতারকত্বং প্রসম্ভোত তস্মাদ্ভবদবিদ্যা-

কিন্তু বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায় নহে । পরন্তু বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিপরি-  
 লোপ হয় না, যেহেতু তাহার বিনাশ নাই, এইরূপ শ্রুত্যস্তরে প্রদর্শিত  
 হইয়াছে । চতুর্থ পৰ্য্যায় "সেই আত্মাকেই তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব,  
 ইহার অন্ত কিছুই বলিব না" এই উপক্রমে এই শরীর মরণধর্মী ইত্যাদি-  
 রূপে সবিস্তর বর্ণিত আছে যে, শরীরাদি উপাধিসম্বন্ধের বিনাশ সম্প্র-  
 সাদোদিত জীবকে স্বীয়রূপে অভিনিষ্পাদিত করে । এইরূপে জীবই  
 ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রদর্শন করিয়া অমৃত ও অভয়স্বরূপ পরব্রহ্ম  
 হইতে জীব ভিন্ন নহে, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন । কেহ কেহ পরমাত্ম-  
 বিবক্ষাতে "এতশ্চেব তে ভূয়ো অভিব্যাব্যাস্তামি" অর্থাৎ এই জীবকেই  
 পুনর্বার তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব, এইস্থলে জীবাকর্ষণ অন্ত্যাব্য, এই-  
 রূপ স্বীকারকরতঃ "এতশ্চেব তে ভূয়োহভিব্যাব্যাস্তামি" এই শ্রুতিতে অপ-  
 হতপাপ্যুত্থাদিলক্ষণ পরমাত্মার কল্পনা করিয়া থাকেন । তাহাদিগের  
 মতে "এতশ্চেব তে ভূয়োহভিব্যাব্যাস্তামি" এই শ্রুতিতে "এতঃ" শব্দদ্বারা  
 সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্বনাম শ্রুতি বিপ্রকৃষ্ট হইতেছে । বাস্তবিক শ্রুতির  
 অনুরোধেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু এক পৰ্য্যায়ো অভিহিত বিষয়  
 পৰ্য্যায়ান্তরে বাধ হয় না । "এতশ্চেব তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিজ্ঞা



প্রত্যুপস্থাপিতমপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্তৃত্বভোক্তৃরাগ্ৰেষাদিদৌষকুল-  
হিতমনেকানর্থযোগি তদ্বিলয়নেন তদ্বিপরীতমপহতপাপ্যাদিগুণকঃ  
পারমেশ্বরস্বরূপঃ বিদ্যয়া প্রতিপাদ্যতে । সর্পাদিবিলয়নেনেব রজ্জ্বা-  
দীন । অপরে তু বাদিনঃ পারমার্থিকমেব জৈবং রূপমিতি মন্তন্তে ।  
অস্বদীয়াশ্চ কেচিৎ তেষাং সর্কেষামাট্মকত্বসম্যাকদর্শনপ্রতিপক্ষভূতানাং  
প্রতিষেধায়েদং শারীরকমারূপমেক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থনিত্যো বিজ্ঞান-  
ধাতুরবিদ্যয়া মায়ায়া মায়াবিবদনেকথা বিভাব্যতে নাহো বিজ্ঞানধাতুর  
তীতি । যদ্বিদং পরমেশ্বরবাক্যে জীবমাশঙ্ক্য প্রতিষেধতি হৃদ্যকারঃ  
নাসম্ভবাদিত্যাदिना तत्रायमभिप्रायः नित्यशुक्लवृक्षमूल-सत्तात्पराभावे कूटस्थ-  
नित्य एकस्मिन्सन्नेहकপে পরমায়ানি তদ্বিপরীতং জৈবং রূপং ব্যোমীব  
তলমলাদিপরিকল্পিতং তদাট্মকত্বপ্রতিপাদনপরবাক্যান্যায়োপেতৈর্দেহৈত

করিয়া চতুর্থপর্যায়ের পূর্কেই অভ্যাস ব্যাখ্যাকারী প্রজাপতির প্রচারকর  
প্রসঙ্গ হয় । অতএব জানা যায় যে, জীবের রূপ মায়াপরিকল্পিত অপার-  
মার্থিক এবং কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব রাগদ্বেষাদি দ্বারা দূষিত । ইহাই অনেক  
অনর্থের উপযোগী, ইহার বিলয় হইলেই তদ্বিপরীত অপহতপাপ্যাদি-  
লক্ষণই পারমেশ্বররূপ, বিদ্যাধারাই সেইরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে । যেমন  
রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলে বখন সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, তখনই বজ্র-  
স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ কর্তৃত্বাদি ভ্রান্তিব নিবৃত্তিতে পারমেশ্বররূপ  
প্রকাশ পাইয়া থাকে । অপর বাদীরা বলেন যে, জীবের স্বরূপই পার-  
মার্থিক । আমরাদিগের পক্ষীয় কোন কোন বাদীরা বলেন, সকলই  
একাত্মকত্ব সম্যকদর্শন প্রতিপক্ষভূত, ইহাদিগের প্রতিষেধার্থই উক্তরূপ  
শরীররাস্ত হইয়াছে । পরমেশ্বর কূটস্থ নিত্য ও বিজ্ঞানময়, কেবল  
মায়াধারাই অনেক প্রকার হন, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই বিজ্ঞানময়  
নহে । আর যে হৃদ্যকার “নো সঙ্কবাৎ” এই হৃদ্রে পরমেশ্বরবাক্যে  
যে জীব আশঙ্কা করিয়া প্রতিষেধ করিতেছেন, তাহার অভিপ্রায় এই  
যে, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, কূটস্থ এক অসঙ্গ পরমাত্মাতে  
সেই জীবরূপের বৈপরীত্য আছে । যেমন আকাশে তলমলাদি কল্পিত

অন্ত্যর্থঃ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

বাদপ্রতিষেধেচাপনেষ্যামীতি পরমায়নো জীবাদত্বং দ্রুতয়তি জীবন্ত  
তু ন পরমাদত্বং প্রতিপিপাদয়িষতি কিন্তুামুবাদতোবাবিদ্যাকল্পিতং  
লোকপ্রসিদ্ধং জীবভেদম্ । এবং হি স্বাভাবিককর্তৃত্বভোক্তৃত্বামুবাদেন  
প্রবৃত্তাঃ কৰ্মবিধয়ো ন বিরুদ্ধাস্ত ইতি মন্ততে প্রতিপাদ্যস্ত শাস্ত্রার্থমাত্মৈ-  
কত্বমেব দর্শয়তি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ভূপদেশো বামদেববদিত্যাदिना वर्णितं-  
স্তাভির্বিদ্যদবিদ্যেদেন কৰ্মবিধিবিरोधपरिहारः ॥ ১৯ ॥

অথ যো দহরবাক্যশেষে জীবপরামর্শো দর্শিতঃ অথ ব এষ সস্ত্রসাদ  
ইত্যাদিঃ স দহরে পরমেশ্বরে ব্যাখ্যায়মানে ন জীবোপাসনোপদেশো ন  
প্রকৃতবিশেষোপদেশ ইত্যনর্থকত্বং প্রাপ্নোতীত্যত আহ অন্ত্যর্থঃ । অয়ং  
জীবপরামর্শো ন জীবস্বরূপপর্ধ্যবসায়ী কিন্তু হি পরমেশ্বরস্বরূপপর্ধ্যবসায়ী  
কথং সস্ত্রসাদশব্দোদিতো জীবো জাগরিতে ব্যবহারে দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরা-

হয়, সেইরূপ আটমুদ্রপ্রতিপাদনপর ত্রায়োপেত দ্বৈতবাদ প্রতিষেধ  
বাক্যে অপনয়ন করিব, এইরূপে জীবের পরমাত্মভিন্নত্ব দৃঢ়ীভূত হইতেছে,  
পরন্তু জীবের পরমাত্মভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু জীবভেদ  
অবিদ্যাকল্পিত লোকপ্রসিদ্ধ অমুবাদমাত্র । এইরূপ স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-  
ভোক্তৃত্ব অমুবাদে প্রবৃত্ত কৰ্মবিধির বিরুদ্ধ হয় না, ইহাই স্বীকার করা  
যায় ; অতএব কৰ্মবিধির পরিহার হইল ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতিবাক্যে জীবামুবাদদ্বারা ব্রহ্মেতেই অপহতপাপ্যত্বাদি উক্ত  
হইয়াছে, কিন্তু জীবতে উহার সম্ভব নাই ; সুতরাং জীব হৃদয়াকাশ  
নহে, তবে জীবপরামর্শের সার্থকতা কোথায় থাকে ? এই আশঙ্কায়  
বলিতেছেন, উক্ত পরামর্শ অন্ত্যর্থক । “অথ স এষ সস্ত্রসাদঃ” ইত্যাদি  
শ্রুতিতে পূর্বে যে জীবপরামর্শ দর্শিত আছে, তাহা পরমেশ্বরে ব্যাখ্যা  
করিলে জীবোপাসনার উপদেশ এবং প্রকৃত বিশেষোপদেশ হয় না,  
এইরূপ অনর্থ ঘটে, অতএব উক্ত পরামর্শ অন্ত্যর্থ, অর্থাৎ উক্ত জীবপরা-  
মর্শ জীবস্বরূপ-পর্ধ্যবসায়ী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরস্বরূপ-পর্ধ্যবসায়ী, তবে

## অল্পশ্রুতিরিত্তি চেত্তদুক্তম্ ॥ ২১ ॥

ধ্যক্ষো ভূত্বা তদ্বাসনানির্দ্ৰিতাংচ স্বপ্নান্নাভীচরোহমুভয় হস্তঃশরণং  
 প্রোঙ্গু রুভয়রূপাদপি শরীরাত্তিমানাং সমুখায় সুস্থগাবস্থায়াং পরং  
 জ্যোতিরাকাশশক্তিং পরং ব্রহ্মোপসম্পদ্য বিশেষবিজ্ঞানবস্তুং পরিত্যজ্য  
 স্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে যদন্তোপসম্পত্তব্যং পরং জ্যোতিঃ যেন স্বেন  
 রূপেণায়মভিনিম্পদ্যতে স এষ আত্মাপহতপাপুত্বাদিগুণ উপাশ্চ ইত্যেব-  
 মর্থোহয়ং জীবপরামর্শং পরমেশ্বরবাদিনোহপ্যুপপদ্যতে ॥ ২০ ॥

যদপ্যুক্তং দহরোহস্মিন্নস্তরাকাশ ইত্যাকাশশ্রাবণং শ্রয়মাণং পরমেশ্বরে  
 নোপপদ্যতে জীবন্ত স্বারাণোপমিতশ্রাবণমবকল্পত ইতি তত্ত্ব পরিহাভো  
 বক্তব্যঃ । উক্তো হস্ত পরিহারঃ পরমেশ্বরতাপেক্ষিকমল্লভমবকল্পত  
 ইত্যর্ভকৌকত্বাস্ত্রব্যাপদেশাচ্চ নেতি চেৎ নিচায়াত্বাদেবং ব্যোমবচ্চেতা  
 স এব পরিহারোহমুসন্ধাতব্য ইতি স্থচয়তি । শ্রুতৌব চেদমল্লভং প্রতীক্যঃ

কিরূপে সম্প্রসাদশব্দোক্ত জীব জাগরিত ব্যবহারে দেহ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্জ-  
 রাদির অধ্যক্ষ হইয়া তদ্বাসনানির্দ্ৰিত স্বপ্ন সকল অনুভবকরত অন্তঃকরণ  
 প্রোঙ্গু হইয়া উভয়রূপ শরীরাত্তিমান হইতে উত্থানপূর্বক সুস্থগাবস্থাতে  
 আকাশ শব্দবাচ্য পরং জ্যোতিঃস্বরূপ পরং ব্রহ্মলাভ করিয়া বিশেষ  
 বিজ্ঞান পরিত্যাগপূর্বক স্বীয়রূপে অভিনিম্পন্ন হয় । জীব যেক্রূপে  
 অভিনিম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যে পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হয়, তাহাই পাপরাহি-  
 ত্যাদি গুণসম্পন্ন এবং তিনিই উপাশ্চ, এইরূপ অর্থেই জীব পরামর্শ হয়,  
 ইহাই পরমেশ্বরবাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

আর যে উক্ত হইয়াছে, “দহরোহস্মিন্নস্তরাকাশ” ইত্যাদিরূপে আকা-  
 শের অল্পত্ব শ্রয়মাণ আছে, তাহা পরমেশ্বরে উপপন্ন হয় না । চক্রে  
 অর্গলোপমিত জীবেরও অল্পত্ব অবকল্পিত হয়, ইহার পরিহারে বলিতেছেন,  
 বাস্তবিক ঐ পরিহার উক্ত আছে, পরমেশ্বরের আপেক্ষিক অল্পত্ব অব-  
 কল্পিত হয়, ইত্যাদিরূপে ব্যাপদেশ আছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না ।  
 কারণ “নিচায়াত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ” এই শূত্রে সেই পরিহারামুসন্ধান

অনুকৃতেশ্চ ৮ ॥ ২২ ॥

প্রসিদ্ধেনাকাশেনোপমিমানয়া যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষৌহস্তর্হদয়  
আকাশ ইতি ॥ ২১ ॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতরকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কূতোহয়-  
মগ্নিঃ তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্গং তস্ত ভাসা সর্গমিদং বিভাতি নমা-  
নস্তি । তত্র যং ভাস্তমমুভাতি সর্গং যস্ত চ ভাষা সর্গমিদং বিভাতি স  
কিং তেজোধাতুঃ কশিচ্ছত প্রোক্ত আয়েতি বিচিকিৎসায়্যং তেজোধাতু-  
রিত্যবংপ্রাপ্তং কুতঃ তেজোধাতু নামেব সূর্যাদীনাং ভানপ্রতিবেদ্যং ।  
তেজঃস্বভাবকং হি চন্দ্রতরকাদি তেজঃস্বভাবকে এব সূর্যো ভাসমান-  
হহি ন ভাসত ইতি প্রসিদ্ধং তথা সহ সূর্যেণ সর্গমিদং চন্দ্রতরকাদি  
যস্মিন ভাসতে সৌহপি তেজঃস্বভাবক এব কশ্চিদিত্যবগম্যতে । অনু-

কর্তব্য, ইহাই সূত্রে প্রকাশ করিতেছেন, শ্রুতিতেই এই অল্প পরিদ্রুত  
হইয়াছে, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ আকাশোপমানদ্বারা ইহাই উক্ত হইয়াছে যে,  
আকাশ যাবৎপরিমাণক, অন্তর্হদয়াকাশও তাবৎ পরিমাণক, এইরূপ  
জানিতে হইবে ॥ ২১ ॥

শ্রুতিতে কথিত আছে যে, সেই পরমেশ্বরের নিকট সূর্য, চন্দ্র ও  
তারকা ইহারা প্রকাশ পায় না, বিদ্যৎ বিদ্যুৎ হ্রস্ব না, অগ্নি তাঁহার  
নিকটে কিরূপে প্রকাশ পাইতে পারে ? তাঁহারই প্রকাশে চন্দ্র, সূর্য ও  
তারকা প্রকাশিত হয় এবং তাঁহারই আভাতে এই জগৎ আভাবিশিষ্ট  
হইতেছে । এই স্থলে যাহার আভাতে বিশ্ব আভাষিত হয় এবং যাহার  
প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়, তিনি কি তেজোধাতুস্বরূপ, অথবা  
প্রজাম্বা ? এই সংশয়ে যদি বলি, তিনি তেজোধাতুস্বরূপেই প্রাপ্ত হই-  
তেছেন, যেহেতু তেজোধাতুরূপ সূর্যাদির প্রকাশ প্রতিবেদ্য হয় । চন্দ্র-  
তারকাদি সকলই তেজঃস্বভাব এবং তেজঃস্বভাব সূর্য প্রকাশমান  
হইলেই সকল বস্তু প্রকাশ পায়, কেবল দেবতাতে কোন বস্তুই প্রকাশ  
পায় না, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে এবং সূর্য, চন্দ্র ও তারকাদি তাঁহার নিকট

ভানমপি তেজঃস্বভাবক এবোপপদ্যতে সমানস্বভাবকেষুকারদর্শনাং  
 গচ্ছন্তমসুগচ্ছতীতি বৎ তস্মাৎ তেজোধাতুঃ কশ্চিদিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ ।  
 প্রোক্ত এবায়মায়া ভবিতুমর্হতি । কস্মাৎ অমুকতে: অমুকরণমধুকৃতি:  
 যদেতত্তমেব ভাস্তমসুভাতি সন্নিমিত্যমুমানং তৎ প্রোক্তপরিগ্রহেবকল্পতে ।  
 ভারূপং সত্যসকল ইতি হি প্রোক্তমাখ্যানমামনস্তি ন তু তেজোধাতুঃ কন্ধিঃ  
 সূর্যাদয়োহসুভাস্তীতি প্রসিদ্ধম্ । সমত্বাচ্চ তেজোধাতুনাং সূর্যাদীনাং ন  
 তেজোধাতুমন্তঃ প্রত্যাপেক্ষাস্তি যৎ ভাস্তমসুভাযুঃ । ন হি প্রদীপঃ প্রদী-  
 পাস্তরমসুভাতি । যদপ্যুক্তং সমানস্বভাবকেষুকারো দৃশ্যত ইতি নায়  
 মেকাশ্চো নিয়মোহস্তি ভিন্নস্বভাবকেষপি হসুকারো দৃশ্যতে যথা সূতপ্ৰো-  
 ক্তঃপিণ্ডোদ্যাসুভাতিয়িঃ দহন্তমসুদহতি ভোমং বা রজো বায়ুং বহন্তমসু-

প্রকাশ পায় না, তিনিও তেজঃস্বভাব, ইহাই জানা যায়, আর অসুপ্রকাশও  
 তেজঃস্বভাবক বলিয়া উপপন্ন হয়, যেহেতু সমানস্বভাবেই অমুকরণ দর্শন  
 হইয়া থাকে । যেমন “গমনকারীর অমুগমন করে” এইস্থলে গতা ও অমু-  
 গতা উভয়ই সমানস্বভাব, সেইরূপ প্রকাশক ও অসুপ্রকাশক এই উভয়ই  
 তুল্যস্বভাব, অতএব বাহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়, তিনি কোন  
 তেজোধাতুস্বরূপ, এইরূপ হইলে ইহাই বলা যায় যে, বাহার প্রকাশে  
 জগৎ প্রকাশিত হয়, ইনি প্রোক্ত আয়া । যেহেতু তাহারই অমুকরণে  
 এই জগৎ হইয়াছে, এইস্থলে প্রোক্ত আয়ার পরিগ্রহেই “তাহার প্রকাশে  
 সকল প্রকাশিত হয়” এইরূপ কল্পনা হইতে পারে । “যিনি তেজঃ-  
 স্বরূপ, তিনি সত্যসকল” এইরূপে প্রোক্ত আয়াকেই বর্ণন করা যায় “কোন  
 তেজোধাতুরূপ সূর্যাদির প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়” এইরূপ প্রসিদ্ধি  
 নাই । যেহেতু সূর্যাদি সকল তেজোধাতুই সমান, পরস্তু অস্ত্র এমন  
 কোন তেজোধাতু নাই যে, তাহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হইতে  
 পারে, কখনও এক প্রদীপ প্রদীপাস্তরের প্রকাশে প্রকাশ হয় না । আর  
 উক্ত আছে যে, সমানস্বভাব পদার্থে অমুকরণ দৃষ্ট হয়, ইহা নিশ্চিত  
 নিয়ম নহে, যেহেতু ভিন্নস্বভাব পদার্থেরও অমুকরণ দৃষ্ট আছে । প্রতপ্ত  
 গৌহপিণ্ডও দহনকারী অগ্নির অমুকরণ করে, অর্থাৎ দহন করিয়া থাকে

বহুতীতি । অমুক্ততেরিত্যমুক্তানমমুক্তং তস্ত চেতি চতুর্থপাদমস্ত শ্লোকস্ত  
 সূচয়তি । তস্ত ভাষা সৰ্ব্বমিদং বিভাতিতি চ তদ্ব্যক্তকং ভানং স্বৰ্ঘ্যাদে-  
 রুচ্যমানং প্রাক্ষমাশ্বানং গময়তি । তদ্ব্যবহাৰ্য্যোতিবাং জ্যোতিরাশু-  
 হোপাসতেহমৃতমিতি হি প্রাক্ষমাশ্বানমায়নন্তি । তেজোহস্তরেণ, তু  
 স্বৰ্ঘ্যাদিতেজো বিভাতিত্যপ্রসিদ্ধং বিকল্পকং তেজোহস্তরেণ তেজোহস্তরস্ত  
 প্রতিঘাতাৎ । অথ বা ন স্বৰ্ঘ্যাদীনামেব শ্লোকপরিপঠিতানামিদং তদ্ব্য-  
 ক্তকং বিভানমুচ্যতে কিং তর্হি সৰ্ব্বমিদমিত্যবিশেষশ্রুতে: সৰ্ব্বটমবাস্ত  
 নানরূপক্রিয়াকারকফলজাতস্ত যান্ত্রিকব্যক্তি: সা ব্রহ্মজ্যোতি:সত্তানিমিত্তা ।  
 যথা স্বৰ্ঘ্যজ্যোতি:সত্তানিমিত্তা সৰ্ব্বস্ত রূপজাতস্তান্ত্রিকব্যক্তিস্তদ্বৎ । ন তত্র  
 স্বৰ্ঘ্যো ভাতিতি চ তত্র শব্দমাহরন্ প্রকৃতগ্রহণং দর্শয়তি প্রকৃতকং ব্রহ্ম  
 যদ্বিন্দু দ্যৌ: পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতমিত্যাদিনা । অনন্তরকং হিরণ্ময়ে পরে

এবং পার্থিব রেণুসমূহও বহনকারী বায়ুর অমুক্তরণ করে, ইত্যাদি স্থলে  
 বিভিন্ন স্বভাবপদার্থেরও অমুক্তরণ দেখা যায় । বাস্তবিক অমুক্তরণশব্দে  
 অনুপ্রকাশই সূচিত হইয়া থাকে । “তাঁহার আভাতে সকল আভাবিত হয়”  
 এই স্থলে স্বৰ্ঘ্যাদির আভাও পরমাশ্বজ্যোতিজন্ত ; স্তরং প্রাক্ষ আশ্বা-  
 কেই জানা যাইতেছে । “তদ্ব্যবহাৰ্য্যোতিবাং জ্যোতিরাশুহোপাসতে-  
 হমৃতমিতি” ইত্যাদি শ্রুতিও প্রাক্ষ আশ্বাকে নিরূপণ করিতেছে । আর  
 অস্ত্র কোন তেজ:প্রভাবে স্বৰ্ঘ্যাদির তেজ:প্রকাশ পায়, ইহা অপ্রসিদ্ধ  
 এবং বিকল্প, যেহেতু অস্ত্র তেজে অপর তেজকে প্রতিঘাত করে, অথবা  
 স্বৰ্ঘ্যাদির তেজ: যে, পরমাশ্বতেজোজন্ত ইহা বলা যায় না, কিন্তু শ্রুতিতে  
 এই সকলই অবিশেষ বলিয়া কথিত আছে । পরন্তু নাম, রূপ, ক্রিয়া,  
 কারকপ্রভৃতির যে প্রকাশ, তাহাই ব্রহ্মজ্যোতি:, উহা সত্তানিমিত্তক ।  
 যেমন স্বৰ্ঘ্যের জ্যোতি: সত্তানিমিত্তক, সেইরূপ এই সকলের জ্যোতিও  
 সত্তানিমিত্তক বলিয়া জানিবে । “তাঁহাতে স্বৰ্ঘ্য প্রকাশ পায় না” এই  
 শ্রুতি তৎশব্দ আহরণকরত প্রকৃতগ্রহণ প্রদর্শন করিতেছে, অর্থাৎ সেই  
 স্থলে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য । “তাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি বিদ্যা-  
 য়ন আছে” এই শ্রুতিই উক্তার

কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিকলম্ । ওচ্ছ্রুতং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্বদাশ্চ-  
বিদো বিহুরিতি । কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুখিতং ন যত্র  
স্বর্ঘ্যো ভাতীতি । যদপ্যুক্তং স্বর্ঘ্যাদীনাং তেজসাং ভানপ্রতিষেধস্তেজো-  
ধাতাবেবাত্মস্মিন্নবকরতে স্বর্ঘ্য ইবেতরেবাং জ্যোতিষাম্ ইতি তদ্রানুভানং  
স এব তেজোধাতুরন্তো ন সম্ভবতীতু্যপপাদিতম্ । ব্রহ্মণ্যপি চৈবাং  
ভানপ্রতিষেধোহবকরতে যতো বহুপলভ্যতে তৎ সর্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতি-  
ষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নাশ্চেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ-  
ত্বাৎ যেন স্বর্ঘ্যাদয়স্তস্মিন্ ভাষুঃ । ব্রহ্ম হস্তদ্ব্যনন্তি ন তু ব্রহ্মাশ্চেন  
ব্যজ্ঞাতে আশ্বনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে অগৃহো নহি গৃহতে ইত্যাদি-  
শ্রুতিভাঃ ॥ ২২ ॥

হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ব মুনীগণ বলেন, হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ, নিকল  
ব্রহ্ম আছেন, তিনি শুভ্র ও জ্যোতিকেরও জ্যোতিঃস্বরূপ । যদি তিনি  
জ্যোতিকেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে স্বর্ঘ্য প্রকাশ পায়  
না, এইরূপ কথা উপপন্ন হইতে পারে ? আর যে উক্ত হইয়াছে, এক  
তেজে অপর তেজের প্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অপর  
তেজ প্রকাশ পাইতে পারে না বলিয়া পরমাশ্বতেজ স্বর্ঘ্যান্বিতেজের প্রকা-  
শক নহে, ইহাতে এই করনা করা যায় যে, স্বর্ঘ্য যেমন ইতর জ্যোতিক-  
গণের প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে ; অতএব  
ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অত্র তেজোধাতু সকলের প্রকাশক নহে ।  
আর ব্রহ্মতে অপরাপরের প্রকাশ প্রতিষেধ করনা করা যায়, যেহেতু যে  
সকল উপলভ্য করা যায়, সেই সমুদায়ই ব্রহ্মজ্যোতিতে উপলব্ধ হইয়া  
থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অত্র জ্যোতিষারা উপলভ্য করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম  
স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং স্বর্ঘ্যাদি যাবতীয় তেজস্বপদার্থই ব্রহ্মতেজস্বারা  
দীপ্তি পাইতেছে । আর ব্রহ্মই অত্রকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্মকে অপর কেহ  
প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এবং  
তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ইত্যাদিরূপে শ্রুতিতে ব্রহ্মই সর্ব-  
প্রকাশক বলিয়া উক্ত আছেন ॥ ২২ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

অপি চেদং রূপং প্রাক্ষণৈবান্বনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্বীতান্ । “ন তদ্বাসয়তে স্মর্য্যো ন শশাকো ন পাবকঃ । যদগচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” ইতি । “যদানিত্যগতং তেজো জগদ্বাসয়তেহখিলম্ । যচ্ছ্রমসি যচ্ছামৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥” ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি শ্রুতং তথা অমুষ্ঠ-  
মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাদ্ধুমকঃ দীশানো ভূতভব্যস্ত স এবাদ্য স উ খ  
এতদ্বৈতং ইতি চ । তত্র যোহয়মমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রুতং স কিং বিজ্ঞা-  
নাত্মা কিং বা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ । তত্র পরিমাণোপদেশাধিজনানাত্মেতি  
তাবৎপ্রাপ্তম্ । ন হনস্তাত্মাবিস্তারস্ত পরমাত্মনোহমুষ্ঠমাত্রপরিমাণমুপ-

এই জগৎ প্রাক্ষ আত্মারই স্বরূপ, ভগবদ্বীতান্তে উক্ত আছে যে, তদ্বান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, পরমাত্মাকে স্মর্য্য, চক্রে ও অগ্নি, ইহার কেহই প্রকাশ করিতে পারে না । যাহাতে একবার গমন করিলে তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম । শ্রীকৃষ্ণ আর বলিয়াছেন যে, আদিত্যস্থিত তেজ অখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছে এবং এই যে চক্রেতে ও অগ্নিতে তেজ দেখিতেছ, ইহা আমাব তেজ বলিয়া জানিবে । অতএব প্রাক্ষ আত্মাই সকল প্রকাশ করেন, অপর কোন তেজে জগৎ প্রকাশ পায় না ॥ ২৩ ॥

অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে । আর উক্ত আছে যে, অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ নির্ধূমজ্যোতির্গ্নয়, তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের জীবন এবং তিনি সকলের আদ্য । এই যে অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রুত আছেন, ইনি কি বিজ্ঞানাত্মা ? কিবা পরমাত্মা ? এইরূপ সংশয় হইতেছে । এই স্থলে অমুষ্ঠমাত্র এই পরিমাণোপদেশহেতু বিজ্ঞানাত্মাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্মার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অনন্ত ; সুতরাং তাহার অমুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে পারে



কোষে বিরজঃ ব্রহ্ম নিষ্কলম্ । তচ্ছব্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্বদান্য-  
বিদো বিবৃতি । কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুখিতং ন যত্র  
স্বর্ঘ্যো ভাতীতি । যদপ্যুক্তং স্বর্ঘ্যাদীনাম্ তেজসাং ভানপ্রতিবেদন্তেজো-  
ধাতাবেবাত্মস্মিনবকরতে স্বর্ঘ্য ইবেতরেষাং জ্যোতিষাম্ ইতি তত্রাত্মভানং  
স এব তেজোধাতুরন্তো ন সম্ভবতীতু্যপপাদিতম্ । ব্রহ্মণ্যপি চৈষাং  
ভানপ্রতিবেদোহবকরতে যতো যদুপলভ্যতে তৎ সর্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতি-  
ষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নান্তেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ-  
ত্বাৎ যেন স্বর্ঘ্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ । ব্রহ্ম হস্তদ্ব্যনন্তি ন তু ব্রহ্মন্তেন  
ব্যাক্যতে আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষান্তে অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ইত্যাদি-  
শ্রুতিভ্যঃ ॥ ২২ ॥

হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যু মুনিগণ বলেন, হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ, নিষ্কল  
ব্রহ্ম আছেন, তিনি শুভ্র ও জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃস্বরূপ । যদি তিনি  
জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে স্বর্ঘ্যপ্রকাশ পায়  
না, এইরূপ কথা উপপন্ন হইতে পারে ? আর যে উক্ত হইয়াছে, এক  
তেজে অপর তেজের প্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অপর  
তেজ প্রকাশ পাইতে পারে না বলিয়া পরমাণুতেজ স্বর্ঘ্যাদিতেজেব প্রকা-  
শক নহে, ইহাতে এই কল্পনা করা যায় যে, স্বর্ঘ্য যেমন ইতর জ্যোতিষ্ক-  
গণের প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে ; অতএব  
ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অত্র তেজোধাতু সকলের প্রকাশক নহে ।  
আর ব্রহ্মেতে অপরাপরের প্রকাশ প্রতিবেদ কল্পনা করা যায়, যেহেতু যে  
সকল উপলভ্য করা যায়, সেই সমুদায়ই ব্রহ্মজ্যোতিতে উপলব্ধ হইয়া  
থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অত্র জ্যোতিষারা উপলভ্য করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম  
স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং স্বর্ঘ্যাদি যাবতীয় তেজঃস্বপদার্থই ব্রহ্মতেজঃস্বারা  
দীপ্তি পাইতেছে । আর ব্রহ্মই অন্তকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্মকে অপর কেহ  
প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এবং  
তাহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ইত্যাদিরূপে শ্রুতিতে ব্রহ্মই সর্ব-  
প্রকাশক বলিয়া উক্ত আছেন ॥ ২২ ॥

অপি চ স্বর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

অপি চেদং রূপং প্রাক্তৈশ্চবান্ননঃ স্বর্য্যতে ভগবদ্বীতাহ। “ন তত্ত্বাসমতে স্বর্য্যো ন শশাকো ন পাবকঃ। যদগ্ধা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” ইতি। “যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ধাসমতেহখিলম্। যচ্চক্রমসি যচ্চাঘৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥” ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি ক্রয়তে তথা অমুষ্ঠ-  
মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাদ্ধমকঃ জ্ঞানানো ভূতভব্যন্ত স এবাদ্য স উ খ  
এতদ্বৈতং ইতি চ। তত্র যোহয়মমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ ক্রয়তে স কিং বিজ্ঞা-  
নাত্মা কিং বা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ। তত্র পরিমাণোপদেশাধিজনানাত্মেতি  
তাবৎপ্রাপ্তম্। ন হনস্তাম্যামবিস্তারন্ত পরমাত্মনোহমুষ্ঠমাত্রপরিমাণমুপ-

এই জগৎ প্রাক্ত আত্মারই স্বরূপ, ভগবদ্বীতাহে উক্ত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, পরমাত্মাকে স্বর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি, ইহারা কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। যাহাতে একবার গমন করিলে তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। শ্রীকৃষ্ণ আর বলিয়াছেন যে, আদিত্যস্থিত তেজ অখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছে এবং এই যে চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে তেজ দেখিতেছে, ইহা আমার তেজ বলিয়া জানিবে। অতএব প্রাক্ত আত্মাই সকল প্রকাশ করেন, অপর কোন তেজে জগৎ প্রকাশ পায় না ॥ ২৩ ॥

অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহা স্রুতিতে উক্ত আছে। আর উক্ত আছে যে, অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ নিধূর্মজ্যোতির্ধর, তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের জ্ঞান এবং তিনি সকলের আদ্য। এই যে অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ স্রুত আছেন, ইনি কি বিজ্ঞানাত্মা? কিবা পরমাত্মা? এইরূপ সংশয় হইতেছে। এই স্থলে অমুষ্ঠমাত্র এই পরিমাণোপদেশেহেতু বিজ্ঞানাত্মাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্মার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অনন্ত; সুতরাং তাহার অমুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে পারে

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

দিশ্রুতে । বিজ্ঞানাত্মনস্তু পাদিমত্বাৎ সম্ভবতি কয়াচিৎ কল্পননয়াঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ  
স্বতে-চ—“অথ সত্যবতঃ কায়াং পাশবকং বশন্তম্ । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ  
পুরুষঃ নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ ॥” ইতি । নহি পরমেশ্বরেণ বলাদযমেন  
নিজ্জষ্টুং শক্যঃ তেন তত্র সংসার্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রো নিশ্চিতঃ স এবেশ্বাপীত্যেব  
প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমাত্মৈবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতঃ পুরুষো ভবিতুমর্হতি ।  
কন্যাং শব্দাং দীর্শানো ভূতভব্যস্তেতি । ন হস্তঃ পরমেশ্বরাদ্ ভূতভব্যস্ত  
নিরঙ্কুশরীশিতা এতদ্বৈতদ্বিত্বমিতি চ । প্রকৃতং পৃষ্টমিহামুসন্দধাতি এতদৈ-  
তৎ যৎপৃষ্টং ব্রহ্মেক্যার্থঃ । পৃষ্টক্বেহ ব্রহ্ম “অন্তত্র ধর্মাদন্ত্রাত্মাং কৃত্য  
কৃত্যৎ । অন্তত্র ভূতাক্ত ভব্যাক্ত যন্তংপশুসি তদ্বদ” ইতি । শব্দাদেবেতি  
অভিধানশ্রুতেরেবেশান ইতি পরমেশ্বরেহিবগম্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কথং পুনঃ সর্গগতস্ত পরমাত্মনঃ পরিমাণোপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ ।

না । বিজ্ঞানাত্মা উপাদিমান ; অতএব কোন কল্পনাদ্বারা তাহাব অঙ্গুষ্ঠ  
মাত্র পরিমাণ সম্ভব হয় । স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে, “অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ  
শরীরে পাশবক হইয়া বশীভূত আছেন, যম বলপ্রয়োগপূর্বক তাহাকে  
আকর্ষণ করে ।” যম কখনও বলপ্রয়োগদ্বারা পরমেশ্বরকে আকর্ষণ করিতে  
পারে না, অতএব সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সংসারী, ইহাই নিশ্চিত হই  
তেছে । প্রকৃতপক্ষে বক্তব্য এই যে, পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ-  
বিশিষ্ট পুরুষ হইতেছেন । যেহেতু তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের  
ঈশ্বর, এইরূপ শব্দশ্রুতি আছে । পরমেশ্বর ভিন্ন অন্ত কেহই ভূতভবা  
পদার্থের নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে পারে না । আর “এতদ্বৈতং” অর্থাৎ উক্ত  
ঈশ্বরই তোমার পৃষ্ট, ইত্যাদিশ্রুতিও পরমাত্মবিষয়ক । বাস্তবিক “অন্তত্র  
ধর্মাদন্ত্রাত্মাং কৃত্যকৃত্যৎ । অন্তত্র ভূতাক্ত ভব্যাক্ত যন্তংপশুসি তদ্বদ”  
ইত্যাদি শব্দপ্রমাণে পরমেশ্বরই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলিয়া জ্ঞান যাই-  
তেছে ॥ ২৬ ॥

পূর্বহজে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এইপ্র-

সর্বগতত্বাপি পরমাণ্বনো হৃদয়েববস্থানমপেক্ষ্যাস্থূষ্ঠমাত্রমিদমুচ্যতে  
 আকাশস্তেব বংশপর্যাপেক্ষমরতিমাত্রত্বম্ । ন হৃদয়াতিমাত্রস্তেব পর-  
 মাণ্বনোহস্থূষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে । ন চাত্তঃ পরমাণ্বন ইহ গ্রহণমর্থতি  
 ত্রিশানশব্দাদিত্য ইত্যুক্তম্ । নমু প্রতিপ্রাণিভেদং হৃদয়ানামনবস্থিতত্বাত্ত-  
 দপেক্ষমপ্যস্থূষ্ঠমাত্রত্বং নোপপদ্যত ইত্যত উত্তরমুচ্যতে মনুষ্যাধিকারত্বা-  
 দ্ধিতি । শাস্ত্রং হুবিশেষপ্রবৃত্তমপি মনুষ্যানেনবাধিকরোতি শক্তবাদবিত্তা-  
 দপৰ্য্যদন্তত্বাহুপনয়নাদিশাস্ত্রাচ্ছেতি । বর্ণিতমেতদধিকারলক্ষণে মনুষ্যা-  
 ণাং নিয়তপরিমাণঃ কায়ঃ উচিতোন নিয়তপরিমাণমেব চৈষামস্থূষ্ঠমাত্রঃ  
 হৃদয়ম্ । অতো মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্র মনুষ্যহৃদয়াবস্থানাপেক্ষমস্থূষ্ঠ-

আশঙ্কা হইতেছে যে, যিনি সর্বগত পরমাণ্বা, তাঁহার অস্থূষ্ঠমাত্র পরিমাণ  
 কিরূপে সম্ভবিতে পারে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, সর্বগত পরমাণ্বার  
 হৃদয়ে অবস্থানাপেক্ষায় তাঁহাকে অস্থূষ্ঠমাত্র পুরুষ বলা যায় । যেমন  
 অনন্ত আকাশকে ঘটাবস্থানহেতু ঘটাকাশ বলা যায়, সেইরূপ হৃদয়া-  
 বস্থানাপেক্ষায় অস্থূষ্ঠমাত্র বলা যাইতে পারে । যেমন একখণ্ড বংশ  
 লইয়া এক অবত্ৰি ( এক হস্তের কিঞ্চিৎ ন্যূন ) পরিমাণ হইয়া থাকে,  
 সেইরূপ হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায় অস্থূষ্ঠমাত্র পরিমাণ হয় । বাস্তবিক অতি-  
 মাত্র পরমাণ্বার অস্থূষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপন্ন হয় না এবং পরমাণ্বার অন্ত  
 কাহাকেও এইস্থলে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যেহেতু ত্রিশান শব্দাদি  
 দ্বারা পরমাণ্বাই উক্ত হইয়াছেন । এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, পর-  
 মাণ্বা প্রতিব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থিতি করেন না, তবে “হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায়  
 তাঁহার অস্থূষ্ঠমাত্র পরিমাণ” ইহা উপপন্ন হইতে পারে না, ইহার উত্তরে  
 বক্তব্য এই যে, শাস্ত্র সকল অবিশেষে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে মনুষ্যগণে-  
 রই অধিকার হয়, যেহেতু শাস্ত্রার্থ প্রতিপালনে মনুষ্যেরই শক্তি আছে,  
 মনুষ্যই তাহার অর্থী, ও মনুষ্যই শাস্ত্রার্থে অপৰ্য্যাপ্ত । অধিকারলক্ষণে  
 ইহা বিশেষ বিবৃত হইয়াছে, মনুষ্যের নিয়ত পরিমাণই শরীর, ইহাদিগের  
 হৃদয় অস্থূষ্ঠমাত্র, ইহাই উচিত পরিমাণ, অতএব শাস্ত্রে মনুষ্যাধিকারিত  
 প্রাক্ত মনুষ্য হৃদয়াবস্থানাপেক্ষ পরমাণ্বার অস্থূষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপন্ন

## তদুপর্যাপি বাদরাগণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

মাত্রমুপপন্নং পরমাশ্রয়ঃ । যদপ্যুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্মৃতেষু সংসার্যোবায়মস্মৃষ্টমাত্রঃ প্রত্যোভব্য ইতি তৎ প্রত্যাচ্যতে স আত্মা তত্ত্বমসী-  
ত্যাদিবৎ সংসারিণ এব সত্যোহস্মৃষ্টমাত্রস্ত ব্রহ্মত্বমিদমুপদিষ্টত্ব ইতি ।  
দ্বিরূপা হি বেদান্তবাক্যানাং প্রবৃতিঃ কচিৎ পরমাশ্রয়রূপনিরূপণপরা  
কচিৎবিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মৈকত্বোপদেশপরা । তদত্র বিজ্ঞানাত্মনঃ পব-  
মাশ্রয়নৈকত্বমুপদিষ্টতে নাস্মৃষ্টমাত্রত্বং কস্মচিৎ । এতমেবার্থঃ পরেণ স্পষ্টী-  
করিত্যভি । অস্মৃষ্টমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাগ্না সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।  
তং স্বাচ্ছরীরাং এবহেন্ মুক্তাদিবেদীকাং ধৈর্যেণ তং বিদ্যাচ্ছুরুমমৃত-  
মিতি ॥ ২৫ ॥

অস্মৃষ্টমাত্রশ্রুতির্মহুযাহৃদয়াপেক্ষামহুযাধিকারস্বাচ্ছরীরাংস্তেতুক্তাঃ তৎ-  
প্রসঙ্গাদিদমুচ্যতে । বাচঃ মহুযানধিকরোতি শাস্ত্রং ন তু মহুযানেবে-  
তীহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মোহস্তি তেবাং মহুযাণামুপরিষ্ঠাদৃশ্যে দেবাদয়স্তান-  
পাধিকরোতি শাস্ত্রমিতি বাদরাগণ আচার্যো মন্ততে কস্মাৎ সম্ভবাৎ ।

হইল । আর যে উক্ত হইয়াছে, পরিমাণোপদেশবশত এবং স্মৃতিপ্রমাণ  
হেতু সংসারী আত্মাই অস্মৃষ্টমাত্র বলিয়া জানা যাইতেছে, ইহার প্রত্যুত্তরে  
বক্তব্য এই যে, সেই আত্মার “তত্ত্বমসি” ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হয় ।  
বাস্তবিক বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃতি দ্বিবিধ, অর্থাৎ বেদান্তের কোন অংশে  
পরমাশ্রয়রূপ নিরূপণ হইয়াছে, কোন অংশে বিজ্ঞানাত্মার পরমাত্মৈকত্ব  
উপদেশ আছে, অতএব এ স্থলে বিজ্ঞানাত্মারই পরমাশ্রয়রূপে একত্ব উপ-  
দিষ্ট হয়, কাহারও অস্মৃষ্টমাত্রত্ব উপদিষ্ট হয় নাই, এই বিষয় পরে বিশেষ  
রূপে স্পষ্ট করিবেন । শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অস্মৃষ্টমাত্র পুরুষ  
সর্বদা মহুষ্যের হৃদয়ে নিবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রের মহুযাধিকারপ্রযুক্ত অস্মৃষ্টমাত্র  
শ্রুতি হৃদয়াবস্থান অপেক্ষা করে, তাহার প্রসঙ্গে ইহা বলা যায় যে, শাস্ত্র  
যে মহুযাদিগকে অধিকার করে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান

সম্ভবতি হি তেষামপ্যর্থিত্বাদ্যধিকারকারণম্। তত্রার্থিত্বং তাবম্মোক্ষ-  
বিষয়ং দেবাদীনামপি সম্ভবতি বিকারবিষয়বিভূত্যানিত্যত্বালোচনাদিনি-  
মিত্তম্। তথা সামর্থ্যমপি তেষাং সম্ভবতি মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণ-  
লোকেভ্যো বিগ্রহবসাদ্যবগমাৎ। ন চ তেষাং কশ্চিৎ প্রতিষেধোহস্মি  
ন চোপনয়নাদিশাস্ত্রেণৈষামধিকারো নিবৰ্ত্তিতঃ। উপনয়নশ্চ বেদাধ্য-  
য়নার্থত্বাৎ তেষাঞ্চ স্বয়ং প্রতিভাতবেদত্বাৎ অপি চৈষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং  
ব্রহ্মচর্যাদি দর্শয়তি একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতো ব্রহ্মচর্য্য-  
মুদাস ভৃগুর্কৈ বারুণির্করুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেত্যাদি।  
যদপি কর্ণস্বনধিকারকারণমুক্তং ন দেবানাং দেবতাস্তরাভাবাৎ ন ঋষী-  
গমার্ঘ্যেয়াস্তরাভাবাদিতি ন তদ্দিদ্যাস্বস্তি। ন হীন্দ্ৰাদীনাং বিদ্যাস্বধি-  
ক্রিয়মাণানামিহাদ্যুদ্দেশেন কিঞ্চিৎ কৃত্যমস্তি ন চ ভূখাদীনাং ভূখাদি-

হইলে উক্ত নিয়ম থাকে না, বাদরায়ণাচার্য্য বলেন যে, সেই মহুয়গণের  
শ্রেষ্ঠ যে দেবাদি তাহাদিগকেও শাস্ত্র অধিকার করে। যেহেতু দেবাদিরও  
অর্থিত্বাদি অধিকারকারণ আছে। এই স্থলে মোক্ষই প্রার্থনীয়, তাহা  
দেবাদিরও সম্ভব আছে। বিকারবিষয় ঐশ্বর্য্যের অনিত্যত্ব পর্যালোচনা-  
দ্বারাই মোক্ষ হইয়া থাকে। আর মন্ত্রার্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ ও  
লোক প্রসিদ্ধিহেতু দেবগণের শরীরবস্তাবগমপ্রযুক্ত দেবগণেরও সামর্থ্য  
আছে এবং তাহাদিগের কোন প্রতিষেধ নাই। আর উপনয়নশাস্ত্র-  
দ্বারা তাহাদিগের অধিকারনিবৃত্ত হয় নাই। যেহেতু বেদাধ্যয়নই উপ-  
নয়নের প্রয়োজন, কিন্তু দেবগণের বেদজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ জানা যায়, পরন্তু  
বিদ্যাগ্রহণার্থেই দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য দর্শন আছে, অর্থাৎ ইহু একশত  
বৎসর প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন এবং বরুণতনয় ভৃগু  
আপন পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্!  
আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন, ইত্যাদি ঋতিতে দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য উক্ত  
আছে। আর যে অনধিকারকারণ উক্ত আছে, তাহাও দেবতাদিগের  
কারণ, দেবতার অন্তদেবতা নাই এবং ঋষিগণের অন্ত ঋষি নাই, আর  
বিদ্যাতেও তাহা কিছুই নাই, বিদ্যাতে অধিকারী ইন্দ্ৰাদির উদ্দেশে

বিরোধঃ কৰ্ম্মণীতি চেম্মানেকপ্রতিপত্তেদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

সগোত্রতয়া তচ্ছাদেবাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ কেন বার্য্যতে । দেবা-  
দ্যধিকারেপ্যস্মৃষ্টমাত্রশ্রুতিঃ স্বাস্মৃষ্টাপেক্ষয়া ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ২৬ ॥

ত্বাদেতৎ যদি বিগ্রহবস্তাদ্যভ্যুপগমেন দেবাদীনাং বিদ্যাধিকারো  
বর্ণ্যেত বিগ্রহবস্তাৎ ঋত্বিগাদিৰং ইচ্ছাদীনামপি স্বরূপসন্নিধানেন কৰ্ম্মা-  
ভাবোহভ্যুপগম্যেত তদা চ বিরোধঃ কৰ্ম্মণি স্থাৎ ন হীচ্ছাদীনাম্ স্বরূপ-  
সন্নিধানেন যাগেহ্রভাবো দৃশ্যতে ন চ সম্ভবতি । বহু যোগে যুগ-  
পদেকশ্চৈক্য স্বরূপসন্নিধানানুপপত্তেরিতি চেৎ নায়মস্তি বিরোধঃ কন্ম-  
দনেকপ্রতিপত্তেঃ । একস্তাপি দেবতাস্থনো যুগপদনেকস্বরূপপ্রতিপত্তিঃ  
সম্ভবতি । কথমেতদবগম্যতে দর্শনাৎ । তথা হি কতি দেবা ইত্যা-  
ক্রম্য ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি নিরুচ্য কতমে তে ইত্যত্যাং  
পৃচ্ছায়াং মহিমান এতৈবামেতে ত্রয়জিংশেষেব দেবা ইতি ক্রবতী শ্রুতি-

কোন কার্য্যই নাই এবং ভূতপ্রভৃতির ভূতপ্রভৃতি সগোত্রতাহেতু কোন  
কার্য্য হইতে পারে না । অতএব ইচ্ছাদির বিদ্যাধিকারকে কে বারণ  
করিতে পারে ; সুতরাং দেবাদির অধিকারে অস্মৃষ্টমাত্র শ্রুতি আস্মৃষ্টা-  
পেক্ষায় বিরুদ্ধ হয় না ॥ ২৬ ॥

যদি শরীরবত্তাদি স্বীকার করিয়া দেবাদির শরীরবত্তাহেতু বিদ্যাতে  
অধিকার বর্ণিত হইল এবং ঋত্বিগাদির স্থায় ইচ্ছাদিরও স্বরূপসন্নিধান-  
হেতু কৰ্ম্মাণ্ড্যাব স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে কৰ্ম্মেতে বিরোধ  
ঘটিয়া উঠে, ইচ্ছাদির স্বরূপ সন্নিধানহেতু যাগের অঙ্গ বলিয়া দৃষ্ট হয়,  
ইহা সম্ভব হয় না, বহুযাগেতে একদা এক ইচ্ছের স্বরূপ সন্নিধান অসম্ভব  
হইতেছে; সুতরাং বিরোধ হয়, ইহাতে বক্তব্য এই যে, প্রকৃতগতঃ বিরোধ  
হয় না । যেহেতু অনেক প্রতিপত্তি আছে, অর্থাৎ এক দেবতারও একদা  
অনেক স্বরূপ প্রতিপত্তি সম্ভব দেখা যায় । দেবতার সংখ্যা কত ? এই  
উপক্রমে শ্রুতিতে ত্রয়জিংশৎ দেবতা বলিয়া এক দেবতার একদা অনেক-  
স্বরূপই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অস্ত্র শ্রুতিও দেবতার অনেক রূপতা

রৈকৈকশ্চ দেবতাস্থনো যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি । তথা ঐশ্বজিংশ-  
তোহপি বড়ানাস্তর্ভাবক্রমেণ কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি প্রাণৈক-  
রূপতাং দেবানাং দর্শয়ন্তী তন্ত্ৰৈকৈকশ্চ প্রাণশ্চ যুগপদনেকরূপতাং  
দর্শয়তি । তথা স্মৃতিরপি—“আস্থনো বৈ সহস্রাণি বহুনি ভরতর্ষভ ।  
কুর্যাদ্ যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্কৈশ্বরীকরেং ॥ প্রাণুর্গাহিষহানু  
কৈশ্চিৎ কৈশ্চিচ্ছ্রুতপশ্চরেং । সজ্জিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্যো রশ্মিগণা-  
নিব ॥” ইত্যেবং আত্মীয়িকা প্রাণ্যাপিমাট্যৈশ্বর্যাণাং যোগিনামপি যুগ-  
পদনেকশরীরযোগং দর্শয়তিক্ষ্ম বক্তব্যমাত্মানসিদ্ধানাং দেবানাম্ ।  
অনেকরূপপ্রতিপত্তিসম্ভবাত্চৈকৈক্যং দেবতা বহুভী রূপৈরাস্থানং প্রবি-  
ভজ্য বহুশ্চ যোগেশু যুগপদজ্ঞতাবং গচ্ছতি পঠৈশ্চ ন দৃষ্টতেহস্তর্ধানাশি-  
শক্তিযোগাধিভূতাপপদ্যতে । অনেকপ্রতিপত্তেদর্শনাং ইত্যতাপরা ব্যাখ্যা ।  
বিগ্রহবতামপি কর্ম্মজ্ঞতাবচোদনাস্থনেকা প্রতিপত্তিসূক্তে । কচি-

প্রদর্শন করিয়া একদা এক প্রাণের অনেক রূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন ।  
মুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যোগীরা আত্মাকে বহু সহস্ররূপ করিতে  
পারেন এবং তাঁহারা যথোচিত বল পাইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন ।  
তাঁহাদিগেব মধ্যে কেহ বিষদী হয়, কেহ বা উগ্রতপস্তা করে, পুনর্বার  
সেই সকল সংকেপ করিয়া থাকে । সূর্য্য যেমন রশ্মিসকল বিস্তৃত করিয়া  
পুনর্বার গ্রহণ করেন, সেইরূপ যোগীরা আত্মাকে বিস্তার করিয়া পুনর্বার  
তাহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন । ইত্যাদিরূপে যোগীরা যে অনিমাশি ঐশ্বর্য্য  
পাইয়া একদা অনেক শরীরযোগ করেন, তাহা দর্শিত আছে । যোগী-  
রাও যখন এইরূপে একদা বহু শরীরযোগ করিতে পারেন, তখন নিছ  
দেবগণের উক্ত বিষয়ে সংশয় কি ? অতএব দেবতাদিগের অনেক রূপ  
প্রতিপত্তি সম্ভবহেতু এক এক দেবতাও বহুরূপে আত্মাকে বিভাগ করিয়া  
একদা বহু যোগের অধীভূত হইতে পারেন । তাহাদিগের অন্তর্ধানশক্তি-  
যোগ আছে বলিয়া অপরে ইহা দেখিতে পার না, অথবা শরীরধারী  
দেবতাদিগের কর্ম্মজ্ঞতাবিষয়ে অনেক প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয় । কোন এক  
শরীরবান একদা অনেক শরীর অঙ্গ হইতে পারে না । যেমন একদা



শব্দ ইতি চেম্মাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ ॥ ২৮ ॥

দেকোহপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবঃ ন গচ্ছতি যথা বহুভির্ভোজয়-  
ন্তিনৈকো ব্রাহ্মণো যুগপত্তোজ্যতে । কচিচ্চেকোহপি বিগ্রহবাননেকত্র  
যুগপদঙ্গভাবঃ ন গচ্ছতি । যথা বহুভির্নমস্কুর্যাদৈগরেকো ব্রাহ্মণো যুগপদ-  
মজ্জিয়তে তদ্বদিত্যেহোদ্দেশপরিত্যাগাঙ্কত্বাদ্যাগন্ত বিগ্রহবতীমপোক্তান্-  
বতামুদ্ধিশ্চ বহবঃ স্বঃ স্বঃ স্রব্যাঃ যুগপৎপরিত্যাক্তীতি বিগ্রহবহেহপি  
দেবানাং ন কিক্ৰিৎকর্শ্শনি বিরুদ্ধ্যতে ॥ ২৭ ॥

মা নাম বিগ্রহবশ্চে দেবদীনামভ্যাপগম্যামানে কর্শ্শনি কচিদ্বিরোধঃ  
প্রাসঙ্গি শব্দে তু বিরোধঃ প্রসজ্যেত কথং ঔৎপত্তিকং হি শব্দভাধেন  
সম্বন্ধমাপ্রিত্যানপেক্ষাদিতি বেদন্ত প্রামাণ্যঃ স্থাপিতম্ । ইদানীন্ত  
বিগ্রহবতী দেবতাভ্যাপগম্যামান। যদ্যটপাশ্বৰ্য্যযোগাদ্‌যুগপদনেককর্শ্শসম-  
ক্কাীন হবীংষি ভূঞ্জীত তথাপি বিগ্রহযোগাদম্মাদিবজ্জননমরণবতী মেতি

অনেকে ভোজন করাইলে এক ব্যক্তি তাহা একদা ভোজন করিতে  
পারে না, সেইরূপ এক শরীরবান্ ব্যক্তি কখনও একদা অনেক যোগের  
অঙ্গ হইতে পারে না । বাস্তবিক যেমন একদাই একজনকে অনেকে নম-  
স্কার করিলে সেই এক ব্যক্তি একদা অনেকের নমস্কার হইতে পারে, সেইরূপ  
এইহলেও অবিরোধ হয়, অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া স্রব্য পরিত্যাগ  
করিলেই যাগ হয় ; সুতরাং শরীরবান্ এক দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া  
অনেকেই আপন আপন অভিলষিত স্রব্য পরিত্যাগ করিতে পারে, অত-  
এব দেবগণের শরীরসন্তেও কর্শ্শেতে কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭ ॥

দেবতাদিগের শরীরবতা স্বীকার করিলেও কর্শ্শেতে কোন বিরোধ  
হয় না বরং শব্দেতেই বিরোধপ্রসঙ্গ হয়, তবে কিরূপে অর্থের সহিত  
শব্দের ঔৎপত্তিক সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া অনপেক্ষবহেতু বেদের প্রামাণ্য  
স্থাপিত হইল, এইরূপ দেবতারা শরীরবান্ ইহাই স্বীকার করা যায় এবং  
তাহারা যদি ঐশ্বৰ্য্যযোগহেতু একদা অনেক কর্শ্শসম্বন্ধী দেবতা যজীয়হবিঃ  
ভোজন করেন বটে, তথাপি শরীরযোগহেতু অম্মাদিদির দ্বার তাহারাও

নিত্যশ্চ শব্দশ্চানিত্যেনার্থেন নিত্যসম্বন্ধে প্রলীয়মানে যদৈবদিকে শব্দে  
প্রামাণ্যং স্থিতং তত্ত্ব বিরোধঃ তাদিতি চেন্নায়মপ্যস্তি বিরোধঃ কন্যাং  
কৃতঃ প্রভবাৎ । অতএব হি বৈদিকাক্ষন্দেবাদিকঙ্কণং প্রভবতি ।  
নমু জন্মাদ্যন্ত যত ইতি ব্রহ্মপ্রভবত্বং জগতোহবধারিতং কথমিহ শব্দ-  
প্রভবত্বমুচ্যতে । অপি চ যদি নাম বৈদিকাক্ষন্দাদন্ত প্রভবোহভূপগতঃ  
কথমেতাবতা বিরোধঃ শব্দে পরিহৃতঃ যাবতা বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিষ্ণে  
দেবা মরুত ইত্যেতেহর্থা অনিত্যা এবোৎপত্তিমত্যাং তদনিত্যস্বৈ চ তদ্বা-  
চিনাং বৈদিকানাং বস্বাদিশব্দানামনিত্যত্বং কেন নিবার্যতে । প্রসিদ্ধং  
হি লোকে দেবদত্তস্ত পুত্রো উৎপন্নে যজ্ঞদত্ত ইতি তন্ত নাম ক্রিয়তে ইতি ।  
তদ্বাদিরোধ এব শব্দ ইতি চেন্ন গবাদিশব্দার্থসম্বন্ধনিত্যবদর্শনাৎ । নহি  
গবাদিব্যক্তীনাং পুস্তিমত্বে তদাকৃতীনাং পুস্তিমত্বং স্তাৎ দ্রব্যগুণ-  
কর্মণাং হি ব্যক্তয় এবোৎপদ্যাস্তে নাকৃতয়ঃ । আকৃতিভিঃ শব্দানাং

জননমরণশালী । অতএব অনিত্য অর্থের সহিত নিত্যশব্দের নিত্যসম্বন্ধ  
প্রলীয়মান হইলেও বৈদিকশব্দের যে প্রামাণ্যস্থিত আছে, তাহার বিরোধ  
হয়, কিন্তু বাস্তবিক বিরোধ হয় না, যেহেতু এই বৈদিকশব্দ হইতেই  
দেবাদি জগতের সম্ভব হয় । এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে যে, “জন্মাদ্যন্ত  
যতঃ” এই শব্দে ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি অবধারিত আছে, তবে  
কিরূপে জগতের শব্দপ্রভবত্ব বলা যাইতে পারে ? আর যদিও বৈদিক-  
শব্দ হইতে জগতের প্রভব স্বীকার হইয়াছে, তবে আর কিরূপে এই  
বিরোধ শব্দে পরিহৃত হইতে পারে, যেহেতু বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ,  
বিষ্ণুগণ ও মরুৎগণ ইহারা সকলই উৎপত্তিশালিত্বপ্রযুক্ত অনিত্য এবং  
যদি ইহারা অনিত্য হইল, তবে তাহাদিগের বাচক বৈদিক বসুপ্রভৃতি  
শব্দের অনিত্যতা কে বারণ করিতে পারে ? লোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে  
যে, দেবদত্তের পুত্র উৎপন্ন হইলেই যজ্ঞদত্ত বলিয়া তাহার নামকরণ  
করা যায়, অতএব শব্দেই বিরোধ হয়, তাহা নহে, যেহেতু গবাদিশব্দের  
স্বার্থসম্বন্ধের নিত্যবদর্শন আছে, গবাদি ব্যক্তির উৎপত্তিশালী হইলেও  
তদাকৃতীর উৎপত্তিমতা স্বীকার করা যায় না । অত্র, গুণ ও কর্ম

সম্বন্ধো ন ব্যক্তিভিঃ । ব্যক্তীনাং মানস্যাং সম্বন্ধগ্রহণানুপপত্তেঃ ব্যক্তি-  
 যুৎপদ্যমানান্ধপ্যাকৃতীনাং নিত্যত্বান্ন গবাদিশব্দেষু কশ্চিৎ বিরোধো দৃশ্যতে ।  
 তথা দেবাদি ব্যক্তিপ্রভবভূতপদগমেহপি আকৃতি নিত্যত্বান্ন কশ্চিৎ ব্যাদি-  
 শব্দেষু বিরোধ ইতি ত্রুট্যম্ । আকৃতিবিশেষস্ত দেবাদীনাং মন্ত্রার্থবাদি-  
 দ্ভিভ্যো বিগ্রহবৎসাদ্যবগমাদবগম্যত্বাৎ । স্থানবিশেষসম্বন্ধনিমিত্তাণেচ্ছাদি-  
 শব্দাঃ সেনাপত্যাদিশব্দবৎ । ততশ্চ যো যন্তৎস্থানমধিষ্ঠিষ্ঠতি স স  
 ইচ্ছাদিশব্দৈরভিধীয়তে ইতি ন দোষো ভবতি । ন চেদং শব্দপ্রভবঃ  
 ব্রহ্মপ্রভবত্ববত্পাদানকারণত্বাভিপ্রায়েণোচ্যতে কথং তর্হি স্থিতিবাচক-  
 ঞ্চনা নিত্যে শব্দে নিত্যার্থসম্বন্ধিনি শব্দব্যবহারবোগ্যার্থব্যক্তি নিম্পত্তিরতঃ  
 প্রভব ইত্যুচ্যতে । কথং পুনরবগম্যতে শব্দাং প্রভবতি জগদ্বিত্তি প্রত্য-  
 ক্তাহুমানাভ্যাম্ । প্রত্যক্ষং হি ক্রতিঃ প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ । অনু-  
 মানঃ স্মৃতিঃ প্রামাণ্যং প্রতিসাপেক্ষত্বাৎ । তে হি শব্দপূর্ণাঃ সৃষ্টিং দর্শ-

ইহাদিগের ব্যক্তিই উৎপত্তিশালী আকৃতির উৎপত্তি নাই । আকৃতির  
 সহিতই শব্দের সম্বন্ধ হয়, ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ হয় না, যেহেতু ব্যক্তি  
 অনন্ত, অতএব তাহার সম্বন্ধগ্রহণের উৎপত্তি নাই, ব্যক্তি সকলের উৎ-  
 পত্তি হইলেও আকৃতি সকলের নিত্যতাহেতু গবাদিশব্দে কোন বিরোধ  
 দৃষ্ট হয় না এবং দেবাদি ব্যক্তির প্রভব স্বীকার করিলে আকৃতিব  
 নিত্যতাহেতু বহুপ্রতৃতি শব্দে কোন বিরোধ নাই, ইহাই দেখা যায়,  
 দেবাদির যে আকৃতি শেষে উক্ত আছে, তাহাও মন্ত্রার্থবাদিহেতু শরীর-  
 বস্তাদির অবগমে জানা যায়, সেনাপত্যাদিশব্দের জ্ঞায় ইচ্ছাদিশব্দও  
 স্থান এবং সম্বন্ধবিশেষ নিমিত্ত জানিবে । যে যে সেই স্থানে, অর্থাৎ  
 জমরাবতীতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকেই ইচ্ছা বলা যায়, অতএব কোন  
 দোষ হইতে পারে না, যেমন উপাদানকারণাভিপ্রায়ে ব্রহ্মপ্রভবঃ বলা  
 যায়, শব্দপ্রভবঃ সেইরূপ নহে, তবে কিরূপে স্থিতিবাচকরূপে নিত্য-  
 শব্দে এবং শব্দব্যবহারবোগ্য অর্থনিম্পত্তি হয়, অতএবই “প্রভব” এই কথা  
 বলা যায়, শব্দ হইতে জগৎ প্রোচ্ছৃৎ হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষও অনুমান-  
 দ্বারা উক্তার্থ প্রতীয়মান হয় । প্রামাণ্যানপেক্ষপ্রযুক্ত ক্রতিই প্রত্যক্ষ

য়তঃ । এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানস্বজতাস্বগ্রমিতি মনুষ্যানিঙ্গব ইতি পিতৃং স্থিরঃপবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শত্ৰুমভি-  
সৌভগেত্যন্তাঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ । তথাক্তদ্বাপি স মনসা বাচং মিথুনং  
সমভবদিত্যাदिमा तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः प्राप्यते । नृतिरपि—  
“अनादिनिधना नित्या वाञ्छन्सृष्टौ श्रमस्तुवा । आदौ वेदमयी दिव्या  
वतः सर्गाः प्रवृत्तयः ॥” इति । उद्सर्गोऽप्ययं वाचः सप्त्रदारप्रवर्तना-  
श्रको द्रष्टव्यः अनादिनिधनाया अत्रादृशस्तोऽसर्गत्रासम्भवाः । तथा--  
“नामरूपे च भूतानां कर्मणां प्रवर्तनम् । वेदशब्देभ्य एवादौ निर्गमे  
स महेश्वरः ॥” इति । “सर्वेषां स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।  
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थां च निर्गमे ॥” इति च । अपि च चिकी-  
र्षितमर्थमभूतिर्न तु वाचकं शब्दं पूर्वं नृत्वा पश्चात्तमर्थमभूतिर्नतीति  
सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत् । तथा प्रजাপतेरपि स्रष्टुः सृष्टेः पूर्वं  
वैदिकाः शब्दा मनसि प्रादुर्लभ्युः पश्चात्तदभूगतानर्थान् ससंज्ञेति

এবং প্রামাণ্যাপেক্ষাপ্রযুক্ত নৃতিই অমুমান । উক্ত প্রত্যক্ষ ও অমুমান,  
এই উভয়ই শব্দপূর্বক সৃষ্টিপ্রদর্শন করিতেছেন । “এত ইতি বৈ প্রজা-  
পতি দেবানস্বজতাস্বগ্রমিতি মনুষ্যানিঙ্গব ইতি পিতৃং স্থিরঃ পবিত্রমি  
গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শত্ৰুমভি সৌভগেত্যন্তাঃ প্রজাঃ” এবং  
“স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে শব্দপূর্বক সৃষ্টি শ্রুত  
আছে । নৃতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, ত্রিকা আদিতে অনাদি, অনন্ত,  
নিত্য, দিবা, বেদময়ী বাক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বাক্য হইতেই  
সকল জগৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে । এই সৃষ্টি বাক্যস্পন্দারপ্রবর্তনাত্মক  
জানিবে । নৃতিতে আর লিখিত আছে যে, নাম, রূপ ও ভূত এবং  
কর্মের প্রবর্তন এই সকলই মহেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে বেদবাক্য হইতে  
নির্মাণ করিয়াছেন । আর সকলেরই নাম, রূপ ও কর্ম এই সমুদায়  
তিনি বেদবাক্য হইতে সৃষ্টির প্রথমে পৃথক পৃথক নির্মাণ করেন । আর  
দেখ,—চিকীর্ষিত অর্থ অনুষ্ঠানকরত পূর্বে তদ্বাচকশব্দ স্বরণ করিয়া  
পশ্চাৎ সেই অর্থানুষ্ঠান করে, ইহা আমাদেরই প্রত্যক্ষ আছে

গম্যতে । তথা চ ঋতিঃ স স্মৃতিঃ ব্যাহরন্ স ভূমিমসৃজন্তেত্যেবমা-  
 দিকা ভূরাশিষ্যেত্যেব মনসি প্রোক্তভূতেত্যো ভূরাশীন্ লোকান্ প্রো-  
 ভূতান্ সৃষ্টান্ দর্শয়তি । কিমাক্ষকং পুনঃ শব্দমভিপ্রেত্যেত্যং শব্দশব্দ-  
 বস্তুচ্যুতে ক্ষেপটিমিত্যাহ । বর্ণপক্ষে হি তেষামুৎপন্নপ্রধ্বংসিস্বান্নিতোভ্যঃ  
 শব্দেত্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যমুপপন্নং স্তাৎ । উৎপন্নপ্রধ্বং-  
 সিনশ্চ বর্ণাঃ প্রত্যাচ্চারণমন্তথা চাত্তথা চ প্রতীয়মানত্বাৎ । তথা হৃদ-  
 মানোহপি পুরুষবিশেষোহধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব বিশেষতো নির্ধাৰ্য্যতে  
 দেবদত্তোহয়মধীতে যজ্ঞদত্তোহয়মধীতে ইতি । নচায়ং বর্ণবিষয়োহন্ত-  
 থাশ্চপ্রত্যয়ো মিথ্যাঙ্কানং বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ । ন চ বর্ণেভ্যোহর্থাব-  
 গতিযুক্তা ন স্তেকৈকো বর্ণোহর্থঃ প্রত্যায়য়েৎ ব্যভিচারাত্মকঃ । ন চ বর্ণ-  
 সমুদায়প্রত্যয়োহস্তি ক্রমবস্থাধ্বনিগণানাম্ । পূৰ্ব্বপূৰ্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কার-

এবং সৃষ্টির পূৰ্বে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতিরও মনেতে বৈদিকশব্দ প্রোক্তভূত  
 হইরাছিল, পরে প্রজাপতি সেই শব্দানুযায়ী সকল পদার্থ সৃষ্টি করেন ।  
 ঋতিতে লিখিত আছে, প্রজাপতি "ভূঃ" এই শব্দ করিয়া ভূমি সৃষ্টি  
 করিয়াছিলেন, এইরূপে প্রজাপতির মনে ভূরাশিষ্য প্রোক্তভূত হইলে  
 ভূরাশি সকল লোকের সৃষ্টি প্রদর্শিত আছে । কিরূপ শব্দ অভিপ্রায়  
 করিয়া এই শব্দপ্রভবত্ব কথিত হয় ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ক্ষেপ-  
 শব্দই এই স্থলে অভিপ্রেত, বর্ণপক্ষে বর্ণের উৎপন্ন প্রধ্বংসিত্বপ্রযুক্ত নিতা-  
 শব্দ হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব, ইহা অমুপপন্ন হয়, বর্ণ সকলই উৎ-  
 পন্ন ও ধ্বংসশালী, যেহেতু তাহাদিগের প্রতি উচ্চারণেই পৃথক পৃথক  
 আকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে । কোন পুরুষ অধ্যয়ন করিতেছে, এমন  
 সময় সে অদৃশ্যমান হইলেও তাহার অধ্যয়নধ্বনি শ্রবণে প্রতীয়মান হয়  
 যে, দেবদত্ত অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু বাধকাভাবপ্রযুক্ত এই বর্ণবিষয়ক  
 অন্তথাশ্চ প্রত্যয় মিথ্যাঙ্কান নহে এবং বর্ণ হইতে অর্থাবগতি হয় না,  
 ব্যভিচারহেতু এক এক বর্ণ অর্থপ্রতীতি জন্মাইতে পারে না বলিয়া যে  
 উক্ত হইরাছে, তাহা অসঙ্গত নহে, কারণ সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষী শব্দ স্বয়ং  
 প্রতীয়মান হইয়া শ্রুতাদির জ্ঞান অর্থপ্রতীতি করিতে পারে, কিন্তু পূৰ্ব্ব

সহিতোহস্ত্যো বর্ণোহর্থং প্রত্যায়িয়াতীতি যদ্যচ্যোত তন্ন সম্বন্ধগ্রহণা-  
পেক্ষো হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোহর্থং প্রত্যায়য়েৎ ধূমাদিবৎ ন চ পূৰ্ব্ব-  
পূৰ্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতশাস্ত্যবর্ণস্ত প্রতীতিরন্ত্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কা-  
রাণাম্ । কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোহস্ত্যবর্ণোহর্থং প্রত্যায়-  
য়িয়াতীতি চেন্ন সংস্কারকার্য্যস্তাপি স্মরণস্ত ক্রমবৰ্ত্তিত্বাৎ তস্মাৎ স্ফোট এব  
শব্দঃ স চৈতৈকবর্ণপ্রত্যয়াহিতসংস্কারবীজেহস্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাকে  
প্রত্যয়িত্বেকপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে । ন চায়মেক-  
প্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ বর্ণানামনেকত্বাদেকপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ ।  
তত্ত্ব চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বান্নিত্যত্বং ভেদপ্রত্যয়স্ত বর্ণবিষয়-  
ত্বাৎ । তস্মান্নিত্যাচ্ছদ্যাৎ স্ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকলক্ষ-  
লক্ষণং জগদতিধেয়ভূতং প্রভবতীতি । বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপ-  
বৰ্ষঃ । ননুৎপন্নপ্রাধান্যসিদ্ধং বর্ণানামুক্তং তন্ন তএবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ।  
সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিষিবেতি চেন্ন প্রত্যভিজ্ঞানস্ত প্রমাণাস্ত-

পূৰ্ব্ব বর্ণের অনুভবজনিত সংস্কার সহিত অস্ত্যবর্ণের প্রতীতি হয় না, যেহেতু  
সংস্কারের প্রত্যক্ষ নাই । আর যদি বল, কার্য্যদ্বারা অনুমিত সংস্কার  
সহিত অস্ত্যবর্ণ অর্থপ্রতীতি জন্মায়, ইহা নহে, যেহেতু সংস্কারের কার্য্য  
স্মরণের ক্রমবৰ্ত্তিত্ব আছে, অতএব স্ফোট শব্দই সকলের কারণ, সেই  
শব্দও এক এক বর্ণের প্রত্যয়জন্ত সংস্কারের বীজভূত অস্ত্যবর্ণপ্রত্যয়-  
জনিত পরিপাক প্রতীতির জনক হইলে একপ্রতীতিবিষয়তাপ্রযুক্ত ঝটিতি  
প্রকাশ পায় । আর একত্বপ্রত্যয় বর্ণকে বিষয় করে না, কারণ  
বর্ণ অনেক ; সুতরাং তাহাতে একত্ব প্রতীতির বিষয় নাই, তাহার  
উচ্চারণের প্রতি প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়া তাহার নিত্যত্ব হইয়া থাকে,  
যেহেতু ভেদপ্রতীতি বর্ণবিষয়ক ; অতএব জগতের অভিধায়ক ও নিত্য  
ধনাত্মক শব্দ হইতেই অতিধেয়ভূত ক্রিয়াকারকলক্ষণ এই জগৎ উৎ-  
পন্ন হয় । আর বর্ণের যে উৎপত্তি ও ধ্বংস উক্ত হইয়াছে, তাহা মুসকত  
নহে, কারণ “সেই এই বর্ণ” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হয়, ইহাতে যদি বল,  
সেই “এই কেশ” ইত্যাদি স্থলে যেমন তৎসম্ভাবী কেশ, এইরূপ প্রত্য-

রেণ বাধাহুপপত্তেঃ । প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চেৎ ন ব্যক্তি-  
 প্রত্যভিজ্ঞানং । যদিহি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্তা অত্রা বর্ণ-  
 ব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েয়ং স্তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভিজ্ঞানং ত্রাৎ । নত্বেতদন্তি  
 বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে । ষির্গোশব্দ উচ্চারিত  
 ইতি হি প্রতিপত্তিঃ ন তু বো গোশব্দাবিতি । নমু বর্ণা অপ্যুচ্চারণ-  
 ভেদেন ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে দেবদন্তবজ্জদন্তয়োরাধায়নধ্বনিশ্রবণাদেব ভেদ-  
 প্রতীতেরিত্যুক্তম্ । অত্রাভিধীয়তে সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিতে প্রত্যভি-  
 জ্ঞানে সংযোগবিভাগব্যাখ্যাস্বাধ্বর্ণানামভিব্যঞ্জকবৈচিত্র্যানিমিত্তোৎসং বর্ণ-  
 বিষয়ে বিচিত্রঃ প্রত্যয়ো ন স্বরূপনিমিত্তঃ । অপি চ বর্ণব্যক্তিভেদ-  
 বাদিনাপি প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ । তামু চ পরো-  
 পাধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যুপগম্যত্বা তদ্বয়ং বর্ণব্যক্তিষেব পরোপাধিকো

ভিজ্ঞান হয়, সেইরূপ “সেই এই বর্ণ” এই স্থলেও সাক্ষাত্য অবলম্বন  
 করিয়া তৎসম্ভাব্য বর্ণ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে, ইহাও বলা  
 যায় না, যেহেতু প্রমাণাস্তরে প্রত্যভিজ্ঞানের বাধা নাই । তথাপি যদি  
 বলি, আকৃতি নিমিত্তই প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তাহাও নহে, যেহেতু ব্যক্তিরও  
 প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে । যদি উচ্চারণের প্রতি গবাদি ব্যক্তির দ্বারা  
 অত্র বর্ণ ব্যক্তির প্রতীতি হয়, তবেই আকৃতিনিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞান  
 হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাই, উচ্চারণের প্রতি বর্ণ ব্যক্তিরই প্রত্যভি-  
 জ্ঞান হইয়া থাকে, “গো গো” এইরূপ দুইবার উচ্চারণ করিলে গোশব্দ  
 দুইবার উচ্চারিত হইল, ইহাই জানা যায়, কিন্তু ইহাতে দুইটি গোশব্দ  
 হয় না । আর বর্ণ সকলই উচ্চারণভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়,  
 আর দেবদন্ত ও বজ্জদন্তের অধায়নধ্বনি শ্রবণেই ভেদপ্রতীতি উক্ত আছে,  
 ইহাতে বক্তব্য এই যে, বর্ণবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান নিশ্চয় হইলে সংযোগ-  
 বিভাগের ব্যক্ত্যবশতই বর্ণ সকলের অভিব্যঞ্জকের বৈচিত্র্যনিমিত্ত বর্ণবিষ-  
 যক বৈচিত্র্য হয়, উহা স্বরূপনিমিত্তক নহে । আর বর্ণব্যক্তিভেদবাদীরা  
 প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত বর্ণের আকৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই  
 সকল কল্পনাতেও পরোপাধিক ভেদপ্রতীতি হয়, ইহাও স্বীকার্য, বাস্তবিক

ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্তক প্রত্যভিজ্ঞানমিতি কল্পনা লাঘবম্। এষ  
এব চ বর্ণবিষয়স্ত ভেদপ্রত্যয়স্ত বাধকঃ প্রত্যয়ো বৎপ্রত্যভিজ্ঞানম্।  
কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহুনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো যুগপদ-  
নেকরূপঃ স্তাৎ উদাত্তশ্চামুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সামুনাসিকশ্চ নিরমুনাসিকশ্চ  
ইতি। অথবা ধ্বনিকৃতোহয়ং প্রত্যয়ভেদো ন বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ।  
কঃ পুনরিদং ধ্বনির্নাম যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্ত  
কর্ণপথমবতরতি প্রত্যাদীতশ্চ মন্দত্পটুত্বাদিভেদং বর্ণেষাসঞ্জয়তি তন্নি-  
বন্ধনাশ্চোদাত্তাদয়ো বিশেষা ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনাঃ। বর্ণানাং প্রত্য-  
চ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সালঘনা উদাত্তাদিপ্রত্যয়া  
ভবিষ্যন্তি ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগ-  
বিভাগকৃতা উদাত্তাদিভেদাঃ কল্পেরন্। সংযোগবিভাগানাকাং প্রত্যক্ষাৎ  
ন তদাশ্রয়া বিশেষাঃ বর্ণেষধ্যবসিতুঃ শক্যস্ত ইত্যতো নিরালঘনা এত্বেতে

ইহাতে গৌরব হয়, কিন্তু বর্ণ ব্যক্তিতে পরোপাদিক ভেদপ্রতীতি এবং  
প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপ কল্পনাতে লাঘব আছে। পরন্তু এই  
যে প্রত্যভিজ্ঞান, তাহাই বর্ণবিষয়ক ভেদপ্রতীতিব বাধক, তবে কিরূপে  
এককালে অনেকে উচ্চারণ করিলে একই গকার একদা অনেকরূপ  
হইতে পারে? অর্থাৎ উদাত্ত, অমুদাত্ত, সামুনাসিক ও নিরমুনাসিক-  
ভেদে অনেক প্রকার উচ্চারণ হয়, অথবা এইকপ প্রতীতিভেদ ব্যক্তি-  
কৃত, বর্ণকৃত নহে, অতএব কোন দোষ নাই। এইক্ষণ ধ্বনি কি? এই  
আশঙ্কায় ধ্বনিস্বরূপ বলিতেছেন।—যখন দ্বব হইতে শ্রবণ করে, তখন  
কর্ণবিবেক হয় না, কিন্তু যাহা কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, তাহাই ধ্বনি।  
নিকটস্থ হইয়া শুনিলে মন্দত্পটুত্বাদিভেদ কর্ণে আশঙ্ক হয় এবং তন্নি-  
বন্ধনই উদাত্তাদি বিশেষ গুণ, উহা বর্ণস্বরূপনিবন্ধন নহে। যেহেতু  
বর্ণের প্রতি উচ্চারণেরই প্রত্যভিজ্ঞান হয়। এইকপ হইলে উদাত্তাদি  
প্রতীতি সালঘন হয়, অন্যথা প্রত্যভিজ্ঞায়মান বর্ণের নির্ভেদহেতু সংযোগ  
বিভাগকৃত উদাত্তাদিভেদ কল্পনা করিতে হয়। সংযোগবিভাগের অপ্র-  
ত্যক্ষতাপ্রযুক্ত তদাশ্রয় কোন বিশেষ বর্ণেতে কল্পনা করা যায় না, এই



উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ স্যুঃ । অপিচ নৈবৈতদভিনিবেষ্টব্যমুদাত্তাদিভেদেন  
বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং ভেদো ভবেদिति । ন হ্যন্ত ভেদেনান্ত-  
স্তাভিদ্যমানস্ত ভেদো ভবিতুমর্হতি । নহি ব্যক্তিভেদেন জ্ঞাতিং ভিন্নাং  
মন্ত্বে । বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতে: সম্ভবাৎ ফোটকল্পনানর্থিকা । ন কল্প-  
য়াম্যহং ফোটং প্রত্যক্ষমেব স্মেনমবগচ্ছামি । একেকবর্ণগ্রহণাহিত-  
সংস্কারায়াং বুদ্ধৌ ঝটিতি প্রত্যবভাসনাদিতি চেৎ ন অস্তা অপি বুদ্ধে-  
র্কর্ণবিষয়ত্বাৎ একেকবর্ণগ্রহণোত্তরকালীনা হীয়মেকা বুদ্ধির্গৌরীতি  
সমস্তবর্ণবিষয়া নার্থাস্তরবিষয়া । কথমেতদবগম্যাতে যতোহস্তামপি বুদ্ধৌ  
গকারাদয়ো বর্ণা অমুবর্তন্তে নতু দকারাদয়ঃ । যদি হ্যস্তা বুদ্ধের্গকারাদি-  
ভ্যোহর্থাস্তরং ফোটো বিষয়ঃ স্তাৎ ততো দকারাদয় ইব গকারাদয়ো-  
হপ্যস্তা বুদ্ধের্কর্যাবর্ত্তেরননু তথাস্তি তন্মাদিয়মেকবুদ্ধির্কর্ণবিষয়েব স্মৃতিঃ ।  
নত্বনেকস্বত্বর্ণানাং নৈকবুদ্ধিবিষয়তোপপদ্যত ইত্যুক্তং তাং প্রতি ক্রমঃ ।

নিমিত্তই উদাত্তাদিপ্রত্যয় নিরালম্বন হয় । আর ইহাও অভিনিবেশ  
করা যায় না যে, উদাত্তাদিভেদে প্রত্যভিজ্ঞায়মান বর্ণের ভেদ হইতে  
পারে, পরন্তু অন্তের ভেদে অভিদ্যমান অপরের ভেদ হইতে পারে না  
এবং ব্যক্তিভেদে জ্ঞাতিভেদও স্বীকার করা যায় না, বাস্তবিক বর্ণ হইতে  
অর্থপ্রতীতির সম্ভব আছে, এই নিমিত্ত ফোটকল্পনা অনর্থক । যদি বল,  
এক এক বর্ণগ্রহণেই বুদ্ধিতে সংস্কার জন্মে, এই নিমিত্তই ঝটিতি শব্দ  
প্রকাশ পায়, তাহা নহে, যেহেতু উক্তরূপ বুদ্ধিও বর্ণবিষয়ক । আর  
এক এক বর্ণের উত্তরকালে যে “গো” এইরূপ এক বুদ্ধি হয়, তাহাও  
সমস্ত বর্ণকে বিষয় করে, উহা অর্থাস্তরবিষয়ক নহে । যেহেতু উক্ত  
বুদ্ধিও গকারাদি বর্ণের অমুবর্ত্তন করে, কিন্তু দকারাদি বর্ণের অমুবর্ত্তন  
করে না । যদি উক্ত বুদ্ধির গকারাদি হইতেই অর্থাস্তর স্পষ্টবিষয় হয়,  
তবে দকারাদির জ্ঞায় গকারাদিও এই বুদ্ধির ব্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, বাস্ত-  
বিক তাহা হয় না ; অতএব উক্ত স্মৃতি যেমন এক বর্ণবিষয়িণী, তেমন  
স্বিবর্ণবিষয়িণীও হইতেছে । বর্ণের অনেকস্বগ্রন্থ একবর্ণবিষয়তা উপ-  
পন্ন হয় না, স্মৃতিতে এইরূপ বুদ্ধি ~~সমস্ত বর্ণকে~~ ইত্যুক্ত বক্তব্য এই যে,

সম্ভবতানেকস্তাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম্ । পংক্তিৰ্কনং সেনা দশশতং সহস্র-  
মিত্যাদিদর্শনাং । যা তু গৌরিত্যেকোহয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ সা বহুশ্বেব  
বর্ণেষু একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধনোপচারিকো বনসেনানি বুদ্ধিবদেব । অত্রাহ  
যদি বর্ণা এব সামন্ত্যনৈকবুদ্ধিবিষয়তামাপদ্যমানাঃ পদং স্যুঃ ততো  
জারা রাজা কপিঃ পিক ইত্যাদিষু পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন স্তাং ত এব  
হি বর্ণা ইত্যত্র চেতর এব প্রত্যবভাসন্ত ইতি । অত্র বদামঃ সতাপি  
সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমাভূরোধিত্ব এব পিপীলিকাঃ পংক্তিবুদ্ধি-  
মারোহস্ত্যেবং ক্রমাভূরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোহ্যস্তি তত্র বর্ণানাম-  
বিশেষেহপি ক্রমবিশেষকৃতা পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন বিকথ্যতে । বুদ্ধ-  
ব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাদ্যভূগৃহীতা গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সমস্তঃ স্বব্যব-  
হারেহ্যপ্যেকবর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিতাঃ বুদ্ধৌ তাদৃশা এব  
প্রত্যবভাসমানাস্তঃ তমর্থব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যস্তীতি বর্ণবাদিনো  
লঘীয়সী কল্পনা । ফোটিবাদিনস্ত দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ । বর্ণাঃচেমে

অনেকেতে একত্বের আয় দ্বিত্বাদিবিষয়ত্ব সম্ভব হয়, যেহেতু দশশত সেনা  
সহস্র সেনা ইত্যাদি দর্শন আছে । আর “গো এই একটি শব্দ” এইরূপ  
যে বুদ্ধি হয়, তাহাও বহু বর্ণেতে একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধন উপচার জানিবে,  
ইহাতে বলিতেছেন ।—যদি বর্ণসমুদায় সমস্ততারূপে একত্ববুদ্ধির বিষ-  
য়তা প্রাপ্ত হইয়া পদ হয়, তবে জারা, রাজা, কপি, পিক, ইত্যাদি স্থলে  
পদবিশেষ প্রতীতি হইতে পারে না, সেই সকল বর্ণ অত্যাশ্রয় স্থানে  
অত্যাশ্রয়রূপে প্রকাশ পায় । ইহাতে আমরা বলি যে, সমস্ত বর্ণের প্রত্য-  
বমর্শ হইলে যেমন পিপীলিকাগণ ক্রমাভূরোধে পংক্তিবুদ্ধি আরোহণ  
করে, সেইরূপ ক্রমাভূরোধেই বর্ণসকল পদবুদ্ধি আশ্রয় করে । ইহাতে  
বর্ণসকলের কোন বিশেষ না থাকিলেও ক্রমবিশেষকৃত পদবিশেষ-  
প্রতীতি বিরুদ্ধ হয় না । বুদ্ধব্যবহারেও এই সকল বর্ণ ক্রমাভূসারে অমু-  
গৃহীত ও গৃহীতার্থের সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া স্বীয় ব্যবহারকালে এক এক বর্ণ  
গ্রহণানন্তর সমস্ত বর্ণবিষয়িনী বুদ্ধিতে ভাসমান হইয়া অব্যভিচাররূপে  
তদর্থ প্রতীতি জন্মায়, বর্ণবাদীরা এইরূপ লগ্নুতর কল্পনা করেন । ফোটি,

## অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥

ক্রমেণ গৃহমাণাঃ ফোটং রাজ্যমস্মি স ফোটোহর্থঃ ব্যানজীতি গরীয়সী  
কল্পনা ত্রাং । অথাপি নাম প্রত্যাকারণমন্ত্ৰেহন্ত্রে চ বর্ণাঃ স্ম্যন্তথাপি  
প্রত্যভিজ্ঞানালখনভাবেন বর্ণনামান্তানামবশ্যাদ্ভ্যাপগম্যত্বাৎ যা বর্ণেত্বপ্রতি-  
পাদনপ্রক্রিয়া রচিতা সা সামান্ত্রেষু স্ফারয়িতব্য্যা ততশ্চ নিত্যোভাঃ  
শঙ্কেভ্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্ ॥ ২৮ ॥

অতস্তত্ত্ব কর্ত্ত্বঃ স্রগণাদেব হি স্থিতে বেদস্ত নিত্যত্বে দেবাদিব্যক্তি-  
প্রভবভ্যাপগমেন তস্ত বিরোধশাস্ক্য অতঃ প্রভবাদিতি পরিকৃত্যোনানী-  
তদেব বেদস্ত নিত্যত্বঃ স্থিতং প্রচয়তি অত এব চ নিত্যত্বমিতি । অত  
এব চ নিয়তাকৃত্তেদেবান্দেজ্জগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাৎবেদশব্দনিত্যত্বমপি  
প্রত্যোক্তব্যম্ । তথা চ মদ্ববর্ণঃ যজ্ঞেন বাচঃ পদবীণমায়স্তামস্ববিন্দু দ্বিনু  
প্রবিষ্টামিতি হিতামেব বাচমমুবিলাং দর্শয়তি । বেদবাস্যস্টেচবেদেব  
স্রতি—“যুগান্তেহন্তহিতান্ বেদান্ সেতিহাসামহর্ষয়ঃ । লেভিবে তপসা  
পূৰ্ণমমুজ্জাতাঃ স্রজ্জুবা ।” ইতি ॥ ২৯ ॥

অর্থাৎ ধ্বজাত্মকশব্দবাদীদিগেব দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্টকল্পনা হয়, পবন  
বর্ণনকল্পই ক্রমতঃ গৃহমাণ হইয়া ধ্বনির প্রকাশ করিয়া পরে সেই ধ্বনি  
অর্থ প্রকাশ করে, ইহাতে গৌরবকল্পনা হয় । আর যদিও উচ্চারণের  
প্রতি অন্তান্ত্র বর্ণ থাকুক, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞানালখনভাবে বর্ণ সামান্ত্র  
অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, বর্ণেতে যে অর্থপ্রতিপাদনক্রিয়া রচিত আছে,  
তাহা সামান্ত্র বর্ণেই স্ফারিত হইয়া থাকে । অতএব নিত্য বর্ণ হইতেই  
দেবাদির প্রভব, ইহা অবিরুদ্ধ হইল ॥ ২৮ ॥

অতস্তত্ত্ব কর্ত্তার স্রগণহেতু বেদের নিত্যত্ব স্থিত হইলে দেবাদি ব্যক্তির  
প্রভব স্বীকার করিলে তাহার বিরোধ হয়, এই আশঙ্কা করিয়া প্রভব  
পরিহারপূর্বক এইক্ষণ বেদের নিত্যত্ব প্রতীভূত করিতেছেন ।—দেবাদি  
জগতের বেদশব্দ প্রভবত্ব প্রাপ্তক বেদশব্দের নিত্যত্ব জানা যায় । মদ্ববর্ণ  
প্রমাণে জানা যায় যে, পূর্বকৃত শব্দত্বদ্বারা বেদলাভযোগ্যতা পাইয়া

দমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাং স্মৃতেশ্চ ॥৩০॥

অথাপি স্থাং যদি পঞ্চাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়োঃপি সম্ভবত্যেবোৎ-  
পাদ্যরন্ নিরুধ্যোঃ\*৮ ততোহিভিধানাভিধেয়াভিধাতব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ  
মধ্বকনিত্যেহেন বিরোধঃ শব্দে পরিত্রিয়তে । যদা তু খলু সকলং ত্রৈলোক্যং  
পরিত্যক্তনামরূপং নির্লেপং প্রলীয়তে প্রভবতি চাভিনবমিতি প্রতি-  
শ্রুতিবাদা বদন্তি তদা কথমবিরোধ ইতি । তত্রৈদমভিধীয়তে সমান-  
নামরূপত্বাদিতি । তদাপি সংসারস্থানাদিত্বং তাবদুপপত্তব্যম্ । প্রতি-  
পাদয়িষ্যতি চাচার্য্যঃ সংসারস্থানাদিত্বমুপপদ্যতে চাপ্পাপলভ্যতে চেতি ।  
অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রলয়প্রভবপ্রবণেহপি পূর্ন-  
প্রবোধবজ্রতরপ্রবোধেহপি ব্যবহারায় কচ্ছিন্নবিরোধঃ । এবং কলান্তর-  
প্রভবপ্রলয়য়োঃপি ত্রিষ্টব্যং । স্বাপপ্রবোধয়োঃ\*৮ প্রলয়প্রভবৌ শ্রুয়তে ।

যাজ্ঞিকগণ ঋষিহিত বাক্যালাভ করেন ।। বেদব্যাসও বলিয়াছেন যে,  
যুগান্তে বেদ ও ইতিহাস অন্তর্হিত হয়, মহাঋষিগণ পূর্নকৃত তপঃপ্রভাবে  
ব্রহ্মাকর্ষক অমুজ্জাত হইয়া তাহা লাভ করেন । ২৯ ।

যদি পঞ্চাদি ব্যক্তিব স্থায় দেবাদি ব্যক্তিও সম্ভুতিদ্বারা উৎপন্ন হয় ও  
নিকট হয়, তাহাহইলে অভিধান, অভিধেয় ও অভিধাতব্যবহারের  
অবিচ্ছেদ্যহেতু সম্বন্ধের নিত্যতা প্রযুক্ত শব্দে বিরোধ পরিত্রুত হয় । যখন  
ত্রৈলোক্য নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া নির্লেপরূপে প্রলীল হয় এবং  
উৎপন্ন হইয়া অভিনব রূপ ধারণ করে, এইরূপ প্রতিশ্রুতিবাক্য আছে,  
তখন কিরূপে অবিরোধ হইতে পারে । ইহাতে এই বলা যায় যে,  
সমান নামরূপত্বাদিহেতু ঐরূপ হয়, তাহাতেও সংসারের অনাদিত্ব  
স্বীকার করিতে হয় । পরন্তু সংসারের যে অনাদিত্ব উপপন্ন হয়, ইহা  
আচার্য্য প্রতিপাদন করিবেন । অনাদি সংসারে যেমন নিদ্রা ও প্রবো-  
ধই প্রলয় ও উৎপত্তি বলিয়া শ্রবণ আছে, ইহাতে পূর্ন প্রবোধের স্থায়  
উত্তর প্রবোধেও ব্যবহারহেতু কোন বিরোধ নাই, সেইরূপ কলান্তরেও  
প্রভব ও প্রলয় দৃষ্ট হয় । বাস্তবিক নিদ্রা আর প্রবোধই একই উৎপ-

“যদা সূপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কখন পশুত্যাশ্মিন্ প্রাণ এতৈকধা ভবতি তদৈনঃ  
বাক্ সর্কৈর্নামতিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্কৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রঃ  
সর্কৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্কৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রতি-  
বুধ্যতে যথাগেজ্জলতঃ সর্কা দিশো বিক্ষুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরনৈবমৈবৈত  
দাদান্ননঃ সর্কৈ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেত্যো দেবা দেবেভ্যো  
লোকাঃ” ইতি । স্তাদেতৎ স্বাপে পুরুষান্তরব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ং  
সুষুপ্তপ্রবুদ্ধত্বাৎ পূর্বেপ্রবোধব্যবহারামুসন্ধানসম্ভবাবিকল্পম্ । মহাপ্রলয়ে  
তু সর্বব্যবহারাবিচ্ছেদাজ্জন্মান্তরব্যবহারবচ্চ কল্মাস্তরব্যবহারামুসন্ধান-  
মশক্যত্বাৎ বৈষম্যং ইতি । নৈব দোষঃ সতাপি সর্বব্যবহারোচ্ছেদিনি  
মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরামুগ্রহাদীশ্বর্যাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্মাস্তরব্যবহা-  
রামুসন্ধানোপপত্তেঃ । যদ্যপি প্রাকৃত্যঃ প্রাণিনো ন জন্মান্তরব্যবহা-  
রামুসন্ধানা দৃশ্যন্তে ইতি ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বর্যাণাং ভবিতব্যম্ । যথা

পত্তি বলিয়া শ্রুত হয় । ঋতিতে লিখিত আছে যে, যখন সূপ্ত হইয়া  
কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, অনন্তর প্রাণেতে একীভূত হয়, তখন বাক  
সকল নামের সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়, চক্ষু সকল রূপের সহিত ইহাবে  
পায়, শ্রোত্র সকল শব্দের সহিত ইহাকে পায়, মন সকল চিন্তার সহিত  
ইহাকে পায় । আর যখন প্রতিবোধিত হয়, তখন যেমন প্রজ্জ্বলিত  
অগ্নির বিক্ষুলিঙ্গ সকলদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে প্রাণ  
সকল স্বপ্ন আয়তনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রাণ হইতে দেবগণ ও  
দেব হইতে লোক প্রতিষ্ঠিত হয় । এইরূপ হইলেও স্বপ্নেতে পুরুষান্তর  
ব্যবহারের অবিচ্ছেদ্যত্ব স্বয়ং সুষুপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হইলে পূর্বে প্রবোধ  
ব্যবহারামুসন্ধানপ্রযুক্ত অবিরোধ হয় । মহাপ্রলয়সময়ে সর্বপ্রকার  
ব্যবহারের উচ্ছেদহেতু জন্মান্তরীয় ব্যবহারের জ্ঞান কল্মাস্তরব্যবহার ।  
কল্মার অনুসন্ধান করা অশক্য ; অতএব মহা বৈষম্য হইয়া উঠে ।  
এই দোষ হইতে পারে না, মহাপ্রলয়ে সর্বব্যবহারের উচ্ছেদ হইলেও  
পরমেশ্বরামুগ্রহহেতু হিরণ্যগর্ভাদি ঈশ্বর সকলের কল্মাস্তরব্যবহারামুসন্ধান  
উপপন্ন হইতেছে না । যদিও প্রাকৃত প্রাণিসকলই জন্মান্তরব্যবহারামুসন্ধান

হি প্রাণিষাবিশেষেষপি মনুষ্যাদিস্তত্ত্বপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্যাদিপ্রতিবন্ধঃ  
 পরেণ পরেণ ভূম্যন্ ভবন্ দৃশ্যতে তথা মনুষ্যাदिष्वেব हिरण्यगर्भपर्य्यন্তेषु  
 ज्ञानैश्वर्याद्यातिव्यक्तिरपि परेण परेण ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ প্রতিস্থিতি-  
 বাদেষসকৃদেবামুসন্মাদৌ প্রাহুর্ভবতাং পারমৈশ্বর্য্যং ক্ষয়মাগং ন শক্যং  
 নাস্তীতি বদিতুং ততশ্চাতীতকল্লাস্থিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ম্মণামীশ্বর্যাণাং হিরণ্য-  
 গর্ভাদীনাং বর্ত্তমানকল্লাদৌ প্রাহুর্ভবতাং পরমেশ্বরামুগৃহীতানাং সূপ্ত-  
 প্রতিবুদ্ধবৎ কল্লাস্তরব্যবহারামুসন্মাদানোপপত্তিঃ । তথা চ প্রতিঃ—“যো  
 ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বে যো বৈ বেদাঃ” চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেব-  
 মাম্ববুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্কৈ শরণমহং প্রপদ্যে” ইতি । অরন্তি চ শৌন-  
 কাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভির্ঋষিভির্দ্বাদশতয়ো দৃষ্টা ইতি । প্রতিবেদকৈব-  
 মেব কাণ্ডর্যাদয়ঃ স্মর্য্যন্তে । প্রতিরপ্যাবিজ্ঞানপূর্ব্বকমেব মন্ত্ৰেণামুষ্ঠানং  
 দর্শয়তি “যো হ বা অবিদিতার্থেষচ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্ৰেণ যাজয়তি

করে দেখা যায়, কিন্তু প্রাকৃতের জ্ঞান ঈশ্বরের ঐ রূপ হইতে পারে না ।  
 যেমন প্রাণিত্বের কোন বিশেষ না থাকিলেও মনুষ্যাদি স্তত্ত্বপর্য্যন্তের  
 জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি প্রতিবন্ধ পর পর কারণে মহান্ দেখা যায়, সেইরূপ মনু-  
 ষ্যাদি স্তত্ত্বপর্য্যন্তে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তিও পর পর কারণে মহান্  
 হইয়া উঠে, এইরূপে প্রতিস্থিতিবাক্যে একবার প্রাহুর্ভূত পদার্থেরই  
 পারমৈশ্বর্য্য প্রত্ন হয়, ইহাও বলিতে শক্তি হয় না, তাহাইলে অতীত  
 কল্লাস্থিত প্রকৃত জ্ঞানকর্ম্মশালী পরমেশ্বরামুগ্ৰহে প্রাহুর্ভূত হিরণ্যগর্ভাদি  
 ঈশ্বরগণের নিদ্রা ও প্রতিবোধের জ্ঞান কল্লাস্তরব্যবহারামুসন্মাদনের উপ-  
 পত্তি আছে । প্রতিতে লিখিত আছে যে, যিনি পূর্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি  
 করিয়া তাহাকে বেদ প্রদান করিয়াছেন, আমি মুক্তিকামনায় সেই পর-  
 মাত্মার শরণাপন্ন হইলাম, শৌনকাদিরাও এইরূপ বলিয়া থাকে এবং  
 মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতি ঋষিগণও ঋকসকলে ঐ রূপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং  
 প্রতি বেদেই উহা প্রদর্শিত আছে, আর প্রতিও ঋষিজ্ঞানপূর্ব্বক মন্ত্ৰামু-  
 ঠান প্রদর্শন করিয়া থাকেন । যিনি ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ না  
 জানিয়া মন্ত্ৰপাঠপূর্ব্বক যাজন করেন, কি অধ্যয়ন করেন, তিনি বৃক-

বাধ্যাপয়তি বা ত্রাণং চর্চ্চতি মর্দং বা প্রপদ্যত ইত্যুপক্রম্য তস্মাদেতানি  
মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যা দিতি । আগ্নিকাং সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্মো বিধীয়তে হুঃখ-  
পরিহারায় চাধর্ম্যঃ প্রতিষিধ্যতে । দৃষ্টোদ্রাবিকসুখদুঃখবিষয়ো চ রাগ-  
দেবো ভবতো ন বিলক্ষণবিষয়া বিত্যাতো ধর্মাদধর্মাকলভূতোত্তরোত্তরা সৃষ্টি  
নিষ্পাদ্যমানা পূর্বসৃষ্টিসদৃশেব নিষ্পদ্যতে । স্মৃতিশ্চ ভবতি—“তেষাং  
যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্টাঃ প্রতিপেদিরে । তাশ্চেব তে প্রপদ্যন্তে  
স্বজ্যামানঃ পুনঃ পুনঃ । হিংস্রাহিংস্রে মৃদুজুরে ধর্মাদধর্মবৃত্তান্তে ।  
তদ্ব্যবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্ত্বম্ রোচতে ।” ইতি । প্রলীয়মানমপি  
চৈদং জগচ্ছক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরণা  
আকস্মিকপ্রসঙ্গাৎ । ন চানেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্ত্যাঃ কল্পয়িতুম্ ।  
ততশ্চ বিচ্ছিন্দ্য বিচ্ছিন্দ্যাপ্যুত্থবতাঃ ভূবাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবত্যাগু-  
নুযালক্ষণানাক আগ্নিকায় প্রবাহাণাং বর্ণাপ্রমথর্ম্মফলব্যবস্থানাকানাদৌ

যোনি প্রাপ্ত হন ও নরকে গমন করেন, এই উপক্রমে বলিয়াছেন, অত-  
এব মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা জানিবে । আর আগ্নিগণের সুখপ্রাপ্তিব  
নিমিত্ত ধর্মবিধান হয় এবং হুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত অধর্মের নিষেধ হই-  
রাছে । দৃষ্ট ও শ্রুত রাগদেব সুখদুঃখবিষয় উহা অস্ত্র কোন বিলক্ষণ  
প্রতীতি বিষয় নহে । ধর্মাদধর্মের ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়,  
উহা পূর্বসৃষ্টির সদৃশ হইয়া নিষ্পন্ন হয় না । স্মৃতিতে লিখিত আছে যে,  
সৃষ্টির প্রথমে যাহারা যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টি হইলেও তাহারা সেই সেই  
কর্ম্ম পাইয়া থাকে । আর হিংস্র ও অহিংস্র, মৃদু ও জ্বর, ধর্ম ও অধর্ম  
সত্য ও মিথ্যা এই সকলের মধ্যে যে যাহাতে নিষ্পন্ন হয়, তাহার  
তাহাতে রুচি হইয়া থাকে । আর যখন এই জগৎ লীন হয়, তখনও  
শক্তির অবশেষ হইলেই লয় পাইয়া থাকে এবং তাহার প্রভবও শক্তি-  
মূলক জানিবে । অস্ত্রথা জগতের আকস্মিক প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু অনেক  
প্রকার শক্তিকল্পনা করা যায় না । তাহা পুনঃ পুনঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনঃ  
পুনঃ উৎপন্ন হয় । ভূঃপ্রভৃতি লোকসকল দেব, তির্ঘ্যাক, মনুষ্যপ্রভৃতি  
প্রাণিগণ ও বর্ণাপ্রমথর্ম্মফলক ব্যবস্থাসকল এই সমুদায়ই অনাদিসংসারে

সংসারে নিরন্তরমিচ্ছিত্রবিষয়সম্বন্ধনিরন্তরং প্রত্যুতব্যাং । ন ইচ্ছিত্র-  
বিষয়সম্বন্ধাদেক্যব্যবহারস্ত এতিসর্গমন্তথাঃ বটেইচ্ছিত্রবিষয়কল্পঃ শকা-  
মুৎপ্রেক্ষিতঃ । অতস্ত সর্ককল্পানাং তুল্যব্যবহারবাৎ কল্পান্তরব্যবহারান্ন-  
সন্ধানকমত্যাচেৎস্বরাগঃ সমাননামরূপা এব এতিসর্গঃ বিশেষাঃ প্রোচুত্বস্তি  
সমাননামরূপত্বাচ্চাবুতাবপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষণায়াঃ জগতোহুতাপ-  
গম্যমানায়াঃ ন কচ্চিচ্ছকপ্রামাণ্যাদিবিরোধঃ । সমাননামরূপতাচ্চ ঋতি-  
বৃত্তী দর্শয়তঃ । সূর্য্যোচ্ছ্রমণো ধাতা বধা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ । দিবক পৃথিবী-  
গন্তরীক্ষমণো যঃ ইতি । বধা পূর্ব্বমিহ কল্পে সূর্য্যোচ্ছ্রমঃপ্রভৃতি জগৎ  
পুং তথামিহপি কল্পে পরমেশ্বরোহকল্পয়তিত্যাঃ । তথা অগ্নির্জ্বা অকা-  
র্যত অগ্নাদে। দেবানাং স্তামিতি স এবমগ্নয়ে কৃত্তিকাত্যাঃ পুরোডাশমটী-  
ফপালঃ নিরবপদিতি নক্ষত্রোটিবিশো যোহগ্নিনির্নিরবপৎ বটৈ বায়রে নির-  
পৎ ভরোঃ সমাননামরূপতাং দর্শয়তীত্যোবং জাতীরকা ঋতিমিহোদ্য-  
হি। স্মৃতিরপি প্রযোগঃ নামধেয়ানি বাচ্য বেদেবু দৃষ্টমঃ । পর্যায়ে

নিরত আছে, উহাতে ইচ্ছিত্রবিষয়সম্বন্ধাদি ব্যবহারের অন্তথা হয় না,  
অতএব সর্ককল্পের তুল্য ব্যবহারপ্রযুক্ত এবং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধান  
কমত্ব হেতু স্বেশ্বরগণের সমাননামরূপ বিষয়ই সৃষ্টির প্রতি বিশেষরূপে  
প্রোচুত্ব হইয়া থাকে । সমাননামরূপত্বহেতু জগতের মহাসৃষ্টি ও  
মহাপ্রলয়রূপ বৃত্তি স্বীকার করিলেও কোন শব্দপ্রামাণ্যাদি বিরোধ  
হয় না । বিশেষতঃ ঋতি বৃত্তিতে সমাননামরূপতা প্রদর্শিত আছে ।  
ধাতা প্রথমে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অনন্তর বর্গ, পৃথিবী ও  
জ্যোতিষ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বকল্পে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি জগৎ  
কল্পিত হইয়াছে, এই কল্পেও পরমেশ্বর সেইরূপ করনা করিয়াছেন ।  
ঋতিতে লিখিত আছে যে "অগ্নি কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি দেব-  
গণের অন্নাদি হই" এবং "তিনি এইরূপে অগ্নিকে এবং কৃত্তিকাদিনক্ষত্র-  
গণকে অষ্টাকপাল নামক পুরোডাশ, অর্থাৎ সংস্কৃত চকপ্রদান করিয়া  
ছিলেন।" এইরূপে সন্ধজবাগবিধিতে অগ্নিকে আহুতি প্রদান করা হয়,  
এইরূপে সমাননামরূপতা প্রদর্শিত আছে । এই প্রকার বহু বহু ঋতি



## মধ্বাদিষ্মস্তুবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১

প্রত্যুতানাং তাত্ত্বৈবেত্যো দদাত্যজঃ ॥ যথর্তাবৃত্তুলিঙ্গানি নানাক্রপাদি  
পর্যায়ৈ । দৃষ্টান্তে তানি তাত্ত্বৈব তথা ভাবা যুগাদিশু ॥ যথাভিমিনির্নেহ-  
তীতাস্তল্যাস্তে সাম্প্রতৈরি হ । দেবা য়েবৈবতীতৈর্হি কপৈর্নামভিরেব চ ॥  
ইত্যেবং জাতীয়কা দ্রষ্টব্য ॥ ৩০ ॥

ইহ দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামন্ত্যাদিকার ইতি যৎপ্রতিজ্ঞাতঃ তৎ-  
পর্য্যাবর্ত্যন্তে । দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনিরাচার্যো মত্বতে । কথং  
মধ্বাদিষ্মস্তুবাং । ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাত্ত্বাপগমে হি বিদ্যাষাবিশেষান্নান্যাদি-  
বিদ্যাষপ্যধিকারেহত্বাপগম্যোত । ন চৈবংসম্ভবতি কথমসৌ বা আদিত্যো

এই বিষয়ে উদাহরণ করা যায় । স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, পৃথিবীদিগের  
যে সকল নাম প্রসিদ্ধ আছে এবং বেদেও যে যে সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ দেখা  
যায়, প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা পুনর্বার সেই সকল নামাদি প্রদান করেন,  
আর যেমন বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন সকল ও তিরকালই একরূপ থাকে, অর্থাৎ  
বসন্তকালে বৃক্ষের নূতন শাখা পল্লব উদ্গত হয়, বর্ষাকালে মেঘের  
আবির্ভাব হয়, যুগ যুগান্তরেও এইরূপ হইয়া থাকে, প্রতি বসন্ত ঋতুতেই  
নূতন শাখা পল্লবাদি ও প্রতিবর্ষাতেই মেঘের আবির্ভাব হয় । আর যেমন  
দেবগণ পূর্বকালেও যেরূপ মাননীয় ছিলেন, অধুনাও তাঁহারা সেইরূপ  
স্তুতিযোগ্য আছেন, তেমন সর্বদাই সমাননামরূপস্থ জানিবে । এইরূপ  
বহু বহু স্মৃতিতেই প্রমাণ পাওয়া যায় ॥ ৩০ ॥

পূর্বে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, দেবাদিরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার  
আছে, এইরূপ তাহাই বিবৃত করিতেছেন ।—আচার্য্যপ্রবর জৈমিনি  
দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার স্বীকার করেন না, কারণ যদি ব্রহ্মবিদ্যাতে  
দেবাদির অধিকার স্বীকার কর, তাহাহইলে বিদ্যার অবিশেষ প্রযুক্ত  
মধ্বাদি বিদ্যাতেও তাহাদিগের অধিকার স্বীকার করিতে হয় । কি  
ইহা সম্ভব হয় না । আদিত্য দ্ব্যলোকরূপ বংশদণ্ডে এবং ‘অস্তরীক্ষণ’  
রূপে অবস্থিত আছেন, ইনি দেবগণের আমোদ সাধন করেন বলিয়া

দেব মধ্বিত্যত্র মনুষ্যা। আদিত্য মধ্বধ্যাসেনোপাসীত। দেবাদিষু উপা-  
সকেষভূপগম্যমানেষু আদিত্যঃ কথমন্তমাদিত্যমুপাসীত। পুনঃচাদিত্য-  
পাশ্রয়ানি পঞ্চ রোহিতাদীন্তমুতামুপক্রম্য বসবো রুদ্রা আদিত্য। মরুতঃ  
সাধ্যাঃ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীতু্যপদিগ্ধ স য এতদেব-  
মমৃতং বেদ বহ্ননামেটেকেকো ভূতায়িনৈব মুখে নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট। তৃপ্য-  
তীত্যাদিনা বস্বাহ্যপজীবাত্মমৃতানি বিজানতাং বস্বাদিমহিম প্রাপ্তিঃ দর্শ-  
য়তি। বস্বাদয়স্ত কানতান্ ববাদীন্ অমৃতোপজীবিনো বিজানীযুঃ কং  
চাত্তং বস্বাদিমহিমানং প্রেপ্সেযুঃ। তপায়িঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ  
পাদো দিশঃ পাদো বায়ুর্জীব সর্গঃ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদিষু

ইহাকে মধু বলা যায়। আদিত্যকে এই প্রকার জ্ঞান করিয়া উপাসনা  
করাই মধ্বাদিবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত আছে। মনুষ্যাগণ এইরূপে আদি-  
ত্যকে উপাসনা করে, যদি দেবতাদির ব্রহ্মবিদ্যাধিকার থাকে, তাহা-  
ইলে বিদ্যার অবিশেষ প্রযুক্ত এই মধ্বাদিবিদ্যাতেও অধিকার আছে ;  
সুতরাং আদিত্যদেব অন্ত আদিত্যের উপাসনা করেন, এইরূপ প্রতীতি  
হিতে পারে। যদি আদিত্যের বিদ্যাধিকার না হইল, তবে বহু  
প্রভৃতির বিদ্যাধিকারে বাধা কি ? এই প্রশ্নকার বস্বাদিরও বিদ্যাধি-  
কারের প্রতিষেধ দেখাইতেছেন। বহু, রুদ্র, আদিত্য, মরুত ও সাধ্য  
এই পঞ্চ দেবগণ সেই অমৃতভোগ করেন, এইরূপ উপদেশ করিয়া  
যিনি সেই অমৃত জানেন, তিনি বহু প্রভৃতির অন্ততমরূপী হইয়া অগ্নিরূপ  
মুখদ্বারা সেই অমৃত ভোগ করতঃ পরিতৃপ্ত হইবেন, এই প্রকারে যাহারা  
বহুদিগের উপজীব্য অন্ত জ্ঞানিতে পারে, তাহারা বস্বাদির মাহাত্ম্য প্রাপ্ত  
হয়, ইহা প্রদর্শিত আছে ; সুতরাং বহু প্রভৃতির দ্বারা, তাহারা ধাতা  
নহেন। যদি বহুপ্রভৃতির বিদ্যাধিকার থাকে, তাহাইহলে তাহারাও  
ধাতা হইলেন, তবে বহুপ্রভৃতির অপর কোন অমৃতোপজীবী বহু-  
দিগকে জানেন এবং অপর কোন বহুদিগের মহিমা ইচ্ছা করেন ? আর  
অগ্নিপাদ, বায়ুপাদ, আদিত্যপাদ ও দিকসকলও পাদ, ইত্যাদিরূপে  
ব্রহ্মোপদেশে, দেবতারূপে ব্রহ্মোপাসনা উক্ত হইয়াছে, অতএব

## জ্যোতিষি ভাষাচ ॥ ৩২ ॥

দেবতায়োপাসনেষু ন তেষামেব দেবতাস্থানামধিকারঃ সম্ভবতি । তথেনা-  
মেব গৌতমভরদ্বাজা বয়মেব গৌতমোহয়ং ভরদ্বাজ ইত্যাদিশূষিসম্বন্ধে  
উপাসনেষু ন তেষামেবষীণামধিকারঃ সম্ভবতি । কুতশ্চ ন দেবাদীনামন-  
ধিকারঃ ॥ ৩১ ॥

যদিদং জ্যোতির্শ্রুণুং স্থাহানমহোরাত্রাত্যাং বংক্রমজ্জগদবভাসয়তি  
তন্নিগ্রাদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযুক্তান্তে লোকপ্রসিদ্ধৈর্লোকা-  
শেষপ্রসিদ্ধেভ্যঃ । ন চ জ্যোতির্শ্রুণুস্ত হ্রদয়াদিনা বিগ্রহেণ চেতনভয়া-  
বর্ধিতাদিনা বা যোগোহিবগত্বং শক্যতে মৃদাদিবদচেতনস্বাবগমাং । এতে-  
নাগ্ন্যাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ । স্তাদেতং মন্তার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকভেদো

দেবতাদিগেরই ব্রহ্মবিদ্যাতে অনধিকার সম্ভব হয় । আর গৌতম ভর-  
দ্বাজাদি ঋষি সম্বন্ধী উপাসনাতেই সেই সকল ঋষিদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যা-  
ধিকার নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে ; সুতরাং কোনরূপেও দেবগণেব  
ব্রহ্মবিদ্যাধিকার সম্ভব হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

অগিগণ ধ্যেয়, অন্তএব তাহাদিগের বিদ্যাধিকার নাই এবং বিগ্রহ-  
ভাব প্রযুক্ত দেবগণও অধিকারী নহেন, জ্যোতির্কগণাদির রাসিতে  
ক্রমণ করিতে করিতে জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র ও  
মঙ্গল ইত্যাদিগ্রহগণই জ্যোতির্শ্রুণু, এই সূর্য্যাদি শব্দও দেবতার্থে প্রযুক্ত  
হয় । যেহেতু আদিত্য পূর্নদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তমিত  
হইতেছেন, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে । তবে জ্যোতির্কগণের ব্রহ্ম-  
বিদ্যাধিকার হইতে পারে, তাহা নহে, কারণ জ্যোতির্শ্রুণুলের হ্রদয়াদি  
বিগ্রহ এবং চেতনতাপ্রযুক্ত অবস্থাদির সহিত যোগ স্বীকার করা যায়  
না, তাহারা মুক্তিকাদির দ্বার অচেতন, ইহাই স্বীকৃত আছে ; সুতরাং  
জ্যোতির্কগণের বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই জানা যাইতেছে । ইহাতে  
অগ্ন্যাদিরও বিদ্যাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল, অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি ইত্যাদি  
দিগ অচেতনপ্রযুক্ত ইহাদিগের বিদ্যাধিকার নাই । এইরূপ যদি বলি,  
“ইজ বজ্রহস্ত এবং যম দণ্ডধারী” ইত্যাদি মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণ ইতিহাস

## ভাবস্তু বাদরায়ণোহস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

দেবাদীনাং বিগ্রহবছাদ্যবগমাদয়মদোষঃ ইতি চেৎ নেতু্যচতে ন তাব-  
লোকো নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং প্রমাণমস্তি প্রত্যক্ষাদিত্য এব হবিচারিত-  
বিশেষেভাঃ প্রমাণেভাঃ প্রসিদ্ধ এবার্থো লোকাৎ প্রসিদ্ধ ইত্যাচাতে ন  
চাত্র প্রত্যক্ষাদীনামন্ততমং প্রমাণমস্তি । ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেষয়ভাৎ  
প্রমাণান্তরমূলতামাকাক্ষতি । অর্থবাদা অপি বিধিটৈনকবাক্যভাৎ স্তৃতার্থাঃ  
সন্তো ন পার্থগর্থেন দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসঙ্ঘাবে কারণভাবং প্রতি-  
পদ্যন্তে । যদ্বা অপি ঐত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোহভিধানার্থা ন  
কন্ত্ৰচিদর্থস্ত প্রমাণমিত্যাচক্যতে । তদ্বাদভাবো দেবাদীনামধিকারস্ত ॥৩২॥

তুশকঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি । বাদরায়ণস্তাচার্যো ভাবমধিকারস্ত  
দেবাদীনামপি মন্ততে । যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যাশ্চ দেবতাদিব্যামিশ্রাশ্চ-  
সম্ববোহধিকারস্ত তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং সম্ববোহর্থিত্বসাম-

ও লৌকিক প্রমাণে দেবতাদিগের শরীরবত্তাহেতু তাহাদিগের অনধি-  
কার দোষ নাই, তাহাও বলা যায় না, কারণ লোকে এমন কোন স্বত্ত্ব  
প্রমাণ নাই যে, সেই প্রমাণে উক্তদোষ পরিত্রুত হইতে পারে । লোকে  
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারাই অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে ।  
কিন্তু এস্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই, এই ইতিহাস পুরাণাদিও লৌকিক  
প্রযুক্ততাহা প্রমাণান্তরমূলক, আর অর্থবাদও বিধির সহিত একবাক্যতা-  
প্রযুক্ত প্রশংসাপর, উহা দেবাদির শরীরসঙ্ঘাবসাধনে পৃথকরূপে কারণ  
নহে । মন্তসকলও ঐত্যাদি বিনিযুক্ত এবং প্রয়োগসমবায়ী হইয়া  
কোন অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না ; সুতরাং উহা কোন অর্থের  
প্রমাণ হয় না, অতএব দেবাদির বিদ্যাধিকারের অভাব জানা যায় ॥৩২॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবর্ত্তি করিতেছেন ।—বাদরায়ণ নামা  
আচার্য্য দেবাদির বিদ্যাধিকার স্বীকার করেন, কারণ যদিও দেবতাদি  
মিশ্রিত মধ্বাদিবিদ্যাতে দেবগণের অধিকার অসম্ভব হয় বটে, তথাপি  
ওক ব্রহ্মবিদ্যাতে অর্থিত্ব সামর্থ্যের অপ্ৰতিবেদ্যাদি অপেক্ষায় দেবগণের  
বিদ্যাধিকার সম্ভব আছে । দর্শবাগাদি কোন কোন স্থলে অসম্ভব নাই ।

খ্যা প্রতিবেদাদ্যপেক্ষাদধিকারত্ব । ন চ কচিদগন্তব ইত্যোতাবতা যত্র  
সম্ভবস্তত্রাপ্যধিকারোহপোদ্যোত মনুষ্যাণামপি ন সৰ্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদিনাং  
সৰ্পেষু রাজহুয়াদিষধিকারঃ সম্ভবতি তত্র যোহুতায়ঃ সোহুত্রাপি ভবি-  
য্যতি । ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গদর্শনং শ্রোতং দেবাদ্যধিকারত্ব  
মুচকং তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথার্থীণাং তথা মনু-  
ষ্যাণামিতি তে হোচুহস্ত তন্মান্মনমগ্নিচ্ছামো যন্মান্মনমগ্নিষ্য সৰ্ব্বাংচ  
লোকানাংগোতি সৰ্ব্বাংচ কামানিতি ইচ্ছো হ বৈ দেবানাংগতি প্রব্রাজ  
বিরোচনোহুতরাণামিত্যাदि চ । স্মার্তমপি চ গন্ধৰ্ব্ববাজ্রবক্ষ্যসংবাদাদি ।  
যদপ্যুক্তং জ্যোতিষি ভাবাক্তেতি অত্র ক্রমঃ জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদি-  
ত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাশ্চেতনাবস্তমৈশ্বৰ্য্যাছাপেতং তং তং দেবা-  
ন্থানং সমর্পয়ন্তি মন্ত্রার্পবাদেষু তথা ব্যবহারাং । অস্তি হৈশ্বৰ্য্যযোগাদেব-  
তানাং জ্যোতিরাদ্যভিচ্চাবস্থাভূং যথেষ্টঞ্চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সানর্থ্যং ।

এতাবতা জানা যায় যে, বাহাতে অধিকার সম্ভব হয়, তাহাতেই অনধি-  
কার হইয়া থাকে । মনুষ্যাদিগের মধ্যেও সকল ব্রাহ্মণাদির সকল  
রাজহুয়াদিতে অধিকার সম্ভবে না । ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তাবে যে শ্রুত  
লিঙ্গদর্শন আছে, তাহাও দেবাদির অধিকারমুচক । দেবতাদিগের  
মধ্যে যিনি যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তিনিই মহাবিদগেব  
নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি সেইআগ্নিতে  
জানিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ বাহাকে জানিতে পারিলে সৰ্ব্বকামনা সিদ্ধি  
হইয়া সৰ্ব্বলোক প্রাপ্তি হয় । এইরূপে ইন্দ্র দেবতাদিগের এবং বিরো-  
চন অশুরদিগের নিকট গমন করিয়া ছিলেন । আর ব্রহ্মমূত কি ? এই  
গন্ধৰ্ব্বপ্রশ্নে বাজ্রবক্ষ্য কহিয়াছিলেন, মোক্ষধর্ম্মে দেবাদির অধিকার শ্রুত  
আছে ; পরন্তু “জ্যোতিষি ভাবাক্ত” এই যে মন্ত্র উক্ত আছে, তাহাতে এই  
বলা যায় যে, জ্যোতিরাদি বিষয়ক আদিত্যাदिদেবতাবাতী হইয়াও  
চেতনাত্মক ও ঐশ্বৰ্য্যাদি সমন্বিত আত্মস্বরূপার্থ সমর্থন কার, যেহেতু মন্ত্র  
ও অর্থবাদে এইরূপ ব্যবহার আছে । পরন্তু দেবতাদিগের এমন ঐশ্বৰ্য্য  
আছে যে, সেই ঐশ্বৰ্য্যবলে তাহার। জ্যোতিরাদি স্বরূপে অবস্থান করি

তথা হি শ্রুয়তে । সূত্রক্ষণার্থবাদে মেধাতিথের্শেষেতি মেধাতিথিং হ কাণ্ঠা-  
 যনং ইন্দ্রো মেধো ভূত্বা জহারেতি । অর্থাৎ চ আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা  
 কুন্তীমুপজগামেতি । মৃদাদিষপি চেতনাধিষ্ঠাতারোহভূতগম্যস্মৈ মৃদাবী-  
 দ্যাপোহক্ৰবন্নিত্যাদিদর্শনাৎ । জ্যোতিরাদেস্ত ভূতধাতোরাদিত্যাদিষপ্য-  
 চেতনত্বমভূতগম্যতে চেতনাস্থিষ্ঠাতারো দেবতাস্থানো মন্ত্রার্থবাদাদিষু  
 ব্যবহারাদিত্যুক্তং । যদপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাদস্যোরত্বাৎ দেবতাবিগ্রহাদিপ্র-  
 কাশনসামর্থ্যমিতি অত্র ক্রমঃ । প্রত্যয়াপ্রত্যয়ৌ হিসত্ত্বাসত্ত্বাবয়োঃ কারণং  
 নাত্মার্থমনাত্মার্থং বা । তথা হ্যত্মার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি  
 অতীত্যেবং প্রতিপাদ্যতে । অত্রাহ বিষমউপাত্তাসঃ তত্রাহ তৃণপর্ণাদিবিষয়ং  
 প্রত্যক্ষং প্রবৃত্ত মস্তি যেন তদস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে । অত্র পুনর্নিধুদ্যেদেশক  
 বাক্যভাবেন স্বত্বার্থেহর্থবাদেন পার্থগর্থেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃতিঃ শক্যাধ্য-  
 বসায়াতুং । নহিমহাবাক্যে প্রত্যয়কেহবাস্তববাক্যন্ত পৃথক্ প্রত্যায়-

বেন ও যথেষ্ট শরীর ধারণ করিতে পারেন । সূত্রক্ষণ্য অর্থবাদে শ্রুত,  
 আছে যে, ইন্দ্র মেধ হইয়া মেধাতিথিকে সংহার করিয়াছিলেন । স্মৃতি  
 প্রমাণে জানা যায় যে, আদিত্য মানবদেহ ধারণ করিয়া কুন্তীকে উপ-  
 ভোগ করিয়াছিলেন, আর মৃত্তিকাদিতেও চেতনাধিষ্ঠান স্বীকৃত আছে,  
 যেহেতু “মৃত্তিকা বলিয়া ছিল এবং জল কহিয়াছিল ইত্যাদি দর্শন আছে ।  
 আর যে উক্ত আছে মন্ত্র ও অর্থবাদের অত্মার্থতা প্রযুক্ত দেবগণের শরীর  
 প্রকাশন সামর্থ্য নাই, ইহাতে বলা যায় যে, প্রতীতি ও অপ্রতীতি ইহা-  
 রাই সত্ত্বাব ও অসত্ত্বাবের কারণ, অত্মার্থতা ও অনাত্মার্থতা কারণ নহে ।  
 আর তাৎপর্য শূন্য বিষয়েও প্রতীতিমাত্রে অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ  
 অত্মার্থে প্রস্থিত ব্যক্তি ও পথিমধ্যে তৃণপর্ণাদি আছে, এইরূপ প্রতীতি  
 করে । যদি বল তৃণপত্রাদিতে ঐরূপ প্রতীতি হইতে পারে বটে, কিন্তু  
 বিগ্রহাদিতে তাহা নাই, ইহাতে ব্যক্তব্য এই যে, তৃণ পত্রাদিবিষয়ক  
 প্রত্যক্ষ প্রবৃত্ত হয়, ইহাতেই তাহার অস্তিত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু  
 এখানে বিধি ও উদ্দেশের একবাক্যতা প্রযুক্ত স্মৃতি ও অর্থবাদের পার্থক্য-  
 রূপে প্রতীতি হয় । মহাবাক্য প্রতীতির প্রাণোজক হইলে অবাস্তব

কল্পমস্তি যথা ন স্মরাংপিবেদিতি নঞ ব্তি বাক্যে পদত্রয়সম্বন্ধাৎ স্মরাপান  
প্রতিষেধ এতৈকোহর্থোগম্যতে ন পুনঃ স্মরাং পিবেদিতি পদত্রয়সম্বন্ধাৎ  
স্মরাপানবিধিরপীতি। অত্রোচ্যতে। বিষমউপজ্ঞাসঃ যুক্তঃ যৎ স্মরাপান  
প্রতিষেধে পদাশ্রয়শ্চৈকবাদবাস্তববাক্যার্থভ্রাত্য়াগ্রহণং বিধুদ্ধেশার্থবাদয়ো  
দ্বর্থবাদস্থানিপদানি পৃথগশ্রয়ঃ বৃত্তান্তবিষয়ঃ প্রতিপাদ্যানস্তরং কৈমর্থক্য-  
বশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপাদ্যন্তে। যথা হি বায়ব্যাং শ্বেতমালভেত  
ভূতিকাংসঃ ইত্যত্র বিধুদ্ধেশবর্ত্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ  
নৈবং বায়ুর্কৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব শ্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি  
সএতেনং ভূতিং গময়তি ইত্যোষামর্থবাদগতানাং পদানাং নহি ভবতি  
বায়ুর্কী আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেতেত্যাদি বায়ুশ্বেতাব  
সঙ্গীৰ্ত্তনেন অবাস্তবময়ং প্রতিপদ্য এবং বিশিষ্টদৈবত্যাগমিদং কৰ্ণেতি বিধিঃ  
স্ববস্তু। তন্মাত্র যোহবাস্তববাক্যার্থঃ প্রমাণাস্তরগোচরো ভবতি তত্র  
তদমুবাদেনার্থবাদঃ প্রবৰ্ত্ততে। যত্র প্রমাণাস্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন।  
যত্রতু তত্ৰভয়ং নাস্তি তত্র কিংপ্রমাণাস্তরভাবাদ্গুণবাদঃ শ্রাদাহোবিং

বাক্যের পৃথক্ প্রীতিতির প্রয়োজকতা নাই। যেমন “স্মরাপান করিবে  
না” এই নিষেধযুক্ত বাক্যে পদত্রয় সম্বন্ধবশতঃ স্মরাপান নিষেধ, এই এক  
মাত্র অর্থ বোধ হয়, “স্মরাপান করিবে” এই পদত্রয় সম্বন্ধবশতঃ এই-  
রূপ বিধি প্রতীতি হয় না; স্মতরাং বিষমোপজ্ঞাসই বলা যায়। স্মরাপান  
প্রতিষেধে পদত্রয়ের এক্যগ্রযুক্ত অবাস্তব বাক্যার্থের যে অগ্রহণ, তাহাই  
যুক্ত। বিধুদ্ধেশ ও অর্থবাদ ইহানিগের মধ্যে অর্থবাদস্থ পদসকলই  
বৃত্তান্তবিষয়ে পৃথগশ্রয় প্রতিপাদন করে। যেমন “ঐশ্বর্য্যাকামী ব্যক্তি বায়ব্য  
শ্বেত ছাগল গ্রহণ করিবে” এই স্থানে বিধি ও উদ্দেশবর্ত্তী বায়ব্যাদি  
পদের বিধির সহিত সম্বন্ধ হয়, বায়ু দেবতাকে প্রেরণ করে না, পরন্তু  
বায়ুকেই যীর ভাগ্য উপধাবিত করে, তাহাতেই ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এই  
সকল অর্থবাদগত পদের তাহা হয় না। “বায়ুর্কী আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা  
দেবতা বা আলভেত” ইত্যাদিশ্রুতিতে বায়ুশ্বেতাব সঙ্গীৰ্ত্তনদ্বারা অবাস্তব  
অবয় প্রতিপাদন করা যায়, ইহাই বিশিষ্ট দৈব এবং ইহাই কৰ্ণ, এইরূপ

প্রমাণান্তরাবিরোধাদিদ্যমানার্থবাদ ইতি প্রতীতিশরণৈর্কিঁদ্যমানার্থবাদ  
 আশ্রয়ণীয়ো ন গুণানুবাদঃ । এতেন মন্ত্রোব্যাখ্যাতঃ । অপিচ বিধি-  
 তিরেবেদাদিদৈবত্যানি হবীংষি চোদয়ন্তিরপেক্ষিত মিত্রাদীনাং স্বরূপং  
 নহি স্বরূপরহিতা ইজাদয়শ্চেতস্তারোপয়িতুং শক্যস্তে । ন চ চেতস্ত-  
 নাকুড়ায়ৈ তৈস্তৈ দেবতায়ৈ হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে । প্রাবয়তি  
 চ যত্নে দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্নাতাং ধ্যায়োদয়ট্ করিষ্যারিতি । নচ  
 শব্দমাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি শব্দার্থয়োর্ভেদাৎ তত্র বাদৃশং মন্ত্রার্থবাদয়ো-  
 রিত্রিদ্ভীনাং স্বরূপমবগতং ন তত্তাদৃশং শব্দপ্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তং ।  
 ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্ মন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি  
 দেবতাবিগ্রহাদি প্রাপ্যায়িতুং । প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি । ভবতি হুগাকম-

বিধি নির্ণয় করিয়াছেন । বাস্তবিক যেখানে যে অবাস্তব অর্থ প্রমাণ-  
 গাচর হয়, সেই স্থানে সেই অনুবাদ দ্বারা অর্থবাদ প্রবৃত্ত হয় ।  
 আর যেখানে প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ অর্থবাদ, সেখানে গুণবাদদ্বারা প্রবৃত্ত  
 হইয়া থাকে । আর যেখানে উক্ত উভয়ই নাই, সেইখানে প্রমাণা-  
 ন্তরাভাবহেতু গুণবাদ কিম্বা প্রমাণান্তরের অবিরোধ হেতু অর্থবাদই  
 বিদ্যমান থাকে ? এইরূপ প্রতীতিবলে বিদ্যমান অর্থবাদই আশ্রয়ণীয়,  
 গুণানুবাদ আশ্রয়ণীয় নহে । এইরূপেই মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে । আর  
 দেখ, বিধিদ্বারা ইজাদি দেবোদ্দেশে হবিঃপ্রদান জানা যায় এবং  
 তাহাতে ইজাদির স্বরূপ অপেক্ষিত হয়, কিন্তু যে যে দেবতা আকুড়  
 হয় না, তাহাদিগকে হবিঃপ্রদান করা যায় না । শ্রুতিতে উক্ত আছে  
 যে, যে দেবতাকে হবিঃপ্রদান করা যায়, বসট্কারপূর্বক তাহাকেই  
 জান করিবে । পরন্তু শব্দমাত্র অর্থস্বরূপ নহে, যেহেতু শব্দ ও অর্থ ইহা-  
 গের ভেদ আছে । তাহাতে মন্ত্র ও অর্থবাদে যেরূপ ইজাদির স্বরূপ,  
 অবগত হওয়া যায়, শব্দ প্রমাণদ্বারা তাহা ধণ্ডন করা যায় না । ইতিহাস  
 পুরাণাদি ও উক্ত ব্যাখ্যাত মার্গানুসারে মন্ত্রার্থবাদমূলহেতু দেবতাদির  
 এই অপেক্ষিত করিয়াছে এবং দেবাদিবিগ্রহ যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহাও সম্ভব  
 হইবে । দেবশরীর আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত না হইলেও পূর্বতন আখ্যা-



প্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষং । তথাচ ব্যাসাদিরো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি অর্থ্য্যতে । বস্তু ক্রয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্বেষামপি নাস্তি দেবতাভিঃ ব্যবহর্তুং সামর্থ্যমিতি সঙ্গবৈচিত্র্যং প্রতিবেদ্যেৎ । ইদানীমিবচ নাস্তদাপি সার্কভৌমঃ ক্ষত্রিয়োহন্তীতি ক্রয়াৎ ততশ্চ রাজহুয়াদি চোদনা উপরূপাৎ । ইদানী মিবচ কালান্তরেহপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রম ধর্মান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায় শাস্ত্রমনর্থকং কুর্ধ্যাৎ । তন্মাক্ষ্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনা দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহৃত্বুরিতি শ্লিষ্যতে । অপিচ অরন্তি স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রযোগ ইত্যাদি । যোগোহপি মাতৈদ্যস্বর্ঘ্যপ্রাপ্তিকলকঃ স্বর্ঘ্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাজ্ঞেয় প্রত্যাখ্যাতুং । ঐতিশ্চ যোগমাহাখ্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি পৃথিব্যাশ্বেজোহনিলগে সমুখিতে পঞ্চাঙ্কে যোগগুণে প্রবৃতে । ন তত্ত্ব রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ

গণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ছিল । ব্যাসাদিরো দেবতাদির সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিতেন, ইহা স্মৃতি প্রমাণে উক্ত আছে । যাহারা বলেন, যেমন আধুনিক লোকদিগের দেবপ্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ পূর্বতন ঋষিদিগেরও দেবতাদিগের সাক্ষাৎ ব্যবহারের শক্তি ছিল না, তাহারা জগতের বৈচিত্র্য স্বীকার করেন না ; সুতরাং তাহাদিগের মতে এইক্ষণ যেমন ক্ষত্রিয় সার্কভৌম রাজা নাই, সেইরূপ অন্য কোন কালেও ক্ষত্রিয় সার্কভৌম রাজা ছিল না, ইহাও বলিতে পারা যায় । অতএব পূর্বে যে রাজহুয়াদি যাগ হইয়াছে, তাহাও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর ইদানীন্তনের জ্ঞায় কালান্তরেও বর্ণাশ্রম ধর্মের অব্যবস্থা জানা যায়, তাহাহইলে ব্যবস্থাবিধায়ী শাস্ত্র অনর্থক হইয়া উঠে ; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ধর্মোৎকর্ষবশতঃ প্রাচীনগণ দেবগণের সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিয়াছিলেন । স্মৃতি প্রমাণেও জানা যায় যে, স্বাধ্যায় দ্বারা ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে । স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, যোগসাধন করিলে অগ্নিমাди ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয় ; সুতরাং কেবল সাহসে নির্ভর করিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করা যায় না । ঐতিহ্যেও যোগমাহাখ্য প্রপঞ্চিত আছে, যিনি যোগ দ্বারা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের গুণ জানিতে পারেন

শুগ্ধ তদনাদরজ্রবণাতদা দ্রবণাং সূচ্যতেহি ॥ ৩৪ ॥

প্রাপ্তশ্চ যোগাগ্নিময়ং শরীরং ইতি । ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শনাং সামর্থ্যং  
নাস্বদীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তং তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপূরাণং । লোক-  
প্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং যুক্তা তস্মাদুপপন্নো মন্ত্রা-  
দিভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবস্তাদ্যবগমঃ । ততশ্চার্খিষ্মাদিসম্ভবাহুপপন্নো  
দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়্যাদিকারঃ । ক্রমমুক্তিদর্শনান্তপ্যেবমেবো-  
পদ্যন্তে ॥ ৩৩ ॥

যথা মনুয্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীনামপি বিদ্যাশ্রমিকারউক্ত  
স্তথৈব দ্বিজাত্যধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রজাত্যধিকারঃ শ্রাদিত্যোতামা-  
শঙ্কাং নিবর্তয়িতুং ইদমধিকরণমারভ্যতে । তত্র শূদ্রজাত্যধিকারঃ শ্রাদিতি  
তাবং প্রাপ্তং অর্খিষ্মসামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ তস্মাদুদ্রো যজ্ঞেনবরুপ্তইতি-  
বৎ শূদ্রোবিদ্যাশ্রমনিবরুপ্ত ইতি নিষেধাশ্রবণাৎ । যচ্চ কর্ম্মশ্রমিকার-  
কারণং শূদ্রজ্ঞানশ্রিত্বং ন তদ্বিদ্যাশ্রমিকারস্তাপবাদকং । ন হাহবনীয়াদি-

উাহার রোগ, জরা বা মৃত্যু হয় না, পরন্তু যোগাগ্নিময় শরীর লাভ হয় ।  
অতএব মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শী ঋষিদিগের সামর্থ্য, আমাদিগের সামর্থ্যের সহিত  
তুলনা করা যুক্ত হয় না ; সুতরাং সম্ভবসম্বন্ধে লোকপ্রসিদ্ধিকে নিরা-  
লম্বন করা যুক্তিযুক্ত নহে । অতএব মন্ত্রাদি হইতেই দেবাদির যে শরীর  
আছে, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে এবং দেবাদির প্রার্থনা আছে  
বলিয়া তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে, এইরূপেই ক্রমত মুক্তি-  
লাভ হয়, ইহা উপপন্ন হইল ॥ ৩৩ ॥

যেমন মনুষ্যের বিদ্যাধিকারে নিয়মপ্রদর্শনপূর্ব্বক দেবাদিরও বিদ্যা-  
ধিকার উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ব্রাহ্মণের বিদ্যাধিকারনিয়ম দ্বারা  
শূদ্রেরও অধিকার হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিরাসার্থ বন্ধ্যমাণ আধ্যা-  
য়িকার আরম্ভ করিতেছেন ।—এইরূপ শূদ্রেরও বিদ্যাধায়নে সামর্থ্য ও  
প্রার্থনা সম্ভব হেতু বিদ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে, বাস্তবিক শূদ্র  
যেমন যজ্ঞেতে অনধিকারী, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাতেও অনধিকারী, এইরূপ

রহিতেন বিদ্যা বেদিতুং নশক্যতে । ভবতিচ লিঙ্গং শূদ্রাধিকারতোপো-  
 দ্বলকং সংসর্গ বিদ্যায়াংহি জ্ঞানশ্রুতিং পৌত্রায়ণং গুরুশ্রুৎ শূদ্রশব্দেন  
 পরামৃশতি 'অহ হারে স্বা শূদ্রং তবৈব সহ গোভিরস্তু' ইতি । বিদূরপ্রভৃ-  
 তয়শ্চ শূদ্রযোনিপ্রভবা অপি বিশিষ্টবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ স্মর্য্যন্তে তস্মাদধি-  
 ক্রিয়তে শূদ্রোবিদ্যাশ্রিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়না-  
 ভাবাৎ । অধীতবেদোহি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষধিক্রিয়তে নচ শূদ্রস্ত  
 বেদাধ্যয়নমস্তি উপনয়নপূর্ব্বকত্বাচ্ছেদাধ্যয়নস্ত উপনয়নস্ত চ বর্ণত্রয়  
 বিষয়ত্বাৎ । যদর্থিত্বং ন তদসতি সামর্থ্যেহধিকারকারণং ভবতি ।  
 সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি । শাস্ত্রীয়েহর্থ  
 শাস্ত্রীয়স্ত সামর্থ্যত্বাপেক্ষিতত্বাৎ । শাস্ত্রীয়েত্বাসামর্থ্যত্বাধ্যয়ননিরাকরণেন  
 নিরাকৃতত্বাৎ । যচ্ছেদং শূদ্রোযচ্ছেদনবরূপ ইতি তৎ ত্রায়পূর্ব্বকত্বাবিদ্যা-

নিষেধ শ্রবণ নাই । আর শূদ্রের যে বৈদিক কার্যে ও অধিকার্যে অধি-  
 কার নাই, ইহাও বিদ্যাধিকারের অপবাদক নহে, পরন্তু যাহারা আহব-  
 নীয়াদিতে অনধিকারী, তাহারাই ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে পারে না । কিন্তু  
 "অহ হারে স্বা শূদ্রং তবৈব সহ গোভিরস্তু" এই শ্রুতিই শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যা-  
 ধিকারের পোষক । জ্ঞানশ্রুতি পৌত্রায়ণ নামে কোন ব্যক্তি গুরুগুরু  
 করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই স্থানেও শূদ্রের অধিকার দেখা  
 যায় এবং বিদূরপ্রভৃতির শূদ্রযোনিপ্রভব হইয়াও বিশিষ্ট জ্ঞান  
 সম্পন্ন হইয়াছিলেন, ইহা স্মৃতিতে লিখিত আছে ; সুতরাং শূদ্রেরও  
 বিদ্যাধিকার জানা যাইতেছে । ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু  
 শূদ্রের বেদাধ্যয়নে নিষেধ আছে, অতএব তাঁহার বিদ্যাধিকার নাই,  
 বাস্তবিক যাহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ পরিগ্রহ করিতে পারিয়া-  
 ছেন, তাঁহাদেরই বেদপ্রতিপাদ্য বিদ্যাতে অধিকার জানা যায়, শূদ্রের  
 বেদাধ্যয়ন নাই, যেহেতু উপনয়নপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, ইহাই  
 শাস্ত্রের নিয়ম এবং সেই উপনয়নও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্র-  
 যের গক্ষেই বিহিত । শূদ্রের যে প্রার্থনা আছে, তাহাও বিদ্যাধিকারের

কত্রিয়ত্বগতেশ্চাত্তরত্ৰ চৈত্ররথেনলিঙ্গীং ॥ ৩৫ ॥

স্বাম্যনবরুপ্তং দ্যোতয়তি । ত্রায়শ্চ সাধারণত্বাং । যৎ পুনঃ সংসর্গ-  
বিদ্যায়ামেবৈকত্বাং শূদ্রমধিকৃত্বাং তদ্বিষয়ত্বাং ন সর্বাস্থ বিদ্যায়া অর্থ-  
বাদত্বাং নতু ক্ষতিপ্যয়ং শূদ্রমধিকর্তৃমুংগহতে । শকাতেচায়াং শূদ্রশব্দো-  
হধিকৃতবিষয়ে যোজয়িতুং । কথমিতুচ্যতে কংবরএনমেতৎ সম্বৎসরুগা-  
নমিব রৈকমাথেত্যাদ্বংসবাক্যাদায়ানোহনাদরংশ্রতবতো জানশ্রতেঃ  
পৌত্রায়ণশ্চ শুণ্ডপেদে তাম্বীটরৈকঃ শূদ্রশব্দেনানেন হচয়াষভ্বাঘনঃ  
পরাক্ষজ্ঞানশ্চ খ্যাপনায়তি গণ্যতে । জাতিশূদ্রত্বানধিকার্যাং । কথং  
পুনঃ শূদ্রশব্দেন শুণ্ডপগা হচ্যতে ইতি । উচ্যতে তদা দ্রবণাছুচমভিহ্রাব  
শুচাবভিহ্রাবে শুচাবা রৈকমভিহ্রাবেতি শূদ্রাবয়বার্থসম্ভবাং ক্রত্বার্থ-  
চাসম্ভবাং । দৃশ্যতে চায়মর্থোহস্তামাখ্যারিকার্যাং ॥ ৩৪ ॥

ইতচ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রতিঃ যৎ কারণং প্রকরণনিক্রপণেন

কারণ হয় না, সামর্থ্য না থাকিলে কেবল প্রার্থনায় কোন ফল হইতে  
পারে না । পরন্তু কেবল লৌকিক সামর্থ্যও বিদ্যাধিকারের কারণ  
নহে, শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থ্যই কারণ হয় । কিন্তু বেদাধ্যয়ন  
নিষেধ দ্বারাই শূদ্রেব শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিরাকৃত হইয়াছে । বিশেষতঃ  
শূদ্রের যে যজ্ঞেতে অনধিকার, তাহা ত্রায়পূরকহেতু বিদ্যাবিষয়ে  
অনধিকার জানাইতেছে । যেহেতু ত্রায়কে সাধারণেই গ্রহণ করিয়া  
থাকে । আর যে সংসর্গ বিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার শ্রবণ আছে, তাহাও  
বেদবিদ্যাধিকারের কারণ নহে, যেহেতু তাহাতে ত্রায় নাই, ত্রায়কখন  
থাকিলেই লিপ্সদর্শন দ্যোতক হয় । অতএব জানা যায় যে, শূদ্রের কেবল  
এক সংসর্গ বিদ্যাতেই অধিকার আছে, সর্গবিদ্যাতে অধিকার নাই । পরন্তু  
অর্থবাদপ্রযুক্ত কোনরূপেও শূদ্রের বিদ্যাধিকার হইতে পারে না ।  
ইহাতে জানা যাইতেছে যে, যাহারা জাতিশূদ্র, তাহাদিগেরই বেদ  
বিদ্যাবিষয়ে অনধিকার, এই হেতুই জানশ্রতি পৌত্রায়ণের সংসর্গ বিদ্যা-  
ধিকার হইয়াছিল । ৩৪ ।

পূর্বে যে পৌত্রায়ণ জানশ্রতির বিদ্যাধিকার উক্ত হইয়াছে, তাহার

## সংস্কারপরামর্শঃ তদভাবাভিপ্রাচ ॥ ৩৬ ॥

কৃত্রিয়ত্বমতোত্তরত্ব চৈত্রেরথেনাভিপ্রতারণা কৃত্রিয়েণ সমভিব্যাহারাং  
লিপ্তাক্ষম্যতে । উত্তরত্ব হি সংসর্গবিদ্যাবাক্যশেষে চৈত্রেরথিবতি-  
প্রতারো কৃত্রিয়ঃ সঙ্কীর্ণ্যতে । অথহ শৌনকক কাপেয় মভিপ্রতারণা  
কাক্সেনিং হৃদেন পরিবিশ্রুমানো ব্রহ্মচারী বিভিক্ত ইতি । চৈত্রেরথিঃ  
চাভিপ্রতারণঃ কাপেয়যোগাদবগন্তব্যঃ । কাপেয় যোগোহি চৈত্রেরথস্তাব-  
গতঃ । এতেন বৈ চৈত্রেরথং কাপেয়া অযাজয়ন্নতি । সমানাময়যাজি-  
নাঞ্চ প্রায়েণ সমানাময়া যাজকা ভবন্তি । তস্মাচ্চৈত্রেরথিনীমৈকঃ কৃত্র-  
পতি রজায়ত ইতিচ কৃত্রজাতিত্বাবগমাং কৃত্রিয়ত্বমত্বাবগন্তব্যঃ । তেন  
কৃত্রিয়েণাভিপ্রতারণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কীর্ণনং জানশ্রুতেরাপ  
কৃত্রিয়ত্বং সূচয়তি । সমানামেবহি প্রায়েণ সমভিব্যাহারাভবন্তি । কৃত্র-  
প্রেষণাদৈখ্যার্থযোগাজ্ঞানশ্রুতেঃ কৃত্রিয়ত্বাবগতিঃ । অতোন শূদ্রজাতি-  
কারঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতচ্চ ন শূদ্রজাতিরো বহির্বিদ্যা প্রদেশেণ নয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ পরা-

বিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন ।—জানশ্রুতি শূদ্রজাতি ছিলেন না, তিনি যে,  
কৃত্রিয় ছিলেন, তাহাই প্রমাণীকৃত হইয়াছে, চৈত্রেরথনামক কৃত্রি-  
য়ের সমভিব্যাহার হেতু জানশ্রুতির কৃত্রিয়ত্ব জানা যায় । পরন্তু সংসর্গ-  
বিদ্যার বাক্যশেষে চৈত্রেরথ কৃত্রিয় বলিয়া সঙ্কীর্ণিত আছে । বিশেষত  
“অথহ শৌনকক কাপেয় মভিপ্রতারণা কাক্সেনিং হৃদেন পরিবিশ্রু-  
মানো ব্রহ্মচারী বিভিক্ত” ইত্যাদি শ্রুতিতেই চৈত্রেরথের কৃত্রিয়ত্ব প্রমাণী-  
কৃত হইয়াছে । অতএব চৈত্রেরথের সমানাময়জাতিপ্রযুক্ত জানশ্রুতি  
যে কৃত্রিয় ছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে । বিশেষতঃ জানশ্রুতির  
কৃত্রিয়োচিত ঐখ্যার্থযোগহেতুই তাহাকে কৃত্রিয় বলিয়া জানা যাই-  
তেছে ; সুতরাং শূদ্রের যে বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই প্রমাণীকৃত  
হইল ॥ ৩৫ ॥

শূদ্রের যে বেদবিদ্যাধিকার নাই, তাহাতে বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন

## তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

শূদ্রে। তং হোপনিষ্যে অধীহি ভগব ইতি হোপসমাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ  
 যঃ ব্রহ্মাশ্বেষমাণা এবহ বৈ তৎ সৰ্বং বক্ষ্যতীতি তেহ সমিৎপাণয়ে। ভগ-  
 যন্তং পিঙ্গলাদমুপসমা ইতিচ তান হামুপনীতৈবেত্যপি প্রদর্শিতবোপ-  
 য়নপ্রাপ্তিৰ্ভবতি। শূদ্রস্ত চ সংস্কারভাবোহিভিলপ্যতে শূদ্রচতুর্থোবর্ণ  
 একজাতিরিত্যেকজাতিত্বস্বরূপেন ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ চ সংস্কার  
 ইতীত্যাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতঃচ ন শূদ্রস্বাধিকারো যৎ সত্যবচনেন শূদ্রস্বাভাবে নির্দ্ধারিতে  
 দ্বাবালং গোতম উপনেতু মনুশাসিতুঃ প্রবৃত্তে। নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তু-  
 ইতি সমিধং সোম্যাহ রোপত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতিশ্রুতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৭ ॥

প্রিতেছেন।—বিদ্যাধিকারবিষয়ে উপনয়নাদি সংস্কারের অবশ্যকর্তব্যতা  
 আছে। শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মপরায়ণ শ্রবিগণ উপনয়ন করাইয়া  
 বদাধ্যয়ন করাইতেন, অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারিগণ সমিধ-  
 য়ণপূর্বক গুরুসমীপে উপস্থিত হইলে গুরুগণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদান করিতেন;  
 তরাং ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা জানা যায়, শূদ্রের  
 উপনয়ন সংস্কার নিষিদ্ধ আছে, অতএব তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার  
 নাই ॥ ৩৬ ॥

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই, এই বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করি-  
 তছেন।—শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সত্যবচন দ্বারা জ্ঞাবালের শূদ্রস্বা-  
 ভাব নির্দ্ধারিত হইলেই গোতম তাহাকে উপনীত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার  
 অনুশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাহারা অব্রাহ্মণ তাহারা কখনও  
 মিলিতে পারে না যে “আমরা সমিধাদান করিয়াছি, আমাদিগকে বেদ-  
 বিদ্যাপ্রদান কর।” ব্রাহ্মণাদিরাই উক্তরূপ বাক্য বলিয়া বেদাধ্যয়ন করি-  
 য়াছেন; অতরাং শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেচ্চ ॥ ৩৮ ॥

ইতচ্চ ন শূদ্রস্তাধিকারো যদন্ত স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধোভবতি  
বেদশ্রবণপ্রতিষেধো বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধঃ স্তদর্থজ্ঞানামুষ্ঠানয়োচ্চ প্রতিষেধঃ  
শূদ্রস্ত স্মর্য্যতে । শ্রবণপ্রতিষেধ স্তাবদথাস্ত বেদমুপশৃণুত জ্ঞপুজ্যতুভ্যাং  
শ্রোত্রে প্রতিপূরণমিতি । পঠ্যহ বা এতৎ আশানঃ স্বচূদ্রস্তস্মাৎ শূদ্রসমীপে  
নাধ্যোতবামিতি চ । অতএবাধ্যয়নপ্রতিষেধো যন্ত হি সমীপেহপি নাধ্যো-  
তবাং ভবতি স কথং প্রতিমদীৱীত । ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ-  
ধারণে শরীরভেদ ইতি । অতএব চার্খাদর্থজ্ঞানামুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো-  
ভবতি । ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যাদানমিতি  
চ । যেবাং পুনঃ পূৰ্ব্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিদূরধর্মব্যাপ্তভূতীনাং জ্ঞানোৎ-  
পত্তি স্তেবাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবন্ধুং জ্ঞানশ্চৈকান্তিকফলব্যাং ।

শূদ্রের যে ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই, তাহার কারণান্তর প্রদর্শিত  
হইতেছে।—যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, বেদার্থপরিজ্ঞান ও  
বৈদিক কর্মামুষ্ঠানে প্রতিষেধ আছে, অতএব শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার  
নাই। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা-  
হইলে সীস ও লাফাঘারা তাহার কর্ণ পূর্ণ করিয়া রাখিবে। আর শূদ্র-  
সমীপে বেদাধ্যয়ন করিবে না, এইরূপ নিষেধ আছে, এইরূপ জ্ঞান-  
যাইতেছে যে, যাহার নিকটে অপরে বেদাধ্যয়ন করিতে ও নিষেধ হইল,  
সে কোন রূপেও বেদাধ্যয়ন করিতে পারে না। স্মৃতিতে ইহাও লিখিত  
আছে যে, শূদ্র বেদ উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে এবং  
যে শূদ্র বেদাধ্যয়ন করে, তাহার শরীর ছেদন করিবে। যখন এইরূপে  
শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইল, তখন যে অর্থ পরিজ্ঞান ও কর্মামুষ্ঠান  
নিষিদ্ধ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? প্রতি প্রমাণ আর জানা যায় যে,  
শূদ্রকে বেদাধ্যয়নের অনুমতিও দিবে না। বিদূর ও ধর্মব্যাপ্ত ভূতির যে  
মোকলাভ হইয়াছিল, তাহাতে পূৰ্ব্ব জনকৃত জ্ঞানই কারণ, যদি একবার  
জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহাহইলে সেই জ্ঞান অবশ্যই ফলোৎপাদন করিবে,

শ্রাবয়েচ্ছতুরোবর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্লগ্ন্যাধিকারস্বরূপাং ।  
বেদপূর্বকস্ত নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতং ॥ ৩৮ ॥

অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকোহধিকারবিচারঃ প্রকৃতামেব ইদানীং বাক্যার্থ-  
বিচারণাং বর্ত্তয়িষ্যামঃ । যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং  
মহত্ত্বয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিহরমৃতান্তে ভবন্তীতি । এতদ্বাক্যং এজ্ কল্পন  
ইতি ধাত্বার্থাভুগমাৎ লক্ষিতং । অগ্নিন্ বাক্যে সৰ্ব্বমিদং জগৎ প্রাণাগ্রয়ং  
কল্পতে । মহচ্চ কিঞ্চিদ্রকারণং বজ্রশক্তিং উদ্যতং তদ্বিজ্ঞানান্ধামৃতত্ব-  
প্রাপ্তিরিতি শ্রয়তে । তত্র কোহসৌ প্রাণঃ কিঞ্চ তত্ত্বয়ামকং বজ্রমিত্য-  
প্রতিপত্তেৰ্হিচায়ে ক্রিয়মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তির্সায়ুঃ প্রাণ  
ইতি প্রসিদ্ধেৰেব চাশনির্লজ্জং স্তাদ্বায়োশ্চেন্দ্রং মাহাশ্মাৎ সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে । কথং  
সৰ্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠায়ৈজতি বায়ুনিমিত্ত-

এই নিমিত্তই বিদূরাদির মোক্ষ হইয়াছিল । “শ্রাবয়েচ্ছতুরো বর্ণান” এই  
বচন প্রমাণে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইতিহাস ও পুরাণই চারি  
বর্ণকে শ্রবণ করাইতে পারে । কেবল ইতিহাসাদিতেই চতুর্লগ্নের অধি-  
কার আছে । কিন্তু বেদপাঠপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা পর্যালোচনা করিবে, অত-  
এব ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার নাই, ইহাই জানা বাইতেছে ॥ ৩৮ ॥

অসঙ্গত যে অধিকারবিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পর্য্যবসিত  
হইল, এইক্ষণ পুনর্বার প্রকৃত বিচার প্রবর্ত্তিত হইতেছে ।—কাঠক শ্রুতিতে  
লিখিত আছে যে, সকল জগৎই প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়, চিদাশ্মা প্রাণেই  
চেষ্টা করে, অর্থাৎ প্রাণই জগৎকে প্রেরণ করিতেছে । সেই প্রাণাশ্মা  
ব্রহ্মই বজ্রের শ্রায় ভয় হেতু । বাহারা এই প্রাণাশ্মা মহাব্রহ্মকে জানিতে  
পারেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন । এই প্রাণ কে এবং কেনই বা তাহা  
বজ্রের শ্রায় ভয়ের কারণ, এই বিচারে জানা বাইতেছে যে, পঞ্চবৃত্তি  
বায়ুই প্রাণ, বজ্র যে ভয়হেতু তাহাতেও বায়ুই কারণ, অতএব প্রাণই  
ভয়হেতু । আর কেনই এই সকল জগৎ প্রাণশক্ত্যক পঞ্চবৃত্তি বায়ুতে



মেব চ মহত্ত্বানকং বজ্রমুৎপদ্যতে । বায়ৌ হি পৰ্য্যভ্যভাবেন বিবৰ্ত্তমানে  
 বিদ্যাৎস্তনয়িত্ববৃষ্ট্যশনয়ো নিবৰ্ত্তন্ত ইত্যচক্ষতে । বায়ুবিজ্ঞানাদেব চেদ-  
 মমৃতত্বম্ । তথা হি ঐশ্বৰ্য্যময়ং বায়ুরেব ব্যষ্টির্কায়ুঃ সমষ্টিরপ্ পুনম্ বৃষ্টি-  
 যতি য এবং বেদেতি তস্মাদ্বায়ুরমিহ প্রতিপত্তব্য ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ ।  
 ত্রৈলোক্যেবমিহ প্রতিপত্তব্যং কুতঃ পূৰ্ণোত্তরালোচনাৎ । পূৰ্ণোত্তরমোর্হি  
 গ্রন্থভাগমোত্রৈন্দ্রব নিদ্বিষ্টমানমূলভামহে ইহেব কথমকস্মাদগুরালে  
 বায়ুং নিদ্বিষ্টমানং প্রতিপদ্যামহি । পূৰ্ণজ্ঞ তাবৎ । “তদেব শুক্লস্তদ্বৃক্ষ তদ-  
 বায়ুচ্যতে । তস্মিন্মৌকাঃ প্রিতাঃ সৰ্গে তদ্বনায়েতি কশ্চন” ॥ ইতি । ব্রহ্ম-  
 নিদ্বিষ্টঃ তদেবেহাপি সমিধানাং জগৎ সৰ্গং প্রাণ একজীতি চ লোকা-  
 ঐশ্বৰ্য্যপ্রত্যভিজ্ঞানান্নিদ্বিষ্টমিতি গম্যতে । প্রাণশব্দোহপ্যয়ং পরমাত্মন্যেব  
 প্রযুক্তঃ প্রাণস্ত প্রাণমিতি দর্শনাৎ । একস্মিত্বমপীদং পরমাত্মন এবোপ-  
 পদ্যতে ন বায়ুমাভ্যস্ত তথ্যচৌক্তম্ । “ন প্রাণেন নাপানেন মৰ্ত্ত্যো জীবতি

প্রতিষ্ঠিত হইয়া চেষ্টা করে । বায়ু নিমিত্তই মহাভয়কর বজ্র উৎপন্ন হয়  
 এবং বায়ুই পৰ্জ্জ্বলরূপে পরিণত হইলে বিদ্যাৎ, মেঘ, বৃষ্টি ও বজ্র এই  
 সকল হইয়া থাকে, ঐ বায়ুবিজ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভ হয় । অজ্ঞ ঐশ্বৰ্য্যে  
 লিখিত আছে যে, বায়ুই ব্যষ্টি, অর্থাৎ পৃথক্কৃত এবং বায়ুই সমষ্টি, অর্থাৎ  
 একজীভূত । যিনি এইরূপ জানেন, তিনিই মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন,  
 অতএব বায়ুকেই জানিতে হইবে । ইহাতে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মকেই  
 জানিবে । যেহেতু পূৰ্ণাপর ব্রহ্মপরিজ্ঞানই আলোচিত আছে, অর্থাৎ  
 পূৰ্ণাপর গণ্যেই ব্রহ্ম নিদ্বিষ্টমান বলিয়া জানা যায়, তবে এই স্থানে কেন  
 অকস্মাৎ বায়ু নির্দেশ হইতেছে । পূৰ্ণেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনিই  
 শুক্ল, তিনিই ব্রহ্ম এবং তাহাকেই অমৃত বলা যায় । এই ব্রহ্মেতেই লোক  
 আশ্রিত আছে, এই জগতের অজ্ঞ আশ্রয় নাই ; সুতরাং ব্রহ্ম নির্দেশই  
 উদ্দেশ্য । ব্রহ্মের সারিধাবশতই সকল জগৎ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া  
 আছে এবং সেই প্রাণ লোকের আশ্রয়ীভূত, এই নিমিত্তই প্রাণের নির্দেশ  
 হয় । বাস্তবিক প্রাণশব্দ পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হয়, এই হেতু “ব্রহ্মই প্রাণের  
 প্রাণ” এইরূপ দর্শন আছে । আর প্রাণ যে চেষ্টা করে, তাহাও পরমাত্মার

কশ্চন। ইতরে ন তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ” ॥ ইতি। উত্তরত্রাপি  
 “ভয়াদস্তায়িতপতি ভয়ান্তপতি হৃদ্যঃ ভয়াদিস্রংচ বায়ুচ মৃত্যুর্ধাবতি  
 পঞ্চমঃ” ॥ ইতি। ত্রৈলোক্যব নির্দেহ্যতে বায়ুঃ সবাযুক্তস্ত জগতো ভয়হেতুত্বা-  
 ভিধানাং তদেবেহাপি সন্নিধানাং মহত্ত্বয়ং বজ্রমুদাতমিতি চ ভয়হেতুত্ব-  
 প্রত্যভিজ্ঞানাদিদিষ্টমিতি গম্যতে। বজ্রলঙ্কাহিণ্যস্তয়হেতুত্বসামাজ্যং  
 প্রযুক্তঃ যথা হি বজ্রমুদাতং মমৈব শিরসি নিপতেৎ যদাহমস্ত শাসনং ন  
 কুৰ্য্যামিত্যনেন ভয়েন জনো নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ততে। এবমিদ-  
 মগ্নিবাযুর্হৃদ্যাদিকং জগদস্মাদেব ব্রহ্মণো বিভাগিয়মেন স্বব্যাপারে প্রবর্ততে  
 ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম। তথা চ ব্রহ্মবিষয়ং শ্রুতাস্তরম্ ভীষা-  
 দ্ভাষাতঃ পবতে ভীষোদেতি হৃদ্যঃ ভীষাদ্যদগ্নিশ্চে মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

কার্য্য, উহা বায়ু মাত্রেয় কার্য্য নহে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মানবাদিরা  
 প্রাণ বা অপানদ্বারা জীবিত থাকিতে পাবে না এবং অগ্নি কেহই অগ্নি  
 কোন কারণে জীবিত হয় না, কেবল পরমাত্মদ্বারাই সকল জীবিত আছে  
 এবং সেই ব্রহ্মেই প্রাণাপান ইহারা আশ্রিত রহিত রহিয়াছে। আর উক্ত  
 আছে যে, পরমাত্মার ভয়েই অগ্নি পাকক্রিয়া সাধন করেন, সূর্য্য তাপপ্রদান  
 করেন, ইন্দ্র ও বায়ু ইহারাও তাহারই ভয়ে স্বৰ্গ কন্তব্য কার্য্য করিতেছেন  
 এবং মৃত্যুও তাহারই ভয়ে সংহার করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মনির্দেশই  
 উদ্দেশ্য, বায়ুনির্দেশ উদ্দেশ্য নহে, যেহেতু বায়ুর সহিত ব্রহ্মই জগতের  
 ভয় কারণ ইহা কথিত আছে। এই নিমিত্তই উদ্যত বজ্রের জায় মহা-  
 ভয়হেতুত্বকথনপ্রযুক্ত বায়ুনির্দেশ উক্ত হইয়াছে এবং ভয়হেতু বিধায়  
 প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি আমি তাহার শাসনে নিযুক্ত না থাকি, তবে এই  
 উদ্যত বজ্র আমার মস্তকে পতিত হইবে, এই ভয়েই লোক সকল সেই  
 রাজার শাসনপালনে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি  
 জগৎও এই ব্রহ্মের ভয়ে ভীত হইয়া নিয়মপূৰ্ণক স্বৰ্গ ব্যাপার সাধনে  
 প্রবৃত্ত আছে। এই হেতু ব্রহ্ম বজ্রের জায় ভয়ানক বলিয়া জানিবে,  
 ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতাস্তর প্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু গমন  
 করিতেছেন, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, অগ্নি ও ইন্দ্র ইহারাও তাহার ভয়ে

## জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥

ইত্যমৃতত্বফলপ্রবণাদপি ব্রহ্মবৈদমিতি গম্যতে । ব্রহ্মজ্ঞানাক্যামৃতত্বপ্রাপ্তিঃ  
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাশ্চঃ পহা । বিদ্যাতেহরনারেতি মন্ত্রবর্ণাৎ ।  
যন্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ কচিদমৃতত্বমভিহিতম্ তদাপেক্ষিকম্ তত্রৈব প্রকরণা-  
ন্তরকরণেন পরমাশ্বানমভিধায় অতোহন্তদার্তমিতি বায়াদেশোত্তরাভিধা-  
নাৎ । প্রকরণাদপ্যত্র পরমায়নিশ্চয়ঃ । অত্রাধর্ম্যাদন্তরাধর্ম্যাদন্তরাধর্ম্য-  
কৃতাকৃত্যৎ অত্রাভূতান্ ভব্যাকৃৎ যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ ॥ ইতি পরমায়নঃ  
পৃষ্ঠস্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এষ সম্প্রদানোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য যেন  
রূপেণাভিনিম্পদ্যত ইতি শ্রুয়তে তত্র সংশয়াতে কিং জ্যোতিঃশব্দঃ চক্-  
র্বিষয়ং তমোহপহং তেজঃ কিং বা পরং ব্রহ্মেতি কিং তাবৎ প্রাপ্তম্  
প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দমিতি কুতঃ তত্র জ্যোতিঃশব্দস্ত রূঢ়ত্বাৎ ।

স্ব স্ব কঠব্য কার্য সাধন করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুও তাঁহারই ভয়ে বধা-  
কালে ধাবিত হয় । এইরূপে অমৃতত্বফলপ্রবণহেতু ব্রহ্মই জানিবে এবং  
ব্রহ্মবিজ্ঞানেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় । মন্ত্রবর্ণে জানা যায় যে, তাহাকে জানি-  
য়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে মৃত্যু অতিক্রমের  
আর পছা নাই । বায়ুবিজ্ঞানে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি উক্ত আছে, তাহাও  
ব্রহ্মাপেক্ষিত । প্রকরণান্তরকরণেও ব্রহ্মই কারণ বলিয়া উক্ত আছে,  
বায়ু প্রভৃতি অত্র সকলই আর্ন্ত, অর্থাৎ ক্ষতুসম্বন্ধী । বাহ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের  
অতিরিক্ত, বাহ্য এই কৃতাকৃত হইতে অতীত, বাহ্য ভূত ও ভবিষ্যতের  
পরবর্তী, তাহাকে দর্শনকর ও তাহাকে কীর্তন কর । এইরূপে পরমায়-  
নই উদ্দেশ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে । ৩৯ ॥

ছানোগ্যপ্রক্রিতে লিখিত আছে যে, এই শরীর হইতে উথিত হইয়া  
জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্তিপূর্ব্বক আত্মস্বরূপে অভিনিম্পন্ন হয় । এই স্থলে সংশয়  
হইতেছে যে, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ কি চক্ষুর বিষয়ীভূত তমোপহারী তেজঃ-  
পর, অথবা পরঃব্রহ্মবাচক ? বাস্তবিক জ্যোতিঃ শব্দের তেজোবর্ধই প্রসিদ্ধ

জ্যোতিঃচরণাভিধানাদিত্যাহ হি প্রকরণাৎ জ্যোতিঃশব্দঃ স্বার্থঃ পরিত্যাগ্য  
ব্রহ্মণি বর্ততে । ন চেহ তদ্বৎ কিঞ্চিৎ স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে ।  
তথা চ নাড়ীধণ্ডে অথ যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাহংক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মি-  
ভিরুজ্জ্বল্যক্রমত ইতি মুমুক্শোরাদিত্যাপ্রাপ্তিরভিহিতা তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেব  
তেজো জ্যোতিঃশব্দব্যাচ্যমিতি এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-  
শব্দম্ কস্মাদদর্শনাৎ । তস্মাৎ হীহ প্রকরণে বক্তব্যম্ভেনামুভূতির্দৃশ্যতে । য  
আত্মাপহতপাপেত্যাপহতপাপ্যাদিগুণকশাস্মনঃ প্রকরণাদাবেষ্টব্যম্ভেন  
বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ভেন চ প্রতিজ্ঞানাদেতদ্ব্যবহৃত্যে ভূয়োহুবাখ্যাত্তামীতি  
চানুসন্ধানাৎ অশরীরঃ বাব সন্তঃ ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীর  
তায়ৈ জ্যোতিঃসম্পত্তেরত্যাভিধানাৎ ব্রহ্মভাবাচ্চাত্মশরীরতানুপপত্তেঃ  
পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ । যত্ ক্তং মুমুক্শো-

যেহেতু উক্তার্থেই জ্যোতিঃ শব্দের রূঢ় আছে। এই সংশয়ে বক্তব্য এই যে,  
“জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ” এই বৃত্তে প্রকরণ বশতঃ জ্যোতিঃশব্দ স্বার্থ  
পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদক হয়। কিন্তু এইরূপ স্বার্থ পরিত্যাগে  
কোন কারণ দেখা যায় না। নাড়ীধণ্ডে লিখিত আছে যে, যখন প্রাণ এই  
শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখনই রশ্মিধারা উর্দ্ধে আক্রমণ করে, এই-  
রূপে মুমুক্শুদিগের আদিত্যপ্রাপ্তি কথিত আছে ; সুতরাং প্রসিদ্ধার্থেই  
জ্যোতিঃশব্দ প্রযুক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবাচক হইতে  
পারে। এই সংশয়ে বক্তব্য এই যে, জ্যোতিঃশব্দে পরংব্রহ্মই বুদ্ধিতে  
হইবে, যেহেতু এই প্রকরণে ব্রহ্মেরই অনুভূতি দেখা যায়। “য আত্মা অপ-  
হতপাপু” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকরণ বশতঃ অপহতপাপ্যাদি গুণ-  
বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অবেষণ ও ব্রহ্মেরই জ্ঞানেচ্ছা জানা যাইতেছে, আর  
“অশরীরঃ বাব প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত” ইত্যাদি শ্রুতিতে অশরীরতা প্রতি-  
পাদনার্থেই জ্যোতিঃশব্দেব কথনহইয়াছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মভাবহেতুই  
ব্রহ্মতিরিক্তে অশরীরতার অনুপপত্তি আছে। আর “পরং জ্যোতিঃ স  
উত্তমঃ পুরুষঃ” এইরূপে ব্রহ্মের জ্যোতিঃশব্দক বিশেষণ উক্ত হইয়াছে।  
মুমুক্শুদিগের যে আদিত্যপ্রাপ্তি কথিত আছে, তাহাতেও ঐকান্তিক

আকাশোইর্থাস্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

রাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেন ন চাসাবাত্যস্তিকো মোক্ষো গত্যাংক্রান্তিসম-  
 ক্রাৎ । ন হি আত্যস্তিকে মোক্ষে গত্যাংক্রান্তী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ ॥ ৪০ ॥

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োনির্লিখিতা তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম তদ-  
 যুতং স আশেতি শ্রুয়তে । তৎ কিমাকাশশব্দং পরং ব্রহ্ম কিং বা প্রসিদ্ধ-  
 মেব ভূতাকাশমিতি বিচারে ভূতপরিগ্রহো যুক্তঃ আকাশশব্দস্ত তস্মিন্  
 রূঢ়ত্বাৎ নামরূপনির্লিখণস্ত চাবকাশদানদ্বारेण तस्मिन् योजयितुं शक-  
 যাৎ । अष्टैवादेशेन स्पष्टं ब्रह्मनिगूत्राश्रयणां ইতোবাং প্রাপ্তে ইদমভিনী-  
 যতে । পরমেব ব্রহ্মহাকাশব্দং ভবিতুমর্হতি কস্মাৎ অর্থাস্তরত্বাদিব্যপ-  
 দেশাৎ তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্মেতি হি নামরূপাত্ম্যমর্থাস্তরভূতমাকাশং ব্যপ-  
 দিশতি । ন চ ব্রহ্মণোহন্তরানামরূপাত্ম্যমর্থাস্তরং সম্ভবতি সর্বত্র বিকার-  
 জাতস্ত নামরূপাত্ম্যমেব ব্যাকৃতত্বাৎ । নামরূপয়োরাপি নির্লিখণং নিবন্ধশ্চ

মোক্ষ নহে, কারণ উহাতে গতি ও উৎক্রান্তি সম্বন্ধ আছে, কিন্তু আতা-  
 স্তিক মোক্ষে গতি ও উৎক্রান্তি সম্বন্ধ নাই ॥ ৪০ ॥

“আকাশো বৈ নামরূপয়ো নির্লিখিতা” ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে  
 আকাশশব্দ উক্ত আছে, তাহা কি পরং ব্রহ্মবাচক, অথবা প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ  
 প্রতিপাদক ? এই বিচারে প্রথমতঃ ভূতাকাশইযুক্ত হইতেছে, যেহেতু  
 রূঢ়বশতঃ আকাশশব্দ ভূতাকাশেই প্রসিদ্ধ আছে । ইহাতে আকাশ  
 যে নাম রূপের নির্লাভক, তাহাও অসম্ভব হয় না, কারণ অবকাশ দ্বারাই  
 ভূতাকাশ নামরূপের নির্লাভক হইতে পারে । “আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ” এই  
 শ্লোকেই ভূতাকাশের সৃষ্টিকর্তৃত্ব নিষেধ হইয়াছে ; সুতরাং আকাশশব্দে  
 ভূতাকাশই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্ত  
 ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আকাশশব্দে পরংব্রহ্মই আনিতে হইবে, যেহেতু  
 অর্থাস্তরত্বাদির কথন আছে, অর্থাৎ নামরূপদ্বারা অর্থাস্তরভূত আকাশই  
 কথিত হয় । বাস্তবিক ব্রহ্মভিন্ন নামরূপদ্বারা অর্থাস্তর সম্ভব নাই, সর্বত্র  
 বিকারী ভূত পদার্থই নামরূপদ্বারা ব্যাকৃত হইয়া থাকে । আর ব্রহ্মের অন্তর

অমুখ্যুৎক্রান্তোৰ্ভেদেন ॥ ৪২ ॥

ন ব্রহ্মণোহিচ্ছন্নম্ সম্ভবতি । অনেন জীবেনাশ্বনামুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাক-  
রবাণীতি ব্রহ্মকর্তৃত্বশ্রবণাৎ । নমু জীবস্তাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং  
নিরোচ্চমস্মি । বাচ্যমস্মি অভেদস্তত্র বিবক্ষিতঃ । নামরূপনির্লহণাভি-  
ধানাদেব চ স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গমভিহিতং ভবতি । তৎব্রহ্ম তদমৃতং স  
আয়োত চ ব্রহ্মবাদস্ত লিঙ্গানি । আকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যাত্ম্যং প্রপঞ্চঃ ॥ ৪১ ॥

ব্যাপদেশাদিত্যমুদ্বর্ততে বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠে প্রপাঠকে কতম আয়েতি  
যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্ণু হৃদস্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ ইত্যুপক্রমা ভূয়ানাশ্ব-  
বিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ । তৎ কিং সংসারিস্বরূপমাত্মাত্মাত্মানপরং বাক্য-  
মুতাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমিতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রাণঃ সংসারি-  
স্বরূপমাত্মবিষয়মেবেতি । কুতঃ উপক্রমোপসংহারভ্যাং । উপক্রমে  
যাঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেঽস্মিতি শারীরলিঙ্গাৎ উপসংহারে চ স বা এষ

নামরূপের নির্লহকতা সম্ভব হইতে পারে না । “আমি এই জীবাত্মাধারা  
প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব” এইরূপে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রবণ  
আছে । যদি বল, জীবের যে নামরূপ নির্লহকর্তৃত্ব আছে, তাহাতে অভেদ  
বিবক্ষা হইয়াছে, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বিবক্ষা করিয়াই জীবের  
নামরূপনির্লহকর্তৃত্ব স্বীকৃত আছে । বস্তুতঃ নামরূপনির্লহকত্বনই  
সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । “সেই ব্রহ্ম সেই অমৃত,  
এবং সেই আত্মা” এই সকলই ব্রহ্মলিঙ্গ জানিবে । পরন্তু “আকাশ  
স্তল্লিঙ্গাৎ” এই সূত্রেই উক্ত বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

বৃহদারণ্যাকোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে লিখিত আছে যে, জনক যাজ্ঞ-  
বল্ক্যেব নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যাবতীয় পদার্থ আত্মাদিগের  
বুদ্ধির গোচরীভূত হয়, ইহাদিগের মধ্যে আত্মা কে ? জনকের এই প্রশ্নে-  
যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি প্রাণ ও বুদ্ধির অতিরিক্ত, হৃদয়ের অন্তর্লক্ষণী  
জ্যোতির্ময় পূর্ণ পুরুষ, তিনিই আত্মা, এই উপক্রমে আত্মবিষয় সর্বশেষ  
প্রপঞ্চিত হইয়াছে, এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, উক্তবাক্য কি সংসারি-

মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেদ্বিতি তদপরিভাষায়াং যোহপি  
বুদ্ধাস্তাদ্যবস্থাপত্তাসেন তত্শিব প্রপঞ্চনাদিতোবাং প্রাণে জন্মঃ । পর-  
মেশ্বরোপদেশ পরমেবেদং বাক্যং ন শারীরমাভ্যাস্থানপরং কন্মাং সু-  
প্তাবুৎক্রান্তৌ চ শারীরাত্ভেদেন পরমেশ্বরস্ত ব্যপদেশাৎ । সুপ্তৌ  
তাবদয়ং পুরুষঃ প্রাজেনায়ানা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাত্ম-  
মিতি শারীরাত্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি । তত্র পুরুষঃ শারীরঃ  
স্তাত্তত্বে বেদিতৃবাং বাহ্যাত্মাত্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎপ্রতিষেধসম্ভবাৎ ।  
প্রাজঃ পরমেশ্বরঃ সৰ্ব্বজ্ঞস্বলক্ষণয়া প্রাজয়া নিত্যমবিরোগাৎ তথোৎক্রা-  
ন্তাবপায়ং শারীর আত্মা প্রাজেনাশ্চনাধারক্ৰ উৎসৰ্জ্জন যাতীতি জীবাত্ভে-  
দেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি তত্রাপি শারীরো জীবঃ স্তাৎ  
শরীরস্বামিত্বাৎ । প্রাজস্ত স এব পরমেশ্বরঃ তন্মাং সুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো-

স্বরূপমাত্রকথনপর, কিম্বা অসংসারিস্বরূপ প্রতিপাদক? আপাততঃ  
উপক্রম ও উপসংহার দ্বারা সংসারিস্বরূপকথনপর বলিয়াই বোধ হই-  
তেছে, অর্থাৎ উপক্রমকালে “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেবু” ইত্যাদি  
বাক্যে শারীরলিঙ্গহেতু এবং উপসংহার কালেও “সবা এষ মহানজ আত্মা  
যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেবু” ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মের সংসারিস্বরূপত্ব  
প্রপঞ্চীকৃত হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্তবাক্য পরমেশ্বরেরই  
উপদেশকপর, উহা শারীরমাত্রকথনপর নহে। যেহেতু সুপ্তি ও উত্থান  
এই উভয় অবস্থাতেই শরীরসম্বন্ধভিন্ন পরমেশ্বরেরই কথন হইয়াছে।  
সুপ্তিকালে এই পুরুষ প্রাজ আত্মার সহিত পরিষক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু  
বাহ্য বা আন্তরিক বিষয় কিছুই জানে না; স্তবরাং শরীরসম্বন্ধভিন্ন  
পরমেশ্বরের কথন হয়। ইহাতে যদি পুরুষ শরীরসম্বন্ধী হয়, তাহাইলেই  
তাহার জ্ঞানকর্তৃত্ব থাকে; স্তবরাং বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ের জ্ঞান  
প্রসঙ্গ হইলেই তৎপ্রতিষেধ সম্ভব হয়। পরমেশ্বর প্রাজ ও সৰ্ব্বজ্ঞ লক্ষণ,  
প্রাজাবোগ তাহার নিত্যই আছে, আর উত্থানকালে এই শরীরবান  
আত্মা প্রাজ আত্মার সহিত সম্বন্ধ বিসৰ্জন করতঃ গমন করে, এইরূপে  
জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বাস্তবিক জীবই শরীরবান;

র্ভেদেন ব্যাপদেশাৎ পরমেশ্বর এবাদ্বিবিবক্ষিত ইতি গম্যতে । যত্নমধ্য-  
দ্যস্তমধ্যে শরীরলিপ্তাং তৎপরত্বমস্ত্র বাধ্যত্বেনি অত্র ক্রমঃ । উপক্রমে  
তাবৎ যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্বিতি ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতম্  
কিং তত্ৰ হৃদ্য সংসারিস্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণাহৈষ্টিকতাং বিবক্ষতি যতো  
ধ্যায়তীব লেণায়তীবেত্যেবমাত্মান্তরগ্রহপ্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্মনিরাকরণপরা  
লক্ষতে । তথোপসংহারেইপি যথোপক্রমমেবোপসংহরতি । স বা এষ  
মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্ব সংসারী লক্ষতে স বা এষ  
মহানজ আত্মা পরমেশ্বর এবাত্মাভিঃ প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ । যন্ত মধ্যে  
বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপস্তাং সংসারিস্বরূপবিবক্ষাং মন্ততে স প্রাচীমপি দিশং  
প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত যতো ন বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপস্তাসে-  
নাবস্থাবত্বম্ সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতং কিং তত্ৰ বস্থারহিতত্বমসংসারিত্বঞ্চ  
বিবক্ষতি । কথমেতদবগম্যতে । যদত উক্তং বিমোক্ষাট্যেব ক্রহীতি পদে

যেহেতু শরীরে জীবেরই স্বামিত্ব আছে । পরন্তু পরমেশ্বরই প্রাজ্ঞ, এই  
নিমিত্তই স্রষ্টি ও উৎক্রমণের ভেদকথনহেতু উক্তবাক্যে পরমেশ্বরই বিব-  
ক্ষিত, ইহা জানা যাইতেছে । আর যে উক্ত আছে, বাক্যের আদি, মধ্য ও  
অন্তে শরীরলিপ্তহেতু উক্ত বাক্যও পরমেশ্বরপর, ইহাতে বলা যাইতে  
পারে যে, উপক্রমকালে “যোহয়ং পুরুষঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্ব” ইত্যাদি  
বাক্যে সংসারিস্বরূপ বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য  
বিবক্ষিত হইয়াছে । যেহেতু “ধ্যায়তীব” ইত্যাদি উত্তর গ্রন্থে সংসারি-  
স্বরূপ নিরাকরণ হইয়াছে এবং উপসংহারকালেও সেই রূপেই উপ-  
সংহার করা হইয়াছে “স বা এষ মহানজ আত্মা” ইত্যাদি প্রতিতেও যিনি  
বিজ্ঞানময়, তিনিই সংসারী এবং যিনি মহান, অজ্ঞান পরমাত্মা, তিনিই  
পরমেশ্বর, এইরূপে আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি । মধ্যে যে বুদ্ধি পর্য্যন্ত  
অবস্থোপস্তাসহেতু সংসারিস্বরূপবিবক্ষা জ্ঞানকরে, সে পূর্ণদিকে প্রস্থান  
করিয়া পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেহেতু বুদ্ধি পর্য্যন্ত অবস্থোপস্তাস  
যারা অবস্থাবত্ব ও সংসারিত্ব বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু অবস্থা রহি-  
তত্ব ও অসংসারিত্বই বিবক্ষিত হইয়াছে । আর ইহা কিরূপে জানা যায়



পত্যাশিষ্যকৈভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

পদে পৃচ্ছতি যচ্চানন্বাগতন্তেন ভবতি অসঙ্গো হ্রয়ঃ পুরুষ ইতি পদে পদে  
প্রতিবক্তি । অনন্বাগতং পুণ্যোনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা  
সৰ্গান্ শোকান্ হৃদয়ন্ত ভবতীতি চ তন্মাদসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমে-  
বৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥

ইতচ্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যং । যদ-  
স্মিন বাক্যে পত্যাশিষ্যকা অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনাঃ সংসারিস্বরূপপ্রতি-  
ষেধনাঃ ভবন্তি । স সৰ্ব্বশ্চ বশী সৰ্ব্বশ্চেশান সৰ্ব্বশ্চাধিপতিরিত্যেবংজাতী-  
য়কা অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ । সন্ সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ানো এবা-  
সাধুনা কনীয়ানিত্যেবংজাতীয়কাঃ সংসারিস্বভাবপ্রতিষেধনপরাস্তদান-  
সংসারী পরমেশ্বর ইহোক্ত ইতি গম্যতে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাতাণ্ড্যে শ্রীমচ্ছরতগবৎপাদকৃতৌ

প্রথমাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

যে, অতঃপর বিমোক্ষের নিমিত্তই বলিবে, অতএব পদে পদেই প্রশ্ন হয়।  
বাস্তবিক পরমাণুপুরুষ যে অসংগত, তাহা পদে পদেই কথিত আছে।  
অতএব জানা যাইতেছে যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির বাক্যে অসংসারিস্বরূপই  
প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য যে সংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনপর নহে, তাহার  
কারণান্তর দর্শাইতেছেন ।—উক্ত বাক্যে যে পত্যাশিষ্য শব্দ উক্ত আছে,  
তাহাই অসংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনপর এবং তাহাকেই সংসারিস্বরূপ  
প্রতিপাদনের নিষেধ জানা যাইতেছে । ঐ শ্রুতিতেই পরমেশ্বর স্বতন্ত্র,  
অর্থাৎ স্বাধীন, সকলের জৈশ্বর, অর্থাৎ নিয়ম কর্তা এবং সকলের অধিপতি,  
এইরূপ উক্ত আছে । ইহাতেই তিনি যে অসংসারী, তাহা জানা গেল । আর  
তিনিই সংকৰ্ম্ম দ্বারা মহান এবং তিনি অসংকৰ্ম্ম দ্বারা কনীয়ান্ ইত্যাদি  
শব্দেই তাহার সংসারিস্বের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং পর-  
মেশ্বর যে অসংসারী ইহাই প্রতিপাদিত হইল ॥ ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদ ॥ ৩ ॥

## প্রথমাধ্যায়ে

চতুর্থঃ পাদঃ ।

আনুমানিকগণ্যেকেষামিতি চেম শরীররূপকবিশিষ্ট-  
গৃহীতেদর্শয়তি চ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জ্ঞানাদ্যন্তর ইতি তন্নক্ষণং  
প্রধানতাপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশঙ্ক্যেন নিরাকৃতমীক্ষতের্গাশঙ্ক্যমিতি  
গতিসামান্ত্র্যং বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদঃ প্রতি বিদ্যাতে ন প্রধান-  
কারণবাদঃ প্রতিতি প্রপদিতং গতেন গ্রহেণ । ইদম্বিদানীমবশিষ্টমাশ-  
ঙ্ক্যতে । যদ্বক্তং প্রধানত্যাশঙ্ক্যং তদসিদ্ধম্ কাসুচিচ্ছাখ্যন্ত প্রধানসমর্পণা-  
ভাসানাং শঙ্কানাং ক্ষয়মাণত্বাৎ । অতঃ প্রধানস্ত কারণত্বঃ বেদসিদ্ধমেব  
মহত্ত্বিঃ পরমর্ষিভিঃ কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যাতে । তদ্যা-  
বত্তেষাং শঙ্কানামন্তপরত্বঃ ন প্রতিপাদ্যাতে তাবৎ সর্বজ্ঞঃ ব্রহ্ম জগতঃ

ইতি পূর্বে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞা করিয়া “জ্ঞানাদ্যন্ত যতঃ” এই  
মূত্রে ব্রহ্মলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, আর উক্ত লক্ষণে ব্রহ্ম প্রকৃতির  
সমান হইতেছেন, এই আশঙ্কায় “ইক্ষতের্গাশঙ্কঃ” এই মূত্রে অবতারণ  
করিয়া শঙ্কার নিরাস করিয়াছেন । আর “গতি সামান্ত্র্যং” এই মূত্রে  
বেদান্ত বাক্য ব্রহ্মকারণবাদের প্রতি বিদ্যমান আছে, উহা প্রকৃতি  
কারণ বাদের অমুকূল নহে, ইহাই পূর্বগ্রন্থে প্রপদিত হইয়াছে । এইক্ষণ  
ইহাই আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রকৃতির যে অশঙ্ক্য উক্ত আছে, তাহাও  
অসিদ্ধ, কারণ কোন কোন শাখাতে প্রকৃতির সমর্পণভাগ শঙ্কের প্রবণ  
আছে । অতএব প্রকৃতির কারণত্ব যে বেদসিদ্ধ, তাহা কপিলাদি মহা-  
মহা পরমর্ষিগণ পরিগ্রহণ করিয়াছেন । যাবৎ সেই সকল শঙ্কের অন্ত-  
পরত্ব প্রতিপাদিত না হয়, তাবৎ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহাতে

কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুলীভবেৎ অতন্তেষামন্তপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ  
সন্দর্ভঃ প্রবর্ততে । অমুমানিকমপি অমুমাননিরূপিতমপি প্রাধান্যমেকেষাং  
শাখিনাং শব্দবহুপলভ্যতে । কাঠকে হি পঠ্যতে মহতঃ পরমব্যক্তম্-  
ব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর ইতি । তত্র য এব যন্নামানো যৎক্রমকাশ্চ মহদব্যক্ত-  
পুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাস্ত এবেহ প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে তত্রাব্যক্তমিতি স্মৃতি-  
প্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধং  
প্রাধান্যমভিধীয়তে তন্তস্তত্ত্ব শব্দবহুপলভ্যমমুপপন্নং তদেব চ জগতঃ কারণং  
শ্রুতিস্মৃতিভায়প্রসিদ্ধিত্বা ইতি চেৎ নৈতদেবং । ন হ্য যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং  
স্বতন্ত্রং কারণং ত্রিগুণং প্রাধান্যং তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে শব্দমাত্রং হ্যত্র-  
ব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে স চ শব্দো ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি যৌগিকত্বাদন্ত-  
স্মিন্নপি হ্যন্তে দুর্লভ্যো চ প্রযুক্ত্যতে ন চায়ং কস্মিংশিদ্ধতঃ । যা তু প্রাধান-  
বাদিনাং ক্রটিঃ সা তেষামেব পারিভাষিকী সত্যী ন বেদার্থনিরূপণে  
কারণভাবঃ প্রতিপদ্যতে । ন চ ক্রমমাত্রসামান্যাত্বে সমানার্থপ্রতিপত্তি-

প্রতিপাদিত হইতে পারে না । অতএব সেই সকল শব্দের অন্তঃপরত্ব  
প্রদর্শনার্থ উক্তর গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে । প্রকৃতির কারণত্ব অমুमानে  
নিরূপিত হইলেও তাহা কোন কোন শাখিদিগের মতে শব্দবৎ উপলব্ধ  
হইতেছে । কাঠক শ্রুতিতে পঠিত আছে যে, মহত্ত্ব হইতে প্রকৃতি এবং  
প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ । বাস্তবিক মহত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ইহারা  
যে যে নামে স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা সেই সেই নামে প্রকৃত্যাদি  
জ্ঞাত হয় । পরন্তু “প্রকৃতি অব্যক্ত” এইরূপেই স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে এবং  
তাহার শব্দাদি হীনত্ব প্রযুক্তই ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্ত, এইরূপ ব্যুৎপত্তি  
সম্ভব হয় না ; সুতরাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধ প্রকৃতিই কথিত হয় । অতএব তাহার  
শব্দহেতু অশব্দত্বমুপপন্ন এবং তাহাই জগতের কারণ, ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি  
ও ভ্রাত্তরে প্রসিদ্ধ হইল । তাহা নহে, কারণ ব্রহ্ম বৈরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধত্ব  
কারণ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সেইরূপ কারণ বলিয়া বোধ হয় না, শব্দ-  
মাত্রেরই অব্যক্ত, ইহাই জানা যায় । সেই শব্দও “যাহা ব্যক্ত নহে, তাহাই  
অব্যক্ত” এইরূপ বৈগার্থবশত অন্তঃস্থ দুর্লভ্য বিষয়ে নিযুক্ত হয়,

ভবত্যসতি তজ্জপপ্রত্যভিজ্ঞানে । ন অশ্বস্থানে গাং পশুস্বখোহমিত্যমূঢ়ো-  
 ধ্যবত্ততি । প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্ত ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং প্রতীয়তে  
 শরীররূপকবিজ্ঞস্তগৃহীতেঃ । শরীরং হ্যত্র রথরূপকবিজ্ঞস্তমব্যাক্তশব্দেন  
 পরিগৃহ্যতে । কুতঃ প্রকরণাং পরিশেষাচ্চ । তথা হনন্তরাভীতো গ্রহ আত্ম-  
 শরীরাদীনাম্ রথিরথাদিরূপককল্পিং দর্শয়তি । আত্মানং রথিনং বিদ্ধি  
 শরীরং রথমেব তু । বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ইন্দ্রিয়ানি  
 হয়নানাহর্কিষমাঃ স্তেষু গোচরান্ । আয়েন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহংস্বনী-  
 রিণঃ । ইতি । তৈশ্চৈন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি । সংযতৈশ্ব-  
 ধনঃ পারং তচ্ছিষ্যোঃ পরমং পদনাপ্নোতীতি দর্শয়িত্বা কিং তদধ্বনঃ পারং  
 বিষ্যোঃ পরমং পদমিত্যন্ত্যামাকাক্ষায়াং তেভ্য এব প্রকৃতেভ্য ইন্দ্রিয়া-  
 দিভ্যঃ পরশ্চেন পরমাআনমধ্বনঃ পারং তৎ বিষ্যোঃ পরমং পদং দর্শয়তি ।  
 ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথী অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ । মনসস্ত পরা বুদ্ধির্কুঙ্কেরায়া  
 মহান্ পরঃ ॥ মহতঃ পরমব্যাক্তমব্যাক্তাং পুরুষঃ পরঃ । পুরুষান্ পরং

ইহাতে কোন রূঢ়ার্থ দৃষ্ট হয় না, প্রকৃতিকারণবাদীরা যে রূঢ় স্বীকার  
 করে, তাহা প্রকৃত রূঢ় নহে, উহা পারিভাষিক রূঢ় ; সুতরাং ঐ রূঢ়  
 বোধার্থ নিরূপণে কারণ হয় না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । স্বার্থার্থের  
 প্রত্যভিজ্ঞান না হইলে সামান্য ক্রমবশতঃ সমানার্থজ্ঞান হয় না । কোন  
 মুঢ়ব্যক্তিও অশ্বস্থানে গো-দর্শন করিলে “ইহাই অশ্ব” এইরূপ জ্ঞান করে  
 না । বাস্তবিক এই প্রকরণ নিরূপণে কোনরূপ কল্পিত প্রকৃতির প্রতীতি  
 হইতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতিকে শরীররূপে গ্রহণকরা হইয়াছে,  
 অর্থাৎ এই প্রকরণনিরূপণে প্রকৃতি শব্দে শরীরকে রথরূপে কল্পনা করিয়া  
 গ্রহণ করিয়া থাকেন । পূর্বাপর আছেই শরীরকে রথ এবং আত্মাকে  
 রথীরূপে কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে  
 সারথি, মনকে প্রগ্রহ. অর্থাৎ অশ্বরজ্জু এবং ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব বলিয়া  
 পরিকল্পিত হইয়াছে, আত্মা এইরূপে বিষয়ে ভ্রমণ করেন, পণ্ডিতগণ এই-  
 রূপে ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে যে ভোক্তা বলিয়া থাকেন । ঐ  
 সকল ইন্দ্রিয়গণ যখন অসংযত থাকে, তখনই আত্মা সংসারে গমন করেন

কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ । ইতি । তত্র য এবৈজ্জিরাদয়ঃ পূৰ্ণতাঃ  
 রথরূপককল্পনারামখাদিভাবেন প্রকৃতান্তে এবৈহ পরিগৃহ্যন্তে প্রকৃতহান্য-  
 প্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারায় । তত্রৈজ্জিয়মনোবুদ্ধয়স্তাং পূৰ্ণত্রেহ চ সমান-  
 শব্দা এব অর্থান্ত যে শব্দাদয়ো বিষয়া ইজ্জিয়হরগোচরত্বেন নির্দিষ্টান্তেবা-  
 চেজ্জিয়েভ্যঃ পরত্বং ইজ্জিয়াণাং চ গ্রহত্ব বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি শ্রুতি-  
 প্রসিদ্ধেঃ বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং মনোমূলত্বাদিষয়েজ্জিয়ব্যবহারস্ত মন-  
 সস্ত পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধিং হ্যাকুস্থ ভোগ্যজ্ঞাতং ভোক্তারমূপসর্পতি বুদ্ধেয়া  
 মহান্ পরো যঃ স আত্মানং রথিনং বিকীৰ্ত্তি রথিত্বেনোপক্ৰিষ্টঃ কৃতঃ  
 আত্মশব্দাং ভোক্তুশ্চ ভোগোপকরণাং পরত্বোপপত্তেঃ । মহত্বং চান্ত শব্দ-  
 ত্বাহুপপন্নম্ । অথ বা মনো মহান্ মতিব্রজা পূৰ্ণবুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ । প্রমা-  
 সাংবিক্ৰিতিশ্চৈব শ্রুতিশ্চ পরিপঠ্যতে ॥ ইতি শ্রুতেঃ । যো ব্রহ্মাণঃ বিদ্যাতি  
 পূৰ্ণং যো বৈ বেদাশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ । ইতি চ শ্রুতেঃ । যা প্রথমতঃ

এবং উহাদিগকে সংযত করিতে পারিলেই পহার পরবর্তী বিষ্ণু পদগ্রাপ  
 হয়, এইরূপ প্রদর্শন করিয়া পহার পরবর্তী বিষ্ণুপদ কি ? এই আশঙ্কায়  
 ইজ্জিরাতির পরবর্তী পরমায়াই পহার পরবর্তী বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া  
 প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ইজ্জিয়ার পরবর্তী মন, মনের পর বুদ্ধি,  
 বুদ্ধির পর আত্মা, আত্মার পর মহত্ত্ব, মহত্ত্বের পর প্রকৃতি, প্রকৃ-  
 তির পর পুরুষ । এই পুরুষের পর কিছুই নাট, উহাই পরমাগতি,  
 ইহাতে ইজ্জিরাতিগকে যে পূৰ্ণের রথরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারা  
 প্রকৃত প্রস্তাবে অবাদিরূপেই পরিগৃহীত হয়, এই স্থানেও ইজ্জিয়, মন ও  
 বুদ্ধি এই সকল শব্দই সমান, কিন্তু ইহাদিগের অর্থে বিশেষ আছে, অর্থাৎ  
 ইজ্জিয়রূপ ঘোটকের বিষয় শব্দাদিই নির্দিষ্ট আছে, অতএব সেই সকলই  
 ইজ্জিয়বিষয়ীভূত শব্দাদি ইজ্জিয়গণের পরবর্তী, ইহা “ইজ্জিয়াণাংগ্রহত্ব-  
 বিষয়াণামতিগ্রহত্বং” এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে । বিষয় হইতে যে  
 মনের পরত্ব, তাহাতেও মনই কারণ বলিয়া জানা যাইতেছে, বিষয়েজ্জিয়  
 ব্যবহারেই বুদ্ধি যে মনের পরবর্তিনী তাহা প্রতীতি হয়, ভোগ্যবস্তু  
 সকল বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই ভোক্তাকে অজ্ঞপন্ন করে । আর বুদ্ধি

হিরণ্যগর্ভস্ত বুদ্ধিঃ সা সর্বাণাং বুদ্ধীনাং পরমা প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাত্মেত্যা-  
 চ্যতে । সা চ পূর্নত্র বুদ্ধিগ্রহণেনৈব গৃহীতা সত্যী হি কক ইহোপদিষ্টতে  
 তস্তা অপি অস্বদীয়াভ্যো বুদ্ধিভ্যঃ পরত্বোপপত্তেঃ । এতন্নিঃস্ত পক্ষে পর-  
 মাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রথিন আশ্বনো গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্ পর-  
 মার্থতস্ত পরমাত্মবিজ্ঞানাত্মনোর্ভেদাভাবাৎ । তদেবং শরীরমেবৈকং পরি-  
 শিষ্যতে তেষু ইতরাণীজ্রিয়াদীনি প্রকৃতাত্মেব পরমপদাদিশিষ্যতয়া সমু-  
 ক্রামন্ পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যক্তশব্দেন পরিশিষ্যমাণঃ প্রকৃতং শরীরং  
 বশয়তীতি গম্যতে । শরীরেজ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্ত হবিদ্যা-  
 যতো ভোক্তুঃ শরীরাদীনাং রথাদিকপককল্পনয়া সংসারমোক্ষগতিনিরূপ-  
 ণেন প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিরিহ বিবক্ষিতা । তথা চ এষ সর্বেষু ভূতেষু  
 চট্টাশ্বা ন প্রকাশতে । দৃশ্যতে অগ্ন্যা বুধ্যা স্কন্দয়া স্কন্দদর্শিভিঃ ॥ ইতি ।  
 বক্ষ্যন্ত পরমপদস্ত দ্রবণমত্মমুক্তা তদবগমার্থং যোগং দর্শয়তি । যচ্চে-

ইতে আশ্বা পরবর্তী, এই নিমিত্তই আশ্বাকে রথী বলিয়া জানা যায় ।  
 এইরূপে আশ্বার রথিও কল্পিত হইয়াছে এবং আশ্বাই ভোগ করেন, এই  
 নিমিত্তই তাহাকে সকলের পরবর্তী বলিয়া জানা যায়, আর এই আশ্বাই  
 কলের স্বামী, অতএব তাঁহারই মহত্ব আছে । প্রতিভে লিখিত আছে  
 য, যিনি পূর্বে ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বেদ প্রণয়ন  
 করিয়াছেন, তাহাকে নমস্কার করি, এই স্থানে প্রথম জাত হিরণ্যগর্ভের  
 বুদ্ধি, তাহাই সর্ববুদ্ধির প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, তাহাকেই মহান আশ্বা বলা  
 য়। সেই বুদ্ধিও পূর্ন বুদ্ধি গ্রহণে গৃহীত হইয়া উপদিষ্ট হইতেছে,  
 সেই বুদ্ধিই আমাদের বুদ্ধি হইতে পরবর্তী এইরূপে উপপত্তি হই-  
 তছে । এই পক্ষেও পরমাত্মবিষয় পরপুরুষগ্রহণে রথী আশ্বার গ্রহণ  
 নিবে, বাস্তবিক, পরমাত্মার জ্ঞান ও আশ্বার ভেদ নাই । তাহাহইলে  
 কতাত্ম শরীরই পরিশিষ্ট থাকে এবং ইতর ইজ্রিয়াদিকে পরমপদপ্রদ-  
 নেচ্ছার অবশিষ্ট শরীরমাত্রই প্রদর্শন করান হয় । পরন্তু শরীর, ইজ্রিয়,  
 ন, বুদ্ধি এবং বিষয়বিজ্ঞানযুক্ত মায়াবান্ ভোক্তার শরীরাদির রথাদি  
 ক্রমভেদে সংসার মোক্ষগতি নিরূপণ দ্বারা প্রত্যগাত্ম ব্রহ্মাবগতিই এই-

## সূক্ষ্মস্ত তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥

জ্ঞানসৌ প্রোক্তন্তদ্যচ্ছেজ্ঞান আত্মনি । জ্ঞানমাশ্রয়ি নিবচ্ছেন্তদ্যচ্ছেজ্ঞাত  
আত্মনি ॥ ইতি । এতদ্ব্যক্তং ভবতি বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ । বাগাদিবাচ্চে-  
ন্ত্রিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাজ্জেরাতিষ্ঠেৎ । মনোহপি বিষয়বিকরাতিমুখং  
বিকল্পদোষদর্শনেন জ্ঞানশঙ্কোদিতায়াং বুদ্ধ্যবধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ ।  
তামপি বুদ্ধিং মহত্যাশ্রয়ি তৌক্তর্যগ্রায়াং বা বুদ্ভৌ হৃদ্যতাপাদনেন নি-  
চ্ছেৎ মহাস্তং জ্ঞানং শাস্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরম্ভিন্ পুরুষে পরম্ভাঃ  
কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদিতি । তদেবং পূর্বাপরালোচনায়াং নাস্ত্যত্র পর-  
পরিব্রজিতস্ত প্রধানতাবকাশঃ ॥ ১ ॥

উক্তমেতৎ প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরমব্যক্তশব্দং ন প্রধানমিতি ই-  
ন্দিদানীমান্ধ্যাত্তে কথমব্যক্তশব্দার্থং শরীরস্ত বাবতা হুল্লব্যাং স্পষ্টতরমি-  
শরীরং ব্যক্তশব্দার্থং অস্পষ্টবচনমব্যক্তশব্দ ইতি অত উত্তরমুচ্যতে । হৃদ-  
দ্বিহ কারণত্বনা শরীরং বিবকতে হৃদ্যতাব্যক্তশব্দার্থত্বাৎ । যদাপি হুল-

স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে । শাস্ত্রাঙ্কর প্রমাণে জানা যায় যে, আত্মা সর্ব-  
ভূতেই গূঢ়ভাবে আছেন, ইনি সহজে প্রকাশ পান না, কেবল হৃদয়দর্শী  
রাই হৃদয় বুদ্ধিধারা তাহাকে দেখিতে পায়, অতএব বৈষ্ণবপদের দ্রব-  
গম্যত্ব বলিয়া সেই বৈষ্ণবপদ পরিজ্ঞানার্থ যোগ প্রদর্শন করিতেছেন।  
বাক্যকে মনেতে সংযত করিবে, অর্থাৎ বাগাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার-  
পরিত্যাগ করিয়া মনোমাজ্জেরা করিবে, আর সেই বিষয়বিক-  
রাতিমুখ মনকে দোষদর্শন দ্বারা নিবারণিত করিয়া অধ্যবসায় যত  
বুদ্ধিতে ধারণ করিবে এবং সেই বুদ্ধিকে মহাত্মাতে সংযত রাখিবে ॥ ১

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকরণ ও পরিশেষহেতু অব্যক্তশব্দে শরী-  
র কথিত হয়, প্রকৃতি নহে । এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, কি কারণে শরী-  
রেই অব্যক্তশব্দার্থতা হয়, হুল্লবহেতু স্পষ্টতর শরীরই ব্যক্তশব্দবাচ্য হ-  
তেছে । বাহ্য অস্পষ্ট, তাহাকেই অব্যক্ত শব্দে বুঝাইতে পারে, শরীর  
অস্পষ্ট নহে, তাহা কিরূপে অব্যক্তশব্দবাচ্য হয় ? ইহাতে উত্তর করি-

## তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥

দং শরীরং ন স্বয়মব্যাক্তশব্দমহতি তথাপি তত্ত্ব আরম্ভকং ভূতস্থলম-  
 ক্তশব্দমহতি প্রকৃতিশব্দং বিকারে দৃষ্টে যথা গোভিঃ শ্রীলীত মৎসরং  
 তি । তথা শ্রুতিঃ তদ্ব্যোদয়ং তদ্ব্যাক্ততমাদীদৃতি । ইদমেব ব্যাক্ততং  
 নামরূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়ঃ পরিত্যক্তব্যাক্ততনামরূপং বীজশক্ত্য-  
 স্বমব্যাক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২ ॥

অত্রাহ যদি জগদিদমনতিব্যাক্তনামরূপং বীজায়কং প্রাগবস্থমব্যাক্ত  
 শব্দমভ্যুপগম্যেত তদায়না চ শরীরতাপ্যব্যাক্তশব্দার্থং প্রতিজ্ঞায়েত ।  
 ১ এব তর্হি প্রধানকারণবাদ এবং সত্যাপদ্যেত অশেষ জগতঃ প্রাগ-  
 বস্থায়ঃ প্রধানত্বেনাভ্যুপগমাদিতি । অত্রোচ্যতে যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং  
 কারিকং প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঙ্গমেত তদা প্রধান-  
 কারণবাদং পরমেশ্বরাদীনা স্বয়মশ্রুতিঃ প্রাগবস্থা জগতোহভ্যুপগম্যতে  
 ন স্বতন্ত্রা । সা চাবশ্যমভ্যুপগম্যত্যা অর্থবতী হি সা । ন হি তয়া বিনা

হেন যে, কারণশরীর স্থল এবং বাহ্য স্থল, তাহাই অব্যাক্তশব্দযোগ্য  
 হয় । যদিও এই স্থল শরীর অব্যাক্তশব্দবাচ্য না হউক, তথাপি এই স্থল  
 শরীরের আরম্ভক হইতে পারে, পরন্তু প্রকৃতি শব্দ বিকারে দৃষ্ট আছে ।  
 শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, এই শরীর অব্যাক্ত ছিল ; সুতরাং নাম-  
 রূপমিশ্রিত এই ব্যাক্ত জগৎ পূর্নাবস্থাতে ব্যাক্তনামরূপ পরিত্যাগ করিয়া  
 বীজশক্তির অবস্থাপন্ন হইলেই অব্যাক্তশব্দবাচ্য হইতে পারে ॥ ২ ॥

এইকণ বলিতেছেন, যদি এই জগৎ অনতিব্যাক্ত নামরূপবীজায়ক  
 পূর্নাবস্থাপন্ন অব্যাক্ত শব্দার্থক হইল, তাহাহইলে শরীরও অব্যাক্ত শব্দার্থ  
 হইতে পারে, ইহাও প্রকৃতিকারণবাদ হইল, যেহেতু এই জগতের যে  
 পূর্নাবস্থা, তাহাকেই প্রকৃতিস্বরূপে স্বীকার আছে । ইহাতে বলা বাইতে  
 পারে যে, যদি আমরা জগতের স্বতন্ত্র কোন পূর্নাবস্থাকে কারণস্বরূপে  
 স্বীকার করিতাম, তাহাহইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রধানকারণবাদ হইত,  
 কিন্তু এই জগতের পূর্নাবস্থাকে আমরা পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া



পরমেশ্বরস্ত্বং সিধ্যতি শক্তিরহিতস্ত তস্ত প্রত্যাহুপপত্তেঃ । মুক্তা-  
নাঞ্চ পুনরমুৎপত্তিঃ বিদ্যায়া তস্তা বীজশক্তের্দাহাৎ । অবিদ্যাস্মিকা হি সা  
বীজশক্তিরব্যাক্তশব্দনির্দেশ্য পরমেশ্বরাত্ময়া মায়াময়ী মহানুভূতিপূর্ণা  
স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ । তদেতদব্যাক্তং কচি-  
দাকাশশব্দনির্দিষ্টং এতন্নিম্নং খলুন্ধরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোক্তশ্চেতি  
শ্রুতেঃ । কচিদন্ধরশব্দোপনিতং অন্ধরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ । কচিমা-  
য়েতি হৃতিতং মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যামায়িনস্ত মহেশ্বরমিতি মন্তব্যাৎ ।  
অব্যাক্তা হি সা মায়া তদ্ব্যাক্তনিরূপণশাসক্যাৎ । তদিদং মহতঃ পরম-  
ব্যক্তমিত্যুক্তং অব্যক্তপ্রভবত্বান্মহতঃ বদা হৈরণ্যগর্ভো বুদ্ধির্মহান্ বদা তু  
জীবো মহান্তদাপ্যব্যাক্তাধীনত্বান্জীবভাবস্ত মহতঃ পরমব্যক্তিমিত্যুক্তম্ ।

বীকার করি, উহা স্বতন্ত্র নহে, আর অগতের সেই পূর্বাবস্থাকে অবশ্যই  
বীকার করিতে হয় এবং উহাও নিরর্থক নহে, যেহেতু সেই অবস্থা ব্যতি-  
রেকে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সিদ্ধি হয় না এবং শক্তিরহিত পরমেশ্বরের  
প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইয়া উঠে। তবে মুক্ত পুরুষাদিগের পুনরুৎপত্তি  
নাই, যেহেতু বিদ্যাধারা তাহাদিগের সেই বীজশক্তি নষ্ট হইয়া যায়,  
সেই বীজশক্তিই অবিদ্যাস্বরূপ এবং উহারই অব্যক্ত শব্দদ্বারা নির্দেশ  
হইয়া থাকে। আর মায়াময়ী মহানুভূতিও পরমেশ্বরের আশ্রিত, এই মহা-  
নুভূতিতেই সংসারী জীবগণ স্বরূপপ্রতিবোধরহিত হইয়া শয়ন করে।  
এই অব্যক্তও কখন কখন আকাশশব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। “এতন্নিম্নং খলু-  
ন্ধরে গার্গ্যাকাশওতশ্চ প্রোক্তক” এই শ্রুতিই উক্ত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ  
জানিবে। কদাচিৎ উহা অন্ধরশব্দে কথিত হয়। শ্রুতিতে নির্ধিত  
আছে যে, উহা পরমাক্কর হইতেও পারে। কখন ইহাকে মায়া বলিয়া  
নির্দেশ করিয়াছেন। মন্তব্যাৎপ্রমাণে জানা যায় যে, মায়াকে প্রকৃতি  
বলিয়া জানিবে এবং যিনি মহেশ্বর, তিনিই মায়া। বাস্তবিক সেই  
অব্যক্তই মায়া, যেহেতু তাহার তদ্ব্যাক্তরূপ অশক্য, আর সেই অব্যক্তও  
মহত্ত্বের পর, কারণ সেই মহত্ত্বও অব্যক্ত প্রভব। আর ইহাও উক্ত  
আছে যে, হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি মহান এবং জীবও মহান, তখন জীবই

অবিদ্যা হব্যাক্তং অবিদ্যাবশ্বে চ জীবন্ত সৰ্গঃ সংব্যবহারঃ সত্ততো বর্ততে ।  
 তচ্চাব্যাক্তগতং মহতঃ পরমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্পাতে ।  
 সত্যপি শরীরবদিস্ত্রিয়াদীনাং স্বশব্দৈক্যেরেব গৃহীতত্বাৎ । পরিশিষ্টেচ্চাক্ষ  
 শরীরন্ত । অস্ত্রে তু বর্ণয়ন্তি দ্বিবিধং হি শরীরং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ বদিনমুপল-  
 ভ্যতে । সূক্ষ্মং বহুতরত্র বক্ষ্যতে তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিধাক্তঃ  
 প্রল্লিন্নরূপণাভ্যামিতি । তচ্চোক্তয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পূৰ্ণং রথধেন  
 সন্ধীকৃতং ইহ তু সূক্ষ্মমব্যাক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে সূক্ষ্মশ্রাব্যাক্তশব্দার্থত্বাৎ  
 তদধীনত্বাক্ষ বক্ষ্যমোক্ষব্যবহারন্ত জীবাত্তন্ত পরমং যথা অর্থাধীনত্বাদিস্ত্রিয়-  
 ব্যাপারস্তেস্ত্রিয়েভ্যঃ পরম্বর্থানামিতি । তৈত্তেতত্ত্বক্ৰবামবিশেষেণ শরীর-  
 ত্রয়ন্ত পূৰ্ণত্র রথধেন সন্ধীকৃতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতত্বপরিশিষ্টেভ্যোঃ কথং  
 সূক্ষ্মমেব শরীরমিহ গৃহ্যতে ন পুনঃ স্থূলমপীতি । আশ্রাত্তার্থং প্রতিপত্তুং প্রভ-  
 বামো নান্নাতং পর্য্যুয়োক্তুং আশ্রাত্তকাব্যাক্তপদং সূক্ষ্মমেব প্রতিপাদয়িতুং

অব্যাক্তাবীন, ইহা জানা যাইতেছে ; সুতরাং অব্যাক্তই মহত্ত্বের পর,  
 ইহা প্রতিপন্ন হইল । আর অবিদ্যাই অব্যাক্ত, অবিদ্যাহেতুই জীবের সকল  
 সংসার সৰ্ব্বত্র প্রবৃত্ত আছে, মহত্ত্বের পরত্বও অব্যাক্তগত, আর উহা  
 অব্যাক্তের বিকারীভূত শরীরে পরিকল্পিত হয় । অস্ত্রে বর্ণনা করিয়া থাকেন  
 যে, স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শরীর দ্বিবিধ, সূক্ষ্ম শরীর পরে কথিত হইবে ।  
 আর যাহা সম্প্রতি উপলভ হইতেছে, তাহাই স্থূলশরীর, এই উভয় শরী-  
 রের অবিশেষ হেতু ঐ উভয়ই পূৰ্ণে রথরূপে কল্পিত হইয়াছে, এই সূক্ষ্ম  
 শরীরই অব্যাক্তশব্দে পরিগৃহীত হয়, বেহেতু সূক্ষ্মই অব্যাক্তশব্দের প্রতি-  
 পাদ্য, আর বক্ষ্যমোক্ষ ব্যবহারও তাহার অধীন, অতএব জীব হইতে  
 তাহার পরম জানা যায়, যেমন অর্থাধীনত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়  
 ব্যাপারের পরম । এইক্ষণ ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূৰ্ণে অবিশেষে  
 শরীরদ্বয়ই রথরূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তবে কিরূপে কেবল সূক্ষ্ম শরীর এই  
 স্থলে পরিগৃহীত হইতে পারে, স্থূল শরীর পরিগৃহীত হয় না ? বাস্তবিক  
 আমরা আশ্রাত্তার্থ পরিজ্ঞানের নিমিত্তই যত্ন করিতেছি এবং সেই  
 অব্যাক্তপদই আশ্রাত্ত, তাহা সূক্ষ্মার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে, স্থূলার্থ

## জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

শব্দোক্তি নেতরব্যাক্ত্যং তাস্ততিবেং ন একবাক্যতামনাপদ্য কশ্চিদর্থঃ  
প্রতিপাদয়তঃ প্রকৃতহানী প্রকৃতপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গাৎ । ন চাকাঙ্ক্ষামন্তরেণৈক  
বাক্যতাপ্রতিপত্তিরস্তি তত্রাবিশিষ্টায়াঃ শরীরবয়স্ত গ্রাহ্যত্বাকাঙ্ক্ষায়াঃ  
যথাকাঙ্ক্ষং সম্বন্ধেহনভূপগম্যমানে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি কৃত  
আম্নাতত্বার্থস্ত প্রতিপত্তিঃ । ন চৈবং মন্তব্যং হুঃশোধিত্যং হৃদন্তেব শরীর  
তেহ গ্রহণং স্থূলস্ত তু দৃষ্টবীভৎসতয়া সুশোধিত্যগ্রহণমিতি । যতো নৈবেহ  
শোধনং কস্তচিৎবিবক্ষ্যতে ন হুত্র শোধনবিধায়ি কিক্রিদাখ্যাতমস্তি অনন্তর-  
নির্দিষ্টত্বাত্তু কিং তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদমিতি ইদমিহ বিবক্ষ্যতে । তথা  
হি ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিত্যুক্তা পুরুষাঃ পরং কিক্রিমিত্যাহ । সর্ব-  
থাপি ত্বাহমানিকনিরাকরণোপপত্তেস্তথা নামাস্ত ন নঃ কিক্রিচ্ছিন্যতে ॥ ৩ ॥

জ্ঞেয়ত্বেন চ সাত্মন্যোঃ প্রধানঃ স্বর্ঘ্যতে গুণপুরুষাত্তরজানান্ কৈবল্য-

প্রতিপাদন করে না, যেহেতু উহা ব্যক্ত । আর ইহাও বলা যায় না, কব-  
ণের একবাক্যতা না হইলে কোন অর্থই প্রতিপাদন করিতে পাবে না,  
ইহাতে প্রকৃতের হানি এবং অপ্রকৃতের প্রসঙ্গ হয় । আর আকাঙ্ক্ষা  
ব্যতিরেকে একবাক্যতা প্রতিপত্তি হয় না, তাহাতে অবিশিষ্ট শরীরবয়ের  
আকাঙ্ক্ষাতে অর্থাাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে একবাক্যতা  
বাধিত হয় ; সুতরাং কিরূপে আম্নাতার্থের প্রতিপত্তি হইতে পারে ।  
আর ইহাও স্বীকার করা যায় না যে, হুঃসাধ্যাহেতু কেবল স্থল শরীরে-  
রই এই স্থানে গ্রহণ হয়, স্থূল শরীরের বীভৎসতা দৃষ্ট আছে, অতএব  
তাহার সুশোধিত্যপ্রযুক্ত সেই স্থূল শরীরের গ্রহণ হইতে পারে, যেহেতু  
এই স্থলে কাহারও শোধন বিবক্ষা নাই । আর এই স্থলে শোধন বিধায়ী  
কোন কথাই নাই এবং অনন্তর নির্দিষ্ট হেতু বিস্তার পরমপদ কি ? ইহাই  
এই স্থানে বিবক্ষিত, অর্থাৎ ইহাই ইহার পর এবং অত্র পদার্থ তাহার  
পর, এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছুই নাই, ইহাই বলা যায় ॥ ৩ ॥

অব্যক্ত যে প্রধান নহে, তাহাতে হেতুত্বের প্রদর্শন করিতেছেন ।—

## বদতীতি চেম প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

মিতি বদন্তিঃ ন হি গুণস্বরূপমজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ পুরুষভ্রাত্তরং শক্যং জ্ঞাতু-  
মিতি । কচিৎ চ বিভূতিবিশেষপ্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি স্মরন্তি । ন  
চেদমিহাব্যক্তং জ্ঞেয়ত্বেনোচ্যতে পদমাত্রং অব্যক্তশব্দো নেহাব্যক্তং জ্ঞাত-  
ব্যমুপাসিতব্যং চেতি বাক্যমস্তু । ন চামুপদিষ্টং পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থ-  
মিতি শক্যং প্রতিপত্তুং তস্মাদপি নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে । অস্মা-  
কন্তু রথরূপককুণ্ডলশরীরাদ্যমুসরণেন বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মু-  
পপ্তাস ইত্যানবদ্যাম্ ॥ ৪ ॥

অত্রাহ সাংখ্যো জ্ঞেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধম্ । কথং শ্রুয়তে হুত্তরজ্ঞা-  
ব্যক্তশব্দোদিতস্ত প্রধানস্ত জ্ঞেয়ত্বাবচনম্ । অশক্যমস্পর্শরূপমব্যয়ং তথাহ-  
রসং নিতামগন্ধবচনং । অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুং নিচাধ্য তং মৃত্যু-

সাংখ্যেরা প্রধানকে জ্ঞেয়স্বরূপে স্মরণ করে, যেহেতু সম্বাদিগুণরূপ  
প্রধান হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞান আছে । তাঁহারা বলেন, প্রধানই  
জ্ঞেয়, তাঁহারাও গুণসম্বন্ধ না জানিয়া গুণ হইতে পুরুষের ভেদ জানিতে  
পারেন না, আর কেবল পুরুষের বিভিন্নতারূপে প্রধানকে জানিবে, ইহাই  
তাঁহাদিগের ইষ্ট, তাহা নহে, তাহার উপাসনাতে অগ্নিাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি  
হয়, অতএব প্রধানকেই জানিবে । এইখানে অবজ্ঞাই জ্ঞেয়, ইহাও বলা  
 যায় না । কারণ, অব্যক্তশব্দ পদমাত্র এবং সেই অব্যক্ত জ্ঞাতব্য নহে  
ও উপাসিতব্য নহে, এইরূপ বাক্য আছে, বিশেষতঃ অমুপদিষ্ট পদার্থ-  
জ্ঞানই যে পুরুষার্থ, তাহাও জানা যাইতেছে না, অতএব অব্যক্তশব্দে  
প্রধান কথিত হইল না । আমরাদিগের মতে রথরূপে পরিকল্পিত শরীরা-  
দির অমুসরণ দ্বারা বিষ্ণুরই পরমপদ প্রদর্শনার্থ এই উপপত্তাস, অতএব  
উহাই অনিচ্ছনীয়কর ॥ ৪ ॥

সাংখ্যাবচনে প্রধানের জ্ঞেয়ত্বাবচনাভাবহেতু ইহা অসিদ্ধ, কারণ  
পরেই অব্যক্তশব্দোদিত প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব কথন আছে । আর লিখিত  
আছে যে, যিনি শব্দরহিত, স্পর্শরহিত, রূপশূন্য, অব্যয়, রসবিহীন,  
নিত্য, আগন্ধ, আদি ও অন্তরহিত এবং মহতের পর, তাঁহাকে জানিতে

মুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ইতি অত্র হি বাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং  
 স্তুতো নিরূপিতং তাদৃশমেব নিচাযায়েন নির্দিষ্টং তন্মাৎ প্রধানমেবেৎ  
 তদেবাব্যক্তশব্দনির্দিষ্টমিতি অত্র ক্রমঃ । নেহ প্রধানং নিচাযায়েন নির্দি-  
 ষ্টম্ প্রোক্তো হৌ পরমায়া নিচাযায়েন নির্দিষ্ট ইতি গম্যতে । কৃতঃ প্রক-  
 রাৎ । প্রোক্ত হি প্রকরণং বিততম্ বর্ততে । পুরুষাঃ পরং কিঞ্চিৎ সা কাঠা  
 সা পরা গতিঃ । ইত্যাদিনির্দেশাৎ । এষ সর্কেষু তৃতেষু গুঢ়ায়া ন প্রো-  
 ক্তে । ইতি চ হুঞ্জানিবচনেন ততৈস্তব জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষাৎ । যচ্ছেষাচু-  
 নসি প্রোক্তঃ ইতি চ তজ্জানাত্মৈব বাগাদিসংঘমস্ত বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখ-  
 প্রেমোক্ষণফলত্বাচ্চ । ন হি প্রধানমাত্মং নিচাযা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি  
 সাষ্টাভ্যরিযাত । চেতনাত্তবিজ্ঞানান্নি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি তেযামভ্যুপ-  
 গমঃ । সর্কেষু চ বেদান্তেষু প্রোক্তৈস্তবান্ননোহশব্দাদিধর্ম্মমভিলপ্যতে  
 তন্মাত্র প্রধানস্তাত্র জ্ঞেয়ত্বমব্যক্তশব্দনির্দিষ্টত্বং বা ॥ ৫ ॥

পারিলে মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্তি পায়, এই স্থলে যেরূপে শব্দাদিবিহীন  
 মহতের পরবর্তী প্রধান স্তুতিতে নিরূপিত আছে, সেই রূপেই তাহাকে  
 জানিবে, ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে বলা যায় যে, উক্ত স্থানে  
 প্রধানই জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট হয় নাই, প্রোক্ত পরমায়াই জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট  
 হইয়াছেন, ইহাই জানা যায়, যেহেতু এই প্রকরণে প্রোক্ত আয়াই বিবৃত  
 হইয়াছেন । কারণ পুরুষের পর কিছুই নাই, তাহাই সকলের প্রধান  
 এবং পরমাগতি । আর লিখিত আছে যে, এই পুরুষই সর্কভূতের আয়া,  
 ইনি গুঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন, সচরাচর প্রকাশিত করেন না । এই  
 পুরুষের পরিজ্ঞানার্থই বাগাদিসংঘম বিহিত, আর ঐ পুরুষের বিজ্ঞান  
 হইলেই মৃত্যু মুখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে । কেবল প্রধানকে জানিয়া  
 কেহ মৃত্যুর মুখ হইতে পরিব্রাজ পাইতে পারে না, ইহাই সাংখ্যের  
 স্বীকার করেন । তাহার কারণ বলেন যে, চেতন আত্মার পরিজ্ঞানই মৃত্যু  
 ভয় অতিক্রম করিতে পারে, বাস্তবিক সকল বেদান্তেই প্রোক্ত আত্মার  
 অশব্দাদি ধর্ম্ম কথিত আছে, অতএব জানা যায় যে প্রধান, অর্থাৎ প্রকৃতি  
 জ্ঞেয় নহে এবং উক্ত অব্যক্তশব্দ নির্দিষ্ট হয় নাই ॥ ৫ ॥

### ত্রয়াণামেব চৈবমুপাত্মাসঃ প্রশ্নাশ্চ ॥ ৬ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানশ্চাব্যাক্তশ্চবাচ্যঃ জ্ঞেয়শ্চ বা যস্মাৎ ত্রয়াণামেব  
পদার্থানামগ্নিজীবপরমান্বনামগ্নিন্ গ্রহে কঠবল্লীষু বরপ্রদানসামর্থ্যাবজ্ঞব্য-  
তরোপত্ভাসো দৃশ্যতে তদ্বিবর এব চ প্রশ্নঃ নাতোহন্তস্ত প্রশ্নঃ উপত্ভাসো  
বাস্তি । তত্র তাবৎ স যমগ্নিং স্বর্গমধ্যোষি মৃত্যো প্রজ্জ্বহি তং শ্রদ্ধাদানায়  
মহং ইত্যগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ । ঘেরং প্রোতে বিচিকিৎসা মহুষ্যোহন্তী-  
ত্যেকো নায়মন্তীতি চৈকে । এতদ্বিদ্যামমুশিষ্টস্তরাং বরাণামেব বর-  
তৃতীয়ঃ ॥ ইতি জীববিষয়ঃ । অন্ত্রাধর্ম্মাদন্ত্রাধর্ম্মাৎ কৃতাকৃত্যং । অন্ত্রা  
ভূতাক্ত ভব্যাক্ত যং তৎপশুসি তদ্বদ । ইতি পরমান্ববিষয়ঃ । প্রতিবচন-  
মপি লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ক্সা যথা বা ইত্যগ্নিবিষ-

প্রধান, অর্থাৎ প্রকৃতি যে অব্যাক্তশ্চবাচ্য এবং জ্ঞেয় নহে, তাহার  
কারণান্তর দর্শাইতেছেন ।—যেহেতু এই গ্রহে বরপ্রদান সামর্থ্যহেতু  
ব্যক্ততাক্রমে উপত্ভাস দেখা যায় এবং এই বিষয়েই প্রশ্ন আছে, এতদ্ভিন্ন  
প্রশ্ন বা উপত্ভাস নাই । কঠবল্লীতে উক্ত আছে যে, যম নচিকেতাকে  
বলিয়াছিলেন, তুমি তিনটি বর গ্রহণ কর, অনন্তর নচিকেতা তিন প্রশ্ন  
ফরিয়ান্ছিল, হে মৃত্যো ! তুমি আমাকে বরপ্রদান করিবে, ইহা স্বীকার  
ফরিয়ান্ছে এবং অগ্নি যে স্বর্গের কারণ, তাহাও তুমি জান, এইক্ষণ  
মামাকে বল দেখি, মরণের পর দেহ ভিন্ন আর কিছু থাকে কি না, এই  
বিশয়ে আমার সংশয় হইতেছে, অতএব উক্ত সংশয় নিরাকরণ করিয়া  
মামাকে বল, ইহাই অগ্নিবিষয় প্রশ্ন । আর কেহ বলেন, মহুষ্যের মর-  
ণের পর বিচিকিৎসা থাকে, কেহ বলেন, থাকে না, এইক্ষণ আমার উক্ত  
সংশয় নিবারণ করিয়া বিদ্যাভ্যুদয় কর । ইহা আমার দ্বিতীয় বর ।  
ইহাই জীববিষয় প্রশ্ন । আর ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্ত্র, কৃতাকৃতের অন্ত্র এবং ভূত-  
ভব্যের অন্ত্র বাহ্য দেখিতেছ, তাহা বল, ইহাই পরমান্ববিষয় প্রশ্ন ।  
অনন্তর যম নচিকেতার প্রশ্নত্রয় শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরত্রয় বলিতে-  
ছেন, অর্থাৎ যাবৎস্বরূপ, যাবৎসংখ্যক এবং যেক্রমক্রমে অগ্নিচয়ন

ম্ । হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্মসনাতনং । যথা চ মরণং প্রাপ্যাম্মা  
ভবতি গৌতম ॥ যোনিমস্তে অপদ্যন্তে শরীরস্য দেহিনঃ । স্থাপ্ন্যন্তে-  
হুসংযন্তি যথা কৰ্ম যথা শ্রুতম্ । ইতি । ব্যবহিতং জীববিষয়ম্ । ন জায়তে  
দ্বিগতে বা বিপশ্চিদিত্যাदि বহুপ্রপঞ্চঃ পরমাত্মবিষয়ম্ । নৈবং প্রধান  
বিষয়ঃ প্রশ্নোহস্তি অপৃষ্টবাদমুপভগনীয়ং তত্ত্বতি । অত্রাহ যোহয়মাত্ম-  
বিষয়ঃ প্রশ্নো যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যা ইতি কিং স এবায় মন্ত্র  
ধৰ্ম্মাদভ্যুদ্যাদধৰ্ম্মাদিতি পুনরনুক্রিয়াতে কিং বা ততোহন্তোহয়মপূৰ্ণঃ প্রশ্নঃ  
উথাপ্যতে ইতি । কিঞ্চাতঃ স এবায় প্রশ্নঃ পুনরনুক্রিয়াতে ইতি যদ্ব্যচ্যেত  
তদা দ্বয়োরাশ্ববিষয়য়োঃ প্রশ্নয়োরেকতাপন্তেরণিবিষয় আশ্ববিষয়শ্চ দ্বাবেব  
প্রশ্নাবিত্যতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং প্রশ্নোপভাসাবিতি । অথান্তোহয়মপূৰ্ণঃ  
প্রশ্নঃ উথাপ্যত ইতি যদ্ব্যচ্যেত ততো যথৈব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্ন-

করিতে হয়, সমুদায় নটিকেতাকে বলিলেন । ইহাই আমি বিষয়ক প্রশ্নের  
প্রত্যুত্তর । হে গৌতম ! যেক্রমে জীব মরণ প্রাপ্ত হইয়া অতিগুহ্য সনা-  
তন ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি । জীব শরীরপ্রাপ্তির  
নিমিত্ত যোনি মধ্যে প্রবেশ করে এবং কৰ্ম্মমুসারে গতিলাভ করে, ইহাই  
জীববিষয় প্রশ্নোত্তর, আর যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইত্যাদিরূপে  
পরমাত্মবিষয় প্রশ্ন বাহ্যরূপে প্রণীত হইয়াছে । এই প্রকারে আমি,  
জীব ও পরমাত্মবিষয় প্রশ্ন ও উপভাস আছে, কিন্তু প্রধানবিষয়  
প্রশ্ন নাই, তাবিষয়ক উপভাসও নাই । এইক্ষণ সূতার্থে দোষারোপ  
করিতেছেন, পূৰ্বে যে জীববিষয়ক প্রশ্ন উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই  
কি যিনি “ধৰ্ম্মাধর্ম্মের অন্ত” ইত্যাদির অনুকর্ষণ হইয়াছে ? কিরা  
উহা অন্ত ? এই মহান প্রশ্ন উপস্থিত হইল । ইহাতে যদি বল, জীববিষয়  
প্রশ্নে “যিনি ধৰ্ম্মাধর্ম্মের অন্ত” ইত্যাদির অনুকর্ষণ হইয়াছে, তাহাইহলে  
জীববিষয় ও পরমাত্মবিষয় এই দুই প্রশ্নের ঐক্যযুক্ত অগ্নিবিষয় ও আশ্ব-  
বিষয় এই দুই প্রশ্ন, এইরূপেই বলা উচিত, কিন্তু অগ্নিবিষয়, জীববিষয় ও  
পরমাত্মবিষয় এই তিন প্রশ্ন, এইরূপ বলা উচিত হয় না, আর যদি বল,  
অন্ত অপূৰ্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহাইহলে যেমন বরপ্রদান ব্যতিরেকে

কল্পনারা দোষঃ এবং প্রশ্নবাতিরেকেণাপি প্রশ্নানোপস্তাসকল্পনারাম-  
দোষঃ স্তাদিতি অত্রোচ্যতে । নৈবং বরমিহ বরপ্রদানব্যাতিরেকেণ প্রশ্নঃ  
কঞ্চিং কল্পনামঃ বাক্যোপক্রমসামর্থ্যাৎ । বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যু-  
চিকিত্তঃসম্বাদকৃপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে । মৃত্যু-  
কিল নচিকेतসে পিত্রা প্রশ্নিতার জ্ঞান্ বরান্ প্রদদৌ নচিকেতাঃ কিল  
তেষাং প্রশ্নমেন বরেন পিতুঃ সৌমেনস্তং বস্ত্রে দ্বিতীয়েনাপ্নিবিদ্যাং তৃতীয়ে-  
নাপ্নিবিদ্যাং । যেসং প্রেত ইতি বরাণামেষ বরন্তুতীয় ইতি লিঙ্গাৎ । তত্র  
যদ্যন্তত্র ধর্মাদিত্যন্তোহয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উখাপ্যেত ততো বরপ্রদানব্যাতি-  
রেকেণাপি প্রশ্নকল্পনায্যাক্যং বাধ্যত । নহু প্রেতব্যাভেদাদপূর্ব্বোহয়ং প্রশ্নো  
ভবিষ্যমহর্হতি পূর্ব্বো হি প্রশ্নো জীববিষয়ঃ যেসং প্রেতে বিচিকিৎসা  
মহুবেহস্তি নাস্তীতি বিচিকিৎসাভিধানাৎ জীবন্ত ধর্মাদিগোচরত্বান্নাত্তত্র  
স্মাদিতি প্রশ্নমহর্হতি প্রাপ্তস্ত ধর্মাদ্যতীতত্বাদন্তত্র ধর্মাদিতি প্রশ্নমহর্হতি ।

প্রশ্ন কল্পনার দোষ নাই সেইরূপ প্রশ্ন ব্যতিরেকেও প্রশ্নানোপস্তাস কল্প-  
নাতে দোষ হয় না । ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, আমরা বর-  
প্রদান ব্যতিরেকে কোন প্রশ্ন কল্পনা করি না, যেহেতু বাক্যোতে উপ-  
ক্রমই প্রধান, বাস্তবিক কঠবল্লীতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত নচিকेत-মৃত্যু সংবাদ-  
রূপ বাক্যপ্রবৃত্তিতে বরপ্রদানই উপক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ নচিকেতাকে  
ভাঁহার পিতা যমালয়ে প্রেরণ করিলে নচিকেতা যমের নিকট প্রথমত  
এই বর প্রার্থনা করেন যে, আমার পিতার পূর্ব্ববৎ মন প্রশান্ত হউক  
এবং দ্বিতীয়বরে অগ্নি বিদ্যা ও তৃতীয়বরে আত্মবিদ্যা প্রার্থনা করেন,  
ইহাতে যদি “ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্ত” এই বলিয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন উখাপিত হয়,  
তাহাইলে বরপ্রদান ব্যতিরেকেও প্রশ্ন কল্পনাহেতু বাক্য-বাধিত  
হইয়া উঠে । লিঙ্গাসিত বিষয়ের বিভিন্নতাহেতু অপূর্ব্ব প্রশ্নই হই-  
তছে । পূর্ব্ব প্রশ্নই জীববিষয়ক, অর্থাৎ মৃত্যু মরণের পর কি কার্য  
হইবে, ইহাই জীববিষয়ক প্রশ্ন, আর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে ; সুতরাং তাহা  
ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অতীত নহে, অতএব জীব পরমাধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নে লক্ষ্য হই-  
তছে না । পরন্তু উভয়প্রশ্নাভাসও সমান দেখা যায় না, যেহেতু প্রথম



প্রশ্নজ্ঞারা চ ন সমান। লক্ষ্যতে পূর্বপ্রাপ্তিঅন্যাপ্তিবিসয়বাহুত্তরস্ত ধর্ম-  
দ্যতীতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ তস্যাং প্রত্যভিজ্ঞানাত্বাৎ প্রশ্নভেদঃ ন পূর্বস্মৈ-  
বোত্তরজ্ঞানকর্ষণমিতি চেৎ ন জীবপ্রাক্করোরেকত্বাভূপগমাৎ । তবেৎ  
প্রৈব্যভেদাৎ প্রশ্নভেদো যদ্যন্তো জীবঃ প্রাক্কাৎ স্তাৎ ন বস্তুস্বমস্তি তৎ-  
মসীত্যাদিশ্রুতান্তরেভ্যঃ । ইহ চান্তত্র ধর্মাদিত্যস্ত প্রশ্নস্ত প্রতিবচনঃ ন  
জায়তে ত্রিরতে বা বিপশিদ্ভিতি জন্মমরণপ্রতিষেধেন প্রতিপাদ্যমানঃ  
শরীরপরমেশ্বররোরভেদঃ দর্শয়তি । সতি হি প্রশ্নে প্রতিষেধভাগী  
ভবতি । প্রশ্নস্ত জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শচ্ছারীরস্ত ভবতি ন প-  
ষেবরস্ত । তথা স্বপ্নস্ত জাগরিতান্তঞ্চ উভৌ যেনাভূপশ্রুতি । মহাত্মা  
বিভূমাত্মানং নম্রা ধীরো ন শোচতি ॥ ইতি স্বপ্নজাগরিতদুশো জীবভেদ-  
মহাব্যবহৃতবিশেষণস্ত মননেন শোকবিচ্ছেদং দর্শয়ন্ ন প্রজ্ঞানন্তো জীব

প্রশ্ন অস্তিত্ব নাস্তিত্ব বিষয়ক এবং উত্তর প্রশ্ন ধর্মাদির অতীত বস্তুবিষয়ক,  
অতএব প্রত্যভিজ্ঞানাত্বাৎ তেতুই প্রশ্নভেদ জানা যাইতেছে । যদি বলি,  
পূর্ববর্তী প্রশ্নের বিষয়ীভূত জীবের পরবর্তী পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নে অ-  
কর্ষণ হইতে পারে না । তাহাও বলিতে পার না, কারণ জীব ও প-  
রমাত্মার ঐক্য স্বীকার আছে । যদি প্রাক্কপুরুষ হইতে জীব অন্ত হয়,  
তাহা হটলেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের ভেদে প্রশ্নভেদ হইতে পারে । “তৎ-  
মসি” ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ জানা যায় না । বাস্তবিক  
বিধি ধর্মার্থের অতীত, ইত্যাদি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরে জানা যায় যে,  
যাঁহার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তিনিই পরমাত্মা । পরন্তু জন্মজরাপ্রতিষেধবারা  
জীব ও পরমাত্মার, যে অভেদ প্রতিপাদিত হইরাছে, তাহাই প্রশ্ন  
করিয়াছেন । বস্তুতঃ সংস্পর্শহেতু জীবেরই জন্মমরণ প্রসঙ্গ আছে, উহা  
পরমেশ্বরের নাই । শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, যাঁহার “স্বপ্ন ও জাগরণ  
এই উত্তর অবস্থা নাই, তিনি মহান্ বিহু আত্মা, যে ধীর ব্যক্তি উক্ত  
আত্মাকে জানেন, তিনি শোকে মগ্ন হইবেন না । অতএব স্বপ্ন ও জাগরণ  
দর্শী জীবের মহাব্যবহৃত বিশেষণের স্মরণবারা শোকবিচ্ছেদ প্রশ্ন  
করত জীব প্রাক্কতির নহেন, ইহাই প্রশ্ন করিতেছেন । বেদান্ত

ইতি দর্শয়তি । প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাদ্বি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ । তথা  
 যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদস্বিহ । মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নামেব  
 পশুতি ॥ ইতি জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবাদতি তথা জীববিষয়স্তান্ত্রিকানাশ্রিত-  
 প্রশ্নস্তানন্তরং অস্ত্যং বরং নচিকেতা বৃগীষেত্যারভ্য মৃত্যুনা তৈতৈঃ কাটমঃ  
 প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতা যদা ন চচাল তদৈনং মৃত্যুরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়-  
 সবিভাগপ্রদর্শনেন বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেন চ বিদ্যাভীক্ষিনং নচি-  
 কেতসং মস্ত্রে ন স্বা কামা বহবোহলোলুপন্তেতি প্রশস্ত প্রশ্নমপি তদীরং  
 প্রশংসনং তদুবাচ 'তং হৃদর্শং গূঢ়মমুপ্রবিষ্টং শুভাহিতং গহবরেষ্টং পুরাণং ।  
 অধ্যায়যোগাধিগমেন দেবং মম্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি' । ইতি ।  
 তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদ এবাহ বিবক্ষিত ইতি গম্যতে । যৎ প্রশ্ন-

সিদ্ধান্তে জানা যায় যে, প্রাজ্ঞের বিজ্ঞানেই শোকবিচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ  
 এই দেহে যে চৈতন্ত, সূর্য্যাদিতেও সেই চৈতন্ত এবং সূর্য্যাদিতে যে  
 চৈতন্ত, এই দেহেও সেই চৈতন্ত, এইরূপে অথটেকরস ব্রহ্মেও যিনি মিথ্যা  
 ভেদ দর্শন করেন, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি মরণের পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন,  
 কখনও তিনি ভয় হইতে পরিজ্ঞাপ পাইতে পারেন না । এইরূপে জীব  
 ও প্রাজ্ঞের ভেদপ্রতিবেদ করিতেছেন, আর জীবপ্রাজ্ঞবিষয়ক অস্তিত্ব  
 নাস্তিত্ব প্রশ্নান্তে "নচিকেতা তুমি অস্ত্র বর প্রার্থনা কর" এই বলিয়া  
 যম নচিকেতাকে নানা প্রলোভন দর্শাইলেও নচিকেতা যখন তাহাতে  
 প্রলোভিত হইল না, তখন যম অভ্যুদয় ও মুক্তির ভেদপ্রদর্শনদ্বারা  
 এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ প্রদর্শনদ্বারা বিদ্যাভিলাষী নচিকেতাকে  
 "তোমাকে কোন কামনাই লোলুপ করিতে পারিল না" ইত্যাদি বাক্যে  
 প্রশংসা করিয়া এবং তদীয় প্রশ্নের প্রতিও ভূয়সী প্রশংসা করত বলিয়া-  
 ছিলেন, সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র অতি গূঢ়ভাবে অমুপ্রবিষ্ট আছেন, তিনি  
 সকলের হৃদয় শুভাতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তিনিই পুরাণপুরুষ,  
 অর্থাৎ সকলের আদি । যে ধীর ব্যক্তি অধ্যায়যোগ জানিয়া সেই দেবকে  
 জানিতে পারে, সে কদাচ হর্ষিত বা শোকময় হয় না । ইহাতেও জীবাত্মা  
 ও পরমাত্মার অভেদই বিবক্ষিত বলিয়া জানা যাইতেছে । যে প্রশ্ন নিম্নিত

নিমিত্তাক্ত প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রত্যাপন্যত নচিকেতা যদি তং বিহার  
 প্রশংসানন্তরমন্তমেব প্রশমুপক্ষিপেৎ অস্থান এব সা সৰ্ব্বা প্রশংসা প্রশা-  
 রিতা ত্যাং তন্মাদ্যোরং প্রেতে ইত্যন্তেব প্রশন্তৈস্তদম্লকর্ষণমন্তজ ধর্ম-  
 দিতি । যত্ন প্রশঙ্কায়াতৈবলক্ষণ্যমুক্তং তদভরণং তদীয়ন্তেব বিশেষত্ব পুনঃ  
 পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ । পূর্বজ হি দেহাদিব্যতিরিক্তশ্রাঘনোহস্তিত্বং পৃষ্টং উত্তরজ  
 তু তন্ত্বেবাসংসারিত্বং পৃচ্ছ্যত ইতি । বাবক্ষ্যবিদ্যা ন নিবর্ততে তাবচ্ছাদি  
 গোচরত্বং জীবন্ত জীবত্বং চ ন নিবর্ততে । তন্নিবর্তনে ন তু প্রাজ্ঞ এব  
 তদ্ব্যমসীতি শ্রুত্যা প্রত্যাখ্যতে । ন চাবিদ্যাবশে তদপগমে চ বস্তনঃ  
 কশ্চিৎ বিশেষোহস্তি । যথা কশ্চিৎ সপ্তমসে পতিতাং কাঞ্চিজঙ্ঘুমহিং যজ্ঞ-  
 মানো ভীতো বেগমানঃ পলায়তে তদ্বাপরো ক্রয়াৎ মাঠভবীঃ নায়মহী-  
 রজ্জুরেবেতি স চ তদ্রূপশ্রুত্যাহিকৃতং ভয়মুঃস্বজ্ঞেবেগপুং পলায়নঞ্চ ন  
 চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্ততঃ কশ্চিৎ বিশেষঃ স্তাৎ তথৈবেতদপি

নচিকেতা যমের নিকট মহতী প্রশংসা পাইয়াছিলেন । নচিকেতা যদি  
 সেই প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্ত প্রশ্ন করিতেন, তাহাহইলে সেই প্রশংসা  
 অস্থানে পতিত হইত ; সুতরাং জীববিষয় প্রশ্নেই “যিনি ধর্মার্থের  
 অতীত” ইত্যাদির অম্লকর্ষণ হইয়াছে । আর প্রশ্নভাসের যে বৈলক্ষণ্য  
 উক্ত হইয়াছে, তাহাও দোষাবহ নহে, কারণ পূর্বে যে বিষয়ের প্রশ্ন  
 হইয়াছিল, পরেও তাহারই বিশেষ প্রশ্ন হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বে দেহাদি  
 ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, পরেও সেই আত্মার অসং-  
 সারিত্ব প্রশ্ন করিতেছেন । বস্ততঃ বাবং অবিদ্যার নিবৃত্তি না হয়, তাৎ  
 জীবের ধর্মার্থ ধাক্কা এবং জীবত্ব নিবৃত্ত হই না, পরে যখন জীবত্ব  
 নিবৃত্ত হয়, তখনই “তদ্ব্যমসি” এই শ্রুতিদ্বারা প্রাজ্ঞ আত্মার পরিজ্ঞান  
 হইয়া থাকে এবং অবিদ্যাস্বপ্ন ও অবিদ্যার অপগমে বস্তর কোন বিশেষ  
 থাকে না । যেমন কোন ব্যক্তি অন্ধকার মধ্যে পতিত কোন রজ্জুকে  
 সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করে, তাহাকে ভীত  
 দেখিয়া অপর ব্যক্তি বলে, তোমার ভয় নাই, তুমি যাহাকে সর্প জ্ঞান  
 করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ, উহা সর্প নহে, উহা রজ্জু । তখন সেই

## মহচ্ছক ॥ ৭ ॥

দ্রষ্টব্যং । ততশ্চ ন জায়তে ত্রিস্তে বেতোবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্ব-  
প্রশ্নস্ত প্রতিবচনং সূত্রবিদ্যাকল্পিতজীবপ্রাজ্ঞভেদোপেক্ষয়া যোজয়িতব্যম্ ।  
একত্বেহপি হ্যন্যবিষয়স্ত প্রশ্নস্ত প্রাণাবস্থায়ঃ ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচি-  
কিংমনাং কর্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবানগোহনাচ্চ পূৰ্ব্বস্ত পর্যায়স্ত জীববিষ-  
য়ত্বসংশ্রেণ্যতে উত্তরস্ততু ধৰ্ম্মাদ্যাত্মসকীৰ্ত্তনাং প্রাজ্ঞবিষয়ত্বমিতি ততশ্চ  
বৃদ্ধাহ্মিজীবপরমাত্মকল্পনা । প্রধানকল্পনায়াং তু ন বরপ্রদানং ন প্রশ্নো  
ন প্রতিবচন মিতিবৈষম্যঃ স্তাং ॥ ৬ ॥

যথা মহচ্ছকঃ সাতৈশ্চঃ সত্তামাত্রৈহপি প্রথমজ্ঞে প্রযুক্তো ন তমেব  
বৈদিকেহপি প্রয়োগেহভিধিতে বুদ্ধেরায়া মহান্ পরঃ মহাস্তঃ বিভূমাত্মনঃ

যাক্তির বাক্য শুনিয়া সৰ্পভয় পরিত্যাগ করে, তাহার আর কল্প থাকে না  
এবং পলায়ন করে না, এই স্থলে যখন রজ্জুতে সৰ্পজ্ঞান হইয়াছিল এবং  
যখন সেই সৰ্প বুদ্ধির নিবৃত্তি হইল, তখন সেই রজ্জু একরূপই ছিল,  
তাহার কোন বিশেষ হয় নাই । সেইরূপ অবিদ্যা কালে ও অবিদ্যার  
অপগমে বস্তুগত কোন বৈশিষ্ট্য হয় না, বস্তু একরূপই থাকে । অতএব  
যাহার "জন্ম মরণ নাই" ইত্যাদি বাক্যই অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রশ্নের প্রতি-  
বচন । বাস্তবিক এই সূত্র অবিদ্যাকল্পিত জীব ও আত্মভেদোপেক্ষায়  
যোজিত করা কর্তব্য । জীব ও প্রাজ্ঞের একত্ব হইলেই আত্মবিষয়  
প্রশ্নের প্রাণাবস্থা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব মাত্র জ্ঞানে কর্তৃত্বাদি সংসার  
ভাবের অনপগমহেতু পূৰ্ব্বপর্যায়ের জীববিষয় উৎপ্রেক্ষিত হয়, আর  
পর পর্যায়ের ধৰ্ম্মাদির অভাব সকীৰ্ত্তন হেতু প্রাজ্ঞ বিষয় জানা যায় ।  
অতএব অগ্নি, জীব ও পরমাত্ম কল্পনাতে বরপ্রদান, প্রশ্ন বা প্রতিবচন  
ই ; স্ততরাং মহাটবৈষম্য হইয়া উঠে ॥ ৬ ॥

ঋতুক্ত অব্যক্তশব্দ সাংখ্যসাধারণ তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, যেহেতু উহা  
হচ্ছকের জ্ঞান বৈদিক শব্দ, অর্থাৎ যেমন সাংখ্যেরা সত্তামাত্রে মহচ্ছকের  
প্রয়োগ করে, তাহারাই বৈদিক প্রয়োগে অভিধান করে না, যেহেতু

## চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

বেদাহ মেতং পুরুষং মহাস্তং ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিত্যো  
হেতুভ্যঃ তথাব্যাক্তশব্দোহপি ন বৈদিকপ্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমর্হতি ।  
অতঃচ নাত্মাত্মানিকস্ত স্মার্তস্ত শব্দবৎ ॥ ৭ ॥

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দঃ প্রধানত্বাদিত্যাহ কস্মাৎ মন্তব্যাং  
অজামেকাং লোহিতগুরুকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ স্বরূপাঃ । অত্র  
হেকো জ্বমাণেহিহুশেতে জহাত্যোনাং ভূক্তভোগামলোহিতঃ । ইতি । অত্র  
হি মন্ত্রে লোহিতগুরুকৃষ্ণশৈবরজঃসম্বতমাংস্তভিধীয়ন্তে । লোহিতং রজঃ  
রজনাস্বকৃষ্ণং গুরুং সস্বঃ প্রকাশাস্বকৃষ্ণং কৃষ্ণং তমঃ আবরণাস্বকৃষ্ণং ।  
তেষাং সাম্যাবস্থাবয়বধর্মৈর্কোপনিষত্তে লোহিতগুরুকৃষ্ণেতি । ন জায়ত  
ইতি চাজ্ঞা ত্রাং মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভূপগমাৎ । নধজাশব্দঃ  
ছাগীরাং রজঃ । বাচং সা তু কৃষ্ণিরিহ নাশ্রয়িতুং শক্যা বিদ্যাগ্রকর-

“বুদ্ধেরাশ্রা মহান পরঃ” “মহাস্তং বিভূমাশ্রানঃ” “বেদাহ মেতং পুরুষং  
মহাস্তং” ইত্যাদি অনেকানেক ভ্রুতিতে আত্মশব্দ প্রয়োগ আছে, তথাপি  
বৈদিক প্রয়োগে অব্যাক্তশব্দ প্রকৃতিকে অভিধান করিতে পারে না ।  
অতএব আত্মমাণিক স্মার্তের শব্দ নাই ॥ ৭ ॥

পুনর্বার প্রকৃতি-কারণ-বাদীরা প্রকৃতির যে অশব্দ অসিদ্ধ তাহা  
বলিতেছেন । কোন মন্ত্রে লিখিত আছে যে, লোহিত-গুরু-কৃষ্ণবর্ণী জরা  
বহ প্রজা সৃষ্টি করেন, কেবল এক আত্মাই সেই প্রকৃতির সেবা  
করিতেছেন এবং ইহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ।  
এই হানে লোহিত, গুরু ও কৃষ্ণশব্দে রজঃ, সস্ব ও তমোগুণের সস্বকৃষ্ণ-  
রাজে, অর্থাৎ রজনাস্বকৃষ্ণ বিধার লোহিতশব্দে রজঃ, সস্বপ্রকাশস্বকৃষ্ণ  
অমুক্ত গুরুশব্দে সস্ব এবং আবরণাস্বকৃষ্ণ হেতু কৃষ্ণশব্দে রজোগুণ জানা  
যায় ; সুতরাং লোহিতগুরুকৃষ্ণা এই বিশেষণে রজঃ, সস্ব ও তমঃ  
এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা জানা যায় । বাহার অঙ্গ নাই, তিনি অজা,  
ইহাতে অজাশব্দে মূল প্রকৃতি স্বীকার করা যায় । এইক্ষণ যদি বল

গাং সা ৫ বহ্নী: প্রজাতৈশ্চগুণ্যাবিতা জনয়তি তাং প্রকৃতিং অজো হেক:  
 পুরুষ: জ্বমাণ: প্রীরমাণ: সেবমানো বাহুশেতে তামেবা বিদ্যায়া আশ্র-  
 যেনোপগম্য সুখী দুঃখী মূঢ়োহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরতি অন্ত: পুন:  
 অজ: পুরুষ: উৎপন্নাববেকজ্ঞানো বিরক্তো জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্ত-  
 ভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যত ইত্যর্থ: তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব  
 প্রাদানাদিকল্পনা কাপিলানামিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রম: । নানেন সম্ভেদে শ্রুতি-  
 মূলত্ব: সাংখ্যবাদস্ত শক্যমাশ্রয়িতুম্ । ন হুয়ং মদ্র: স্বাতন্ত্র্যেণ কশ্চিদপি  
 বারং সমর্থয়িতুম্ সংহতে । সৰ্ব্বত্রাপি যয়া কস্মাচিৎ কল্পনবাহুজ্ঞাদি-  
 সম্পাদনোপপত্তে: সাংখ্যবাদ এবহেতি প্রেত ইতি বিশেষাবধারণকারণা  
 ভাব্যং চমসবৎ । যথা হি অস্মাৎশিল্পচমস উৰ্দ্ধবুধ ইত্যাদিশব্দেবাতন্ত্র্যো-  
 গায়ং নামাসৌ চমসোহিতি প্রেত ইতি ন শক্যতে নিয়ন্তং সৰ্ব্বত্রাপি বর্ণা-  
 কথাদিসাংখ্যলিঙ্গাদিকল্পনোপপত্তে: । এবমিহাণ্যবিশেষোহজ্ঞানেকানি-

অজ্ঞানজ ছাগীতেই রুঢ়, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু বিদ্যাপ্রকরণ হেতু  
 এইখানে সেই রুঢ়ার্থ আশ্রয় করা যায় না। সেই প্রকৃতি ত্রিগুণা-  
 দিত বহুপ্রজা উৎপাদন করেন এবং পুরুষ ঐ প্রকৃতিকে সেবা করতঃ  
 অনুশাসিত আছেন। আর পুরুষ সেই প্রকৃতিকে অবিস্মাররূপে উপগমন  
 করিলেই আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ় এইরূপ অবিবেক বশত সংসারে  
 ভ্রমণ করে, অন্ত পুরুষ বিবেক জ্ঞানসম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়া তাকে  
 পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ কপিল শিষ্যেরা যে প্রকৃতি কল্পনা করে, তাহাও  
 শ্রুতিমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাতে বলা যায় যে, উক্ত "অজা-  
 যেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রার্থদ্বারা সাংখ্যবাদের শ্রুতিমূলক আশ্রয় করা যায়  
 না, যেহেতু উক্ত মন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে কোন অর্থবাদ সমর্থন করিতে শক্ত হয়  
 না, সৰ্ব্বত্রই কোন না কোন কল্পনাদ্বারা সম্পাদনের উপপত্তি আছে,  
 ইহাই সাংখ্যবাদীর অভিপ্রেত, যেহেতু চমসবৎ ইহার বিশেষ অবধা-  
 রণের কারণ নাই। চমস একপ্রকার বজ্রপাত্রে, বাহার অধোদেশে গর্ত  
 এবং উৰ্দ্ধেবুধ, অর্থাৎ শির, তাহাই চমস। এইখানে যেমন এই নামে চমস  
 অভিপ্রেত, ইহা স্বাতন্ত্র্যরূপে নিয়ম করা যায় না, যেহেতু সৰ্ব্বত্রই যে

জ্যোতিরূপক্রমা তু তথা হৃদীরত একে ॥ ৯ ॥

ত্য়স্ত মন্বন্ত নান্নিগম্যে প্রধানমেবাজ্ঞাভিগ্নেতেতি শকাতে নিয়ন্তং । তত্র  
ত্বিদং তচ্ছির এষ হৃদীখিলচ্চমস উর্দ্ধবুধ ইতি বাক্যশেবাচ্চমসবিশেষ-  
প্রতিপত্তির্ভবতি ইহ পুনঃ কেয়মজ্ঞা প্রতিপত্তব্যোতি অত্র ক্রমঃ ॥ ৮ ॥

পরমেশ্বরাত্ত্বংপরম জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোবল্লক্ষণা চতুর্দিশভূত-  
গ্রামস্ত প্রকৃতিভূতৈয়মজ্ঞা । তুশঙ্কোহিবধারণার্থঃ । ভূতত্রয়লক্ষণৈবেয়মজ্ঞা  
বিজ্ঞেয়ান গুণত্রয়লক্ষণা । কস্মাৎ । তথা হেতু শাখিনস্তেজোহিবরান্নাং  
পরমেশ্বরাত্ত্বংপত্তিমায়াং তেষামেব রোহিতাদিরূপতামামনন্তি যদগ্রে-  
রোহিতং রূপং তেজসস্তরুণং বজ্ররূপং তদগাং যংকৃষ্ণং তদগন্ত ইতি ।  
তান্নেবেহ তেজোহিবরানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে রোহিতাদিশব্দসামান্য-  
রোহিতাদীনাক শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ ভাক্ত্বাচ্চ গুণবিষয়ত্ব-  
অসন্দিগ্ধেন চ সন্দিগ্ধস্ত নিমমনং জ্ঞায়াং মন্বন্তে তথেষাপি ব্রহ্মবাদিনে

কোনরূপে অধোদেশে গর্ত করিয়া হইতে পারে । সেইরূপ এই স্থলে  
“অজামেকাং” ইত্যাদি মন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ম করা যাইতে পারেনা । চমপ  
স্থানে বরং “ইহা মুখ, ইহা শির” ইত্যাদি প্রকারে চমপের বিশেষ জ্ঞান  
হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে কেবল অজার এইরূপ প্রতিপত্তি হয় ।  
বিশেষ পরত্রে বিযুক্ত হইবে । ৮ ।

অজাশব্দের বিশেষ প্রতিপাদন করিতেছেন ।—যাহা পরমেশ্বর হইতে  
উৎপন্ন এবং জ্যোতিঃপ্রকৃতিরূপে চতুর্দিশ ভূতের প্রকৃতিভূতা, তাহাই  
অজা বলিয়া জানিবে । এই অজা ভূতত্রয়স্বরূপা, গুণত্রয়স্বরূপা নহে ।  
কোন কোন শাখাবাদীরা তেজ, জল ও অগ্নি, এই সকলকে পরমেশ্বর হইতে  
উৎপন্ন জ্ঞান করিয়া তাহাদিগেরই লোহিত রূপাদিরূপ স্বীকার করে,  
অর্থাৎ তেজের লোহিতরূপ, জলের শুক্লরূপ এবং অগ্নির ত্বকরূপ । আর  
লোহিতাদি শব্দ সামান্ত হেতু তেজ, জল ও অগ্নি, ইহারাই প্রত্যভিজ্ঞাত  
হয় । বাস্তবিক লোহিতাদি শব্দে রূপবিশেষেই মুখ্য, গুণবিষয়ে তত্র-

বদন্তি কিং কারণং ব্রহ্মৈত্বপক্রম্য তে ধ্যানযোগাভ্যুগতা অপশ্তুন্ দেবান্ন-  
শক্তিং স্বভূতৈর্নিগূঢ়ামিতি পারমেশ্বর্যাচ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধাশ্রিত্তা  
বাক্যোপক্রমেহবগমাৎ বাক্যশেষেহপি মায়াস্ত প্রকৃতিঃ বিদ্যাম্মায়িনস্ত  
মহেশ্বরঃ । ইতি । যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক ইতি চ তত্ত্বা এবা-  
বগমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণায়ত ইতি  
শক্যতে বক্তুং । প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবী শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নাম-  
রূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্রেণায়ত ইত্যাচ্যতে । তত্ত্বান্ত স্ববিকার-  
বিষয়েণ ত্রৈরূপেণ ত্রৈরূপ্যমুক্তং । কথং পুনস্তেজোহবয়ানানাং ত্রৈরূপেণ  
ত্রিরূপাহ্বা প্রতিপত্তুং শক্যতে । বাবতা ন তাবন্তেজোহবয়েষজাকৃ-  
তিরতি ন চ তেজোহবয়ানানাং জাতিচরণাদজাতিনিমিত্তোহপ্যজাশব্দঃ  
সম্ভবতীতি অত্র উত্তরং পঠতি । ২ ।

অর্থাৎ ঐ সকল শব্দের অর্থে বিশেষ বিশেষ রূপই জানা যায়, গুণবোধ হয়  
না । আর অসন্ধিপদার্থ বারাই সন্ধিপদার্থ নিরূপণ জ্ঞায়া, এই স্থলে  
ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ কি ? এই উপক্রমে তাহারা ধ্যানগত হইয়া  
ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, অতএব দেবশক্তি ও আত্মশক্তি বীরগুণে নিগূঢ়  
আছে, ইহাই তাহারা বলিয়া থাকেন । 'ইহা জগদ্বিধারিনী পরমেশ্বরী  
শক্তির বাক্যোপক্রমে অবগত হওয়া যায়, বাক্যশেষেও জানা যায় যে,  
মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়াইকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে । পরন্তু "যো  
যোনি মধিতিষ্ঠত্যেকঃ" এই প্রমাণেও সেই প্রকৃতিরই অবগত হয়, বাস্ত-  
বিক প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে, "অজামেকাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রকৃতিকেই  
নির্দেশ করা যায় । আর প্রকরণ বশতঃ সেই দৈবীশক্তিরই নামরূপ  
ব্যক্ত নাই এবং উক্ত মন্ত্রে পূর্নাবস্থান রূপেই প্রকৃতি কথিত হয়, তাহার  
যীর্ষ বিকার হেতুই ত্রিরূপ উক্ত আছে, তবে কিরূপে তেজ, জল ও অগ্নের  
ত্রিরূপবিধার অজা বলিয়া জানা যাইতে পারে, যেহেতু তেজ, জল ও  
অগ্নিতে অজাকৃতি নাই এবং ঐ তেজ, জল ও অগ্নের জাতিপ্রবণহেতু,  
অজাশব্দের সম্ভব হয় না, অতএব পরম্পরে উত্তর পাঠ করিতেছেন । ২ ।



কল্পনোপদেশোক্ত মধ্যাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

নায়মজাকৃতিনিমিত্তোহজ্ঞানো নাপি যৌগিকঃ কিং তর্হি কল্পনোপ-  
দেশোহয়ং অজ্ঞানরূপকুপ্তিস্তেজোবয়লক্ষণাশ্চরাচরযোনৈরূপদিশ্রুতে ।  
যথা হি লোকে বদৃচ্ছয়া কাচিদজ্ঞা লোহিতগুরুকৃষ্ণবর্ণা স্তাং বহুবর্ব্বা  
বরূপবর্ব্বা চ তাক কশ্চিদজ্ঞো জুবমাণোহমুশয়ীত কশ্চৈকেনাং ভূ-  
ভোগাং জ্ঞানদেবমিরমপি তেজোবয়লক্ষণা ভূতপ্রকৃতিদ্বিবর্ণা বহু স্রুপং  
চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি অবিজ্জ্বা চ ক্ষেত্রজ্ঞেনোপভূজ্যতে  
বিজ্জ্বা চ পরিত্যজ্যতে ইতি । ন চ ইদমাশঙ্কিতব্যমেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞোহু-  
শেতেহজ্ঞো জ্ঞাতীতি অত্র ক্ষেত্রজ্ঞভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষামিহি  
প্রাপ্নোতীতি । ন হীমং ক্ষেত্রজ্ঞভেদপ্রতিপাদয়িষ্য বিন্দু বক্রমোক্ষ-  
ব্যবস্থাপ্রতিপাদয়িবৈববা । প্রসিদ্ধ ভেদঃ অজ্ঞান বক্রমোক্ষব্যবস্থা

এই অজ্ঞান অজ্ঞাপ্রকৃতিনিমিত্ত বা যৌগিক নহে, উহা কল্পনার  
উপদেশ মাত্র, অর্থাৎ এইস্থলে অজ্ঞানরূপে কল্পনা করিয়া প্রকৃতি যে তেজ,  
জল ও অরূপ চরাচর জগতের যোনি, তাহারই উপদেশ করিয়াছেন,  
যেমন লোকে বদৃচ্ছাক্রমেই কোন কোন পণ্ড লোহিত, গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ  
হয় এবং কোন বাল পণ্ডকে অপর পণ্ড সেবা করিয়া তাহার অনুশয়ন  
করে এবং কোন পণ্ড বা তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেই  
রূপ তেজ, জল ও অরূপা দ্বিবর্ণী ভূতপ্রকৃতি বহু চরাচর বিকারজাত  
উৎপাদন করিয়া থাকে । আর অজ্ঞ আত্মা সেই প্রকৃতিকে ভোগ করে  
এবং জ্ঞানী আত্মা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে । এই স্থলে এইরূপ  
আশঙ্কা হইতে পারে না যে, আত্মা প্রকৃতির অনুশয়ন করে এবং অজ্ঞ  
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, অন্তএব পারমার্থিক আত্মভেদ পরের  
ইউ, ইহা জানা গেল । বাস্তবিক উহা আত্মভেদ প্রতিপাদনের ইচ্ছায়  
হয় নাই, কিন্তু বক্রমোক্ষ ব্যবস্থার প্রতিপাদনের ইচ্ছায় ঐরূপ ভেদ স্বীকৃত  
হইয়াছে, অর্থাৎ ঐরূপ প্রসিদ্ধ ভেদ বলিয়া বক্রমোক্ষ ব্যবস্থা প্রতিপাদন  
করিয়াছেন, এই ভেদও উপাদি নিমিত্ত মিথ্যাজ্ঞান করিত, উহা পার-

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাতাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

প্রতিপাদ্যতে ভেদস্ত উপাধিনিমিত্তো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ  
একো দেবঃ সৰ্ব্বভূতেষু গুঢ়ঃ সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বভূতাস্তরায়ী ইত্যাদিপ্রতিভাঃ ।  
মক্ষাদিবৎ যথাদিত্যস্তামধুনো মধুঃ বাচশ্চাধেনোর্ধেহুঃ দ্বালোকাদীনাম্  
চানন্নীনামগ্নিঃ ইত্যেবং জাতীয়কং কল্পাতে এবমিদমনজারী অজাঃ  
কল্পতে ইত্যর্থঃ তন্মাদবিরোধন্তেজোহবশেষজাশকপ্রয়োগস্ত ॥ ১০ ॥

এবং পরিকৃতেহ্যপ্যামস্তে পুনরপ্যন্তান্নান্নান্ সাখ্যাঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে  
“যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেবমন্ত আত্মানং বিদ্বান্  
ব্রহ্মামৃতোহমৃতমিতি” অস্মিন্মস্তে পঞ্চপঞ্চজনা ইতি পঞ্চসংখ্যাবিসয়াহপর্য  
পঞ্চসংখ্যা শ্রয়তে পঞ্চশব্দবয়দর্শনাৎ ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ পঞ্চবিংশতিঃ  
সম্পদ্যন্তে । তথা চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া বাবস্তঃ সখ্যয়া আকাশজ্ঞানন্তে  
তাবস্তোব চ তদ্বানি সাখ্যাঃ সখ্যায়ন্তে “মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিগ্রহদাদ্যাঃ

মার্থিক ভেদ নহে । যেহেতু শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, এক দেব সৰ্ব্ব-  
ভূতে গুঢ়ভাবে আছেন, ইনি সৰ্ব্বব্যাপী এবং সৰ্ব্বভূতের অন্তরায়ী ।  
যেমন মক্ষাদি বিদ্যাতে, অর্থাৎ আদিত্যরূপ অমধুর মধু এবং বাক্যরূপ  
অধেহুর দেহু, আর অনগ্নি দ্বালোকাদির অগ্নি কল্পনা হয়, সেইরূপ যে  
অজা নহে, তাহার অজা কল্পনা হইয়া থাকে । অতএব তেজ, তল ও  
অগ্নিতে যে অজাশক প্রয়োগ তাহা অবিকল্প জানিবে ॥ ১০ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে “অজামেকাং” ইত্যাদি মন্ত্র পরিকৃত হইলেও  
সাংখ্যগণ অস্ত্র মন্ত্র সহায় পুনরুত্থান করিতেছেন । যাহাতে পঞ্চ পঞ্চ জন  
ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকে জানিতে পারিলেই লোকে ব্রহ্মামৃত  
পাও করিয়া অমৃতত্ব পাইতে পারে । যেহেতু উক্ত মন্ত্রে দুইটি পঞ্চশব্দ  
সংখ্যা যায় । অতএব পঞ্চ পঞ্চ জনা, এই পঞ্চশব্দে পঞ্চ সংখ্যাবিসয় অপর  
পঞ্চ সংখ্যা জানা যায় ; অন্তরাং এই স্থলে পঞ্চ সংখ্যার পঞ্চবিংশতি সংখ্যা  
ইল, অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা দ্বারা বস্তু সংখ্যা হইতে পারে, সাখ্যা-  
দীরা তত সংখ্যক তত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকে । শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে

প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকঞ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ” । ইতি । তথা শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া তেষাং সৃষ্টিপ্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ শ্রুতিমতম্বেব প্রধানানাং ততো জ্ঞমঃ । ন সন্ধ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং শ্রুতিমত্ প্রতী-  
 আশা কৰ্তব্য্যা কন্যাং নানাতাবাৎ । নানা ছেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি নৈবাং পঞ্চঃ পঞ্চঃ সাধারণো ধৰ্মোহস্মি যেন পঞ্চবিংশতেরস্তরালে-  
 পরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সন্ধ্যা নিবিশেরন্ ন ছেকনিবন্ধনমন্তরেণ নানাতত্ত্ব-  
 বিজ্ঞাদিকাঃ সন্ধ্যা নিবিশন্তে । অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যাবেরমবয়-  
 বারোগোপলক্যতে । যথা “পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন বর্ষ শতক্রতুঃ” । ইতি ।  
 ষাদশবার্বিকীমনাবৃষ্টিং কথয়ন্তি তদ্বদিত্যি তদপি নোপপদ্যতে । অরম্বেবা-  
 স্মিন্ পক্ষে দোষো যদ্বক্ষ্যমাণা আশ্রয়ণীয়া ত্ভাং । পরচ্যাজ পঞ্চকো জন-  
 শব্দেন সমন্তঃ পঞ্চজনা ইতি ভাবিকেন অরৈগৈকপদবহ্নিচ্যেৎ । প্রয়ো-

যে, মূল প্রকৃতির বিকার নাই, মহত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতি-  
 রূপ এবং ষোড়শ পদার্থ বিকারী, কিন্তু পুরুষ বিকারী বা প্রকৃতি কিছুই  
 নহে । এইক্ষণ সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা দ্বারা সৃষ্টি প্রসিদ্ধ  
 পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংগ্রহহেতু প্রধানাদির শ্রুতিমত্তা জানা যায় । ইহাতে  
 বলা যাইতে পারে যে, সংখ্যার উপসংগ্ৰহ হেতু প্রধানাদির শ্রুতিমত্তা  
 আশা করা যায় না, কারণ প্রধানাদির নানা দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ এই  
 সকল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নানাপ্রকার দেখা যায়, ইহাদিগের এখন পাঁচ  
 পাঁচ করিয়া প্রধান ধর্ম নাই যে, বাহাতে পঞ্চবিংশতির অন্তরালে  
 তাহার অপর পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যার নিরাস করিতে পারে । বাস্তবিক এক-  
 নিবন্ধন ব্যতিরেকে নানা ভূতে নানা সংখ্যা নিবিষ্ট হয় না, এইক্ষণ  
 বলা যাইতে পারে যে, অবয়ব দ্বারাই পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উপলভ্য হয় ।  
 যেমন “পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন বর্ষ শতক্রতুঃ” এই স্থলে পাঁচ ও সাতের যু-  
 ক্ত হওয়াতে ষাদশ বার্বিকী অনাবৃষ্টি কথিত হয়, সেইরূপ অবয়বগত সংখ্যার  
 গ্রহণ হইতে পারে, ইহাও উপপন্ন হইতেছে না, ইহাই এই পক্ষে দোষ  
 দেখা যায় যে, পরবর্তী পঞ্চ শব্দের সহিত জন শব্দের সমাপ হইয়াছে,

গাত্বরে চ পক্ষানাং স্বাপক্ষজনানামিত্যেকপদৈক্যকবিত্তিকস্বাবগ-  
 দ্যাং সমস্তকাল ন বীজা পক্ষ পক্ষেতি তেন ন পক্ষকল্পগ্রহণং পক্ষ-  
 পক্ষেতি । ন চ পক্ষসম্ভাৱা একত্বাঃ পক্ষসম্ভাৱাপরয়া বিশেষণঃ পক্ষ-  
 পক্ষকা ইতি উপসর্জনস্ত বিশেষণেনাসংযোগাৎ । নবাপরপক্ষসম্ভাৱা  
 জনা এব পুনঃ পক্ষসম্ভাৱা বিশেষ্যমাণা পক্ষবিংশতিঃ প্রত্যেযাস্তে । যথা  
 পক্ষপক্ষপূল্য ইতি পক্ষবিংশতিঃ পূলা প্রতীকস্বত্ত্ব তৎ নৈতি ক্রমঃ যুক্তঃ  
 যৎ পক্ষপুলীশব্দস্ত সমাহারাভিপ্রায়ত্বাৎ কতীতি সত্যাং ভেদাকাজ্জান্নাং  
 পক্ষপক্ষপূল্য ইতি বিশেষণং ইহ তু পক্ষজনান ইত্যাদিত এব ভেদোপাদা-  
 নাত্ কতীতি অসত্যাং ভেদাকাজ্জান্নাং ন পক্ষ পক্ষজনান ইতি বিশেষণং  
 ভবেৎ তবদপীদং বিশেষণং পক্ষসম্ভাৱা এব ভবেৎ তত্র চোক্তো দোষঃ  
 তন্নাং পক্ষ পক্ষ জনান ইতি ন পক্ষবিংশতিত্বাভিপ্রায়ঃ অতিরেকাক্ষ ন

যেহেতু ভাবিক স্বরের সহিত একপদত্ব নিয়ম আছে, প্রয়োগান্তরে,  
 অর্থাৎ “আপক্ষজনানাং” এই এক পদে এক স্বর এবং একবিভক্তির অব-  
 গম আছে । আর পক্ষ পক্ষ ইহাকে বীজাও বলা যায় না, যেহেতু পক্ষ  
 শব্দের সহিত জনশব্দের সমাস হইয়াছে । অতএব পক্ষ পক্ষ এই শব্দে  
 দুই পাচ, কিম্বা এক পক্ষশব্দ অপর পক্ষের বিশেষণ ইহাও বলা যায় না,  
 কারণ বিশেষণের সহিত উপসর্জন সংযোগ হইতে পারে না । এইরূপ  
 যদি বলি পক্ষ সংখ্যাপ্রাপ্ত জন সকলই পুনর্বার পক্ষ সংখ্যা দ্বারা বিশেষ্য-  
 মাণ হইয়া পক্ষবিংশতি সংখ্যা প্রতিপাদন করে, যেমন “পক্ষ পক্ষ পূলী”  
 এই স্থলে পক্ষবিংশতি পূলীর জ্ঞান হয়, সেইরূপ পক্ষ পক্ষ জন, এই  
 শব্দে পক্ষবিংশতি জন, এইরূপ অর্থ হইতে পারে । ইহাতে বলা যায়  
 যে, পক্ষ পূলীশব্দের সমাহারাভিপ্রায়হেতু ভেদাকাজ্জান্নাং “পক্ষ পক্ষ  
 পূলী” এই স্থলে পক্ষশব্দের বিশেষণত্বই যুক্ত, পরন্তু “পক্ষজনানাং” এইরূপ  
 শব্দেই ভেদোপাদানহেতু ভেদাকাজ্জান্নাং অতাবে “পক্ষ পক্ষজনানাং” এইরূপ  
 বিশেষণ হইতে পারে না । আর যদিও পক্ষ সংখ্যার বিশেষণ হইতে  
 পারে, তাহাতেও উক্ত দোষ হইয়া উঠে । অতএব জানা যায় যে, “পক্ষ  
 পক্ষজনানাং” এই স্থলে পক্ষবিংশতি তত্ত্ব অভিপ্রেত নহে । বাস্তবিক তত্ত্ব

পঞ্চবিংশতিত্বাভিপ্রায়ঃ অতিরেকো হি ভবত্যাখ্যাকাশাত্যাং পঞ্চ-  
 বিংশতিসংখ্যায়াঃ । আত্মা তাবদিহ প্রতিষ্ঠাঃ প্রত্যাধারত্বেন নির্দিষ্টঃ  
 যন্নির্মিত্তি সপ্তমীহুচিতস্ত তমেবমন্তে আত্মানং ইত্যাত্মত্বেনামুর্কধ্বং ।  
 আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ স চ পঞ্চবিংশতাবস্তর্গত এবৈতি ন তদৈত্বাধারত্ব  
 মাধেয়ত্বঃ চ যুক্তো অর্থাস্তরপরিগ্রহে বা তৎসংখ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধঃ  
 প্রসজ্যেত । তথা আকাশস্ত প্রতিষ্ঠিতঃ ইত্যাকাশতাপি পঞ্চবিংশতাবস্তর্গ-  
 তস্ত ন পৃথগ্গণনানং জ্ঞায়াং অর্থাস্তরপরিগ্রহে চোক্তং দৃষণং । কথঞ্চ  
 সংখ্যামাত্রশ্রবণে সত্যশ্রুতানাং পঞ্চবিংশতিত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রতীয়ত  
 জনশব্দস্ত তত্ত্বেরূপত্বাং অর্থাস্তরোপসংগ্রহেহপি সংখ্যোপপত্তেঃ । কথং  
 তর্হি পঞ্চজন ইতি উচ্যতে দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞারামিতি বিশেষত্বরণাং সংজ্ঞা-  
 রামেব পঞ্চশব্দস্ত জনশব্দেন সমাগঃ ততঃ চ রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েণৈব কেচিৎ  
 পঞ্চজনানাং বিবক্ষ্যন্তে ন সামান্যত্বাভিপ্রায়েণ তে কতীত্যাত্মানকা-

সংখ্যা পঞ্চবিংশতির অধিক বিধার, উক্ত পঞ্চ পঞ্চ শব্দে পঞ্চবিংশতি  
 তত্ত্ব অভিপ্রেত হইতে পারে না, অর্থাৎ আকাশ ও আত্মা দ্বারাষ্ট পঞ্চ-  
 বিংশতি তত্ত্বের আধিক্য জানা যায় । পরন্তু আত্মাই প্রতিষ্ঠার প্রতি  
 আধার বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, যেহেতু আত্মাকেই আধার বলিয়া স্বীকার  
 করি, এইরূপ প্রতিতে উক্ত আছে, প্রকৃত পক্ষে আত্মা চেতন পুরুষ, ইহা  
 পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত নহে এবং তাহারই আধারত্ব ও আধেয়ত্ব যুক্ত হয়,  
 আর অর্থাস্তর গ্রহণে তৎসংখ্যা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ । “আর আকা-  
 শস্ত প্রতিষ্ঠিত” এইরূপে পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত আকাশের পৃথক্ উপা-  
 দান জ্ঞায়া হয় না, অর্থাস্তর পরিগ্রহেও উক্ত ঘোষ হয়, তবে কিরূপে  
 সংখ্যামাত্র শ্রবণে শ্রুত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপসংগ্রহ প্রতীতি হইতে  
 পারে, যেহেতু জন শব্দের তত্ত্ব রূঢ় নাই, আর অর্থাস্তর গ্রহণেও সংখ্যার  
 উপপত্তি আছে । তবে কিরূপে “পঞ্চ পঞ্চ জন” এইরূপ বলাবার?  
 যেহেতু দিক্ ও সংখ্যা ইহারা সংজ্ঞাতে বর্তমান থাকে, এইরূপ বিশেষ  
 শ্রবণ আছে । সংজ্ঞাতেই পঞ্চশব্দের সহিত জনশব্দের সমাগ হয়, অতএব  
 রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েই কেহ কেহ পঞ্চজন এইরূপ নাম বিবক্ষা করেন, উহা

## প্রাণাদয়ৌ বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

জ্ঞায়াং পুনঃ পক্ষেতি প্রযুক্ত্যতে পঞ্চজনা নাম কেচিৎ তে চ পক্ষেত্যর্থঃ  
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেতি বখা । কে পুনস্তে পঞ্চজনা নামেতি তদুচ্যতে ॥ ১১ ॥

যস্মিন পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যত উত্তরমিহ যন্তে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায় প্রাণা-  
দয়ঃ পঞ্চ নির্দিষ্টাঃ “প্রাণস্ত প্রাণমুত চক্ষুষঃচক্ষুরূত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমরক্তাঃ  
মনসো যে মনো বিহুঃ” ইতি তেহৈব বাক্যশেষগতঃ সপ্তর্ষানাং পঞ্চজনা  
বিবক্ষ্যন্তে । কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ তেষু বা কথং জনশব্দ-  
প্রয়োগঃ সমানে তু প্রসিদ্ধাতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ প্রাণাদয় এব গ্রহী-  
তব্যা ভবন্তি জনসব্দাক্ষ প্রাণাদয়ৌ জনশব্দভাজৌ ভবন্তি । জনবচনচ  
পুরুষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ “তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ” ইতি অত্র  
“প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা” ইত্যাদি চ ব্রাহ্মণঃ । সমাসবলাচ্চ  
দুয়দ্ব্যস্ত রূঢ়মবিরুদ্ধং । কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে রুঢ়িঃ শক্যা-

সংখ্যাক্ত তদ্ব্যতিপ্রায়ে নহে । বাস্তবিক তত্ত্বসংখ্যা কত ? এই আকা-  
জ্ঞাতেই পঞ্চজনা” এইটি নাম মাত্র জানা যায় । যেমন সপ্তর্ষি বলিলে  
সপ্তজন বুঝায়, সেইরূপ পঞ্চজন শব্দে পঞ্চজ্ঞাংখ্যামাত্র জানিবে । সেই  
পঞ্চজন নামে কাহাকে বুঝাইবে, তাহা বলা যাইতেছে ॥ ১১ ॥

“যস্মিন পঞ্চজনা” এই উত্তর মন্ত্রে ব্রহ্ম নিরূপণার্থ প্রাণাদিপঞ্চ নির্দিষ্ট  
হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, অন্তের অন্ত  
এবং মনের মন ইত্যাদিরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে । এই স্থলে সান্নিধ্য  
শতঃ বাক্যশেষগত পঞ্চজন বিবক্ষিত হয়, তবে কিরূপে জনশব্দ  
প্রয়োগ হয় । কিন্তু সমান বিষয়ে প্রসিদ্ধি অতিক্রম করিয়া বাক্যশেষ  
শতঃ প্রাণাদিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, জনসব্দবশতই প্রাণাদি  
জনশব্দভাগী হইয়া থাকে । এই প্রকারে জনশব্দের দ্বায় পুরুষ শব্দ প্রাণে  
প্রযুক্ত হয় । প্রতিতে লিখিত আছে যে, সেই প্রাণাদিরাই পঞ্চ ব্রহ্ম  
পুরুষ এবং প্রাণই পিতা ও প্রাণই মাতা ইত্যাদি রূপেও নির্দিষ্ট আছে ।

উদ্ভিদাদিবিদিত্যাহ । অসিদ্ধার্থসম্বন্ধানেন হু অসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুক্ত্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ তদ্বিবয়ো নিয়ম্যাতে যথোদ্ভিদা যজ্ঞেত যুপং ছিনসি বেদিং করোতীতি তথাহমপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসাধাত্যানাদবগতসংজ্ঞাভারঃ সংজ্ঞাকাজী বাক্যশেষসমভিব্যাহাতেষু প্রাণাদিষু বর্তিষ্যতে । কৈশিক্তু দেবঃ পিতরো গন্ধর্বা অহুরা রক্ষাংমি চ পঞ্চ জনা ব্যাখ্যাতাঃ । অষ্টৈশ্চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ । কচিচ্চ যৎ পঞ্চজনত্বা বিশতি প্রজাপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশব্দস্ত দৃষ্টতে তৎপরিগ্রাহেহপৌহ ন কচিৎবিরোধঃ । আচার্য্যাস্ত ন পঞ্চবিংশতেন্তত্ত্বানামিহ প্রতীতিরতীত্যেবং পরন্তরা প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাদিতি জগাদ । তবৈযুক্ত্যেবং প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা মাধ্যন্দিনানাং যেহ্মং প্রাণাদিষামনস্তি কাণানাস্ত কথং প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা ভবেযুঃ যেহ্মং প্রাণাদিষু নামনস্তীতি অত উত্তরং পঠতি ॥ ১২ ॥

বাস্তবিক সমাসবলেই সমুদায়ের রূঢ় অবিকল্প । তবে কিরূপে প্রথম প্রয়োগ না থাকিলে উদ্ভিদাদির জ্ঞান রূঢ় আশ্রয় করা যায়, পরন্তু অসিদ্ধার্থসম্বন্ধান দ্বারা অসিদ্ধার্থ শব্দ প্রযুক্ত্যমান হয় । সমভিব্যাহার বশতঃ তদ্বিবয়ের নিয়ম আছে । উদ্ভিদ দ্বারা যাগ করে, যুপ ছেদন করে এবং বেদি প্রস্তুত করে, ইত্যাদি শব্দের জ্ঞান এই পঞ্চজন শব্দেও সমাসের কথন হেতু সংজ্ঞাতাব জানা যায় । সংজ্ঞাকাজীব্যক্তি বাক্যশেষ সমভিব্যাহৃত হইলেই প্রাণাদিতে বর্তমান থাকিবে । কেহ কেহ দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অহুর ও রাক্ষস এই পঞ্চজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অত্র বানীর্বাচারি বর্ণ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, কোন স্থানে বিংশতি প্রজাপর বলিয়া প্রয়োগ করেন, তাহা গ্রহণ করিলেও কোন বিরোধ দেখা যায় না । আচার্য্য এই স্থলে পঞ্চবিংশতি ভবের প্রতীতি আছে, এইরূপ বলিয়াছেন ; সুতরাং প্রাণাদিরাই পঞ্চজন শব্দবাচ্য হইতেছে । মাধ্যন্দিনাশাবীরা “প্রাণাদি জয়” এইরূপ পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে কাণপিয়েরা কিরূপে প্রাণাদিরাই পঞ্চজন, ইহা বলিতে পারে, এই আশঙ্কা পর হজে উত্তর পাঠ করিতেছেন ॥ ১২ ॥

## জ্যোতিষৈকেবামসমে ॥ ১৩ ॥

অসত্যপি কাণ্ডানয়ে জ্যোতিষা তেষাং পঞ্চসংখ্যা পূর্ণতে । তেহপি হি  
 বস্তুনি পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যন্তঃ পূৰ্ণমস্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপানিরূপণায়ৈব জ্যোতিঃ-  
 ধীযতে "তদেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইতি । কথং পুনরুচ্যেযাম প্ৰত্যাহ-  
 দিদং জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসংখ্যয়া কেবা ক-  
 দ্গৃহতে কেবা ক্রিণোতি অপেক্ষাভেদাদিত্যাহ । মাধ্যম্ভিনান্যং হি সমান-  
 মন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ নান্দ্বিগ্নাস্ত্রাপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা  
 ভাবত তদলাভাতু কাণ্ডানাং ভবতাপেক্ষা অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেহপি  
 স্ত্রে জ্যোতিষো গ্রহণাগ্রহণে যথা সমানেহপ্যতির্যগ্রে বচনভেদাৎ ষোড়-  
 শেনো গ্রহণাগ্রহণে তদেব । তদেবং ন তাবৎ ঋতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ  
 প্রধানবিষয়ান্তি স্মৃতিভায়প্রসিদ্ধী তু পারহরিষ্যতে ॥ ১৩ ॥

কাণ্ডমতে অরের অসিদ্ধি হইলেও যে তাহাদিগের মতে জ্যোতিঃ  
 দ্বারা পঞ্চসংখ্যার পূরণ আছে । তাহারা "বস্তুনি পঞ্চ পঞ্চ জনা" ইত্যাদি  
 পূৰ্ণমস্ত্রে ব্রহ্মনিরূপণার্থ জ্যোতিহে কহিয়াছেন, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই জ্যোতিষ্ক  
 পদার্থের জ্যোতিঃস্বরূপ, এই প্রকারে ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন । তবে  
 কিরূপে উভয় মতের তুল্যতা হইতে পারে, কারণ অপেক্ষার বিভি-  
 ন্নতা প্রযুক্ত সমানমন্ত্রগত পঞ্চসংখ্যাদ্বারা কোন কোন মতে ব্রহ্মই  
 পরিগৃহীত হন এবং কোন কোন মতে তাহা হয় না । অতএব বলিতে-  
 চেন, মাধ্যম্ভিন শাখাদিগের মতে সমান মন্ত্রে পঠিত প্রাণাদি পঞ্চজন-  
 লাভ হেতু মন্ত্রাস্ত্রপঠিত হইলেও জ্যোতিতে অপেক্ষা নাই, কাণ্ডদিগের  
 তাহা লাভ হয় না বলিয়া তাহাদিগের মতে অপেক্ষার বিভিন্নতা দেখা  
 যায় ; সুতরাং সমান মন্ত্রেও জ্যোতির গ্রহণ ও অগ্রহণ হইতেছে, যেমন  
 সমান অতির্যত্র বাগে বচনভেদহেতু ষোড়শীর গ্রহণ ও অগ্রহণ আছে,  
 এই স্থলেও সেইরূপ জানিবে । অতএব জানা যাইতেছে, প্রধানবিষয়  
 কোন ঋতিপ্রসিদ্ধি নাই এবং স্মৃতি ও ভায়প্রসিদ্ধিও পরিদ্রুত হইবে ॥ ১৩ ॥



কারণত্বেন চাকাশাদিনু যথাব্যপনিস্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণো লক্ষণং প্রতিপাদিতং ব্রহ্মবিষয়ং গতিসামান্তং  
বাক্যানাং প্রতিপাদিতঞ্চ প্রধানত্বাশঙ্কয়ম্ । তদেবমপরমশক্ত্যতে । ন  
অন্যাদিকারণত্বং ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসামান্তং বেদান্তবাক্যানাং  
প্রতিপাদনিত্বং শক্যং কস্মাৎ বিগানদর্শনাৎ প্রতিবেদান্তং হস্তান্তা সৃষ্টি-  
রূপলভ্যতে ক্রমানিবৈচিত্র্যাং তথা হি কচিদাশ্বন আকাশঃ সজ্জতঃ ইত্য-  
কাশাদিকা সৃষ্টিরাশ্বারতে কচিৎতেজসাদিকা তন্ত্বেজোহম্মজতেতি কচিৎ-  
প্রাণাদিকা ন প্রাণমম্মজত প্রাণাচ্ছ্রুতামিতি কচিৎ অক্রমেব লোকানা-  
নুৎপত্তিরাশ্বারতে “ন ইমাম্লোকানম্মজতাঙ্ঘো মরীচির্মরমাণঃ” ইতি তথা  
কচিদসংপূর্নিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে “অসম্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ স-  
জ্জতেতি” “অসমেবেদমগ্র আসীৎ তৎসদাসীৎ তৎসত্যমভবদিতি” ৫

পূর্বে ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মবিষয়ে  
গতিসামান্তঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর প্রধানের যে অশঙ্ক্য, তাহাও  
প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহাতে এইক্ষণ অপর আশঙ্কা হইতেছে যে, অন্যাদি  
কারণতা ব্রহ্মের ব্রহ্মবিষয় নহে এবং বেদান্ত বাক্যের গতিসামান্তত  
প্রতিপাদন করা যায় না, কারণ প্রতিবেদান্তেই নানাপ্রকার সৃষ্টির  
উপলভ্য হয় এবং তাহাতে ক্রমবৈচিত্র্য আছে, কখন ও আশ্বা হইতে  
আকাশ সজ্জত হয়, এইরূপে আকাশাদি সৃষ্টি, কচিৎ “তেজোহম্মজৎ” এই  
শ্রুতিতে তেজ আদি এবং কচিৎ প্রাণাদি সৃষ্টি উক্ত আছে । তিনি প্রাণ  
সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং প্রাণের পর শ্রুতির সৃষ্টি হয় এইরূপে কোন  
কোন স্থলে অএমেই লোক সৃষ্টি কথিত হইয়াছে । “ন ইমাম্লোকান  
ম্মজতাঙ্ঘো মরীচির্মরমাণঃ” এই শ্রুতিতে ক্রমবিপর্যায় দেখা যায়, আর  
কোন কোন শ্রুতিতে অসংপূর্নিকা সৃষ্টি কথিত আছে, অর্থাৎ অগ্রে  
এই জগৎ অসং ছিল এবং সেই অসং হইতেই সত্ত্বের উৎপত্তি হয়,  
এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত আছে, আর কোন কোন স্থানে অসংবাদ নিরাকরণ

কচিদসদ্বাদনিরাকরণেন সংপূর্ণিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞারতে "তদ্বৈতক আহ-  
রসদেবেদমগ্র আসী" দিত্যপক্রম্য "কুতস্ত থলু সোমৈয়াং তাদিত্তি চোনাচ  
কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সদেব সোমোদমগ্র আসীদিত্তি" কচিৎ স্বয়ং কৰ্ণ-  
কৈব ব্যাক্রিয়া অগতো নিগদ্যতে "তদ্বৈদং তদ্ব্যাকৃতগামীং তদ্রাস-  
রূপাত্যমেব ব্যাক্রিয়ত ইতি । এবমনেকথা বিপ্রতিপত্তেঃ বস্তুনি চ  
বিকৃত্যমুপপত্তেন বেদান্তবাক্যানাং অগৎকারণাবধারণপরতা জ্ঞাব্য-  
মৃত্তিকারপ্রসিক্তিত্যাং তু কারণান্তরপরিগ্রহো জ্ঞাব্য ইতি । এবং প্রাপ্তে  
জ্ঞমঃ । সত্যপি প্রতিবেদান্তঃ সূত্র্যমানেবাকাশাদিবু ক্রমাদি-রক  
বিগানে ন স্ফটরি কিঞ্চিবিগানমস্তি কুতঃ বপাণ্যপদিষ্টোক্তেঃ । বপাণ্যতো  
স্ফটরিন্ বেদান্তে সৰ্গস্বঃ সৰ্গেশ্বরঃ সৰ্গাঙ্ককোবিভীকঃ কারণত্বেন  
ব্যপদিষ্টে: তথাভূত এব বেদান্তান্তরেণপি ব্যপদিষ্টতে তদ্ব্যপ "সত্যং  
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" অত্র তাবজ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্ব্যপ কামসি-

করিয়া সংপূর্ণিকা সৃষ্টির প্রমাণ দেখা যায় । কেহ কেহ বলেন, পূর্বে  
কেবল অসংই ছিল, এই উপক্রমে জিজ্ঞাসা হইরাছিল যে, কিরূপে  
অসং হইতে সং জন্মিতে পারে, সংমাত্রই পূর্বে ছিল, ইত্যাদি বেদ  
প্রমাণে জানা যায় । কোন কোন স্থলে এই অগৎ স্বয়ংই ব্যক্ত হইরাছে,  
এইরূপ কথিত আছে । অর্থাৎ প্রতিতে উক্ত আছে যে, এই অগৎ-পূর্বে  
অব্যক্তভাবে ছিল, পরে নাম রূপদ্বারা ব্যক্তীভূত হয় । এইরূপে অনেক  
প্রকার সত আছে এবং বস্তুমাত্রের বিকল্পের অমুপপত্তি হেতু বেদান্ত বাক্য  
যে, অগতের কারণাবধারণ করিয়াছে, তাহা বলা উচিত হয় না, আর  
সৃষ্টি ও জ্ঞান প্রসিদ্ধ অগতের কারণত্বের পরিগ্রহের জ্ঞান বোধ হয় না ।  
এইরূপ বিপ্রতিপত্তিতে বলিতেছেন, প্রতি বেদান্তে আকাশাদি সৃষ্টি-  
ক্রমদ্বারা নিম্না শ্রবণ থাকিলেও সৃষ্টিকর্তার পক্ষে কোন দোষ হইতে  
পারে না, যেহেতু ব্যপদেশোক্তস্বারেই উক্তি আছে, যেমন এক বেদান্তে  
সৰ্গেশ্বর সৰ্গাঙ্ক পরংব্রহ্মই অধিতীয় কারণ বলিয়া উপদিষ্ট হইরাছেন,  
সেইরূপ অন্তান্ত বেদান্তেও সেই ব্রহ্মেরই অগৎকারণতার উপদেশ  
আছে, অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই প্রতিতে জ্ঞানশব্দ দ্বারা

ত্ববচনেন চেতনং ব্রহ্মণ্যরূপমপরাপ্রযোজ্যত্বেনৈবং কারণমব্রবীৎ ।  
 তদ্বিবরেণৈব পরেণাশ্রয়ত্বেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়া চাত্তরমুপ্রবেশেন  
 সর্লেষাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ বহু ভাং প্রজ্ঞায়েরেতি চাত্তবিসয়ণ  
 বহুভবনাশংসনেন স্বজ্যমানানাং বিকারাণাং স্রষ্টরভেদমভাবত তথৈ  
 “দং সর্লমসৃজত যদিদং কিঞ্জনতি” সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দেশেন প্রাক্  
 স্রষ্টের্বিতীয়ং স্রষ্টারমাত্রাচেষ্টে তদ্র যলক্ষণং ব্রহ্ম কারণত্বেন বিজ্ঞাতং তন্ন-  
 ক্ষণমেবাত্ত্রাপি বিজ্ঞায়তে । “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ একমেবা-  
 বিতীয়ম্ তদৈক্যত বহু ভাং প্রজ্ঞাবেষেতি” “তন্তেজোহসৃজতেহি” তথা  
 “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নাত্তং কিঞ্জন মিযং স ঐক্যত লোকাধু  
 সৃজা ইতি চ এবং জাতীয়কস্ত কারণস্বরূপনিক্রপণপরস্ত বাক্যজাতস্ত  
 প্রতিবেদান্তমবিগীতার্থভাং । কার্যবিসমস্ত বিগানং দৃশ্যতে কচিদাকাশ-  
 দিকা সৃষ্টিঃ কচিন্তেজ আদিকেত্যেবংজাতীয়কম্ । ন চ কার্যাবিসয়ণ

এবং অপর বিষয় দ্বারা কামনা বচনে ব্রহ্মেতে চেতন নিক্রপণ করত  
 অপর প্রয়োজ্যরূপে জৈশ্বরকে জগৎ কারণ বলিয়াছেন । আর তদ্ব-  
 যসী ভূত পরমাত্মশব্দদ্বারা শরীরাদি পরম্পরায় অন্তরামুপ্রবেশ দ্বারা  
 তিনিই যে আমাদের সকলের প্রত্যগাত্মা তাহা নিশ্চয় হইয়াছে ।  
 “বহু ভাং প্রজ্ঞায়ের” এই প্রতিতে আত্মবিসয়ে অনেকের উৎপত্তিকথন  
 দ্বারা সৃজ্যমান বিকারী পদার্থের সৃষ্টিকর্তার অভেদ কথিত হইয়াছে, এই  
 প্রকার “অধেদং সর্লমসৃজত যদিদং কিঞ্জন” এই প্রতিতে সমস্ত জগৎ-  
 সৃষ্টিব নির্দেশ দ্বারা সৃষ্টির পূর্বেই জৈশ্বরকে অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা বলিয়া  
 কহিয়াছেন, তবে এইক্ষণ বেক্সপ লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মকে কারণরূপে জানা  
 বাইতেছে, অন্তরাত্ত সেইরূপ লক্ষণাবিত জানা যায় । যেহেতু “পূর্বে  
 সংস্বরূপ পরমাত্মাই ছিলেন, তিনিই অদ্বিতীয় জগৎকর্তা, তাহাকেই  
 দর্শন করিবে” আর সেই তেজই “সৃষ্টি করিয়াছে” এবং কেবল আত্মাই  
 পূর্বে ছিলেন, অন্ত কিছুই ছিল না, তিনিই লোক সকল সৃষ্টি করিয়া-  
 ছেন” এইরূপ বহু বহু প্রতিতেই ব্রহ্ম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।  
 পরন্তু কার্যবিসয়ে সিদ্ধা দেখা যায়, কখন আকাশাদি সৃষ্টি, কখন বা তেজ

বিগানেন কারণমপি ব্রহ্ম সর্ববেদান্তেষু বিগীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং  
 ভবিতুমহীতি শক্যতে বক্তুঃ অতিপ্রসঙ্গাৎ । সমাধাত্তি চাচার্য্যঃ কার্য্য-  
 বিষয়ং বিগানং ন বিষদন্তে রিত্যারম্ভ । ভবেদপি কার্য্যাত্ত বিগীতব্যং  
 অপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ ন হুয়ং সৃষ্টাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতিপাদয়িত্বিতঃ । ন হি  
 তৎপ্রতিবন্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থে দৃষ্টতে শ্রুতে বা ন চ কল্পয়িতুং  
 শক্যতে । উপক্রমোপসংহারাত্যাং তত্র ভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ৈক্যটিকাঃ সাধমেক-  
 বাক্যাত্যা গম্যমানত্বাৎ । দর্শয়তি চ সৃষ্টাদি প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মপ্রতিপত্য-  
 র্থতাং “অগ্নেন সৌম্য শুভ্রেনাপোমূলমধিচ্ছিত্তিঃ সৌম্য শুভ্রেন তেজোমূল-  
 মধিচ্ছ তেজসা সৌম্য শুভ্রেন সন্মূলমধিচ্ছতি । সুদাদিদৃষ্টান্তে” চ কার্য্যাত্ত  
 কারণনাভেদঃ বদিতুং সৃষ্টাদিপ্রপঞ্চঃ শ্রাব্যত ইতি গম্যতে । তথা চ  
 সম্প্রদায়বিদো বদন্তি মুলোহবিন্দুলিঙ্গাদৈঃ সৃষ্টিয়া চোদিতাহিত্বাৎ । উপায়ঃ  
 সোহিবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ইতি । ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসম্বন্ধং তু ফলং

আদি সৃষ্টি, এইরূপে নানা প্রকার মত ভেদ হেতু নিষ্কার বিষয় বটে ।  
 কিন্তু কার্য্যবিষয়ে নিষ্কা থাকিলেও ব্রহ্মই কারণ, ইহা সর্ববেদান্তেই প্রতি-  
 পাদিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না ।  
 তাহাইহলে অতিপ্রসঙ্গ হইয়া উঠে । স্বয়ং আচার্য্যই কার্য্যবিষয়ক  
 নিষ্কার সমাধান করিতেছেন । কারণের যে নিষ্কা প্রতিপাদ্যমান হয় না  
 এবং সৃষ্টি প্রভৃতির ও বিস্তার প্রতিপাদিত হয় নাই, আর কোন পুরুষা-  
 র্থকে সৃষ্টির প্রতিবন্ধক, তাহাও শ্রুত বা দৃষ্ট হইতেছে না এবং কল্পনাও  
 করা যায় না । বাস্তবিক উপক্রমও উপসংহাব দ্বারাই সেই সেই স্থলে  
 ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য দ্বারা একবাক্যতার সহিত জানা যায়, আর ইহাও  
 প্রদর্শন করিতেছেন যে, সৃষ্টাদি প্রপঞ্চই ব্রহ্মবিজ্ঞানের কারণ । “অগ্নেন  
 সৌম্য শুভ্রেনাপোমূল মধিচ্ছিত্তিঃ সৌম্য শুভ্রেন তেজোমূলমধিচ্ছ, তেজসা  
 সৌম্য শুভ্রেন সন্মূলমধিচ্ছ” ইত্যাদি প্রতিপত্তে সৃষ্টাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা  
 কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ কথনর্থই সৃষ্টাদি প্রপঞ্চ আরম্ভ  
 হইতেছে, ইহাই জানা যায় । সম্প্রদায়বাদীরা বলেন যে, মুক্তিকা, লৌহ  
 ॥ বিন্দুলিঙ্গাদি দ্বারা যে সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মবিজ্ঞানের

## সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রুতে “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরঃ” “তরতি শোকমাত্মবিৎ” “তমেব বিদিত্বা  
অতিমৃত্যুমেতি” ইতি চ প্রত্যক্ষাবগমঃ চেনং কলং “তত্ত্বমসি” ইত্যাসংসার্যা-  
ত্মত্বপ্রতিপত্তৌ সত্য্যঃ সংসার্যা তত্ত্বব্যাবৃত্তেঃ । যৎ পুনঃ কারণবিষয়ঃ  
বিগনং দর্শিতঃ “অস্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি তৎ পরিহৃত্যস্ম।  
অজোচ্যতে । ১৪ ॥

অস্বা ইদমগ্র আসীদিতি নাদাসম্মিরাশ্বকং কারণেণ শ্রাব্যতে ।  
বতোহসরেব স ভবত্যসং ব্রহ্মেতি বেদ চেনস্তি ব্রহ্মেতি চেবেদ সত্ত্বেনং  
ভতো বিহুরিত্যস্বাদাপবাদেনান্তিফলক্ষণং ব্রহ্মানন্দমাদিকোশপরম্পর্যা  
প্রত্যগাশ্রয়ঃ নির্ধার্য “সোহকামরতেতি” তমেব প্রকৃতং সমাকর্ষা সপ্ত-  
পঞ্চাং সৃষ্টিং তস্মাৎ শ্রাবয়িত্বা “তৎ সত্যমিত্যাচক্ষত” ইতি চোপসংহত্যা

নিমিত্ত জানিবে । অতএব কোনরূপ ভেদ নাই । আর ব্রহ্মজ্ঞান নিবন্ধন  
ফলশ্রুতিও আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি পরব্রহ্মকে লাভ করে, বাহার  
আত্মজ্ঞান হইরাচে, সে শোক হইতে পরিজ্ঞান পায় এবং সেই ব্রহ্মকে  
জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ইত্যাদি শ্রুতিতে  
ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল উক্ত আছে । আর উক্ত ফলও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, যেহেতু  
“তত্ত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতিতে আশ্রয় অসংসারিত্ব পরিজ্ঞান হইলে  
সংসারিষের ব্যাবৃত্তি হয়, আর “অস্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে  
কারণ বিষয়ক নিম্না শ্রবণ আছে, এখন তাহার পরিহার হইল ॥ ১৪ ॥

“অস্বা ইদমগ্র আসীৎ” এই শ্রুতিতে অসং আত্মভিন্ন কাবণ বলিয়া  
শ্রুত হয় না, কারণ বাহা অসং, তাহার বিদ্যমানতা সম্ভবে না । যদি ব্রহ্মকে  
জানিতে পারে, তাহা হইলে সংস্করণেই তাহার পরিজ্ঞান হইয়া থাকে ।  
এইরূপে অস্বাদানের অপবাদ দ্বারা সংস্করণ ব্রহ্মের অনঙ্গমাদি কোন  
পরম্পরার প্রত্যগাশ্রয় নির্ধারণ করিয়া “সোহকামরত” এই শ্রুতিতে সেই  
প্রকৃত সংস্করণ ব্রহ্মকে সমাকর্ষণপূর্বক তাহাইহইতেই প্রাপক জগৎসৃষ্টি

“তদপ্যেব শ্লোকো ভবতি” ইতি তস্মিন্বেব প্রকৃতেহর্থো শ্লোকমিমমুদাহরত্য “সদা ইদমগ্র আসীদিতি।” যদি তদগ্নিরাস্বকমগ্নিন্ শ্লোকেহতি-  
 প্রেয়েত ততোহন্তসমাকর্ষণেহন্তশ্চোদাহরণাদসম্বন্ধঃ বাক্যমাপদ্যোত।  
 তন্মাত্রামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়শঃ সচ্ছন্দঃ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণা-  
 ভাবাপেক্ষয়া প্রাপ্তংপত্তে: সন্দেহ ত্রক্ষাসদিবাসীদিতুপচর্য্যতে। এষেবাস-  
 দেবদমগ্র আসীদিত্যত্রাপি যোজন্য “তৎ সদাসীদিতি” সমাকর্ষণাৎ।  
 অত্যন্তাভাবাত্ম্যপগমে হি তৎ সদাসীদিতি কিং সমাক্ষযোত। “তদ্ব্যাক-  
 রাহরণদেবদমগ্র আসী” দিত্যত্রাপি ন শ্রুতাস্তরাতিপ্রায়োণায়মেকী-  
 যমতোপত্তাস: ক্রিয়াম্যামিব বস্তুনি বিকল্পস্তাসম্ভবাৎ। তন্মাত্রশ্রুতি-  
 পরিগৃহীতসংপক্ষদার্ঢ্যৈবায়ং মন্দমতিপরিকল্পিতাসংপক্ষস্তোপত্তস্ত  
 নিরাস ইতি দ্রষ্টব্যম্। “তদ্ব্যাকৃতমাসী” দিত্যত্রাপি ন নির-

শ্রবণ করাইয়া “তাহাই সৎ” এইরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে, পরে উক্ত-  
 রূপে উপসংহার করিয়া “তদপ্যেব শ্লোকো ভবতি” এই শ্রুতিতে উক্ত-  
 রূপ প্রকৃতার্থে শ্লোক উদাহরণ করিয়াছেন যে, অসৎই পূর্বে ছিল, যদি  
 এই শ্লোকে অসৎ নিরাকরণই অভিপ্রেত হয়, তাহাইলে অন্ত সমাকর্ষণে  
 অন্তের উদাহরণ হেতু অসম্বন্ধ বাক্যাপত্তি হয়, অতএব জানা যায় যে,  
 সংশ্লিষ্ট প্রায়ই নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত বস্তুতেই প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে  
 ব্যক্তীকরণাভাবাপেক্ষয়াই “উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র সংস্বরূপ” ব্রহ্মই  
 অসংস্বরূপে ছিলেন, ইত্যাদি উপচার হয়। এই স্থলে অসৎই পূর্বে  
 ছিল, এইরূপ যোজনা হয়, যেহেতু “সেই সৎ ছিল” এইরূপে সমাকর্ষণ  
 হইয়াছে। অসৎ শব্দে অত্যন্তাভব স্বীকার করিলে “সেই সৎ ছিল” এই  
 রূপে কি সমাকর্ষণ কর্ষণ করা যায়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, “অসৎই  
 পূর্বে ছিল” এই স্থলে শ্রুতাস্তরের অভিপ্রায়ে এই এক মতোপত্তাস  
 হইয়াছে। কারণ ক্রিয়াকল্পায় বস্তুতে বিফলগ্ন অসম্ভব আছে।  
 অতএব শ্রুতি পরিগৃহীত অসংপক্ষ দৃঢ়তা সম্পাদনার্থই মন্দবুদ্ধি পরি-  
 কল্পিত অসংপক্ষোপত্তাসের নিবৃত্তি হইয়াছে। “এই জগৎ অব্যক্ত ছিল”  
 এই স্থলে নিবৃত্তক অগন্তের ব্যক্তীকরণ কথিত হয় না। কারণ তিনিই এই

ধ্যাক্ত জগতো ব্যাকরণং কথ্যতে । “স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনথাগ্রেভ্যঃ” ইত্যধ্যাক্ত ব্যাক্ত কার্য্যামুপ্রবেশিষ্মেন সমাকর্ষণং নিরধ্যাক্তে ব্যাকবগ্না-  
ভূপগমে অনন্তরেন প্রকৃতাবগমিনা স ইত্যনেন সর্জনাম্মা কঃ কাগ্যামু-  
প্রবেশিষ্মেন সমাক্ষ্যতে । চেতনস্ত চাগমায়নঃ শরীরেহুপ্রবেশঃ ক্ষয়তে  
অমুপ্রবিষ্টস্ত চেতনত্বেশ্রবণাৎ “পশুঃশকুঃ শৃগুন্ শ্রোত্রঃ মন্বানো মনঃ”  
ইতি । অপি চ ষাদৃশমিদমদ্যত্বে নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়মাণং জগৎ  
সাধ্যাক্ষং ব্যাক্রিয়তে এবমাদিসর্গেহুপীতি গম্যতে দৃষ্টবিপরীতকল্পনামুপ-  
পত্তেঃ । শ্রুতাস্তরমপ্য “নেন জীবেনাশ্বনাহুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকবগ্না-  
পীতি” সাধ্যাক্ষমেব জগতো ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি । ব্যাক্রিয়ত ইতাপি কৰ্ম-  
কর্তরি লকারঃ সত্যেব পরমেশ্বরে কর্তরি সৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ । যথা

স্থলে জগৎকর্তার ব্যক্তীভূত কার্য্যে অমুপ্রবেশ দ্বারা সমাকর্ষ আছে।  
পরন্তু কর্তা ব্যতিরেকেই জগতের ব্যক্তীকরণ হয়, ইহা স্বীকার করিলে  
প্রকৃতারলম্বীরা “সঃ” এই সর্জনাম পদদ্বারা কার্য্যে অমুপ্রবেশরূপে  
কহাকে সমাকর্ষণ করা যায়। বাস্তবিক চেতন আশ্রয়ই অমুপ্রবেশ কৃত  
হয়, যেহেতু অমুপ্রবিষ্টেরই চেতনত্ব শ্রবণ আছে, শ্রুতিতে উক্ত আছে  
যে, যে দর্শন করে, তাহাই চক্ষু, যে শ্রবণ করে, তাহাই কর্ণ এবং যে মনন  
করে তাহাই মন, আর যেক্রমে এই জগৎ নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত হয়,  
তাহাতেও সাক্ষর জগতের ব্যক্তীকরণ জানা যায়, আদি সৃষ্টিতেও  
এইরূপ জানা যায়, যেহেতু দৃষ্ট বিষয়ে বিপরীত কল্পনা করা উচিত হয়  
না। আর “এই জীবই অমুপ্রবেশ করিয়া নামরূপ দ্বারা জগৎ ব্যক্ত  
করে” এইরূপ অজ্ঞাত শ্রুতিতেও কোন কর্তাই যে জগৎকে ব্যক্ত  
করিয়াছেন, ইহাই জানা যায়। বিশেষতঃ পরমেশ্বরে কর্তৃত্ব, কীকার করি-  
লেই “ব্যাক্রিয়তে” এই পদে কৰ্ম্ম কর্তৃবাচ্যে প্রত্যয় হইতে পারে। যেমন  
“কেদার স্বয়ংই ছিন্ন হয়, এই স্থলে পূর্ণ কেদার যদি ছেদ কর্তা বলিয়া  
বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলেই উক্তরূপ বাক্য হইতে পারে, সেইরূপ  
পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব সত্ত্বেই “ব্যাক্রিয়তে” এই পদে কৰ্ম্ম কর্তৃবাচ্যতা হয়।  
অথবা “ব্যাক্রিয়তে এই পদে কৰ্ম্মবাচ্যই প্রত্যয় হইয়াছে, কিন্তু অর্থ্যম্

## জগদ্বাচিহ্নাৎ ॥ ১৬ ॥

নৃত্যে কেনারঃ স্বয়মেবেতি সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি । যদ্বা কৰ্ম্মণ্যেবৈষ  
লকারঃ অর্থাক্ষিপ্তং কত্র স্তরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যং যথা গম্যতে গ্রাম ইতি ॥১৫॥

কৌষীতিকিত্রাঙ্গেণ বালাক্যজাতশক্রসম্বাদে শ্রুয়তে “যো বৈ বালাকে  
এতেবাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা যন্ত বৈতং কৰ্ম্ম সতৈব বেদিতব্যঃ” ইতি ।  
তত্র কিং জীবো বেদিতব্যত্বেনোপদিশ্যতে উত মুখ্যঃ প্রাণ উত  
পরমাত্মেতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রাপ্তং প্রাণ ইতি কৃতঃ ‘যন্ত বৈতং  
কৰ্ম্মেতি’ শ্রবণাৎ পরিস্পন্দলক্ষণশ্চ চ কৰ্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ বাক্য-  
শেষে ‘চাখ্যান্মি প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি’ প্রাণশব্দশ্রবণাৎ প্রাণ-  
শব্দশ্চ মুখ্যে প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাৎ যে চৈতে পুরুষাদ্বালাকিনাদিত্যে  
পুরুষশ্চৈত্মসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা নির্দিষ্টাঃ তেষামপি ভবতি

বোধে অত্র কৰ্ত্তা স্বীকার করিতে হয় । যেমন “গ্রামোগম্যতে” এইস্থলে  
সাক্ষাৎ কর্ত্তৃপদের উল্লেখ না থাকিলেও কোন কৰ্ত্তা অনুভূত হয়, সেইরূপ  
“ব্যাক্রিয়তে” এই স্থলেও কৰ্ত্তার অনুমান হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কৌষীতিকি-ব্রহ্মণোপনিষদে বালাকি ও অজাতশক্রসম্বাদে শ্রুত আছে  
যে, অজাতশক্র বালাকিকে বলিয়াছিলেন, হে বালাকে ! যিনি এই পুরুষ  
সকলের কৰ্ত্তা এবং এই সকলই যাহার কৰ্ম্ম, তাঁহাকে জানিবে । এইক্ষণ  
প্রশ্ন হইতেছে যে, এই স্থলে কি জীবই জাতব্য বলিয়া উপদেশ হইতেছে,  
অথবা প্রাণই এই উপদেশের বিষয়, কিম্বা পরমাত্মাকে জানিবে, এইরূপ  
উপদেশ কৌষীতিকি ব্রাহ্মণোক্ত মন্তব্য? এইক্ষণ প্রাণই উক্ত উপদেশের  
বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ শ্রুতিতে যাহার ‘এই কৰ্ম্ম, এইরূপ  
শ্রুত আছে, আর পরিস্পন্দনরূপ কৰ্ম্ম প্রাণের আশ্রয়, অর্থাৎ প্রাণের পরি-  
স্পন্দনেই কৰ্ম্ম হয় । আর পূৰ্ব্বোক্ত শ্রুতির বাক্যশেষে উক্ত আছে যে, এই  
প্রাণেই সকল একীভূত হয় ; সুতরাং এই স্থলে প্রাণশব্দ শ্রবণহেতু, প্রাণ-  
শব্দও মুখ্যপ্রাণে প্রসিদ্ধ, আর পূৰ্ব্বে যে বালাকি “আদিত্যে পুরুষ এবং  
চৈত্রেতে পুরুষ” এইরূপে পুরুষ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগেরও প্রাণই



প্রাণঃ কৰ্ত্তা প্রাণাবস্থা বিশেষত্বাদাদিদেবতাস্থানাং কতম একো দেব ইতি । প্রাণ ইতি স ব্রহ্মত্যাচক্ষতে ইতি শ্রুতান্তরপ্রসিদ্ধে জীবো বা অয়মিহ বেদিতব্যতয়োগপদিশ্রুতে তস্তাপি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মলক্ষণং কৰ্ম্ম শক্যতে প্রাবয়িতুং যন্ত বৈতং কৰ্ম্মেতি সোহপি ভোক্তৃস্বাত্তোগোপকরণভূতানামে-  
 তেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তোপপত্তাতে বাক্যশেষে চ জীবলিপ্তমবগম্যতে । যৎ-  
 কারণং বেদিতব্যতয়োগপদন্তস্ত পুরুষাণাং কৰ্ত্তুর্কেন্দনায়োগেতং বাল্যকিং  
 প্রতিবোধ্যদীয়ুৰজাতশক্রঃ স্পৃগঃ পুরুষমামগ্র্যামত্মগণদাশ্রবণাৎ প্রাণাদী-  
 নামভোক্তৃত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিধাতোথাপনাং প্রাণাদিবাতিরিক্তং জীব-  
 ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি । তথা পরস্তাদপি জীবলিপ্তমবগম্যতে । তদ্যথা  
 'শ্রেষ্ঠী বৈভূক্তে যথা বা স্যাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভূক্তন্ত্যাবমেবৈব প্রজ্ঞাঐশ্বর্য-  
 ভিভূক্তে এবমেবৈবৈতে আস্থান এতমাস্থানং ভূক্তস্তি' ইতি প্রাণভূক্ত

কৰ্ত্তা হইতেছেন । প্রাণের অবিশেষত্ব প্রযুক্ত আদিত্যাদি দেবতাদিগের  
 মধ্যে প্রাণ কোন দেবতা ? এই প্রশ্নে 'ব্রহ্মই সেই দেবতা' এইরূপ কথিত  
 আছে, এইরূপ শ্রুতান্তরে প্রসিদ্ধ আছে । অতএব প্রাণই জানিবে, ইহাই  
 পূৰ্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় বলিয়া জানা যাইতেছে । আর জীবকেই  
 জানিবে, ইহাও পূৰ্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় হইতে পারে, যেহেতু জীবেরও  
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্ম আছে, ইহাও বলা যায় । পরন্তু যাহার কৰ্ম্ম আছে,  
 ভোক্তৃত্ব প্রযুক্ত তাহাই ভোগোপকরণ ভূত পুরুষের কৰ্ত্তা বলিয়া উপপন্ন  
 হইতেছে এবং পূৰ্ব্বোক্ত শ্রুতির বাক্যশেষেও জীবই কৰ্ত্তা ইহা জানা  
 যায়, অর্থাৎ যিনি জ্ঞাতব্যরূপে উপভুক্ত এবং পুরুষের কৰ্ত্তা, তাহারই পরি-  
 জ্ঞান বিধের, ইহাই বাক্যকে পরিজ্ঞাপিত করিবেন, এই অভিপ্রায়ে  
 অজাতশক্র কোনমুণ্ড ব্যক্তিকে সোধোন করিলেন, যখন সেই মুণ্ডব্যক্তি  
 সেই সোধোন বাক্য শুনিতে পাইল না, তখনই প্রশ্নাদির যে ভোগকর্ত্ত্ব  
 নাই, তাহা বুঝাইয়া এবং যষ্টিধারা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেও সে ভীত  
 হইল না, ইহা দর্শাইয়া প্রশ্নাদির অতিরিক্ত যে ভোগকৰ্ত্তা আছে, তাহ  
 জানাইলেন । এইরূপ পরেও জীবই কৰ্ত্তা, ইহা প্রতিপাদিত আছে, অর্থাৎ  
 "শ্রেষ্ঠী বৈভূক্তে যথা বা স্যাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভূক্তন্ত্যাবমেবৈব প্রজ্ঞাঐশ্বর্যে

জীবজোপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্ । তস্মাক্জীবমুখ্যপ্রাণয়োঃ পরতর ইহ গ্রহণীয়ো-  
ন পরমেশ্বরঃ তল্লিঙ্গানবগমাদিতি এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমেশ্বর এবা-  
মেতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা স্তাৎ উপক্রমসামর্থ্যাৎ ইহ হি বালাকিরজাত-  
শক্রণা সহ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি ইতি সন্থদিতুমুপচক্রে স চ কতিচিদা-  
দিত্যাাদাধিকরণান পুরুষান মুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজ উক্তা তুষ্ণীং বহুব তমজাত  
শক্রমৃষা বৈ থলু মা সন্থদিষ্ঠা ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীতামুখ্যব্রহ্মবাদিতয়াপোদা  
তৎকৰ্ত্তারমন্তঃ বেদিতব্যাতয়োপচিক্ষেপ । যদি সোহপ্যমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাক্  
জ্ঞাপকমো বাধোত তস্মাৎ পরমেশ্বর এবাং ভবিতুমর্হতি । কৰ্ণবৈ-  
তেষাং পুরুষাণাং ন পরমেশ্বরাদন্ত স্নাতদ্রোণাবকল্পতে । যন্ত বৈতং

ভূক্তে এবমেবায়ান এতমায়ানঃ ভূঞ্জন্তি" ইত্যাদি কোষীতিকি ব্রাহ্মণীয়  
শ্রুতিতে জীবই প্রাণের ভরণকৰ্ত্তা বলিয়া জানা যায়, অতএব প্রাণ-  
শব্দ জীবতেই উপপন্ন হইতেছে ; সুতরাং প্রাণ ও জীব, এই দুইয়ের  
মধ্যে কোন একটিই পূৰ্ণোক্ত উপদেশের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা  
যায়, পরমেশ্বরকে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু পরমেশ্বরলিঙ্গক কোন  
অবগম নাই, অর্থাৎ পরমেশ্বরকে হেতু করিয়া কোন কার্যই সাধিত  
হয় না । এইরূপ সিদ্ধান্তে বলিতেছেন, পরমেশ্বরই এই সকল পুরুষের  
কৰ্ত্তা, যেহেতু তাঁহারই উপক্রম সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ বালাকি অজাত  
শক্রসহিত ব্রহ্মনিরূপণ আরম্ভ করিলেন, বালাকি অজাত শক্রকে বলিয়া-  
ছিলেন, আমি তোমাকে ব্রহ্ম বলিতেছি, এই বলিয়া বালাকি কতিপয়  
আদিত্যাধিষ্ঠিত পুরুষকে ব্রহ্মভাগীরূপে কীৰ্ত্তন করিয়া মোনাবলম্বন করি-  
লেন । অনন্তর অজাতশক্র বালাকিকে বলিলেন, তুমি মিথ্যা কথা আমাকে  
বলিও না, তুমি "ব্রহ্ম বলিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অমুখ্য ব্রহ্মের  
উল্লেখ করিয়া অন্তকে ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করিতেছ এবং তাহাকেই  
জানিতে হইবে, এইরূপ উপদেশ করিতেছ । এইক্ষণ যদি অমুখ্য প্রাণই  
ব্রহ্মভাগী হইল, তাহাহইলে উপক্রমও বাধিত হয়, অতএব পর-  
মেশ্বরই কৰ্ত্তা হইতেছেন । বাস্তবিক ঐ সকল আদিত্যাগত পুরুষের কৰ্ণব-  
স্তুবেনা, যেহেতু পরমেশ্বর তিন্ন অপর কাহারও সাতত্ব্য করনা করা

কৰ্ম্মোপনিয়াং পরিষ্পন্দলক্ষণস্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মলক্ষণস্ত বা কৰ্ম্মণো নির্দেশঃ  
 তয়োৱন্ততরতাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশয়িত্বাচ্চ । নাপি পুরুষাণাং অয়ং  
 নির্দেশঃ এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তেত্যেব তেষাং নির্দিষ্ট-ত্বাৎ লিঙ্গবচন  
 বিগানাচ্চ । নাপি পুরুষবিয়ন্ত কৰোত্যর্থস্ত ক্রিয়াফলস্ত বায়ং নির্দেশঃ  
 কর্তৃশব্দেনৈব তয়োৰূপাত্মাৎ পরিশেষাৎ প্রত্যক্ষসম্মিহিতং জগৎ সৰ্ব-  
 নাত্মৈতচ্ছব্দেন নির্দিষ্টতে ক্রিয়ত ইতি চ তদেব জগৎকৰ্ম্ম । নমু  
 জগদপ্যপ্রকৃতমসংশয়িত্বং সত্যমেতৎ তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে সাধা-  
 রণেনার্থেন সম্বন্ধানেন সম্মিহিতবস্তুমাত্রাত্মাৎ নির্দেশ ইতি গম্যতে ন  
 বিশিষ্টস্ত কণ্ঠচিং বিশেষসম্বন্ধানাভাবাৎ । পূৰ্বে চ জগদেকদেশভূতানাং  
 পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগদেবেহোপাদীয়ত ইতি গম্যতে ।  
 এতদ্ব্যক্তং ভবতি য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কৰ্ত্তা কিম-  
 নেন বিশেষেণ যন্ত বা কৃৎস্নমেব জগদবিশেষিতম্ কৰ্ম্মেতি । বাশদ এক-

যায় না । আর “অষ্টৈবৈতৎ কৰ্ম্ম” এই স্থলে পরিষ্পন্দন লক্ষণ বা ধৰ্ম্মা  
 ধৰ্ম্ম লক্ষণ কৰ্ম্মের নির্দেশ হয়, যেহেতু জীব ও প্রাণ ইহাদিগের অন্তঃ  
 অপ্রকৃত এবং ইহা পুরুষের নির্দেশ নহে, পবন আদিত্যাগত পুরুষই  
 এই সকল পুরুষের কৰ্ত্তা, এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । অথবা কবোত্যর্থের  
 বিষয়ীভূত ক্রিয়া ফলের নির্দেশ হয় নাই । যেহেতু কর্তৃশব্দে সেই জীব  
 ও প্রাণই পাওয়া যাইতেছে এবং পরিশেষবশত প্রত্যক্ষ সম্মিহিত তৎ-  
 শব্দে নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহা করা যায়, তাহাই কৰ্ম্ম ; সুতরাং জগৎই  
 কৰ্ম্মশব্দে জানা যাইতেছে । যদিও অপ্রকৃত জগৎই অসংশয়িত্বকপে সত্য  
 হয়, তথাপি কোন বিশেষোপাদান না থাকিলে সাধারণ অর্থদ্বারা সম্ব-  
 ধানবশত সম্মিহিত বস্তু মাত্রেরই এই নির্দেশ হইতেছে । বিশেষ সম্বন্ধান-  
 বশত কোন বিশিষ্ট পদার্থের নির্দেশ হয় না । পূৰ্বেও জগতের একদেশভূত  
 পুরুষের বিশেষ গ্রহণহেতু অবিশেষিত জগৎই পাওয়া যাইতেছে, ইহাই  
 প্রতীয়মান হয়, আর ইহাও উক্ত আছে যে, যিনি এই জগতের একদেশ-  
 ভূত পুরুষের কৰ্ত্তা, তাহার এই বিশেষণ দ্বারা কি হইতে পারে ? আর  
 এই অবিশেষিত জগৎ যাহার কৰ্ম্ম, তিনিই পরমেশ্বর । বাস্তবিক বান্ধ-

### জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং ॥ ১৭ ॥

দশাবচ্ছিন্নকৰ্ভুত্বাব্যুত্থাৎ । যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিসমতাঃ পুরুষাঃ  
কীৰ্ত্তিতান্তেষামব্রহ্মত্বখ্যাপনায় বিশেষোপাদানং এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজ-  
কভ্রাতৃয়েনমাসান্ত্রিবেশেষাভ্যাং জগতঃ কৰ্ত্তা বেদিতব্যতয়োগাদিশ্রুতে পর-  
মেশ্বরঃ স সৰ্ব্বজগতঃ কৰ্ত্তা সৰ্ব্বেদান্তেষুস্ববধারিতঃ ॥ ১৬ ॥

অথ যদ্বক্তং বাক্যশেষগতাং জীবলিঙ্গাং মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ তয়োবে-  
দান্তেষুগ্ৰেহ গ্ৰহণং জ্ঞায্যং ন পৰমেশ্বরভেত্তি তৎপরিহৰ্ত্তবাম্ । অত্রো-  
চ্যতে পরিহৃতং তয়োগপাসাত্ত্বৈবিধানাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাদিত্যত্র ।  
ত্রিবিধং অত্রোপাসনমেবং সতি প্রসজ্যত জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং  
চেতি । ন চৈতৎ জ্ঞায্যং উপক্রমোপসংহারভ্যাং চি ব্রহ্মবিষয়ত্বমশ্রু বাক্য-  
স্তাবগম্যতে । তত্রোপক্রমশ্রু তাবৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দৰ্শিতং । উপসংহার-  
জাপি নিরতিশয়ফলশ্রবণাং ব্রহ্মবিষয়ত্বং দৃশ্রুতে “সৰ্ব্বান্ পাণ্যুনোহপহত্যা

কির যে সকল পুরুষ ব্রহ্মরূপে অভিমত হয়, তাহাদিগের অব্রহ্মত্ব কথ-  
নার্থই বিশেষোপাদান করা যায় । অতএব জগৎকৰ্ত্তাকেই জানিবে,  
ইহাই উপদেশ হইতেছে এবং সৰ্ব্বেদান্তেই পরমেশ্বর জগৎকৰ্ত্তা বলিয়া  
অবধারিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

পূর্বে যে উক্ত হইয়াছে, বাক্যশেষবশত জীবলিঙ্গহেতু ও মুখ্যপ্রাণ-  
লিঙ্গপ্রযুক্ত জীব ও প্রাণ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটিই গ্ৰহণই জ্ঞায্য,  
পরমেশ্বরের পরিগ্রহণ উচিত নহে, এইকণ ইহার পরিহার করা কর্ত্তব্য ।  
হাতে বলিতেছেন । উপাসনার ত্রৈবিধ্য স্বীকার কবিলে উহা পরিহৃত  
হয় না, যেহেতু যদি মুখ্যপ্রাণোপাসনা, জীবোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা,  
এইরূপ ত্রিবিধ উপাসনা থাকে, তাহাহইলেই ত্রিবিধোপাসনা স্বীকার  
হয় । ইহা জ্ঞায্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উপক্রম ও উপসংহার  
দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত বাক্যের ব্রহ্মবিষয়ত্ব জানা যায় । উপক্রমের ব্রহ্মবিষয়ত্ব  
পূৰ্বেই দৰ্শিত হইয়াছে । আর উপসংহারেও নিরতিশয় ফলশ্রবণহেতু  
ব্রহ্মবিষয়ত্ব দৃষ্ট হইতেছে । শ্রুতিতে লিখিত আছে, যিনি সেই পরঃব্রহ্মকে

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১৮॥

সর্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রেষ্ট্যং স্বরাজ্যমাধিপত্যং পর্যোতি য এবং বেদঃ ইতি । নম্বেবং সতি প্রতর্দনবাক্যানির্ণয়েণৈবেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত ন নির্ণীয়তে “যশ্চৈতৎ কৰ্ম্মেত্যস্ত ব্রহ্মবিষয়ম্ভেদে তদানির্দ্ধারিতত্বাৎ তদা-  
দত্র জীবমুখ্যপ্রাণশব্দা পুনরুৎপদ্যমানা নিবর্ততে । প্রাণশব্দেহপি ব্রহ্ম  
বিষয়ো দৃষ্টঃ “প্রাণবন্ধনঃ হি সৌম্য মনঃ” ইত্যত্র জীবলিঙ্গমপুণ্যক্রমোপ-  
সংসারযোগ্যবিষয়বাদভেদাতিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যঃ জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং স্ত্যং ব্রহ্ম-  
প্রধানং বেতি যতোহন্যার্থঃ জীবপরামর্শঃ ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থঃ অগ্নি-  
বাক্যে জৈমিনিরাচার্যো মন্ততে কস্মাৎ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং প্রশ্নত্বাৎ  
সুস্পষ্টপুরুষবোধনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জী-  
বব্যতিরিক্তবিষয়ো দৃষ্টতে “কৈষ এতৎকালকে পুরুষোহশ্মিষ্ট ক বা এত-

জানিতে পারেন, তিনি সকল পাপ বিনাশ করিয়া সর্বভূতের একীভাব  
পরিজ্ঞানপূর্বক স্বর্গাধিপত্য লাভ করেন । এইরূপ হইলে প্রতর্দন বাণ্য  
নির্ণয় দ্বারা উহা নির্ণীত হয়, কিন্তু তাহা হয় নাই । বাস্তবিক “স্বাহার  
এই কৰ্ম্ম” এই স্থলেও ব্রহ্মবিষয়ত্ব রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই, অতএব জীব  
ও মুখ্য প্রাণশব্দা পুনর্বার উৎপন্ন হইয়াও নিবৃত্ত হইতেছে । পরন্তু প্রাণ-  
শব্দের ব্রহ্মবিষয়ত্ব দৃষ্ট হইয়াছে, যেহেতু “প্রাণবন্ধনই মন” এই স্থলে  
জীবলিঙ্গক জ্ঞান উপক্রম ও উপসংহারের ব্রহ্মবিষয়তার অভেদাতি-  
প্রায়েই যুক্ত হয় ॥ ১৭ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, উক্ত বাক্য জীবপ্রধানই হউক, কিংবা ব্রহ্ম  
প্রধানই হউক, কোন পক্ষেই বিবাদ দেখা যায় না । যেহেতু জৈমিনি  
আচার্য্য ব্রহ্মপরিজ্ঞানার্থই উক্ত বাক্যের অন্তর্ধকল্পনা করেন, কারণ প্রশ্ন  
ও ব্যাখ্যাধারাই উহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । সেই প্রশ্ন এই সুস্পষ্ট ব্যক্তি-  
প্রবোধন দ্বারা প্রাণাদিব্যতিরিক্ত জীব প্রবোধিত হয়, তবে কিরূপে  
জীব ব্যতিরিক্ত বিষয় দৃষ্ট হইতে পারে ? কৌতুহলিক ব্রাহ্মণে উক্ত

ভূং কৃত এতদাগাদিতি । প্রতিবচনমপি “যদা সূপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কঞ্চন পশু-  
তথ্যস্মিন্ প্রাণ এতৈবকথা ভবতি” ইত্যাদি এতদ্বাদ্যস্মিনঃ সৰ্ব্বে প্রাণা  
যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি চ সূক্ষ্মপ্তি-  
কালে চ পরেণ জীব একতাং গচ্ছতি পরব্রাহ্ম ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগ-  
জ্জায়ত ইতি বেদান্তমর্থ্যাদা । তদ্বাদ্যাদ্যস্ত জীবস্ত নিঃসংশোধ স্বচ্ছতারূপঃ  
স্বাপঃ উপাধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানরহিতঃ স্বরূপঃ যতন্তদ্রুংশরূপমাগমনং  
সোহত্র পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া প্রাবৃত্ত ইতি গম্যতে ! অপি চৈবমেকৈ-  
শাধিনো বাজসনেয়িনোহস্মিন্বেব বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞান-  
ময়শব্দেণ জীবমাত্মায় তদ্ব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনস্তি য এষ বিজ্ঞানময়ঃ  
পুরুষঃ ক বৈ তদভূং কৃত এতদাগাদিতি প্রশ্নে প্রতিবচনেহপি “য এষো-  
হস্তুহৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেত” ইতি আকাশশব্দশ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তো

যে, হে বালাকি এই পুরুষ কোন স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, কোথায়  
বা তিনি ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা সেই পুরুষ আগমন করিয়া  
ছেন ? ইহার প্রতিবাক্যে কৌষীতকি ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, যখন  
সূপ্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না এবং এই প্রাণেই একীভূত হয় । ঐ  
কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আর উক্ত আছে যে, এই আত্মা হইতেই প্রাণ সকল  
যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই প্রাণ হইতে দেব এবং দেব হইতে লোক  
যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় । পরন্তু সূক্ষ্মপ্তিকালে পরব্রহ্মের সহিত জীব ঐক্য  
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর পরব্রহ্ম হইতেই প্রাণাদি জগৎ জন্মে, ইহাই  
বেদান্তমত । অতএব যাহাতে এই জীবের নিঃসন্দেহ স্বচ্ছতারূপ স্বপ্ন হয়,  
আর ঐ স্বপ্ন উপাধিজনিত বিশেষ বিজ্ঞান রহিতস্বরূপ এবং তদ্রুংশরূপ  
যে আগমন, তাহাতেই সেই পরমাত্মাকে জানিবে, ইহা জানা যায় । আর  
কোন কোন শাখীরা বলেন, এই অজাতশত্রু ও বালাকি সম্বাদে স্পষ্টরূপে  
বিজ্ঞানময় শব্দে জীব উল্লেখ করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা স্বীকার করেন  
এবং “যিনি এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, তিনি কোথায় আছেন ও কোথা হইতে  
আগমন করেন” এই প্রশ্নে এবং প্রতিবাক্যেই “যিনি এই হৃদয়াকাশে  
শয়ন আছেন” এইরূপে আকাশশব্দ পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, আর

## বাক্যানুয়াৎ ॥ ১৯ ॥

দহরোহিষ্মিন্শ্রুতাকাশ ইতি অত্র সৰ্গে এত আত্মানো ব্যাচরন্তীতি চোপাদি-  
মতামাত্মনামশ্রুতৌ ব্যাচরণমামনস্তঃ পরমাত্মানমেব কারণত্বেনামনস্তীতি  
গম্যতে। প্রাণনিরাকরণস্তাপি সুষুপ্তপুরুষোথাপনেন প্রাণাদিব্যক্তি-  
রিত্যোপদেশোহভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ত্রাঙ্কণেহভিধীয়তে “ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায়  
ইতুপক্রম্য “ন বা অরে সৰ্গস্ত কামায় সৰ্গঃ প্রিয়স্তবত্যাশ্বনস্ত কামায়  
সৰ্গঃ প্রিয়ঃ ভবতি “আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-  
সিতব্যো মৈত্রেয়্যাশ্বনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেনঃ  
সৰ্গঃ বিদিতঃ” ইতি। তত্রৈতদ্বিচিকিৎসতে কিং বিজ্ঞানায়ৈবায়ং দৃষ্টব্য  
ত্বাদিকপেণোপদিশ্যতে আত্মোপদেশঃ পরমাত্মোপদেশঃ। কৃতঃ পুনরেষা বিচি-  
কিৎসা প্রিয়সংসৃতিতেনাত্মনা ভোক্তোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতিপ্রতি-  
ভাতি তথাত্মবিজ্ঞানেন সৰ্গবিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাত্মোপদেশ ইতি।

এই স্থলে সকল আত্মাই উৎক্রমণ করেন, এইরূপে উপাধিমান আত্মা-  
দিগের অশ্রয় উৎক্রমণ স্বীকার করিয়া পরমাত্মাকেই কারণ বলিয়া  
কল্পনা করিয়া থাকেন, ইহা জানা যায়। প্রাণনিরাকরণেই সুষুপ্তপুরু-  
ষের উত্থাপনদ্বারা প্রাণাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার উপদেশ হয় ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ী ত্রাঙ্কণোপনিষদে কথিত আছে যে “নবা অরে পত্ন্যঃ কামায়”  
এই উপক্রমে “সকলের কামনার্থ সকলই প্রিয় হয় এবং আত্মার কামনা  
পূরণার্থ সকলই প্রিয় হয়” আর আত্মদর্শন করিবে, আত্মশ্রবণ করিবে,  
আত্মমনন করিবে. এবং নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে আত্মার দর্শন  
শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সকল বিদিত হয়”। এইক্ষণ সংশয়  
হইতেছে যে, এই স্থলে কি বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্যরূপে উপাদিষ্ট হইতেছে,  
কিবা পরমাত্মাই উক্ত শ্রুতিতে বিষয়ীভূত হইতেছে? অর্থাৎ প্রিয়  
সংসৃচিত আত্মা দ্বারা ভোক্তার উপক্রমহেতু বিজ্ঞানাত্মার উপদেশ  
জানা যাইতেছে। আর আত্মবিজ্ঞানদ্বারাও সৰ্গবিজ্ঞানোপদেশ হই

কিং তাবৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানার্হোপদেশ ইতি । কস্মাৎ উপক্রমসামর্থ্যাৎ ।  
 পতিজ্ঞাপুঞ্জবিত্তাদিকং হি ভোগ্যভূতং সৰ্ব্বং জগদান্যার্থতয়া প্রিয়ং ভব-  
 তীতি প্রিয়সংসৃতিতং ভোক্তারমাখ্যানমুপক্রম্যানস্তরমিদমাখ্যানো দর্শনাখ্য-  
 পদিশ্রুমানং কথ্যাত্মাখ্যনঃ স্তাৎ । মধ্যেহপীদং মহদুত্তমনস্তমপারং বিজ্ঞান-  
 ঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্ত্বৈবানুবিনশ্চতি ন প্রেত্য সংজ্ঞা-  
 স্তীতি প্রকৃতশ্চৈব মহতো ভূতস্ত দ্রষ্টব্যস্ত ভূতেভ্যঃ সমুখানং বিজ্ঞানায়-  
 ভাবে ক্রবন্ বিজ্ঞায়ন এবৈদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তি । তথা “বিজ্ঞাতারমরে  
 কেন বিজ্ঞানীয়াৎ” ইতি কর্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানায়ানমেবে-  
 হোপদিষ্টং দর্শয়তি তস্মাদান্যবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানবচনং ভোক্তৃার্থাৎ  
 ভোগ্যজাতস্তোপচাবিকং দ্রষ্টব্যমিতি এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমার্হোপদেশ  
 এবাঃ কস্মাৎ বাক্যান্বয়াৎ । বাক্যং হীদং পৌর্ক্সপঠ্যেণাবেক্ষ্যমাণং পরমা-

পরমায়ার উপদেশ হয় । ইহাতে যদি বলি, বিজ্ঞানায়ারই উপদেশ প্রাপ্ত  
 হয়। যাইতেছে, যেহেতু বিজ্ঞানায়ার উপদেশেই উপক্রমসামর্থ্য আছে ।  
 পতি, জায়া, পুঞ্জ ও বিত্তাদি ভোগ্য বস্তু, এই সকলই আপন প্রয়ো-  
 জন সাধনকরে বলিয়াই প্রিয় হইতেছে, এই নিমিত্তই আত্মাকে প্রিয়-  
 সংসৃতিত বলা যায় এবং সেই ভোক্তা আত্মাকে উপক্রম করিয়া কোন্ অস্ত  
 আয়ার দর্শনাদি দ্বারা উপদেশ হইতে পারে ? আর এই অপার অনন্ত  
 মহাভূতসকল এই বিজ্ঞানায়ার হইতে সমুখিত হইয়া তাহাতেই বিনাশ  
 পায় এবং পরকালেও সংজ্ঞাস্তর নাই । অতএব প্রকৃত মহাভূতই দ্রষ্টব্য  
 এবং তাহাই বিজ্ঞানায়্যভাবে ভূত হইতে সমুখিত হয়, ইহা বলিয়া বিজ্ঞা-  
 নায়্যই দ্রষ্টব্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন । আর “বিজ্ঞানায়াকে কোন  
 কারণে জানা যায়” এই কর্তৃবচনশব্দদ্বারা উপসংহার করত বিজ্ঞানায়্যই  
 এইস্থলে উপদিষ্ট, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন । অতএব আয়বিজ্ঞানদ্বারাই  
 সৰ্ববিজ্ঞানবচন জানা যায়, যেহেতু ভোক্তার নিমিত্ত ভোগ্যবস্তু সকলের  
 উপচারিক দ্রষ্টব্যত্ব হইতেছে, ইহাতে বলা যায় যে, পূর্বেশ্রুতিতে পরমা-  
 যারই উপদেশ হইয়াছে, যেহেতু এইরূপেই বাক্যান্বয় হইয়া থাকে ।  
 পরন্তু পূর্বাপর ভাবে দৃশ্যমান পরমায়্যই এই স্থলে অস্মিত, ইহা লক্ষিত



অন্যং প্রত্যাহিতাবয়বং লক্ষ্যতে কথমিতি তদুপপাদ্যতে 'অমৃতত্বস্তু তু নাশান্তি  
বিস্তেন' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাহুপশ্রুত্য "যেনাহং নামৃতা স্তাং কিমন্তেন কুয়াঃ  
যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রহ্মি" ইতি অমৃতত্বমাংশনায়ৈ মৈত্রেয়ৈ  
যাজ্ঞবল্ক্য আশ্ববিজ্ঞানমুপদিশতি ন চাত্তত্র পরমাশ্ববিজ্ঞানাদমৃতত্বমস্তী ত  
শ্রুতিস্থিতিবদা বদন্তি । তথা আশ্ববিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানমুচ্যমানং নাত্তত্র  
পরমকারণবিজ্ঞানানুখ্যামবকল্পতে ন চৈতদৌপচারিকমাশ্রয়িত্বম্ শক্যম  
সংকারণমাশ্ববিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানং প্রাতিজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রহেহন তদেবো  
পপাদয়তি "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যাং হত্বাশ্বানো ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদিনা যো হি  
ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাশ্বানোহত্ব স্বাতন্ত্র্যেণ লক্ষসত্ত্বাবং পশুতি তং মিথ্যা-  
দর্শিনঃ তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকবোতি ইতি ভেদ-  
দৃষ্টিমপোদোদঃ সৰ্বং যদযমানেতি সমস্ত বস্তুজাতত্বাভাব্যতিকেমব-

হইতেছে, তবে কিরূপে উহা উপপন্ন হইতে পারে? আব চিত্তদ্বারা  
মোক্ষের আশা নাই" যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এইরূপ শুনিয়া "আমি কোন  
রূপেই মোক্ষ পাইতেছি না; অতএব সেই বিত্তদ্বারা কি করিব।  
ভগবন! আপনি এবিষয়ে বাহা জানেন, তাহাই উপদেশ করুন"  
মৈত্রেয়ী এইরূপ বলিলে যাজ্ঞবল্ক্য মোক্ষাকাজিণী মৈত্রেয়ীকে আশ্ববিজ্ঞান  
উপদেশ করেন। বাস্তবিক আশ্বতত্ত্ববিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না,  
ইহাই শ্রুতিবিশিষ্ট পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, আর আশ্ববিজ্ঞানেই সৰ্ব-  
বিজ্ঞান হয়, কখনও পরমকারণ ব্যতিরেকে মুখ্য কল্পনা করা যায় না  
এবং ইহা যে ঔপচারিক, তাহাও বলা যায় না, যে কারণে আশ্ববিজ্ঞান  
দ্বারা সৰ্ববিজ্ঞান হয়, তাহা প্রাতিজ্ঞার অন্তর গ্রহে উপপাদন করিবেন,  
আর "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যাং হত্বাশ্বানো ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদি প্রতিবাদ  
প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যাহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জগৎব্রহ্ম ব্যতিরেকে  
স্বতন্ত্ররূপে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা আছে, এইরূপ জ্ঞান করেন, তাহারা মিথ্যাদর্শী  
এবং সেই মিথ্যাদর্শীকেও মিথ্যাদৃষ্ট ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণাদি জগৎ নিবারণ  
করিতেছেন, এইরূপে ভেদদৃষ্টি নিবারণ করিয়া এই জগৎই ব্রহ্মময়, এই-  
রূপে সকল বস্তুই আশ্বব্যতিরেকতা বারণ করিয়াছেন। যেমন এক

প্রতিজ্ঞাসিকেল্লিঙ্গমাশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

ভারয়তি । হৃদুভাদিষ্টাষ্টৈশ্চ তমেবাব্যতিরেকং দ্রষ্টয়তি । “অন্ত  
মহতো ভূতন্ত নিঃস্রিসিতমেতদ্ব্যেদঃ” ইত্যাদিনা চ প্রকৃতজ্ঞানো নাম-  
রূপকর্মপ্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈবং গময়তি । তথৈব-  
কায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়ন্ত সেন্দিয়ন্ত সাস্তঃকরণন্ত প্রপঞ্চকায়নমন-  
স্তরমবাহ্যং ক্লেশং প্রজ্ঞানঘনং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানঃমেবৈবং গময়তি  
তন্মাং পরমাত্মন এবায়ং দর্শনাভ্যাপদেশ ইতি গম্যতে । যৎপুনরুক্তং প্রিয়-  
সংহৃচনোপক্রমাঙ্গিজনানাত্মন এবায়ং দর্শনাভ্যাপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ ॥ ১৯ ॥

অস্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা “আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্কমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং  
সর্কং যদয়মাত্মা” ইতি চ তস্তাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং হৃচয়তোতল্লিঙ্গং  
যৎপ্রিয়সংহৃচিতস্তাত্মনো দ্রষ্টব্যাত্মাদিসঙ্কীর্তনম্ । যদি হি বি জ্ঞানাত্মা

সময়ে হৃদুভি, শব্দ ও বীণা প্রভৃতির শব্দ হইলে সেই সকল শব্দের পৃথক্  
পৃথক্ অনুভব হয়, সেইরূপ আত্মব্যতিরিক্ত সকল জানা যায় । “এই মহা-  
ভূতের নিঃস্রাসই এই স্বপ্নেদ” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃত আত্মাই যে নাম  
রূপায়ক প্রপঞ্চ জগতের কারণ, তাহা দর্শাইয়া পরমাত্মাই যে পূর্বোক্ত  
উপদেশের বিষয় তাহা জানাইয়াছেন এবং একের বিজ্ঞানেই সকলের জ্ঞান  
হয় । এইরূপ প্রক্রিয়াতেও সবিষয়, ইন্দ্রিয়যুক্ত ও অস্তঃকরণবিশিষ্ট প্রপঞ্চ  
জগতের একমাত্র পরমাত্মাই কারণ, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে ; সুতরাং  
পরমাত্মাই পূর্বোক্ত উপদেশের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হইল । আর যে প্রিয়  
সংহৃচনার উপক্রম দ্বারা বিজ্ঞানাত্মাই উপদেশের বিষয় বলিয়া উক্ত হই-  
য়াছে, তাহার সমাধান উত্তর সূত্রে বিবৃত হইবে ॥ ১৯ ॥

এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, আত্মবিজ্ঞান হইলেই সকল বিজ্ঞাত হয়  
এবং এই সমুদায়ই আত্মা । এই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি এইরূপেই হইতে পারে,  
অর্থাৎ যদি প্রিয়সংহৃচিত আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া কীর্তন করা হয়, তাহা  
হইলেই উক্ত প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি হয় । বাস্তবিক যদি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মার

উৎক্রমিষ্যত এষস্তাবাদিত্যৌড়লোমিঃ ॥ ২১ ॥

পরমাশ্রনোহন্তঃ স্তাৎ ততঃ পরমাশ্রবিজ্ঞানেহপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞাতং যৎপ্রতিজ্ঞাতং তদ্বীয়েত তস্মাৎ প্রতিজ্ঞা-  
সিদ্ধার্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাশ্রনোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মবথ্য আচার্যো  
মন্ততে ॥ ২০ ॥

বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসজ্জাতোপাধিসম্পর্কাত্ কলুষী-  
ভূতশ্চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনাত্মষ্ঠানাত্ সম্প্রসঙ্গশ্চ দেহাদিসজ্জাতাত্মৎক-  
মিষ্যতঃ পরমাশ্রনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণমিত্যৌড়লোমিবা-  
চার্যো মন্ততে । শ্রুতিশৈশবং ভবতি “এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমু-  
পায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদা যেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” ইতি । কচিচ্চ  
জীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জায়তে “যথা নদ্যঃ শ্রুতমানাঃ  
সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় । তথা বিদ্যানামকপাদিমুক্তঃ পরাৎ-

অন্ত হয়, তাহা হইলে পরমাশ্রার বিজ্ঞান হইলে ও জ্ঞানাত্মার বিজ্ঞান হয়  
না ; সুতরাং এক বিজ্ঞানে যে সৰ্ববিজ্ঞান হয়, ইহা পরিহৃত হইতেছে ।  
অতএব প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির নিমিত্তই বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাশ্রার অভেদাংশের  
উপক্রম হইয়াছে, ইহা আশ্মরথ্য আচার্য্য স্বীকার কবেন না ॥ ২০ ॥

উড়লোমিনামা আচার্য্য বলেন যে, বিজ্ঞানাত্মাই দেহ, ইন্দ্রিয়,  
মন ও বুদ্ধিকৃত উপাধিসম্পর্কবশতঃ কলুষিত হয় এবং জ্ঞানধ্যানাদি  
সাধনাত্মষ্ঠানে সম্পন্ন ও সম্যকরূপে প্রসন্ন হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি  
হইতে উৎক্রমণ করে এবং তাহাতেই পরমাশ্রার সহিত একীভূত  
হয়, ইহাতেই অভেদোপক্রম হইয়া থাকে । শ্রুতিতেও ইহাই লিখিত  
আছে যে, ইহাই আশ্রার প্রসন্নতা যে আশ্রা এই শরীর হইতে সমু-  
খিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্তিপূর্বক স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয় ।  
আর কোন স্থলে নদীদৃষ্টান্তে জীবাশ্রয় নামরূপ জ্ঞান যায়, অর্থাৎ

অবস্থিতেরিতি কাশকুৎসঃ ॥ ২২ ॥

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” ॥ ইতি ॥ যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়মেব নাম-  
রূপং বিহার্য সমুদ্রমুপয়ন্তি এবং জীবোহপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহার্য  
পরমং পুরুষমুপৈতি ইতি হি তদ্ব্যর্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টা দৃষ্টান্তিকয়োস্তল্য-  
তায়ৈ ॥ ২১ ॥

অশ্রব পরমাঙ্গানোহেনেনাপি বিজ্ঞানায়্যভাবেনাবস্থানাত্পপন্নমিদম-  
ভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকুৎস আচার্যো মন্ততে । তথা চ ব্রাহ্মণং  
“অনেন জীবেনাঙ্গানানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যেবং জাতীয়কম্  
পরশ্চেবায়ুনো জীবভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি । মন্ত্রবর্ণশ্চ “সর্ঙ্গানি রূপানি  
বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃৎস্নাভিবদন যদান্তে” ইত্যেবং জাতীয়কঃ । ন চ  
তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ জীবস্ত পৃথক্ সৃষ্টিঃ শ্রুতা যেন পরমাদাঙ্গনো  
হন্তন্তদ্বিকারো জীবঃ স্তাৎ । কাশকুৎসস্তাচার্যস্তাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো  
জীবো নাত্ত ইতি মতম্ । আশ্মরথ্যস্ত তু যদাপি জীবস্ত পরমাদানন্তমভি-

যেনন নদী প্রচলিত হইয়া নামরূপ পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে অন্তর্মিত হয়,  
সেইরূপ জীব নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য পরমপুরুষকে লাভ করে ।  
এইরূপেই জীব ও পরমাঙ্গার অভেদ প্রতিপন্ন হইল ॥ ২১ ॥

কাশকুৎস নামা আচার্য্য বলেন যে, বিজ্ঞানায়্য ও পরমায়্য একী-  
ভাবে অবস্থান করে, তাহাতেই পরমায়্যার অভেদ প্রতীতি হয় । মন্ত্র-  
ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, এই জীবই পরমায়্যাতে প্রবেশ করিয়া নাম-  
রূপ ব্যক্ত করে, এইরূপে পরমায়্যাই জীবভাবে অবস্থান করে । মন্ত্র-  
বর্ণে উক্ত আছে যে, সর্গপ্রকার রূপ সৃষ্টি করিয়া এবং নাম সকল প্রকাশ  
করিয়া সর্গজ্ঞ আত্মা বিদ্যমান আছেন । এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে  
যে, তেজঃপ্রভৃতির সৃষ্টিবিষয়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি শ্রুত নাই, যাহাতে  
জীব পরমায়্যার অন্ত অথচ পরমায়্যার বিকারীভূত বলিয়া জানা

প্রত্যং তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরিতি স্বাপেক্ষাভিধানাং কার্যকারণভাবঃ  
 ক্রিয়ানপ্যভিপ্রেত ইতি গম্যতে । ঔড়ুমোমিগক্ষে পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থা-  
 স্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যতে ॥ তত্র কাশকুংস্রীযং মতং শ্রুতানু-  
 সারীতি গম্যতে প্রতিপাদয়িষিতার্থানুসারাৎ তত্ত্বমসীত্যাदिश्रुतिज्ञाः  
 এবঞ্চ সতি তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পতে বিকারায়কত্বেহি জীবস্তাভ্যুপगम्य-  
 माने विकारस्तु प्रकृतिसम्यक्के प्रलयप्रसङ्गात् तज्ज्ञानादमृतत্বमवकल्पते  
 अतश्च स्वाश्रयस्तु नामरूपस्यास्तव्यां উপधाश्रयनामरूपः जीवे उपचर्यते  
 अत एवाप्यतिरपि जीवस्तु कचिदग्निर्विस्फुल्लिङ्गोदाहरणेन श्रावमाणो-  
 पाधाश्रयैव वेदितव्यः । यदप्युक्तं प्रकृतश्चैव महतो भूतस्तु द्रष्टव्य  
 भूततयाः समुत्थानं विज्ञानास्तथावेन दर्शनं विज्ञानाद्यन एवेदं द्रष्टव्यं  
 दर्शयतीति तत्रापীয়मेव त्रिहृद्री योजयितव्यः । "प्रतिज्ज्ञासिद्धिरिति-

যাইতে পারে । কাশকুংস্র আচার্যের মতে জীবই অবিকৃত, পবনময়  
 তদ্বিন নহেন, আশ্রয়ণ্য আচার্যের মতে যদিও জীব পরমাশ্রয়ী অন্ত না  
 হউক, তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির সাপেক্ষে কখনহেতু বিরূপ কার্যকারণ-  
 ভাব অভিপ্রেত, তাহা বলা যায় না । ঔড়ুমোমিগক্ষে মতে স্পষ্ট অন্তরাপেক্ষ  
 ভেদাভেদ জানা যাইতেছে । ইহাতে কাশকুংস্র আচার্যের মতই ঐ  
 শ্রুতির অনুসারী, তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতু "তত্ত্বমসী" ইত্যাদি  
 শ্রুতির উহা প্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত । এইরূপ হইলেই পবন  
 জানে যে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে । জীব  
 বিকারায়ক স্বীকার করিলে বিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গ  
 পরমাশ্রয়ীজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি কল্পনা করা যায় না । অতএব স্বাপ্রমীত  
 নামরূপের অসম্ভবহেতু উপাধির আশ্রয়স্বরূপ নামরূপ জীব উপচার্য  
 যায় । এই নিমিত্তই অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদাহরণ দর্শনে জীবের উৎপত্তি ও উপা-  
 ধির আশ্রয় বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বহির্গত  
 হয়, জীবের উৎপত্তিও সেইরূপ জানিবে । আর উক্ত আছে যে, ভূত হই-  
 তেই প্রকৃত মহাভূতের সমুৎথান হয়, ইহা বিজ্ঞানায়নভাবে দর্শন করাই  
 বিজ্ঞানায়নই দ্রষ্টব্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন । তাহাতেও এইরূপ দুঃসম-

মাশ্রয়ঃ” । ইদমত্র প্রতিজ্ঞাতম্ “আশ্রয়নি বিদিত্তে সৰ্গমিদং বিদিতং ভবতীদং সৰ্গঃ যদয়মায়্যা” ইতি চ উপপাদিতঞ্চ সৰ্গস্ত্র নামরূপকল্পপ্রপঞ্চ-  
ত্রৈকপ্রসবত্বেদেকপ্রলম্বজ্ঞাচ্ছ হৃদুভ্যাদিদৃষ্টাষ্টৈস্তচ্চ কার্য্যকারণয়োরব্যতি-  
রেকপ্রতিপাদনাং তত্ত্বা এবং প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং স্বচয়ন্ত্যেতল্লিঙ্গং যদ্যহতো  
ভূতঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন কথিতমিত্যাশ্রয়র্থ্য আচার্য্যো  
মন্ততে । অভেদে হি সত্যোকবিজ্ঞানেন সৰ্গবিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমবকল্পত  
ইতি । “উৎক্রমিষ্যত এবস্ত্ববাদিত্যৌড়ুলোমিঃ” । উৎক্রমিষ্যতো বিজ্ঞা-  
নাত্মনো জ্ঞানধানাদিসামর্থ্যাং সম্প্রসন্নস্ত পরেণাশ্রয়েনকাস্ত্ববাদিদমভেদা-  
ভিধানমিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্ততে । “অবশ্টিতেরিতি কাশকৃৎসঃ” ।  
অষ্ট্রুব পবমাত্মনোহেনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাত্মপপন্নমিদমভেদা-  
ভিধানমিতি কাশকৃৎস আচার্য্যো মন্ততে । ননুচ্ছেদাভিধানমেতৎ  
“এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তাত্ত্বেবাহুবিনশ্চতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাশ্চি” ইতি

যোজন্য কবা যায় । আর আশ্রয়র্থ্য আচার্য্য যে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির কারণ  
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতিজ্ঞা যে, “আশ্রয়বিজ্ঞান হইলেই  
সকল বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু সকলই আশ্রয়স্বরূপ । আর ইহাও উপপাদিত  
হইয়াছে যে, এই সকল নামরূপপ্রপঞ্চই এক পবমাত্মা হইতে উৎপন্ন  
হয় এবং তাহাতেই লয় পাইয়া থাকে, অতএব হৃদুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত  
দ্বারা কার্য্যকারণের অব্যতিরেকতা প্রতিপাদনবশত সেই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি  
স্বচিত হয়, এই নিমিত্তই ভূত হইতে বিজ্ঞানাত্ম স্বরূপে মহাভূতের সমু-  
ত্থান কথিত আছে, ইহাই আশ্রয়র্থ্য আচার্য্য স্বীকার করেন, বাস্তবিক  
অভেদ স্বীকার করিলেই একের বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞাত হয়, এইরূপ  
প্রতিজ্ঞা করণা করা যায় । ঔড়ুলোমি আচার্য্যও “বিজ্ঞানাত্মার উৎ-  
ক্রমণেই এইরূপ হয়, ইহা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ আশ্রয় উৎক্রমণ কবি-  
বন, এইরূপ হইলেই জ্ঞানধানাদি সামর্থ্যবশত আশ্রয় সম্যক প্রকারে  
প্রসন্ন হয় এবং পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে, অতএবই ঔডু-  
লামি আচার্য্য অভেদ কথন স্বীকার করেন । কাশ কৃৎস আচার্য্য বলেন,  
যমাত্মাই বিজ্ঞানাত্মভাবে অবস্থান করে, অতএব অভেদ কথন উপপন্ন

কথমেতদভেদাভিধানং । নৈষ দোষঃ বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়ে-  
তদ্বিনাশাভিধানং নাত্মোচ্ছেদাভিপ্রায়ে অত্রৈব মা ভগবান্ মুমুক্ষু প্রেতা  
সংজ্ঞাস্থিতি পর্যমুখ্য স্বয়মেব শ্রুত্যাৰ্থান্তরস্ত দর্শিতত্বাৎ “ন বা অরে-  
হং মোহং ত্রবীম্যবিনাশী বা অরেহমগ্নাত্মা মুচ্ছিত্ত্বিন্দো মাত্ৰাসংসর্গস্ত  
ভবতি” ইতি । এতচ্চুৎ ভবতি কুটস্থনিত্য এবাং বিজ্ঞানঘন আত্মা  
নাত্মোচ্ছেদপ্রসঙ্গোহস্তি মাত্ৰাভিস্তস্ত ভূতেজ্জিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃতান্তি-  
সংসর্গো বিদ্যায়া ভবতি সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্ত বিশেষবিজ্ঞানস্তাভা-  
বার প্রেতা সংজ্ঞাস্থিত্যুক্তমিতি । যদপ্যুক্তং “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞা-  
নীয়াত্” ইতি কর্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহারাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবৈদং দ্রষ্টব্য-  
মিতি তদপি কাশকুন্ডায়ৈনৈব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্ । অপি চ “যত্র হি  
দৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশুতি” ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে তত্ত্বৈব

হইয়াছে। এইক্ষণ উক্ত মীমাংসার উচ্ছেদ কখন হইতেছে, কাৰণ শ্রুতিতে  
লিখিত আছে যে, আছে যে, আত্মা এই সকল ভূত হইতে সমুখিত  
হইয়া পুনর্বার তাহাতেই প্রবেশ করে এবং পরকালেও কোন সংজ্ঞা  
নাই, তবে কিরূপে অভেদ কখন হইতে পারে? এই দোষ হইতে পারে  
না, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়েই এই বিনাশাভিধান হই-  
য়াছে, আত্মার উচ্ছেদাভিপ্রায়ে কখন হয় নাই। এই বিষয়ে স্বয়ং ভগবান  
শ্রুতিদ্বারা অর্থাস্তব দর্শাইয়া মরণান্তে যে সংজ্ঞা নাই, তাহা প্রতিপাদন  
করিয়াছেন, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, অহে আমি মোহকর বাক্য বলি  
নাই, বাস্তবিক আত্মা অবিনাশী কখনও ইহার উচ্ছেদ নাই, কেবল মাত্রা  
সংসর্গমাত্র হইয়া থাকে। আর উক্ত আছে যে, আত্মা কুটস্থ, নিত্য ও  
বিজ্ঞানময়, ইহার উচ্ছেদ প্রসঙ্গ নাই, কেবল ভূত ও ইঞ্জিয়লক্ষণ অবিদ্যা-  
কৃত মাত্রার সহিত বিদ্যার সংসর্গ হয়। সংসর্গাভাব স্বীকার করিলেও  
পরমাত্মকৃত বিশেষ জ্ঞানের অভাব হেতুই পরকালে সংজ্ঞা নাই, ইহা  
উক্ত হইয়াছে। আর “বিজ্ঞাতাকে জানিবে” এইরূপে কর্তৃ বচন শব্দ-  
দ্বারা উপসংহার হেতু বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া যে উক্ত আছে, তাহাও  
কাশকুন্ডাভিপ্রেত দর্শন দ্বারা পরিত্যক্ত হইতেছে। আর যখন বৈত জ্ঞান

দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রাপক্য “যত্র তত্র সৰ্ব্বমাত্মৈশ্বৰ্য্যভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদিনাবিদ্যাবিষয়ে তটৈশ্বৰ দর্শনাদিলক্ষণস্ত বিশেষবিজ্ঞানস্তাভাবমভিদধাতি । পুনঃ বিষয়াভাবেহপ্যাত্মানং বিজ্ঞানীয়া-  
দিত্যাশঙ্ক্য “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ” ইত্যাহ । ততঃ বিশেষ-  
বিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বাৎক্যস্ত বিজ্ঞানধাতুরেব কেবলঃ সন্ ভূত-  
পূৰ্ণগত্যা কর্তৃবচনেন ত্ৰা নিৰ্দ্ধিষ্ট ইতি গম্যতে । দর্শিতস্ত পুরস্তাৎ  
কাশক্ৰংশীয়স্ত মতস্ত ঐতিমত্বং অতঃ বিজ্ঞানাত্মপরমাণ্মনোরবিদ্যাপ্রত্যা-  
পস্থাপিতনামরূপরচিতদেহাছাপাদিনিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিক ইত্যে-  
বোহর্থঃ সৰ্ব্বৈক্যবাদাদিভিরভ্যুপগম্যব্যঃ “সদেব শোমোদমগ্র আসীৎ  
একমেবাদ্বিতীয়ং আট্মৈশ্বৰ্য্যং সৰ্ব্বং” “ইদং সৰ্ব্বং যদয়মাত্মা নাত্তোহতো-  
হস্তি ত্রষ্টা নাত্তোহতোহস্তি ত্রষ্ট” ইত্যেবং রূপাভ্যঃ স্মৃতিভ্যঃ “বাসুদেবঃ  
সৰ্বমিদং” ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সৰ্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত । সমং সৰ্ব্বেষু

হয়, তখন অত্র অত্রকে দর্শন করে, এইরূপে আরম্ভ করিয়া অবিদ্যাবিষয়ে  
আত্মারই দর্শনাদি লক্ষণ বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া যখন  
সকলই আত্মময় জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন করে, ইত্যাদি রূপে  
বিদ্যাবিষয়ে সেই পরমাআরই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞানাভাব নির্ণয়  
করিয়াছেন, পুনর্বার বিষয়াভাবেও আত্মাকে জানিবে, এই আশঙ্কা  
করিয়া সেই বিজ্ঞানাআত্মাকেই জানিবে, ইহা বলিয়াছেন । অতএব বাক্যের  
বিশেষ বিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বহেতু কেবল বিজ্ঞানাআত্মাই সংস্বরূপ.  
ইহাই কর্তৃবচন দ্বারা নিৰ্দ্ধিষ্ট হইয়াছে । পরন্তু পূর্বেই কাশক্ৰংশাচার্য্যের  
মত যে ঐতিসিদ্ধ তাহা দর্শিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত বিজ্ঞানাআর যে,  
ভেদ হয়, তাহা অবিদ্যা প্রত্যাপস্থাপিত নামরূপরচিত ও দেহাদিনিমিত্ত  
জানিবে, ঐ ভেদ প্রকৃত মতে, এই সিদ্ধান্ত সৰ্ব্ববেদান্ত বাদীরা স্বীকার  
করিয়া থাকেন । ইহাতে “একমাত্র সংস্বরূপই অগ্রে ছিলেন” “পর-  
মাআত্মাই অদ্বিতীয়” “এই সকলই ব্রহ্ম” “এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পরমাআত্মা”  
ইহা হইতে অত্র ত্রষ্টা নাই ইত্যাদি প্রতিই কারণ । স্মৃতিতেও লিখিত আছে  
য, শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে ভারত ! আমাকেই সৰ্ব্বভূতের



ভূতেশু ঐষ্টম্ পরমেশ্বরম্ । ইতিবংকপাত্যঃ । ভেদদর্শনাপবাদো ‘অথো-  
 ২গাবথোহমস্মীতি ন স বেদ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নানব  
 পশ্চতি’ ইত্যেবংজাতীয়কাং । “স বা এষ মহানজ আত্মাইজরোহমৃতো-  
 ২ভমো ব্রহ্মেতি” চান্ননি সৰ্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ অথথা চ মুমুক্শুণাং  
 নিরপবাদবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ স্তুনিশ্চিতার্থানুপপত্তেঃ চ । নিরপবাদং হি  
 বিজ্ঞানং সৰ্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবৰ্ত্তকমাত্মবিষয়ং ইষ্যতে “বেদান্তবিজ্ঞানস্তুনিশ্চি-  
 তাথা’ ইতি চ শ্রুতেঃ তত্র কোমোহঃ কঃ শোকত্রকত্বমুপশ্রুতঃ ইতি চ  
 হিতপ্রাক্কলক্ষণস্বতঃ চ । স্থিতে চ ক্ষেত্রজপারমাত্মকত্ববিষয়ে সম্যদর্শনে  
 ক্ষেত্রজঃ পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজোহিৎ পরমাত্মানো ভিন্নঃ  
 পরমাত্মায়ং ক্ষেত্রজাভিন্ন ইত্যেবংজাতীয়ক আত্মভেদবিষয়োহিৎ নির্পকো  
 নিবৰ্ত্তকঃ । একো হ্যমাত্মা নামমাত্রভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি ন হি  
 “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং শুহায়া” মিতি কাকিদেবৈকাং

আত্মা এবং সৰ্ব্বভূতে বৰ্ত্তমান পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে । আর ভেদদর্শ-  
 নের অপবাদহেতু পরমাত্মাই অভেদরূপে জ্ঞাতব্য । শ্রুতিতে লিখিত আছে  
 যে, যে ব্যক্তি আমি অথ ও অপর ব্যক্তি অথ, এইরূপে নানা জ্ঞান করে,  
 সেই ব্যক্তি মৃত্যুর বশীভূত হয় । আর সেই আত্মাই মহান্, অজ, অজর,  
 অমর, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম, এইরূপে আত্মাতে সৰ্ব্ববিকার প্রতিষেধ আছে ।  
 অথথা মুমুক্শুদিগের নিরপবাদ বিজ্ঞানের অনুপত্তি হয় এবং স্তুনিশ্চিতার্থে  
 বস্তুর অনুপত্তি হইয়া উঠে । বাস্তবিক আত্মবিষয় জ্ঞান নিশ্চিষ্ট আছে ও  
 তাহাতে সৰ্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, ইহা মুনিগণ ইচ্ছা করেন ।  
 শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারাই অর্থ নির্ণীত হয় । স্থতিতে  
 স্থিত প্রজ্ঞের যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির  
 এক জ্ঞান হইয়াছে, তাহার শোক বা মোহ থাকে না । জীব ও পরমাত্মার  
 একত্ববিষয়ক জ্ঞান সম্যকরূপে স্থিরীভূত হইলে জীব ও পরমাত্মা, এই  
 নাম ভেদমাত্র জানা যায় । এই জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং এই পর-  
 মাত্মা জীব হইতে ভিন্ন, এইরূপে যে আত্মার ভেদ জ্ঞান হয়, তাহা নিবৰ্ত্তক ।  
 বস্তুতঃ এক পরমাত্মাই নামমাত্রভেদে বহুধা হইয়াছেন এবং “যিনি সত্য,

## প্রকৃতিচ প্রিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধঃ ॥ ২৩ ॥

গুহ্যমধিকৃত্যতত্ত্বং ন চ ব্রহ্মণোহস্তা গুহ্যাং নিহিতোহস্তি 'তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি স্রষ্টুরেব প্রবেশশ্রবণাৎ যে তু নির্দাক্ষঃ কুরুন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনমেব বাধন্তে কৃতকম-  
নিত্যঞ্চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি জ্ঞানেন চ ন সম্বদন্ত ইতি ॥ ২২ ॥

যথাভূদয়হেতুহাং ধর্মো জিজ্ঞাস্ত' এবং নিঃশ্রেয়সহেতুহাব্রূক্ষাপি জিজ্ঞাস্তমিত্যুক্তং ব্রহ্ম চ জ্ঞাদাস্ত নত ইতি লক্ষিতম্ । তচ্চ লক্ষণং ঘটরূচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবাং প্রকৃতিহে কুলালসুবর্ণকারাদিব্যমিত্তহে চ সমানং ইত্যতো ভবতি বিমর্শঃ কিমায়কং পুনত্রক্ষণঃ কারণত্বং ইত্যাদি । তত্র নিমিত্তকাবগমেব তাবাং কেবলং ইত্যাদি প্রতীতিভাতি কথ্যং দৈক্ষাপূর্বককর্তৃত্বশ্রবণাৎ । দৈক্ষাপূর্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বমবগম্যতে "স দৈক্ষাশক্রে" "স প্রাণমসৃজত" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যাঃ । দৈক্ষাপূর্বকঞ্চ

জ্ঞানময়, অনন্ত ও গুহ্যতে নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই পরমপদ লাভ করেন," ইহাও কোন এক গুহ্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হয় নাই, আর ব্রহ্ম-  
ভিন্ন অন্য কেহই গুহ্যতে নিহিত নহে । পরন্তু "সেই ব্রহ্মই সৃষ্টি কর্তা" এবং "তিনিই সর্বত্র প্রবিষ্ট আছেন" এইরূপে সৃষ্টি কর্তারই প্রবেশশ্রবণ আছে । আর যাহারা উক্ত বিষয় স্বীকার করে না, তাহারা বেদান্তার্থ বাধ করিয়া পরমপদ প্রাপ্তির প্রশস্ততার অবরুদ্ধকরত কৃত্রিম মোক্ষ কল্পনা করে, ইহা জ্ঞানসঙ্গত নহে ॥ ২২ ॥

যেমন ধর্ম অভ্যাসের কারণবিধায় সেই ধর্ম জানিতে ইচ্ছা করিলে, সেইরূপ ব্রহ্ম মোক্ষের কারণ বলিয়া তাঁহাকে জানিতে যত্ন করা কর্তব্য এবং যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডে উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপে ব্রহ্মলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে ঘট ও কুণ্ডলাদির পক্ষে যেমন যুক্তিকা ও সুবর্ণাদি প্রকৃতি এবং যেমন কুন্তকার ও স্বর্ণকার নিমিত্ত, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টাদিবিষয়েও সেইরূপ জানিবে, এইক্ষণ ব্রহ্ম জগতের কিরূপ কারণ ? এই প্রশ্ন হইতেছে । ইহাতে পরব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত

কর্তৃত্বং নিমিত্ত কারণেষেব কুলাদিবু দৃষ্টং অনেক কারণকপূৰ্ণিকা চ  
ক্রিয়াফলসিদ্ধির্লোকে দৃষ্টা । স চ গ্রাম আদিকর্তব্যপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্ ।  
ঈশ্বরহগ্রসিদ্ধেচ্চ ঈশ্বররাগাং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্ত কারণত্বমেব  
কেবলং প্রতীয়তে তদ্বৎ পরমেশ্বরত্বাপি নিমিত্ত কারণত্বমেব যুক্তঃ প্রতী-  
পত্তুম্ । ~~কৰ্ম্ম~~ক্ৰোধঃ জগৎসাবয়বগচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে কারণেনাপি তত্ত্ব  
তাদৃশে নৈব ভবিতব্যম্ । কার্য্য কারণয়োঃ সাক্ষ্যপাদর্শনাৎ ব্রহ্ম চ নৈব  
লক্ষণমবগম্যতে । ‘নিকলঃ নিক্রিয়ঃ শাস্তঃ নিরবদ্যঃ’ ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ ।  
পারিশেযাদ্ব ক্রণেইচ্ছাউপাদান কারণমশুদ্ধাদিশুদ্ধকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যু-  
পগন্তব্যং ব্রহ্ম কারণত্বশ্রুতেনির্মিত্তত্বমাত্রৈ পর্য্যবসানাদিতি এবং প্রাপ্ত  
ক্রমঃ । প্রকৃতিশ্চ উপাদান কারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্ত কারণঞ্চ ন  
কেবলং নিমিত্ত কারণমেব কস্মাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাভ্যুপারোধানং এবং হি  
প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ শ্রোতৌ নোপরুধ্যতে । প্রতিজ্ঞা তাবৎ “উত

কারণ বলিয়াই জানা যাইতেছে, যেহেতু ইচ্ছাপূৰ্ণকই কর্তৃত্ব শ্রবণ আছে;  
সুতরাং ইচ্ছা হইলেই ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন, ইহা জানা যায় । শ্রুতিতে লিখিত  
আছে যে, তিনি প্রথমত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অনন্তর প্রাণ  
সৃষ্টি করেন । কুন্তকারাদিতে ইচ্ছাপূৰ্ণক নিমিত্ত কারণতা দেখা যায় ।  
লৌকিকে সকল কার্গেরই পূর্বে অনেক কারণ দৃষ্ট আছে, এই নিয়ম আদি  
কর্তৃত্বই যুক্ত হয় । এইরূপ হইলেই ঈশ্বরহগ্রসিদ্ধি হয় । যেমন রাজবৈব-  
স্বতাদি ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণই প্রতীতি হয় । সেইরূপ পরমেশ্বরেরও  
নিমিত্ত কারণতাই যুক্ত হইতেছে । পরন্তু কার্য্যভূত এই জগৎকে সাবয়ব  
অচেতন ও প্রাণবান্ দেখা যায়, অতএব ইহার কাবণও সেইরূপ, অর্থাৎ  
সাবয়ব, অচেতন ও প্রাণবান্ হওয়া উচিত, যেহেতু কার্য্য ও কারণ, এই  
উভয়ের সমানরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মসাবয়ব, অচেতন ও প্রাণবান্ নহে ।  
যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম নিকল, নিক্রিয়, শাস্ত, অনিন্দনীয় ও নিরঞ্জন বলিয়া  
উক্ত আছে; সুতরাং ব্রহ্মের অস্ত্র যে উপাদান কারণ, তাহা অশুদ্ধিগুণ-  
যুক্ত, কিন্তু উহা স্মৃতিপ্রসিদ্ধ বিধায়ই স্বীকার করিতে হয় । আর ব্রহ্মই  
জগতের কারণ, এইরূপ যে শ্রুতিতে উক্ত আছে, তাহাও নিমিত্ত কারণ

তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতামতং মতমবিজ্ঞাতং  
বিজ্ঞাতং" ইতি তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সৰ্বমজ্ঞদবিজ্ঞাতমপি বিজ্ঞাতং  
ভবতীতি প্রতীয়তে তজ্জোপাদানকারণবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি  
উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্ত নিমিত্তকারণদব্যতিরেকস্ত কার্য্যস্ত  
নাস্তি লোকে তদ্বৎ প্রাসাদব্যতিরেকদৰ্শনাৎ । দৃষ্টান্তোহপি 'যথা সৌম্ভ-  
কেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্বং মৃগয়ঃ বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ধাচারস্তণঃ বিকারো নাম-  
ধেয়ং সত্যং' ইত্যুপাদানকারণগোচর এবাম্মায়তে তথৈকেন লৌহমণিনা  
সৰ্বং লৌহময়ং বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ধেকেন নথনিকৃন্তনেন সৰ্বং কার্য্যায়সং  
বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ধিতি চ । তথাহ্যত্রাপি "কশ্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্বমিদং  
বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি প্রতিজ্ঞা যথা "পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তীতি"  
দৃষ্টান্তঃ তথা 'আগ্নিনি খবরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সৰ্বং বিদী-  
তম্' ইতি প্রতিজ্ঞা "স যথা হৃন্দুভেইন্দ্রমানস স বাহান্ শবান্ শকুয়াং

বলিয়া জানিবে । এইরূপ অবস্থাতে বলা যায় যে, ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত-  
কারণ নহে, আত্মাকে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিবে,  
যেহেতু প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ নাই, এইরূপ হইলেই শ্রুতাত্ত  
প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষা হয় । ইহাই প্রতিজ্ঞা যে, সেই আদেশে অশ্রুত  
শ্রুত এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, ইহাতে একের বিজ্ঞানেই অবিজ্ঞাত  
সকলের বিজ্ঞান হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহাতেও উপাদান  
কারণের বিজ্ঞানেই সৰ্ববিজ্ঞান সম্ভব হয়, উপাদান কারণ ব্যতিরেকে  
কার্য্যের সম্ভব হয় না এবং নিমিত্ত কারণ ব্যতিরেকেও কার্য্য হইতে  
পারে না, লোকেও প্রাসাদ ব্যতিরেকে স্থপতি দৰ্শন আছে । দৃষ্টান্ত এই  
যে, যেমন এক মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞানেই সৰ্ব মৃত্তিকার পরিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ  
ঘটাদি সকলই মৃত্তিকা, উহার ঘটাদি নাম কেবল বাক্য মাত্র, উহার  
বিকার, বাস্তবিক সকলই মৃত্তিকা, ইহাই সত্য, এইস্থলে মৃত্তিকাকে উপা-  
দান কারণ বলিয়া জানা যায়, আর এক লৌহমণির বিজ্ঞান হইলেই সকল  
লৌহের বিজ্ঞান হইয়া থাকে । এইরূপ অজ্ঞ স্থলেও জানিবে । কাহাকে  
জানিলে সৰ্ব পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, ইহাই প্রতিজ্ঞা, আর যেমন পৃথিবীতে

গ্রহণায় হ্রদুভেষু গ্রহণেন হ্রদুভ্যাং তস্য বা শব্দো গৃহীত” ইতি দৃষ্টান্তঃ ।  
 এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তঃ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ প্রকৃতিত্বসাধনৌ প্রত্য-  
 তবৌ । ‘যতঃ’ ইত্যয়মপি পক্ষমী “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”  
 ইত্যত্র জনিকর্তৃঃ প্রকৃতিরিত্তি বিশেষশ্রবণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে  
 দ্রষ্টব্যো নিমিত্তঅধিষ্ঠাত্ত্বাত্তরাভাবাদধিগন্তব্যাং । যথা হি লোকে মৃৎস্ব-  
 র্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলালস্ববর্ণকারাদীনাদিষ্ঠাতুনপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে নৈব  
 ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্ত্বতোহিষ্ঠোহিষ্ঠাতাপেক্ষ্যাহস্তি প্রাপ্তংপত্তেবেক-  
 মেবাধিতীয়মিত্যবধাবণাৎ অধিষ্ঠাত্ত্বতরাভাবোহপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্ত-  
 পরোধাদেবোদিতো বেদিতব্যঃ । অধিষ্ঠাতরি হুপাদানাদন্ত্রস্মিগভূপগম্য-  
 মানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সৰ্গবিজ্ঞানস্তাসম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপবোধ

ঔষধি প্রভৃতি জন্মে, ইহাই দৃষ্টান্ত । আর আগ্নার দর্শন, শ্রবণ ও বিজ্ঞান  
 হইলেই সকল জানা যায়, ইহাও প্রতিজ্ঞা । যেমন হ্রদুভিতে আগ্নাত  
 করিলে প্রবল শব্দ হয়, তখন আর বাহশব্দ গ্রহণ করা যায় না, কেবল  
 সেই হ্রদুভিশব্দই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্টান্ত । এইরূপ প্রতি  
 বেদান্তেই যথাসম্ভব প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে, ইহা প্রকৃতিত্বসাধন বলিয়া  
 জানা যায় । আর যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে, এই স্থলে  
 জনধাতুর যে কৰ্ত্তা, তাহাই প্রকৃতি, এইরূপ বিশেষ শ্রবণ আছে, আর  
 ব্রহ্ম যে নিমিত্ত কারণ বলিয়া উক্ত আছে, তাহাও ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠাতা  
 বিধায় উপপন্ন হইতেছে । যেমন লোকে ঘট ও কুণাদির প্রতি মৃত্তিকা ও  
 স্রবণের উপাদান কারণত্ব ও কুন্তকার এবং স্বর্ণকার অধিষ্ঠাতা বিধায় তাহা  
 দিগের নিমিত্ত কারণত্ব, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া নিমিত্ত  
 কারণ হইতেছেন । বাস্তবিক উপাদান কারণস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য অধি-  
 ঠাতা নাই, আর উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র স্রষ্টারই ছিলেন, এইরূপ অব-  
 ধারণ আছে, অধিষ্ঠাতার অন্তর্ভাবেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ হয়  
 না, ইহা জানা যায় । উপাদান কারণ ভিন্ন অন্য অধিষ্ঠাতা স্বীকার করিলে,  
 একের বিজ্ঞানে সৰ্গ বিজ্ঞান হয়, ইহা সম্ভব হয় না ; সুতরাং প্রতিজ্ঞা ও  
 দৃষ্টান্তের উপরোধ হয়, অতএব অধিষ্ঠাতার অন্তর্ভাবেই আগ্নার কর্তৃক

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্মানান্ ॥ ২৫ ॥

এব শ্রুত্ব তস্মাদধিষ্ঠাত্তুরাভাবাদাশ্বনঃ কর্তৃত্বমুপাদানানন্তরাভাবাচ্চ  
প্রকৃতিত্বম্ । কৃতশ্চাশ্বনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে ॥ ২৩ ॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চাশ্বনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গময়তি 'সৌহক্যময়ত বহু  
শ্রুত্ব প্রজ্ঞায়েম' ইতি 'তদৈক্ষত বহু শ্রুত্ব প্রজ্ঞায়েম' ইতি চ । তত্রাভি-  
ধানপূর্লিকার্যাঃ স্বাতন্ত্র্যাবৃত্তেঃ কণ্ঠেতি গমাতে । বহু শ্রুতিমিতি প্রত্য-  
শ্রুত্ববিষয়ত্বাৎ বহুভবনাবিধানশ্চ প্রকৃতিরিত্যপি গমাতে ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতিত্বশ্রুতিমভূচ্চয়ঃ ইত্যুচ্য প্রকৃতিব্রহ্ম যৎ কারণং সাক্ষাদ্বুদ্ধৈব  
কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়প্রভবাবাম্বায়েতে 'সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতা-  
স্তাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশঃ প্রত্যন্তঃ যন্তি' ইতি । যদ্বি যস্মান্

এব উপাদান কারণান্তর্ভাবে প্রকৃতিত্ব হয়, তবে কিরূপে আশ্বার কর্তৃত্ব  
ও প্রকৃতিত্ব হইতে পারে । ২৩ ॥

ইতিপূর্বে যে আশ্বার সৃষ্টি সঙ্কল্পের উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহা-  
তই কর্তৃত্ব ও প্রকৃতিত্ব জানা যায়, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তিনি  
এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত বহুধা হইব,  
হাতেই তিনি যে সৃষ্টি সঙ্কল্পপূর্বক স্বাতন্ত্র্যবৃত্তির কর্তা, তাহা জানা যাই-  
তেছে । আর "আমি বহুধা হইব" ইহা দ্বারা প্রত্যগাশ্বারই বহুরূপধারণের  
সঙ্কল্প হইয়াছিল ; সুতরাং উক্ত সঙ্কল্পের প্রকৃতিও পরমাত্মা ইহাই প্রতীয়-  
মান হইতেছে । ২৪ ॥

পরমাত্মার যে প্রকৃতিত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ দর্শাইতেছেন,  
যেহেতু ব্রহ্মকেই সাক্ষাৎ কারণরূপে গ্রহণ করিয়া জগতের উৎপত্তি ও  
ধ্বংস হইতেছে । অতএব ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে ।  
শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সকল ভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং  
পাক্ষেই লয় পাইয়া থাকে । আর যাহা হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি হয়

আত্মকূতে: পরিণামাং ॥ ২৬ ॥

প্রভবতি যস্মিন্চ প্রলীয়তে তৎ ততোপাদানং প্রসিদ্ধং যথা ব্রীহি-  
বাদীনাং পৃথিবী । সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরায়ুপাদানং সূচয়ত্যাশা-  
দেবেতি । প্রত্যস্তময়ং নোপাদানাদন্ত্র্য কার্যন্ত দৃষ্টে: ॥ ২৫ ॥

ইতচ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম স্বংকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং 'তদাত্মানং স্বয়মকূত'  
ইতি আত্মনঃ কৰ্ম্মভঃ কৰ্ত্তৃভঃ চ'দর্শয়তি "আত্মানমিতি কৰ্ম্মভঃ স্বয়মকূ-  
তেতি কৰ্ত্তৃভম্ । কথং পুনঃ পূৰ্ণসিদ্ধন্ত সতঃ কৰ্ত্তৃভেন ব্যবস্থিতন্ত ক্রিয়-  
মাণভঃ শক্যং সম্পাদয়িতুং পরিণামাদিতি ক্রমঃ পূৰ্ণসিদ্ধোহপি হি সমায়া  
বিশেষণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাত্মানমিতি । বিকারাত্মনা চ পরি-  
ণামো মৃদাদায়া প্রকৃতিষূলকঃ স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরান-  
পেক্ষমপি প্রতীয়তে । পরিণামাদিতি বা পৃথক্স্থত্রং তষ্টৈবোধঃ ।

এবং যাহাতে যে বস্তু লয় পায়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান, ইহা প্রদিক  
আছে । যেমন ধাত্বাদি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীতেই লয়  
পায়, সূত্রাং পৃথিবীই ধাত্বাদির উপাদান, সেইরূপ এইজগৎ পরমায়া  
হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরমায়াতেই লীন হয়, অতএব সেই ব্রহ্মই  
জগতের উপাদান । বিশেষত উপাদান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেই কার্যের  
অন্ত হয় না ; সূত্রাং ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, ইহা উপপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি তদ্বিময়ে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্ম  
প্রক্রিয়াতে, অর্থাৎ "তিনিই স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন" এই শ্রুতি  
প্রতিপাদিত ব্রহ্মকারণে ব্রহ্মই কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্ম ইহা প্রতীয়মাণ হয় ।  
"আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন" এই বাক্যের "আত্মাকে" এই পদে কৰ্ম্ম  
এবং "সৃষ্টি করিয়াছেন" এই পদে কৰ্ত্তৃ জ্ঞান যায় । এইক্ষণ প্রশ্ন  
হইতেছে যে, যিনি পূৰ্ণসিদ্ধ, সংস্করণ এবং কৰ্ত্তা বলিয়া ব্যবহৃত  
আছেন, তাহার কৰ্ম্ম কিসে সম্ভবিত্তে পারে ? ইহাতে বলা যাইতে  
পারে যে, আত্মা পূৰ্ণসিদ্ধ সংস্করণ হইলেও বিশেষ প্রকার আপনাকে  
বিকারীরূপে পরিণামিত করেন, এই বিকারাত্মক পরিণাম সৃষ্টিকাদিতে

## যোনিঃ চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

ইতঃ প্রকৃতিব্রহ্ম যং কারণং ব্রহ্মণ এব বিকারান্মনাসং পরিণামঃ সামা-  
নাদিকরণ্যোনামায়তে 'সক্ ত্যচ্চাভবস্নিকৃৎকানিকৃৎ চ' ইত্যাদি-  
নেতি ॥ ২৬ ॥

ইতঃ প্রকৃতিব্রহ্ম যং কারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি পঠ্যতে বেদান্তে  
"কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" ইতি "যন্তু তযোনিং পরিপশুস্তি ধীরঃ"  
ইতি চ। যোনিশব্দঃ প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে পৃথিবী যোনি-  
রৌষধিবনস্পতীনামিতি। স্ত্রীযোনেরপ্যন্ত্যোবাবস্বদ্বারেন গর্ভঃ প্রতুপা-  
নানকারণত্বম্। কচিং স্থানবচনোহপি যোনিশব্দো দৃষ্টঃ "যোনিস্তে ইজ্র  
নিষদে অকারি" ইতি। বাক্যশেষাৎ তত্র প্রকৃতিবচনতা পবিগৃহ্যতে  
"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহতে চ" ইত্যেবংজাতীয়কাং। তদেবং প্রকৃ-

উপলব্ধ হয়, পরন্তু তিনি কোন নিমিত্তান্তর অপেক্ষা করেন না, ইহাই  
প্রতীতি হইতেছে। মতান্তরে "পরিণামাৎ" এই একটা পৃথক্ সূত্র, তাহার  
অর্থ এই যে, যেহেতু ব্রহ্মেরই বিকারাত্মক পরিণাম হয়, অতএব ব্রহ্মই  
প্রকৃতি বলিয়া কথিত আছে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি, তদ্বিষয়ে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্মই  
যোনি, এইরূপ পণ্ডিত আছে, অতএব ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।  
বেদান্ত প্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের কর্তা, ঈশ্বর, পুরুষ এবং  
যোনি, আর লিখিত আছে যে, পণ্ডিতগণ ভূতযোনিকে দর্শন করেন।  
এই সকল স্থলে যোনিশব্দে প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। যেমন লোকে পৃথি-  
বীই ওষধিবনস্পতিনিগের যোনি, সেইরূপ ব্রহ্ম জগতের যোনি। আর  
অবয়ব দ্বারাই গর্ভের অতি স্ত্রীযোনির উপাদান কারণত্ব আছে। কোন  
কোন স্থলে স্থানবাচী যোনিশব্দ দৃষ্ট আছে। "যোনিস্তে ইজ্র নিষদে  
অকারি" এই স্থলে যোনিশব্দে স্থানার্থ দেখা যায়, অর্থাৎ হে ইজ্র নিষদ-  
পেশে তোমার স্থান করা হইয়াছে, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। এইরূপ  
পরিণামবশত পূর্বোক্ত যোনিশব্দের স্থানার্থ গ্রহণ করিতে হয়। যেমন



এতেন সৰ্ব্বৈ বাখ্যাতা বাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়শ্চ চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

তিবং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্ । যৎপুনরিত্যুক্তং দ্বৈতাপূর্ণক কৰ্তৃত্বং নিমিত্ত-  
 কারণেণৈব কৃলাদিষু লোকে দৃষ্টং নোপাদানেষিত্যাদি তৎপ্রত্যাচ্যতে  
 ন লোকবদিহ ভবিতব্যং ন হযমমুমানগম্যোর্থঃ শব্দগম্যত্বাহিত্যর্থঃ  
 যথাশব্দামহ ভবিতব্যং শব্দশ্চেচ্ছিত্তুরীশ্বরশ্চ প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যো-  
 চান পুনশ্চ তৎ সৰ্ব্বং বিস্তবেণ প্রতিবক্ষ্যামঃ ॥ ২৭ ॥

দ্বৈতভেদাংশদমিত্যারভ্য অপানকারণবাদঃ সূত্রেণৈব পুনঃ পুনরাধা-  
 নিরাকৃতঃ তত্ত্ব হি পক্ষস্তোপোদলকানি কানিচিনিপাতাণানি বেদান্তে-  
 পাতেন মন্দমতীন প্রতিভাস্তীতি । স চ কাণ্যকারণানন্তাহুপগম্য  
 প্রত্যাসমো বেদান্তবাদশ্চ দেবলপ্রভৃতিশ্চৈকৈক্যম্বজ্ঞকারৈঃ স্বগৃহে-

উর্ণনাভি হুত্র সৃষ্টি করে ও গ্রহণ করে, সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন  
 ও সংহার করেন । পরন্তু ব্রহ্মই যে প্রকৃতি ইহা অসিদ্ধ আছে । আর যে  
 উক্ত হইয়াছে, ইচ্ছাপূর্ণকই কৰ্তৃত্ব, এই লোকে যেমন কুন্তকারদিগা  
 ঘটাদির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের নিমিত্তকারণ, উপাদান  
 কারণ নহে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, এই স্থলে লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা  
 যায় না এবং উহা অমুমানগম্য নহে, শব্দগম্য অর্থের যে রূপ ঐত ব্যক্ত  
 তাহাই গ্রহণ করিতে হয়, বাস্তবিক শব্দে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে  
 ব্রহ্মই প্রকৃতি । এই বিষয় পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে ॥ ২৭ ॥

“দ্বৈতভেদাংশদঃ” এই হুত্র হইতে প্রতিহুত্রেই প্রকৃতির কারণে  
 পুনঃ পুনঃ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করা হইয়াছে । মন্দবুদ্ধিরা এই  
 পক্ষ সমর্থনের গোষক কতিপয় হেতু প্রদর্শন করে, কিন্তু কাণ্য কারণের  
 অনন্তদ স্বীকারহেতু দেবলপ্রভৃতি কোন কোন ধর্মহুত্রকার আপন।

দ্বাপ্রতিঃ তেন তং প্রতিষেধে এব যদ্বোহতীব কৃতো নাশাদিকারণবাদ-  
প্রতিষেধে । তেহপি তু ব্রহ্ম কারণবাদপক্ষস্ত প্রতিপক্ষহাং প্রতিষেদ্ধব্যাঃ  
তেষামপ্যুপোদ্বলকং বৈদিকং কিক্লিন্নিগ্ধমাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভায়া-  
দিতি অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণত্বায়েনাতিদিশতি এতেন প্রধানকারণবাদ-  
প্রতিষেধচ্যায়কলাপেন সর্বেহৃণাদিকারণবাদা অপি প্রতিষিদ্ধতয়া  
ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ । তেষামপি প্রধানবদশব্দদ্ব্যাজ্ঞবিরোধিত্বাচ্ছেতি ।  
ব্যাখ্যাতা ইতি পদাভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকগীমাংসাভাষ্যে শ্রীমদগোবিন্দপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছর-  
ভগবৎপাদকৃতৌ প্রথমোধ্যায়স্ত চতুর্থ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

আপন গ্রন্থে উক্তমত সংস্থাপন করিয়াছেন । অতএব উক্ত মতের প্রতি-  
ষেধেই যত্ন করা উচিত, হুস্ম কারণবাদের প্রতিষেধে যত্ন করা উচিত  
নহে, এই সকলই ব্রহ্ম কারণবাদেব প্রতিপক্ষ ; সুতরাং উহাদিগেরই  
প্রতিষেধ করা কর্তব্য । পরন্তু পূর্বোক্তমতের গোষক যে বেদোক্তহেতু  
মন্দমতিরী স্বীকার করে, তাহাতেই প্রধান কারণবাদ নিরস্ত হইয়াছে ।  
আর এই প্রধান কারণবাদের প্রতিষেধেই সর্বপ্রকার হুস্ম কারণবাদ প্রতি-  
ষিদ্ধ, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যেহেতু তাহাদিগেরও প্রধানের তায়  
অশব্দবিরোধিত্ব আছে । অধ্যায়সমাপ্তির শেষবাক্যের দ্বিকল্পের নিয়ম  
আছে, অতএব ভগবান্ প্রথমোধ্যায়ের শেষস্থত্রেব শেষবাক্য, অর্থাৎ  
“ব্যাখ্যাতা” এই পদ বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ইতি চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

— ০০ —

স্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেম্মাত্মস্বত্যানবকাশ-  
দোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

প্রথমেধ্যায়ে সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং মৃৎসুবর্ণাদয়  
ইব ঘটকচকাদীনাং উৎপন্নস্ত জগতো নিরন্তরং হেন স্থিতিকারণং মায়ায়াঃ  
প্রসারিতস্ত জগতঃ পুনঃ স্বায়ত্ত্বোপগংহারকারণমবনিরিব চতুর্বিধস্ত  
ভূতগ্রামস্ত স এব চ সৰ্ব্বেষাং ন আশ্বেত্যেতদ্বাদান্তবাক্যসমম্বয়প্রতিপাদ-  
নেন প্রতিপাদিতং প্রধানাদিবাদাংশক্লেবেন নিরাকৃত্যতঃ । ইদানীং  
স্বপক্ষে স্মৃতিস্তায়বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাঞ্চ স্মার্যভাসোপবৃ-  
হি-

প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জগতের উৎ-  
পত্তির কারণ । যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণ ইহারা ঘট ও কুণ্ডলাদিব কারণ  
সেইরূপ পরমাত্মাই উৎপন্ন জগতের কারণ, অর্থাৎ তিনিই জগতের  
নিয়ন্তা বিধায় তাঁহাকেই জগতের স্থিতিকারণ বলিয়া জানা যায় । যেমন  
মায়াবীরা নানা প্রকার মায়া প্রদর্শনপূর্বক অন্তত ব্যাপার দর্শাইয়া দেই  
সকল পুনর্বার আপনিই সংহার করে, সেইরূপ পরমাত্মা একবার এই  
জগৎ প্রসারিত করিয়া পুনর্বার আপনাতেই সংহার করিয়া থাকেন,  
অতএব তিনিই জগৎকারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন । যেমন এই  
পৃথিবী চতুর্বিধ ভূতের আশ্রয়, সেইরূপ পরমাত্মাও জগতের আশ্রয় । তিনি  
আমাদিগের সকলের আত্মা, ইহাই বেদান্ত বাক্যসমম্বয়ের প্রতিপাদন  
দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর অশক্য হেতু প্রধানাদিবাদও নিরা-  
কৃত হইয়াছে । এইক্ষণ স্বীয়পক্ষে স্মৃতি স্মায়বিরোধ পরিহার, প্রধান

তৎ প্রতি বেদান্তঃ সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিনীতত্বমিত্যন্তার্গজাতস্ত প্রতি-  
পাদনায় দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভ্যতে । তত্র প্রথমং তাবং স্মৃতিবিরোধ  
মুপগত্য পরিহরতি যদ্বক্তৃং ব্রহ্মৈব সর্বজ্ঞং জগতঃ কারণমিতি তদবুক্তং ।  
কুতঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ । স্মৃতিঃ তদ্ব্যখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্ট-  
পরিগৃহীতা অস্তাঃ তদমুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ এবং সত্যনবকাশাঃ প্রসজ্যেয়-  
তান্ন হচেতনং অধানং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণমুপনিবধ্যতে মন্বাদিস্মৃত-  
স্তাবচ্ছোদনালক্ষেণেনাগ্নিহোত্ৰাদিনা ধর্মজাতেনাপেক্ষিতমর্থঃ সমর্পয়ন্ত্যঃ  
নাবকাশা ভবন্তি অস্ত বর্ণস্ত্যগ্নিন্ কালেহেনেন বিধানেনোপনয়নমীদৃশ-চা-  
চার ইৎ বেদাধ্যয়নমিৎ সমাবর্তনমিৎ সহধর্মচারিণীসংযোগ ইতি তথা  
পুরুষার্থাঃ চতুর্লক্ষাশ্রমধর্ম্যান্ নানাবিধান্ বিদধতি নৈবং কাপিলাদিস্মৃতি-  
নামস্মৃষ্টেয়ৈ বিষয়েহবকাশোহস্তি মোক্ষসাধনমেব হি সম্যগদর্শনমধিকৃত্য  
তাঃ প্রণীতাঃ যদি তদ্ব্যাপ্যনবকাশাঃ স্যাঃ আনর্থক্যমেবাসাং প্রসজ্যেত

কারণবাদের ত্রায়াভাসমূলকত্ব এবং প্রতি বেদান্তেই সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ার  
অনিদ্বন্দ্বীয়ত্ব আছে, এই সকল অর্থের প্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ের  
আরম্ভ হইতেছে । প্রথমত স্মৃতিবিরোধ উল্লেখ করিয়া তাহার পরিহার  
করিতেছেন । ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, এইরূপ যে উক্ত  
হইয়াছে, তাহা যুক্ত নহে, যেহেতু স্মৃতির অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ হয়,  
তদ্ব্যখ্য স্মৃতিই পরমর্ষি প্রণীত এবং তাহাই শিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়া-  
ছেন, অস্তাঃ স্মৃতি সেই তদ্ব্যখ্য স্মৃতির অমুযায়ী, স্মৃতরাং স্মৃতিরই  
অনবকাশপ্রসঙ্গ হইতেছে, ঐ সকল স্মৃতিতে অচেতন প্রকৃতিই জগ-  
তের কারণ, তাহা নিবন্ধ আছে । মন্বাদি স্মৃতিতে অগ্নিহোত্ৰাদি ধর্ম  
কথিত আছে ; স্মৃতরাং তাহার অবকাশও আছে, পুরুষ এই বর্ণের এই  
কালে যথাবিধি উপনয়ন, এইরূপ আচার, এইরূপ বেদাধ্যয়ন, এইরূপ  
সমাবর্তন, এইরূপ ধর্মপত্নীর সহবাস, আর চতুর্লক্ষ বিহিত আশ্রমধর্ম  
ও নানাবিধ পুরুষার্থ, এই সকলই স্মৃতিতে বর্ণিত আছে, অতএব ঐ  
মন্বাদিস্মৃতির অবকাশ দেখা যায়, কিন্তু কাপিলাদিস্মৃতির অমুষ্ঠের  
বিষয়ে অবকাশ নাই । সম্যক দর্শন দ্বারা মোক্ষ সাধন অধিকার কর-

তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ । কথং পুনঃ দৈক্ষত্যানিভ্যো  
হেতুভো ব্রহ্মৈব সৰ্ব্বজ্ঞঃ জগতঃ কারণমিত্যবধারিতঃ ঐত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকা-  
শদৌষপ্রসঙ্গেন পুনরাক্ষিপাতে । ভবেদয়মনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞানাং পূ-  
তনুপ্রজ্ঞাস্ত প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ ঐত্যর্থমবধারয়িতুমশক্যবস্তুঃ প্রখ্যাত-  
প্রণেতৃকামু স্মৃতিবলধ্বেরন্ তদ্বলেন চ ঐত্যর্থং প্রতিপিত্বসেবন্ । অস্ব-  
কৃতে চ ব্যাখ্যানেন ন বিশ্বস্যার্কহুমানাং স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু । কপিলপ্রভৃ-  
নাক্ষাৰ্হঃ জ্ঞানমপ্রতিহতং অধ্যাত্মে ঐতিশ্চ ভবতি "ঋষিঃ প্রহৃতং কপিলঃ  
বস্তুমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভক্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" ইতি । তস্মান্নৈষাং মতমত্যাগং  
শক্যং সম্ভাবয়িতুং তর্কানষ্টেন চ তেহর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি তস্মাদপি স্মৃতি-  
বলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া ইতি পুনরাক্ষেপঃ তত্ত্ব সমাধিনীতস্মৃত্যনবকাশ-  
দৌষপ্রসঙ্গাদিতি । যদি স্মৃত্যনবকাশদৌষপ্রসঙ্গেনৈব কারণবাদ আক্ষি-

য়াই ঐ সকল কপিলাদি স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, যদি উহাদিগেরও অনব-  
কাশ হয়, তাহা হইলে এই সকল স্মৃতির অসার্থকতা হইয়া উঠে, অতএব  
অবিরোধেই বেদান্ত ব্যাখ্যাত হয়, তবে কিরূপে দর্শনাদি হেতুতে সৰ্ব্বজ্ঞ  
ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা অবধারিত হইতে পারে ? বাস্তবিক স্মৃতিব  
অনবকাশপ্রসঙ্গে ঐত্যর্থও দোষারোপ হয় । ইহাই অনবকাশদে, জন  
সকল প্রায়ই পরতন্ত্র, তাহারা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞাদিগের নিকট স্বাতন্ত্র্যরূপে  
ঐত্যর্থ অবধারণ করিতে পারে না ; সুতরাং তাহারা ব্যাখ্যাতার্থেব  
প্রণেতৃ স্মৃতিবচন অবলম্বন করিয়া থাকে এবং সেই বলেই ঐত্যর্থ প্রতি-  
পাদন করে । আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে যাহা বা বিশ্বাস  
করেন, তাঁহারা তাহাই বহুজ্ঞান করিয়া স্মৃতিপ্রণেতাদিগের প্রতি-  
বিশ্বাস করেন না এবং কপিল প্রভৃতির যে আৰ্যজ্ঞান তাহাও প্রতিহত  
বলিয়া জানা যায় । ঐতিহ্যে লিখিত আছে যে, কপিল ঋষিকে প্রণব  
করিবেন এবং তিনিই পরে জ্ঞানদ্বারা সকল পূর্ণ করিবেন, আর সেই  
জায়মান ঋষিকে দর্শন করিবেন । অতএব ইহাদিগের মত অসমর্থ বলিয়া  
প্রতিপাদন করা যায় না এবং তর্কবলেই তাহারা সেই অর্থ স্থাপন করিতে  
পারে ; সুতরাং স্মৃতিবলেই বেদান্ত ব্যাখ্যাত হয়, ইহাই পুনরাও আক্ষেপ

প্যোতৈবমপ্যাত্মা দ্বৈত্বকারণবাদিভ্যঃ স্মৃতয়োহিনবকাশাঃ প্রসজ্যেতু ত্বে  
উদাহরিষ্যামঃ । ‘যৎ তৎ স্মৃতিবিজ্ঞেয়ং’ ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য সহস্ররাস্মা  
ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞেচিতি কথ্যত ইতি চোক্তা “তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং  
দ্বিজসত্ত্বম” ইত্যাহ । তথাশ্রুতাপি “অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্ম নিগুণে সম্প্র-  
লীয়তে” ইত্যাহ । “অতঃ চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সৰ্বসিদ্ধিং  
পূৰ্ণাং । স সৰ্গকালে চ কৰোতি সৰ্গং সংহারকালে চ তদতি ভূয়ঃ” ।  
ইতি পুরাণে ভগবদগীতাসু চ “অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা”  
ইতি পরমাত্মানমেব চ প্রকৃত্যাপস্তম্বঃ পঠতি “তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি  
সৰ্গে স মূলং শাস্তিকঃ সনিত্যঃ” ইতি । এবমনেকশঃ স্মৃতিষপীশ্বরঃ কার-  
ণহেনোপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে । স্মৃতিবলেন প্রত্যবর্ত্তমানশ্চ স্মৃতি-  
বলেনৈবোত্তরং প্রবক্ষ্যামি ইত্যতোহয়মশ্রুত্যানবকাশদোষোপভাসঃ ।

দেখা যায়, আর মায়াতে স্মৃত্যন্বক জগৎ লীন হয়, এইরূপ বলা যায় না,  
তাহা হইলে অতীত স্মৃতির অনবকাশদোষ প্রসঙ্গ হয় । যদিও স্মৃতির  
অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ দ্বৈত্বকারণবাদে আক্ষিপ্ত হয় এবং দ্বৈত্বকারণ-  
প্রতিপাদিকা অতীত স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ “যাহা স্মৃতি  
তাহাই জানিবে” এইরূপে পরব্রহ্মোপলক্ষে “যিনি ভূত সকলের অন্তরাত্মা  
তাহাকেই জানিবে,” এইরূপে আত্মাই কথিত হয়, ইহা উক্ত আছে এবং  
“ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে” ইহা বলিয়াছেন,  
আর অতীতস্থানে লিখিত আছে যে, নিগুণ পুরুষেই প্রকৃতি লয় পায় ।  
পুরাণে লিখিত আছে যে, অতঃপর সংক্ষেপে শ্রবণ কর, যিনি পুরাণ-  
পুরুষ নারায়ণ, তিনিই সৃষ্টিকালে এই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং  
বিনাশকালেও তিনিই জগৎ সংহার করিয়া থাকেন । ভগবদগীতাতে  
লিখিত আছে যে, অৰ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমা হইতেই জগৎ  
তের উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে । আর পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া  
আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, তাহা হইতেই শরীর সকল প্রাদুর্ভূত হয় এবং  
তিনিই সকলের মূল কারণ ও নিত্য । এইরূপে অনেক স্মৃতিতেই পরমেশ্বর  
জগতের কারণ ও উপাদান বলিয়া প্রকাশিত হয় । বাস্তবিক স্মৃতিবলে

দর্শিতম্ অতীন্দ্রিয়কারণবাদং প্রতি তাৎপর্যং বিপ্রতিপত্তৌ চ যুক্তি-  
 নামবশ্যকর্তব্যোহন্তরপরিগ্রহেহন্তরতাপরিত্যাগে চ অত্যমুসারিণ্যঃ  
 স্তৃত্যঃ প্রমাণমনপেক্ষা ইতরাঃ । তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে "নিরোধে জনপেক্ষা  
 স্তাদসতি হুমানানং" ইতি । ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্ প্রতিমন্তরেণ কশ্চিৎপল-  
 ভত ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং নিমিত্তাভাবাৎ শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধা-  
 নামপ্রতিহতজ্ঞানত্বাদিতি চেৎ ন সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ । ধর্ম্মমুঠানা-  
 পেক্ষা হি সিদ্ধিঃ স চ ধর্ম্মশোচনালক্ষণঃ ততশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধায়াশোচনানা-  
 অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেনাতিশক্তিভূৎ শক্যতে সিদ্ধব্যাপাশ্রয়কর-  
 নায়ামপি বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ  
 সত্যং ন স্মৃতিব্যাপাশ্রয়াদত্বং নির্ণয়কারণমসি । পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাপি নাক-  
 স্ম্যং স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ কথঞ্চিৎ কচিতু পক্ষপাতে সতি

যাহার স্থিতি হইতেছে, অর্থাৎ স্মৃতিদ্বারা যে বিরোধ হয়, স্মৃতি দ্বারাই  
 তাহা সমাধান করা যায়, অতএবই অন্ত স্মৃতির অনবকাশ উপলব্ধ হই-  
 যাচ্ছে । পরন্তু প্রতিতেও দ্বৈতকারণবাদের প্রতি তাৎপর্য্য দর্শিত আছে,  
 আর বিপ্রতিপত্তি বিষয়েও অন্তর পরিগ্রহে স্মৃতির অবশ্যকর্তব্যতাতে  
 এবং অন্তর পরিত্যাগেও প্রতির অমুসারী স্মৃতি সকলই প্রমাণরূপে  
 অপেক্ষণীয় নহে । প্রমাণ লক্ষণে উক্ত আছে যে, বিরোধ না থাকিলে  
 অমুমানের অপেক্ষা নাই ; আর প্রতি ব্যতিরেকে কোন অতীন্দ্রিয়বিষয়  
 লাভ করা যায়, ইহাও সমর্থন করা যায় না, যেহেতু তাহাতে কোন  
 নিমিত্ত নাই । আর যদি বল কপিলাদির যে বিজ্ঞান তাহাও অপ্রতিহত  
 বিধায় সমর্থন করা যায়, তাহাও নহে, যেহেতু উহাতে সিদ্ধির সাপেক্ষ  
 আছে, এই স্থলে ধর্ম্মমুঠানাপেক্ষাই সিদ্ধি এবং এই ধর্ম্মও চোদনালক্ষণ  
 জানিবে, অতএব পূর্ব্বসিদ্ধ চোদনালক্ষণ ধর্ম্মের যে অর্থ, তাহাতে পর-  
 সিদ্ধ পুরুষবচনবশে শঙ্কা করা যায় না, যেহেতু সিদ্ধাভাব করনাতেও  
 বহুত্ব আছে, সিদ্ধদিগের প্রদর্শিত প্রকারে স্মৃতিবিরোধ হইলেও প্রত্যা-  
 শ্রয় ভিন্ন অন্ত নির্ণয়কারণ নাই, আর যাহারা পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ তাহাদিগের  
 অকস্মৎ স্মৃতিবিশেষ বিষয়ে পক্ষপাত যুক্ত হয় না, কাহারও কোন বিষয়ে

পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তদ্ব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ তদ্ব্যক্ত্যপি স্মৃতিবিপ্রতিভ্যু-  
পত্তাসেন শ্রুতানুসারানুসারবিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহীয়া ।  
যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্ত জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা ন তথা শ্রুতি-  
বিরুদ্ধমপি কপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্র-  
ত্বাৎ । অতস্ত চ কপিলস্ত সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তসুর্কসুদেবনাম্নঃ স্রবণাৎ  
অন্ত্যর্ধদর্শনস্ত চ প্রাপ্তিরহিতস্তাসাধকত্বাৎ । ভবতি চাত্মা মনোমাহাশ্রয়ঃ  
প্রথাপয়ন্তী শ্রুতিঃ “যদৈ কিল মনুরবদৎ তদ্বৈষজং” ইতি । মনুনা চ  
“সর্গভূতেষু চাত্মানং সর্গভূতানি চাত্মনি । সমং পশুনাশ্চযাজী স্বারাজ্য-  
মধিগচ্ছতি” ॥ ইতিসর্কাস্তদর্শনং প্রশংসতা কপিলং মতং নিন্দ্যত ইতি  
গম্যতে । কপিলো হি ন সর্কাস্তদর্শনমনুসম্মতে আত্মভেদাভূপগমাৎ ।  
নান্যভারেত্বেপি চ “বহবঃপুরুষা ব্রহ্মনুতাহো এক এব তু” ইতি বিচার্য  
“বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মনু সাংখ্যযোগবিচারিণাং” ইতি পরম্পরমুপপত্তস্ত তদ্ব্য-  
বাসেন “বহুনাং পুরুষাণাং হি যথৈক্যং বোদিকচ্যতে । তথা তং পুরুষঃ

পক্ষপাত হইলে পুরুষমতির বৈরূপ্যদ্বারা যথার্থ্যের অব্যবস্থা প্রসঙ্গ হয় ।  
অতএব তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে স্মৃতি বিপ্রতিপত্তির উপপত্তাস দ্বারা  
শ্রুতানুসারে বিবেচনা করিয়া সন্মার্গে প্রজ্ঞা করা কর্তব্য । যে শ্রুতি  
কপিলের বিজ্ঞানাতিশয় প্রদর্শন করে বলিয়া প্রদর্শিত আছে, সেই  
শ্রুতিতেই শ্রুতিবিরুদ্ধ কপিলমতে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না । বাস্তবিক  
কপিলমত সামান্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে, অতঃবে কপিল সগরপুত্র-  
দিগকে দণ্ড করিয়াছিলেন, তাঁহার বান্দেব নামের স্রবণ আছে । মনুর  
মাহাত্ম্য প্রকাশিকা অতঃ শ্রুতি আছে, যথা—মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা  
ঔষধ স্বরূপ । মনু বলিয়াছেন যে, সর্গভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে  
সর্গভূতকে সমান দর্শনকরত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে  
পারে । এইরূপে সকলেই আত্মজ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া কপিলমতের  
নিন্দা করিয়া থাকেন । বাস্তবিক কপিল সর্গপ্রকার আত্মতত্ত্বদর্শন স্বীকার  
করেন না, যেহেতু তাঁহারমতে আত্মভেদ স্বীকার আছে । “পুরুষ বহু  
কৈ এক ?” এইরূপে বিচার করিয়া “যাহারা সাংখ্যযোগের বিচার করে,



বিশ্বমাখ্যাতাসি গুণাধিকম্” ॥ ইতুপক্রম্য “মমাস্তরায়া তব চ যে চাত্তে  
 দেহিসংস্খিতাঃ । সর্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ কেনচিৎ কচিৎ ।  
 বিশ্বমূর্খা বিশ্বভূজো বিশ্বপাদাক্সিনাসিকঃ । একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী  
 যথাস্থম্” ॥ ইতি সর্গাশ্রুতৈব নির্দ্ধারিতা । শ্রুতিশ্চ সর্গাশ্রুত্যাং ভবতি  
 “যস্মিন্ সর্গানি ভূতানি আটম্বাত্ত্বিজ্ঞানতঃ । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক  
 একত্বমুপগতঃ” ॥ ইতি এবম্বিধা । অতশ্চাত্ত্বভেদকল্পনয়াপি কপিলত  
 তন্ত্রঃ বেদবিরুদ্ধত্বং বেদান্তসারিমমুৎসবচনবিরুদ্ধত্বঞ্চ । ন কেবলং স্বতন্ত্র-  
 প্রকৃতিপরিকল্পনম্ভেদেতি সিদ্ধং বেদশ্রুতি হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্য-  
 রবেরিব রূপবিষয়ে পুরুষবচসাস্ত্র মূলান্তরাপেক্ষম্ । স্বার্থে প্রামাণ্যবজ্-  
 ন্ত্যব্যবহিতশ্চেতি বিশ্লেষণঃ তস্মাৎবেদবিরুদ্ধে বিষয়ে অত্যনবকাশ-  
 প্রসঙ্গো ন দোষঃ । কুতশ্চ অত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ ॥ ১ ॥

তাহারাই বহু পুরুষ স্বীকার করিয়া থাকে,” এইরূপ পরপক্ষের উপাধন-  
 পূর্ব্বক তাহার নিরাস করিয়া “যেমন বহুপুরুষের একই যোনি কথিত  
 আছে, সেইরূপ এক পুরুষই বিশ্বময় ও গুণাধিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিব,  
 এই উপক্রমে “যাহাকে দেহী, অর্থাৎ আত্মা বলা যায়, যিনি তোমার ও  
 আমার অন্তরাত্মা তিনিই সকলের সাক্ষীরূপ তাহাকে কেহ কখন  
 গ্রহণ করিতে পারে না, আর এই বিশ্বই তাঁহার মস্তক, বিশ্বই তাঁহার  
 মুখ, বিশ্বই তাঁহার পাদ, বিশ্বই তাঁহার চক্ষু এবং বিশ্বই তাঁহার নাসিকা।  
 তিনি এক হইয়াও সর্ব্বভূতে আপন ইচ্ছামুসারে যথাস্থখে বিচরণ করেন,”  
 এই সকলই আত্মা, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে । আর আত্মাই সর্ব্বময়, এই  
 বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, যাহাতে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছে, সেই আত্মাকে  
 যে জানিতে পারে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাত্মতা দর্শন করে, তাহার শোক  
 মোহ থাকে না । অতএব কপিল আত্মভেদ কল্পনা করেন বলিয়াই  
 তাহার মত বেদবিরুদ্ধ ও বেদান্তসারী মমুৎসবচনবিরুদ্ধ, কেবল স্বতন্ত্র  
 প্রকৃতি কল্পনাধারা ঐ মত সিদ্ধ হইতে পারে না । ষাণ্ডবিক বেদ নির-  
 পেক্ষ, স্বার্থসাধন বিষয়ে তাহারই প্রামাণ্য আছে । পরন্তু যেমন রবির  
 তেজ রূপবিশেষে নানাপ্রকার হয়, সেইরূপ পুরুষশাক্য ও মূলান্তরাপেক্ষ,

ইতরেবাঞ্চানুপলক্ষেঃ ॥ ২ ॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

প্রধানাদিতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি মহদা-  
দীন ন তানি বেদে লোকে চোপলভ্যস্তে ভূতৈজিয়াণি তাবৎ লোক-  
বেদপ্রসিদ্ধাঃ শক্যস্তে স্মৰ্ভুঃ । অলীকবেদপ্রসিদ্ধাত্তু মহদাদীনাং  
বৃষ্টস্তেবেজিয়ার্থস্ত ন স্মৃতিরবকল্পতে । যদপি কচিৎ তৎপরমিব শ্রবণমব-  
ভাসতে তদপ্যতৎপরং ব্যাখ্যাতেঃ আত্মানিকমপ্যেকেষাং ইত্যত্র । কার্য-  
স্মৃতেরপ্রামাণ্যাং কারণস্মৃতেরপ্যপ্রামাণ্যাং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ তন্মাদপি ন  
স্মৃতানবকাশপ্রসঙ্গো দোষঃ । তর্কাবষ্টমস্ত ন বিলক্ষণহানিত্যারভ্যো-  
পাধিয্যতি ॥ ২ ॥

এতেন সাঙ্খ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্ট-

অতএব বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গও দোষ বলিয়া গণ্য হয়  
না; সুতরাং কোনরূপেও এই স্থলেও স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গদোষ  
হইতে পারে না । ১ ॥

প্রকৃতির ইতর মহত্ত্ব প্রভৃতি যে প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া স্মৃতিতে  
কল্পিত আছে, তাহা বেদে কিম্বা লোকে উপলভ্য করা যায় না, পরন্তু  
জুত ও ইন্দ্রিয় সকলই লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে, ইহা বলা যাইতে  
পারে । বাস্তবিক মহত্ত্বাদির কারণতা লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ নাই  
বলিয়াই স্মৃতিতেও তাহা কল্পনা করা যায় না । আর কোন স্থলে যে  
প্রকৃতি পর বলিয়া ভাসমান হয়, তাহাতেও প্রকৃতি পর নহে, ইহাই  
ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং কার্যস্মৃতির অপ্রামাণ্যহেতু কারণ স্মৃতিরও  
অপ্রামাণ্য যুক্ত হয় । ইহাই অভিপ্রায়, অতএব স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গ-  
দোষ হইতে পারে না । আর তর্কদ্বারা যে দোষোদ্ভাবন করা তাহাও  
নিবারিত হইবে ॥ ২ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে সাংখ্যস্মৃতির খণ্ডন দ্বারা যোগ স্মৃতিও খণ্ডিত

ব্যোততিদিশতি তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহ-  
দাদীনি চ কার্য্যাণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্যাস্তে । নন্থেবং সতি সমান-  
ত্বায়ত্বাং পূর্বেগৈবৈতদগতঃ ক্রিমর্থঃ পুনরতিদিশতে অস্তি হ্যাত্মাভাদিকা-  
শব্দা সম্যদর্শনাভ্যুপায়ো হি যোগো বেদে বিহিতঃ “শ্রোতবো মন্তবো  
নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইতি “জিকল্পতং স্থাপ্য সমং শরীরং” ইত্যাদিনা চাস-  
নাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং য়েতাশ্বতরোপনিষদি দৃশতে  
লিঙ্গানি চ বৈদিকানি যোগবিষয়াণি সহস্রশ উপলভ্যাস্তে “তাং যোগমিতি  
মন্তস্তে স্থিরামিচ্ছিয়ধারণাং” ইতি “বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃত্ব” ইতি  
চৈবমাদীনি । যোগশাস্ত্রেহপি “অথ তত্ত্বদর্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ” ইতি  
সম্যদর্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ ইতি সম্যদর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগো-  
হঙ্গীকৃত্যতে অতঃ সম্প্রতিপনাত্বৈকদেশত্বাদষ্টকাদিস্মৃতিবদযোগস্মৃতিরপ্য-

হইয়াছে । সাংখ্যেরা শ্রুতিবিরোধ স্বীকার করিয়া প্রকৃতিই কার্য ও  
মহত্ত্বাদি তাহার কার্য এইরূপে লৌকিকে অপ্রসিদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ কল্পনা  
করিয়া থাকেন । এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সমান অবয়বশত পূর্বেই উক্ত-  
মত নিরস্তু হইয়াছে, তবে পুনর্বার তাহার অতিদেশ কেন ? পরন্তু  
ইহাতে আর অধিক আশঙ্কা এই যে, যে উপায়ে সম্যক দর্শন হয়, তাহাই  
যোগ বলিয়া বেদে কথিত আছে, আর “শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও  
নিদিধ্যাসন করিবে” ইত্যাদিরূপে আসনাদি কল্পনাপুরসরঃ বাহ্যরূপে  
যেতাশ্বতরোপনিষদে যোগবিধান দৃষ্ট আছে এবং যোগবিষয়ে সহস্র সহস্র  
বৈদিকযোগহেতু উপলভ্যকরা যায় । যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে  
স্থিররূপে যে ইচ্ছিয়ধারণ তাহাকে যোগ বলিয়া জানা যায়, এবং যোগ  
বিধিকেই কৃত্ব বিদ্যা বলা যায় । আর তত্ত্বদর্শনের যে উপায় তাহাই  
যোগ, এইরূপে সম্যক দর্শনের কারণকে যোগ বলা যায়, অতএব মন্তব  
দর্শনের উপায়রূপেই যোগ স্বীকৃত হয়, সুতরাং প্রাতিপদ অর্পের এক-  
দেশত্বহেতু অষ্টকাদি স্মৃতিরত্মায় যোগস্মৃতি ও অনিল্লনীয় হইতেছে, অত  
এব পূর্বেও অধিক শব্দা অতিদেশেই নিবৃত্ত হইল, যেহেতু অর্থের এক  
দেশজ্ঞান হইলে যে অত্র অর্থৈকদেশের বিপ্রতিপত্তি হয়, তাহাই পূর্বে

নগবদনীয়া ভবিষ্যতীতি । ইয়মপ্যধিকা শঙ্কাতিদেশেন নিবর্ত্যতে  
অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপ্যর্থৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্বোক্তায়া দর্শনাৎ ।  
সতীত্বপ্যাশ্রয়বিষয়ান্ন বহুবীশ্রুতিষু সাংখ্যযোগস্মৃতেরেব নিরাকরণায়  
যতঃ কৃতঃ সাংখ্যযোগো হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতো  
শ্রীষ্টেষ্ঠ পরিগৃহীতো লিঙ্গেন চ শ্রোতেনোপবৃংহিতো তৎকারণঃ সাংখ্য-  
যোগাভিপন্নঃ জ্ঞানো দেবং মুচ্যতে সর্বপাঠৈরিতি । নিরাকরণস্ত ন সাংখ্য-  
স্মৃতিজ্ঞানেন বেদনিবপেক্ষেণ যোগমার্গেণ বা নিঃশ্রেয়সমধিগম্যত ইতি ।  
শ্রুতির্হি বৈদিকাদাত্মৈকবিজ্ঞানাদত্ননিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি “তমেব  
বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাশ্চঃ পশ্বা বিদ্যাতেহয়নায়” ইতি । দ্বৈতিনো হি  
তে সাংখ্য যোগাশ্চ নাত্মৈকত্বদর্শিনঃ । যতু দর্শনমুক্তং তৎকারণং সাংখ্য-  
যোগাভিপন্নমিতি বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যা-

রীতিতে দেখা যায় । অধ্যায়বিষয়ক বহু বহু শ্রুতি বিদ্যামানে সাংখ্যস্মৃতি  
ও যোগস্মৃতির নিরাকরণে যত্ন করা কর্তব্য । সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতি  
এই উভয়ই পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে এবং ঐ  
কারণেই শ্রীষ্টগণ উক্ত উভয় স্মৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উক্তরূপ  
শ্রোতলিঙ্গেই উক্ত স্মৃতিদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়াছে, অতএবই লিখিত হইয়াছে  
যে, সাংখ্যযোগাভিপন্ন দেবকে জানিয়া সর্ব পাশ হইতে মুক্ত হইতে  
পারে । তবে যে উক্ত মতের নিরাস হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে,  
বেদনিরপেক্ষ সাংখ্যজ্ঞান অথবা সাংখ্যযোগ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না ।  
বৈদিক আত্মবিজ্ঞানভিন্ন অত্র যে মোক্ষসাধন আছে, তাহা শ্রুতিই  
নিবারণ করিয়াছে, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কেবল সেই পরমাত্মাকে  
জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ঐ জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলাভের  
মন্ত্র পশ্চাৎ নাই । সেই সাংখ্যেরা দ্বৈতদাবাদী, তাহাদিগের যোগে ও  
সংস্কারদর্শন হয় না । তবে যে সাংখ্যমত দর্শন বলিয়া উক্ত আছে, তাহার  
কারণ এই যে, সাংখ্যযোগদ্বারা বৈদিক জ্ঞানই হইয়া থাকে, অর্থাৎ  
সাংখ্যযোগশব্দে বৈদিক জ্ঞান ও ধ্যান কথিত হয় । বাস্তবিক সাংখ্য-

## ন বিলক্ষণত্বাদস্য নথাত্ত্বশব্দাৎ ॥ ৪ ॥

মভিলপ্যতে প্রত্যাসত্তেরিত্যবগম্যং যেন স্বংশেন ন নিরুধ্যতে তেনেহ।  
মেব সাধ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বং । তদ্বথাহসঙ্গো হ্রয়ং পুরুষ ইত্যেক-  
মাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্ত বিত্ত্বত্বং নিৰ্ভগপুরুষনিরূপণেন সাধ্যো-  
ন্নত্যপগম্যতে । তথা চ যোগৈরপি “অথ পরিত্রাষ্ট্রি বিবর্ণবাসা মুণ্ডো-  
হপরিগ্রহঃ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রত্যাখ্যাপ্যদেশে-  
নামুগম্যতে । এতেন সৰ্ব্বাণি তর্কস্বরূপাণি প্রতিবক্তব্যানি তাত্ত্বিণি তর্কোপ-  
পত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায়োপকূৰ্ণত্বীতি চেৎ উপকূৰ্ণস্ত নাম তত্ত্বজ্ঞানন্ত  
বেদান্তবাক্যোভ্য এব ভবতি “নাবেদবিদ্বদ্ব্যভূতং তং বৃহত্তং তং হৌপনিষৎ  
পুরুষং পৃচ্ছামি” ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মান্ত জগতো নিমিত্তং কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্ত পক্ষস্তাক্ষেপঃ স্মৃতি-  
নিমিত্তঃ পরিদ্রুতঃ তর্কনিমিত্ত ইদানীমাক্ষেপঃ পরিহ্রীয়তে । কৃতঃ পুন-  
রস্মিরবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তত্বাক্ষেপস্তাবকাশঃ । নহু ধর্ম ইব

মতের যে অংশ বিরুদ্ধ নহে, সেই অংশ গ্রহণ করিয়া সাংখ্যমতকে দর্শন  
বলা যায় । “এই পুরুষ অসঙ্গ” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পুরুষের বিত্ত্বত্বই  
বিজ্ঞানপুরুষনিরূপণে সাংখ্যেরা স্বীকার করেন । যোগেও উক্ত আছে  
যে, জ্ঞাননিপুণ ব্যক্তি সৰ্ব্বত্যাগী, বিবর্ণবাসা, মুণ্ডিতমুণ্ড ও অপরিগ্রহ  
হইয়া থাকিবে । ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রত্যাখ্যানের উপদেশেই সৰ্ব্বনিবৃত্তি  
জানা যায়, ইহাতে সৰ্ব্বপ্রকার তর্কের উত্তর হইল, আর যদি বল, তর্কই  
উপপত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উপকারক হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, তর্ক  
উপপত্তির উপকার কৰক, কিন্তু বেদান্তবাক্যেই তত্ত্বজ্ঞান হয় । শ্রুতিতে  
লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বেদ জানে না, সে কখনও সেই উপনিষৎ  
প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে পারে না । ৩ ॥

ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও প্রকৃতি, এই বিষয়ে যে দোষাশঙ্কা  
হইয়াছিল, স্মৃতিদ্বারা সেই দোষ পরিদ্রুত হইয়াছে, এইজন্য তর্কদ্বারা উক্ত  
দোষাশঙ্কার পরিহার করিতেছেন, । পূর্বে যেরূপ আগমার্থ অবধারিত

ব্রহ্মণ্যাপানপেক্ষ আগমো ভবিতু মৰ্হতি ভবেদয়মবচ্ছন্তো যদি প্রমাণাস্তরা-  
নবগাহ্য আগমমাত্র প্রমেয়োহয়মর্থঃ শ্রাদ্ধমুঠেয়রূপ ইব ধর্মঃ পরিনিম্পন্ন-  
রূপস্ত ব্রহ্মাবগম্যতে । পরিনিম্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণাস্তরাণামন্ত্যবকাশো  
যথা পৃথিব্যাদিশু । যথা চ শ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধে সত্যেকবশেনেতরা  
নীয়ন্তে এবং প্রমাণাস্তরবিরোধেহপি তদ্বশেনৈব শ্রুতিনীয়তে । দৃষ্টসাধর্ম্যেণ  
চাদৃষ্টমর্থং সমর্পয়ন্তী যুক্তিরমুভবস্ত সন্নিহুযাতে বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিরৈতি-  
হ্যমাত্রেন স্বার্থাভিধানাৎ । অমুভবাবসানঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমবিদ্যায়া নিবর্তকং  
মোক্ষসাধনঞ্চ দৃষ্টফলতয়েষাতে । শ্রুতিরপি “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” ইতি  
শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কমপ্যত্রাদর্হব্যং দর্শয়তি অতস্তুর্ক-  
নিমিত্তঃ পুনরাক্ষেপঃ ক্রিয়তে ন বিলক্ষণত্বাদশ্চেতি । যদ্ব্যকং চেতনং

হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপেও তর্কনিমিত্ত দোষাশঙ্কার উত্থাপনই  
হইতে পারে না । তথাপি যদি বল, ধর্মের জ্ঞান ব্রহ্মতে আগম অনপেক্ষ  
হইতেছে, এইক্ষণ ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যদি প্রমাণাস্তরের  
অবগম না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত  
সিদ্ধান্ত আগমমাত্রেরই প্রাণস্বরূপে বিদ্যমান আছে, বাস্তবিক যেমন ধর্ম  
অমুঠেয়রূপ, সেই প্রকার ব্রহ্ম পরিনিম্পন্নরূপ বলিয়া জানা যায় এবং  
পরিনিম্পন্ন বস্তুতে পৃথিব্যাদির জ্ঞান প্রমাণাস্তরের অবকাশ আছে,  
যেমন শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে কান কারণবশতঃ  
কোন কোনটি গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ প্রমাণাস্তর বিবোধ হইলেও  
সেই প্রমাণবলেই শ্রুতি পরিগৃহীত হয় । যে যুক্তি দৃষ্ট সাধর্ম্যদ্বারা অদৃষ্টার্থ  
সাধন করে, তাহাও অমুভবের অমুগত আছে এবং শ্রুতির বহির্ভূত  
হয়, যেহেতু অমুভবমাত্রেরই স্বার্থের কথন হইয়া থাকে । আর ব্রহ্মবিজ্ঞান  
হইলেই অমুভবের অবসান ও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং দৃষ্টফল  
বিধায় ঐ ব্রহ্মবিজ্ঞানকেই মুক্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ।  
“ব্রহ্ম শ্রবণ করিবে, ও ব্রহ্ম মনন করিবে” এই শ্রুতি ও শ্রবণ ব্যতিরেকে  
মনন বিধান করিয়া তর্কই যে আদরণীয় ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, অত-  
বই তর্কনিমিত্ত দোষারোপ হইতে পারে, উহা বিলক্ষণ বিধায় দোষা-

ব্রহ্ম জগতঃ প্রকৃতিরিত্তি তন্নোপপদ্যতে । কস্মাদ্বিলক্ষণত্বাদস্ত বিকারস্ত  
প্রকৃত্য । ইদং হি ব্রহ্মকার্যত্বেনাভিপ্রেরমাণং জগদ্বক্ষ্যবিলক্ষণং অচেতন-  
মশুদ্ধঞ্চ দৃষ্টতু ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধঞ্চ শ্রীয়েতে । ন চ বিলক্ষণে  
প্রকৃতিবিকারভাবো দৃষ্টঃ ন হি কচকাদয়ো বিকারা মৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি  
শরাবাদয়ো বা সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ মৃদৈব তু মৃদম্বিতাঃ বিকারাঃ প্রক্লিষ্টে  
সুবর্ণেন সুবর্ণাম্বিতাঃ তথেনমপি জগদচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং মদ-  
চেতনত্বৈব সুখদুঃখমোহান্বকস্ত কারণস্ত কার্যং ভবিতুমর্হতি ন বিলক্ষণত  
ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বাস্তজগতোঃ শুদ্ধচেতনত্বদর্শনাদবগন্তব্যম্ । অশুদ্ধং  
হীদং জগৎ সুখদুঃখমোহান্বকতয়া প্রীতিপরিতাপবিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গ-  
নরকাচ্ছাচ্চাপচাপকত্বাচ্চ । অচেতনং চেদং জগৎ চেতনং প্রতি কার্য-  
কারণভাবেনোপকরণভাবোপগমাৎ ন হি সাম্যে সত্যাপকার্যোপকারক-

র্যোপ হয় নাই । আর যে উক্ত আছে, চেতন ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি,  
ইহা উপপন্ন হইতেছে না, যেহেতু উক্ত বিকার প্রকৃতি হইতে অতিবিল,  
তাহাদের প্রকৃতি বিকার দেখা যায় না, পরন্তু কুণ্ডলাদি মৃত্তিকা প্রকৃতির  
বিকার, সরাবাদি সুবর্ণ প্রকৃতির বিকার নহে । বাস্তবিক মৃত্তিকা প্রকৃ-  
তির যাহা বিকার তাহাও মৃত্তিকা এবং সুবর্ণ প্রকৃতির যে বিকার  
তাহাও সুবর্ণ ভিন্ন নহে । এইরূপ সুখদুঃখমোহান্বিত অচেতন জগৎ  
সুখদুঃখমোহান্বিত অচেতন কারণের কার্য হইতে পারে, কিন্তু উহা  
জগতে অতিরিক্ত ব্রহ্মের কার্য হইতে পারে না । জগৎ যে ব্রহ্মের অতি-  
রিক্ত তাহাও তাহার অশুদ্ধ ও অচেতনত্ব দ্বারাই জানা যায়, আর সুখ-  
দুঃখমোহান্বকত্ব, প্রীতি, পরিতাপ ও বিষাদাদি সমন্বিতত্ব ও স্বর্গ নরকাদি-  
ভাগিত্ব প্রযুক্তই জগৎ অশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । আর সচে-  
তনের প্রতি জগতের কার্যকারণভাবে উপকরণীভাব স্বীকার আরে  
বলিয়াই জগৎ যে অচেতন তাহা জানা যায় । যদি জগৎ ব্রহ্মের সমান  
হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মেতে জগতের উপকরণীভাব কল্পনা করা যাইতে  
পারে না, কদাচ দুইটি প্রদীপ পরস্পরের উপকার সাধন করে না, যদি  
বল যেমন স্বামী ও ভৃত্য ইহারা একজাতীয় হইলেও পরস্পরের উপকার

ভাবো ভবতি ন হি প্রদীপো পরস্পরশ্রোপকুরুতঃ । নহু চেতনমপি কার্য-  
 করণং স্বামিভূত্যাগ্ন্যেন ভোক্তুরূপকরিষ্যতি ন স্বামিভূত্যোরপ্যচেত-  
 নাংশৈশ্চ চেতনং প্রত্যাপকারকত্বাৎ । যো হ্যেকশ্চ চেতনশ্চ পরিগ্রহে  
 বুদ্ধ্যাদিরচেতনভাগঃ স এবাশ্চ চেতনশ্রোপকরোতি ন তু স্বয়মেব চেত-  
 নশ্চেতনাস্তরশ্চ উপকরোত্যপকরোতি বা নিরতিশয়া হকর্তারশ্চেতনা  
 ইতি সাংখ্যা মন্ত্রে তদ্বাদচেতনং কার্য্যকরণম্ । ন চ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনাং  
 চেতনেষু কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তি প্রসিদ্ধশ্চায়ং চেতনাচেতনবিভাগো লোকে  
 তদ্বাদব্রহ্মবিলক্ষণত্বাদেৎ জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্ । যোহপি কশ্চিদাচক্ষীত  
 শ্রুত্যা জগতশ্চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগচ্চেতনমবগমি-  
 যামি প্রকৃতিরূপশ্চ বিকারেহম্বয়দর্শনাৎ অবিভাবনস্ত চৈতন্যশ্চ পরিণাম-  
 বিশেষাস্তুবিষ্যতি যথা স্পষ্টচৈতন্যানামপ্যায়নাং স্বাপমূর্ছাদ্যবস্থাস্থ  
 চৈতন্ত্বং ন বিভাব্যতে এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে ।

করে, সেইরূপ সচেতনও অচেতন জগতের উৎপত্তিতে উপকার  
 করিতে পারে, তাহা নহে, যেহেতু স্বামী ও ভৃত্য ইহাদিগের অচে-  
 তনাংশই চেতনের প্রতি উপকারক হয়, অর্থাৎ এক চেতনের পরিগ্রহে  
 বুদ্ধ্যাদি যে অচেতন ভাগ, তাহাই অশ্চ চেতনের উপকার করিয়া থাকে,  
 কিন্তু যে স্বয়ং চেতন, তাহা চেতনাস্তরের উপকার বা অপকার করিতে  
 পারে না । সাংখ্যেরা বলিয়া থাকেন যে, চেতন নিরতিশয় অকর্তা, অতএব  
 অচেতনই কার্য্যের প্রতি কারণ হয়, কিন্তু কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির চেতনতাবিষয়ে  
 কোন প্রমাণই নাই, এইরূপ চেতনাচেতনভাবই লোকে প্রসিদ্ধ আছে ।  
 অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত, এই জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকার করা যায় না ।  
 অপর কেহ শ্রুতিদ্বারাই জগতের চেতনপ্রকৃতিকত্ব বলিয়া থাকেন এবং  
 তদ্বলেই সমস্ত জগৎ সচেতন বলিয়া জানিতে পারা যায়, যেহেতু বিকারে  
 প্রকৃতিরূপের অম্বয়দর্শন আছে, কিন্তু চৈতন্যের পরিণামবিশেষহেতু চেতন  
 বলিয়া বোধ হয় না, যেমন স্পষ্টত সচেতন আশ্রয় নিদ্রা ও মোহাবস্থাতে  
 চৈতন্য প্রতীয়মান হয় না, সেইরূপ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির চৈতন্য অসূক্ষ্মিত হই-  
 তেছে না । এইরূপ বিভাবিত ও অবিভাবিতরূপ বিশেষহেতু রূপাদি



এতন্মাদেব চ বিভাবিত্তাবিত্তাবিত্তকৃতাংশ বিশেষাক্রপাদিভাবাতাভ্যাক্র  
কার্যকরণানামান্যনাঞ্চ চেতনত্বাবিশেষেহপি গুণপ্রধানভাবো ন বিরো-  
ন্ততে। যথা চ পার্থিবত্বাবিশেষেহপি মাংসস্থপৌদনাদীনাং প্রত্যাস্রবর্তিনো  
বিশেষাংশ পরম্পরোপকারিত্বং ভবত্বেব মিহাপি ভবিষ্যতি প্রবিভাগপ্রসিদ্ধি-  
রপ্যত এব ন বিরোন্তত ইতি। তেনাপি কথঞ্চিচ্ছেতনত্বাচ্ছেতনত্বলক্ষণ-  
বিলক্ষণত্বং পরিহ্রীয়েত। শুদ্ধ্যন্তুত্বলক্ষণন্তু বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রীয়েত  
ন বেতরদপি বিলক্ষণত্বং পরিহ্রীত্বং শক্যত ইত্যাহ। তথাহুঞ্চ শব্দাদিতি।  
অনবগম্যমানমেব হীদং লোকে সমস্তস্ত বস্তুনঃ চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতি-  
কত্বশ্রবণাচ্ছসরণতয়া কেবলয়োঃ প্রেক্ষতে তচ্চ শব্দেনৈব বিরুদ্ধাভ্যেত যতঃ  
শব্দাদপি তথাত্মবগম্যতে। তথাত্মমিতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি।  
শব্দএব বিজ্ঞানধাবিজ্ঞানং চেতি কত্বচিদ্ধিভাগস্তাচ্ছেতনতাং শ্রাবয়ন্  
চেতনান্তুক্ষণো বিলক্ষণমচ্ছেতনং জগচ্ছ্রাবয়তি। নমু চেতনত্বমপি কচিৎ-

ভাবাবাবধারা কার্যের কারণস্বরূপ আত্মার চেতনত্বের অবিশেষ থাকিলেও  
গুণপ্রধানভাব বিরুদ্ধ হয় না। যেমন মাংসস্থপাদিতে পার্থিবত্বের কোন  
বিশেষ না থাকিলেও আত্মাতে বিশেষ বোধহেতু পরম্পর উপকারিত্ব  
হয়, সেইরূপ জগতেও ব্রহ্মের পরম্পর উপকারিত্ব জানা যায়। এই কার-  
ণেই প্রবিভাগ সিদ্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এইরূপেই জগৎ অচ্ছেতন ও ব্রহ্ম  
চেতন বিধায় যে ব্রহ্মের অতিরিক্ততা উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিহৃত হই-  
য়াছে। পরন্তু ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং জগৎ অশুদ্ধ, এইরূপে যে বৈলক্ষণ্য উক্ত হই-  
য়াছে, তাহা পরিহৃত হয় নাই, আর অত্যান্ত বৈলক্ষণ্যেরও পরিহার করা  
যায় না, বাস্তবিক লোকে সকল বস্তুর চেতনত্ব জানা যায় না, বর  
মাত্রই চেতনপ্রকৃতিক। অতএব তাহাদিগেরই চেতনত্ব উৎপ্রেক্ষিত হয়,  
ইহাও শব্দদ্বারা বিরুদ্ধ হয়, যেহেতু শব্দেও জগতের প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য  
জানা যায়। আর শব্দই বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান এইরূপে কোন ভাগের  
অচ্ছেতনতা শ্রবণ করাইয়া চেতন ব্রহ্ম হইতে অচ্ছেতন জগৎ অতিরিক্ত,  
ইহা প্রতিপাদন করে, আর কোন স্থলে অচ্ছেতনত্বরূপে অভিপ্রেত ত্বত  
ও ইন্দ্রিয় সকলের চেতনত্ব প্রত্ন হয়, যথা,—“মুক্তিকা বলিয়াছিল ও বল

অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যান্ ॥ ৫ ॥

চেতনত্বাভিমতানাং ভূতেজিয়াণাং ক্ষয়তে যথা “মৃদব্রবীদাপোহক্ৰবন্” ইতি “তত্তেজ একত তা আপ একস্ত” ইতি চৈবনাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্চিতিঃ ইন্দ্রিয়বিষয়াপি “তে হেমে প্রাণা অহঃশ্রেয়সে বিবিদমানা ব্রহ্মজগ্মুঃ” ইতি “তে হ বাচমুচুস্ত্ব উদগায়” ইতি চৈবনাদ্যোক্ত্যিঙ্গবিষয়েতি । অত উত্তরং পঠতি ॥ ৪ ॥

তুশ্চ আশঙ্কামগ্নুদতি । ন খলু মৃদব্রবীদিত্যেবং জাতীয়করা ক্ষত্যা ভূতেজিয়াণাং চেতনত্বমাশঙ্কনীয়ং যতোহভিমানিব্যপদেশ এবঃ । মৃদাদ্যভিমানিশ্চো বাগাদ্যভিমানিশ্চ চেতনাদেবতা বদনসংবদনাদিমু চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যবদিশ্চেষ্টে ন ভূতেজিয়ামাত্রম্ । কস্মাদ্বিশেষানুগতিভ্যান্ । বিশেষো হি ভোক্তৃণাং ভূতেজিয়াণাঞ্চ চেতনচেতন প্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাগভিহিতঃ সৰ্পচেতনতয়াং চাগৌ নোপপদ্যেত । অপি চ

বলিয়াছিল” “সেই তেজ দেখিয়াছিল ও সেই জল দেখিয়াছিল” ইত্যাদি ক্ষতিতে ভূতের চেতনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, “আর তে হে মে প্রাণা অহঃ শ্রেয়সে বিবিদমানা ব্রহ্মজগ্মুঃ” “এবং তেহ বাচ মুচুস্ত্ব উদগায়” ইত্যাদি ক্ষতিতে ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব জানা যায়, ইহার উত্তর পরে বিবৃত হইবে । ৪ ॥

পূৰ্ণ সূত্রে যে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিতেছেন ।—পূৰ্ণে “মৃদব্রবীদাপোহক্ৰবন্” ইত্যাদি ক্ষতিদ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব আশঙ্কা করা যায় না, যেহেতু উক্ত ক্ষতিতে অভিমানীর ব্যপদেশ আছে, অর্থাৎ পূৰ্ণোক্ত ক্ষতিতে যে মৃত্তিকা বলিয়া ছিল ও জল বলিয়া ছিল, এইরূপে ভূতের চেতনতা উক্ত আছে, তাহা ভূতের চেতনতা নহে, উহা ভূতবর্জিনী ভূতাত্মিমানীনী দেবতার চেতনা বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ঐ চেতনা ভূত অথবা ইন্দ্রিয়ের চেতনা নহে, ইহা বিশেষ ও অল্পগমদ্বারাই প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ ভোক্তা ও ইন্দ্রিয়গণের যে চেতনাচেতনবিভাগ, তাহাই বিশেষ, ইহা পূৰ্ণেই কথিত হইয়াছে, পরন্তু সৰ্পচেতনতাতে উহা উপপন্ন হয় না,

কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়ে অধিষ্ঠাতৃচেতন-  
 পরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিষ্যন্তি “এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে  
 বিবদমানাঃ” ইতি “তা বা এতাঃ সৰ্ব্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা”  
 ইতি চ । অমুগতাঃ সৰ্ব্বত্রাভিমানিষ্ঠা চেতনাদেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-  
 পুরাণাদিত্যোহবগম্যাস্তে “অগ্নির্কীর্গভূত্বা মুখং প্রাবিশং” ইত্যেবমাদিকা  
 চ শ্রুতিঃ করণেষুগ্রাহিকাং দেবতামমুগতাং দর্শয়তি প্রাণসংবাদবাক্য-  
 শেষে চ “তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ” ইতি শ্রেষ্ঠমনি-  
 ষ্কারণায় প্রজাপতিগমনং তদ্বচনাক্টকৈকোংক্রমণেনাশ্রয়ব্যতিরেকাভ্যাং  
 প্রাণশ্রেষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ “তস্মৈ বলিহরণং” ইতি চৈবংজাতীয়কোহস্মদাদিবিব  
 ব্যবহারোহমুগম্যমানোহভিমানিব্যপদেশং দ্রষ্টয়তি । “তত্তেজ ঐক্ষত”  
 ইত্যপি পরন্তা এব দেবতায়্য অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষুগতায়্য ইয়মীক্ষা  
 ব্যপদেশত ইতি দ্রষ্টব্যং তদ্বাদিলক্ষণমেবেদং ব্রহ্মণো জগদিলক্ষণত্বাচ্চ ন  
 ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিত্যাক্ষিপ্তে প্রতিবিধত্তে ॥ ৫ ॥

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, করণমাত্রাশঙ্কার নিবৃত্তির নিমিত্ত  
 দেবতাশব্দে অধিষ্ঠাতৃদেবতার পরিগ্রহ হয়, “এতা হবৈ দেবতা অহং  
 শ্রেয়সে বিবদমানাঃ” “তা এতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা” ইত্যাদি  
 শ্রুতি, মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে সৰ্ব্বত্রই যে অভিমানী  
 দেবতা অমুগত আছে, তাহা জানা যায় । শ্রুতিতে আর লিখিত আছে  
 যে, অগ্নি বাক্যরূপী হইয়া মুখে প্রবেশ করে, এইরূপে ইন্দ্రిয়াদির অমু-  
 কারিণী দেবতা যে তাহাতে অমুগত আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ।  
 আর প্রাণসংবাদের বাক্যশেষেও লিখিত আছে যে, সেই প্রাণেবা  
 প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিয়াছিল, এই স্থলে প্রজাপতির নিকট গম-  
 নই প্রাণের শ্রেষ্ঠতা নির্ধারণ করে, আর তাহার বাক্যে এক এক প্রাণের  
 উৎক্রমণে অব্যবহৃত্যিরূপে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতীয়মান হয়, ইত্যাদি  
 প্রকারে অভিমানী দেবতা দৃঢ়ীভূত হইতেছেন, আর “তত্তেজ ঐক্ষত”  
 ইত্যাদি শ্রুতিতে অধিষ্ঠাত্রী পরদেবতার স্বীয় বিকারীভূত ইন্দ্రిয়াদিতে  
 ব্যপদেশ দৃষ্ট হয় । অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত এবং ঐ শ্রুতি-

## দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

তৃশকঃ পূৰ্ৱপক্ষং ব্যাবৰ্ত্তয়তি যদুক্তং বিলক্ষণস্বায়েদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃ-  
 ক্রমিতি নায়মেকাস্তো দৃশ্যতে হি লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষা-  
 দিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশনখাদীনাং পত্তিরচেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যো  
 গোময়াদিভ্যো বৃশ্চিকাদীনাং । নমচেতনাং তেব পুরুষাদিশরীরাণ্যচেত-  
 নানাং কেশনখাদীনাং কারণানি অচেতনাং তেব বৃশ্চিকাদিশরীরাণ্যচেত-  
 নানাং গোময়াদীনাং কাৰ্ঘ্যাণীত্বাচ্যতে এবমপি কিঞ্চিদচেতনং চেতনস্তায়-  
 তনভাবমুপগচ্ছতি কিঞ্চিন্নেত্যেব বৈলক্ষণ্যম্ । মহাংচাং পারিণামিকঃ  
 স্বভাববিপ্রকৰ্ষঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাং রূপাদিভেদাৎ তথা গোময়া-  
 দীনাং বৃশ্চিকাদীনাং অত্যন্তসাক্ষ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলী-  
 য়েত । অথোচ্যেত অস্তি কশ্চিৎপাৰ্থিবহাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশ-  
 নখাদিষু বৰ্ত্তমানো গোময়াদীনাং চ বৃশ্চিকাদিষু ব্রহ্মগোহপি তর্হি

রিক্ততা প্রযুক্তাই জগৎ ব্রহ্মপ্রাকৃতিক নহে, এই আক্ষেপে সমাধান  
 করিতেছেন ॥ ৫ ॥

পূৰ্ৱে যে উক্ত হইয়াছে, জগৎব্রহ্মাতিরিক্ত প্রযুক্ত তাহা ব্রহ্মপ্রকৃতিক  
 নহে, কিন্তু এইরূপ নিয়ম লোকে দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু চেতন বলিয়া  
 প্রসিদ্ধ পুরুষাদি হইতে তদতিরিক্ত অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি এবং  
 অচেতনরূপে প্রসিদ্ধ গোময়াদি হইতে তদতিরিক্ত চেতন বৃশ্চিকাদির  
 উৎপত্তি দেখা যায় । এইক্ষণ যদি অচেতন পুরুষশরীরই অচেতন কেশ  
 নখাদির কারণ এবং অচেতন গোময়াদি শরীর বৃশ্চিকাদি শরীরের কারণ  
 হইল, তাহা হইলে কোন্ অচেতন পদার্থ চেতনের আয়তন হইতে পারে ?  
 ইহাতে কোন বৈলক্ষণ্য হয় না । ইহা স্বভাবের পারিমাণিক মহাবিপ্রকৰ্ষ,  
 যেহেতু পুরুষাদি ও কেশনখাদির রূপভেদ আছে, এইরূপ গোময়াদি ও  
 বৃশ্চিকাদিরও রূপভেদ দেখা যায় । বাস্তবিক যেখানে অত্যন্ত সাম্য  
 আছে, সেই স্থলেই প্রকৃতিবিকৃতিভাব প্রলীন হয়, আর ইহাও বলা  
 যায় যে, পুরুষাদির কোন পার্থিবহাদি স্বভাব গোময়াদিতে অনুবর্ত্তমান  
 আছে এবং বৃশ্চিকাদিতেও গোময়াদির স্বভাব বিদ্যমান আছে । তবে

সত্ত্বালক্ষণং স্বভাব আকাশাদিষমুৎপত্তমানো দৃশ্যতে বিলক্ষণত্বেন চ কান-  
 যেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বঃ জগতো দৃশ্যতা কিমশেষশ্চ ব্রহ্মস্বভাবস্থানমুৎপত্তনঃ  
 বিলক্ষণত্বমভিপ্রেয়তে উত যশ্চ কশ্চিৎ অথ চৈতন্যশ্চেতি বক্তব্যম্ ।  
 প্রথমে বিকল্পে সমস্ত প্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । নহস্যত্যতিশয়ে প্রকৃতি-  
 বিকারভাব ইতি ভবতি । দ্বিতীয়ে চাপ্রসিদ্ধত্বং দৃশ্যতে হি সত্ত্বালক্ষণে  
 ব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিষমুৎপত্তমান ইত্যুক্তং । তৃতীয়ে চ দৃষ্টান্তাভাবঃ । কিং  
 হি যচ্চৈতন্যেনানবিতং তদব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্মকারণবাদিনঃ  
 প্রত্যুদাহরীয়েত সমস্তশ্চ বস্তুজাতশ্চ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাহু্যপগমাৎ । আগম-  
 বিরোধস্ত প্রসিদ্ধ এব চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যাগমতাং-  
 পর্য্যন্ত প্রমাণিতত্বাৎ । যন্তু ত্বং পরিনিম্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরপি  
 সম্ভবেয়ুরিতি তদপি মনোরথমাত্রঃ রূপাদ্যভাবাক্তি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষ-  
 গোচরঃ লিপাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামাগমমাত্রঃ সমধিগম্য এব স্বয়মর্গা

কি আকাশাদিতে ব্রহ্মের সম্বাদিলক্ষণ স্বভাব বর্তমান হয় দেখা যায় ।  
 আর বিলক্ষণস্বরূপ কারণদ্বারা জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব দৃষিত করিয়াই  
 কি অশেষ ব্রহ্মস্বভাবে বর্তমান নাই, ইহাই অভিপ্রেত, অথবা ব্রহ্মের যে  
 কোন স্বভাব বর্তমান নাই, ইহাই কি স্থিরীকৃত ? এইক্ষণ যদি বলি,  
 ব্রহ্মের চৈতন্য বর্তমান নাই, ইহাই বক্তব্য, তাহা হইলে প্রথমপক্ষে  
 সমস্ত বিকারোচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়, কারণ সমস্ত স্বভাবের অবর্তমানে  
 প্রকৃতিবিকারভাব সম্ভবেনা, দ্বিতীয় পক্ষে অপ্রসিদ্ধি হয়, বাস্তবিক  
 সত্ত্বালক্ষণ ব্রহ্মস্বভাবই আকাশাদিতে অমুৎপত্তমান দেখা যায়, ইহা উক্ত  
 হইয়াছে, আর তৃতীয়পক্ষে দৃষ্টান্তাভাব হয়, তবে কি যাহা চৈতন্যমিত,  
 তাহাই ব্রহ্মপ্রকৃতিক দৃষ্ট আছে, এইরূপে ব্রহ্মকারণবাদী প্রত্যাশীত  
 হয়, যেহেতু সমস্ত বস্তুরই ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকৃত আছে, বাস্তবিক  
 আগমবিরোধ প্রসিদ্ধই আছে, যেহেতু চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ ও  
 প্রকৃতি, এইরূপ আগমতাৎপর্য্য সাধিত আছে । আর উক্ত হইয়াছে যে,  
 পরিনিম্পন্ন হেতু ব্রহ্মেতে প্রমাণান্তর সম্ভব হয়, তাহাও মনোরথ মাত্র,  
 কারণ রূপাদির অভাবহেতু উক্তার্থ প্রত্যক্ষগোচর হয় না, আর হেতুদর্শ-

দর্শ্যবৎ । তথা চ শ্রুতিঃ “নৈষা তর্কৈণ মতিরাপনেনা প্রোক্তাত্তেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ” ইতি । “কোহিমা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যত আবভূব” ইতি চৈতৌ মদ্বৌ সিদ্ধানামপীশ্বর্যাণাং হ্রস্বোদ্যতাং জগৎকারণশ্চ দর্শয়তঃ স্মৃতিরপি ভবতি “অচিন্ত্য্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কৈণ যোজয়েৎ । প্রকৃতিভ্যাঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্য্যস্ত লক্ষণং” । ইতি “অব্যক্তোহস্মচ্চিন্ত্য্যোহস্মদবিকার্যোহস্মদুচ্যতে” । ইতি চ “ন মে বিহঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ । অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্দশঃ” ॥ ইতি চৈব-জাতীয়কা । যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধচ্ছদ এব তর্কমপ্যাদর্ভব্যং দর্শয়তীত্যুক্তং নানেন মিশেণ শুকতর্কশ্রাদ্ধাশ্চলাভঃ সম্ভবতি স্মৃত্যুগৃহীত এব হ্যত্র তর্কোহমুভবান্নত্বেনাশ্রীয়তে স্বপ্নাস্তবুদ্ভাস্তমোরিতরেতরব্যভিচারাদাশ্চনোহনন্যাগতত্বং সম্প্রদাদে চ প্রপঞ্চপরিত্যাগেন সদাশ্মনা

নাভাবপ্রযুক্ত উক্তার্থে অনুমানও হইতে পারে না । তবে কেবল আগম-মাত্র অবলম্বনে উক্তার্থ স্বীকার করা যায় না, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কেবল তর্ক দ্বারা মতিপরিশুদ্ধ হয় না, আর বাহ্য হইতে এই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে কে জানিতে পারে ? এই দুই মত্রে জগৎ কারণ যে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরদিগেরও হ্রস্বোদ্য, তাহা প্রদর্শিত আছে । স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যে সকল বিষয় অচিন্ত্য, তাহাতে তর্ক করা কর্তব্য নহে, বাহ্য প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য । স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, যিনি জগৎকারণ তিনি অচিন্তনীয়, অব্যক্ত ও অবিকারী । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন যে, সুরগণ ও মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি জানিতে পারে নাই, যেহেতু আমি সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি । আর যে উক্ত আছে শ্রবণ ব্যতিরেকেও মনন বিধান করিয়া শব্দই তর্কের আদরণীয়তা প্রদর্শন করে, কিন্তু এই কপট বাক্যে এই স্থলে শুক তর্কের বলে আশ্চল্য হইতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে শ্রুতির অনুগামী তর্কই গ্রহণ করা যায় । বাস্তবিক স্বপ্নাবসান ও প্রবুদ্ধাবসান এই উভয়ের পরস্পর ব্যভিচার হেতু অল্প কোনরূপে আশ্চর্য গতি হয় না, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যখন আশ্চর্য্যবাদ হয়, তখন প্রশংসা পরিচ্যাগ

অসদিত্তি চেম প্রতিষেধমাত্রহাৎ ॥ ৭ ॥

সম্পত্তেনিপ্রপঞ্চ সদাশ্রয়ং প্রপঞ্চ চ ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্যাকারণানন্তর-  
 ত্বায়েন ব্রহ্মাব্যতিরেক ইত্যেবংজাতীয়কঃ । তর্কপ্রতিষ্ঠানাদিত্তি চ কেব-  
 লম্ তর্কস্ত বিপ্রলম্বকত্বং দর্শয়িষ্যতি । যোহপি চেতনাকারণশ্রবণবল-  
 নৈব সমস্ত জগতশ্চেতনতামুৎপ্রেক্ষেত তস্তাপি বিজ্ঞানকাবিজ্ঞান-  
 ক্ষেতি চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনবিভাবনাভ্যাং চৈতন্ত্বম্ শক্যত  
 এব যোজয়িতুম্ । পরন্তু বহির্মমপি বিভাগশ্রবণং ন যুক্ত্যতে, কথং পরম-  
 কারণম্ হ্যত্র সমস্তজগদাশ্রয়না সমবস্থানং শ্রাব্যতে বিজ্ঞানকাবিজ্ঞান-  
 কাভবদিত্তি । তত্র যথা চেতনশ্চাচেতনভাবো নোপপাদ্যতে বিলক্ষণত্বাৎ  
 এবমচেতনশ্চাপি চেতনভাবো নোপপাদ্যতে প্রত্যক্ত্বাৎ বিলক্ষণত্বম্ যথা  
 ক্ষেত্যেব চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং ভবতি । ৬ ।

যদি চেতনং শুদ্ধঃ শব্দাদিহীনঞ্চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতশ্চাচেতনশ্চান্তরত্ব

করিয়া সংস্করণের অবগতি হইলে সদাশ্রয় যে নিপ্রপঞ্চ, তাহাই বোধ  
 হয় । যেহেতু এই প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই জানা যায় ।  
 পরন্তু কার্যাকারণের অনন্তত্বজ্ঞানে প্রপঞ্চ ব্রহ্মের অব্যতিরিক্ত বলিয়া  
 প্রতীয়মান হয় । “তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ” এই মূত্রে কেবল তর্কের বিপ্রলম্বকত্ব  
 প্রদর্শিত হইয়াছে, যিনি জগতের কারণ তিনিই চেতন, ইহা শ্রবণ করি  
 যাই সমস্ত জগতের চেতনতার উৎপ্রেক্ষা করেন, তাহার মতে বিজ্ঞান  
 ও অবিজ্ঞান এইরূপে চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণও চৈতন্ত্বের বিভাবনা-  
 বিভাবন দ্বারা যোজনা করা যায়, এইরূপ বিভাগশ্রবণ পরমাত্মার যুক্ত  
 হয় না । তবে কিরূপে পরমকারণের সমস্ত জগৎস্বরূপে অবস্থান কল্পিত  
 হইতে পারে ? যেমন বিলক্ষণতাপ্রযুক্ত চেতনের অচেতনভাব উপপন্ন  
 হয় না, সেইরূপ অচেতনেরও চেতনভাব উপপন্ন হইতে পারে না,  
 অতএব জগৎ অতিরিক্ত হইলেও চেতনই তাহার কারণ বলিয়া  
 পরিগৃহীত হয় । ৬ ॥

যদি চেতন, শুদ্ধ ও শব্দাদি হীন ব্রহ্মই তদ্বিপরীত, অর্থাৎ অচেতন,  
 অশুদ্ধ, শব্দাদিবিশিষ্ট কার্যভূত জগতের কারণ হইলেন, তাহা হইলে

অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমজ্জসম্ ॥ ৮ ॥

শব্দাদিমতঃ কার্যাস্ত কারণমিষ্যতে অসং তর্হি কার্যং প্রাপ্তংপত্তেরিতি  
প্রসজ্যেত অনিষ্টৈকতং সংকার্যবাদিনস্তবেতি চেৎ নৈষ দোষঃ প্রতি-  
ষেধমাত্রাত্বং প্রতিষেধগাত্রং হীদং নাস্ত প্রতিষেধ্যমস্তি ন হ্যং প্রতিষেধঃ  
প্রাপ্তংপত্তে: সত্ত্বং কার্যাস্ত প্রতিষেকুং শক্লোতি কথং যথৈব হীদানীমপীদং  
কার্যং কারণাশ্বনা সং এবং প্রাপ্তংপত্তেরপীতি গম্যতে । ন হীদানীমপীদং  
কার্যং কারণাশ্বনামস্তুরেণ স্বতন্ত্রমেবাশ্তি "সর্বং তং পরাদাদ্যোহস্ত্রাত্মনঃ  
সর্বং বেদ" ইত্যাদিশ্রবণং । কারণাশ্বনা তু সর্বং কার্যাস্ত প্রাপ্তংপত্তের-  
বিশিষ্টম্ । নহু শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং বাচ্যং ন তু শব্দাদিমতঃ  
কার্যং কারণাশ্বনা হীনং প্রাপ্তংপত্তেরিদানীকাস্তীতি তেন ম শক্যতে  
বক্তুং প্রাপ্তংপত্তেরসংকার্যমিতি । বিস্তুরেণ চৈতৎকার্যাকারণানন্তত্ববাদে  
বক্ষ্যামঃ ॥ ৭ ॥

অত্রাহ যদি শ্রৌতস্যাবয়বত্বাচেতনত্বপরিচ্ছিন্নত্বাণ্ডক্যাদিধর্মকং কার্যং  
উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ অসং ছিল, এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে ;  
এইরূপ হইলে সংকার্যবাদীর অনিষ্ট হইল, এই দোষ হইতে পারে না,  
কারণ উহা প্রতিষেধ মাত্র, প্রতিষেধ্য নহে, অর্থাৎ জগৎ অসং ছিল,  
ইহাতে জানা যায় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কিছুই ছিল না, ইহাতে  
কার্যের সত্তারই প্রতিষেধ হইয়া থাকে । তবে কিরূপে যেমন এইক্ষণ এই  
কার্যভূত জগৎ কারণরূপে উৎপত্তির পূর্বে জগতের অসত্ত্বাও সেইরূপ,  
ইহা সম্ভবিত্তে পারে ? এইক্ষণ এই কার্যস্বরূপ জগৎ কারণাত্মা ব্যতি-  
রেকে স্বতন্ত্র নাই । "সর্বং তং পরাদাদ্যোহস্ত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ" ইত্যাদি  
শ্রুত্যাৰ্থেই উক্তার্থ প্রতীয়মান হইতেছে । বাস্তবিক উৎপত্তির পূর্বে কারণ  
স্বরূপে কার্যের সত্তা জানা যায় । শব্দাদিহীন ব্রহ্মই জগতের কারণ  
হইল, কিন্তু শব্দাদিবিশিষ্ট কার্যভূত জগৎ বাহা উৎপত্তির পূর্বে কার-  
ণাশ্বহীন ছিল, তাহা এইক্ষণ নাই, অতএব ইহা বলিতে পারে না যে,  
কার্যভূত জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অসং ছিল । ইহার বিশেষ কার্য কার-  
ণের অনন্তত্ব কখনকালে সবিস্তর বর্ণিত হইবে । ৭ ॥



## ন তু দৃষ্টান্তাবাৎ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মকারণকমভ্যুপগম্যোত তদাপীতো প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানঃ কার্যং কারণেইবিভাগমাপদ্যমানঃ কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দ্বয়েদিত্যপীতো কারণ-  
তাপি ব্রহ্মণঃ কার্যত্বেবাণ্ড্যাদিরূপতাপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ ব্রহ্ম জগতঃ কারণ-  
মিত্যসমঞ্জসমিদমোপনিষদং দর্শনম্ । অপি চ সমস্তস্ত বিভাগস্তাবিভাগ-  
প্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগেনোৎ-  
পত্তির্ন প্রাপ্তোত্তীত্যসমঞ্জসম্ । অপি চ ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণাইবিভাগঃ  
গতানাং কৰ্ম্মাদিনিমিত্তপ্রণয়েইপি পুনরুৎপত্তৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তা-  
নামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ । অথেনং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব  
পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতৈবমপ্যপীতিরেষ ন সম্ভবতি কারণাব্যতিরিক্তক  
কার্য্যং ন সম্ভবতীত্যসমঞ্জসমেবেতি অত্রোচ্যতে ॥ ৮ ॥

নৈবান্দদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদসামঞ্জসমস্তি যতাবদভিহিতং কারণমপি-

যদি ব্রহ্মকেই স্থলত্ব, সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব ও অন্ড্যাদি  
ধর্ম্মবিশিষ্ট কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইল, তাহা হইলে প্রলয় কালেও সৃজ্য-  
মান জগৎ কারণে অবিভক্তরূপে আপদ্যমান কারণ স্বীয় ধর্ম্মে দৃষিত হয়,  
অর্থাৎ প্রলয়কালে কার্য্যভূত জগতের জ্ঞায় কারণস্বরূপ ব্রহ্মেরও অণ্ড-  
ত্বাদিরূপতা প্রসঙ্গ হইয়া উঠে ; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ,  
এইমত অসমঞ্জস হয়, ইহাই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য দর্শন, আর সমস্ত  
বিভাগেরই অবিভাগপ্রাপ্তিহেতু পুনরুৎপত্তিতে কারণাভাবপ্রযুক্ত ভোক্তা  
ও ভোগ্যাদি বিভাগের উৎপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ অস-  
মঞ্জস্ত হয় এবং পরব্রহ্মের সহিত অবিভাগপ্রাপ্ত ভোক্তাদিগের কৰ্ম্মাদি  
নিমিত্ত স্বীকৃত হইলে মুক্তদিগেরও পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গ হয়, এইরূপ অস-  
মঞ্জস হইয়া উঠে, বাস্তবিক প্রলয়কালেও এই জগৎ পরব্রহ্মের সহিত  
অবিভক্তরূপেই বর্ত্তমান থাকে, এইরূপ অজ্ঞাত্ব হলেও কারণ ব্যতিরেকে  
কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং অনেক প্রকার অসামঞ্জস্ত  
হইল ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বহরে যে সকল অসামঞ্জস্তদোষ উক্ত হইরাছে, তাহার পরিহারার্থ

গচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধৰ্ম্মেণ দ্বয়ৈরদিতি তদদ্বয়ং কস্মাৎ দৃষ্টান্ত-  
ভাবাৎ । সত্ত্বি হি দৃষ্টান্তাঃ যথা কারণমপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন  
ধৰ্ম্মেণ ন দ্বয়মিতি তদ্বথা শরাদিব্যে মূত্রপ্রকৃতিকারিকারি বিভাগাবস্থা-  
য়ামুচ্চাভ্যমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিমপিগচ্ছন্তো ন তামাত্মীয়েন  
ধৰ্ম্মেণ সংসৃজন্তি । কচকাদয়শ্চ স্তবর্ণবিকারী অপীতো ন স্তবর্ণমাত্মীয়েন  
ধৰ্ম্মেণ সংসৃজন্তি । পৃথিবীবিকারশ্চতুর্কিধো ভূতগ্রামো ন পৃথিবীমপীতো  
আত্মীয়েন ধৰ্ম্মেণ সংসৃজন্তি । তৎপক্ষস্ত তু ন কচিৎ দৃষ্টান্তোহস্তি অপী-  
তিরিব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যং স্বধৰ্ম্মেণৈবাবতিষ্ঠেত অনন্তত্বে  
ইপি কার্য্যাকারণয়োঃ কার্য্যন্ত কারণাত্মত্বং ন তু কারণন্ত কার্য্যাত্মত্বং আর-  
ম্ভগণশ্চাদিত্য ইতি বক্ষ্যামঃ । অতঃপরেণমুচ্যতে কার্য্যমপীতাবাত্মীয়েন  
ধৰ্ম্মেণ কারণং সংসৃজেদিতি স্থিতাবপি হি সমানোহয়ং প্রসঙ্গঃ কার্য্য-

বলিতেছেন, আমাদিগের দর্শনে কোন অসামঞ্জস্যদোষ নাই । পূর্ব্বসূত্রে  
উক্ত হইয়াছে যে, কারণ কার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় ধর্ম্ম কারণকে  
দূষিত করে, এই দোষ হইতে পারে না । কারণ উক্ত বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত  
নাই, ইহাতে যদি বল, উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত সকল বিদ্যমান আছে, যাহাতে  
কারণ কার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম কারণকে দূষিত করিতে পারে,  
এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, অর্থাৎ শরাদি মৃত্তিকার বিকার এবং  
মৃত্তিকাই তাহার প্রকৃতি, ইহাদিগের বিভাগাবস্থাতে উত্তম মধ্যম অনেক  
প্রকার প্রভেদ আছে, কিন্তু ঐ শরাদি প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়  
ধর্ম্মে সেই মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে পারে না এবং কুণ্ডলাদি স্তবর্ণের বিকার,  
এই স্তবর্ণই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু ঐ কুণ্ডল স্বীয় ধর্ম্মে স্তবর্ণ সৃষ্টি করিতে  
পারে না । এইরূপ চতুর্কিধ ভূতই পৃথিবীর বিকার, পৃথিবীর বিনাশকালে ঐ  
সকল ভূত স্বীয় ধর্ম্মে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না । এই পক্ষে কোন  
দৃষ্টান্তই নাই । বাস্তবিক বিনাশই অসম্ভব, যদি কার্য্যও কারণে স্বধর্ম্মরূপে  
অবস্থিত হয় এবং কার্য্যাকারণের অভেদে কার্য্যেরই কারণাত্মতা হয়, কিন্তু  
কারণের কার্য্যাত্মত্ব হয় না, ইহার বিশেষ “আরম্ভগণ শব্দাদিতঃ” এই সূত্রে  
বিস্তৃত হইবে । ইহাকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলা যায়, অভাবকালেও

কারণ্যোরনন্তত্বাভ্যুপগমাৎ ইদং সৰ্ব্বং যদয়মায়া আত্মবেদং সৰ্ব্বং ব্রহ্ম-  
বেদমমৃতং পুরাত্নং সৰ্ব্বং খলিদং ব্রহ্মোক্ত্যেবমাদ্যাভিহি শ্রুতিভিরাশেষেণ  
ত্রিষপি কালেষু কাৰ্য্যন্ত কারণাদনন্তত্বং শ্রাব্যতে । তত্র যঃ পরিহাৰঃ  
কাৰ্য্যন্ত তদ্ব্যৰ্থাণাঞ্চাবিদ্যাধারোপিতত্বান্ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যত ইতি  
অপীতাবপি স সমানঃ । অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তঃ যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া  
মায়য়া মায়াবী ত্রিষপিকালেষু ন সংস্পৃশতে অবস্থহাৎ এবং পরমায়্যাপি  
সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশত ইতি । যথা চ স্বপ্নদর্শকঃ স্বপ্নদর্শনমায়য়া ন  
সংস্পৃশতে প্রবোধসম্প্রসাদয়োরনন্তগতত্বাৎ এবমবস্থাত্রয়সাক্ষ্যকোহব্য-  
ভিচার্য্যবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণাং ন সংস্পৃশতে । মায়ামাত্রং হেতুং পর-  
মায়্যনোহবস্থাত্রয়ানাবভাসনং রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেনেতি । অত্রোক্তং  
বেদান্তার্থসংপ্রদায়বিস্তিরাচাঠ্যৈঃ । “অনাদিমায়য়া শূণ্ডো যদা জীবঃ  
প্রবুধ্যতে । অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা” । ইতি তত্র যত্নম-

কাৰ্য্য স্বীয় ধৰ্ম্মে কারণ সৃষ্টি করিতে পারে, স্থিতি কালেও উক্ত প্রসঙ্গ  
সমান দেখা যায়, যেহেতু কাৰ্য্যকারণের অভিন্ন স্বীকার আছে। “এই  
সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই আয়া এবং আয়াই এই সমুদায় জগৎ” আর “পূৰ্বে  
সকলই ব্রহ্মস্বরূপে ছিল ও এখনও ব্রহ্মই সমুদায় বস্তু স্বরূপে আছেন”  
ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতেই কালক্রমে অবিশেষরূপে কাৰ্য্যকারণের অতি-  
শুদ্ধ শ্রবণ আছে। ইহাতে যেক্রপ পরিহার করিতে হয়, তাহাও কাৰ্য্য ও  
তদ্ব্যৰ্থে অবিদ্যাধারোপহেতু স্বীয় ধৰ্ম্মে কারণ সৃষ্টি করিতে পারে না, এই-  
রূপে বিনাশাবস্থাতেও সমান হইতেছে। ইহাই অপর দৃষ্টান্ত যে, যেমন  
মায়্য স্বয়ং প্রসারিত হইয়া কালক্রমেও মায়াবীকে স্পর্শ করিতে পারেনা,  
যেহেতু প্রবোধ ও সম্প্রসাদ ইহারা অনন্তগত থাকে, সেইরূপ অবস্থাত্রয়  
শাক্তী এবং অব্যভিচারীকে অবস্থাত্রয়ের ব্যভিচারী স্পর্শ করে না। আর  
যেমন রজুপ্রভৃতিতে সর্পাদিভাব, সেইরূপ পরমায়্যার এই অবস্থাত্রয়  
মায়ামাত্র। বেদান্তার্থ সম্পাদনকারী আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, অনাদি  
মায়ার প্রাপ্ত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখনই অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অদ্বৈত  
আয়্যাকে জানিতে পারে। তাহাতে আরও উক্ত আছে যে, বিনাশকালেও

দীর্ঘো কারণস্তাপি কার্যন্তেব হৌল্যাদিদোষপ্রসঙ্গ ইত্যেতদযুক্তং সমস্তস্ত  
বিভাগস্তাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্কিভাগেনোৎপত্তৌ নিয়মকারণং নোপ-  
পদ্যত ইত্যয়মপাদোষঃ দৃষ্টাস্তভাবাদেব যথা হি স্মৃশ্চিসমাধ্যাদাবপি  
সত্যাং স্বাভাবিক্যামবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাঞ্জনস্থানপোদিতত্বাৎ পূর্ববৎ  
পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবত্যেবমিহাপি ভবিষ্যতি । শ্রুতিচাত্ত্র ভবতি  
“ইমাঃ সর্গাঃ প্রজাঃ সতি সংপদ্য ন বিহুঃ সতি সম্পদ্যামহে” ইতি । ত  
ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা  
দংশো বা মশকো বা যদযচ্ছবস্তি তত্তদা ভবন্তীতি । যথা হি অসংবিভাগে-  
হপি পরমাণুনি মিথ্যাঞ্জনপ্রতিবন্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ  
স্থিতৌ দৃশ্যতে এবমপীতাবপি মিথ্যাঞ্জনপ্রতিবন্ধেব বিভাগশক্তিরমু-  
মান্ততে । এতেন যুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ সম্যগ্জ্ঞানেন  
মিথ্যাঞ্জনস্থাপোদিতত্বাৎ । যঃ পুনরয়মন্তেষ্পরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতো-

কাণের জ্ঞান কারণের স্থূলবাদি দোষ প্রসঙ্গ হয়, ইহা অযুক্ত । আর যে উক্ত  
আছে, সকল বিভাগের অবিভাগ প্রাপ্তিহেতু পুনর্কীর বিভাগরূপে উৎ-  
পত্তিতে নিমিত্ত কারণ উপপন্ন হয় না, এই নিমিত্তই দৃষ্টাস্তভাবহেতু  
দোষাভাব হয় । যেমন স্মৃশ্চি ও সমাধান প্রভৃতি হইলে স্বাভাবিকী অবি-  
ভাগ প্রাপ্তিতে মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হয়না এবং পুনর্কীর পূর্ববৎ প্রবোধ  
হইলে বিভাগ হয়, এই স্থলেও সেইরূপ জানিবে । এই বিষয়ে শ্রুতি  
প্রমাণে জানা যায় যে, এই সকল প্রজাই সেই সংস্করণে সম্পন্ন হইয়াও  
তাহাকে জানিতে পারে না, তবে কিরূপে আমরা সংস্করণে সম্পন্ন হই-  
তেছি । ঐ সকল প্রজা ব্যাঘ্রই হউক, সিংহই হউক, বৃকই হউক, বরাহই  
হউক, কীটই হউক, পতঙ্গই হউক, দংশকই হউক বা মশকই হউক,  
সংস্করণ পরমাণুতে সম্পন্ন হয় । যেমন অবিভাগকালেও পরমাণুতে  
মিথ্যাঞ্জনজ্ঞাত বিভাগব্যবহার স্বপ্নের জ্ঞান অব্যাহত রূপে স্থিত দেখা  
যায়, সেইরূপ বিনাশকালেও মিথ্যাঞ্জনজ্ঞাত বিভাগশক্তির অমুমান  
হয় । ইহাতে যুক্তদিগের পুনর্কীর উৎপত্তিপ্রসঙ্গ নিবারিত হইল, যেহেতু  
সম্যক্জ্ঞান দ্বারাই মিথ্যাঞ্জনের বিনাশ হয় । আর যে, শেষে অপর পক্ষ

## স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

হেতুঃ জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতি সোঃপ্য-  
ভূপগমাদেব প্রতিষিদ্ধঃ তন্মাৎ সমঞ্জসমিদমোপনিষদং দর্শনং ॥ ৯ ॥

স্বপক্ষে চৈতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষা প্রোক্তঃ স্য্যঃ কথমিত্যুচ্যতে  
যতাবদতিহিতং বিলক্ষণদ্বারেন্দং জগদ্বক্ষপ্রকৃতিকমিতি সমানমেতচ্ছদা-  
দিহীনাং প্রধানাচ্ছবাদিমতো। জগত উৎপত্ত্যভূপগমাৎ অতএব চ বিল-  
ক্ষণকার্যোৎপত্ত্যভূপগমাদসমানঃ প্রাপ্তুৎপত্তেরসংকার্যবাদপ্রসঙ্গঃ তথাহি-  
পীতৌ কার্যন্ত কারণাবিভাগাভূপগমাৎ তদ্বৎ প্রসঙ্গোহপি সমানঃ তথা  
মুদিতসর্ববিশেষেষু বিকারেষুপীতাববিভাগাত্মতাং গতেষ্বিদমন্ত পুরুষ-  
ভোগাদানমিদমন্তেতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতি পুরুষঃ যে নশ্বিতা ভোনা  
তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিরন্তঃ শক্যন্তে কারণাভাবাৎ বিনৈব চ কা-  
ণেন নিয়মেহভূপগম্যামানে কারণাভাবসামান্যাত্মকানাং মুক্তানাংপি পুনর্সর্ব-

উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিনাশকালে এই জগৎ বিভক্ত হইয়াও  
পরব্রহ্মেতে অবস্থিত হয়, ইহারও স্বীকার মাতে প্রতিবেদ করা যায়,  
অতএব এই উপনিষদ দর্শনের সর্বসামঞ্জস্য হইল ॥ ৯ ॥

পূর্বোক্ত দোষসকল স্বপক্ষে সাধারণ দোষ বলিয়া প্রতিষ্ঠাত হই-  
তেছে, তবে কিরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বৈলক্ষণ্যহেতু এই জগৎ  
ব্রহ্ম প্রকৃতিক নহে, বরং শব্দাদি হীনতাপ্রযুক্ত প্রধান প্রকৃতিক হইতে  
পারে, যেহেতু প্রধান হইতে শব্দাদিমান্ জগতের উৎপত্তি স্বীকার আছে,  
অতএব বিলক্ষণ কার্যোৎপত্তি স্বীকার উৎপত্তির পূর্বে অসং কার্যবাদ-  
প্রসঙ্গ সমান হইতেছে, এইরূপ প্রলয়কালেও কার্যকারণের অবিভাগ  
স্বীকারহেতু পূর্ববৎ অসংকার্যবাদ প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। আর সর্ববিশেষাণ-  
গমরূপ বিকারে এবং প্রলয়ে কোন বিভাগ না থাকিলেও ইহা এই পুরু-  
ষের উপাদান এবং এই ভোগ্যবস্তু ইহার কার্য, উৎপত্তির পূর্বে এইরূপ  
যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, কারণাভাববশতঃ উৎপত্তি হইলে তাহাও নিয়ম  
করা যায় না। কারণব্যতিরেকে নিয়ম স্বীকার করিলে কারণাভাবহেতু

তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যনুত্থানমুদয়মিতি চেদেবমপ্যবিমো-  
প্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

প্রসঙ্গঃ । অথ কেচিদ্ভেদা অপীতাববিভাগমাদ্যন্তে কেচিরেতি চেৎ যৈ  
নাপদ্যন্তে তেষাং প্রধানকার্যভং ন প্রাপোভীতোবমেতে দোষাঃ সাধা-  
রণভাষ্যাতরস্মিন্ চোদয়িতব্যো ভবতীত্যন্বোষতা মেবৈষাং ত্রুতয়তি  
অবশ্যপ্রতিভব্যভাৎ ॥ ১০ ॥

ইতচ্চ নাগমগম্যোহর্থৈ কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং যস্মিন্নিরাগমাঃ  
ক্ৰোধোৎপ্রেক্ষামাত্রিনিবন্ধনাতর্ক্য অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্ত্যুৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্ক-  
র্যং তথা হি কৈশিচিৎকিঞ্চিদুৎপ্রেক্ষ্যেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্ক্য অভিব্যক্ততৈর-  
ভ্রাতাভ্যমানা দৃষ্টান্তে তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদভ্রাতাভ্যস্ত ইতি ন প্রতি-  
তত্ত্বং তর্কাণাং শকাং সমাপ্রয়িত্বং পুরুষমতিবৈরূপাৎ । অথ কন্তচিৎ  
প্রসিদ্ধমাহায়াস্ত কপিলস্তান্ত্র বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাত্মীয়ত এব-  
পি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব প্রসিদ্ধমাহায়াভিমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিল-

ক পুরুষেরও পুনর্বার বন্ধপ্রসঙ্গ হয় । আর যদি বল, নাশকালে কোন  
কোন প্রকার ভেদ থাকে ও কোন কোন ভেদ থাকে না, তাহা হইলে  
হা বিনাশ পায় নাই, তাহা প্রধানের কার্য্য নহে, এইরূপ সাধারণ  
এব অস্ত্র পক্ষে বলা যায় না, এইরূপে নিদোষতাই দৃঢ়ীভূত হই  
ছে ॥ ১০ ॥

কেবল তর্কদ্বারা আগমগম্য অর্থ খণ্ডন করা যায় না, বিশেষত যে  
আগমার্থ বিরুদ্ধ এবং কেবল পুরুষোৎপ্রেক্ষা মাত্রই বাহার মূল, সেই  
আদরণীয় নহে, যেহেতু উৎপ্রেক্ষার কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ পুরুষ-  
ের বৈরূপ্য প্রযুক্ত এক ব্যক্তি বহুপূর্বক যে তর্ক স্থাপন করে, অস্ত্র  
ক নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করে, পুনর্বার যদি  
ঐ তর্কের স্থাপনে যুক্তি দেখাইতে পারে, তাহা হইলেও অপর বুদ্ধি-  
ব্যক্তি আপন বুদ্ধিকৌশলে যুক্তিদ্বারা সেই তর্কের অযৌক্তিকতা  
প্রদান করিতে পারে, এইরূপে তর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না । আর

কণ্ঠকুপ্রভৃतीনাং পরস্পরবিশ্রুতিপত্তিদর্শনাং । অথোচ্যোক্তাশ্চথা বয়মমু-  
 মাশ্রামহে যথা না প্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাতীতি  
 শক্যতে বক্তুং এতদপি হি তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণৈব প্রতিষ্ঠা-  
 প্যতে । কেবাঞ্চিৎ তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেনাশ্লেষামপি তজ্জাতীয়কানাং  
 তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাং । সর্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্বলোকব্যবহারো-  
 চ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । অতীতবর্তমানাঞ্চল্যামোহন হুনাগতেহপ্যধ্বনি সুখদুঃখ-  
 প্রাপ্তিপরিহারায় প্রবর্তমানো লোকো দৃশ্যতে । ঐত্যর্থোবিশ্রুতিগতো  
 চাখ্যভাসনিয়াকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ  
 ক্রিয়তে । মনুরপি চৈবমেব মনুতে "প্রত্যক্ষমমুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্ ।  
 ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা" ॥ ইতি "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ  
 বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা । যস্তর্কেণামনুসন্ধন্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ॥ ইতি ৫

যদি কোন প্রসিদ্ধমাহাত্ম্য ব্যক্তির, কপিলের অথবা অন্য কোন প্রখ্যাত  
 নামা ব্যক্তির সম্মত তর্ক গ্রহণ করা যায় বল, তাহা হইলেও তর্কের অপ্র-  
 তিষ্ঠাই জানা যায়, কারণ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্য বলিয়া অভিমত কপিল বর্ণা  
 প্রভৃতিরও পরস্পর মতের অনৈক্য দেখা যায়, আর যদি বলি, আম-  
 ইহাই অমুমান করিতেছি যে, তর্কের অপ্রতিষ্ঠাদোষ হইতে পারে ন  
 কারণ প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই, ইহাও বলা যায় না, ইহাতেও তর্কদ্বারাই ত  
 প্রতিষ্ঠা হইতেছে । কারণ কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দর্শনে তজ্জ-  
 তীয় অন্যান্য তর্কেরও অপ্রতিষ্ঠা কল্পনা করা যায়, বাস্তবিক সর্ব তর্কে  
 অপ্রতিষ্ঠাতে সর্বলোকব্যবহারোচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু লোক সর্বদা  
 সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারার্থ অতীত ও বর্তমান পন্থাক্রমেই অন্য  
 পন্থাতে বর্তমান দেখা যায় । আর ঐত্যর্থের বিরোধেও অনর্থ নি-  
 করণ দ্বারা যে সম্যগর্থের নির্দ্ধারণ হয়, তাহাও বাস্তবিক নিরূপণ  
 তর্কদ্বারাই সম্পন্ন করা যায় । মনুও ইহাই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম বুদ্ধির ও  
 লাঘী ব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষ, অমুমান ও বিবিধ আগমশাস্ত্র প্রণয়ন কা-  
 চেন, মনু আর বলিয়াছেন যে, যিনি বেদের অবিরোধী তর্কদ্বারা  
 শ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অনুসন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জানে

চ ক্রবন্ । অয়মেব চ তর্কশালকারো যদ প্রতিষ্ঠিতং নাম এবং হি সাবদ্য-  
তর্কপরিভাষাগেন নিরবদ্যন্তর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি । ন হি পূর্নজ্ঞো মূঢ়  
আসীদিত্যাগ্নানপি মুঢ়েন ভবিতবাং ইতি কিঞ্চিদন্তি প্রমাণং তস্মান তর্কা-  
প্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ । যদ্যপি কচিৎবিষয়ে  
তর্কস্ত প্রতিষ্ঠিতত্বমূলক্ষ্যতে তথাপি প্রকৃতে ভাববিষয়ে প্রসজ্যত এবা-  
প্রতিষ্ঠিতত্বদোষাদনিম্নোক্তত্বকৃত্য ন হীদমতিগম্ভীরং ভাববাখ্যাত্বা মুক্তি-  
নিবন্ধনমাগমমন্তরণেণোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যং রূপাদ্যভাবাবাক্তি নায়মর্থঃ  
প্রত্যক্ষস্ত গোচরো লিপাদ্যভাবাচ্চ নামুনানাদীনামিত্যেবোচ্যাম । অপি চ  
সম্যগ্জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি সর্বেষাং মোক্ষবাদিনামভ্যুপগমঃ তচ্চ সম্যক্  
জ্ঞানমেকরূপং বস্তুতত্ত্বতাং একরূপেণ হুবস্থিতো যোহর্থঃ স পরমার্থঃ  
লোকে তবিশয়ঃ জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানমিত্যুচ্যতে যথাহয়িকৃষ্ণ ইতি তদৈবং  
সতি সম্যগ্জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিরনুপপন্না তর্কজ্ঞানানান্ত অস্ত্রোক্ত-

পারেন, তদ্বিন্ন কেহ ধর্ম জ্ঞানেন না । বাস্তবিক তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠা,  
তাহাই তর্কের অলঙ্কার বলিয়া জানিবে, আর নিন্দিত তর্কের পরিভাষা  
পূর্বক অনিন্দিত তর্কই গ্রাহ্য হইয়া থাকে, আর পূর্বজাত ব্যক্তি মূঢ় ছিল  
বলিয়াই যে, স্বয়ং মূঢ় হইবে, এমন কোন প্রমাণ নাই । অতএব তর্কের  
অপ্রতিষ্ঠা দোষাবহ নহে, ইহা বলিলে অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়, আর যদি  
কোন বিষয়ে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষিত হয়, তথাপি প্রকৃত বিষয়ে  
অপ্রতিষ্ঠাদোষহেতু তর্কের অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়, ইহার ভাববাখ্যাত্বা  
অতি গম্ভীর, তাহা মুক্তিनिबन्धन আগম ব্যতিরেকে উৎপ্রেক্ষা করা যায়  
না । বস্তুত এই বিষয় প্রত্যক্ষগোচর নহে, বা লিপ্তদর্শনাদির অভাব  
হেতু অসুমানসিদ্ধও নহে, পরন্তু সম্যক্জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়, ইহাই সর্ব  
মোক্ষবাদীরা স্বীকার করেন । আর বস্তুর তত্ত্বতাপ্রযুক্ত সেই সম্যক্ জ্ঞানও  
একরূপ, অর্থাৎ একরূপে অবস্থিত যে অর্থ, তাহাই পরমার্থ বলিয়া জানা  
ায়, সেই পরমার্থবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই সম্যক্জ্ঞান বলিয়া কথিত  
হইয়া থাকে, যেমন “অগ্নি উষ্ণ” ইহাই সম্যক্জ্ঞান । এইরূপ যদি পুরু-  
ষের সম্যক্জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আর কোন বিরোধ থাকে না, কিন্তু





এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

জ্যোত অত আগমবশেনাগমাস্মারিতকর্বশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ  
কারণং প্রকৃতিশ্চেতি স্থিতম্ ॥ ১১ ॥

বৈদিকশ্চ দর্শনশ্চ প্রত্যাসন্নত্বাং গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাং বেদাস্মু-  
সারিভিঃ চ কৈশ্চিচ্ছিষ্টৈঃ কেনচিৎশেন পরিগৃহীতত্বাং প্রধানকারণবাদং  
তাবদ্ব্যাপাশ্রিত্য যন্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপে বেদান্তবাক্যেযু দ্ব্যবিতঃ ইদানী-  
মণাদিবাদব্যাপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিন্নন্দমতিভির্কোদান্তবাক্যে পুনন্তর্ক-  
নিমিত্ত আক্ষেপ আশঙ্ক্যতে ইত্যতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণত্বায়েনাতিদিশতি  
পরিগৃহ্যন্ত ইতি পরিগ্রহাঃ ন পরিগ্রহা অপরিগ্রহাঃ শিষ্টানামপরিগ্রহাঃ  
শিষ্টাপরিগ্রহাঃ এতেন প্রকৃতেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন  
শিষ্টৈশ্চবাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিদপ্যংশেনাপরিগৃহীতা যে-ইণাদিকারণ-  
বাদান্তেহপি প্রতিবিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা নিরাকৃতা বেদিতব্যঃ তুল্যত্বাং  
নিরাকরণকারণশ্চ নাত্র পুনরাশঙ্কিতব্যঃ কিঞ্চিদস্তি । তুল্যমত্রাপি পরম-

সারী তর্কবলে চেতন ব্রহ্মই যে জগতের কারণ ও প্রকৃতি, ইহা সিদ্ধ  
হইল ॥ ১১ ॥

বৈদিকদর্শনের প্রত্যাসন্নতাশতঃ ও গুরুতর তর্কবলে কোন কোন  
বেদান্তাস্মারী শিষ্টতর্কিকেরা কোন অংশ পরিগৃহীত প্রধান কারণবাদ  
আশ্রয় করিয়া বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ উদ্ভাবন করিয়া-  
ছিলেন, তাহা পরিহৃত হইয়াছে। এইক্ষণ মনু প্রভৃতির বাক্য আশ্রয় করিয়া  
কোন কোন মন্দমতিরা পুনর্বার বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপের  
আশঙ্কা করেন, তাহার নিরাসার্থ বলিতেছেন। ইহাতে যাহা শিষ্টগণ গ্রহণ  
করেন না, তাহাও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ প্রধান কারণবাদের নিবাস-  
ঘারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, মনুবেদবাস প্রভৃতি শিষ্টগণ কোন  
অংশেও যে মূলকারণবাদ স্বীকার করেন নাই, তাহা নিরাকৃত হইল, এই  
নিরাকরণের যে কারণ, তাহাতে আশঙ্ক্যমাত্র নাই, অর্থাৎ পরম গভীর,  
জগৎ কারণের তর্কানবগ্রাহ্যত্ব, তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠা, অপ্রথাগুণে অবি-

### ভোক্তাপ্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্রাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

গচ্ছীরন্ত জগৎকারণন্ত তর্কানবগাহন্তঃ তর্কশ্রুতাপ্রতিষ্ঠিতমন্তথাহুমানৈ-  
হপ্যবিমোক্ষ আগমবিরোধশ্চেত্যেবং জাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥ ১২ ॥

অন্তথা পুনত্রংগকারণবাদস্বর্কবলেনেবাক্ষিপ্যতে । য অপি ঋতিঃ  
প্রমাণং স্ববিষয়ে ভবতি তথাপি প্রমাণান্তরেণ বিষয়পহারেহন্তপরা ভবিতু-  
মর্হতি যথা মন্ত্যর্থবাদৌ তর্কোহপি হি স্ববিষয়াদন্তপ্রতিষ্ঠিতঃ শ্রাং যথা  
ধর্ম্মার্থম্বয়োঃ । কিমতো যদ্যেবং অন্ত ইদমযুক্তং যৎপ্রমাণান্তরপ্রসি-  
দ্ধার্থবানং ঋতে: কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধার্থঃ শ্রুত্যা বাধ্যত ইতি  
অত্রোচ্যতে প্রসিদ্ধোহন্তঃ ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ লোকে ভোক্তা চ  
চেতনঃ শারীরঃ ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি । যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ  
ভোগ্য ওদন ইতি তন্ত চ বিভাগস্তাভাবঃ প্রসজ্যেত যদি ভোক্তা ভোগ্য-  
ভাবমাপদ্যেত ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবং আপদ্যেত তয়োশ্চেতরেতরভাবা-

মোক্ষ এবং আগমবিরোধ ইত্যাদি কারণেই যুক্তকারণবাদাদি নিরাকৃত  
হইয়াছে ॥ ১২ ॥

যদিও ঋতি স্ববিষয়েই প্রমাণ হউক, তথাপি প্রমাণান্তরদ্বারা বিষয়  
পরিগ্রহে সেই ঋতি অন্তপর হইতে পারে, যেমন মন্ত ও অর্থবাদ স্ববি-  
ষয়ের অন্তপ্রতিষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ তর্কও স্ববিষয়ভিন্নে অপ্রতিষ্ঠিত  
হয় । যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে পূর্বেকৃত হেতুপ্রদর্শন অযুক্ত হই-  
তেছে, প্রমাণান্তরদ্বারা যে ঋতির প্রসিদ্ধার্থবান, তাহা উচিত হইতেছে  
না । তবে কিরূপে প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ অর্থ ঋতিদ্বারা বাধিত হইতে  
পারে ? ইহাতে বলা যায় যে, এইরূপ ভোক্তা ও ভোগ্য বিভাগ প্রসিদ্ধই  
আছে, লোকে চেতন শারীরজীবই ভোক্তা এবং শব্দাদি বিষয় ভোগ্য,  
এইরূপ বিভাগ দেখা যায় । যেমন দেবদত্ত ভোক্তা ও অন্নাদিভোগ্য,  
সেইরূপ শারীরজীব ভোক্তা ও শব্দাদিভোগ্য । এইরূপ সেই ভোক্তা ও  
ভোগ্যের বিভাগাভাবপ্রসঙ্গ হইল । যদি ভোক্তা ভোগ্যভাব এবং  
ভোগ্য ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরম কারণ ত্রয়ের অন্ত্যন্ত

পত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্তত্বাৎ প্রসম্ভ্যেত ন চান্ত প্রসিদ্ধস্ত বিভা-  
গস্ত বাধনং যুক্তম্ । যথাস্থদ্যে ভোক্তৃভোগ্যমোর্বিভাগো দৃষ্টে তথাভী-  
তানাগতয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্তান্ত ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্তা-  
ভাবপ্রসঙ্গাৎ অযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিচ্ছোদয়েৎ  
তং প্রতি ক্রয়াৎ স্থান্লোকবদिति উপপদ্যত এবামমসংগক্ষেহপি বিভাগঃ  
এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ । তথা হি সমুদ্রাহুদকান্নোহনন্তত্বেষ্টপি তদ্বি-  
কারাণাং ফেণবীচীতরঙ্গবুদ্বদাদীনাং ইতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লে-  
ষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে । ন চ সমুদ্রাহুদকান্নোহনন্তত্বেষ্টপি  
তদ্বিকারাণাং ফেণতরঙ্গাদীনাং ইতরেতরভাবাপত্তির্ভবতি ন ঐষামি-  
তরেতরভাবামুপপত্তাবপি সমুদ্রান্নোহনন্তত্বং ভবতি এবমিহাপি ন চ  
ভোক্তৃভোগ্যমোরিতরেতরভাবাপত্তিঃ ন চ পরস্মাদ্ব ব্রহ্মণোহন্তত্বমিতি ভবি-  
ষ্যতি । যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ “তৎসৃষ্টা তদেবামুপ্রাবিশৎ”

হেতু অন্তোন্তভাব প্রাপ্তি হইতে পারে, অতএব প্রসিদ্ধ বিভাগের বাধা  
যুক্ত হয় না ; সুতরাং যেমন বর্তমানে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ  
দেখা যায়, সেইরূপ অতীত ও অনাগতেও ঐরূপ বিভাগ কল্পনা করা  
কর্তব্য, অতএব প্রসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গহেতু ব্রহ্মের  
কারণতাবধারণ অযুক্ত হইতেছে, যদি এইরূপ কেহ বলেন, তাহা  
হইলে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, লোকদৃষ্টত্বহেতু আমাদিগের  
গক্ষেও উক্ত বিভাগ উপপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে যে জল আছে,  
তাহার ভেদ না থাকিলে সেই জলের স্ববিকারীভূত ফেণ, তরঙ্গ ও  
বুদ্বদের পরস্পর বিভাগ আছে এবং তাহাদিগের পরস্পর আলিঙ্গন স্বরূপ  
ব্যবহার উপলব্ধ হয় । পরন্তু উদকময় সমুদ্রের ভেদ না থাকিলে তদ্বি-  
কারীভূত ফেণ, বুদ্বদ ও তরঙ্গের পরস্পরভাবাপত্তি হইতে পারে না, আর  
ইহাদিগের পরস্পর ভাবের অমুপপত্তি হইলেও তাহা সমুদ্রভিন্ন নহে,  
এই স্থলেও এইরূপ জানিবে । আর ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পর অভাবা-  
পত্তি হইতে পারে না, এইরূপ এই জগৎও পরব্রহ্মের অন্ত নহে । যদিও  
ব্রহ্মের বিকার নহে, যেহেতু “ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ

তখনত্বেইমারস্তগশকাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি স্রষ্ট্রৈবাবিকৃতস্ত কার্যামুপ্রবেশেন ভোক্তৃশ্রবণাৎ তথাপি কার্য-  
মুপ্রবেষ্টান্তি কার্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ আকাশস্তেব ঘটোপাধি-  
নিমিত্তঃ ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্তস্বৈপ্যপন্নো ভোক্তৃভোগ্য-  
লক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিত্যেতুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

অভ্যুপগম্য চেমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং তান্নৈক-  
বদিতি পরিহারোহিহিহিতো ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোহস্তি যদ্যং  
তয়োঃ কার্যাকারণরোরনন্তস্ববগম্যাতে । কার্যমাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চ জগৎ  
কারণং পরং ব্রহ্ম তন্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোহনন্তত্বং ব্যতিরেকেকতাভ্যঃ  
কার্যভাবগম্যাতে কৃতঃ আরম্ভশকাদিভ্যঃ । আরম্ভগশকস্তাবদেকবিজ্ঞানেন  
সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ুচ্যতে “যথা সোমৈমাকেন মৃৎ-

করেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিকৃত স্রষ্টা ব্রহ্মেরই কার্যেতে অনুপ্রবেশ-  
প্রযুক্ত ভোক্তৃশ্রবণ আছে, তথাপি কার্যামুপ্রবেষ্ট ব্রহ্মের কার্যোপাধি-  
নিমিত্ত বিভাগ আছে, যেমন ঘটাদি উপাধি ভেদে আকাশের বিভাগ  
হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও কার্যনিমিত্ত বিভাগ জানিবে, এতএব পরমব্রহ্ম  
হইতে জগতের তেদ না থাকিলেও সমুদ্রতরঙ্গাদি ভ্রায়ে ভোক্তা ও  
ভোগ্যের বিভাগ প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১৩ ॥

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের প্রকৃত সমাধান করিতেছেন, পূর্ববৎ ব্যাব-  
হারিক ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণ বিভাগ স্বীকারপূর্বক একরূপ পরিহার কথিত  
হইয়াছে, উহা প্রকৃত বিভাগ নহে, যেহেতু কার্যাকারণরূপ ভোগ্য ও  
ভোক্তার অভেদ স্বীকার আছে, এই বহু প্রপঞ্চ জগৎ কার্য এবং পরমব্রহ্ম  
কারণ, সেই কারণ হইতে কার্যেতে প্রকৃত অভেদই আছে, পরন্তু ব্যতি-  
রেকরূপে অভেদ জানা যায়, যেহেতু উক্ত কার্যেতে আরম্ভাদি শব্দ প্রযো-  
গ আছে, অর্থাৎ এক বিজ্ঞান হইলে সর্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিপ-  
ত্তিরিয়া দৃষ্টান্তাপেক্ষার আরম্ভশব্দ কথিত হয় । শ্রুতিতে লিখিত আছে যে  
হে সোম্য! একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড জানিতে পারিলেই সর্ব মৃৎময় বস্তুর জ্ঞ

পিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সৰ্বং যুগ্মং বিজ্ঞাতং স্ত্রাচারন্তণং বিকারো নাম-  
 ধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ইতি । এতচ্ছবং ভবতি একেন মৃৎপিণ্ডেন  
 পরমার্থতো মৃদাঙ্গনা বিজ্ঞাতেন সৰ্বং যুগ্মং ঘটশরাবোদকনাদিকং  
 মৃদাঙ্গাবিশেষাবিজ্ঞাতং ভবেৎ যতো বাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং  
 বাটৈব কেবলমন্তীত্যারভ্যাতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদকনক্ষেতি ন তু  
 বস্তব্বুতেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হেতুনৃতং মৃত্তিকেত্যেব  
 সত্যমিতি । এবং ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আশ্রিতঃ তত্র স্ত্রাচারন্তণশব্দাৎ দাষ্টান্তিক-  
 কেপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্যজাতস্তাভাব ইতি গমাতে । পুনশ্চ তেজো-  
 হবনানাং ব্রহ্মকার্যতামুক্তা তেজোহবনকার্যাণাং তেজোহবনব্যতিরেকে-  
 গাতাবং ব্রবীতি "অপাগাদগ্নেরমিহঃ বাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং  
 ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং ইত্যাদিনা । আরন্তণশব্দাদিত্য ইত্যাদিশব্দাৎ  
 "ঐতব্রাহ্মমিদং সৰ্বং" "তৎসত্যং স আত্মা" "তত্ত্বমসি" "ইদং সৰ্বং যদয়-

গতি হইতে পারে । ঘটাদি সমুদায়ই বিকার, উহাদিগের নাম বাক্য  
 মাঝেই থাকে, এ সমুদায়ই মৃত্তিকা । এইক্ষণ ইহাই উক্ত হইল যে, একটি  
 মৃত্তিকা পিণ্ডকে যথার্থ রূপে মৃত্তিকা বলিয়া জানিতে পারিলেই ঘট-  
 শরাবাদি সমস্ত যুগ্মবস্তুর মৃৎস্বরূপের অবিশেষবাহু বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু  
 উহাদিগের নাম কেবল বাক্য মাঝে আরন্ত হই, অর্থাৎ ঘট, শরাবাদি  
 ঐ মৃত্তিকার বিকার, ইহা মৃত্তিকা ভিন্ন নহে, পরন্তু বস্তুর বিকারও নহে,  
 কেবল পৃথক্ পৃথক্ নাম মাত্র, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য । এইরূপ  
 ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত কথিত আছে, তাহাতে স্ত্রাচারন্তণ শব্দের দাষ্টান্তিকেও  
 ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্যসমূহের অভাব জানা যায় । পুনর্বার তেজ, জল ও  
 অগ্নির ব্রহ্মকার্যতা বলিয়া সেই কার্যভূত তেজ, জল ও অগ্নির তেজ, জল  
 ও অগ্নি ব্যতিরেকে অভাব বলিয়াছেন, অর্থাৎ অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হয়,  
 অগ্নি এই নামটী কেবল বাক্য মাত্র জানিবে, তিনটি রূপ মাত্র সত্য,  
 ইত্যাদি রূপে উক্ত আছে, আর "আরন্তণ শব্দাদিত্যঃ" এই আদি শব্দ  
 প্রযুক্ত আছে । "এই সমুদায়ই আত্মস্বরূপ" "বিনি আত্মা তিনিই সত্য"  
 "তুমিই সেই ব্রহ্ম" "এই যে আত্মা, তাহাই সৰ্ব্বময়" "সৰ্ব জগৎই ব্রহ্ম-

মাদ্বা "ঐক্যবেদঃ সর্বঃ" "আত্মবেদঃ সর্বঃ" "নেহ নানান্তি কিঞ্চন" ইত্যেবমাদ্যপ্যাটৈক্যপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহৰ্ত্তব্যম্ । ন চাত্থা একবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে তদাদ্যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্তত্বং যথা চ মৃগতৃক্ষিকোদকানীনা মুখাদিত্যোহনন্তত্বং দৃষ্ট-  
নষ্টবরূপত্বাৎ স্বরূপেণ স্বরূপাখ্যত্বাৎ এবমন্ত ভোগ্যভোক্তৃদ্বাদিপ্রপঞ্চ-  
জাতস্ত ব্রহ্মব্যতিরেকেণাতাব ইতি দ্রষ্টব্যম্ । নবনেকান্তকঃ ব্রহ্ম যথা  
বৃকোহনেকশাখঃ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিবৃকঃ ব্রহ্ম অত একত্বং নানাত্ব-  
ভয়মপি সত্যমেব যথা বৃক ইত্যেকত্বং শাখা ইতি চ নানাত্বং যথা চ সমু-  
দ্রায়নৈকত্বং কেণতরঙ্গাদ্যাখ্যনা নানাত্বং যথা চ মৃদাখ্যনা একত্বং বটশরা-  
বাদ্যাখ্যনা নানাত্বং তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্যব্যবহারঃ সৎসত্তি  
নানাত্বাংশেন তু কর্ণকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকটৈবদিকব্যবহারো সৎসত্ত ইতি  
এবং চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অমুরূপা ভবিষ্যন্তীতি । নৈবং জ্ঞানমৃত্তিকৈত্যেব

স্বরূপ" "আত্মাই সর্বময়" "আত্মা তিন্ন আর কিছুই সত্য নহে" ইত্যাদি  
বহু বহু প্রতিভে আত্মার একত্ব প্রতিপাদনপরং বচনের উদাহরণ দেখা  
যায়, অত্থা একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় না । অতএব যেমন ঘট-  
কাদি মহাকাশ হইতে অন্ত এবং যেমন মরীচিকাতে যে জল দর্শন হয়,  
তাহা সেই উষরভূমি হইতে অন্ত, যেহেতু উহাদিগের স্বরূপ নষ্ট হইয়া যায়,  
সেইরূপ ভোগ্য ও ভোক্তাদি লক্ষণ-প্রপঞ্চ জগতের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অভাব  
হয়, ইহা দেখা যায় । আর ব্রহ্ম অনেকান্তক, অর্থাৎ যেমন বৃক অনেক  
শাখাবিশিষ্ট, সেইরূপ ব্রহ্ম অনেক শক্তি ও অনেক প্রবৃত্তিবৃক । অতএব  
ব্রহ্মের একত্ব ও অন্তর্যকর উভয়ই সত্য, যেমন বৃক এক ও শাখা অনেক  
এবং যেমন সমুদ্র এক ও কেণ তরঙ্গাদি অনেক, আর মৃত্তিকা এক ও বট-  
শরাবাদি অনেক । ইহাতে ব্রহ্মের একত্বাংশে মোক্ষ ব্যবহার সিদ্ধ আছে  
ও নানাত্বাংশে কর্ণ কাণ্ডাশ্রয় লৌকিক ব্যবহার হয়, এইরূপ মৃত্তিকাদি  
দৃষ্টান্ত অমুরূপ হইতেছে, কেবল মৃত্তিকাই সত্য, ইহা সন্দেহ হইতেছে না,  
কারণ প্রকৃতি মাজের দৃষ্টান্তগতাতার অবধারণ এবং বাটারঙ্গ শব্দদ্বারা  
বিকার সমূহের মিথ্যা কথন আছে । আর দাষ্টান্তিকেও "ঐতদাদ্যা-

সত্যমিতি প্রকৃতিমাত্রস্ত দৃষ্টান্তে সত্যতাবধারণাৎ । বাচ্যরন্তগশব্দেন চ বিকার-  
জাতস্তানৃতত্বাভিধানাৎ । দার্ষ্টান্তিকেষুপি, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যমিতি চ  
পরমকারণত্বেবৈক্যস্ত সত্যতাবধারণাৎ । স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি চ  
শরীরস্থ ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ । স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হেতুচ্ছারীরস্থ ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিষ্টতে  
ন যত্নান্তরপ্রসাব্যম্ । অতশ্চেন্দ্রঃ শাস্ত্রীয়ঃ ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানঃ স্বাভাবিক্যস্ত  
শরীরাত্মত্বস্ত বাধকং সম্পত্তিতে রজাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্ । 'বাধিতে চ  
শরীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎ  
প্রসিদ্ধয়ে. নানাহাংশেহপরো ব্রহ্মণঃ করোত । দর্শয়তি চ, যত্র তত্র সর্বমাত্মৈ-  
বাভূং তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়া-  
কারকফললক্ষণস্ত ব্যবহারস্তাভাবম্ । ন চায়ং ব্যবহারাত্বেবাহবস্থা বিশেষ-  
নবদ্ধোহভিধীয়ত ইতি বুদ্ধং বক্তৃম্ । তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মত্বতত্ত্বানবস্থা বিশেষ-  
নবন্ধনত্বাৎ । তত্ত্বদৃষ্টান্তেন চানুতাভিসম্বন্ধস্ত বন্ধনং সত্যভিসম্বন্ধস্ত মোক্ষং  
শরীরেকত্বমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজ্ঞপ্তিকং নানাত্বম্ ।

মিদং সর্বং তৎ সত্যমিত্যাদি শ্রুতি একমাত্র পরম কারণ অদ্বয় ব্রহ্মেরই  
সত্যতাবধারণ করিতেছে। “স আত্মা তত্ত্বমসি” শ্বেতকেতো ইত্যাদি শ্রুতি ও  
শরীরস্থ জীবেরই ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে। শরীরস্থ জীবের  
ব্রহ্মভাব স্বতঃসিদ্ধই প্রসিদ্ধ আছে, ইহা জন্য নহে। ( অর্থাৎ ইহা যত্নান্তর  
সাধ্য নহে ) অতএব এই শাস্ত্র স্বীকৃত ব্রহ্মভাব স্বভাবসিদ্ধ শরীরাত্মবাদের  
বাধা জন্মাইতেছে। যেমন সর্পবুদ্ধি রজ্জুবুদ্ধির বাধক হয়। সুতরাং শরীরাত্ম  
তত্ত্ব বাধিত হইলে তদাশ্রয় সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবহার বাধিত হইল। যাহার  
উপপত্তির নিমিত্ত নানাহাংশে অপর ব্রহ্মভাব কল্পনা করিতে হইত। শ্রুতিও  
ইহাই দেখাইতেছেন যে, যখন এসমস্ত পদার্থই আত্মস্বরূপ প্রতিপন্ন হইবে,  
তখন কোন্ ব্যক্তি কিপ্রকারে কাহাকে দেখিবে। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মাত্ম-  
দর্শিব্যক্তির ক্রিয়াকারক লক্ষণ লৌকিক যাবতীয় ব্যবহারাত্মবই দৃষ্ট হয়।  
একত্রে এপ্রকারও বলা যায় না যে এই প্রকার ব্যবহারাত্মাব অবস্থা বিশেষের  
দ্বারাই ইহা থাকে। যেহেতু—“তত্ত্বার্থ” এই শ্রুতিতে ঐদৃশ ব্যবহারাত্মাবই  
র্থার্থ। ইহা কোনও অবস্থা বিশেষ ব্রহ্ম নহে। তত্ত্ব দৃষ্টান্ত উপন্যাস দ্বারা



উভয়সত্যাত্মাং হি কথং ব্যবহারগোচরোহপি জন্তরনৃত্যভিসন্ধ ইত্যাচ্যতে । মৃত্যোঃ  
স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নামেব পশ্যতি ইতি চ ভেদদৃষ্টিমপবদন্তেতদেব দর্শয়তি । ন  
চাস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানাম্যোক্ত ইত্যুপপত্ততে । সমাগুজ্ঞানাপনোত্তম কল্পচিন্মিথ্যা-  
জ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেনানভূতগমাৎ । উভয়স্ত সত্যাত্মাং হি কথমেকত্বজ্ঞানেন  
নানাত্বজ্ঞানমপনুত্তত ইত্যাচ্যতে । নষেকত্বৈকাত্মাত্মাপগমে নানাত্বাত্মাৎ  
প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি • ব্যাহত্বেন নির্বিষয়ত্বাৎ স্থাপাদিবিধি  
পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাহপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহ-  
ত্বত, মোক্ষশাস্ত্রমপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাহপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাবাতঃ স্তাৎ ।  
কথং চানুভেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্তাত্মৈকত্বস্ত সত্যত্বমুপপত্তত ইতি,  
অত্রোচ্যতে । নৈষ দোষঃ । সর্বব্যবহারাণামেব প্রাগুক্তক্সাত্মাবিজ্ঞানং

শ্রুতি মিথ্যাবাদীর বন্ধন ও সত্যবাদীর মুক্তি বলায় স্পষ্টতই বুঝা যায় যে  
নানাত্বই মিথ্যাবিজৃম্বিত এবং একত্বই সত্য । যদি নানাত্ব এবং একত্ব এই  
উভয়ই সত্য হইবে তাহা হইলে ভেদদর্শীকে শ্রুতি মিথ্যাভিসন্ধ বলেন কেন ?  
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নামেব পশ্যতি” এই শ্রুতি বাক্যও ভেদদর্শনের  
নিম্নাই প্রকাশ পায় । এবং একেরই সত্যতা বুঝা যায় । জ্ঞানের প্রতিমুক্তির  
কারণতা ভেদাভেদমতেই উপপত্তি হয় । যেহেতু যথার্থজ্ঞাননাশ কোনও  
অপরমার্থিক জ্ঞানই সংসার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে । ইহা তাহার  
স্বীকার করেন না । একত্ব জ্ঞানই বহুত্ব জ্ঞানের বিনাশী, উভয় সত্যবাদী  
এইরূপও বলিতে পারেন না । কারণ, তাহাদের মতে নানাত্ব জ্ঞানও সত্য  
স্বরূপ হইয়া থাকে । এস্থলে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, আত্যন্তিক  
একত্ব স্বীকৃত হইলে নানাত্ব জ্ঞান বিনাশ পায় । নানাত্ব বোধ অপহৃত হইলে  
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও মিথ্যাভিব্যঞ্জক বলিয়া মিথ্যা হইয়া পড়ে । যেমন স্থাপুতে  
নহয়জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান তৎৎ অসত্যে সত্যজ্ঞান ভ্রমাত্মক । এবং বিধিও  
(প্রবর্তকবাক্য) নিষেধ (নিবর্তক বাক্য) পরাপর ভেদসাপেক্ষ । সুতরাং ভেদ  
বুক্তি না থাকিলে এতদ্রুতয়েই অনুপপত্তি হয় । মোক্ষশাস্ত্রও ভেদ সাপেক্ষ । গুরু  
শিষ্যপ্রভৃতি শব্দ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ বাচক । ভেদজ্ঞান অসিদ্ধ হইলে সঙ্গে  
সঙ্গে মোক্ষ শাস্ত্রের ও মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যায় । যদি বল মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা

সত্যপ্রোপপত্তেঃ স্বপ্নব্যবহারশ্চেব- প্রাক্ প্রবোধাৎ । যাবচ্চি ন সত্যাত্মৈকত্ব-  
প্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনূতবুদ্ধির্ন কথ্যচিহ্নংপশ্যতে ।  
বিকারানেষ ত্বহং মমেতাবিচ্ছিন্নাত্মাত্মীয়ভাবেন সর্বৌ অদ্বঃ প্রতিপত্তিতে  
স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাস্বতাং হিহা । তন্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাদ্রূপমঃ সর্বৌ  
লোকিকৌ বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ । যথা সুপ্তস্ত প্রাকৃতস্ত জনস্ত স্বপ্ন উচ্চাবচান্  
ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানঃ ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ ।  
ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়স্তৎকালে ভবতি তদ্বৎ । কথং তস্যতোন বেদান্ত-  
বাকোন সত্যস্ত ব্রহ্মাত্মত্বস্ত প্রতিপত্তিরূপপত্তেত, ন হি রজ্জুসর্পেণ দষ্টৌ ত্রিঘটে,

তাহা হইলে মোক্ষশাস্ত্র প্রতিপাদিত একাত্মবাদ ও মিথ্যা এই কথা অবশ্যই  
স্বীকার করিতে হইবে । এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি একত্বের সত্যতার  
প্রমাণ দেওয়া যায় তাহা হইলে আদৌ এই সমস্ত আপত্তিই উত্থাপিত হইতে  
পারে না । কেন না ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই যাবতীয় ব্যবহারিক সত্য-  
তার উপপত্তি হইয়া থাকে । যেমন প্রজাগরের পূর্বে স্বাপ্নিক ব্যবহার সত্য-  
বলিয়া অস্বীকৃত হয় সেইরূপ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই লৌকিক বা শাস্ত্রীয়  
ব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করা যায় । যাবৎ সময় একাত্মবাদের উপপত্তি না  
হয় এতাবৎ কাল কোনও প্রাণীর প্রমাণ, প্রমেয়, ফল ইত্যাদি বিষয়ে এবং  
অন্তঃ ব্যবহারিক বিষয়েও মিথ্যাজ্ঞান হইয়া থাকে । জাগতিক সমস্ত প্রাণীই  
ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্ন ব্রহ্মতাব বিশ্বত হইয়া অবিজ্ঞা কল্পিত বিকার সমূহকে  
আমি বা আমার এই প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকে । সুতরাং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের  
প্রাক্কালেই বৈদিক বা লৌকিক ব্যবহার উপপত্তি হইতে পারে । যেমন  
সুপ্তি অবস্থা হইতে মনুষ্য যতক্ষণ না চেতন পায় তাবৎ কালই স্বপ্নদৃশ্যমান  
পদার্থগুলির যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া থাকে । কিন্তু বাস্তবিক উহা প্রমাজ্ঞান  
নহে । সেইরূপ আত্মজ্ঞানোদয়ের প্রাক্কালীনই লৌকিক ব্যবহারগুলি সত্য  
বলিয়া আপাততঃ প্রতীতি হয় । এতদ্বলে এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে যে  
মিথ্যা বেদান্ত প্রমাণ দ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানের কিরূপে উৎপত্তি হইতে  
পারে । জীব রজ্জুসর্পেরদংশনে পঞ্চদ প্রাপ্ত হয় না বটে, এবং মৃগমরীচি  
কায় পান বা অবগাহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না সত্য । এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে

নাপি যুগতৃষ্ণিকাভাসা পানাবগাহনাদিশ্রয়োজনং ক্রিয়ত ইতি । নৈষ দোষঃ । শঙ্কাবিবাদিনিমিত্তমরণাদিকার্যোপলক্ষেঃ । স্বপ্নদর্শনাবস্থায় চ সর্পদংশনোদক-  
স্নানাদিকার্যাদর্শনাৎ । তৎকার্যামপ্যনৃতমেবেতি চেৎ ক্রয়াৎ তত্র ক্রমঃ । যন্তপি-  
স্বপ্নদর্শনাবস্থায় সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্যামনৃতং তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব  
ফলং প্রতیبুদ্ধসাধ্যাব্যাহ্যমানত্বাৎ । ন হি স্বপ্নাজ্জিহ্বিতঃ স্বপ্নদৃষ্টঃ সর্পদংশনোদক-  
স্নানাদিকার্যং মিথ্যেতি মত্তমানস্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মত্ততে কশ্চিৎ । এতেন  
স্বপ্নদৃশোহবগত্যাবধেনেন দেহমাত্রাদ্ব্যবাদৌষিতো বেদিতব্যঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—

“যদাকর্শন্তু কাম্যেযু জিয়ং স্বপ্নেষু পশুতি ।

সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥” ইতি

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যস্য ফলস্য সমৃদ্ধেঃ প্রাপ্তিং দর্শয়তি । তথা প্রত্যক্ষ-  
দর্শনেষু কেষুচিদিরিষ্টেষু জাতেষু ন চিরমিব জীবিত্যভীতি বিজ্ঞাদিত্যুক্তা, অথবাঃ

বেদান্তবাক্য আশ্রয়বাক্য না হইলেও উল্লিখিত দোষাবলার আরোপ করা  
যাইতে পারে না । যেহেতু রজ্জুসর্পদংশনেও ত্রাস শঙ্কা বিবাদাদিমারায়ক  
ক্রিয়া হইয়া থাকে । স্নপ্তব্যবস্থায় পুরুষও স্বপ্নদৃষ্ট জলে বা মরীচিকায় স্নানাদি  
ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে । বস্তুরত্যা এই সমস্ত ক্রিয়াই ভ্রমাত্মক ; এই সমস্ত  
কিছুই প্রমাণ নহে এই প্রকার উত্তর দিলে, তদুত্তরে এই বক্তব্য যে, যতপি  
স্বপ্নদর্শন কালীন সর্পদংশন অথবা জলাবগাহন প্রভৃতি তাবৎ ক্রিয়াই মিথ্যা,  
তথাপি তত্তৎ ক্রিয়াবগাহী জ্ঞান কখনও মিথ্যা হইতে পারে না । কেননা  
এই সমস্ত জ্ঞান মিথ্যা হইলে জাগ্রদবস্থায় তাহা থাকিতে পারে না । স্বপ্নদ্রষ্টাপুমান্  
স্বপ্তোখিতের পরক্ষণে স্বপ্নকালীন ক্রিয়াকলাপ মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিলেও  
তৎসংসর্গাবগাহী জ্ঞানকে মিথ্যা বলে না । স্বপ্নদর্শকের স্বাপ্নিক জ্ঞান  
তিরোহিত হয় একথা বলা যায় না কেননা চৈতন্যবস্থায় তাদৃশজ্ঞানের অব্যবর্তন  
হইয়া থাকে । এতদ্বারা দেহাদ্ব্যবাদীরমতও প্রত্যাশ্রয় হইল ইহা জানিতে হইবে ।

এতদ্বিষয় শ্রুতিও দেখা যায় । যথা কাম্যাকর্শে প্রবৃত্ত পুরুষ যদি তৎকালে  
স্বপ্নে জীদর্শন করিয়া থাকেন তাহাহইলে তদীয় কাম্যাকর্শ নির্বিক্রে পরিসমাপ্তি  
হইয়া থাকে । অন্তত দর্শন সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন যে যদি স্বপ্নে কোনও অনিষ্ট  
দেখা যায় তাহা হইলে এই স্বপ্নদ্রষ্টার শীঘ্রই মৃত্যু হইবে । এই প্রকার বলিয়া,

প্পে পুরুষঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণদন্তঃ পশুতি স এনং হস্তীত্যাदिना तेनासतोऽनैव स्वप्न-  
 र्णनेन सतां मरणं सृच्यत इति दर्शयति । असिद्धक्षेपः लोकेऽहम्ब्रव्यातिरेक-  
 श्लक्ष्णनां झेदृशेन स्वप्नदर्शनेन साध्यागमः सृच्यत झेदृशेनासाध्यागमः इति ।  
 एवाहकारादिसत्यास्वरप्रतिपत्तिर्दृष्टा रेखानूतास्वरप्रतिपत्तेः । अपि चास्त्यमिदं  
 प्रमाणमाद्यैकत्वस्य प्रतिपादकं नातः परं किञ्चिदाकाङ्क्षाम्बुति । यथा हि  
 लोके यजेतेत्यूक्ते किं केन कथं इत्याकाङ्क्षते न चैवं तत्त्वमसीत्यूक्ते  
 किञ्चिद्वदाकाङ्क्षाम्बुति सर्वाद्यैकत्वविषयत्वादवगतेः । सति ह्यहम्ब्रव्यविषया-  
 णैर्हर्षाकाङ्क्षा सां न ताद्यैकत्वव्यातिरेकेनाविषयमाणेहत्वाहर्षोहन्ति य-  
 थाकाङ्क्षेयत । न चैवमवगतिर्नोऽप्युच्यते इति शक्यं बलं, तद्वासा विज्ज्ञे

গণে বলিয়াছেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট  
 বকটাকার পুরুষকে দর্শন করেন তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণবর্ণপুরুষ অচিরেই তাহাকে  
 বিনাশ করিবে। এই প্রকার বৃত্তিতে হইবে। এবিধ উক্তি প্রত্যাশিত দ্বারা  
 দেখাইয়াছেন যে অসত্য স্বপ্নও অবশ্যস্তাবীমরণের সূচক হইয়া থাকে। এই  
 প্রকার স্বপ্ন দেখিলে এতাদৃশ ফল হয়, অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে এইরূপ ফল  
 হয়, এসকল তত্ত্ব অহমব্রব্যাতিরেক (তৎসম্বন্ধে তৎসত্ত্বা তৎ অসম্বন্ধে তদসত্ত্বা অহম-  
 ব্যতিরেকসম্বন্ধ বিশেষ) নিপুণ পুরুষেরা অবগত আছেন। এবং মিথ্যা বা  
 ফলনিক জ্ঞান দ্বারা অকল্পনীয় অকারাদিজ্ঞানোৎপত্তি হয় এইরূপ দেখা যায়।  
 এতাবত। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেদান্তশাস্ত্র কল্পিত হইলে ও  
 মকল্পিত সত্যব্রহ্ম বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহার ক্ষমতা আছে। এতদ্বিষয়ে আরও  
 একটা প্রমাণ উপভাস করা যাইতেছে যথা একান্তপ্রতিপাদক তত্ত্ব-মসিদ্ধপ  
 হাবাক্যই ইহার চরমপ্রমাণ, অতঃপর কিছুই আকাঙ্ক্ষা থাকে না; অতএব  
 কোনও প্রকার আশঙ্কার ও কথা নাই। যেমন “যজ্ঞেত” প্রভৃতি বিধিবাক্যে  
 কি নামক যজ্ঞ, কোন্ যজ্ঞ, কোন্দ্বেবা দ্বারা কি প্রকারে নিষ্পন্ন করিবে ইত্যাদি,  
 যজ্ঞের নাম, যজ্ঞ সম্পাদকদ্রব্য এবং যজ্ঞনির্বাহিকা প্রণালী প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা  
 থাকে, তদ্বৎ “তত্ত্বমসি” সেই অহমব্রহ্ম তুমি এই বাক্যে তাদৃশী কোনও আকাঙ্ক্ষা  
 থাকেনা। অতীপ্ত কোনও পদার্থ নাই বলিয়াই আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না।  
 আকাঙ্ক্ষার বিষয় এই যে সর্বত্র ভাবই এতাদৃশ জ্ঞানের বিষয়। যদি আত্মা

ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ, অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদামুদচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মান-  
 ভাঃ । ন চেয়মবগতিরনর্থিকা ভ্রান্তির্কেতি শক্যং বক্তুং, অবিদ্যানিবৃত্তিক্র-  
 দর্শনাং বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ । প্রাক্ চাত্মৈক্যভাবগতেরব্যাহতঃ সৰ্ব্বঃ সত্যানু-  
 ব্যবহারো লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচ্যাম । তন্মাদন্তোদ্য প্রমাণেন প্রতিপাদিত  
 আত্মৈক্যে সমস্তস্য প্রাচীনভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ নানেকাত্মকব্রহ্মকল্পনা-  
 কাশোহস্তি । নহু যুদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্র স্যাতিমতমিতি  
 গম্যতে । পরিণামিনো হি যুদাদয়োহৰ্থা লোকে সমাধিগতা ইতি । নেতুচ্যতে ।  
 স বা এষ মহানজঃ, আত্মাহঙ্করোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্ম, স এষ নেতি  
 নেত্যাত্মা অনুলম্বনং ইত্যাদ্যভাঃ সৰ্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থ-

ভিন্ন অন্য কোনও একটা কিছু থাকিত তাহা হইলে আকাজ্জারও উদয় হইত।  
 যখন আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই তখন সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতীতি হয়। সুতরাং  
 সেই জ্ঞান কাহারও অপেক্ষা করেনা, সেইজ্ঞানের কোনও আকাজ্জা ও থাকেনা  
 সেইজ্ঞান কেবলাবধী। অস্বয়াজ্ঞান হয় না এইরূপ বলা যাইতে পারেনা  
 বেহেতু পিতৃপুত্র দেশে ষেতকেতুর তাদৃশ জ্ঞান হইয়াছিল। এবং অদ্বৈত জ্ঞানোৎ-  
 পত্তির উপাধীভূত শ্রবণ মনন নির্দিধ্যাসন বেদামুদচন প্রভৃতির বিধান পরিদৃষ্ট  
 হয়। অদ্বৈতজ্ঞান নিরর্থক, তাহার কোনও ফলনাই অথবা তাহা ভ্রমজ্ঞান  
 ইত্যাদিরূপে কল্পনাও করিতে পারে না। যেহেতু এইজ্ঞান জীবের অবিচ্ছিন্ন বিনাশ  
 করিয়া থাকে, এইজ্ঞানের বিনাশ সাধন করিতে পারে এতাদৃশ কোনও জ্ঞান-  
 স্তরও নাই। যৎ পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞানোৎপত্তি না হয় তাবৎ কালই সত্য  
 মিথ্যা প্রভৃতি লৌকিক বা বৈদিক ব্যবহার হয়, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।  
 অতএব সৰ্ব্বপরিণেবে সমুৎপন্ন তত্ত্বমস্যাদি প্রমাণগম্য সৰ্ব্বাত্মবিক্ৰান্ত উৎপন্ন  
 হইলে পর পূর্বের সমস্ত ভেদবুদ্ধির বিনাশ হয়। সুতরাং তৎকালে ব্রহ্ম প্রমে-  
 কাত্মক এইরূপ কল্পনাও মনে স্থান পায়না। যদি বল মৃত্তিকাবি দৃষ্টান্তোপলব্ধি  
 দ্বারা পরিণামবাদই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রেত। যেহেতু দেখা যায় দৃষ্টান্তোপলব্ধ  
 সমস্ত পদার্থই পরিণামী। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে একথা সত্যনহে,  
 যেহেতু “এই সেই আত্মা জন্মবিকারবর্জিত” “আত্মা অজর, আত্মা অমর, আত্মা  
 নিত্যসুখ, আত্মা ভয়রহিত, এবং আত্মাইব্রহ্ম” তিনি ইহাও নহেন তাহাওনহেন।

বর্ণনাং । ন হ্যেকশ্চ ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্যং তদ্রহিতত্বঞ্চ শকাং প্রতিপত্ত্বম্  
স্থিতিগতিবৎ স্তাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থ্যেতি বিশেষণাৎ । ন হি কূটস্থ্য ব্রহ্মণঃ  
স্থিতিগতিবর্ধনকধর্ম্যাশ্রয়ং সম্ভবতি । কূটস্থ্যং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ববিক্রিয়া প্রতিবেধা-  
দিত্যবোচ্যাম । ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মৈকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনং এবং জগদাকার-  
পরিণামিত্বদর্শনমপি স্বতন্ত্রমেব কস্মৈচিৎ কলায়াভিপ্রেয়েত প্রমাণাতাবাৎ ।  
কূটস্থ্যব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাদেব হি ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রং, স এষ নেতি নেতায়্যা ইত্যা-  
ক্রম্য অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি, ইত্যেবজ্ঞাতীয়কম্ । তত্রৈতৎ সিদ্ধং ভবতি ।  
ব্রহ্মপ্রকরণে সর্বধর্ম্যবিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাদেব কলসিন্দৌ সত্যং যন্তব্রাহ্মণ-  
শ্রুতে ব্রহ্মণো জগদাকারপরিণামিত্বাদি তদব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুক্তাভে ।  
ফলবৎসম্মিধাবফলং তদঙ্গমিতিবৎ । ন তু স্বতন্ত্রফলায় কল্যাত ইতি । ন হি  
পরিণামবৎবিজ্ঞানাৎ পরিণামবৎসমায়নঃ ফলং স্তাদিতি বক্তুং যুক্তম্ । কূটস্থ-

“আত্মা স্থূলনহেন সুক্ষ্ম নহেন হ্রস্ব ও নহেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের কূটস্থ্য নিত্যতা  
প্রদর্শিত হইয়াছে । একই ব্রহ্মের পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এতদ্ব্যভিন্ন প্রতি-  
পাদন করা যাইতে পারে না । যদি বল স্থিতিগতি দৃষ্টান্ত দ্বারা একত্র বিরুদ্ধ ধর্ম-  
ধর্মের উপপত্তি করা যাইতে পারে, বস্তুত তাহাও সম্ভব হয় না কেননা ব্রহ্ম কূটস্থ্য,  
ব্রহ্মকূটস্থ্য হেতু তাহাতে অনেক ধর্মের সমাবেশ হইতে পারেনা । ইহাপূর্বেই  
প্রতিপন্ন হইয়াছে । প্রমানাত্যাব প্রযুক্ত একথাও বলা যায়না যে একই বিজ্ঞান  
যেমন মুক্তির কারণ জগদাকার পরিণতি জ্ঞানও তদ্বৎ অশ্রুফলের হেতু । কূটস্থ্য  
ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানই শাস্ত্র প্রদর্শন করাইয়াছেন । সেই আত্মা একরূপ ও নহেন  
তদ্রূপ ও নহেন এই প্রকারে উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে “তৈ জনক !  
তুমি মোক্ষপদ পাইয়াছ” এই শাস্ত্রে কূটস্থ্যাত্মবিজ্ঞান “মোক্ষ হওয়া কথিত  
হইয়াছে । পরিদৃশ্যমান শাস্ত্র দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়  
যে ব্রহ্মনিক্রমণ শাস্ত্রে সর্বধর্ম্য বিবর্জিত নির্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষফল  
যতরাং এতৎশাস্ত্রে ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণতির বর্ণনা বিফল । পরিণাম জ্ঞানের  
পূর্ণ ফল নাই । তাদৃশ জ্ঞান কেবল ব্রহ্মদর্শনের অঙ্গ বা উপায় স্বরূপ  
হইবে । ফলবৎসম্মিধানে পঠিতফলানুকরণ ফলবৎকর্ম্মেরই অঙ্গীভূত ইহা  
বিস্তীর্ণ হইবে । জৈমিনীর এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম দর্শনে ও পরিগৃহীত হইবে ।

নিত্যত্বান্মোক্ষস্ত । নহ কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বকান্তাৎ ত্রিশীত্ৰীশিতব্যাভাব  
 ত্রৈধরকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেৎ, ন, অবিজ্ঞাত্যকনামরূপবীজব্যাকরণপেক্ষ-  
 ত্বাৎ সৰ্বজ্ঞত্বস্ত । তন্মাধ্বা এতদ্বাদাত্মন আকাশঃ সন্তত ইত্যাদিবাক্যেভ্যো  
 নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তশ্বরূপাৎ সৰ্বজ্ঞাৎ সৰ্বশক্তেত্রীশ্বরাজ্জগৎপত্তিস্থিতিলগ্নাঃ,  
 নাচেতনাৎ প্রধানাদন্তস্বাধ্বৈতোষোহর্থঃ প্রতিজ্ঞাতো জন্মান্তস্ত যত ইতি । সা  
 প্রতিজ্ঞা তদবস্থৈব ন তবিক্রোধার্থঃ পুনরিহোচ্যতে । কথং নোচ্যেত অত্যন্ত-  
 মাত্মন একত্বমদ্বিতীয়ত্বঞ্চ ক্রবতা । শৃণু যথা নোচ্যতে । সৰ্বজ্ঞত্বশ্চৈশ্বর্য-  
 ইবাবিজ্ঞাকল্পিতে নামরূপে তদ্ব্যক্তভাভ্যামনির্লক্ষ্যনীরে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে  
 সৰ্বজ্ঞত্বশ্চৈশ্বর্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিত্যি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপোতে, তাভ্যামন্তঃ  
 সৰ্বজ্ঞ ত্রৈধরঃ, আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োনির্লক্ষিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ইতি  
 শ্রুতেঃ । নামরূপে ব্যাকরণবাণি, সৰ্বাণি রূপাণি বিচিস্ত্য ধীরো নামানি কৃত্যভি-  
 বদন্ বদান্তে, একং বীজং বহুধা যঃ করোতি ইত্যাদিশ্রুতিভাশ্চ । এবমবিজ্ঞা-

যখন মোক্ষ কূটস্থ নিত্য তখন আর এই রূপও বলিতে পারা যায় না যে পরি-  
 নামিঅবিজ্ঞানদৃষ্টে আত্মার পরিনামিঅসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে ।  
 ব্রহ্মেরই পরিনতি অবস্থা এই জগৎ, এতাদৃশ সিদ্ধান্তে আত্মাও ব্রহ্মভাবে  
 পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত ভিন্ন কিছু নহে । যদি বল কূটস্থ ব্রহ্ম-  
 বাদীদিগের মতে একত্বই শেষ সীমা, তাহাদের মতে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অর্থাৎ  
 একভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই । সুতরাং নিয়োজ্য ও নিয়োগকর্তা এতদ্ব-  
 ভয়ের কিছুই নাই । এতদ্ব্যয় না থাকায় ত্রৈধরই জগৎ কারণ এতাদৃশ-  
 প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয় তদন্তরে বক্তব্য যে এতাদৃশ পূর্বপক্ষই হইতে পারে না ।  
 যেহেতু সৰ্বজ্ঞত্ব ও সৰ্বকর্তৃত্বদ্বয় অবিজ্ঞক নামরূপাত্মক বীজের বিকাশ সাপেক্ষ  
 অর্থাৎ কল্পিত দ্বৈতঘটিত । “সেই আত্মা হইতেই আকাশের বিকাশ হইয়াছে”  
 ইত্যাদি স্মৃতিবিষয়িনী শ্রুতিদ্বারা জানা যায়, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তশ্বরূপ সৰ্বজ্ঞ  
 সৰ্বশক্তি পরমেশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি; ওবিনাশ হইয়া থাকে ।  
 অচেতনপ্রধান পরিস্রাশুপুঞ্জ হইতে এই সমস্তের সম্ভব হয় না । এবাধি  
 তব “জন্মান্তস্তবতঃ” এইশব্দে প্রতিপন্ন হইয়াছে । যে প্রতিজ্ঞা ঐ ত্রৈধর কারণ  
 প্রতিজ্ঞাশব্দে কৃত হইয়াছে সেই প্রতিজ্ঞা এখানেও ঠিক আছে, কিছুমাত্র ব্যতি-

কৃতনামরূপোপাধ্যায়রোধীশ্বরো ভবতি, যোমেব ঘটকরকাত্যোপাধ্যায়রোধিঃ স চ  
 বাস্তবভূতানিব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিজ্ঞাপ্রতাপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্যকরণসম্বন্ধা-  
 তামুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানায়নঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে । তদেবমবিজ্ঞা-  
 য়কোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরশ্চেত্বরত্বং সৰ্বজ্ঞত্বং সৰ্বশক্তিভূত্বং ন পরমার্থতো  
 বিজ্ঞাপ্রাপ্তসৰ্বকোপাধিস্বরূপে আয়নীশিত্রীশিতব্যসৰ্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপত্ততে ।  
 তথা চোক্তম্—যত্র নাশ্চৎ পশ্চতি নাশ্চক্ষণোতি<sup>১</sup> নাশ্চবিজ্ঞানতি স তুমা ইতি যত্র  
 তন্ত সৰ্বম্যৈবভূতং কেন কং পশ্চৎ, ইত্যাদি চ । এবং পরমার্থাবস্থাস্থাঃ  
 সৰ্বব্যবহারভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ, তথেষ্বরগীতাস্বপি—

ক্রম ঘটে নাই । একটা বাক্য ও তদ্বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হয় নাই । যখন  
 আত্যন্তিক একত্ব বলা হইয়াছে তখন কিরূপে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে ?  
 ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, 'অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ যাহা সত্য বা মিথ্যা কর্তৃক  
 নিরূপিত হয় নাই । যাহাকে অস্তি নাস্তি কোনও রূপেই নির্দেশ করা  
 যাইতে পারে না । তাহা সৰ্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আশ্রিত । সেই কল্পিত অথচ  
 ঈশ্বরশ্রিত অনির্বাচ্য মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মায়া শক্তি ও  
 প্রকৃতি নামে কথিত হইয়াছে । পরমেশ্বর সেই উভয় পদার্থ হইতেই ভিন্ন ।  
 এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা, আকাশই নামরূপের নির্বাহক, যিনি নামরূপভিন্ন  
 এবং নামরূপের নির্বাহক তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য । "ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন  
 আমি নামরূপে বিকার প্রাপ্ত হইব সেই ব্রহ্মই সমুদয় রূপের কল্পনা ও  
 সকলের নাম প্রদান পূর্বক সকলের নামধারণ করত বিস্তারিত আছেন ।  
 যে ব্রহ্ম একমাত্র বীজকেই বহুপ্রকার করিয়াছেন" ইত্যাদি । সেই অবিজ্ঞো-  
 পাধ্যুপস্থিত ঈশ্বরই ব্রহ্ম । একমাত্র আকাশই যেমন ঘটপটাদি উপাধি-  
 টপস্থিত তদ্বৎ । ঈশ্বর আপনার আশ্রিত ঘটাকাশাদি স্থানায় অবিজ্ঞা কর্তৃক  
 প্রতাপস্থাপিত নামরূপদ্বারা নিৰ্ম্মিত কার্য্যকারণসমষ্টিস্বরূপ উপাধিতে  
 গুরুত্ব জীবনামক বিজ্ঞানায়বাদিগণকে নিয়মিত ব্যবহারে পরিচালিত করি-  
 তছেন । উক্ত প্রকার অবিজ্ঞকোপাধির পরিচ্ছেদ অন্তিমের ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব,  
 সৰ্বজ্ঞত্ব ও সৰ্বশক্তিভূত্ব কিন্তু পরমার্থদর্শনে এক বা অদ্বিতীয় । তদ্বিজ্ঞানোৎ-  
 পত্তি হইলে নিরূপাধি হয় স্তূত্যাং পরমার্থদর্শনে পরমাত্মার নিয়ম্য নিয়ামকতা



“ন কর্তৃৎ ন কর্ম্মণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥

নানন্তে কন্তুচিং পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুস্তি জন্তবঃ” ॥ ইতি

পরমার্থবহ্মায়ামীশীশিতবাদ্যাদিব্যবহার্যভাবঃ প্রদর্শ্যতে । ব্যবহার্যবহ্মায়-  
স্কৃতঃ শ্রুতাবগীশ্বরাদিব্যবহারঃ । এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপিতিরেষ ভূতপাল  
এষ সেতুর্বিধরণ এষং লোকানামসম্ভেদায় ইতি । তথেশ্বরগীতাবগি—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেজ্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাকৃঢ়ানি মায়য়া” ॥ ইতি

ও সার্বভৌমিকতা প্রভৃতি কোনও রূপ ভেদব্যবহার থাকিতেই পারেন না।  
তাহার উপপত্তি ও হয় না । এ বিষয়ে এতাদৃশী শ্রুতিও দেখা যায় যে জীব  
যখন অস্ত্র কিছুই দেখেনা, শুনিতে পায়না, এমন কি অস্ত্র কিছুই জানেনা, তখনই  
জীব বন্ধ হয় । যখন এসমুদায় তাহার আয়া হয়, আত্মাতিরিক্ত অস্ত্র কিছুই  
দেখেনা অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম বিনিবৃতিহীন আয়াতে জগৎ-ভ্রম বিদ্রুত হয়;  
তখন কে কাহারদ্বারা কোন পদার্থ দেখেন? এই রূপে পারমার্থিক পরিণত-  
বহ্মায় ব্যাহিক ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায় ইহাই বেদান্তশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।  
ঈশ্বরগীতাতে ও পরমার্থবহ্মায় নিয়োজনীয়োজকভাবনাই এইরূপ কথিত হই-  
য়াছে । যথা প্রভু লোকের নিমিত্ত কর্তৃত্ব বা কর্ম্ম কিছুই সৃষ্টি করেন নাই।  
কর্ম্মজ্ঞফলভোগাদি তিনি সৃষ্টি করেন নাই । এক মাত্র প্রকৃতিই এই সমস্ত  
করিয়া থাকে । পরমায়্য কখনও কাহারও সৃষ্টি (পুণ্য) বা জুহুতি (পাপ)  
গ্রহণ করেন না । অজ্ঞান কর্তৃক জ্ঞান আবৃত থাকতেই জন্তগণমোহিত হই-  
তেছে । যতরূপ জীব ব্যবহার্যবহ্মায়ই থাকে, পারমার্থিক অবস্থায় পরিণত না  
হয়, তত দিনই জীবের ব্যবহার্যোপপত্তি হয় । ব্যবহার্যকালেই ঈশ্বরের  
ঈশ্বর শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন । যথা—ইনিই সমস্তের ঈশ্বর, ইনিই ভূতসমূহের  
অধিপতি, ইনিই ভূতসমষ্টির পালক, এং ইনিই লোকের সেতুর নাম বিধারক,  
নিরমপরিপাটীর মর্যাদারূপ । জগদ্বদগীতার ও উক্ত হইয়াছে যে “হে  
অজ্জুন, ঈশ্বর সমুদায় প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থিত আছেন । এং মায়া দ্বারা

সূত্রকারোহপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্তরমিত্যাহ । ব্যবহারান্তিপ্রায়েণ তু  
ম্যালোকবদিতি মহাসমুদ্রাদিহানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি অশ্রুত্যাখ্যায়ৈব কার্য-  
প্রপঞ্চঃ পরিণামপ্রক্রিয়াকাশ্রয়িত সপ্তগোপাসনেষু পমুদ্র্যত ইতি ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলক্ষেঃ ॥ ১৫ ॥

ইতচ্চ কারণাদনন্তরঃ কার্যশ্চ, যৎ কারণং ভাব এব কারণশ্চ কার্যমুপ-  
লভতে । তদযথা সত্যং যুদি ঘট উপলভ্যতে সংস্থ চ তত্ত্বমুপটঃ । ন চ  
নিয়মেনাহন্তভাবেহন্তোপলব্ধির্দৃষ্টা । ন হন্তো গোরন্তঃ সন্ গোভাব এবোপ-

মদ্বরূপ প্রাণীবর্গকে মোহিত করিতেছেন । ভগবান্ সূত্রকার ব্যাস দেবও  
পরমার্থাভিপ্রায়েই অভেদ কীর্তন করিয়াছেন । ব্যবহারব্যাপদেশে তিনি  
অভিন্নতা বলেন নাই । ব্যবহারান্তিপ্রায়েই লৌকিক দৃষ্টান্তোপন্যাস করতঃ  
পরমব্রহ্মের মহাসাগরের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াছেন । এবং সপ্ত  
উপাসনার উপযোগী বলিয়াই কন্মের প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহার পরিণাম  
উল্লেখ করিয়াছেন । ( এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত  
প্রাত্যহিক কন্মের দ্বারা মানসগুন্নি করিতে হইবে । তাহাতেই উপাত্তদূরিত  
কর হইবে । তদনন্তর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সৎগুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবে ।  
এমান যথা—

“আদৌ স্ববর্ণাশ্রমকীর্তিতা ক্রিয়াঃ

কৃত্বা সমাসাধিত শুদ্ধমানসঃ ।

সমাপ্যতৎ পূর্ব্বমুপাত্তসাধনং

সমাশ্রয়ে সৎগুরুমিষ্ট সাধনে” ॥

❖ রামগীতা ৭

সৎগুৰুঃ জ্ঞানপ্রাপ্তিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসঃ জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমেনেতি শেষঃ ॥

ইতি কল্পতরুঃ ॥ ১৪ ॥

কার্যাকারণের ঐক্যের প্রতি হেতুস্তরপ্রদর্শন করা ঘাইতেছে । কারণসঙ্গে  
কার্য অবশুন্মুখী, কারণব্যতিরেকে কার্যোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই । ঘটপটাদিও  
ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । যুক্তিকা থাকিলেই ঘটের অথবা তত্ত্বসঙ্গেই পটের উৎ-  
পত্তি হয় । যুক্তিকা না থাকিলে বা তত্ত্ব না থাকিলে ঘট বা পট কিছুই হয় না ।

লভ্যতে । ন চ কুলালভাব এব ঘট উপলভ্যতে সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে  
হস্তত্বাৎ । নবস্ত্রভাবেষুপাত্তোপলব্ধিনিয়তা দৃশ্যতে, যথাহস্তিত্ব এব ধূমস্তোতি ।  
নেত্যাচ্যতে । উদ্বাপিতেহপ্যগ্নৌ গোপালঘটিকাদিধারিতস্ত ধূমস্ত দৃশ্যমানত্বাৎ ।  
অথ ধূমং কয়াচিদবস্থয়া বিশিৎযাৎ জীবশৌ ধূমো নাসত্যগ্নৌ ভবতীতি, নৈবমপি  
কশ্চিদোষঃ । তত্ত্বাবাহুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণায়োরনন্তত্ত্বে হেতুঃ বহা  
বদামঃ । ন চাসাব্যয়ধূময়োবিজ্ঞতে । ভাবাচ্চোপলব্ধেরিতি বা হৃতম্ । ন  
কেবলং শব্দাদেব কার্য্যকারণায়োরনন্তত্বং, প্রত্যক্ষোপলব্ধেৰ্ভাবাচ্চ তদ্রোবনন্ত-  
মিত্যর্থঃ । ভবতি হি প্রত্যক্ষোপলব্ধিঃ কার্য্যকারণায়োরনন্তত্ত্বে । তদ্ব্যবস্থা তদ্ব-  
সংস্থানে তদ্ব্যবতিরেকণ পটৌ নাম কার্য্যং নৈবোপলভ্যতে, কেবলান্ত তদ্ব-  
আতানবিতানবস্তুঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যন্তে । তথা তদ্ব্যবস্থাবোধেত্ত্ব-  
তদবয়বঃ । অনয়া প্রত্যক্ষোপলব্ধ্যা লোহিতশুক্লককানি ত্রৌণি রূপাণি ততো বায়ুমাত্রমাকাশ-

( ঘটোৎপত্তির প্রতি মূর্ত্তিকা সমবাযি কারণ, পটোৎপত্তির প্রতি তদ্ব সমবাযি  
কারণ ) । একপদার্থের অস্তিত্বাবস্থায় পদার্থান্তরের অমুপলব্ধি স্বতঃপ্রসিক্ত ।  
অবস্থসন্দর্শনে যেমন গরুর উপলব্ধি হয়না, তদ্ব অন্যান্যপদার্থদর্শনে অন্যের উপলব্ধি  
হইতে পারে না । ঘটোৎপত্তির প্রতিকুলান ( হুস্তকার ) নিমিত্তকারণ হইলে  
কুলানের বিত্তমানাবস্থায় ঘটের উপলব্ধি নিয়মিতরূপ হইতে পারেনা । এক পদা-  
র্থের সম্ভাবে অপর পদার্থের উপলব্ধি হয়, যেমন অগ্নিলিঙ্গ সন্দর্শনে ধূমসত্ত্বা অগ্নি-  
মিত হইয়া থাকে । এইরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়না, কেননা ইহা নিশ্চয়  
নহে । স্থল বিশেষে ( গোপালঘটিকাদিতে ) নির্কানাগ্নিতেও ধূমসন্দর্শন হয় । ঘটি  
বল, ধূমস্থলবিশেষে বিশেষণবিশিষ্ট স্বীকার করিলেই উপপত্তি হয় । অগ্নি-  
ভাবে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম থাকেনা, অগ্নি থাকিলে অবিচ্ছিন্নমূলধূমই থাকে । একেত্র  
আমরাও তাহা স্বীকার্য্য বলিয়া মনে করি । কেননা ইহাতে কোনও দোষ  
শঙ্কা নাই । তত্ত্বাবাহুরক্তা বুদ্ধিকে কার্য্যকারণের অনন্তত্ত্বে হেতু বলিয়া  
আমরাও বলি । কিন্তু তাদৃশী বুদ্ধি অগ্নিধূমে বিজ্ঞমানা থাকে না । অথবা  
“ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ” এইপ্রকারই হৃত । হৃত্যর্থ এই যে, কার্য্যকারণের অনন্য-  
কেবল শব্দেকগম্য নহে । তাহা প্রত্যক্ষও উপলব্ধি হয় । তদ্ব্যবস্থার যথা  
যথভাবে বিন্যাস ব্যতীত বস্ত্র নামে পৃথক কোন কার্য্য নাই, আতানবিকান ভাবে

মাত্রাশেষমুদেষম্ । ততঃ পরং ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্ । তত্র সৰ্ব্বপ্রমাণানাং  
নিষ্ঠামবোচাম ॥ ১৫ ॥

### সত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

ইতচ্চ কারণাং কার্যাত্মানন্তত্বঃ যৎকারণং প্রাপ্তংপত্তেঃ কারণেনৈব কারণে  
স্বমবরকালীনস্যা কার্যাত্ম শ্রয়তে, সদেব-সোম্যোদমগ্র আসীৎ, আত্মা বা ইদমেক  
এবাগ্র আসীৎ, ইত্যাদাবিদংশদগৃহীতস্ত কার্যাত্ম কারণেন সামানাদিকরণাৎ ।  
যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ততে ন তৎ তত উৎপত্তে, যথা সিকতাভাস্তৈলম্ । তন্মাত্র  
প্রাপ্তংপত্তেরনন্তত্বত্বপন্নমপ্যনন্যাদেব কারণাং কার্যামিত্যবগম্যতে । যথা  
চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্বঃ ন ব্যভিচরতি, এবং কার্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু  
সত্বঃ ন ব্যভিচরতি । একঞ্চ পুনঃ সত্বঃ, অতোহপ্যনন্তত্বং কারণাং  
কার্যাত্ম ॥ ১৬ ॥

কতকগুলি সূত্রই কেবল প্রত্যক্ষ হয় । তদ্বৎ সূত্রে অংশ এবং অংশতে তদবর-  
বই প্রত্যক্ষ হয়, অত্র কিছুই দেখা যায় না । এবংসূত্র প্রত্যক্ষোপলব্ধি দ্বারা  
লোহিতগুরুত্বাত্মকরূপত্বয়ের এবং তাহাতেই বায়ুমাত্রার ও আকাশ  
তন্মাত্রার অনুমান করিবে । তদন্তর একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই অনুমিত হইবে ।  
সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সৰ্ব্ব প্রপঞ্চের সমাপ্তিস্থানীয় ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

বক্ষ্যমাণ শ্রুতি হইতেও কার্যাকারণের অনন্যত্ব বুঝায় । উৎপত্তির  
পূর্বে জগৎ কার্যের কারণে কারণাকারে থাকার উল্লেখ শ্রুতিতে আছে,  
এই হেতুতেও কার্য কারণ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়না । শ্রুতি যথা, “হে সৌম্য ! এ  
সকল অগ্রেই বিস্ত্রমান ছিল, সৃষ্টির পূর্বে এই সমস্ত একমাত্র আত্মাই ছিল” ।  
উল্লিখিত শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্শব্দবাচ্য জগতের একাদিকরণের  
উল্লেখ থাকার কার্যাকারণের একতাই প্রতীতি হয় । যে পদার্থ যদাদিকরণে  
যজ্ঞপে নাই সেই পদার্থ হইতে তাহা তজ্ঞপে জন্মে না । দৃষ্টান্ত স্বরূপে বালুকা  
হইতে তৈলোৎপত্তি অসম্ভব ইহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে । অতএব কার্য  
যেমন উৎপত্তির পূর্বে কারণের সহিত অভিন্ন, তজ্ঞপ উৎপত্তির পরেও অভি-  
ন্নই । যেমন সৰ্ব্বদাই কারনীভূত ব্রহ্মের সত্তার ব্যভিচার নাই, সেই-

অসদ্ব্যপদেশোন্নেতি চেন্ন ধর্মাস্তুরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

নমু কচিদসদ্ব্যপদেশোন্নেতি প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যন্ত ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইতি, অসবা ইদমগ্র আসীৎ ইতি চ । তন্মাদসদ্ব্যপদেশোন্নেতি প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যন্ত সম্বন্ধিতি চেৎ, নেতি ক্রমঃ । ন হ্রস্বমতাস্তাসম্বন্ধিপ্রায়েণ প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যন্তাসদ্ব্যপদেশঃ । কিং তর্হি । ব্যাকৃতনামরূপত্বাদিব্যাকৃতনামরূপত্বঃ ধর্মাস্তুরম্ । তেন ধর্মাস্তুরেণায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাপ্তংপত্তেঃ সত এব কার্যন্ত কারণ-রূপেণানন্তত্ব । কথমেতদবগম্যতে । বাক্যশেষাৎ । যত্নপক্রমে সন্ধিধার্থং বাক্যং তচ্ছবদেব নিশ্চীয়তে । ইহ চ তাবৎ অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইত্য-সচ্ছবদেবোপক্রমে নির্দিষ্টঃ যৎ তদেব পুনস্তচ্ছবদেন পরামৃশ্য সন্নিতি বিশিনষ্টি তৎ

রূপ কার্যভূত জগতের ও ত্রৈকালিক সত্তার অব্যতিচার অক্ষুন্ন । যেহেতু সত্তা এক, এই হেতু কার্যাকারণও এক ॥ ১৬ ॥

স্থলবিশেষে শ্রুতি উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অবিদ্যমানতা বলিয়াছেন । যথা শ্রুতি,—“এসমুদায় পূর্বে অসৎ ছিল” ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ বলে উৎপত্তির পূর্বে কার্য থাকিতে পারে না, যদি এরূপ সিদ্ধান্তে কেহ উপস্থিত হন এতদন্তরে বক্তব্য, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে । যেহেতু ঐ শ্রুতিতে যে অস্তাবপদ আছে উহা অস্তাব্যস্তাবপদ নহে । ব্যক্ততা প্রাপ্ত নামরূপাপেক্ষা অব্যক্ত নামরূপের ব্যবহারিক বিভিন্নতার প্রতিপাদকমাত্রই ইহার অর্থ । তদমুখ্যায়ী এবম্বিধ উল্লেখ । বস্তুত শ্রুতির অর্থ এই যে ক্রিয়াকূট উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে থাকায় কারণ হইতে পৃথক্ নহে । উৎপন্ন হইলে তাহাতে ব্যক্ততা ধর্মের আগমন হয় সুতরাং তাহার ব্যবহারও ভিন্ন প্রকার হয় । জগৎ অব্যক্তছিল এই অভিপ্রায়েই “অসৎ” এইরূপ বলা হইয়াছে । ইহা সুস্পষ্টরূপেই এই প্রস্তাবের শেষ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় । আরম্ভবাক্য সন্ধিদ্ধ হইলে বাক্যশেষদ্বারা তাহার নিশ্চয় হয় । ( সন্ধিপেযু বাক্যশেষাৎ ) । ( অস্তাব্যক্ততা উপদধাতি ইত্যত্র সন্দেহে তেজোবৈদ্যুতমিতি দর্শনাৎ স্তুতেনৈবাত্যন্তনোপ্য ইতি মাধবাচার্য্যঃ ) । অতএব অগ্রে এসকল অসৎই ছিল এই আরম্ভক শ্রুতিতে যাহাকে “অসৎ” বলিয়া নির্দেশ করা গিয়াছে, বাক্য শেষে তাহাকেই সৎ বলিয়া নির্দেশ করা গিয়াছে । যথা “সদেবাসীৎ” বাহা অত্যন্ত অসৎ অথবা শশশৃঙ্গের ত্রায় অলীক তাহাতে পূর্বাপর কাল সমৃদ্ধ

সদাসীং ইতি । অসতশ্চ পূৰ্ণাপরকালাসম্বন্ধাদাসীচ্ছদানুপপত্তেচ্চ । অসদা ইদমগ্র আসীং, ইত্যত্রাপি তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইতি বাক্যাশেষে বিশেষণাত্ম্যস্তা-  
সত্ত্বম্ । তস্মাৎ ধৰ্ম্মাস্তরেণৈবায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যাত্ম । নামরূপ-  
ব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছদাহং লোকে প্রসিদ্ধং, অতঃ প্রাক্ নামরূপব্যাকরণাদসদি-  
বাসীদিত্যুপচর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

যুক্তেচ্চ প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যস্য সত্ত্বমন্যাহঙ্কারণাদবগম্যতে । শব্দান্তরাচ্চ ।  
যুক্তিস্তাবধৰ্ণ্যতে । দধিঘটকচকাত্তথিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকা-  
সুবর্ণাদীহ্মাপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে । ন হি দধ্যর্থিভিমৃত্তিকোপাদীয়তে,  
ন ঘটাত্তথিভিঃ ক্ষীরম্ । তদসংকার্য্যবাদেনোপপত্ততে । অবিশিষ্টে হি প্রাপ্তং-

কিপ্রকারে হইতে পারে ? “অসদা আসীং” ইত্যাদি শ্রুতিতে অসৎ পদ যে অত্যন্ত-  
ভাবপর নহে তাহা “আপনি আপনাকে স্মরণ করিলেন” এই বাক্যশেষ  
দ্বারাই নির্ণয় করা যায় । এতাবতাপ্রবন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়  
যে, এই অসদ্বাদ ধৰ্ম্মাস্তর ঘটিত । লোকপ্রসিদ্ধনামরূপী বস্তুকেই “সৎ” বলা  
যায় । ইতঃপূর্বে ইহার স্পষ্ট কোনও নাম ছিল না সেই জন্যই শ্রুতি লৌকিক  
বাক্য অনুবাদ করিয়া এই সকল সৎ ছিল ইত্যাদিরূপমোপধবাক্য প্রয়োগ  
করিয়াছেন । “অসদেব” এই শ্রুতিতে ইহ শব্দার্থে এব শব্দ প্রয়োগ  
হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

যুক্তি দ্বারাও কার্য্যকারণের অভিন্নতা এবং উৎপত্তির পূর্বে কাৰ্য্যের বিজ্ঞ-  
মানতা জানা যায় । শব্দান্তর দ্বারাও তাহা অবগত হওয়া যায় । প্রথমতঃ  
যুক্তিদ্বারা কিপ্রকারে অভিন্নতা প্রমাণ করা যাইতে পারে যায় তাহাই বুঝান  
যাইতেছে । যাহারা দধি, ঘট কিম্বা কচকাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে  
তাহারা দুগ্ধ, মৃত্তিকা এবং সুবর্ণ প্রভৃতি নির্দিষ্ট উপাদানই প্রথমতঃ গ্রহণ করিয়া  
থাকে । যৎ কিঞ্চিৎ ভ্রব্য গ্রহণ করেন না । দধিলিপ্পু, মৃত্তিকা বা ঘটলিপ্পু  
দুগ্ধাদি গ্রহণ করেন না । এবম্বিধ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক সত্ত্বে নাই । যদি  
কোনও রূপ বৈলক্ষণ্যই না থাকিলে তাহা হইলে দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন না হইয়া  
বস্তুরূপের উৎপত্তি হয় না কেন ? মৃত্তিকা হইতেই বা ভ্রব্যান্তরোৎপত্তি না হইয়া

পক্ষে: সর্বত্র সর্বভাসবে কস্মাৎ কীরাদেব দধুৎপত্ততে ন মৃত্তিকায়ঃ, মৃত্তিকায়  
এব চ ঘট উৎপত্ততে ন কীরাত্ । অথাবিশিষ্টেহপি প্রাগসম্বে কীর এব দধুঃ  
কন্দিদতিশয়ো ন মৃত্তিকায়ঃ, মৃত্তিকায়ামেব চ ঘটস্ত কন্দিদতিশয়ো ন কীর  
ইত্যাচ্যোত, তর্হি, অতিশয়বত্বাৎ প্রাগবস্থায়। অসংকার্যবাদহানি: সংকার্যবাদ-  
সিদ্ধিচ। শক্তিচ কারণস্ত কার্যনিয়মার্থী কল্প্যমানা নাশ্চ। নাপ্যসতী বা কার্যঃ  
নিয়চ্ছেৎ, অসম্ভাবিশেষদন্তশাশেষাচ্চ । 'তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তি: শক্তেশ্চ-  
ভূতং কার্যম্ । অপি চ কার্যকারণয়োর্জ্যোত্ত্বাণাদীনাঞ্চাংশ্মহিষবন্তেদবুদ্ধ্যভাবাৎ  
তাদাস্মাত্মভূতপগন্তব্যম্ । সমবায়কল্পনায়ামপি সমবায়স্য সমবায়িভিঃ সম্বন্ধেভ্য-

ঘটোৎপত্তিঃ হর কেন ? হৃৎ হইতে ঘটোৎপত্তি না হইবার কারণ কি ? যদি এই  
প্রকার বল যে, কার্য থাকি বা না থাকি নিয়মিত নহে । কারণ সম্বন্ধে সেইরূপ  
বিশেষ কোনও নিয়ম নাই । কেবল দধি সম্বন্ধীয় কোনও অপূর্ণ ( যে শক্তি দধি  
দধিই জন্মিতে পারে ) হৃৎ থাকে ইহা মৃত্তিকায় নাই । সেইরূপ ঘটসম্বন্ধীয়  
অতিশয় ( ঘটজনক শক্তি বিশেষ ) মৃত্তিকাতেই থাকে, তাহা হৃৎ থাকে না ।  
সেই নিবন্ধনই ব্যুক্ত্রমে কার্য হইতে পারে না । এপ্রকার বলিলে নিশ্চয়ই  
অসংকার্যবাদ ভঙ্গ হইয়া সংকার্যবাদই সংশোধিত হইবে যেহেতু প্রথম-  
বস্থায় কোনও এক বৈজাত্য স্বীকার করা যাইতেছে । অতিশয় শব্দের অর্থ  
শক্তিবিশেষ তাহা কারণকূটে অবস্থিতি পূর্ণক কার্যের নিচমন করে । বাহাতে  
তাদৃশী শক্তি নাই তাহা কার সামগ্রীতেও নাই । সুতরাং কার্যও তদ্ব্যাহিতে  
পারে না । যদি শক্তি কার্য কারণ হইতে পৃথক হইত তাহাইহলে কার্যের  
নিয়মক হইতে পারিত না । অসম্বের ও অনন্তের কোনও বৈলক্ষণ্য না থাকি  
প্রযুক্ত অনিয়মেই কার্য হইত ইহার কোনও একটা নিরূপিত নিয়ম থাকিত না ।  
সুতরাং শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য শক্তিরই স্বরূপ এই কথা অবশ্যই  
স্বীকার করিতে হইবে । অথ ও মহিবে যেমন অত্যন্ত পার্থক্য; আছে, তৎ  
পার্থক্য কার্য বা কারণে, তত্ত্বং ত্রৈব্য বা তত্ত্বৎগুণে প্রতীতি হইতে পারে না,  
যেহেতু ইহাতে ভেদ বুদ্ধি জন্মে না । সেই হেতুই কার্য কারণের অভেদ অবশ্য  
স্বীকার্য । বাহারা অভেদপ্রত্যায়ক সমবায়সম্বন্ধের ( অবয়বাবয়বিনো: ক্রিয়া  
ক্রিয়াবতো: গুণ গুণিনো: সম্বন্ধ: সমবায়: ) কল্পনা করেন তাহাদের সমবায়ি-

পগম্যামানে তত্ত তত্তাহন্তোহন্যাঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইতানবস্থাঃ। অনভ্য-  
পগম্যামানে বা বিচ্ছেদঃ। অথ সমবায়ঃ স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যাবাপরং  
সম্বন্ধঃ সম্বধ্যতে, সংযোগোহপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যাব সমবায়ং সম্ব-  
ধ্যত । তাদান্ম্যপ্রতীতেষু দ্রব্যগুণাদীনাম্ সমবায়কল্পনানর্থক্যাম্ । কথঞ্চ কার্য্য-  
মবয়বি দ্রব্যং কারণেধবয়বদ্রব্যেযু বর্তমানং বর্তেত কিং সমন্তেষবয়বেযু বর্তেতোত  
প্রত্যবয়বম্ । যদি তাবৎ সমন্তেষু বর্তেত ততোহবয়বানুপগক্তিঃ প্রসজ্যেত,  
সমস্তাবয়বসন্নিবর্ত্যশক্যত্বাৎ । ন হি বহুত্বঃ সমন্তেষাশ্রয়েযু বর্তমানং ব্যস্তাশ্র-  
গ্রহণেন গৃহ্যতে । অথাবয়বশঃ সমন্তেষু বর্তেত, তদাপ্যারম্ভাবয়ববাবতিরেক্ষণাব-  
য়বিনোহবয়বাঃ কল্লোরনু যৈরবয়বৈরারম্ভকেষবয়বেষবয়বশোহবয়বী বর্তেত ।

দ্রবোর সহ তৎ সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সম্বন্ধান্তর থাকা এবং সেই সম্বন্ধ সিদ্ধির  
জন্য অন্য সম্বন্ধের স্বীকার করিতে হয় । এবিধ সম্বন্ধ স্বীকারে অনবস্থা  
দোষ দাঁড়াইয়া পড়ে । এবং তাদৃশ সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে আদৌ বিশিষ্ট  
বুদ্ধিই হইতে পারে না ।

সমবায় সম্বন্ধ বিশেষ,—

( ঘটাদীনাম্ কপালাদৌদ্রব্যেযু স্তমকস্বর্ণণোঃ ।

তেযুজাতৈস্ত সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ভাষা পরিচ্ছেদ । )

তৎকারণেসম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকেনা এইপ্রকার বলিলে, আমরাও  
বলিতে পারি যে, সংযোগও একটা সম্বন্ধ স্বরূপ, সুতরাং সে সমবায় সম্বন্ধের  
অপেক্ষা করে না । বাস্তবিক দ্রব্য, গুণাদিতে এবং উপাদান-উপাদেয়ে তাদান্ম্য  
( অভেদ ) প্রতীতি ব্যতীত সমবায় নামক পদার্থীন্তরের প্রতীতি হয়না ।  
তাদান্ম্য প্রতীতিদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে সমবায় কল্পনা নিশ্চয়োজন । জিজ্ঞাসা-  
করা অসঙ্গত হইবেনা যে, কারণরূপ অবয়বদ্রব্যে যে কার্ধারূপী অবয়বী বিস্ত-  
মান থাকে, তাহা কি স্বরূপসম্বন্ধে তাদৎ অবয়বে অথবা অংশক্রমে প্রত্যয়বে ?  
প্রথম পক্ষে দোষ এই যে স্বরূপতঃ বাবদবয়বে থাকিলে অবয়বীর একটা অমুভব  
হইতে পারেনা । কেননা সমস্ত অবয়বের সন্নিবর্ত্ত হয়না । ( চাক্ষুষ সংযোগ-  
বিশেষেরনাম সন্নিবর্ত্ত ) অবশ্যই এই কথা স্বীকার করিতেহইবে যে, বহুত্ব যেমন



কোশাবয়ব্যাতিরিক্তৈর্হ্যবয়বৈবরসিঃ কোশং ব্যাপ্নোতি, অনবস্থা চৈবং প্রসজ্যেত, তেহু ভেষবয়বেষু বর্তয়িতুমধ্যোধ্যমবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাৎ । অথ প্রত্যবয়বং বর্তেত তদৈকত্বং ব্যাপারেহন্যজ্ঞাব্যাপারঃ স্যাৎ । ন হি দেবদত্তঃ ক্ষণ্মৈ সন্নিবীৰ্যমান-  
স্তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিবীৰ্যতে, যুগপদনৈকত্বং বৃত্তাবনৈকত্বপ্রসঙ্গাদ্বেবদত্তত্বজ্ঞ-  
দত্তয়োরিব ক্ষণপাটলিপুত্রে নিবাসিনোঃ । গোত্বাদিবং প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেরদোষ-  
ইতি চেৎ, ন, তথা প্রতীত্যভাবাৎ । যদি গোত্বাদিবং প্রত্যেকং পরিসমাপ্তো-  
চয়বী স্তাৎ । বধা গোত্বং প্রতি ব্যক্তিপ্রত্যেকং গৃহ্যতে এবমবয়ব্যপি প্রত্যবয়বং  
প্রত্যেকং গৃহ্যেত, ন চৈবং নিয়তং গৃহ্যতে । প্রত্যেকপরিসমাপ্তৌ চাবয়বিনঃ  
কার্যোপাধিকারাৎ তন্ত চৈকত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকার্য্যঃ কুৰ্য্যাৎ উরসা চ পৃষ্ঠকার্য্যম্ ।

বহু আশ্রয়ে পর্যাণ্ড বলিয়াই একটি আশ্রয়ের জ্ঞানে বহু আশ্রয়ের জ্ঞান হয়না, সেইরূপ একাবয়ব দর্শনে সমস্তাবয়ববৃত্তি অবয়বীয় জ্ঞান হইতে পারেনা । স্বরূপতঃ না থাকুক অংশে অংশে সমস্তাবয়বে বৃত্তিমান হয় বলিলেও আরম্ভক অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বের করনা করিতে হইবে, কিন্তু সেইকরনাতেও অনবস্থা দোষ পূর্ববৎ থাকিয়াই যায় । যে হেতু তত্তদবয়বে বৃত্তিমান হইবার জ্ঞাত তত্ত্বেরে তত্ত্বিন্ন অবয়বের করনা করিতে হয় । যেমন অন্তের অবস্থিতির জ্ঞাত হস্তা বধ-  
য়ের । দৃষ্টান্ত বাহুল্যের আবশ্যক নাই । সেইরূপ কার্য্য নামক অবয়বী ও অংশক্রমে কারণ নামক অবয়ব সমূহে থাকে এইরূপবলিলে একাবয়বের ব্যাপার কালীন অন্তাবয়বের ক্রিয়া হয়না কেন তাহা বলিতে হইবে । একটি দৃষ্টান্তোপপত্তাস দ্বারা বুঝান যাইতেছে । যেমন একই দেবদত্ত ক্ষয়দেশে উপস্থিত থাকিয়া সেই দিবসেই পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইতে বা থাকিতে পারেনা তৎৎ । ( হস্তক্রিয়া সমকালীন পাদক্রিয়া স্তম্ভপন্ন হইতে পারেনা ) । একসময়ে উভয়-  
দেশে উপস্থিত থাক। জুই ব্যক্তি ভিন্ন একব্যক্তির সম্ভবপর নহে । গোত্বপ্রতি-  
বেশন প্রত্যেক গো ব্যক্তিতে থাকে অথচ বহুত্বের ব্যাঘাত হয়না ।

( গবাদি চোদনা নৌমা ভাতিব্যাক্ত্যোনির্ণয়ঃ

আনন্ত্যব্যক্তিচারাভ্যাং নব্যাক্তিরিতি নির্ণয়ঃ )

জ্ঞানমালা ।

এইস্থলে ও তৎৎ হইবেক, বহুত্ব দোষ হইবেনা এইরূপও বলাযায়না । কেননা

ন চৈবঃ দৃশ্যতে । প্রাপ্তপক্ষে কার্যভ্রাসং উৎপত্তিরকর্তৃকা নিরাশ্রিকা চ  
ভ্রাং । উৎপত্তি নাম ক্রিয়া সা সাকর্তৃকৈব ভবিতুমহতি গত্যাদিবং । ক্রিয়া  
চ নাম ভ্রাং অকর্তৃকা চেতি বিপ্রতিষিধ্যোক্ত । ঘটন্ত চোৎপত্তিক্রিয়ামানা ন  
ঘটকর্তৃকা কিং তর্হি অশ্রকর্তৃকেতি কল্যা ভ্রাং । তথা কপালাদীনামপ্যুৎপত্তি-  
ক্রিয়ামানাহ্রকর্তৃকৈব কল্যেত । তথা চ সতি ঘট উৎপত্তত ইত্যুক্তে কুলালাদীনি  
কারণানুৎপত্ত ইত্যুক্তঃ ভ্রাং । ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিরিত্যুক্তে কুলালাদীনা-  
মপ্যুৎপত্তমানভা প্রতীয়তে, উৎপত্তপ্রতীতেষ । অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ  
এবোৎপত্তিরাজ্ঞানভঙ্গ কার্যভ্রুতি চেৎ, কথমলঙ্কারকঃ সম্বোধোতেতি বক্তব্যম ।  
সতোহি স্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ন সদসতোঃ সতোর্কো, অভাবন্ত চ নিরূপাধ্যত্বাং ।

প্রদর্শিত স্থলে সেইরূপ প্রতীতি হয়না ( গোড় যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ  
হয়, অবয়বী কিন্তু প্রত্যেক অবয়বে সেইরূপ প্রত্যক্ষ গোচর হয়না । ইহা দ্বারা  
বুঝা যাইতেছে যে, অবয়বী গোড় জাতির জায় প্রত্যয়বৎ বিশাস্ত নহে । একই  
অবয়বী যদি গোড়াদির জায় সম্ভাবয়বৎ স্থিত থাকিত তাহা হইলে তাহার  
সর্বত্র সমভাবে কার্যক্ষেত্র থাকিত । শূঙ্গের দ্বারা শুনের কার্য এবং বক্ষের  
দ্বারা পৃষ্ঠ দেশের কাজ চলিত । কিন্তু অজ্ঞপণ্যস্তও লোকে এইরূপ ক্রিয়া  
দেখা যায় নাই ।

কার্য উৎপত্তির পূর্বে থাকেনা, কোনও রূপে থাকেনা, এরূপ হইলে  
উৎপত্তির কর্ত্তাও থাকেনা এবং উৎপত্তিপদার্থটাও নিরাকার হইয়া পড়ে ।  
বিচার করিয়া দেখ উৎপত্তিপদার্থটা কি । উৎপত্তি কিনা এক প্রকার ক্রিয়া-  
বিশেষ । যখন ক্রিয়া বলিলে অবশ্যই তাহার একটা কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইবে,  
কেননা কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া হইতে পারেনা । ঘটের উৎপত্তি বলিলে ঘটকর্ত্তৃক উৎ-  
পত্তি এইরূপ অর্থ হয়না, কিন্তু অজ্ঞ কর্ত্তৃক ঘটোৎপত্তি এইরূপই বুঝা যায় । কপা-  
লের উৎপত্তি বলিলে বুঝিতে হইবে যে অজ্ঞকর্ত্তৃক কপালের উৎপত্তি হইতেছে,  
ঘট জন্মিতেছে এইরূপ প্ররোগ করিলে কুন্তকার হইতেছে এই প্রকার বুঝানো ।  
যেহেতু ঘটোৎপত্তি শব্দে কুলালাদির উৎপত্তি প্রতীতি হইতে পারেনা । কেবল  
মাত্র উৎপত্ত্যরই প্রতীতি হয় । কারনীভূত ত্রয়ো কার্যের সত্তা সম্বন্ধ হইলেই  
কার্যের উৎপত্তি ও স্বরূপনিপত্তি হয় । এই প্রকার সীমাংসারূপ উৎপত্তি হইলে

প্রাপ্তপত্তিরিতি মর্যাদাকরণমহুপপন্নম্ । সত্যং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্যাদা দৃষ্টা নাভাবন্ত্ । ন হি বক্ষ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূর্ববর্ষপোহভিষেক-  
দিতোবজ্রাতীরকেন মর্যাদাকরণেন নিরূপাখ্যো বক্ষ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি  
ভবিষ্যতি ইতি বা বিশেষ্যাতে । যদি চ বক্ষ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূর্দ্ধমভিষেক-  
তত ইনমপি উপাপত্তত কার্য্যভাবোহপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ভবিষ্যতীতি ।  
বরন্ত পশ্চাত্তমো বক্ষ্যাপুত্রস্ত কার্য্যভাবন্ত চাভাবত্বাবিশেষ্যাৎ । যথা বক্ষ্যাপুত্রঃ  
কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি এবং কার্য্যভাবোহপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন  
ভবিষ্যতীতি । নদ্বৈবং সতি কারকব্যাপারোহনর্থকঃ প্রসজ্যোত, যদৈব হি প্রাক্-  
সিদ্ধত্বাৎ কারণন্ত স্বরূপসিদ্ধয়ে ন কশ্চিৎপ্রাপ্তিতে এবং প্রাক্সিদ্ধত্বাৎ তদনন্ততত

জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যাহার কোনও স্বরূপ নাই কিরূপে তাহার সম্বন্ধ ঘটনা  
হইতে পারে ? বিদ্যমান পদার্থব্দেরই পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, বিদ্যমান  
পদার্থের সহিত অবিদ্যমান পদার্থের অথবা উভয় অবিদ্যমান পদার্থে আদৌ  
একটা সম্বন্ধই হইতে পারেনা । অতাব পদার্থমিথ্যা স্মৃত্যঃ তাহা উৎপত্তির  
পূর্বে এইরূপ সীমান্বানবর্ত্তী হইতে পারেনা । যেহেতু যাহা সং, যাহা বিদ্যমান  
আছে তাহাকেই সীমান্বানীয় করা যাইতে পারে । গৃহাদি বস্তু সং, সেইজন্যই  
গৃহাদি সীমা স্থানীয় হয় । অসং বা অভাবের কখনও একটা সীমা হইতে  
পারেনা । রাজা পূর্ববর্ষের অভিষেকের পূর্বে বক্ষ্যাপুত্র রাজ্য শাসন করিয়া-  
ছিল এইবাক্য যেমন সর্বৈবমিথ্যা উল্লিখিতবাক্যও তদ্বৎ সর্ব্বাংশে অলীক ।  
কারকব্যাপারের পরে যদি বক্ষ্যাপুত্র হয় বা থাকে তাহা হইলে কার্য্যভাবও  
কারকব্যাপারের পরে হইতে পারে বা থাকিতে পারে । কিন্তু কারক ব্যাপা-  
রের উর্দ্ধে বক্ষ্যাপুত্র ও অসং, কার্য্যভাবও অসং । যদি এপ্রকার বল যে সংকার্য্য  
গকে কারক ব্যাপারের অনর্থক্য হয় অর্থাৎ যাহা আছে কষ্ট তাহার আর কি  
করিবে ? যেমন পূর্বে সিদ্ধ কারণের স্বরূপ নিষ্পত্তির জন্য কোনও ব্যক্তি প্রয়াস  
করেনা । সেইরূপ কার্য্যের জন্ত ও যত্নবান্ না হওয়াই উচিত । কার্য্য সম্পন্ন  
হইলে আর কাহার জন্ত যত্ন করিবে । চক্রবর্ত্ত প্রভৃতি কারকের আরোজনেরই  
বা প্রয়োজন কি ? তদ্বিষয়ে চেষ্টারই বা আর আবশ্যক কি ? স্মৃত্যঃ স্বীকার  
করিতে বাধ্য যে কারক ব্যাপার কার্য্যোৎপত্তির পূর্বে থাকেনা । ইহা পরেই

কার্যস্বরূপপ্রসিদ্ধয়েহপি ন কচ্চিৎপ্রিয়েত ব্যাপ্রিয়েত চ । অতঃ কারকব্যাপা-  
 র্যার্থবস্তুর মজ্জামহে প্রাপ্তংপন্তেরভাবঃ কার্যাত্তেতি । নৈষ দোষঃ । বতঃ  
 কার্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপন্নতঃ কারকব্যাপারস্তার্থবস্তুপপত্ততে । কার্য-  
 কারোহপি কারণস্তাত্ত্বত্ব এব, অনাত্মত্বতত্ত্বানারভ্যাদিত্যভি। ন চ বিশেষ-  
 দর্শনমাত্রেন বস্তুত্বং ভবতি । ন হি দেবদত্তঃ শঙ্কোচিতহস্তপাণঃ প্রসারিতহস্ত-  
 পাদশ্চ বিশেষণ দৃশ্যমানোহপি বস্তুত্বং গচ্ছতি, স এবতি প্রত্যভিজ্ঞানং ।  
 তথা প্রতিদিনমনেকসংস্থানানামপি পিতৃাদীনাম্ ন বস্তুত্বং ভবতি, মম পিতা  
 মম মাতা মম ভ্রাতা ইতি প্রত্যভিজ্ঞানং । জন্মোচ্ছেদনান্তরিতত্বাৎ তত্র তত্র  
 স্কৃতং নাত্তেতি চেৎ, ন, ক্ষীরাদীনামপি দধ্যাত্মাকারসংস্থানস্ত প্রত্যক্ষত্বাৎ ।

হয় । এতদ্বস্তুরে বস্তুত্বা এইয়ে কার্যাদ্রব্য থাকিলেও কারকের আয়োজন এবং  
 সেই সমুদয়ে ক্রিয়াবোগ দোষনীয় বা নিরর্থক নহে । কার্য অবশ্য থাকে এই  
 কথা স্বীকার করি কিন্তু কার্য কার্যাকারে থাকেনা । যেহেতু কার্যাকারে  
 থাকে না সেইহেতুই কার্যাকারিতা সম্পাদনার্থ কারক ব্যাপারের আবশ্যক হয়,  
 ইহা স্বীকার্য । কারক ব্যাপার কার্যাকার প্রাপ্ত করায় । সুতরাং তাহা  
 নিরর্থক নহে । সেইকার্যাকারও কারণের স্বরূপসম্মিষ্ট । যেদ্রব্য বাহার  
 স্বরূপনির্বাহক নহে, তাহা তাহার আরভাও নহে । এই কথা পূর্বেই বলা হই-  
 য়াছে । আকৃতিগত বিভিন্নতা দ্বারা বস্তুর বিভিন্নতা হইতে পারেনা । যদি  
 আকৃতিগত বৈলক্ষণ্যমুসারেই বস্তুবৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইত তাহা হইলে একই  
 মহত্ব সময়ে হস্তপদসংকুচিত করিয়া অন্য সময়ে হস্তপদাদি প্রসারণ পূর্বক পরি-  
 দৃশ্যমান হওয়ার তাহার বিভিন্নতা প্রতীতি হইত কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া  
 মহত্ব এক ইহাই প্রতীতি হয় । পূর্বসংকুচিত হস্তপাদবিশিষ্ট মানুষই অধুনা  
 হস্তপাদাদি প্রসারিত করিয়াছে ইহা প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণসিদ্ধ । প্রত্যাহই পিতা-  
 মাতা প্রভৃতি স্বতন্ত্রাকারে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন কিন্তু সেই পিতাদি যে নিত্য  
 নূতন এমন নহে । বিভিন্নাকার দর্শন কালেও আমার পিতা আমার মাতা  
 আমার ভ্রাতা এবিধ প্রকারেই জ্ঞান হয় । প্রতিদিন পিতাদি দেহের পরিবর্তন  
 হইতেছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যাহ তাহার জন্মও উচ্ছেদ হয়না । যে যেহু  
 পিতাদি শরীর অধিক সেইহেতু তাহা জন্মও উচ্ছেদশূন্য ইহা অবশ্য স্বীকার্য ।

অদৃশমানানামপি ঘটনাদীনাম্ সমানজাতীয়াবয়বাস্তরোপচিৎতানামকুরাদিভাবেন  
দর্শনগোচরতাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা তেষামেবাবয়বানাং অপচয়বশাদদর্শনতাপত্তা-  
বুচ্ছেদসংজ্ঞা । তত্রৈদৃকজ্ঞানোচ্ছেদান্তরিত্ত্বেন চেদসতঃ সৰ্বাপত্তিঃ সতশ্চাসম্ভা-  
গন্তিঃ, তথা সতি গৰ্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ । তথা বাণ্যবৌধন-  
হাবিরেছপি ভেদপ্রসঙ্গঃ, পিতৃাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ । এতেন ক্ষণভঙ্গবান্  
প্রতিবন্ধিতব্যঃ । যন্ত পুনঃ প্রাপ্তপত্তেরসং কার্য্যং তন্ত নির্বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ  
জ্ঞাৎ, অভাবন্ত বিষয়ত্বাপত্তেঃ । আকাশস্য হননপ্রয়োজনখণ্ডাণ্ডনেকাব্য-  
প্রসঙ্গিবৎ । সমবারিকারণবিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাদিতি চেৎ, ন, অগ্-

দ্বন্দ্বের উচ্ছেদ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । স্তবরং দৃঢ় ও  
দধি ভিন্ন পদার্থ । এইরূপ বলাও যুক্তিযুক্ত নহে । যেহেতু দৃঢ়ই দধীকারে  
এবং যুক্তিকাই ঘটরূপে পরিণত হয় ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় । অতএব তাহাতে  
উচ্ছেদ বা জন্ম এতদ্ব্যভিন্নই অসিদ্ধ । ঘটরূপাদি তত্ত্ববীজে অদৃশ্য থাকে, অদৃশ্য  
ধর্ম্মিবার কারণ হুত্বতা । অনন্তর সজাতীয় পরমাণু পুঞ্জের প্রবেশ দ্বারা ক্রমশ  
বৃদ্ধি হয় । বৃদ্ধি হইলেই অকুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ।

এই রূপ দৃশ্য হইলেই তাহার জন্ম হইল এবং অবয়বের উপচয় বশতঃ  
বধন তাহা একেবারেই দেখা যায়না তখনই তাহার বিনাশ হইল এই প্রকার  
বলা যায় । যদি তক্রূপ জন্মও বিনাশ দেখিয়া বস্তুর বিভিন্নতা স্বীকার  
কর বা অস্বীকার কর এবং তজ্জন্যই অসত্তের উৎপত্তি এবং সত্তের বিনাশ  
হয় এই কথা মানিয়া লও তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে গৰ্ভস্থ  
শিশু এবং উত্তানশায়ী পরাংপর বিভিন্ন । অধিকন্তু বাণ্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি  
অবস্থায়ও একই ব্যক্তির বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হয় । যদি আপত্তি  
মুখে তাহা স্বীকার করিতে চাও তবে পিতৃাদি ব্যবহার পূর্বেই বিদূরিত  
করিতে হইবে ।

এই বিচার দ্বারা অসম্বাদ নিরসনপূর্ব্বক যুক্তিহারা কলিকবাদের ও প্রতিবাদ  
করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে । উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য থাকেনা, তাহার কোনও  
আকার থাকেনা এই প্রকার বলিলে কারকব্যাপারের উচ্ছেদ সাধিত হয় । কারণ  
অভাব পদার্থ কাহারও বিষয় হয় না । অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কৃতকার্য্য

ব্যয়েণ কারকব্যাপারেণানিষ্পত্তেরতিপ্রসঙ্গাৎ । সমবায়িকারণত্ববান্য়তিশয়ঃ  
 গণ্যমিতি চেৎ, ন, অতন্তুর্হি সংকার্যভাপত্তিঃ । ৩শ্রাৎ ক্ষীরাদীন্তেব দ্রব্যাদি  
 ধাদিভাবেনাবতিষ্ঠমানানি কার্যার্থ্যাং লভন্ত ইতি ন কারণাদন্তং কার্যং  
 র্শতেনাপি শক্যং কল্পয়িতুন্ম । তথা চ মূলকারণমেবান্ত্যাং কার্য্যাং তেন তেন  
 কার্য্যাকারেণ নটবৎ সর্বব্যবহারান্য়দন্তং প্রতিপত্ততে এবং বৃক্ষেঃ কার্য্যস্য  
 প্রাপ্তংপত্তেঃ সত্ত্বমনন্তরঞ্চ কারণাদবগম্যতে, শবাস্তরাত্তৈতদবগম্যতে । পূর্ক্স্মত্রে-  
 স্ত্র্যাপদেশিনঃ শব্দস্যোদাহৃতত্বাৎ, ততোহন্তঃ স্ত্র্যাপদেশী শব্দঃ শবাস্তরন্ম ।  
 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি "তদ্বৈক আহঃ"  
 "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি চাসংপক্ষমুপক্ষিপ্য কথমসতঃ সঙ্গারেতেভ্যাক্ষিপ্য

হইতে পারেন না । শত সহস্র খড়্গের প্রহারেও আকাশ কখনও ভিন্ন  
 হয় না, কারক সকল সমবায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবায়ী কারণেই  
 ব্যাপ্ত হয় এ কথাও বলা যায় না । যেহেতু একের ব্যাপারে অন্যের উৎ-  
 পত্তি একান্তই অসম্ভব । যদি সম্ভব বল তাহা হইলে অভিয্যাপ্তি দোষ  
 হয় । দন্তচক্রাদিকারক মৃত্তিকায় ব্যাপ্ত হইলে তাহা হইতে কি কথ-  
 নও সুবর্ণোৎপত্তি হইয়া থাকে ? অবশ্যই তাহা হয় না । কাষ্ঠকে সম-  
 বায়ী কারণের আভিষ্য বিশেষও বলা যায়না । কেননা তাহা বলিলে  
 তামাকে সংকার্য্যবাদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । স্তত্রাং বলিতে হইবে  
 যে ভূখাদি দ্রব্য দধ্যাদি ভাবে অবস্থিত হইলে তাহা কার্য্য নাম প্রাপ্ত  
 হয় এবং শতবর্ষ ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও কার্য্যের কারণতিরিক্ততা প্রতিপাদন  
 করিতে সক্ষম হইবে না । প্রদর্শিত বিচার ফল ইহাই বুঝিতে হইবে যে  
 একমাত্র মূল কারণই চরমকার্য্য পর্য্যন্ত সেই সেই কার্য্যের আকারে নটের  
 ব্যায় সমুদায় ব্যবহারের বিষয় হইতেছে ।

উল্লিখিত বৃত্তিতে উৎপত্তির পূর্ক্সকার্য্যের অস্তিত্ব ও কারণতিরিক্ত  
 নক হইল । যেমন বৃত্তি দ্বারা ইহা জানিতে পারা গেল সেইরূপ শবাস্তরের  
 পারায় তাহা জানা যায় । পূর্ক্স্মত্রে যে অসং উল্লেখপূর্ক্সক উদাহরণ পরি-  
 বৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিপরীত সঙ্কল্পই শবাস্তর । প্রতিভে সং শব্দের উল্লেখ  
 হই উৎপত্তির পূর্ক্সে কার্য্যের অস্তিত্ব এবং কারণের অতিরিক্ত স্পষ্ট বুঝা

“সদেব সৌম্যোদয়ঃ আসীৎ” ইত্যবধারণতি । তদ্রোদংশলবাচ্যস্য কাৰ্য্যস্য  
প্রাপ্তংপক্ষেঃ সচ্ছব্বাচ্যেন কারণেন সামান্যাদিকরণস্য শ্রমমানত্যাং সন্ধানত্বে  
প্রসিধ্যাতঃ । যদি তু প্রাপ্তংপক্ষেরসং কাৰ্য্যং স্যাৎ পশ্চাচ্ছোৎপত্তমানং কারণে  
সমবেয়াৎ তদাহন্তং কারণাৎ স্যাৎ । তত্র ‘যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি’ ইতীহঃ  
প্রতিজ্ঞা পীড়্যত । সন্ধানশ্রবণগতেদ্বিহঃ প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তঃ গৃহতে কিময়ং পটঃ কিঞ্চাতং দ্রবামিতি,  
স এব প্রসারিতো যৎ সংবেষ্টিতঃ দ্রব্যং স পট এবোতি প্রসারণেনাভিযুক্তো  
গৃহতে, যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহমাণোহপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারো

যায় । শ্রুতি বলিতেছেন “হে সৌম্য ! এ সকল পূর্বেই ছিল, তাহা একই  
ইহার আর দ্বিতীয় নাই ।” কেহ কেহ বলেন যে এই সকল পূর্বে অসং  
ছিল এই প্রকারে অসংবাদ পূর্বপক্ষ করিয়া অনন্তর “কেমন করিয়া অসং  
হইতে সতের আবির্ভাব হইতে পারে” ইত্যাদিরূপে প্রতিবাদ করতঃ পরে  
এই সমস্ত সংই ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে । উল্লিখিত শ্রুতিতে  
ইদং শব্দ বোধ্য অগৎ কার্যের সহিত সং শব্দ বোধ্য ব্রহ্মকারণের সামান্য-  
দিকরণ্য কথিত হওয়ার কার্যের সত্তা এবং কারণের অভিন্নতা প্রতীতি  
হইতেছে । উৎপত্তির পূর্বে কার্য থাকেনা, কারকব্যাপারই নূতন উৎ-  
পন্ন হয়, কারণে সমবেত হয় এই প্রকার বলিলে কার্যাকারণের ভেদ  
আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে । তাহা হইলে কারণজ্ঞানাদীন কার্যজ্ঞান  
সিদ্ধি, এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায় । কিন্তু বাস্তবিক কার্য কারণাকারে  
থাকে । স্তূতরাং সে কারণাতিরিক্ত নহে । এইপ্রকার বলিলে প্রতিজ্ঞা  
সংরক্ষিত হয় । কিছুমাত্র স্তূতির সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥

সংবেষ্টিত বস্ত্র স্পষ্টরূপে জ্ঞান গোচর হয়না, বস্ত্র কি অন্ত কোনও দ্রব্য তাহা  
বুঝা যায় না । কিন্তু তাহা বিদ্যুত হইলে স্পষ্টই বস্ত্র বলিয়া বুঝা যায় । যদি বা  
সংবেষ্টিত বস্ত্রকে বস্ত্র বলিয়া জানা যায় তবুও তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি জানিতে  
পারা যায় না কিন্তু উহাকে বিস্তার করিলে সমুদায়ই জানিতে পারা যায় ।

যতে স এব প্রসারণসময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, ন সংবেষ্টিতরূপাদয়ঃ  
ভিন্নঃ পট ইতি, এবং তদ্বাদিকারণাবস্থং পটাদিকার্যামস্পষ্টং সং তুরীয়েম-  
বিস্তাদিকারকব্যাপারাবিভ্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে। অতঃ সংবেষ্টিতপটপ্রসারিত-  
পটায়োনৈবানন্তং কারণাং কার্যামিতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

### যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০ ॥

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্র-  
পূর্ণ বর্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্যং নির্কর্যতে নাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্যান্তরং,  
যেষব প্রাণভেদেষু পুনঃ প্রবৃত্তেষু জীবনাদধিকমাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকমপি কার্যা-  
ং নির্কর্যতে। ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাদন্তরং সমীরণবভাবা-  
শেবাং। এবং কার্যান্ত কারণাদনন্তত্বম্। অতশ্চ কৃৎস্নস্ত জগতো ব্রহ্মকার্যা-  
ং তদনন্তত্বাচ্চ সিদ্ধেয়া শ্রোতী প্রতিজ্ঞা, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যহমন্তং মতম-  
জ্ঞাতং বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥ ২০ ॥

যলে সঙ্কোচিত পট ও প্রসারিত পট ভিন্ন নহে, একই। সেইরূপ সূত্রাবস্থ বা  
রিণাবস্থ বন্ধাদিও বিস্পষ্ট প্রতীতি হয় না। কিন্তু যখন তাহা তুরী-বেমাও  
হবার প্রভৃতির ব্যাপারে স্পষ্ট হয় তখন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই দৃষ্টান্ত  
রাও নিশ্চয় করা যায় যে কার্য, কারণ ইহাতে পৃথক নহে ॥ ১৯ ॥

লোকমধ্যেও দেখা যায় প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বায়ন, এই পঞ্চপ্রাণ  
প্রায়াম কর্তৃক অপরূপ হইলে তাহা মাত্র কারণ রূপে অবস্থান করে, এ  
দ্বারা কেবল জীবনকার্যই নির্বাহিত হয়। শরীরের আকুঞ্চন বা প্রসারণ  
ছই হয় না, সমসামন্তরে আবার ঐ সকল প্রাণ বৃত্তিমান্ হয়। বৃত্তিমান্  
প্রাণ জীবনাত্তিরিক্ত আকুঞ্চনাদি কার্য নির্বাহ করে। উক্তপ্রাণপঞ্চক  
প্রাণের প্রভেদ সেই মূলপ্রাণ হইতে উক্তপ্রাণপঞ্চকের প্রভেদ নাই। সক-  
ল বায়ুশব্দাব, স্তম্ভরাঃ সকলগুলিই বস্তুত এক, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।  
যা কারণ যে বাস্তবিক অভিন্ন তাহা এই প্রাণাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাও নিশ্চয়  
না গেল। যেহেতু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকার্য ও ব্রহ্মভিন্ন, সেইহেতু অতীত্যন্ত  
বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞাও সুসিদ্ধ হইল ॥ ২০ ॥



### ইত্যব্যপদেশাঙ্কিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

অন্তথা পুনশ্চৈতন্যকারণবাদ আক্ষিপ্যতে । চেতনাক্রিয়জগৎপ্রক্রিয়ায়ামিত্রি-  
মার্গায়াং হিতাকরণাদয়ো নোবাঃ প্রসজ্যন্তে । কুতঃ, ইত্যব্যপদেশাৎ । ইত-  
রন্ত শারীরন্ত ব্রহ্মাত্ম্যং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি  
প্রতিবোধনাৎ । যথা ইতরন্ত চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্ম্যং ব্যপদিশতি, তং সৃষ্টি-  
তদেবাত্মপ্রাবিশদিতি সৃষ্টেরবাবিকৃতন্ত ব্রহ্মণঃ কার্যাত্মপ্রবেশেন শারীরাত্মদ-  
র্শনাৎ । অনেন জীবেনাত্মনাত্মপ্রবিশত্ নামরূপে ব্যাকরণাৎ ইতি চ পরা দেবতা  
জীবমাত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নঃ শারীর ইতি দর্শয়তি । তস্মাৎ  
যদব্রহ্মণঃ সৃষ্টং তচ্ছারীরস্যেবেতি । অতশ্চ স্বতন্ত্রঃ কর্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ

চেতনব্রহ্মই জগৎ কারণ এই মতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আপত্তি উত্থাপিত হইকেছে ।  
চেতনব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হওয়ার প্রণালীতে হিতাকরনাদি দোষ আশ্রয়  
করে । যেহেতু শ্রুতি ইত্যের অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন ।  
যথা শ্রুতি “হে শ্বেতকেতো! তাহাই আত্মা এবং তুমিই তাহা ।” অথবা  
ইতর-শব্দে জীবভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম । শ্রুতি তাহার জীব হওয়া বলিয়াছেন যথা,  
ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টপদার্থে প্রবিষ্ট আছেন । এই ক্ষতিতে দেখা যায় সৃষ্টিকর্তা  
অবিকৃত ব্রহ্মই সৃষ্টপদার্থে প্রবিষ্ট আছেন সুতরাং ব্রহ্মই জীব । সেই দেবতা  
আলোচনা করিলেন আমি জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব ।  
এতৎ শ্রুতাক্ত পরা দেক্ষিতা জীবকে আত্মশব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই  
দেখাইয়াছেন যে জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে । সুতরাং ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব  
এবং জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব একই কথা । যদি ব্রহ্মা ও জীবসৃষ্টি এক হয় তবে  
ইহাও হইবে যে, যে স্বতন্ত্র কর্তা হয় সে অবশ্যই আপনার মঙ্গলজনক কার্য  
করে । যে কার্যে আপনার অনিষ্ট হয় কদাচ এরণকাজ করেনা । ব্রহ্মই  
যদি জীব হইয়া থাকেন ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে যাহাতে জগৎ  
মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্ট আছে তাহা করিবেন কেন  
যিনি পরাধীন নছেন, স্বাধীন, তিনি কি কখনও, যার কারণেই নির্ধা-  
করিয়া ওষধো অবস্থান করেন ! সুনির্মল ক্ষটিকপ্রভ ব্রহ্ম কি জনা মণি

সৌমেন্দ্রকরং কুর্ধ্যাৎ নাহিতং জন্মমরণজরারোগাশ্চনেকানর্থজালম্। ন হি  
 ক্ষিপ্তপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাশ্রয়নঃ কৃষ্ণাত্মপ্রবিশতি । ন চ স্বয়মত্যন্তনির্মলঃ  
 রিত্যন্তমলিনং দেহমাত্মস্বেনোপেয়াৎ । কৃতমপি কথঞ্চিদযং দুঃখকরং তদ্বিচ্ছ্যা  
 ত্বাং সুখকরকোপাদদৌত । স্মরেচ্চ, ময়েদং জগদ্বিবিধং বিচিত্রং বিরচিতমিতি,  
 সৌ হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্মরতি ময়েদং কৃতমিতি । যথা চ  
 শারীরী স্বয়ং প্রসারিতাঃ মায়াবিচ্ছরাহনারাসেনৈবোপসংহরতি, এবং শারীরোহপি  
 মায়া সৃষ্টিং উপসংহরেৎ, স্বকীয়মপি তাবৎ শরীরং ম শক্তোত্যনারাসেনোপসং-  
 হর্যম্ । এবং হিতক্রিয়াতদর্শনাদন্তাঘ্যা চেতনাং জগৎপ্রকিয়েতি মন্ততে ॥ ২১ ॥

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ॥ ২২ ॥

তু শব্দঃ পূর্বপক্ষঃ ব্যাবর্তয়তি । যৎ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-  
 ভাবঃ শারীরাদধিকমন্ত্য তদ্বয়ং জগতঃ অষ্ট ক্রমঃ । ন তস্মিন্ হিতকরণাদয়ো  
 দাযাঃ প্রসজ্যাস্তে । ন হি তস্য হিতং কিঞ্চিং কর্তব্যমন্ত্যাহিতং বা পরিহর্ষব্যং

দেহকে আত্মভাবে গ্রহণ করিবেন ! যদিও তাদৃশ দেহকেই আশ্রয় করিয়াছেন  
 খাপি বাহ্য দুঃখময় তাহা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে এবং বাহ্য সুখকর  
 তাহা গ্রহণ করিতে না পারিবার কারণ কি ? যে ব্যক্তি যখন বাহ্য করে দে  
 জি তাহা স্মরণ ও করিতে পারে । প্রত্যেক মনুয্যই কার্য্যকরিবার পর  
 ষ্কৃত কার্য্যকে আমি এই কাজ করিয়াছি এইরূপ স্মরণ করিতে দেখা যায় ।  
 তএব জীব ব্রহ্মের ও একথা মনে থাকি উচিত যে আমিই এই জগৎ সৃষ্টি  
 রিয়াছি । যেমন রাজ্যিকর স্বোভাবিত মারাকে স্বৈচ্ছাক্রমে অক্লেশে  
 পসংহার করে । জীবতাবাপন্ন ব্রহ্মও তদ্রূপ অবলীলাক্রমে স্বকৃত বিষয়সৃষ্টি  
 শরীরকে স্বৈচ্ছায় অক্লেশে উপসংহার করিতে না পারিবার কারণ কি !  
 তএব অমঙ্গল কার্য্য দেখা যায় বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে, চেতন ব্রহ্ম এই  
 গতির সৃষ্টি কর্তা নহেন ॥ ২১ ॥

তু শব্দ দ্বারা পূর্বপক্ষের অর্থাৎ হিতাকরণাদি দোষ হওয়ার আপত্তি নিরাস  
 হইয়াছে । ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, তিনিজীব  
 তৈ অধিক, স্মৃতরাঃ ভিন্ন । তাহাকেই জগতের সৃষ্টিকর্তা বলা যায়, জীব

নিত্যমুক্তত্বাৎ । ন চ তত্ত্ব জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা কচিদপ্যস্তি, সৰ্ব্ব-  
জ্ঞত্বাৎ সৰ্ব্বশক্তিত্বাচ্চ । শারীরবৃত্তেনৈববিধঃ । তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতকরগাম্যে  
দোষাঃ । ন তু তৎ বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ক্রমঃ । কৃত এতৎ । ভেদনির্দেশাৎ ।  
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, সাংসার্যেব্যাঃ ন  
বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সত্য সৌম্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি, শারীর আত্মা প্রাক্জ্ঞানায়,  
নাশাক্রমঃ, ইত্যেবজাতীয়কঃ কর্তৃকর্মাভিভেদনির্দেশো জীবাদবিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি ।  
নম্রভেদনির্দেশোহপি দর্শিতঃ, তত্ত্বমসি ইত্যেবজাতীয়কঃ, কথং ভেদাভেদো  
বিক্রমো সম্ভবেয়তাম্ । নৈব দোষঃ । আকাশঘটাকাশস্তায়েনোত্তরমত্তত্ব তত্র  
তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ । অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যেবজাতীয়কেনাভেদনির্দেশেনৈ-  
ভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবত্যাগতঃ ভবতি তদা জীবন্ত সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ তদ্ব-

স্রষ্টা নহেন । ব্রহ্মে হিতাকরনাদি দোষের প্রসক্তি নাই । ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ।  
সুতরাং ব্রহ্মের হিতাহিত কোনপ্রকার কর্তব্যই নাই । তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বশক্তি,  
সেকারণে তাঁহার জ্ঞানের বা শক্তিবিশেষের আবশ্যক করেন । জীববির  
সেইরূপ নহে অর্থাৎ জীবের সৰ্ব্বজ্ঞতা বা সৰ্ব্বশক্তিমত্তা কিছুই নাই । জীবের  
সৃষ্টিকর্তৃত্বপক্ষে এই সকল দোষ আছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া জীবকে স্রষ্টা  
বলা যায়না । কেননা স্রুতিতে তাহার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । স্রুতি যথা,  
“হে মৈত্রেয়ি ! আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য এবং শ্রবণমননাদি দ্বারা আত্মা  
রই সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য” ; “আত্মাই অব্যবণীয় এবং আত্মাই বিচারনীয়  
হে সৌম্য ! সেই কালে আত্মা সংসম্পন্ন হন । জীবাত্মা প্রাক্ক আত্মার স্রষ্টা  
কর্তৃ” ইত্যাদি বিবিধ স্রুতিতে যে কর্তৃকর্মের প্রভেদ উল্লেখ আছে, সেই উল্লেখ  
দ্বারা ই ব্রহ্মের জীবাবিকতা দর্শিত হইয়াছে । অবশ্য একথাও বলিতে পারা  
ভেদ উপদেশের দ্বারা ভেদ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যায় । ভেদ উপদেশ  
বিষয়ক স্রুতি যথা, “তিনিইতুমি” অতএব ভেদাভেদ উভয় কি প্রকারে সম্ভ  
হইতে পারে । ইহার উত্তর এইরূপে দেওয়া যায় যে, ভেদাভেদ উভয়বি  
নির্দেশ থাকিলেও কোনও দোষ হয়না । মহাকাশও ঘটাকাশদৃষ্টান্তে উ  
ভয় প্রকারই সম্ভবপর হয় । ইহা পূর্বে অনেক বার প্রদর্শন করা হইয়াছে  
আরও বিবেচনা করা উচিত যে, যখন “তিনিইতুমি” এইরূপ উপদেশ দ্বারা

ত্বম্ । সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্বিতস্য ভেদব্যবহারস্ত সম্যক্জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ তত্র হুত এব সৃষ্টিঃ কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ । অবিন্যাগ্রতুপস্থাপিতনাম-  
রূপকৃতকার্যাকরণসম্বাতোপাধ্যাবিবেককৃত্য হি ভ্রান্তিঃ, হিতাহিতকরণাদিলক্ষণঃ  
সংসারো ন তু পরমার্থতোহস্তীত্যসকৃদবোচাম জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাস্তিত্ত্বমানবৎ ।  
অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে সোহদ্বৈষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ইত্যেবজ্ঞা-  
তীরকেনভেদনির্দেশেনাবগম্যমানং ব্রহ্মগণাহিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং  
নিরুগন্ধি ॥ ২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যতানামপ্যশ্মনাং কেচিন্মহাহাঁ মণয়ো

অভেদ বা একত্ব জ্ঞানগোচর হয় তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব  
উভয়ই পরিত্যক্ত হয় । কারণ যে কিছু ভেদজ্ঞান তাহা সমস্তই মিথ্যাজ্ঞান  
বিজৃম্বিত । সেই জন্যই সম্যক্ জ্ঞান তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় । অত-  
এব পরমার্থদর্শনে সৃষ্টিইবা কোথায়, অহিতকরণাদি দোষই বা কোথায় ? যে  
হেতু পারমার্থিক সৃষ্টিও নাই পারমার্থিক দোষও নাই । অবিজ্ঞানজনিত অব্যক্ত  
নামরূপ, তজ্জনিত কার্যাকরণ সম্বাত, সেই সম্বাতই উপাধি, এই উপাধি থাক-  
তেই হিত, অহিত করা, নাকরা, এতরূপ সংসার ভ্রম জন্মিতেছে বা জন্মিয়াছে,  
সংসার যে ভ্রমরচিত তাহা অনেক বার বলিয়াছি ও বুঝাইয়া দিয়াছি । জন্ম,  
মরণ, ছেদন, ভেদন এসকল অভিমান যজ্ঞপ সংসার তজ্ঞপ অর্থাৎ পরমার্থ সং-  
নহে । জ্ঞানোদয় হইলে স্রষ্টৃভাবভিমান নাশ হয় সত্য কিন্তু তাহা জ্ঞানের পূর্বে  
অবাধিত থাকে । জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে যে ভেদব্যবহার নাশ পায় না ত্রুটি তাহাই  
অনুবাদ পূর্বক “তিনিই জীব অশেষণীয়, তিনিই বিচারনীয় “ইত্যাদি প্রকার  
ভেদকরিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন । সেই উপদেশ দ্বারাই ব্রহ্মের অধিকতর অনুভূত  
হয় এবং অহিতাকরণাদি দোষপ্রসঙ্গের অবরোধকরে ॥২২॥

প্রস্তর পৃথিবীর বিকার । সমস্ত প্রস্তরেই পৃথিবীত্ব থাকিলেও কোলও প্রস্তর  
মহামূল্য ও মহাশুণ, কোনও প্রস্তরমধ্যে গুণ, কোনও প্রস্তর কেবল লৌহকার্য্য-

বজ্রবৈদ্যাদয়োহন্তো মধ্যমবীৰ্যাঃ স্বৰ্ঘ্যকান্তাদয়োহন্তো প্রহীণাঃ স্বৰাঘসপ্রক্ষে-  
পণাহাঁ পাষণা ইত্যনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে । যথা চৈকপৃথিবীবাণাশ্রয়াণা-  
মপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যঞ্চন্দনকিম্পাদিষু পলভাতে ।  
যথা চৈকশ্রাপায়রসস্ত লোহিতাদীনী কেশলোমাদীনী চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি  
ভবন্তি, এবমেকস্যাপি ব্রহ্মণো জীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ৰূপং কার্য্যবৈচিত্র্যক্ষেপপদ্যত ইত্যত-  
স্তদমূপপত্তিঃ । পরপরিকল্পিতদোষাহমূপপত্তিরিত্যর্থঃ । ক্রতেশ্চ প্রমাণ্যাদিকরন্ত  
বাচ্যরন্তগমাত্রায়াং স্বপ্নদৃষ্টাববৈচিত্র্যবচেতাভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥

উপসংহারদর্শনামেতি চেম্ম ক্ষীরবন্ধি ॥ ২৪ ॥

চেতনং ব্রহ্মৈকনবিতীয়ং জগতঃ কারণমিতি যদুক্তং তরোপপদ্যতে । কস্মাৎ ।  
উপসংহারদর্শনাৎ । ইহ হি লোকে কুলাদয়ো ঘটপটাদীনাং কৰ্ত্তারো যুদ্-  
ওচক্রস্বভাদ্যনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সমস্তস্তং কার্য্যং কুর্মাণা  
দৃষ্টান্তে । ব্রহ্মচাসহায়ং তবাভিপ্রেতম্ । তন্ত সাধনান্তরামূপমং গ্রহে সতি কথং

কারী, একই বীজ পৃথিবীতে বপন করায়, কিন্তু তাহার পত্র পুষ্প ফল গন্ধ ও  
রসাদি নানাশ্রকার হইতে দেখা যায় । একমাত্রই অন্ন, রস, রক্ত ও লোমকপে  
পরিণত হইয়া থাকে । এই দৃষ্টান্তে একই ব্রহ্মের জীব-প্রাজ্ঞভেদ ও অত্র ২  
বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে । অতএব তাহাতে পরকল্পিত দোষের অমূপপত্তি  
থাকিলাই যায় । ক্রতি স্বতঃপ্রমাণ, ( “নিরপেক্ষরাক্রতিঃ” ) তাহাতে কথিত  
আছে বিকার সকল কথামাত্র, স্মৃতরাং সে সকলের স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বিচি-  
ত্রতা সুলভব ॥ ২৩ ॥

আপত্তি নহু । এক অধিতীয় চেতন ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা এই কথার উপপত্তি  
হয়না যেহেতু ইহা দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ । লোকসমাজে কারণকূট সংগ্রহ পূৰ্ব্বক কর্ত্তর  
করিতে দেখা যায় । কুলাল ঘটকার্য্যের কৰ্ত্তা । কুন্তকার সৃষ্টিকারী, দণ্ডচক্র  
স্বয়ং প্রভৃতি অনেক উপাদান সংগ্রহ করতঃ ঘট নির্মাণ করে । এই সকল  
উপকরণ ব্যতীত কিছুই করিতে সক্ষম হয়না । তেমার মতে ব্রহ্ম এক, অসহায় ।  
ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নাই । যদি অন্য কিছুনা থাকে তাম হইলে পূৰ্ব্বোক্ত  
উপকরণাদির একটাও থাকিলনা, স্মৃতরাং একক ব্রহ্মের সৃষ্টিকৰ্ত্ত্ব মিথ্যা ইহা

ব্রহ্মত্বমুপপদ্যতে । তস্মান্ ব্রহ্মজগৎকারণমিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ । যতঃ  
 ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাহুপপদ্যতে । যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব  
 দধিহিমভাবেন পরিণমতেহনপেক্ষ্য বাহুং সাধনং তথেষাপি ভবিষ্যতি । নহু  
 ক্ষীরাদাপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহুং সাধনং ঔষ্যাদিকং,  
 কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্বীতি । নৈষ দোষঃ । স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাক্ষ দাবন্তীক  
 পরিণামমাত্রামহুভবত্যেব দ্বাৰ্য্যতে ঔষ্যাদিনা দধিভাবায় । যদি চ স্বয়ং দধি-  
 ভাবশীলতা ন ত্য়াং নৈবৌষ্যাদিনাহপি বলাদ্ দধিভাবমাপত্তেত । ন হি  
 বায়ুরাকশৌ ঔষ্যাদিনা বলাদ্দধিভাবমাপত্তেত । সাধনসম্পত্ত্যা চ তত্ত্ব পূর্ণতা  
 সম্পত্তেত । পরিপূর্ণশক্তিকন্ত ব্রহ্ম ন তত্য়াত্নেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্য ।  
 শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি—

ন তত্ত্ব কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্বতে

ন তৎসমশ্চাত্তাদিকশ্চ দৃশ্যতে ।

স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং বলিতে বাধ্য যে ব্রহ্ম জগতের কর্তা নহেন ।  
 এপ্রকার আপত্তিতে বলা যায় যে, ব্রহ্ম এক হইলেও তাহাতে দন্ত বোধ সম্ভব হয়  
 না । যেহেতু দুগ্ধাদির উৎসাহরণে একের বহুভাবিত্ব উপপন্ন হয় ।

দুগ্ধ ও জল ক্রমে দধিও হিমানীক্ৰমে পরিণত হয় । তাহাতে দ্রব্যান্তরের  
 সাহায্যের অপেক্ষা করেনা । এই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে ব্রহ্ম হইতেও  
 বিবিধ সৃষ্টি হইতে পারে, অথ চ তাহাতে অন্ত কোনও কারণান্তরের অপেক্ষা  
 করেনা । যদি এই প্রকার আপত্তি কর যে, দুগ্ধ যে দধিরূপে পরিণত হয় তাহা  
 বাহুসাধনের সাহায্যেই হয় । তাহাতে উত্তর সাহায্য আছে । সুতরাং  
 দুগ্ধের দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষে সাধক হইলনা । এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর  
 এইযে, দধি ভাবের প্রতি উদ্ভাদির সাহায্য দৃষ্ট হইলেও তাহা দোষাবহ  
 নহে । দুগ্ধ নিজেই দধি হয়, উদ্ভাদি তাহার শীঘ্রতা মাত্র জন্মায় । যদি দুগ্ধ নিজে  
 দধিভাবপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে উদ্ভাদি কি বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে দধি  
 করিতে পারে ? যদিবল, জোর করিয়াই করে, তবে একথা জিজ্ঞাসা করা  
 অসঙ্গত হইবেনা যে উদ্ভা বায়ুকে এবং আকাশকে কেন দধি করিতে পারে না ?  
 সাধন সহায়ীর পূর্ণতাসম্পাদন ভিন্ন অন্ত কিছুই করিতে পারেনা । ব্রহ্ম স্বয়ংই

পর্যন্ত শক্তির্বিধৈব জ্ঞতে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ইতি ।

তন্মাদেকস্যপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ কীরাদিবলবিচিত্রপরিণাম  
উপপত্ততে ॥ ২৪ ॥

### দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥

স্বাদেতৎ । উপপত্ততে কীরাদীনামচেতনানামনপেক্ষ্যপি বাহ্যং সাপনং  
দধ্যাদিভাবো দৃষ্টবাং । চেতনাঃ পুনঃ কুলাদয়শ্চ সাধনসামগ্রীমপেক্ষ্যৈব  
তস্মৈ তস্মৈ কার্যায় প্রবর্তমানাদৃষ্টস্তে । কথং ব্রহ্ম চেতনং সদসহায়ং প্রবর্তেতি  
দেবাদিবদিতি ক্রমঃ । যথা হি লোকে দেবাঃ পিতরঃ ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো  
মহাপ্রভাশ্চেতনা অপি সন্তোহনপেক্ষ্যৈব কিস্কিদ্ধাহং সাধনমৈশ্বর্যবিশেষযোগা-

পূর্ণশক্তি । সেকারণ তাহার শক্তিপূরণের জন্ত অথ কিছুর কল্পনা করিতে  
হয়না । এই কথা প্রতিও বলিতেছেন । প্রতি যথা, “তাহার কার্য্যনাই, কারণও  
নাই, তাহার সমানও অধিক দেখায় না” । প্রতিতে তাহার পূর্ণবিচিত্রশক্তি  
এবং স্বাভাবিকজ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উল্লেখ আছে । যে হেতু ব্রহ্ম পূর্ণ-  
শক্তি, সেইহেতু ব্রহ্ম এক হইলেও তাহাতে বিচিত্রশক্তি থাকা উপপন্ন হইয়া  
থাকে ॥ ২৪ ॥

আপত্তি সূত্র । দৃষ্টও ব্রহ্ম সমস্বভাব নহেন । দৃষ্ট অচেতন সূত্রায় দৃষ্ট বিনা  
বাহ্যসাধনে দৃষ্টি চইতে দেখিয়াছ । কুন্তকার চেতন, তাকে বিনা সাধনে কার্য্য-  
করিতে দেখা যায় না । প্রভূত তাহাকে উপকরণ লইয়াই ঘটাদি নির্মাণ কার্য্যে  
প্রবৃত্ত হইতে হয় । তবে তুমি কি দেখিয়া বা কিপ্রকারে বল যে, চেতন ব্রহ্ম  
একাকী জগৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ! কোনও একক চেতনকে ত বিনা  
উপাদানে কার্য্য করিতে অসমর্থ দেখি নাই । এই প্রশ্নের উত্তর এই প্রকারে  
দেওয়া যায় যে দেবতাদির দৃষ্টান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ।

দেবতা, পিতৃ, ঋষি, ইহারা যেমন মহাপ্রভাবও চেতন, অথচ বিনা উপকরণে  
কেবল মাত্র স্বমতিমাবলে অভিধানমাত্রে বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা, ও  
রথাদি নির্মাণ করেন, এই কথা মন্ত্ৰ, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণ্যে

ভিধানমাশ্রয়ে স্বত এব বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি  
নির্মিমাণা উপলভ্যন্তে মস্তার্খবাদেতিহাসপুরাণগ্রামাণ্যং, তন্তুনাভ্যন্ত স্বত  
এব তন্তুন স্বজতি, বলাকা চান্তরেণৈব শুক্রং গর্ভং ধন্তে, পদ্মিনী চানপেক্ষ্য  
কঙ্কিং প্রস্থানসাধনং সরোহস্তরাং সরোহস্তরং প্রতিষ্ঠিতে, এবং চেতনমপি  
দ্বানপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বত এব জগৎ স্রষ্টাতি । স যদি ক্রয়াদ্য এতে দেবাদয়ো  
ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা উপাভ্যন্তে দাষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা সমানস্বভাবা ন ভবন্তি । শরীর-  
ম্বেব হচেতনং দেবাদীনাং শরীরান্তরাদিবিতৃত্যুৎপাদেনোপাদানং ন তু চেতন  
দ্বায়া । তন্তুনাভ্যন্ত চ ক্ষুদ্রতরঙ্গস্তভক্ষণাল্লালা কঠিনতামাপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি ।  
বলাকা চ স্তনয়িত্বুরবশ্বণাদগর্ভং ধন্তে । পদ্মিনী চ চেতনপ্রযুক্তা সত্যচেতনেনৈব  
শরীরেণ সরোহস্তরাং সরোহস্তরমুপসর্পতি বল্লীৰ বক্ষং ন তু স্বয়মেবাচেতনা সরো-  
হস্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে । তন্মায়ৈতে ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা ইতি । তং প্রতি-

নিশ্চয় করায়। সেইরূপ ব্রহ্মও বিনা সাধনে কেবল স্বমহিমাবলে জগৎ সৃষ্টি  
করিয়া থাকেন। মাকড়শা একাকীই হস্ত সৃষ্টি করে। বক পক্ষী বিনা মৈথুনে  
গর্ভ ধারণ করে। পদ্মিনী এক সরোবর হইতে অগ্র সরোবরে গমন করে  
অথচ গমনের উপকরণ গ্রহণ করে না। ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে  
উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইবেনা যে, চেতন ব্রহ্ম বিনা বহিঃ সাধনে জগৎ সৃষ্টি  
করিতে পারেন। বাদী যদি এখনও একথা বলেন যে প্রদর্শিত দেবাদি দৃষ্টান্ত  
দাষ্টান্তিক ব্রহ্মের সহিত সামঞ্জস্য হয়না। যেহেতু দেবাদির শরীর আছে,  
কাঁহারি অচেতন। অচেতনদেহই তাহাদের ঐশ্বর্যোৎপাদনের সহায়। তন্তুনাভ  
সকল ক্ষুদ্রজীব ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহাদের লালাশ্রাব হয়, সেই লালা কাঠিগ্র  
প্রাপ্ত হইয়া হস্তাকার ধারণ করে। মেঘগর্জন শ্রবণে বকীর গর্ভ হয়। পদ্ম-  
িনীও বক্ষে লতারজ্বায় চেতন জীবকর্জুক সরোবর হইতে সরোবরে প্রাপিত হয়।  
চেতন সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অচেতন পদ্মিনী সরোবর হইতে সরোবরে প্রস্থান  
করিতে অসমর্থ। অভএষ এই সকল ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হইতে পারেনা। বাদীএই  
প্রকার আপত্তি করিলে উত্তরপক্ষে বক্তব্যএই যে, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত  
হইবেনা। যেহেতু কেবল মাত্র কুলাণের সহিত দেবতার বৈশিষ্ট্য দেখানই



ক্রয়াদায়ং দোষঃ । কুলাদিদৃষ্টান্তবৈলক্ষণ্যমাত্রস্ত বিবক্ষিতত্বাদিতি । যথা  
কুলাদীনামঃ দেবাদীনাম্ সমানে চেতনত্বে কুলাদায়ঃ কার্য্যারম্ভে বা  
সাধনমপেক্ষস্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষিয়া  
ইত্যেতাবৎ বয়ং দেবাহ্বাদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ । তস্মাৎ যথৈকস্ত সানর্থ্যং দৃ-  
তথা সর্বেণামেব ভবিষ্যদ্বর্তীতি নান্ত্যেকান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৫ ॥

কৃৎক্ষপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপোবা ॥ ২৬ ॥

চেতনমেকমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবদেবাদিবচ্চানপেক্ষিতবাহুসাধনং স্বয়ং  
পরিণমমাণং জগতঃ কারণমিতি স্থিতং শাস্ত্রার্থপরিণুক্তয়ে তু পুনরাধিকৃতি-  
কৃৎক্ষপ্রসক্তিঃ কৃৎক্ষত্বাশ্চ ব্রহ্মণঃ কার্য্যাক্রপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাৎ ।  
যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভিবিষ্যত্ততোহষ্টৈকদেশঃ পর্য্যায়ঃস্তত একদেশচ-  
বাস্থাস্তত । নিরবয়বত্বব্রহ্মশ্রুতিভোঃস্বগম্যতে—

উক্ত দৃষ্টান্তের অভিপ্রেত, কুলালও চেতন, দেবতাও চেতন । সেই অংশে দমন  
হইলেও কুলাল বাহুসাধনসংগ্রহ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারেনা । কিন্তু  
দেবতা বাহু সাধন ব্যতীতই কার্য্য করিতে পারেন । ইহাই আংশিক দৃষ্টান্ত ।  
ব্রহ্মচেতন হইলেও তাহার কার্য্যে বাহুসাধনের অপেক্ষা নাই, এই মাত্র দেবতাদি  
দৃষ্টান্তের বিবক্ষিত । ফলিতার্থ এই যে একের যে সামর্থ্য হইবে, অপরের  
যে তদ্বৎ সামর্থ্যাদি হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই ॥ ২৫ ॥

চেতনও অদ্বিতীয় এক ব্রহ্মই হৃদ্ধাদিরও দেবতা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বাহু সাধ-  
ব্যতীত জগজ্জপে পরিণত হন । এই সিদ্ধান্ত একাটী হইলেও পুনরায় শাস্ত্রা-  
পরিণুক্তির জন্ত পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করা হইতেছে । যেহেতু ব্রহ্ম নিবারণ  
সেই হেতু সমুদায় ব্রহ্মই কার্য্যাক্রপে পরিণত হইয়াছেন । ব্রহ্ম যদি পৃথ্বীক  
সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত ব্রহ্মের একাংশে জগৎ হইয়াছে  
অবশিষ্টাংশ অবিকৃতই আছে । ব্রহ্ম যে নিরবয়ব, সাবয়ব নহেন, তাহা স্রষ্ট্রি  
বলিতেছেন । তদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা, “ব্রহ্ম নিরবয়ব, ক্রিয়া শূন্য, শাস্ত্র, অনিন্দনীয়,  
নিরঞ্জন । সেই দিব্য পুরুষ অমূল্য, জন্মানি বর্জিত এবং তিনিই বাহিরের  
অস্তুরে পূর্ণাবস্থায় বিরাজমান । এই মহদ্বত, অস্তুর অপার, কেবল বিজ্ঞান ।

‘নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।

নির্বো। হুমূৰ্ছঃ পুরুষঃ স বাহ্যাত্মস্তরো হৃদঃ’ ॥

ইদং মহভূতমনন্তমপারং, বিজ্ঞানঘন এব, স এষ নেতি নেত্যাআহুত্বলম্ণ, ইত্যাত্মাত্যঃ সৰ্ববিশেষপ্রতিষেধয়িত্রীভ্যঃ । ততশ্চৈকদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃৎসপরিণামপ্রসক্তৌ সত্যং মূলচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত । দ্রষ্টব্যাহোপদেশানর্থক্যাকা- পরমবদ্রদৃষ্ট্যাং কার্যাত্ম । তদ্ব্যতিরিক্তস্ত চ ব্রহ্মণোহভাবাৎ । অজ্ঞানাদিশব্দব্যা- কোপশ্চ । অথৈতদ্দোষপরিজিহীৰ্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্মভূতগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়ববস্তুর প্রতিপাদকঃ শব্দা উদাহৃতান্তে প্রকুপ্যেয়ঃ । সাবয়বত্বে চানিত্য- ব্রদশ ইতি সৰ্ব্বসাধারণং পক্ষে ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যাক্ষিপতি ॥ ২৬ ॥

অতঃস্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

তু শব্দেনাপক্ষেণ পরিহরতি । ন খবস্মৎপক্ষে কশ্চিদপি দোষোহস্তি । ন তাবৎ

সেই ইনি ইহা নহেন, তাহা নহেন, তিনি কেবল মাত্র অস্তি এতদ্রূপে জ্ঞেয় । আত্মা স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন” ইত্যাদি । যেহেতু ব্রহ্মের অংশ নাই, সেই হেতু ব্রহ্মের আংশিক বিপরিণামও অসম্ভব । সুতরাং মানিতে বাধ্য যে, ব্রহ্মই স্বগদাকারে পরিণত হইতেছেন । কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে ইহার ভিত্তি থাকে না । ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নষ্ট হইয়া জগৎ হইয়াছে ইহাই পাওয়া যায় । যদি মূল ভিত্তিই না থাকে তবে “তীর্থাহকে দেখিবেক, তীর্থাহকে গানিবেক” ইত্যাদি উপদেশ বার্থ হইল । কেননা কার্য্যমাত্রেরই অবস্থ দৃশ্য । যাবার ইহাও প্রতীতি হয় যে তদতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই । ব্রহ্মের এইরূপ পারি- নামিক জন্মবিনাশ পদে পদে স্বীকার করিলে “ব্রহ্ম অজর, ব্রহ্ম অমর” ইত্যাদি পতি বার্থ হইয়া যায় । যদি ঐসকল দোষ পরিহার মানসে ব্রহ্মকে সাবয়ব লিতে চাও, তাহাহইলে নিরবয়ব প্রতাপাদক শব্দের অর্থহানি হইবেক । সাবয়ব পক্ষে ব্রহ্মের নস্বরত্বাপত্তি উপস্থিত হয় । কোনও রূপেই সাবয়বপক্ষ মর্থন করা যায় না ॥ ২৬ ॥

পূৰ্ব্বপক্ষ নিরসনাভিপ্রায়ে সূত্রে তু শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে । ইহার ভিত্তিপ্রায় এই যে বেদান্তবাদীর পক্ষে উল্লিখিত দোষের কোনও দোষ সম্ভব

কৃৎসপ্রসক্তিরতি । কুতঃ । শ্রুতেঃ । যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদ্বৎপত্তিঃ ক্ষয়তে এং  
 বিকারব্যতিরেকেনাপি ব্রহ্মণোহবস্থানং ক্ষয়তে । প্রকৃতিবিকারমোর্ভেদে  
 ব্যাপদেশাৎ । ‘সেয়ং দেবতৈক্যত হস্তাহিমামিত্তিপ্রো দেবতা, অনেন জীবেনাত্ম  
 নাত্মপ্রবিশ্ত ন্নামরূপে ব্যাকরবাণি’ ইতি তাবানন্ত মহিমা ততো জায়াঃ  
 পুরুষঃ । পাদোহন্ত বিখ্যাত্তানি ত্রিপাদস্তাস্মতঃ দিবি, ইতি চৈবজ্ঞাতীয়কাং ।  
 তথা হৃদয়রতনত্ববচনাৎ । সংস্পৃশ্তিবচনাক্ত । যদি চ কৃৎসং ব্রহ্ম কার্য-  
 ভাবেনোপযুক্তং জ্ঞাৎ ‘সতা সৌম্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি’ ইতি সুপ্তিগতঃ  
 বিশেষণমহুপপন্নঃ জ্ঞাৎ । বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যং সম্পন্নত্বাৎ, অবিকৃতত্ব চ  
 ব্রহ্মণোহভাবাৎ, তথেষ্মিন্ন গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মণো বিকারস্ত চেষ্মিন্নগোচরত্ব-  
 পপত্তেঃ । তস্মাদন্ত্যবিকৃতং ব্রহ্ম । নচ নিরবয়বত্বশব্দব্যাকোপোহস্তি শ্রমণ-  
 ত্বাদেব নিরবয়বত্বত্যাগ্যভ্যুপগম্যমানত্বাৎ । শব্দমূলক ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেষ্মিন্নাদি-

হয় না । সমুদায় দোষের ত আদৌ সম্ভবনাই নাই । যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে  
 জগদ্বৎপত্তি এবং জগৎ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থিতি উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন ।  
 শ্রুতি যথা, ‘সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন, এই ত্রিদেবাত্মক অদি  
 জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপের বিকাশ করিব । যাহা বলা হইল সমস্তই  
 ব্রহ্ম পুরুষের মহিমা, পরন্তু ব্রহ্ম পুরুষ এই সমুদায় হইতে অধিক । এই সমুদায়  
 ভূত তাঁহার একপাদ, অপর ত্রিপাদ মুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত । তাঁহার অবস্থিতি  
 হৃদয়ে এবং তিনি সংস্পর্শন’ । এই শ্রুতিতেও অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধি  
 হয় । অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকিলে সুপ্তিকালের “হে সৌম্য ! জীব যখন সংস্পর্শ  
 হয়, এই বিশেষণের কোনও সার্থকতা থাকে না । কারণ, বিকৃত ব্রহ্মের প্রাপ্তি  
 নিত্য, তাহা আগন্তুক অথবা নৈমিত্তিক নহে । অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকাতাই  
 উহা স্বীকার্য্য । আরও দেখ বিকার ইন্দ্রিয়গম্য, কিন্তু শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম  
 ইন্দ্রিয়ার অগোচর । এই সকল কারণে স্বীকার করিতে হইবেক, অবিকৃত  
 ব্রহ্ম একজন আছেন । শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব স্বীকার করায় নিরবয়ব  
 প্রতাপাদক শব্দের অর্থের কোনও অহুপপত্তি নাই । ব্রহ্ম শব্দমূলক শব্দ-  
 প্রমাণক । ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যক্ষ প্রমাণক নহেন । সেই জন্ত ব্রহ্মের দূরপ-  
 যথা শব্দ অর্থাৎ শব্দাত্মক প । শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বতা ও একাংশে জগতের

প্রমাণকং তদ্যথাশব্দভূপগন্তব্যম্ । শব্দশোভনমপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তাকৃতং প্র-  
সক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ । লৌকিকানামপি মণিমদ্রৌষধীপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত-  
বৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃষ্টস্তে তা অপি তাবলোপদেশমন্তরেণ  
কেবলেন তর্কৈণাবগন্তং শক্যস্তে—অন্ত বস্তুন এতাবত্যা এতৎসহায়্য এতদ্বিষয়া  
এতৎপ্রয়োজনাস্ত শক্তয় ইতি, ৪ কিমুতাহচিন্ত্যাপ্রত্যবস্ত ব্রহ্মণোকপং বিনা শব্দেন  
নিরূপ্যেত । তথাহঃ পৌরাণিকঃ—

অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।

প্রকৃতিভ্যাঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যন্ত লক্ষণম্ ॥ ইতি ।

তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থবাখ্যাত্মাধিগমঃ । নহু শব্দেনাপি ন শক্যতে

অবস্থান প্রতিপাদন করিয়াছেন । লোকমধ্যেও দেখা যায়, মনি, মজ্ঞ ও  
ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকালাদি নিমিত্তবশতঃ বিচিত্র ও বহুবিরুদ্ধ কার্য্য  
উৎপাদন করিয়া থাকে । সে সকল শক্তি উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কে জানা  
যায় না । অমুক বস্তুর এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়ো-  
জন, এই সমুদয় যখন বিনা উপদেশে কেবল মাত্র তর্কে জানা যায় না,  
তখন যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ শব্দপ্রমাণ ব্যতিরেকে জানা যাইবে না  
ইহা বলাই বাহ্য ।

এই কথা পৌরাণিকেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যেবস্ত অচিন্তনীয়,  
তাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যাইতে পারে না । বাহ্য প্রকৃ-  
তির পর তাহাই অচিন্ত্য । এই জন্যই বলি, অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ  
শব্দমূলক । প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক নহে । যদি বল যে, শাস্ত্রও লোক-  
প্রসিদ্ধার্থের বিরুদ্ধার্থ বুঝাইতে পারে না ।

ব্রহ্ম নিরবয়ব অথচ তাহার একাংশ পরিণাম হয়, এইপ্রকার অর্থ বিপ-  
রীত্যর্থ । যদি ব্রহ্মকে নিরবয়ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার  
করিতে হইবে যে তাহার পরিণাম হয় না । যদি বল হয়, ত সমস্তই হয় ।  
এক আকারে পরিণত হন, আর অন্য আকারে স্বরূপাবস্থান করেন ।  
এইরূপ বলিলে স্বরূপের ভেদ ও সাবয়ব স্বীকার করিতে হইবে । যদি  
বিকলপ্রমাণ কর, তাহা হইলে ক্রিয়া-বিষয়ক বিরোধ পরিহার করিতে পারি

বিকল্পোৎপত্তিঃ প্রত্যায়িত্বং, নিরবয়বঞ্চ ব্রহ্ম পরিণমতে ন চ কৃত্বম্মিতি, যদি নিরব-  
য়বং ব্রহ্ম স্তান্নৈব পরিণমেত, কৃত্বম্মেব বা পরিণমেত । অথ কেনচিৎ রূপেণ  
পরিণমেত কেনচিৎ রূপেণাবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদকল্পনাং সাব্যয়বমেব প্রসজ্যেত ।  
ক্রিয়ারবিষয়ে হি ‘অতিরিক্তে ষোড়শিনঃ গৃহ্যতি নাতিরিক্তে ষোড়শিনঃ গৃহ্যতি,  
ইতোবজ্জাতীযকায়ং বিরোধপ্রতীতাবপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং  
ভবতি পুরুষতত্ত্বদ্ব্যবস্থানন্ত । ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি  
অপুরুষতত্ত্বদ্ব্যবস্থানঃ । তস্মাদ্ধট্টমেতদ্বিতি । নৈব দোষঃ । অবিজ্ঞাকল্পিতরূপ-  
ভেদাত্মাপগমাৎ । ন হাবিদ্যাকল্পিতেন রূপভেদেন সাব্যয়বং বস্তু সম্পদ্যতে ।  
ন হি তিমিরোপহতনয়নেনানেক ইব চক্ষুমা দৃশ্যমানোহনেক এব ভবতি ।  
অবিজ্ঞাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃত্যব্যাকৃত্যকেন তদ্ব্য-  
ভাভ্যামনির্লক্ষণীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদিসর্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে, পারমা-

বটে কিন্তু বস্তু-বিরোধের সমাধান করিতে পারিবে না । অতিরিক্তাখ্যায়ণে  
সমোমক পাত্র গ্রহণ করিবেক, অতিরিক্ত নামক বাগ ভিন্ন অন্য যোগে সোম-  
পাত্র লইবে এই বিকল্পবাক্যদ্বয়ের পবিহারার্থ বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিবে  
হয় । কেননা এতাদৃশ স্থলে বিকল্পাশ্রয় ভিন্ন বিরোধসমাধানের আর পথ  
নাই । গ্রহণ করা না করা উভয়ই কর্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । যজ্ঞমান  
ষোড়শী গ্রহণ করিতেও পারেন, না ও করিতে পারেন । অতএব তদ-  
মুখারী বিকল্পও হইতে পারে । কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানস্থলে বিকল্প ব্যবস্থা হইতে  
পারেনা । স্তত্রাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিকল্প প্রতীতিস্থলে  
শব্দের প্রামাণ্য সূচকিন । এই বিষয়ে আমরা বলি কাঠিন্য দোষ হয় না ।  
যে হেতু আমরা কল্পিতভেদের স্বীকার করিয়া থাকি । বাস্তবিক ভেদ  
স্বীকার করি না । অনেক লোকই চক্ষু দোষে দ্বিচক্ষু ত্রিচক্ষু দেখিয়া থাকে তাই  
বলিয়া চক্ষু কি কখনও দুইটা বা তিনটা হয়? নামরূপমূলক, রূপভেদ  
মিথ্যা জ্ঞানমূলক । তাহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উভয়াত্মক । সত্য মিথ্যা  
কোনও এক নির্দিষ্ট রূপে নিরূপণীয় নহে । তদ্রূপ তুচ্ছও অনির্লক্ষ্য কল্পিত-  
ভেদের দ্বারা ব্রহ্ম পরিণামী ও সর্ব ব্যবহারের আশ্রয় ইহা সত্য; কিন্তু  
পারমার্থিকরূপে তিনি সর্বব্যবহারের অতীত এবং অপরিণতই আছেন ।

খিকেন চ রূপেণ সৰ্বব্যবহারাতীতমপরিণতমবতিষ্ঠতে । বাচ্যরন্তগম্যাক্ষাৰ্কাবি-  
ত্ৰাকল্পিতস্ত নামরূপভেদস্ত ন নিরক্ষয়বহঃ ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি । ন চেৎসং পরিণাম-  
শ্রুতিঃ পরিণামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ । সৰ্বব্যবহারহীন-  
ব্রহ্মাত্ম্যভাবপ্রতিপাদনার্থা হেবা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ । 'স এষ  
নেতি নেতাত্মা' ইত্যাপক্রম্যাহ 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি' ইতি । তন্মাদম্বৎ-  
পক্ষে ন কশ্চিদপি দোষপ্রসঙ্গোহস্তু ॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

অপি চ নৈবাত্ৰ বিবদিতব্যং কথমেকস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দেনৈবানেকা-  
কারা সৃষ্টিঃ স্তাদিতি, যতঃ আত্মন্যপি একস্মিন্ স্বপ্নদর্শী স্বরূপানুপমর্দেনৈবানে-  
কাকারা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্ত্যথ রথান-  
থযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদিনা । লোকেহপি দেবাদিষু মায়াবাদিষু চ স্বরূ-

কল্পিত নামরূপাদি যখন মিথ্যা, কেবলমাত্র কথার কথা, তখন কি জন্য  
তাহার নিরবয়বহ বোধক শব্দের ব্যাকোপ হইবে । যে হেতু পরিণাম  
জ্ঞান নিফল, পরিণাম জ্ঞানের কোনও ফল নাই, সেই হেতু পরিণামশ্রুতি  
পরিণামতাৎপৰ্য্যে অভিহিত নহে । সৰ্বব্যবহারপরিহীন ব্রহ্মাত্ম্যভাব প্রুতি-  
পন্ন করাই সেই সমস্ত শ্রুতির অর্থ । যে হেতু তাদৃশ ব্রহ্মাত্ম্যতা জ্ঞানের  
ফল মোক্ষ কথিত হইয়াছে । এতদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা,—“আত্মা ইহা নহে,  
আত্মা তাহা নহে” ইত্যাদিরূপে নিবেদন করিয়া “হে জনক ! তুমি অভয়পদ  
পাইয়াছ ।” অতএব আমাদের পক্ষে কোনও দোষাভাস নাই ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্ম এক অসহায় তাঁহাতে অনেক প্রকার সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ  
বিনষ্ট হয়না । ইহা কেন হয় ? কি প্রকারে হয় ? ইহা লইয়া বিবাদ করা  
উচিত নয় । একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে, স্বপ্নদর্শী আত্মা এক স্বপ্ন-  
কালে তাহাতেও অনেকাকার সৃষ্টি হয় অথচ তাঁহার স্বরূপ ঠিকই থাকে ।  
স্বপ্ন বিষয়ক বিচিত্র সৃষ্টি শ্রুতি পাঠেও জানা যায় । “তথায় রথ নাই, রথ-  
বাহী অশ্বও নাই, পথও নাই, স্বপ্ন দ্রষ্টা কিন্তু স্বপ্নে রথ, অশ্ব ও পথ দেখেন” ।  
লোকমধ্যেও দেবতা ও ঐশ্বর্যজালিক ক্রিয়া প্রভৃতিতে দেখা যায় তাঁহাদের

পান্থপমর্দেনৈব বিচিত্রা হস্তাখাদিসৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথৈকশ্চিদপি ব্রহ্মণি স্বরূপান্থ-  
পমর্দেনৈবানেকাকার। সৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি ॥ ২৮ ॥

### স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

পরেষামপ্যেব সমানঃ স্বপক্ষদোষঃ । প্রধানবাদিনোহপি হি নিরবয়বমপরিচ্ছিন্নঃ  
শব্দাদিহীনঃ প্রধানঃ সাবয়বস্ত পরিচ্ছিন্নস্ত শব্দাদিমতঃ কার্যাস্ত কারণমিতি স্বপ-  
ক্ষস্তত্রাপি কৃত্বন্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্ত প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাভূতাপগম-  
কোপো বা । নহু নৈব তৈর্নিরবয়বঃ প্রধানমভূতাপগম্যতে, সম্বরজস্তমাসি হি  
জ্যৈশ্চ শৃণাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা । প্রধানঃ তৈরেবাবয়বৈবন্তংসাবয়বমিতি, নৈবজ্ঞা-  
তীরকেন সাবয়বয়েন প্রকৃতো দোষঃ পরিহৃতুং পার্থ্যতে, যতঃ সম্বরজস্তমসাম-  
প্যৌকৈকস্ত সমানঃ নিরবয়বত্বং একৈকমেব চেতরবয়বানুগৃহীতং সম্ভাতীরস্ত প্রপঞ্চ-  
স্তোপাদানমিতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গস্ত । তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং সাবয়বত্ব-

স্বরূপ বিনাশ পায়না অথচ হস্তী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে । এতদূপ  
দৃষ্টান্ত দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অর্থেত ব্রহ্মও  
বিবিধাকার সৃষ্টি হইতে পারে এবং তদ্বিবন্ধন তাঁহার স্বরূপও বিনষ্ট হইবে  
না ॥ ২৮ ॥

উক্ত স্বপক্ষ দোষ সাংখ্যবাদীর পক্ষে সমান । প্রধানবাদীরাও নিরবয়ব  
অপরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদি বিহীন প্রধানকে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিযুক্ত জগৎ  
কার্যের কারণ বলেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষ । এতৎ পক্ষেও নির-  
বয়বত্ব নিবন্ধন কৃত্বন্ন প্রসক্তি, পক্ষান্তরে প্রধানের সাবয়বত্ব এবং নিরবয়বত্ব  
প্রতিবোধক বাক্যের অর্থনর্থক্যাপত্তি থাকিয়াই যায় । যদি বল সাংখ্যা-  
চার্য্য প্রধানকে নিরবয়ব বলেন না, সম্বরজঃ তমঃ এই শৃণুজয়ের সামা-  
বস্থাকে কপিলমুনি প্রধান বলেন । এই শৃণুজয়ই অবয়ব, অর্থেত প্রধান  
নিরবয়ব নহেন অর্থাৎ তিনি সাবয়ব । এই বিষয়ে বলা যায় যে, ঐরূপ সাব-  
য়বত্ব স্বামী সত্ত দেহের উক্তার হয় না, যে হেতু তাঁহাদের মতে সম্বরজঃ  
তমঃ এই শৃণুজয় প্রত্যেকে সমান নিরবয়ব এবং অন্য শৃণুজয়ের সাহিত্যে  
সম্ভাতীর প্রপঞ্চের উপাদান হয় । গুরু প্রতিষ্ঠিত নহে । তর্কের দ্বারা বথার্থ তত্ত্ব

মেবেতি চেৎ, এবমপ্যানিত্যাদিদোষপ্রসঙ্গঃ । অথ শক্তয় এব কাণ্যবৈচিত্র্যাহুতিতা  
অবয়বা ইত্যভিপ্রায়ঃ, তাস্ত ব্রহ্মবাদিনোহপ্যাবিশিষ্টাঃ । তথা, অণুবাদিনোহপ্যণু-  
ত্তরেণ সংযুজ্যমানো নিরবয়বত্বাদ্বাদি কাৎস্মেন সংযুজ্যেত ততঃ প্রথিমাহু-  
পপত্তেরণুমাত্রপ্রসঙ্গঃ । অণৈকদেশেন সংযুজ্যেত তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যাপ-  
গমকোপ ইতি স্বপক্ষেইপি সমান এষ দোষঃ সমানত্বাচ্চ নান্তত্তরস্মিন্নেব পক্ষ  
উপক্ষেপ্তব্যো ভবতি । পরিস্কৃতস্ত ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষদোষঃ ॥২৯॥

### সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ ॥৩০॥

একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিসংযোগাদুপপাদ্যতে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চ  
ইতুক্তং, তৎ পুনঃ কথমুপগম্যতে বিচিত্রশক্তিসংযুক্তং পরং ব্রহ্মেতি, তদুচ্যতে,  
সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ । সর্বশক্তিসংযুক্তা চ পরা দেবতাতাবগন্তব্যং, কৃতঃ তদ-

নির্ণয় করা যাইতে পারেনা । অতএব তর্ক পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রীয় সাবয়বত্ব  
গ্রহণ করিলেও অনিত্য দোষাদি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে । যদি কাণ্যের বিচিত্রতা  
দেখিয়া সত্ত্বাদিনিষ্ট শক্তিগুঞ্জের অসুমান কর এবং তদনুরূপ সাবয়বত্ব স্বীকার  
কর, তাহা হইলে সেইরূপ সাবয়বত্ব বেদান্তবাদীর পক্ষে ইষ্ট ও সম্ভব ।  
ব্রহ্মবাদীও মায়াক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মের সাবয়বত্ব স্বীকার করিতে পরাস্থ্য নহেন,  
অধিকন্তু পরমাণুবাদে স্বপক্ষ দোষও আছে । পরমাণুর কোনও অবয়ব  
নাই । সুতরাং এক পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইলে নির-  
বয়বত্ব নিবন্ধন কুৎস্র সংযোগই হইবে । সমুদায় সংযোগ হইলে তাহা স্থূল  
হইবে না । যদি বল এক দেশ সংযোগ হয়, তাহা হইলে পরমাণু নিরবয়ব এই  
কথা বলিওনা, সুতরাং অসুবাদীর পক্ষেও প্রদত্ত দোষ সমানই হইল ।  
যে হেতু সন্ধান দোষ সেই হেতু কেহ কাহার পক্ষে উক্ত দোষ উপক্ষেপ  
করিতে পারেন না । ব্রহ্মবাদী স্বপক্ষ দোষ স্কালন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে বিচিত্রশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র বিকারপ্রপঞ্চ  
উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে । কিন্তু পরব্রহ্ম যে বিচিত্রশক্তিমান তাহা জানা  
যায় নাই, তজ্জনা উত্তর করা হইতেছে যে “সর্বোপেতাচতদর্শনাৎ”, সেই  
পরমদেবতা সর্বশক্তিসংযুক্ত ইহা অবগত হইবে । যে হেতু প্রমাণভূত ঐতি



র্শনাং । তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্গশক্তিযোগঃ পরম্যা দেবতাসাঃ ‘সর্গকর্ম্মা  
সর্গকাঃ সর্গগন্ধঃ সর্গরসঃ সর্গমিহমভ্যাতোহবাক্যানারঃ সত্যকামঃ সত্য-  
সঙ্কল্পো যঃ সর্গজ্ঞঃ সর্গবিদেতস্যা বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সৃষ্টিচন্দ্রমসৌ  
বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, ইত্যেবং জাতীয়কা ॥ ৩০ ॥

### ৩ বিকরণস্থানেতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

স্তাদেতৎ, বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং ‘অচক্ষুর্ম্মশৌভ্রমবাগমনাঃ  
ইত্যেবং জাতীয়কং, কথং সা সর্গশক্তিযুক্তাপি সত্য কাৰ্য্যায় প্রভবেৎ, দেবদেবে  
হি চেতনাঃ সর্গশক্তিযুক্তা অপি সন্ত আধ্যাত্মিককাৰ্য্যাকরণসম্পন্ন। এব তন্মৈ তন্মৈ  
কাৰ্য্যায় প্রভবন্তো বিজ্ঞায়ন্তে, কথঞ্চ ‘নেতি’ ‘নেতি’ ইতি প্রতিষিদ্ধসর্গবিশেষায়  
দেবতাসাঃ সর্গশক্তিযোগঃ সম্ভবেদিতি চেৎ যত্র বক্তব্যং তৎপূরস্তাদেবোক্তম্ ।  
শ্রুতাবগাহ্যমেবেদমতিগন্তীরং পরং ব্রহ্ম ন তর্ক্যাবগাহ্যম্ । ন চ যথৈকস্য সামর্থ্য  
দৃষ্টং তথান্যস্যাপি সামর্থ্যেন ভবিতব্যমিতি নিয়মোহস্মীতি প্রতিষিদ্ধসর্গবিশেষঃ

তাহাই দেখাইয়াছেন । পরদেবতা সর্গশক্তি সম্পন্ন, “তিনি সর্গকর্ম্মা, সর্গ-  
কাম, সর্গগন্ধ, সর্গরস, সর্গব্যাপী, বাগিন্দ্রিয়বর্জিত, নিষ্কাম, আশ্রুত,  
সত্যসঙ্কল্প, যিনি সর্গজ্ঞ ও সর্গবিৎ । হে গার্গি ! এই অক্ষরের শাসন হেই  
চন্দ্রসূর্য্য বিধৃত আছে ।” ইত্যাদি শ্রুতিই এতদ্বিষয়ে প্রমাণ করিতেছে ॥৩০॥

শাস্ত্রকার বলিতেছেন, পরদেবতা নিরীশ্বর, যথা শ্রুতি, “তিনি অচক্ষু,  
অশ্রোত্র, বাক্য রহিত ও মনরহিত । অতএব ব্রহ্ম সর্গশক্তিযুক্ত হইলেও তিনি কি  
প্রকারে সৃষ্টি করিতে পারেন ? দেবতা সকল চেতন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক  
কাৰ্য্যাকরণসম্পন্ন, তৎকারণে তাঁহারা সর্গশক্তিযুক্ত হইয়া সেই সেই কাৰ্য্য  
করিতে পারেন । কিন্তু পরদেবতা ব্রহ্মের দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই । এমন  
কি তাঁহার কোনও ধর্ম্ম নাই প্রত্যুত সর্গ প্রকার বিশেষ তাঁহাতে প্রতিধিক  
আছে । তাহা হইলে কি প্রকারে তাঁহাতে সর্গশক্তি থাকিতে পারে ! এই  
প্রশ্নের উত্তর করিতে যাহা বলা আবশ্যক তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে ।  
পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবল মাত্র শ্রুতিগম্য, তর্কের দ্বারা জানা যায় না ।  
এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দৃষ্ট হয় অন্য ব্যক্তিতে সেই শক্তি তদনুসঙ্গই থাকিবে

স্যাপি ব্রহ্মণঃ সৰ্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতীত্যেতদপ্যবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপন্যাসে-  
নোক্তমেব । তথা চ শাস্ত্রং—

“অপাণিপাদৌ জ্বনৌ গ্রহীত।

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ ।”

ইত্যকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ সৰ্বসামর্থ্যযোগং দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

ন প্রয়োজনবদ্ধাৎ ॥ ৩২ ॥

অতথা পুনশ্চেতনকর্তৃকত্বং জগত্ আক্ষিপতি । ন খলু চেতনঃ পরমাত্মেনং  
জগদ্বিষং বিরচয়িতুমর্হতি । কুতঃ । প্রয়োজনবদ্ধাৎ প্রবৃত্তীনাম্ । চেতনো হি  
লোকে বুদ্ধিপূর্বকারী পুরুষঃ প্রবর্তমানো ন মন্দোপক্রামামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাশ্র-  
প্রয়োজনানুপযোগিনীমারভমাণো দৃষ্টঃ কিমুত গুরুতরসংরম্ভাম্ । ভবতি চ  
লোকপ্রসিদ্ধানুবাদিনী শ্রুতিঃ ‘ন বা অরে সৰ্বস্য কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি,  
আত্মনস্ত কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি’ ইতি । গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তিৰ্বহুচ্চা-

এমন কোনও নিয়ম নাই । অতএব কোনও প্রকার বিশেষ না থাকিলেও  
পরব্রহ্মে সৰ্বশক্তিযোগ অসম্ভব হয় না, ইহা পূর্বেই অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদ-  
স্বীকারপ্রসঙ্গে বলা হইল । এই বিষয়ে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণও আছে, যথা—  
“তঁাহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি গমন ও গ্রহণ করিতে পারেন । তঁাহার  
চক্ষু নাই, কর্ণ ও নাই, অথচ তিনি দেখেন ও শুনেন । ইত্যাদি শ্রুতি ইন্দির-  
শূন্য পরব্রহ্মের সৰ্বশক্তিমত্তা দেখাইয়াছেন ॥ ৩১ ॥

চেতন ব্রহ্ম জগদ্বিনির্মাণকারী, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি  
উত্থাপন করা হইতেছে । চেতনপরমাত্মা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিৰ্মাণ করেন নাই ।  
তাহার কারণ এই যে, প্রবৃত্তিমাঝেই সমপ্রয়োজন । লোক মধ্যে দেখা যায়  
বুদ্ধি পূর্বকারী চেতন পুরুষই কার্য্যে প্রবর্ত হইয়া থাকে । যে চেষ্টা নিতান্ত  
অল্প প্রয়োজনের উপযোগী বোধ না করিলে সে চেষ্টাতেও প্রবৃত্তি হয় না ।  
গুরুতর কার্য্যের সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই । এতদ্বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ শ্রুতিও  
দেখা যায় । “হে মৈত্রেয়ি ! সকলের কামনায় এই সকল প্রিয় নহে । আত্ম-  
কামনাতেই এই সমুদায় পিয় বলিয়া বোধ হয় । উচ্চাবচও নানাপ্রকার জগৎ

বচপ্রপঞ্চং জগদ্বিশ্বং বিরচয়িতব্যম্ । যদিহমপি প্রবৃত্তিচেতনস্য পরমাত্মন  
আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যত পরিতৃপ্তকঃ পরমাত্মনঃ শ্রমমাণঃ বাধ্যত ।  
প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোহপি স্যাৎ । অথ চেতনোহপি সন্ উন্নতো  
বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরেণৈবাত্মপ্রয়োজনং প্রবর্তমানো দৃষ্টন্তথা পরমাত্মাপি প্রবর্তিত্বাত  
ইত্যাচ্যোত, তথা সতি সৰ্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মনঃ শ্রমমাণঃ বাধ্যত । তন্মাদমিষ্টা চেত-  
নাৎ স্থিতিরिति ॥ ৩২ ॥

• লোকবতু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

তুশ্চেনাক্ষেপং পরিহরতি । যথা লোকে কস্যাচিনাষ্ট্রৈষণস্য রাজ্ঞো রাজ্য-  
মাতস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিং প্রয়োজনমনভিসম্ভার্য কেবলং লীলারূপাঃ প্রু-  
ত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি । যথা চোচ্ছাসপ্রশাসাদয়োহনভিসম্ভার্য বাহ্য  
কিঞ্চিং প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি, এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিং

প্রপঞ্চের রচনা করা অল্প প্রবৃত্তির বা অল্পচেষ্ঠার কার্য্য নহে । যদি এই স্থি-  
তি বিষয়ে চেতন পরমাত্মার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে কর, তাহাহইলে ক্রি-  
ত্রাণ্য পরমাত্মার নিত্যত্বটির কি উপায় হইবে ! এই দিকে আবার বলিতেছ  
প্রয়োজনব্যতীত কোনও কার্য্য কেহ করে না । যদি চ উন্নততাবস্থ ব্যক্তিকে  
বুদ্ধিদোষ বশতঃ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কার্য্যো প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় । এবং  
এই দৃষ্টান্তে পরমাত্মার প্রবৃত্তিকে তাহার সহিত সমান করিতে চাও তাহা  
হইলে তাহার সৰ্ব্বজ্ঞতা শ্রুতির কি উপায় করিবে ? এই সকল কারণেই বলিতে  
বাধ্য যে চেতন পরমাত্মা হইতে জগৎ প্রপঞ্চ হওয়া কোনও রূপেই সম্ভবপর  
হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥

“লোকবতু” এই তু শব্দ দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত আপত্তি পরিহারের সূচনা করা  
হইয়াছে । যেমন লোক সমাজে রাজার অথবা মন্ত্রীর বিনা প্রয়োজনে কেবল  
মাত্র লীলাখেলার নিমিত্তই প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়, অথবা যেমন খাস প্রধান  
প্রভৃতি বিনাপ্রয়োজনে কিবা বিনা উদ্দেশে স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়  
তথ্য ঐশ্বরিক প্রবৃত্তিও উদ্দেশ্য ব্যতীত বা প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র  
স্বভাববশেই সম্পন্ন হইতে পারে । লীলাতেও ফংকিঞ্চিৎ উল্লাসি হয় বটে কিন্তু

প্রয়োজনাস্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃতির্ভবিষ্যতি । ন হীশ্বরস্য  
প্রয়োজনাস্তরং নিরূপ্যমাণং নাস্ত্যন্তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি । ন চ স্বভাবঃ পর্যায়-  
যোক্তুং শক্যতে । যদ্যপ্যন্যাকস্মিন্নং জগদ্বিশ্ববিরচনা গুরুতরলং রস্তুেবাভ্যতি তথাপি  
পরমেশ্বরস্য সীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তির্হাৎ । যদি নাম লোকে লীলা-  
নপি কিঞ্চিং স্বস্বঃ প্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষতে তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিং প্রয়োজন-  
সুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আশুকাশ্রিতঃ । নাপ্যপ্রবৃত্তিকৃতপ্রবৃত্তির্কী । সৃষ্টি-  
শ্রুতে: সর্বজ্ঞশ্রুতে:চ । ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনাম-

খাস প্রতীতিদিতে কিছুমাত্র উদ্বেগ বা অভিসন্ধি থাকে না । কোনও বুদ্ধিমান  
ব্যক্তিই অমুকটা হইবে বা অমুক হউক এই প্রকার ভাবিয়া খাস প্রতীতি নিষ্কপ  
করেন না । তাহা স্বভাববশে আপনা হইতেই নিস্পন্ন হয় । সেইরূপ ঈশ্বরের  
যে কালকর্মসচিব মায়া শক্তি আছে সেই মায়া শক্তিই তাঁহার স্বভাব । সেই  
স্বভাবমূলেই সৃষ্টাদি ক্রিয়া হয় । কোনও ব্যক্তিই তাহা বারণ করিয়া রাখিতে  
সমর্থ নহেন । জগৎ সৃষ্টিতে পরমাত্মার কোনও উদ্বেগ অথবা অভিসন্ধান  
কিহা কিছু মাত্র প্রয়োজনও নাই । শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা ইহার একতরও  
প্রতিপাদন করা যায় না । তাহা হইলে পরমেশ্বর কেন এই জগৎ সৃষ্টি করেন,  
তিনি চূপ করিয়া কেন থাকেন না, ইত্যাদিরূপে প্রশ্নও হইতে পারে না । কেননা  
কারণ থাকিলে কার্য অবশ্যসম্ভাবী, স্বভাবরূপ কারণ আছে বলিয়াই এইরূপ কার্য  
হইতেছে । আমরা মনে ভাবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করা বড়ই গুরুতর কাজ,  
কিন্তু ভগবানের নিকট ইহা গুরুতর দূরের কথা লঘুতর, লঘুতর কেন, একটা  
কাজ বলিয়াই পরিগণিত নহে । তিনি অনন্তশক্তি, তাঁহার নিকট ইহা এক-  
মাত্র লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে । যদি বা লৌকিক লীলার বিন্দুমাত্র  
প্রয়োজনের উপলব্ধি করিতে পার কিন্তু ঈশ্বরের জগদ্বিশ্বাণ রূপ লীলার অমু-  
মাত্রও আবশ্যক সঙ্গীষণ করিতে পারিবে না । যেহেতু তিনি আশুকাশ্রিত,  
পরিপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত । তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন নাই অথবা তাঁহার এই প্রবৃত্তি  
উদ্দেশ্যের প্রবৃত্তির দ্বারা, ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না । যেহেতু  
শ্রুতি বলিতেছেন, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান । তিনি  
সমস্তই জ্ঞানপূরক করেন । তিনি পাগল নহেন । কিন্তু ইহাও মনে করিও

রূপব্যবহারগোচরতাং ব্রহ্মাত্মতাবপ্রতিপাদনপরত্যাচ্ছেত্যেতদপি নৈব প্রঃ-  
 ত্তব্যম্ ॥৩৩॥

বৈষম্যানৈর্ঘ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ জগজ্জ্ঞানাদিহেতুত্বমীশ্বরশ্রুতিপাথে স্মৃগানিখননন্যায়েন প্রতিজ্ঞাত-  
 ত্বার্থস্য ত্রুটীকরণায় । নৈশ্বতো জগতঃ কারণমুপপদ্যতে, কুতঃ বৈষম্যনৈ-  
 র্ঘ্যপ্রসঙ্গাৎ । কাংশ্চিদত্যন্তসুখভাজঃ কুরোতি দেবাদীন, কাংশ্চিদত্যন্তদুঃখ-  
 ভাজঃ কুরোতি পশ্যাদীন, কাংশ্চিন্নামভাজোমমুখ্যাদীনিত্যেবং বিষম্যং সৃষ্টিঃ  
 নির্দিষ্টমাগসোশ্বরস্য পৃথগ্জনস্যেব রাগদ্বेषোপপত্তেঃ শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতসুখ-  
 ত্বাদীশ্বরত্বতাবলোপঃ প্রসজ্যেত । তথা খলজনৈরপি জুগুপসিতঃ নির্দগ-  
 ত্তমতিক্রুরত্বং হ্রঃখবোগবিধানাৎ সর্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত । তস্মাদৈ-

না যে সৃষ্টিটা পারমার্থিক অর্থাৎ শ্রুতি যে সৃষ্টি বলিতেছেন তাহা পারমার্থিক  
 সৃষ্টি । অবিজ্ঞার দ্বারাই নামরূপ ব্যবহারযোগ্য করনা প্রাপ্ত হইতেছে  
 সৃষ্টি বলে । স্মৃতরাং তাহা বাস্তবিক নহে । ব্রহ্মাত্মতাব প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টি  
 বাক্যসমুদয়ের অভিপ্রেতি । ইহা কখনও বিস্মৃত হইও না ॥ ৩৩ ॥

ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু এই বিষয়ে অল্প প্রশ্ন উপস্থিত করা হইতেছে ।  
 নৌবাহিকেরা যেমন খুঁটা একবার উঠাইয়া পুনরায় তাহা মৃত্তিকাতে প্রোথিত  
 করে, এইরূপ বারম্বার করাতে খোটা অত্যন্ত শক্ত হয়, সেইরূপ শাস্ত্র কারেরাও  
 বারম্বার আপত্তি এবং পুনঃ পুনঃ তাহার দণ্ডন দ্বারা প্রতিপাত্ত বিষয়কে সূক্ষ্ম  
 করিয়া থাকেন । ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ এই কথা যুক্তিযুক্ত  
 নহে । কেননা ঈশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি, বা প্রলয়ের কারণ বলিলে তাহাতে পক্ষ-  
 পাত্তিহ দোষ এবং নৈস্বগ্য দোষ হয় । কেননা তিনি দেবতাদিগকে যথেষ্ট  
 সুখী এবং পশুদিগকে অত্যন্ত দুঃখী ও মানবমণ্ডলকে মধ্যাবস্থ করায় অল্প  
 অবশ্রমই বিবমকর্ম্য করিয়াছেন । এই প্রকার সৃষ্টিবৈষম্য সন্দর্শনে তাঁহার  
 সাধারণ পামর মাসবের দ্বায় রাগদ্বেষাদি আছে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় । বিষমসৃষ্টি  
 স্বীকার করিলে আরও গুরুতর দোষ হয় । শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্ম নির্দগ-  
 ত্ততাব কথিত আছে । বিষম সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে

যমানৈব্ৰূণ্যপ্রসঙ্গান্নৈশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । বৈষম্যানৈব্ৰূণ্য-  
নৈশ্বরসা প্রসঙ্গোক্তে, কস্মাৎ, সাপেক্ষত্বাৎ । যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো  
বিষমাং সৃষ্টিং নির্ধিমীতে স্তাতামেতো দোষো বৈষম্যাং নৈব্ৰূণ্যকঃ । ন তু  
নিরপেক্ষত্ব নিষ্ঠাতৃত্বমন্তি । সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ধিমীতে ।  
কিমপেক্ষত ইতি চেৎ, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ । অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণি-  
ধৰ্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিত্যি নায়বীশ্বরস্তাপরাধঃ । ঈশ্বরস্ত পৰ্জ্জত্বং ত্রুষ্টব্যঃ ।  
যথা হি পৰ্জ্জন্তো ত্রীহিবাদিস্থষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ত্রীহিবাদিবৈষম্যে  
তু তত্ত্ববীজগতাত্ত্বেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো  
দেবমমুখ্যাদিস্থষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, দেবমমুখ্যাদিবৈষম্যে তু তত্ত্বজ্জী-  
বগতাত্ত্বেবাসাধারণানি কৰ্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি । এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন  
বৈষম্যানৈব্ৰূণ্যাভ্যাং দূষ্যতি । কথং পুনরবগম্যাতে সাপেক্ষ ঈশ্বরো নীচমধ্য-

পারে! অধিকন্তু হুংখ বিধান এবং প্রজা সংহার করাতে ব্রহ্মকে ধলপ্রকৃতি  
নির্দিষ্ট মানুষ্যের সহিত তুলনা করিতেও কোনও আপত্তি নাই । সূত্ররূপে উক্ত  
বৈষম্যও নৈব্ৰূণ্য এই দোষব্ধয়ের পরোহাের নিমিত্তই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর  
এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই । এই পূৰ্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছি । ঈশ্বরে এই  
হই দোষের কোনও দোষই হয় না । কেননা তিনি সাপেক্ষ । এবম্বিধ বিষম  
সৃষ্টি নিমিত্তবশতই হইয়া থাকে । অতএব ইহা না জানিয়া না শুনিয়া ঈশ্বরের  
প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত নহে । যদি কেবল ঈশ্বর নিরপেক্ষ ভাবে বিষম  
সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার উপর ঐদত্ত বৈষম্যাদি দোষ আরোপ  
করা যাইত । কেবল ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা নহেন । সৃষ্টিপ্রসঙ্গে নিমিত্তান্তরেরও  
কারণতা আছে । ঈশ্বর নিমিত্তান্তরপ্রযুক্ত হইয়াই এইরূপ বিষমসৃষ্টি করেন ।  
যদি নিমিত্তটা কি প্রশ্ন কর, তবে তত্ত্বত্বের বলিব, জীবের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই এইনিমিত্ত ।  
সৃজ্যমান জীবের যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম থাকে সেই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ ।  
সূত্ররূপে ঈশ্বরকে এই জন্ত দোষী সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না । ঈশ্বর মেঘের  
প্রায় সাধারণ কারণ মাত্র । মেঘ যেমন যবাদিশস্যোৎপত্তির প্রতি সাধারণ  
কারণ, আর বীজাদির শক্তিবিশেষ যেমন সেই সকলের নানাদিক্যাদি বৈষম্যের  
অসাধারণ কারণ, সেইরূপ ঈশ্বরও দৈবিক বা মানবীয় সৃষ্টির সাধারণ কারণ ।

মোক্ষমং সংসারং নিশ্চিন্ত ইতি । তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ, এষ হেব সাধুকর্ম  
কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উগ্নিনীষত এষ উ হেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং  
যমধো নিনীষতে, ইতি । পুণ্যো বৈ পুণ্যম কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ইতি  
চ । স্মৃতিরপি শ্রোণিকর্মবিশেষাপেক্ষমেবেশ্বরভ্রাতৃগৃহীত্বং নিগৃহীতৃভক্ষণ দর্শয়তি—  
যে যথা মাং প্রপশ্বন্তে তাংস্তথৈব ভক্ষ্যামাহম্, ইত্যেবজাতীয়কা ॥ ৩৪ ॥

ন কর্মাবিভাগাদিতি চেমাংনাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

সদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি শ্রাকৃ সৃষ্টিরবিভাগা-  
বধারণায়াতি কর্ম যদপেক্ষা বিধমা সৃষ্টিঃ স্তাৎ । সৃষ্টাত্তরকালং হি শরীরাদি-  
বিভাগাপেক্ষা কর্ম কর্মাপেক্ষা শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত ।

এবং জীবের শুভাশুভ কর্মই এতাদৃশ বিবিসমৃষ্টির অসাধারণ কারণ । স্তবরাঃ  
সাপেক্ষতা আছে বলিয়াই ঈশ্বরকে বৈষম্যাদি দোষে দূষিত করিতে পার না ।  
ঈশ্বর যে কর্মানুসারে সৃষ্টি করেন ইহা শ্রুতিই বলিতেছেন । শ্রুতি যথা, “ঈশ্বর  
বাহাকে এক লোক হইতে অস্ত্র লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহার দ্বারা  
সংকর্ম করান । বাহাকে এই লোক হইতে অধঃপাতিত করিতে ইচ্ছা করেন  
তাহার দ্বারা অসংকর্ম করান । পুঙ্খ কর্মের দ্বারা উত্তমতা লাভ হয় এবং  
পাপকর্মের দ্বারা অধঃপাত হয় । স্মৃতিও বলিয়াছেন, জীব কর্মানুসারে ঈশ্বরের  
অমুগ্রহভাজন ও কর্মানুসারে নিগ্রহের পাত্র হয় । যথা আমাকে যেরূপে যে  
ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপে প্রাপ্ত হই ॥ ৩৪ ॥

হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্বে সজাতীয়-বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্য এক সং ছিল,  
ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে ভেদরাহিত্য নিশ্চয় থাকায়, সেই সময়ে বিবিসমৃষ্টির  
প্রযোজক কোনও কর্মই ছিল না । ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । সৃষ্টির পরে শরীরাদি  
বিভাগ হইলে কর্ম হয় এবং কর্ম হইতে শরীরাদি বিভাগ হয়, এইরূপ  
অন্তোন্তাশ্রয় (ইতরেতরাশ্রয় তদ্বাটতবে সতি তদ্বাটত্বং ইতরেতরাশ্রয়ঃ)  
দোষও হয় । অতএব ঈশ্বর বিভাগের পরে ফল দেন তাহাতে আপত্তি নাই ।  
কিন্তু বিভাগের পূর্বে কর্ম না থাকায় অবশ্যই সমান সৃষ্টি হইবেক । তাহা না  
হওয়ার বৈষম্যাদি দোষ তাদবস্থাই থাকে । এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে

অতো বিভাগাদৃক্ কৰ্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ততাং নাম, শ্রীকৃষ্ণে বিভাগাধৈচিৎ-  
নিমিত্ত কৰ্ম্মণোহভাবাত্ লোবাচ্চ। সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ,  
অনাদিত্বাৎ সংসারস্ত। ভবেদেব দৌষো যুগ্মাদিমানয়ং সংসারঃ শ্রীৎ। অনাদৌ  
তু সংসারে বীজাকুরবন্ধেহেতুমন্তাবেন কৰ্ম্মণঃ সৰ্গবৈষম্যাত্ চ প্রবৃত্তিন বিকৃত্যতে ।  
কথং পুনরবগম্যাতে অনাদিরেষ সংসার ইতি, অত উত্তরং পঠতি ॥ ৩৫ ॥

### উপপত্ততে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

উপপত্ততে চ সংসারস্থানাদিভ্যম্। আদিমন্তে হি সংসারস্তাহকস্মাদুদ্ভূতে-  
মুজ্ঞানামপি পুনঃ সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ, অকৃতাত্মাগমপ্রসঙ্গশ্চ। স্মৃৎস্মৃৎবাদি-  
বৈষম্যাত্ নিনিমিত্তত্বাৎ। ন চেৎশরৌ বৈষম্যাহেতুরিত্যুক্তম্। ন চাবিষ্ঠা কেবলা  
বৈষম্যাত্ কারণঃ, একরূপত্বাৎ। রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকৰ্ম্মাপেক্ষা ত্ববিষ্ঠা  
বৈষম্যাকরৌ শ্রীৎ। ন চ কৰ্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি ন চ শরীরমন্তরেণ কৰ্ম্ম

সংসার প্রবাহের অনাদিত্ব বিধায় এই দোষ বা এই প্রকার আপত্তি দেওয়া  
যাইতে পারে না। সংসারের যদি আদি থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত  
দোষে ভুই হইত। যেহেতু সংসারের আদি নাই, বীজাকুরবৎ অনাদি, সেই হেতু  
বীজাকুরের শ্রায় কৰ্ম্মের সহিত সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু হেতুমন্তাব আছে। সৃষ্টিবৈষম্য  
কৰ্ম্ম নিমিত্ত ইহা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। পাছে কেহ জিজ্ঞাসা করেন সংসার  
যে অনাদি তাহা কিসে বুঝা গেল? এই প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত পুনর্বার  
স্বতন্ত্র করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসিদ্ধ এবং শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রসিদ্ধ। সংসারের  
অনাদিত্ব স্বীকার না করিলে আকস্মিক উৎপত্তিমুক্ত জীবের পুনঃ সংসার  
প্রত্যাসক্তি, অকৃতাত্মাগম ও কৃতনাশ এই সকল অগ্নান বদনে স্বীকার করিতে  
হইবে। কারণ ব্যতিরেকে দূঃখ সুখ ইত্যাদি বৈষম্য ও স্বীকার্য হইবে।  
ঈশ্বর বৈষম্যের কারণ নহেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে এবং প্রতিপন্ন করি-  
য়াছি। একরূপতা নিবন্ধন কেবল অবিষ্ঠাও বৈষম্যের হেতু নহে। রাগ,  
দেব ও মোহরূপ ক্লেশের বাসনা নামক সংস্কার হইতে যে কৰ্ম্ম জন্মে সেই  
কৰ্ম্মই অপিত্বার সচিবতা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্ট বৈষম্য জন্মাইয়া থাকে। সংসারের



সম্ভবতীতবৈতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ । অনাদিহে তু বীজাকুরত্বায়েনোপপত্তেন  
কশ্চিদোষো ভবতি । উপলভ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বং স্ফুটিত্বাঃ । স্ফুটো  
তাবৎ—অনেন জীবেনাদ্ব্যনা ইতি সর্গপ্রমুখে শারীরমাদ্ব্যনাং জীবশব্দেন প্রাণধারণ-  
নিমিত্তেনাভিলপনাদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি । আদিমহে তু ততঃ প্রাণগণবধারিতঃ  
প্রাণঃ স কথং প্রাণধারণনিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখেইতি লপ্যতে । ন চ ধার-  
য়িত্বাতীত্যতোহভিলপ্যতে । অনাগতাক্ষি সম্বন্ধাদতীতঃ সম্বন্ধা বলীয়ান ভবতি,  
অভিনিষ্পন্নত্বাৎ । স্বর্ঘ্যাচক্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্বকল্প-  
সম্ভাবং দর্শয়তি । স্মৃতাব্যাপ্যনাদিত্বং সংসারস্যোপলভ্যতে ।—ন রূপমন্তহ তথা-  
পলভ্যতে নাস্তো ম চানিন্ চ সম্প্রতিষ্ঠা ইতি । পুরাণে চাতীতানামনাগতানাঞ্চ  
কল্পানাং ন পরিমাণমন্তীতি স্থাপিতম্ ॥ ৩৬ ॥

আদি স্বীকার পক্ষে বিনা কর্ণে শরীর হয় না এবং বিনা শরীরে কর্ণ হয়  
না ইত্যাদি রূপ অত্নোক্তাশ্রয় দোষ হয় ।

কিন্তু অনাদিপক্ষে বীজাকুরের দৃষ্টান্তে উক্ত ঘটনা দোষমীর বলিয়া পরিগণিত  
হইবে না । সংসার যে অনাদি ইহা স্ফুটি এবং স্মৃতি এই উভয়ই প্রমাণ  
করিতেছে । স্ফুটি যথা,—“আমি এই জীবাত্মরূপে অল্পপ্রবেশ করিয়া, এই  
স্ফুটিস্বষ্টিপ্রক্রিয়ায় শরীরহিত আত্মাকে প্রাণধারণার্থক জীবশব্দে অভিহিত  
করিয়া” ইহাই দেখাইয়াছেন যে, সংসারের প্রথম একটা নাই । সংসার অনাদি,  
ইহার আদি থাকিলে কি রূপে সৃষ্টির প্রথমে প্রাণধারণবাচক জীবশব্দের  
উল্লেখ সম্ভব হইতে পারে ! প্রাণধারণ করিবেন, এইপ্রকার ভবিষ্যমাণ প্রাণ-  
ধারণ লক্ষ্য করিয়া জীবশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । এইরূপ বলাও সম্ভব  
নহে । যেহেতু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধাপেক্ষা অতীত সম্বন্ধের বলবত্তা দেখা যায় ।  
বিধাতা পূর্বকল্পাত্মরূপ চক্ষুস্থির সৃষ্টি করিলেন ।

এই মন্ত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে পূর্বকল্প একটা ছিল । স্মৃতি  
প্রমাণ যথা,—

এই সৃষ্টিতে ইহঁদের রূপ, অস্ত, আদি এবং অবিস্তা উপলব্ধি হয় না,  
পৌরানিকেরাও কীৰ্ত্তন করিয়াছেন যে, অতীত ও অনাগত কল্পের পরিমাণ বা  
ইচ্ছা হইতে পারে না । ॥ ৩৭ ॥

## সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চৈতান্মিববধারিতে বেদার্থে পঠৈরুপ-  
ক্ৰিপ্তান্ বিলক্ষণবাদান্ নোযান্ পর্য্যহার্যাদিচার্য্যঃ । ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধ-  
প্রধানং প্রকরণমাবিস্রমাণঃ স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণমুপসংহরতি ।—বস্মা-  
দন্বিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্বৈ কারণধর্ম্যা উপ-  
পত্ত্যন্তে সর্বস্তং সর্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদব্রহ্ম ইতি তস্মাদনতিশঙ্কনীয়মিদমোপ-  
নিষদং দর্শনমিতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজাপাদকৃতৌ

দ্বিতীয়স্তাধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদনকারণ, এই নিশ্চিত  
বেদার্থের প্রতি ঐরূপ অর্থ নিশ্চিত হইলেও বাদিগণ যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়া-  
ছিলেন, তাহা ভগবান্ সূত্রকার ব্যাস পরিহার করিয়াছেন । এক্ষণে তিনি  
পরপক্ষনিষেধ প্রধানপ্রকরণ আরম্ভ করিতে প্রয়াসী হইয়া সপক্ষ সংশোধন  
প্রধান প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন । যে কারণ চেতন ব্রহ্মকে জগৎ  
কারণরূপে স্বীকার করিলে তাঁহাতে প্রদর্শিত সমুদায় কারণধর্ম্য উপপন্ন হয়,  
সেইজন্ত এই বেদান্তদর্শন সর্বপ্রকার আশঙ্কার অতীত । এ বিষয়ে অসুমাংসও  
আশঙ্কা বা পূর্বপক্ষ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

## দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

— ৩০ — ৭৭২

রচনানুপপত্তেষ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥

যত্তপীদং বেদান্তবাক্যানামৈদম্পর্গাং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং ন তর্কশাস্ত্রং  
কেবলাভিযুক্তিভিঃ কঞ্চিৎ সিদ্ধান্তঃ সাধয়িতুং দৃষয়িতুং বা প্রবৃত্তং, তথাপি বেদান্ত-  
বাক্যানি ব্যাচক্ষণৈঃ সম্যগদর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাংখ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণ-  
নীতি তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ততে । বেদান্তার্থনির্ঘনস্ত চ সম্যগদর্শনার্থং  
তন্নির্ঘনেন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং তদ্ব্যভাষিতং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাদিতি ।

যতপি এই উত্তরমীমাংসা বেদান্তবাক্যের তাৎপর্যনির্ঘনে প্রবৃত্ত হই-  
য়াছে । তর্কশাস্ত্রাদির দ্বায় কেবল যুক্তিমূলে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত  
হইতে অথবা অল্প কোনও শাস্ত্রের দোষ দেখাইতে ইচ্ছুক নহে, তথাপি  
বেদান্তবাক্যাবলীর ঐখার্থ ব্যাখ্যা নির্ঘন করিতে গেলে তৎপ্রতিপাত্ত সমাক-  
জ্ঞানের শত্রুস্বরূপ সাংখ্যাদিশাস্ত্রের মত নিরাস করা প্রসঙ্গত আবশ্যক  
হইয়া পড়ে । সেই জন্যই বক্ষ্যমাণ সূত্র আরম্ভ করা হইতেছে ।

তত্ত্ব-জ্ঞানই একমাত্র বেদান্তদর্শনের প্রতিপাত্ত ও প্রয়োজন । তাহা ইহা-  
পূর্বে বেদান্তার্থ নিরূপণপূর্বক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । পরমতত্ত্বওন দ্বারা  
তাহার পরিপূষ্টি হইতে পারে, এইরূপ অভিপ্রায়েই পরমতনিরসনায়ক  
দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে । এখানে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, তত্ত্ব-  
জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না বলিয়া, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, অতএব  
তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ এবং তন্নিরূপণের জন্য স্বপক্ষস্থাপন মাত্র এই দুই কার্য  
করাই সম্ভব । তাহা না করিয়া পরবিষেয়াত্মক পরমত খণ্ডন করার  
প্রয়োজন কি ?

একটুকু বিবেচনা পূর্বক চিন্তা করিলেই ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি

নমু মুমুক্শুণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্দর্শননিক্রপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেন কেবলং  
কর্তৃং যুক্তং কিং পরক্ষনিরাকরণেন পরবিষয়কারণেন । বাচ্যমেবং তথাপি  
মহাজনপরিগৃহীতানি মহাশক্তি সাধ্যাদিতস্ত্রাণি সম্যগ্দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তাহ্যপলভ্য  
ভবেৎ কেবাঞ্চিন্দ্রমতীনীমেতাভ্যপি সম্যগ্দর্শনায়োপাদেয়ানীত্যপেক্ষা । তথা  
যুক্তিগাঢ়ত্বসম্ভবেন সর্বজ্ঞভাবিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেষ্টিতাত্ত্বদসারতোপপাদনায়  
প্রযত্নতে । নমু, ঈক্ষতে নীশকং [ অ০ ১ । পা০ ১ । হৃ০ ৫ ] কামাচ্চ নানু-  
মানাপেক্ষা [ অ০ ১ । পা০ ১ । হৃ০ ১৮ ] এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ  
[ অ০ ১ । পা০ ৪ । হৃ০ ২৮ ] ইতি চ পূর্বত্রাপি সাধ্যাদিপক্ষপ্রতিষেধঃ কৃতঃ  
কিং পুনঃ কৃতকরণেনিতি । তদুচ্যতে । সাধ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্ত-

হইবে । সেই সকল মতের অসারতা দেখানই প্রয়োজন । সাংখ্যাদি শাস্ত্রের  
ও গুরুত্ব আছে । দেখিবামাত্র আপাত জ্ঞানে বোধ হয়, সাংখ্যাদি শাস্ত্র ও  
ধর্মিগণ কর্তৃক পরিগৃহীত । এবং সেই সকল শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইবার  
নিমিত্ত প্রবৃত্ত । অল্পজ্ঞানী লোকের মনে সহসা এইরূপ হইতে পারে যে, তত্ত্ব-  
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাংখ্যাদিশাস্ত্রই অধ্যোতব্য ।

বিশেষতঃ সর্বজ্ঞ কপিলের কথিত এবং যুক্তিপরিপূর্ণ বলিয়া সাংখ্য-  
শাস্ত্রের প্রতি লোকের অবিচারিত শ্রদ্ধা হইতে পারে । কাজেই মুমুক্শু  
ব্যক্তিগণের হিতের জন্য সেই সকল শাস্ত্রের অসারতা দেখান ও তৎপক্ষে  
যত্ন করা কর্তব্য ।

বলিতে পার যে, সাংখ্যাদিমতের খণ্ডন পূর্বেই করা হইয়াছে । পুন-  
রায় তাহা খণ্ডনের আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যাদি  
শাস্ত্র নিজ পক্ষস্থাপনার্থ বেদবাক্য উল্লেখপূর্বক সে সকলকে যে স্বমতের  
অনুকূল করিয়া লইয়াছেন, তাহা সঙ্গত কাজ করেন নাই । পূর্বে এতা-  
বমাত্র বলা হইয়াছে এবং দেখান গিয়াছে । বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয়পাদে তাঁহাদের  
যে বেদবাক্য নিরপেক্ষতত্ত্বযুক্তি আছে, সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করা  
হইবে । পূর্বে তাঁহাদের যুক্তি প্রাধান্যরূপে খণ্ডিত হয় নাই । এই পাদে  
তাহাই প্রদর্শিত হইবে । এতদ্ব্যতীত সাংখ্যাচার্যেরা এইরূপ মনে করেন যে,  
যেমন ঘটাদি মৃৎপ্র পদার্থে মৃত্তিকাক্রপের অঙ্গর থাকায় মৃত্তিকা জাতি

বাক্যানুপাদানত্যা স্বপক্ষানুগোণেন যোজন্যন্তো ব্যাচক্ষেত, তেষাং যথার্থান্য  
তদ্বাখ্যানাত্মাং ন সম্যাখ্যাখ্যানমিত্যেতাৎ পূৰ্ব্বত্র কৃতম্, ইহ তু বাক্যানি  
পেক্ষঃ স্বতন্ত্রত্বমুক্তিপ্রতিবেদঃ ক্রিয়ত ইত্যেব বিশেষঃ । তত্র সাধ্বা মন্ত্বে  
যথা ঘটপরাবাদেন্নে ভেদা মৃদাশ্রয়তরংস্বীয়মানা মৃদাশ্রয়সামান্যপূৰ্ব্বকা লোকে  
দৃষ্টাঃ, তথা সৰ্ব্ব এব বাহ্যাত্মিকতা ভেদাঃ স্বথঃখমোহাত্মতরংস্বীয়মানাঃ  
স্বথঃখমোহাত্মকসামান্যপূৰ্ব্বকা ভবিতুমর্হন্তি । যন্তঃ স্বথঃখমোহাত্মকং  
সামান্যং তৎ ত্রিগুণং প্রধানং মুহুদচেতনং চেতনস্য পুরুষস্তার্থং সাধনিত্বং প্রবৃত্তং  
স্বভাবভেদেনৈব বিচিত্রৈশ্বিকারাত্মনা প্রবর্ত্তত ইতি । তথা পরিমাণাদিভিরপি  
লিঙ্গেন্তদেব প্রধানমহুমিসতে । তত্র বসায়ঃ, যদি দৃষ্টাস্তবলেনৈবৈতন্নিরূপ্যতে

সেই সকলের কারণ, তেমনি বাহ্য কিছু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পদার্থ দৃষ্ট হয়,  
তৎ সমস্তই স্বথঃখমোহাবেশে অদ্বিত পাকায় স্বথঃখমোহাত্মক কোনও  
একজ্ঞাতি তৎ সমস্তের কারণ । সেই স্বথঃখমোহাত্মক সামান্য পদার্থটাই  
ত্রিগুণ এবং মৃত্তিকাবৎ অচেতন । চেতন এবং চেতনপুরুষের আবশ্যক-  
সম্পাদনার্থ তাহা স্থিতি বিচিত্র স্বভাব প্রভাবে বিবিধাকার বিকারে পরিণমিত  
হইয়া থাকে । পরিমাণ ঐচ্ছিত্তি বোধক হেতুর দ্বারাও তাহার অনুমান করা  
যাইতে পারে ।

এই মন্তের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, সাংখ্যচার্য্য কেবলমাত্র দৃষ্টাস্ত-  
বল অবলম্বন করিয়া এই প্রকারে জগৎকারণ নিরূপণে প্রয়াসী হইয়াছেন ।  
কিন্তু তিনি চেতন কর্তৃক অনধিষ্ঠিত কোনও অচেতনকে বিশিষ্ট পুরুষার্থ-  
নির্কাহক বিকার রচনা করিতে দেখেন নাই । গৃহ, অট্টালিকা শয্যা, আসন,  
এবং ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি বাহ্য কিছু স্বথঃখপ্রাপ্তি পরিহারযোগ্য বস্তুভেদ,  
তৎ জবংই কোনও বুদ্ধিমান শিল্পী দ্বারা বিরচিত হইতে দেখা যায়, কেবল  
পাষাণাদি অচেতন কর্তৃক সেই সকল রচিত হইতে দেখা যায় না । লোষ্ট্রপায়-  
নাদি অচেতন পদার্থ যখন চেতনের প্রেরণাব্যতীত অল্প মাত্রাও বিশিষ্ট রচনা  
করিতে পারে না, তখন অচেতনপ্রধান কি প্রকারে এই পৃথিব্যাদি লোক,  
এতদ্ব্যবতী কক্ষকলভোগ্য নানাহাস, বাহ ও আধ্যাত্মিক শরীরাদি, মানুষাদি  
জাতি অসাধারণ রূপে বিন্যস্ত ও রচনাপারিপাট্যযুক্ত নান। কক্ষকল অনুভব

নাচেতনং লোকে চেতনানিধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিद্বিশিষ্টপুরুষাণনির্ভরত্বসমর্থান  
বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্ । গেহপ্রাসাদশয়নাসনবিক্কারমুদ্যাদিভিঃ হি লোকে  
প্রজ্ঞাবন্তিঃ শিল্পিভির্থালাকালঃ সুখছঃপ্রশান্তিপরিহারযোগ্যঃ রচিতা দৃশ্যন্তে,  
তথেনং জগদখিলং পৃথিব্যাদিনানাকর্ষফলাভোগযোগ্যং বাহ্যমাধ্যাত্মিককল্পশরীরা-  
দিনানাজাত্যস্মিতং প্রতিনিয়ন্তাবয়ববিক্রাসমনেককর্ষফলামুতবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং  
প্রজ্ঞাবন্তিঃ সম্ভাবিতততমৈঃ শিল্পিভির্জনসাপ্যালোচয়িতুমশক্যং সৎ কথমচেতনং  
প্রধানং রচয়েৎ লোষ্ট্রপাষণাদিষুদৃষ্টত্বাৎ । যদাদিষপি কুস্তকারাদ্যাধিষ্ঠিতেষু  
বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে, তবং প্রধানস্যপি চেতনাস্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ ।  
নচমূলাদ্রাপাদানস্বরূপব্যাপাশ্রয়েণৈব ধর্মেণ মূলকারণমবধারণীয়ং ন বাহুকুস্ত-  
কারাদিব্যাপাশ্রয়েণেতি কিঞ্চিং নিয়ামকমস্মি । ন চৈবং সতি কিঞ্চিদ্ধিকৃধ্যতে  
প্রত্যুত শ্রুতিরমুগ্ধহতে চেতনকারণত্বসমর্থণাৎ । অতোরচনামুপপত্তেচ্চ হেতো-  
র্নাচেতনং জগৎকারণমমুমাতব্যং ভবতি । অস্বয়াদ্যমুপপত্তেচ্চেতি ন-সকেন

করিবার উপযুক্ত আশ্রয় বৃদ্ধিমান্ দিল্লীরও হর্ষোদ্য-কল্পনাভীত এই অঙ্ক  
জগৎ রচনা করিবে ?

এই বিষয়ে এইমাত্র দেখা যায় যে, মৃত্তিকাদি দ্রব্য কুস্তকারাদি কর্তৃক অধি-  
 ষ্ঠিত হইয়া বিবিধাকারে বিরচিত হয়। তদৃষ্টান্তে প্রাধানেরও কোনও এক  
 চেতন অধিষ্ঠাতা আছে এইরূপ অনুমান হইতে পারে। এমন কোনও  
 নিয়ম নাই যে, যেই নিয়মমূলে, মূল কারণে মৃত্তিকাদি উপাদানস্বরূপের অতি-  
 রিক্ত ধর্ম একটা স্বীকার করিতে হইবে। এবং কুস্তকারাদির দ্বারা অধিষ্ঠা-  
 তাকে পরিহার করা যাইতে পারে। অচেতনমাত্রেই চেতনাবিধিষ্ঠিত এইরূপ  
 হইলে কিছুমাত্র দোষ হয়না, প্রত্যুত চেতন-কারণ 'সমর্পণ' করার ঋতির  
 আশুকুল্যেই প্রমাণ হয়। অতএব, অচেতনজনক পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা  
 উপপন্ন না হওয়ায় অচেতনপ্রধানই জগৎ কারণ, এইরূপ অনুমান করা যাইতে  
 পারেনা। "রচনামুণপত্তেন্দ্ৰ" এই, চ, শক দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অন্যান্য  
 হেতুর অসিদ্ধতা প্রমানিত হইয়াছে। বাহ্যভাস্করীন যেকিছু বিকার সমস্তই  
 সুখদুঃখমোহাশ্রক, সমস্ত বিকারে সুখ দুঃখাদির অবয়ব আছে, এই প্রতিজ্ঞা  
 অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যে হেতু সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অন্তরহ বলিয়াই অনুভূত

হেতোরসিদ্ধিঃ সমুচ্চিনোতি । ন হি বাহ্যাদ্যাগ্নিকানাং ভেদানাং সুখত্বঃ।  
মোহাত্মকত্তরাহ্বর উপপদ্যতে, সুখাদীনামন্তরত্বপ্রতীতে: শব্দাদীনাকাহত-  
জপত্বপ্রতীতেত্তরমিস্তত্বপ্রতীতেতচ্চ । শব্দাত্তবিশেষেপি চ ভাবনাবিশেষাৎ  
সুখাদিবিশেষোপলব্ধে: । তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলান্ধুরাদীনঃ সংসর্গ-  
পূর্ষকত্বঃ দৃষ্ট: । বাহ্যাদ্যাগ্নিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্ষকত্বম্।  
মিমানস্য সত্ত্বরজস্তমসামপি সংসর্গপূর্ষকত্বপ্রসঙ্গঃ পরিমিতত্বাবিশেষাৎ । কাণ্ড-  
কারণভাবস্ত প্রেক্ষাপূর্ষনির্ধিতানাং শয়নাসনাদীনঃ দৃষ্ট ইতি ন কার্য্যকারণভাবাৎ  
বাহ্যাদ্যাগ্নিকানাং ভেদানামচেতনপূর্ষকত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্ ॥ ১ ॥

### প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

আন্তাং তাবদিয়ং রচনা, তৎসিদ্ধার্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাং প্রচুতিঃ  
সত্ত্বরজস্তমসামঙ্গল্যভাবরূপাপত্তিক্রিংশিষ্টকার্য্যাস্যাভিযুক্তপ্রবৃত্তিতা সাপি নাচেতনজ

হয় এবং শব্দাদি পরার্থ বাহ্যিক বলিয়াই প্রতীতি হয় । একই শব্দ, একই  
স্পর্শ, একইরূপ, কেবল ভাবনার পার্থক্যমুসারে কাহারও কোন বিষয়ে হৃৎ,  
কাহারওবা কোনও বিষয়ে স্তম্ভ হইয়া থাকে । যাহাঁরা পরিমিত অর্থাৎ পরি-  
চ্ছিন্ন পরিমান অঙ্কুরাবিকারেণ সংসর্গপূর্ষক উৎপত্তি দেখিয়া পরিমিতত্ব  
হেতুর দ্বারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিকবিকারেণ সংসর্গপূর্ষকত্ব অনুমান করেন,  
তাহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণের ও সংসর্গপূর্ষকত্ব প্রসক্তি হইবে । কারণ  
উক্তগুণত্রয়েরও পরিমিতত্ব ধর্ম্ম আছে । বুদ্ধিপূর্ষক রচিত যান, আসন,  
শয্যা, প্রভৃতিতে কার্য্যকারণভাব দেখা যায় । এই জন্ত কার্য্যকারণভাব  
গ্রহণ পূর্ষক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের অচেতনপূর্ষকত্ব অনুমান করা  
যাইতে পারেনা ॥ ১ ॥

রচনা করার কথাত অনূরপরাহত, রচনাসিদ্ধির জন্ত যে প্রবৃত্তি, তাহা  
পর্য্যস্ত ও নিরপেক্ষভাবে অচেতনের পক্ষে সম্ভবপর নহে । বিশিষ্ট বিভাদের  
নাম রচনা এবং তৎসাধক ক্রিয়াবিশেষের নাম প্রবৃত্তি । সৃষ্টির উদ্দেশে  
প্রধানের প্রবৃত্তি কি-না সাম্যাবস্থার বিনাশ । সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণ-  
ত্রয়ে পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাব আছে । কোনও বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া চেতনা-

প্রধানশ্চ স্বতন্ত্রস্তোপপদ্যতে যুগাদিশদর্শনাং রথাদিষু চ । ন হি যুগাদয়ো  
 রথাদয়ো বা স্বয়মচেতনঃ সন্তুচেতনৈঃ কুলাদিভিরখাদিভির্কাননধিষ্ঠিতা  
 বিশিষ্টকার্য্যভিমুখপ্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে । দৃষ্টাচ্চাদৃষ্টসিদ্ধিঃ । অতঃ প্রবৃত্ত্যামুপ-  
 পত্তেরপি হেতোর্নাচেতনং জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি । সতামেতৎ,  
 ন কেবলস্য চেতনশ্চ প্রবৃত্তির্দৃষ্টেতি, তথাপি, চেতনসংযুক্তশ্চ রথাদেবচেতনশ্চ  
 প্রবৃত্তির্দৃষ্টা । ন ত্বচেতনসংযুক্তশ্চ চেতনশ্চ প্রবৃত্তির্দৃষ্টা । কিং পুনরত্র  
 বুদ্ধম্ । যন্মিন্ প্রবৃত্তির্দৃষ্টা তত্র সেতি, উত যৎসংযুক্তশ্চ দৃষ্টা তত্শ্চৈব সেতি । নহ  
 যন্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিস্তত্শ্চৈব সেতি বুদ্ধম্ । উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ । ন তু প্রবৃত্ত্যা  
 শ্রয়েন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ । প্রবৃত্ত্যাশ্রয়দেহাদিসংযুক্তশ্চৈব  
 তু চেতনশ্চ সত্ত্বাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতনরথাদিবৈলক্ষণাৎ জীবদেহশ্চ দৃষ্টমিতি ।  
 অতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে সতি চৈতন্যশ্চ দর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, দেহৈশ্চৈব

ধিষ্ঠিত অচেতনপ্রধানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব । কেননা, মৃত্তিকা ও রথাদি  
 অচেতনের তাদৃশী বিশিষ্ট প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই । মৃত্তিকাই বল, আর রথাদিই  
 বল, কুন্তকারের বা রথবাহকের আশ্রয় ব্যতীত আপনা আপনি কেহ কখন  
 মৃত্তিকা বা রথকে বিশিষ্টকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে দেখেন নাই । দৃষ্টান্তোপবিজ্ঞান  
 দ্বারা অদৃশ্যের অবগতি হয় সত্য, কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোনও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা  
 যায়না । যেহেতু অনুমান-উৎপাদক দৃষ্টান্তাভাব, সেইহেতু অচেতনের প্রবৃত্তি  
 অনুমের । যেহেতু অচেতনের বিশিষ্ট কার্য্যপ্রবৃত্তির অনুমান দুর্ঘট, সেই হেতু  
 অচেতন । জগৎ কারণের অনুমানও দুর্ঘট । যদিও কেবল চেতনের প্রবৃত্তি  
 দেখা যায়না; তথাপি, চেতনসংযুক্ত রথাদি অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় ।  
 কিন্তু অচেতন সংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি আদৌ দেখা যায় না ।

যদি কেহ একপ প্রশ্ন করেন যে, যেই আধারে (পাত্রে) প্রবৃত্তি দেখা যায়  
 সেই আধারেরই প্রবৃত্তি, না, যাহার সংযোগসম্বন্ধাধীন আধারবিশেষ প্রবৃত্ত হয়  
 তাহার প্রবৃত্তি ? কাহার প্রবৃত্তি বলিবে ? এবং কাহার প্রবৃত্তি বলাই বা যুক্তি-  
 যুক্ত ? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, যেই আধারে প্রবৃত্তির দর্শন হয়, তাহারই  
 প্রবৃত্তি এবং এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তি সঙ্গত ।

যেহেতু এইরূপ বলিলে উভয়েরই প্রত্যক্ষতা সংরক্ষিত হয় । শুদ্ধ চেতন



চৈতন্যমপীতি লোকাযতিকাঃ প্রতিপন্নঃ । তন্মাদেচেতনশ্চৈব প্রবৃত্তিরিতি ।  
তদভিব্যক্তি । ন ক্রমো যন্মিহচেতনে প্রবৃত্তিদৃশ্যতে ন তত্ত্ব সেন্তি, ভবতি তু  
তন্ত্ৰৈব সা । সাপি চেতনাস্তবতীতি ক্রমঃ । তদ্ভাবে ভাবাং তদভাবে চাভাবাং ।  
যথা কাষ্ঠাদিব্যাপাশ্রয়াপি দাহপ্রকাশাদিলক্ষণা বিক্রিয়াহমুপলভ্যমানাপি চ  
কেবলে জ্বলনে জ্বলনাদেব ভবতি তৎসংযোগে দর্শনাং তদ্বিরোগে চাদর্শনাং  
তদ্বৎ । লোকাযতিকানামপি চেতন-এব দেহোহচেতনানাং রথাদীনাং প্রবর্তকো  
দৃষ্ট ইত্যবিপ্রতিবিদ্ধং চেতনস্ত প্রবর্তকত্বম্ । নহু তব দেহাদিসংযুক্তত্বাপ্যায়নো  
বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রাব্যতিরেকেণ প্রবৃত্তানুপপত্তেরমুপপন্নং প্রবর্তকত্বমিতি চেৎ,  
ন, অস্বাস্তবজ্ঞপাদিবচন প্রবৃত্তিরহিতত্বাপি প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ । যথাহরস্বাস্তো  
মনিঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতোহপ্যয়সঃ প্রবর্তকো ভবতি, যথা চ রূপাদয়ো বিবরাঃ

প্রবৃত্তির আশ্রয় হইলেও তাহা রথাদির তায় প্রত্যক্ষ হয় না । আরও ভাবিয়া  
দেখা উচিত, প্রবৃত্তিযুক্ত দেহেই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে ।  
মৃতশরীরে কখনও চৈতন্যের সঞ্চার হইতে দেখা যায় না । অতএব স্থিরীকৃত  
হইল যে, কেবল অচেতন রথাদি জীবদেহ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ । সেই জন্তই  
প্রবৃত্তিযুক্ত দেহের স্থানে চৈতন্যসম্ভাবের জ্ঞান হয় । তদ্ব্যতিরেকে চৈতন্যের  
অস্তিত্ব অনুভূত হয় না । হৃৎপথের বিষয়, এইপ্রকার মোহবিজৃম্বিত ভ্রান্তিজন্যে  
গুণগ্ৰন্থি নাস্তিকেরা দেহেরই চৈতন্য স্বীকার করে । এই সকল যুক্তিতে  
ইহাই স্থির হয় এবং এই প্রকারই বুঝা যায় যে, অচেতনই প্রবৃত্ত হয়, এবং নির-  
বচ্ছিন্ন চেতনের প্রবৃত্তি হয় না । সাংখ্যাচার্য্যদের এই প্রকার মত খণ্ডনার্থ  
স্থল করা হইল যে, “অচেতনে যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে প্রবৃত্তি অচেতনের নহে  
এমন কথা আমরা বলি না, সে প্রবৃত্তি তাহারই, কিন্তু এই প্রবৃত্তি চেতন হইতে  
হয় । চেতনকে প্রবৃত্তির কারণ বলিবার হেতু এই যে, চৈতন্য থাকিলেই  
প্রবৃত্তি হয় এবং চৈতন্য না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না । অতএব এই কথা স্বীকার  
করিতে বাধ্য যে, কাষ্ঠের আশ্রয় ব্যতীত দাহাদি আগ্নেয় বিকার অনুভূত হয় না ।  
তবে, ইহাও স্বীকার্য্য যে অগ্নিসংযোগ ব্যতীত দাহাদি আগ্নেয় বিকারও দেখা  
যায় না । অগ্নি সংযোগেই কাষ্ঠে দাহাদি বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্ব্যতিরেকে  
চেতনেরই পর্য্যাপ্তকর সিদ্ধ হইতেছে । নাস্তিকশিরোমণি চার্লস, স্বপ্নসং

দ্বয়ঃ প্রবৃত্তিরহিতা অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্তকা ভবন্তি, এবং প্রবৃত্তিরহিতোহপীশ্বরঃ সর্বগতঃ সর্বাশ্রা। সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিশ্চ সন্ সর্বং প্রবর্তয়েদিত্যুপপন্নম্ । একত্বাৎ প্রবর্ত্য। ভাবে প্রবর্তকত্বাভূপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অবিজ্ঞাপ্রত্যাশপিতনামরূপমা-  
য়াবেশবেশনামক্ৰং প্রতীকৃত্বাৎ । তন্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্বজ্ঞকারণত্বেন ন ত্বেচেত-  
নকারণত্বে ॥ ২ ॥

পয়োহম্মুবক্ষেৎ তত্রাপি ॥ ৩ ॥

জ্ঞাদেতৎ । যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিরুদ্ধয়ে প্রবর্ততে,  
যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় জন্দতে, এবং প্রধানমপ্য-  
চেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্তিষ্যত ইতি । নৈতৎ সাধুচ্যতে ।

নার্থ রথাদির প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতেও চেতন দেহের  
কারণতা আছে । সুতরাং চেতনের কারণতা সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত । যদি বল  
আত্মা দেহাদিতে সংযুক্ত সত্য, কিন্তু তাহার নিজের কোনও প্রবৃত্তি নাই । এবং  
সেই জন্তই তাহার প্রবর্তকতাও নাই । এই প্রশ্নের উত্তর এইযে, অয়ত্নাস্ত  
মনির ও রূপাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরও প্রবর্তকতা সিদ্ধি করা যায় অয়-  
ত্নাস্তমণি নিজে প্রবৃত্তিরহিত অথচ সে প্রবর্তক । রূপাদিবিষয়ের প্রবৃত্তি না  
থাকিলেও তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক হইয়া থাকে । সর্বগত, সর্বাশ্রা,  
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই সমুদায় জগতের প্রবর্তক তাহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দ্বারা  
স্বচাক্ষরূপে উপপন্ন করা হইল । একমাত্র আত্মাই আছেন, অত্ৰ কোনও কিছু  
নাই, সুতরাং প্রবর্ত্য না থাকায় প্রবর্তকতার উপপত্তি হইতে পারে না । এই  
প্রকার কল্পনা করাও অনুচিত । কেননা, অবিজ্ঞাকল্পিত নামরূপাস্থিক  
মায়ার আবেশ থাকাতে প্রবর্ত্তার অভাব হইতে পারে না । সেই জন্তই বলি  
সর্বজ্ঞকে কারণ বলিলেই প্রবৃত্তির সম্ভব হয় । অচেতন কারণ বলিলে তাহা  
অসম্ভব হয় ॥ ২ ॥

দ্বক্ষ অচেতন হইলেও স্বভাববশতঃই বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, জল অচেতন হই-  
লেও স্বভাববশতঃ লোকহিতার্থই পতিত হয় ; ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক  
অচেতনপ্রধানও স্বভাববশতঃ পুরুষার্থসাধনের জন্ত মহত্ত্ববাদিরূপে পরিণত  
হয় । সাংখ্যাচার্য্যগণের এতাদৃশী উক্তি ও সমীচীন নহে । যেহেতু প্রদর্শিত

বতস্তত্রাপি পয়োহম্বুনোচ্চতনাবিষ্টিতয়োরেব প্রবৃত্তিরিত্যহমিমীমহে । উভয়-  
বাদিপক্ষিণে রথাদাবচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ । শাস্ত্রক—যোহপু-  
তিষ্ঠম্ভ্যোহস্তরো যোহিপোহস্তরো যময়তি, এতত্ত্ব বাহ্যকরস্ত প্রশাসনে গার্গি ।  
প্রাচ্যোহস্তা নদাঃ স্তন্যস্ত, ইত্যেবজ্ঞাতীয়কং সমস্তস্ত লোকপরিম্পন্নিতত্ত্ব-  
ধরাধিষ্টিততাং শ্রাবয়তি । তস্মাৎ সাধাপক্ষনিষ্কিপ্তত্বাৎ পয়োম্বুবিদিত্যনুপত্তাদাঃ ।  
চেতনাদ্যশ্চ ধেনোঃ স্নেহেনেচ্ছয়া পরমঃ ঐবর্ষকস্ফোপপত্তেঃ, বৎসচৌষণেন চ পরম  
আকৃষ্যামানত্বাৎ । ন চাস্থনোহপ্যাত্যস্তমনপেক্ষা নিয়ত্বমাত্তপেক্ষত্বাৎ স্তন্যনস্ত ।  
চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্বত্রোপদর্শিতম্ । উপসংহারদর্শনান্নেতি চেম কীর্ত্তি [ ২১।  
সূ० ২৪ ] ইত্যত্র তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষমপি স্বাশ্রয়ং কার্যং ভবতীত্যেতল্লোকদৃষ্টা  
নিদর্শিতং, শাস্ত্রদৃষ্টা পুনঃ সর্বত্রৈবেশ্বর্যাপেক্ষত্বমাপদ্যমানং ন পরাগৃহ্যতে ॥ ৩ ॥

স্বলব্ধরে আমরা চেতনার অধিষ্ঠান আছে ইহা অনুমান করিয়া লইতে পারি ।  
অনুমানের হেতু এই যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন রথাদিব প্রবৃতি  
দেখা যায়না । অতএব প্রদর্শিত স্বলব্ধরেও চেতনের অধিষ্ঠান থাকা অনুমান  
করা যাইতে পারে । এতদ্বিষয়ক শ্রুতিও পণ্ডিতেরা পাঠ করিয়া থাকেন । “যিনি  
জল হইতে ভিন্ন ও জলে অবস্থান করেন, যিনি জল মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জলকে  
শাসন করেন, হে গার্গি ! এই অক্ষরের শাসনাদীনে থাকিয়াই পূর্ববাহিনী  
নদী বহমানা হইতেছে । ইত্যাদিরূপ শাস্ত্র লোকপরিম্পন্ননের ঈশ্বর প্রযো-  
জ্যতা দেখাইয়াছেন । অতএব জলীয় উদাহরণটাও সাধামধ্যেই পরিগণিত  
হইয়া গেল । হৃৎ অচেতন হইলেও চেতন ধেনুর ইচ্ছা এবং বৎসের প্রতি  
মনতাপ্রযুক্ত হৃৎকের ক্ষরণ হইয়া থাকে । স্তত্রাং হৃৎকের সহিত বলিতে হই-  
তেছে যে, এই দৃষ্টান্তটাও গাংখ্য পক্ষ সমর্থক হইল না ।

বৎসের চোষণে ধেনুর হৃৎ আকৃষ্ট হয়, তাহাতেও হৃৎকের প্রবর্তন সিদ্ধ হইতে  
পারে । সেইরূপ জলের প্রবর্তনেও নিম্নভূমি প্রভৃতির অপেক্ষা দেখা যায় ।  
স্তত্রাং জলও নিতান্ত নিরপেক্ষ নহে । অতএব সিদ্ধ হইল যে, প্রবৃত্তিমাত্রই  
চেতনসাপেক্ষ । ২য়ধ্যায়ের ১ম পাদের ২৪ শ সূত্রে যে বিনা বাহ্যিক কারণেও  
স্বাশ্রয়নিষ্ঠ কার্য ইওয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহা লৌকিক জ্ঞান অনুসারে ।  
বাস্তবিক পক্ষে সর্বত্র সমুদায় কার্যই ঈশ্বর সাপেক্ষ ॥ ৩ ॥

## ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সাক্ষ্যানাং জ্ঞেয়ৈঃ গুণাঃ সামোন্যবসিষ্টমানাঃ প্রধানম্ । ন তু তদ্ব্যতিরেক-  
কেন প্রধানস্ত প্রবর্তকং নিবর্তকং বা কিস্তিহ্মমপেক্ষ্যমবস্থিতমস্মি । . পুরুষন্তু-  
দামীনো ন প্রবর্তকো ন নিবর্তক ইতি । অতোহনপেক্ষঃ প্রধানম্, অনপেক্ষ-  
ত্বাচ্চ কদাচিৎ প্রধানঃ মহদাত্মাকারেণ পরিণমতে, কদাচিন্ন পরিণমত ইত্যে-  
তদযুক্তম্ । ঈশ্বরস্ত তু সর্বজ্ঞত্বাৎ সর্বশক্তিমন্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী  
ন বিরুদ্ধোতে ॥ ৪ ॥

## অন্যত্রোভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

শ্রাদেতৎ । যথা তৃণপল্লবোদকাদিনিমিত্তান্তরনিরপেক্ষঃ স্বভাবাদেন  
ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাত্মাকারেণ পরিণমন্ত

সজ্ঞাদিগুণের সামান্যবস্থা প্রধানবাদী সাংখ্যাচাৰ্য্য কপিল মহর্ষির মতে  
গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছুই নাই । তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত নিবৃত্ত করিতে পারে  
এমনও কিছু নাই । পুরুষ থাকিলেও তিনি উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, সেইহেতু পুরুষকে  
প্রবর্তক বা নিবর্তক কিছুই স্বীকার করা যায় না । সুতরাং স্বীকার করিতে  
হইবে যে, প্রধানের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই । কিন্তু তিনি প্রবৃত্ত হন । যদি  
এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে কখন মহত্ত্বাদিভাবে পরিণত হইয়া থাকেন  
এবং কখনও বা হন, না, এইরূপ বলা অসম্ভব । কিন্তু বেদান্তবাদীর পক্ষে  
এতাদৃশী প্রবৃত্তি বা অপ্ৰবৃত্তি অসম্ভব হয় না । বেহেতু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও  
মায়াসহ ॥ ৪ ॥

সাংখ্যবাদী পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত করিতেছেন যে, তৃণ, পল্লব, জল এই  
সকল যেমন নিমিত্তান্তর ব্যতিরেকেই আপনা আপনি চূর্ণাদি আকারে পরিণত  
হইয়া যায়, সেইরূপ প্রধানও আপন স্বভাববশতই মহত্ত্বাদিরূপে পরিণত,  
হইয়া থাকেন । তাহাতে অস্ত্রের কোনও সাহায্যের আবশ্যকতা নাই । নিমিত্ত-  
স্তরের অপেক্ষা দেখা যায় না বলিয়াই ঐসকল চূর্ণজনক বস্তু নিমিত্তান্তর-  
নিরপেক্ষ । যদি ইহাদের সঙ্করকারী কারণ কোনও একটা কিছু দেখা যাইত,  
তাহা হইলে, আমরাও সেই সেই নিমিত্তের এবং প্রণালীর অনুসরণ করিয়া তৃণাদি

ইতি । কথং নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং তৃণাদীতি গম্যতে, নিমিত্তান্তরানুপলভ্যং । যদি হি কিক্ষিণিমিত্তান্তরমুপলভ্যমহি ততো যথাকামং তেন তেন নিমিত্তেন তৃণ-  
দ্রূপাদায় কীরং সম্পাদয়েমহি, নতু সম্পাদয়ামহে । তন্মাত্রং যথা স্বাভাবিকত্ব-  
ণাদেঃ পরিণামস্তথা প্রধানত্বাপি স্তাদিত্তি । অত্রোচ্যতে । ভবেৎ তৃণাদিবৎ  
প্রধানত্ব স্বাভাবিকঃ পরিণামো যদি তৃণাদেরপি স্বাভাবিকঃ পরিণামোহত্ৰ-  
পগম্যোত ন তত্ৰূপগম্যতে নিমিত্তান্তরোপলক্ষে । কথং নিমিত্তান্তরোপ-  
লক্ষিত্ত্বাভাবাৎ । যেষৈব হ্যপযুক্তং তৃণাদি কীরীভবতি ন প্রাণীমনডুহাত্ৰূপ-  
যুক্তং বা । যদি হি নির্নিমিত্তমেতৎ স্তাদ্বেশুরীরসম্বন্ধাদত্ৰূপাপি তৃণাদি কীরী-  
ভবেৎ । ন চ যথাকামং মানুষৈর্নশক্যং সম্পাদয়িতুমিত্যোতাবতা নির্নিমিত্ত-  
ভবতি । ভবতি হি কিক্ষিৎ কার্ণং মানুষ্যসম্পাত্তং কিক্ষিদ্ভৈবদসম্পাত্তম্ । মনুষ্যা-  
অপি চ শকুর্বস্তোষ স্বোচিতেনোপায়েন তৃণাদ্রূপাদায় কীরং সম্পাদয়িতুম্ ।

স্মারা দৃষ্ট প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতে পারিতাম । যেহেতু আমরা অত্ৰাপিও  
তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই, সেই জন্তই স্বীকার করি যে তৃণাদির তাদৃশ  
পরিণাম স্বাভাবিক । তদৃষ্টান্তে বলিতে পারি যে প্রধানের পরিণামও স্বাভা-  
বিক ।

সাংখ্যার্থ্যাগণের এই প্রশ্নে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, যদি তৃণাদির  
স্বতঃপরিণাম প্রমানিত হয়, তাহা হইলে তদৃষ্টান্তে প্রধানেরও পরিণতি স্বতই  
হয় এই কথা স্বীকার করিতে পারি ।

আমরা দেখিতে পাই তৃণাদির পরিণতিও নিমিত্তান্তরসাপেক্ষ । গাভী  
প্রভৃতিই তৃণাদি ভক্ষণ করিলে তাহা পরিণত হইয়া দৃষ্টাদি হয়, কিন্তু মাগ্নবে  
ষাস ( খড় ) খাইলে তাহা হয়না । অতএব বলিতে হইবে যে, তৃণাদির পরিণতি  
হইতে দৃষ্টাদির উৎপত্তিরও একটা নিমিত্ত আছে । ধেনু কর্তৃক ভক্ষিত হইলেই  
তৃণাদি দৃষ্টপরিণাম প্রাপ্ত হয় । বৃষাদি কর্তৃক ভক্ষিত হইলে দৃষ্ট হয়না । যদি  
নির্দিষ্ট নিমিত্তের অপেক্ষা না থাকিত তাহা হইলে, তৃণাদি অবগ্নই ধেনুশরীর  
সম্বন্ধ ব্যতীত অন্ত শরীরেও দৃষ্টরূপে পরিণত হইতে দেখা যাইত । মানুষ আপন  
ইচ্ছায় দৃষ্ট উৎপাদন করিতে পারেনা বলিয়া দৃষ্ট উৎপাদনের প্রতি মানুষের  
কোনও নিমিত্ত নাই এইরূপ বলাও অসঙ্গত । এমন অনেক কার্য আছে যাহা

প্রভূতং হি ক্ষীৰং কাময়মানাঃ প্রভূতং ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি, ততশ্চ, প্রভূতং  
পায়ং লভন্তে । তস্মিন্ন তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্ত পরিণামঃ ॥ ৫ ॥

### অভ্যুপগমেহপ্যৰ্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

স্বাভাবিকী প্রধানস্ত প্রবৃদ্ধিৰ্ভবতীতি স্থাপিতম্ । অথাপি নাম ভবতঃ  
কাময়মানাঃ স্বাভাবিকীমেব প্রধানস্ত প্রবৃদ্ধিমভ্যুপগচ্ছেম তথাপি  
দাঘোহুযজোতৈব । কুতঃ । অৰ্থাভাবাৎ । যদি ভাবং স্বাভাবিকী প্রধানস্ত  
প্রবৃদ্ধি, ন কিঞ্চিদন্তাপেক্ষতেতু্য্যতে, ততো যথৈব সহকারি কিঞ্চিন্নাপেক্ষতে  
এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিন্নাপেক্ষ্যত ইত্যতঃ প্রধানং পুরুষস্তার্থং সাধয়িতুং  
প্রবর্ত্তত ইতীয়াং প্রতিজ্ঞা হীয়েত । স যদি ক্রিয়াং সহ কার্য্যেব কেবলং  
নাপেক্ষতে ন প্রয়োজনমপীতি, তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং

।।হুযসম্পাভ এবং এমন কার্য্যও অনেক আছে যাহা দৈবসম্পাভ । মাহুযও  
ঐপযুক্ত উপায়ে তৃণাদি লইয়া দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে । মাহুযেরা যথেষ্ট  
ক্ষুধা পাইবার অভিলাষে গাভীকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস খাওয়াইয়া থাকে এবং  
গহাতে প্রচুর দুগ্ধ হয় । এই জন্তই বলিতেছি তৃণাদির পরিণাম প্রধানের স্বতঃ-  
পরিণামের দৃষ্টান্তসমকক্ষ নহে ॥ ৫ ॥

প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি অসিদ্ধ, ইহা স্থিরীকৃত হইলেও বাদীর প্রকাজাড্যে  
অথবা বিশ্বাসাধিক্যের অহুরোধে আমরা অগত্যা তাহা অস্বীকার করিলাম ।  
ইহা স্বীকার করিলেও দোষের পরিচায় হয় না । তাহাতেও প্রয়োজনাভাব  
দোষ থাকিয়াই যায় । প্রধান যদি আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয়, অস্ত্র কাহারও  
অপেক্ষা রাখেনা, তাহা হইলেও মানিতে হইবে যে প্রধান যেমন সহকারী  
হারণের অপেক্ষা করেনা, তেমনি কোনওরূপ প্রয়োজনেরও প্রতীক্ষা করে না ।  
তাহার প্রবৃত্তি নিশ্চয়োজনেই হয় । কিন্তু নিশ্চয়োজনে প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে,  
সাংখ্যবেত্তার “প্রধান পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, মহত্ত্ববাদিক্রমে পরিণত  
হয়” ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া যায় । সাংখ্যবিৎ যদি এই কথা বলেন যে,  
প্রধান সহকারী অপেক্ষা করেনা সত্য কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা করে, তাহা  
হইলে তাঁহাকে বিচারপূর্ব্বক প্রয়োজন দেখাইতে হইবেক । প্রধানের কোন

ভোগো বা তাদপবর্গো বা উভয়ং বেতি । ভোগশ্চেৎ কীদৃশোহনাধেয়াতি-  
শয়ন্ত ভোগো ভবেদনির্ব্যাক্তপ্রসঙ্গঃ । অপবর্গশ্চেৎ প্রাপ্তি প্রবৃত্তেরপবর্গস্য  
সিদ্ধত্বাৎ প্রবৃত্তেরনর্থিকা ত্বাৎ শব্দাদানুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ । উভয়ার্থতাত্ত্বাপগমেহপি  
ভোক্তব্যানিঃ প্রধানমাত্রাণামানন্ত্যাদনির্ব্যাক্তপ্রসঙ্গ এব । ন চোৎসুকানিবৃত্তার্থা  
প্রবৃত্তিঃ । নহি প্রধানত্বাচ্চেনন্ত্যোৎসুকাং সম্ভবতি । ন চ পুরুষস্ত নিশ্চলস্ত ।  
দৃক্শক্তিঃ সর্গশক্তিঃ বৈষয়্যভয়াচ্চেৎ প্রবৃত্তিঃ, তর্হি সর্গশক্ত্যানুচ্ছেদবৎ দৃক্শক্ত্যানু-  
চ্ছেদাৎ সংসারানুচ্ছেদাদনির্ব্যাক্তপ্রসঙ্গ এব । তত্বাৎ প্রধানস্ত পুরুষার্থা  
প্রবৃত্তিরিত্যেতদযুক্তম্ ॥ ৬ ॥

প্রয়োজন সাধিতে প্রবৃত্ত হয় ? ভোগ সাধিতে কি অপবর্গ সাধিতে অথবা ভোগ  
এবং অপবর্গ উভয় সাধিতে প্রধানের প্রবৃত্তি হয় ? যদি বল পুরুষকে ভোগ  
করানই প্রধানের প্রয়োজন, তাহা হইলেই অপবর্গের আশা ছাড়িয়া দাও ।  
বিশেষতঃ পুরুষের ভোগ ইহাই সিদ্ধ হয়না । পুরুষ নিগুণ, নিষ্ক্রিয়, তাঁহাতে  
কোনও রূপ অতিশয় সম্ভব হয় না, কাহেই পুরুষের ভোগ অসিদ্ধ । যদি  
বল অপবর্গই প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহা প্রবৃত্তির পূর্বেই ছিল, সুতরাং  
প্রধানের প্রবৃত্তির সার্বক থাকে না । অধিকন্তু অপবর্গ প্রয়োজনপ্রবৃত্তি  
হইলে বন্ধজনক স্বাধি অনুভব হইবে কেন ? ভোগাপবর্গ উভয়েবই প্রয়োজন  
স্বীকার করিলে, মুক্তির কথা মুখেও আনিও না । কেননা, ভোক্তব্য প্রাকৃতিক  
পদার্থের শেষ নাই । সুতরাং কোনও সময়েই মুক্তি হইতে পারে না । নাহি  
ঔৎসুক্য নিবৃত্তিই প্রয়োজন এরূপ বলাও সম্ভব নহে । কেননা, প্রধান জড়  
তাহার আবার ঔৎসুক্য কি ? ইচ্ছা বিপ্লবের নামই ত ঔৎসুক্য । সুতরাং  
জড়ের পক্ষে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? পুরুষ নিশ্চল, সুতরাং পুরু-  
ষের ঔৎসুক্য নিবারণও অসম্ভব । সৃষ্টি না হইলে পুরুষের দৃক্শক্তি এবং  
প্রধানের সৃষ্টিশক্তি বার্থ হয়, সেইজন্যই যদি বল, প্রধান উক্ত উভয়শক্তির  
সমর্থকাদম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, ইহাও বলা উচিত যে, সৃষ্টিশক্তির  
ত্বয় দৃক্শক্তির অনুচ্ছেদতা হেতু সংসারের নিত্যতা অক্ষত ও মুক্তি কথাটা  
বিধা । অতএব প্রধানের পুরুষার্থপ্রবৃত্তি এই কথা মুক্তিসহ নহে ॥ ৬ ॥

## পুরুষাশ্রয়াদিত্যে চেৎ তথাপি ॥ ৭ ॥

শ্রাদেতৎ । যথা কশ্চিৎ পুরুষো দৃক্শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিহীনঃ  
পশুৰপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্শক্তিবিহীনমক্ৰমধিষ্ঠায় প্রবর্তয়তি, যথা-বাহ-  
যস্যস্তোহশ্মা স্বয়মপ্রবর্তমানোহি প্যয়ঃ প্রবর্তয়তি, এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তয়িত্বা-  
তীতি দৃষ্টান্তপ্রত্যয়েন পুনঃ প্রত্যবস্থানম্ । অত্রোচ্যতে । তথাপি  
নৈব দোষান্নিস্কোদোহস্তু । অভ্যাপেতহানং তাবদোষ আপত্তি প্রদানশ্চ  
স্বতন্ত্রম্ প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষশ্চ চ প্রবর্তকত্বানভ্যুপগমাৎ । কথঞ্চোদা-  
সীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তয়েৎ । পশুরপি হৃদং পুরুষং বাগাদিভিঃ প্রব-  
র্তয়তি, নৈবং পুরুষশ্চ কশ্চিৎ প্রবর্তনব্যাপারোহস্তু । নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নিগুণ-  
ত্বাচ্চ । নাপ্যস্বাতন্ত্র্যং সন্নিধানাত্রেণ প্রবর্তয়েৎ, সন্নিধানিত্যেভেন প্রবৃত্তি-

দৃষ্টান্তোপক্ৰাস্তপুরুষক পুনরায় সাংখ্যাচার্য্য আপত্তি দর্শাইতেছেন যে, এক  
পুরুষ দৃক্শক্তিসম্পন্ন কিন্তু প্রবৃত্তিশক্তিবিহীন । অন্য এক পুরুষ প্রবৃত্তি-  
শক্তিসম্পন্ন এবং দৃক্শক্তিবিহীন । অথনোক্ত পুরুষ যেমন দ্বিতীয় পুরুষের  
হৃদে আরোহণপূর্বক দ্বিতীয় পুরুষকে প্রবর্তিত করে, কিম্বা চুষক পাষণ  
যেনন স্বয়ং অপ্রবর্তমান থাকিয়া লৌহকে প্রবর্তিত করে, সেইরূপ পুরুষও  
প্রধানকে প্রবর্তিত করিবে । এইরূপ বলা যাইতে পারেনা কেন ? ইহার  
প্রত্যুত্তর এই যে, সে পক্ষও দোষ থাকে । দোষ এই যে প্রধানের স্বতন্ত্রতা বা  
স্বাধীন প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়, অথচ পুরুষের প্রবর্তকত্ব স্বীকার করিবে  
না ! অবশ্যই ইহা সাংখ্যাচার্য্যের পক্ষে দোষনীয় সন্দেহ নাই । কেননা তাহাতে  
দীকৃতহানি হইতেছে । বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, উদাসীন পুরুষ  
কিভাবে প্রধানকে প্রেরণ করিবে ? পশুর বাক্ শক্তি আছে তাহারা সে অঙ্কে  
প্রেরণ করিতে পারে । কিন্তু পুরুষের এমন কোনও ব্যাপার নাই যদ্বারা  
পুরুষ প্রধানকে কার্য্যে প্রবর্তিত করিতে পারেন, পুরুষ নিগুণ ও নিষ্ক্রিয় ।  
তিনি চুষকের দ্বারা কেবলমাত্র সন্নিধান বলে প্রধানকে প্রবর্তিত করেন, এইরূপ  
লাভ যুক্তি সম্ভব নহে । তাহার সন্নিধান নিত্য, চিরকালই সমান, তদনুসারে  
প্রধানেরও প্রবৃত্তি নিত্য ও সদাকাল সমান থাকা উচিত । দেখা যায় চুষকের



নিত্যপ্রসঙ্গাৎ । অয়ঙ্কান্তস্ত ত্বনিত্যঃ সন্নিধিরস্তু । স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ  
পরিমার্জনাদ্যাপেক্ষা চাত্তান্তীত্যমুপপত্তাসঃ পুরুষাশ্ববদিতি । তথা প্রধানন্ত্যাঃ  
চৈতন্ত্যাৎ পুরুষস্ত চৌদাসীত্যাৎ তৃতীয়স্ত চ ততোঃ সম্বন্ধয়িতুরভাবাৎ সম্বন্ধানুপ-  
পত্তিঃ । যোগ্যতানিমিত্তে সৰ্ব্বদে যোগ্যতাহরুচ্ছেদাদনির্ঘোক্ষপ্রসঙ্গঃ । পূৰ্ব্ববচ্ছেদ-  
পার্থ্যভাবে বিকল্পমিত্যঃ । পরমাত্মনস্ত স্বরূপব্যাপাশ্রয়মৌদাসীত্যাঃ মায়াব্যাপাশ্রয়-  
প্রবর্তকত্বমিত্যাত্মাতিশয়ঃ ॥ ৭ ॥

### অস্মিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানস্ত প্রবৃত্তিরবকল্পতে । যদ্বি সত্ত্বরজস্তমসামিত্তোত্তুগুণপ্রধানভা-  
বমুৎসৃজ্য সাম্যেন স্বরূপমাত্রেনাবস্থানং সা প্রধানাবস্থা, তত্ত্বানবস্থায়ামনপেক্ষ-

সন্নিধান অনিত্য । বিশেষতঃ তাহা পরিমার্জন ও স্বজুস্থাপনাদি অপেক্ষা  
করে, ইত্যাদি কারণে পুরুষ ও চুষ্ক উভয়েই অযোগ্য দৃষ্টান্ত । আরও  
বিবেচনা করা উচিত, প্রধান অচেতন ও পুরুষ উদাসীন, স্ততরাং এতদুত্তরের  
সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে । সম্বন্ধযটক কোনও অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ সাংখ্য  
চাৰ্য্যেরা স্বীকার করেন নাই । যোগ্যতাই এইরূপ ঘটায়, একথা বলিতে গেলে  
যোগ্যতার অনুল্লেখবশতঃ মোক্ষের আশা আদৌ করাই যাইতে পারেনা  
পূৰ্ণের স্থায় এখানেও প্রয়োজনান্তবাদি তাবৎ দোষই তাদবস্থ্য থাকিয়া যায়  
স্ততরাং বেদান্তসিদ্ধান্তই অক্ষুন্ন এবং তাহাই গ্রহণীয় । এই বিষয়ে বৈদান্তি  
কেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, পরমাত্মা স্বরূপত উদাসীন, বা অপ্রবর্তক  
হইলেও দায়ার প্রভাবে তিনি প্রবর্তক হইয়া থাকেন । সাংখ্যমতের উক্ত  
সত্যতা বিরুদ্ধ, কিন্তু বেদান্ত মতে কল্পিতে অকল্পিতে কিছুমাত্র বিরোধ  
হয় না ॥ ৭ ॥

প্রধানের যে অল্প নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি হইতে পারেনা, তদ্বিবরে হেতুস্তর প্রদ-  
র্শন করা হইতেছে ।

সব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের পরস্পর অঙ্গাদি ভাবভাগ করিয়া সমান ও  
স্বরূপ মাত্রায় অবস্থান হইলেই সাংখ্যচাৰ্য্যেরা তাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দেশ  
করেন । এতদৃশ অবস্থায় কিছুমাত্রের অপেক্ষা না করিয়া সম্বাদি গুণত্রয়ের

স্বরূপাণাং স্বরূপপ্রকাশভয়াৎ পরস্পরং প্রত্যঙ্গাজিভাবানুপপত্তেঃ । বাহুস্ত চ কস্ত-  
চিৎ ক্ষোভয়িতুরভাবাৎ গুণবৈষম্যানিমিত্তো মহদাছাৎপাদো নশ্রাৎ ॥ ৮ ॥

### অন্যান্যানুমিতৌ চ জ্ঞপ্তিক্রিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

অথাপি স্মাদনুত্থা বয়মনুমিমীমহে যথা নারমনস্তরো দোষঃ প্রসজ্যোত । ন হন-  
পেক্ষস্বভাবাঃ কূটস্থাস্থাভিগুণা অভ্যুপগম্যন্তে প্রমাণাতাৎ । কার্যাবশেন তু  
গুণানাং স্বভাবোহভ্যুপগম্যতে । যথা যথা কার্যোৎপাদ উপপদ্যতে তথা তথৈ-  
তেষাং স্বভাবোহভ্যুপগম্যন্তব্যঃ । চলং গুণবৃত্তমিতি চাস্ত্যভ্যুপগমঃ । তস্মাৎ  
সাম্যাবস্থায়ামপি বৈষম্যোপগমযোগ্যা এব গুণা অবতিষ্ঠন্ত ইতি । এবমপি প্রধানস্ত

মঙ্গ-প্রধান ভাবের উপপত্তি হয়না, অঙ্গাজিভাব দূর না হইলে সাম্যাবস্থা হইতে  
পারেনা । সুতরাং অঙ্গাজিভাব অনুপপন্ন ও অস্বীকার্য্য । এদিকে, চিরকাল  
প্রধানবস্থা থাকিও সাংখ্যাচার্য্যদিগের অভিপ্রেত নহে । সাম্যাবস্থার বিচ্ছিন্ন  
না হইলেত সৃষ্টি হইতে পারেনা ? অপর পক্ষে গুণের সাম্যাবস্থা বিনাশ করে  
বা তাহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে, এমন কোনও অতিরিক্ত বস্তু সাংখ্যাচার্য্য  
গণ স্বীকার করেন নাই । কিন্তু তাহা স্বীকার না করিলে গুণবৈষম্যমূলক  
মহত্ত্বাদির উৎপত্তি কোনওরূপে সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

সাংখ্যবেত্তারা যদি বলেন, আমরা অত্র প্রকারে অনুমান করিতে পারিব,  
যাহাতে প্রদত্ত দোষ ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারিবেনা । গুণসকল অনপেক্ষ-  
স্বভাব ও কূটস্থ ইহা প্রমাণব্যতিরেকে আমরা স্বীকার করি না । সত্যদি  
গুণের স্বভাব কার্য্যানুযায়ী ইহাই আমাদের স্বীকার্য্য । যেদণ্ড স্বভাবে কার্য্যোৎ-  
পত্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে, গুণসকলের সেইরূপ স্বভাবই স্বীকার করিতে  
হইবে । গুণসকল চলস্বভাব, কূটস্থ নহে ইহাও অবশ্য স্বীকারকরি । সুতরাং  
সাম্যাবস্থায়ও গুণসকলের বৈষম্য প্রাপ্তি হইতে পারে । সাংখ্যাচার্য্যের এইরূপ  
প্রত্যাপত্তিতে পূর্ব্বহুত্রোক্ত অঙ্গিভাবানুপপত্তি দোষ পরিহার হইতে পারে ; সত্য,  
কিন্তু তন্নতীয় প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি  
দোষ যেমন তেমনই থাকিয়া যায় । কার্য্যানুরোধে জ্ঞানশক্তির কল্পনা অথবা  
অনুমান করিলে সাংখ্যাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগ করা উচিত । এবং ইহাও

জ্ঞপ্তিবিশেষাদ্ভেদনামুপপত্ত্যাদয়ঃ পূর্বোক্তা দোষাত্তদবস্থা এব । জ্ঞপ্তিমপি তু-  
মিমানঃ প্রতিবাদিত্বান্নিবর্ত্তে, চেতনমেকমনেক প্রপঞ্চস্ত জগত উপাদানমিতি ব্রহ্ম-  
বাদপ্রসঙ্গাৎ বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তভাবান্নৈব  
বৈষম্যাৎ ভজেরন, ভজমানা বা নিমিত্তভাবাবিশেষাৎ সর্বদৈব বৈষম্যাৎ ভজেরন  
ইতি প্রসঙ্গাত এবায়মনস্তরোহপি দোষঃ ॥ ৯ ॥

### বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ সাংখ্যানামভূপায়ঃ—কচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যুক্রাময়ি-  
কচিদেবাদশ । তথা কচিন্নহতশ্চন্মাত্রসর্গমুপদিশন্তি কচিদহঙ্কারাৎ । তথা  
কচিৎ ত্রীণ্যন্তঃকরণানি বর্ণয়ন্তি কচিদেকমিতি । প্রসিদ্ধ এব তু ঐতরেয়-  
কারণবাদিন্তা বিরোধস্তদনুবর্ত্তিতা চ স্মৃতা । তস্মাদপ্যসমঞ্জসং সাংখ্যানাং দর্শন-  
মিতি । অত্রাহ নন্যোপনিষদানামপ্যসমঞ্জসমেব দর্শনং, তথ্যাতাপ স্তোত্রোক্ত-

তাহার স্বীকার্য মধ্যে পরিগণিত হইবে যে, কোনও এক চেতনই এই জগৎ  
প্রপঞ্চের উপাদান । সাংখ্যাচার্য্য তাহা স্বীকার করিলেই প্রসঙ্গত তাহার  
ব্রহ্মবাদ স্বীকার করা হইল । গুণসকল সাম্যকালেও বৈষম্য যোগ্যতাপর  
ধাকে, এইরূপ বলিলেও নিমিত্ত ব্যতিরেকে গুণসকলের সাম্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন হইতে  
পারেনা বলিয়া বিষম হওয়ার কথা মুখেও মানিতে পারিবেন না ।

কারণ ব্যতিরেকেই বৈষম্য হয়, এইরূপ বলিলে সর্বদা বৈষম্যাপত্তি কেন  
করা হইবে না ?

অতএব তাহাও অনন্তরোক্ত অঙ্গান্ধিত্বের অনুপপত্তিদোষমধ্যেই পকি-  
গণিত হইবে ॥ ৯ ॥

সাংখ্যাচার্য্যগণের পদার্থগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ । কোনও আচার্য্যের মতে ।  
ইন্দ্রিয় সাতটি, কোনও আচার্য্যের মতে ইন্দ্রিয় একদাশটি, কেহ বলেন মহত্ত্ব  
হইতে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়, কেহ বলেন তন্মাত্রার সৃষ্টি অহঙ্কার হইতে হয় ।  
কোনও গ্রন্থকার বলেন অন্তঃকরণ তিনটি, আবার কোনও গ্রন্থকার বলেন  
অন্তঃকরণ মাত্র একটাই, তিনটি নহে । এইরূপে পদার্থ বিভাগ সম্বন্ধে  
সাংখ্যাচার্য্যগণের পরস্পর মতানৈক্য দৃষ্ট হয় এতদ্ভিন্নও ঈশ্বরকারণবাদিনী

রতানভূপগমাং । একং হি ব্রহ্ম সর্বাঙ্কং সর্বশ্চ প্রপঞ্চশ্চ কারণমভূপগচ্ছতা-  
মেকশ্চৈবাত্মনো বিশেষো তপাতাপকৌ ন জাত্যন্তরভূতাবিত্যভূপগস্তবাং শ্রাং,  
যদি চৈতৌ তপাতাপকাবেকশ্চাত্মনো বিশেষো জাতাং স তাভ্যাং তপাতাপকাভ্যাং  
ন নিমূচ্যতে । ইতি তাপোপশাস্তয়ে সমাগদর্শনমুপদিশং শাস্ত্রমনর্থকং শ্রাং ।  
ন হ্যোষ্যাপ্রকাশধর্মকশ্চ প্রদীপস্য তদবস্থ্যসৈব ভাভ্যাং নির্যোক্ষ উপপদাতে ।  
যোহপি জলবীচিতরঙ্গফেনাত্যাপশাস্ত্রাণি জলাত্মন একশ্চ বীচ্যাদয়ো  
বিশেষা আবির্ভাবতিরোভাবরূপেণ নিত্যা এবতি সমানো জলাত্মনো বীচ্যা-  
দিভিরনির্যোক্ষঃ । প্রসিদ্ধশ্রাং তপাতাপকয়োজ্জাতাস্তরভাবো লোকে ।  
তথা হি—অর্থী চাখশ্চাত্তোজ্জতিয়ো লক্ষ্যতে । যত্ত্বর্থিনঃ স্বতোহিত্তোহর্থো ন  
জাদ যত্ত্বর্থিনো যদ্বিষয়মর্থিত্বং স তত্ত্বার্থো নিতাসিদ্ধ এবতি তত্ত্ব তদ্বিষয়-

ক্রতি ও স্মৃতির সহিত সাংখ্যমতের বিরোধ ত স্পষ্টই প্রতীতি হয় । ইত্যাদি  
রূপ বিরোধদর্শন দ্বারা সাংখ্যমতের কোনও সামঞ্জস্য নাই ইহাই বুঝা যায় ।  
আরও বুঝা যায় যে, সাংখ্যদর্শনের কোনও প্রামাণ্য নাই এবং সাংখ্যদর্শনের মত  
প্রমাণ নহে ইহা মোহবিবর্ত্তিত ।

এই ক্ষেত্রে হয়ত সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিবেন যে, তোমার বেদান্তদর্শনও অস-  
মঞ্জস । বেদান্তদর্শনে তপ্য তাপকের প্রভেদ দেখা যায় না । অতএব বুঝিতে  
হইবে যে, একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, অত্র সমস্তই মিথ্যা । ব্রহ্ম সর্বাঙ্ক  
এবং সর্বপ্রপঞ্চের কারণ । যাহারা ব্রহ্মমাত্রই স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মকেই  
সর্বোপাদান বলেন, তাঁহাদের মতে তপ্য ও তাপক পরস্পর পৃথক্ নহে । ইহা  
আত্মার এক প্রকার অবস্থা বিশেষ । তপ্য-তাপক আত্মার অবস্থা বিশেষ  
হইলে কোনও কালেই আত্মা এই দুই অবস্থা বিশেষ হইতে মুক্তি পাইবার  
আশা করিতে পারেন না । সুতরাং বেদান্তদর্শনও উন্নত প্রলাপবৎ হইয়া  
পড়িল । কেননা বেদান্ত ত্রিতাপোত্তলন উদ্দেশ্যই সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ  
করিয়াছেন । তাহা কল্পিন্ কালেও হইবার সম্ভব নাই । যদি তাহাই হয় তবে  
প্রদীপ থাকা সময়েও শীততা এবং অন্ধকার অমুভূত না হইবে কেন ? কিন্তু  
বাস্তবিক তাহা হয়না । বৈদান্তিকেরা যে, জল, বীচি, তরঙ্গ ও ফেন প্রভৃতির  
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অগ্যাহতি লাভের আশা করেন তাহা দুবাশাভিন্ন কিছুই নহে ।

মর্থিকং ন স্তাৎ । যথা প্রকাশাত্মনঃ প্রদীপস্ত প্রকাশার্থোহর্থো নিত্যসিদ্ধ এবেতি ন তস্ত তদ্বিষয়মর্থিকং ভবতি । অপ্রাপ্তে হৃথৈহর্থিনোহর্থিকং স্তাদিতি । তপার্থস্তা-  
প্যর্থিকং ন স্তাৎ । যদি স্তাৎ স্বার্থিকং ন স্তাৎ । ন চৈতদসিদ্ধি । সম্বন্ধিশব্দো  
হেতো—অর্থী চার্হশ্চেতি । স্বরোশ্চ সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধঃ স্তারৈক্যস্যেব । তস্মাদ্ভি-  
ন্নাপেন্তাবর্থার্থিনো, তথাহনর্থানর্থিনাবপি । অর্থিনোহনুকূলার্থঃ প্রতিকূলা-  
নর্থস্তাভাবপার্থানর্থাবনর্থ এবেতি তাপকঃ স উচ্যতে । তপ্যস্ত পুরুষো য একঃ  
পর্যায়োগোভাভ্যাং সম্বধ্যত ইতি । তয়োস্তপ্যতাপকয়োরেকাত্মতয়াং মোক্ষানু-  
পপত্তিঃ । জ্ঞাতান্তরভাবে তু তৎসংযোগহেতুপরিহারং স্তাদপি কদাচিৎকোপ-  
পত্তিরিতি । অত্রোচ্যতে । নৈকত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ । ভবেনেয

বীচি, তরঙ্গ, কেন এই সকল জলেরই বিশেষ সত্য ; কিন্তু তাহারও আবির্ভাব,  
তিরোভাব বা উৎপত্তি, বিনাশ আছে । এতদ্রূপেই ইহারা নিত্য । এই সকল বীচি  
তরঙ্গাদি আবির্ভূত হইয়া আবার পরক্ৰমেই বিনাশ পায়, তৎপরক্ৰমে পুনরাবির্ভূত  
হয়, এবন্নিধরূপে তাহা অপরিহার্য্য স্মরণ্য নিত্য । জল যেমন লহরী প্রকৃতি  
ধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা । যাবৎ জল তাবৎই এই সকল । তৎ  
আত্মাও তপ্যতাপকরূপ বিশেষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা । যাবৎ আত্মা  
তাৎ তপ্য তাপক । ইহাই জলবীচিতরঙ্গাদির দৃষ্টান্তে প্রতিপাদিত হইতে পারে ।  
তপ্যও তাপক এতদ্ব্যয় মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তাহা সাক্ষ্যজনীন প্রসিদ্ধ ।  
দৃষ্টান্ত স্বরূপে অর্থী ও অর্থ দেখান যাইতে পারে । অর্থীও অর্থ অত্যন্ত ভিন্ন,  
কদাপি এক বা অভিন্ন নহে । দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই । অর্থ যদি  
অর্থী হইতে ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে অর্থ অর্থীর অর্থনার বিষয় হইত না ।  
স্বরূপসন্নিবিষ্ট থাকায় তাহা নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ তাহা অপ্রাপ্য নহে । স্মরণ্য  
তদ্বিষয়ক একটা প্রার্থনা হইতে পারেনা । প্রকাশ নামক অর্থ প্রকাশ-  
স্বক দীপের স্বরূপসন্নিবিষ্ট । তাহা তাহার অপ্রাপ্য নহে । প্রাপ্ত হইয়াছে  
বলিয়াই তাহা তাহার নিত্যসিদ্ধ । সেই জন্তই দীপ কখনও প্রকাশ বিষয়ক  
প্রার্থনা করেনা । বাহ্য পাওয়া যায় নাই তাহার জন্তই লোক লালায়িত থাকে ।  
অর্থ ও অর্থী এক হইলে, অর্থ অর্থী উভয়েই অসিদ্ধ হয় । যাহা কামখিত্য তাহাই

দোষো যদ্যেকাত্মতায়াং তপ্যতাপকাবেত্তোহন্তস্য বিষয়বিষয়িত্বাৎ প্রতিপদ্যো-  
 যাতাং ন হেতুদন্ত্যেকত্বাদেব । ন হ্যগ্নিরেকঃ সন্ আত্মানং দহতি  
 প্রকাশয়তি বা সত্যপ্যোক্ষ্যপ্রকাশাদিষ্পর্শভেদে পরিণামিচ্ছে চ কিমু কৃটস্থে  
 ব্রহ্মণ্যেকমিন্ তপ্যতাপকভাবঃ সম্ভবেৎ । ক পুনরগ্নং তপ্যতাপকভাবঃ  
 স্যাদিতি । উচ্যতে । কিং ন পশুসি কৰ্ম্মভূতো জীবদেহস্তপ্যতাপকঃ  
 সর্বতেতি । নহু তপ্তিন্ নাম হুঃখং সা চেতয়িতুনাচেতনস্য দেহস্য । যদি হি  
 দেহস্যেব তপ্তিঃ স্তাং সা দেহনাশে স্বয়মেব নশ্তীতি তন্নাশায় সাধনং  
 নৈষিষ্টবাৎ স্তাদিতি । উচ্যতে । দেহাভাবে হি কেবলন্ত চেতনস্ত তপ্তিন্ দৃষ্টা ।  
 ন চ ত্রয়াপি তপ্তিন্ নাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবলশ্চেতন্যতে, নাপি দেহচেতনয়োঃ

অর্থপদবাচ্য । যে কামনা করে তাহাকে অর্থী বলা যায় । সূতরাং একাধারে  
 অর্থী ও অর্থ এতদ্ব্যবস্থিতি হইতে পারেনা অপিচ অর্থ ও অর্থী এই দুইটা শব্দই  
 সম্বন্ধবাচী । সম্বন্ধ মাষ্ট্রই দৃষ্ট । দুইটা বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত একটা সম্বন্ধ  
 হয় না । এই নিয়মবলেও অর্থ অর্থী অত্যন্ত বিভিন্ন । অর্থ ও অর্থী যেমন পরস্পর  
 অত্যন্ত বিভিন্ন সেইরূপ অনর্থ ও অনর্থী অত্যন্ত বিভিন্ন । যাহা অর্থীর সহায়ক  
 তাহাই অর্থ এবং যাহা অর্থীর বিরোধী তাহাই অনর্থ । পর্যায়ক্রমে এতদ্ব্যবস্থার  
 সহিতই একের সম্বন্ধ হইতে দেখা যায় । তন্মধ্যে অনর্থই অধিক । অর্থ অল্প । এই  
 জন্তই অর্থানর্থ উভয়ই বিবেকীর নিকট অনর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ।  
 এতদ্ব্যবস্থায় অনর্থই তাপক । পুরুষ তপ্য । তিনি পর্যায়ক্রমে উভয়ের সহিত  
 সম্বন্ধ হন । এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, তপ্য ও তাপক এক হইলে, যে  
 তপ্য সেই তাপক । তপ্যতাপকের অভিন্নত্ব হেতু মোক্ষ পদার্থ মিথ্যাপদার্থ  
 নামে অভিহিত হইবে । কিন্তু যদি তপ্য তাপক এতদ্ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পর  
 বিভিন্ন স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও কালে,  
 কোনও না কোনও প্রকারে মোক্ষ লাভের আশা করা যায় ।

বুঝি তপ্য, তাহার সহিত পুরুষের সংযোগ অর্থী স্বস্থানিতাব সম্বন্ধ,  
 তাদৃশ সম্বন্ধের হেতু অবিবেক । অবিবেকের পরিহার হইলেই বিবেকোৎপত্তি  
 হয়, বিবেকোৎপত্তি হইলেই নিত্যমুক্ত আত্মার মোক্ষ হইল । সাংখ্যাচার্য্যগণের  
 এই সমস্ত জ্ঞান কল্পনার প্রভাস্তর দেওয়া যাইতেছে । সাংখ্যবেত্তা বেদান্ত-

সংহতত্বম্ । অন্ত্যাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ । ন চ তপ্তেবেব তপ্তিমভূতাপগচ্ছনীতি  
কথং তবাপি তপ্যতাপকভাবঃ । সত্ত্বঃ তপ্যঃ তাপকঃ রজঃ ইতি চেৎ, ন,  
তাভ্যাং চেতনন্ত সংহতত্বাহুপপত্তেঃ । সত্ত্বানুরোধিত্বাচ্ছেতনোহপি তপ্যত ইবেতি  
চেৎ, পরমার্থহস্তর্হি নৈব তপ্যত ইত্যাপত্ততি, ইবশব্দপ্রয়োগাৎ । ন চেৎ  
তপ্যতে নেবশব্দো দোষায় । ন হি ডুগুভঃ সর্প ইবেত্যেতাবতা সবিষো  
ভবতি সর্পো বা ডুগুভ ইবেত্যেবতা নির্কিষো ভবতি । অতশ্চাবিত্যাকৃতোহয়ং  
তপ্যতাপকভাবো ন পারমার্থিক ইত্যভূতাপগন্ত্যমিতি । নৈবং সতি মনাপি  
কিঞ্চিদুচ্যতি । অথ পারমার্থিকমেব চেতনন্ত তপ্যতভূতাপগচ্ছসি তবৈব স্তত্রাম-  
নির্বোধঃ প্রসঙ্গোত । নিত্যতাপ্যতাপগমাচ্চ তাপকন্ত । তপতাপ্যতাপকন্ত্যোনি-

মতে তপ্য—তাপকভাবঃ ; অহুপপন্নদোষ দেখাইয়াছেন সত্য । পরন্তু তাহা  
দোষ নহে । কেননা একান্তবাদীর পক্ষে আদৌ তপ্য—তাপক ভাব একটা  
নাই । তপ্য তাপক ভাব নাই বলিয়াই তাহা অহুপপন্ন । স্তত্রাম তাহা  
দোষনীয় নহে । অবশ্য তপ্য তাপক ভাব দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত  
যদি একান্তভাবে তপ্য তাপক পরস্পর বিষয় বিষয়ি ভাব ভজন্য করিত ।  
কিন্তু তাহা করে না । একই বা অভিন্নই না করিবার কারণ । সাংখ্য-  
চাৰ্য্য বলিতে পারেন কি, বহু কি কখনও একাকী দাহ সম্পূর্ণ বিবৰ্জিত হইয়া  
আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে বা প্রকাশ করিয়াছে ? বহুর উদ্ভূততা ও প্রকাশ প্রভৃতি  
নানা ধর্ম আছে, পরিণামিহও আছে । যে যখন একাকী আপনাকে প্রকাশ ও  
দগ্ধ করিতে পারে না, তখন আর কুটুস্থ একক ব্রহ্মে তপ্য তাপক ভাবের  
সম্ভাবনা কি ? যদি কুটুস্থ অবয়ব ব্রাহ্ম দৈতাত্ম্যনিবন্ধন তপ্য তাপক ভাব  
না থাকে তাহা হইলে তাহা কোথায় থাকিবে ? এতদূত্তর এই যে,  
তোমরা কি দেখিতেছ না যে, এই জীববদেহ তপ্য এবং সন্নিভা ইহার  
তাপক ? যদি হুঃখকেই তাপ বলিতে চাও, এবং সেই হুঃখ অচেতন  
দেহে থাকে না বা অচেতন দেহের হুঃখই আদৌ হয় না । হুঃখ যদি দেহগত  
হইত তাহা হইলে হুঃখ দেহ নাশের সঙ্গেই নাশ হইত, তন্নিমিত্ত উপায়েরেব  
নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হইত । ইহার প্রত্যুত্তর এই—দেহদগ্ধ ব্যতিরেকে  
কেবল চেতনের হুঃখ হইতে পারে না । সাংখ্যচাৰ্য্যও কেবল চেতনের হুঃখ

ভাষ্যেইপি সনিমিত্তসংযোগাপেক্ষত্বাৎ তপ্তেঃ সংযোগনিমিত্তাদর্শননিবৃত্তাবাত্য-  
 স্তিকঃ সংযোগোপরমস্ততচ্চাত্যস্তিকো মোক্ষ উপপন্ন ইতি চেৎ, নাদর্শনস্ত  
 তমসো নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ । গুণানাকৌস্তবাবিত্তবয়োরনিয়তবাদনিয়তঃ সংযোগ-  
 নিমিত্তোপরম ইতি বিরোধস্তাপ্যনিয়তত্বাৎ সাক্ষ্যাত্বেবানির্দোষেইপরিহার্য  
 ত্বাৎ । ঔপনিষদস্ত ভাষ্যৈকত্বাভ্যুপগমাদেকস্ত ৫ বিষয়বিষয়িভাবহুপপত্তেঃ, বিকার-  
 ভেদস্য ৮ বাচ্যরম্ভপমাত্রত্বশ্রবণাদনির্দোষশঙ্কা স্বপ্নেইপি নোপলভ্যতে । ব্যবহারে  
 তু যত্র যথা দৃষ্টপ্যতাপকভাবত্বত্ব তথৈব স ইতি ন চোদয়িতব্যঃ পরিতর্কহযো বা  
 ভবতি ।

নামক বিকার স্বীকার করেন না । আবার চেতনের সাহিত দেহের সংমিশ্রণও  
 স্বীকার করেন না । সাংখ্যকার চেতনের দ্রুতও অস্বীকার করেন না । অতএব  
 জিজ্ঞাসা করি, তাহার মতেই বা কিপ্রকারে তপ্যতাপক ভাব উপপন্ন হইতে  
 পারে ? সম্বন্ধে তপ্য এবং রজোগুণ তাপক, সাংখ্যাচার্য্য এমন কথাও বলিতে  
 পারেন না । যেহেতু উক্ত গুণত্রয়ের মিশ্রণ অনুপপন্ন । রজস্তমই যদি তপ্য  
 তাপক স্বীকার করেন, তাহাতে পুরুষের কি ? পুরুষের তাপমোচনার্থ শাস্ত্রা-  
 রন্তের বার্থতা থাকিয়াই যায় । পুরুষ সম্বন্ধে তপ্যে প্রতিবিশিত হইয়া তাপ-  
 যুক্তের জ্ঞান হইয়া থাকেন । একরূপ বলিলে স্পষ্টই স্বীকার করা হইল যে,  
 পুরুষ বস্তুত তাপযুক্ত হন না—তাপযুক্তের মতন হন । পুরুষের তাপ মিথ্যা ।  
 ফল কথা পুরুষ যদি সত্য সত্যই নির্দুঃখ হন, তাহা হইলে তাহাকে দ্রুততের  
 জ্ঞান বলায় দোষ হয় না । ধোড়াকে সাপ বলিলে সে বিষধর হইবে না এবং  
 সাপকে ধোড়া বলিলেও সে নির্বিষ হইবে না । তপ্যতাপক ভাব প্রোক্ত-  
 কারণেই পারমার্থিক নহে, ইহা আবিষ্টক । সাংখ্যের তপ্যতাপক ভাবের  
 আবিষ্টকতা প্রতিপন্ন হইলে বেদান্তবাদীর কিছুই দোষ হয় না । বরং ভালই  
 হইল । পুরুষের বাস্তবিক তাপ স্বীকার করিলে সাংখ্যাচার্য্য মোক্ষলাভের  
 প্রত্যাশা করিতে পারেন না । বিশেষতঃ সাংখ্যাচার্য্য তাপককে নিত্য বলিয়া  
 স্বীকার করিয়াছেন । সাংখ্য যদি বলেন তপ্যজ্ঞিক ও তাপকজ্ঞিক নিত্য হইলেও  
 তাপপদার্থ সনিমিত্ত সংযোগ সাপেক্ষ, সংযোগের নিমিত্ত দেখা যায় না ।  
 তাহা নিবৃত্তি হইলে আত্যন্তিক সংযোগও নিবৃত্ত হয় । আত্যন্তিক সংযোগ



ভবন্তীতি প্রপঞ্চিতম্ । তন্মাদ্যজ্ঞাদীনি শমাদীনি চ যথাশ্রমঃ  
সৰ্বাণ্যেবাপ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষিতব্যানি । তত্রা-  
প্যেবম্বিদিতি বিদ্যাসংযোগাৎ প্রত্যাসন্নানি বিদ্যাসাধনানি  
শমাদীনি বিবিদিষাসংযোগাতু বাহানীতরাণি যজ্ঞাদীনীতি  
বিবেক্তব্যম্ ॥ ২৭ ॥

সৰ্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥\*

প্রাণসম্বাদে শ্রুতং হৃদোগানাং ‘ন হ বা এবংবিদী কক্ষ-  
নানমঃ ভবতি’ ইতি । তথা বাজসনেয়িনাং ‘ন হ বা অস্থানমঃ

কৰ্ম্মণাং জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বং শ্রুতিস্মৃতিভায়াসিদ্ধে ফলিতমাহ তন্মাদিতি ।  
যজ্ঞাদীনামপি শ্রুতিস্মৃতিভায়েভ্যোহুঠেষু যথৈব শমাদীনাম্ তেভ্যোহবিশেষা-  
ভাবাৎ যাবদ্বিদ্যোদয়মবিশেষণোচ্চানং স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রাপীতি ।  
ইত্যনন্তগিরিঃ ।

প্রাণসংবাদে সৰ্ব্বোজ্জিরাণাং শ্রুতং । এষ কিল বিচারবিষয়ঃ । সৰ্ব্বাণি খলু

জ্ঞানের উপকারক হয়” ইত্যাদি ক্রমে প্রপঞ্চিত ( বিস্তৃতরূপে বর্ণিত )  
হইয়াছে । [ তন্মাদ্...বিবেক্তব্যম্ ] অতএব জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সেই  
সেই আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্তভাব আছে, ইহা সহজেই  
বোধগম্য হয় । তন্মধ্যে শমদমাদি বিদ্যোৎপত্তির অন্তরঙ্গসাধন ও  
বাহ্যিক যজ্ঞাদি তাহার বহিরঙ্গ উপায় ।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদ সন্দর্ভে শুনা যায় “যে এইরূপ জ্ঞানে

\* সৰ্ব্বান্নানুমতিশ্চ । প্রাণবিদঃ সৰ্ব্বভক্ষাতাভ্যাহুজ্ঞানং স্তুত্বার্থমেব । বিধায়কশব্দাভা-  
বান্ন তৎ উপাসনাস্বেন নামাদিবিৎ বিধীয়ত ইতি ভাবঃ । প্রাণাত্যয়ে প্রাণবিনাশরূপায়ামাপি  
ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারপরিত্যাগেন সৰ্ব্বমেবাপ্রমদনীয়ত্বেনাভ্যাহুজ্ঞায়তে ন তু তৎ স্বহাবস্থায়াম্ ।  
তদর্শনাৎ চাক্রায়ণশ্চ স্ববেঃ কষ্টায়ামেবাবস্থায়াম্ অভক্ষ্যভক্ষণদর্শনাদিত্যে বাবৎ ।—শ্রুতি য়ে  
বলিয়াছেন, প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার নাই, সমস্তই তাহার অঙ্গ অর্থাৎ ভক্ষ্য, তাহা  
তাহাদের সার্বকালিক নহে । এ অনুমতি কেবল প্রাণসঙ্কট কালের জন্য । জ্ঞানী হউক,  
অজ্ঞানী হউক, সকলেই প্রাণসঙ্কটকালে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার না করিয়া প্রাণধারণোপযুক্ত  
ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে । এ সম্বন্ধে চাক্রায়ণ শ্রুতির আখ্যানই প্রমাণ । চাক্রায়ণ বিপদ-  
কালে হস্তিপকের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎস্পৃষ্ট পানীয় পান করেন নাই ।  
না করিবার কারণ, তাহা তাহার দুলভ্য নহে ।

জ্ঞান-ভবতি মানস-প্রতিপত্তি ইতি । সৰ্বজনীনমিমেব  
ভবতীত্যর্থঃ । কিমিদং সৰ্বসামুদ্যানং শব্দাদিবহির্ভাষ্যং  
বিস্তৃত উক্ত স্তব্যর্থং সঙ্গীতাত ইতি সংশয়ে বিধিরিতি  
তাবৎ প্রাপ্তম্ । তথা হি প্রতিনিবেশকর উপদেশো ভবতি ।  
অতঃ প্রাণবিদ্যাসম্মিধানাত্তদঙ্গত্বেনেয়ং নিয়মনিবৃত্তিরুপদি-  
শ্যতে । নব্বৎ সতি ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রব্যব্যাতঃ স্তাৎ ।

বাণীভবতি প্রাণো মুখ্য উবাচৈতানি কিং মেহং ভবিষ্যতীতি তানি  
হোতুঃ । যদিৎ লোকেহম্মা চ স্তব্য আ চ শকুনিভ্যঃ সৰ্বপ্রাণিনাং যদন্নং  
তত্ত্বায়মিতি । তদনেন সন্দর্ভেণ প্রাণস্ত সৰ্বমন্নমিত্যুচ্চিন্তনং বিধায়াহ  
শ্রুতিঃ । ন হ বা এবংবিদঃ কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি । সৰ্বং প্রাণভায়মিত্যেবং  
বিদিতং কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি । তত্র সংশয়ঃ । কিমেতং সৰ্বপ্রাণভায়মুদ্যানং  
শব্দাদিবদেতবিন্যাসতয়া বিধীয়ত উক্ত স্তব্যর্থং সঙ্গীতাত ইতি । তত্র বদ্যপি  
ভবতীতি বর্তমানাপদেশান্ন বিধিঃ প্রতীয়তে তথাপি যথা যন্ত পৰ্যময়ী জুহ-  
ওভবতীতি বর্তমানাপদেশাদপি পলাশময়ীত্ববিধিপ্রতিপত্তিঃ পঞ্চমলকারাপত্তা

অর্থাৎ যে কথিত প্রকারে প্রাণোপাসক হয় তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছু  
অনন্ন নহে । সমস্তই তাহার অন্ন ( ভক্ষ্য ) ।” এ কথা বাজসনেয়ী শাখাতেও  
আছে । যথা—“ইহার ( এই প্রাণোপাসকের ) ভক্ষিত অনন্ন নহে, ইহার  
মুহীত অনন্ন নহে ।” ফলিতার্থ—সমস্তই তাহার ভক্ষ্য । প্রাণোপাসকের  
ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার নাই । [ কিমিদং...দিশ্যতে ] প্রদর্শিত শ্রুতি ঘর  
ভক্ষ্যভক্ষ্য ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া প্রাণোপাসককে সৰ্বভক্ষ্য হইতে উপদেশ  
করিয়াছেন, এতদৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সৰ্বভক্ষ্যতা কি উপাসনার অঙ্গ ?  
না শমদমাদি অঙ্গের উপকারক ? কি উহা স্ততিমাত্র ? সংশয়ের ঐক্যম  
কোটাতে পাওয়া যায়, উহা বিধি অর্থাৎ উক্ত বাক্যে সৰ্বভক্ষ্যতা প্রাণোপা-  
সকের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে । বিধি—প্রবৃত্তিজনক উপদেশ । উক্ত বাক্যে  
প্রবৃত্তিকর উপদেশ দেখা যায়, সে অন্য উহা বিধি । ঐ বাক্য প্রাণো-  
পাসনার নিকটে অতিহিত, সে জ্ঞাত উহা প্রাণোপাসনার অঙ্গ এবং ভক্ষ্য-  
ভক্ষ্য ব্যবহার নির্ধারক । [ নব্বৎ...উপলভ্যতে ] তদমরা হয় ভ ভক্ষ্য-  
ভক্ষ্য ব্যবহার ব্যাঘাত দোষ দেখাইবে । তাহাতে আমরাও দেখাইব, তাহা  
দোষ নহে । বিধানের সামান্য বিশেষ দৃষ্ট হইলে বিশেষের দ্বারা সামান্যের  
বাধ হওয়া শাস্ত্র যুক্তি উক্ত সিদ্ধ ; স্ততরাং সে বাধ দোষ নহে । তাহা

নৈষ দোষঃ। সামান্যবিশেষভাবাদ্বাধোপপত্তেঃ। যথা প্রাণি-  
হিংসাপ্রতিষেধস্ত পশুসংজ্ঞাপনবিধিনা বাধো যথা চ ‘ন কাঞ্চন  
পরিহরেত্তদ্বিত্রতম্’ ইত্যনেন বামদেব্যবিদ্যাবিষয়েণ সৰ্ব্বভক্ষ্য-  
পরিহারবচনেন সামান্যবিষয়ং গম্যাগম্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে  
এবমেনোপি প্রাণবিদ্যাবিষয়েণ সৰ্ব্বান্নভক্ষণবচনেন ভক্ষ্যা-  
ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—নেদং সৰ্ব্বা-  
ন্নানুজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি। ন হত্রে বিধায়কঃ শব্দ উপলভ্যতে।  
‘ন হ বা এবমিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি’ ইতি বর্তমানাপদেশাৎ।

তথেষাপি প্রবৃত্তিবিশেষকরত্বাভাভে বিধিপ্রতিপত্তিঃ। স্তূতো হর্থবাদমাত্রঃ।  
ন তথার্থবদ্যথা বিধৌ। ভক্ষ্যভক্ষ্যশাস্ত্রঞ্চ সামান্যতঃ প্রবৃত্তমেনেব বিশেষ-  
শাস্ত্রেণ বাধ্যতে গম্যাগম্যবিবেকশাস্ত্রমিব সামান্যতঃ প্রবৃত্তং বামদেব্যবিদ্যা-  
ভূতসমস্তদ্ব্যপরিহারশাস্ত্রেণ বিশেষবিষয়েণেতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

অশক্ते: কল্পনীয়ত্বাৎ শাস্ত্রান্তরবিরোধতঃ।

প্রাণশাস্ত্রমিদং সৰ্ব্বমিতি চিন্তনসংস্তুবঃ॥

হইয়াই থাকে। যেমন সামান্যতঃ প্রাণিহিংসানিষেধক শাস্ত্র যজ্ঞে পশুবধ বিধা-  
য়ক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা বাধিত হয়, যেমন বামদেব্য বিদ্যাধিকারে “কোনও  
জ্ঞী পরিত্যাগ করিবেক না” এই বিশেষ বিধানের দ্বারা সামান্যতঃ গম্যাগম্য  
বিভাগ শাস্ত্র বাধা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই প্রাণবিদ্যাধিকারের সৰ্ব্বান্নভক্ষণ  
বাক্যও ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের বাধা জন্মাইবে। এইরূপ পূর্বপক্ষ পাওয়ায়,  
উপস্থিত হওয়ায়, তত্ত্বত্বার্থ বলিতেছেন—সৰ্ব্বান্ন ভক্ষণ উক্ত বাক্যে বিহিত  
হয় নাই। কারণ, উহাতে বিধায়ক শব্দ (লিঙাদি) নাই। [ন হ বা...বিধিঃ]  
আছে—ন হ বা এবমিদি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি। অর্থাৎ প্রাণোপাসকের  
কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষিত হয় না (সব খাওয়া হয়)। এ বাক্যে বিধায়ক  
শব্দ নাই কিন্তু “ভবতি” “হয়” এই মাত্র কথা আছে। এ কথা বর্তমানবার্তা  
সুতরাং বিধি নহে। সৰ্ব্বান্ন ভক্ষণ করিবেক, এইরূপ থাকিলে বিধি হইত।  
বিধায়ক শব্দ নাই, বিধিভাবের প্রতীতিও হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তি  
বিশেষের জনক মাত্র, তাহারই লোভে ঐ সৰ্ব্বভক্ষণবাক্যের বিধি স্বীকার  
(কল্পনা) সম্ভব নহে। আরও দেখ, “কুক্কুর, শকুনি, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই  
তোমার অন্ন।” অতি প্রাণকে এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ প্রাণোপাসককে লক্ষ্য  
করিয়া বলিয়াছেন “যে এবম্প্রকারে প্রাণের উপাসনা করে, ধ্যান করে,

ন চামত্যাংমপি বিধিপ্রতীতো প্রবৃত্তিবিশেষকরত্বলোভেনৈব  
বিধিরভ্যুপগন্তুং শক্যতে। অপি চ স্বাদিমর্যাদং প্রাণশ্রাম-  
মিত্যুক্তেন্দয়ুচ্যতে ‘নৈবস্বিদি কিঞ্চিদনম্নং ভবতি’ ইতি। ন  
চ স্বাদিমর্যাদম্নম্নং মনুষ্যদেহেনোপভোক্তুং শক্যতে। শক্যতে  
তু প্রাণশ্রামমিদং সর্বমিতি ‘বিচিস্তয়িতুম্’। তস্মাৎ প্রাণাম-  
বিজ্ঞানপ্রশংসার্থোহয়মর্থবাদো ন সর্বান্নানুজ্ঞানবিধিঃ। তদ-  
দর্শয়তি—সর্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয় ইতি। এতচ্ছব্দং ভবতি—  
প্রাণাত্যয় এব হি পরশ্রামাপদি সর্বম্নম্নমদনীয়েনোভ্যনু-  
জ্ঞায়তে তদদর্শনাৎ। তথা হি শ্রুতিশ্চাক্রায়ণশ্চ স্বাযেঃ কক্টা-  
য়ামবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তিং দর্শয়তি—‘মটটীহতেষু

ন তাবৎ কোলৈয়কমর্যাদম্নম্নং মনুষ্যজাতিনা যুগপৎ পর্যায়েণ বা শক্য-  
মতুম্। ইভকরভকাদীনাংম্নম্নশ্চ শমীকপীরকটকবটকাষ্ঠাদৈরেকশ্রাপ্যশক্যা-  
দনত্বাৎ। ন চাত্র লিঙ ইব ক্ষুটতরা বিধিপ্রতিপত্তিরস্তু। ন চ কল্পনীয়ো  
বিধিরপূর্বস্বাভাবাৎ। স্তুতাপি চ তদুপপত্তেঃ। ন চ সত্যং গতো সামান্যতঃ  
প্রবৃত্তশ্চ শাস্ত্রশ্চ বিষয়সঙ্কোচো যুক্তঃ। তস্মাৎ সর্বং প্রাণশ্রামমিত্যনুচিস্তন-

তাহারও কোন কিছু অনন্ন নহে।” এখন বিবেচনা কর, মনুষ্যদেহ ধারণ  
করিয়া কে বা কোন্ ব্যক্তি শৃগাল কুকুর শকুনি কীট পতঙ্গ সমুদায় ভক্ষণ  
করিতে পারে? তাহা পারে না। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাণের অন্ন, ইহা চিন্তা  
করিতে পারে। যাহা পারে তাহাতেই বিধি, যাহা পারেনা, তাহাতে বিধি  
নহে। অশক্য বিষয়ে বিধি হয় না। অতএব, ঐ বাক্য প্রাণোন্নবিজ্ঞানের  
প্রশংসা কারক অর্থবাদ, বিধি নহে। অর্থাৎ প্রাণোপাসক ঐ সব থাইবেন,  
ঐ বাক্যের এমন অভিপ্রায় নহে। [ তদদর্শয়তি...দর্শয়তি ] সূত্রকার সূত্রে  
তাহাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, প্রাণসঙ্কট কালে ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগ-  
শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন পূর্বক অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে তাহা দোষাবহ হইবে না। ইহাই  
শ্রুতির অনুজ্ঞা—অন্নমতি। শ্রুতিতে এতদর্থের জ্ঞাপক একটা আখ্যায়িকাও  
আছে। শ্রুতি তাহাতে দেখাইয়াছেন, কষ্টদশায় চাক্রায়ণ স্বাধির অভক্ষ্য  
ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। [ মটটী...ইতি ] “মটটী কর্তৃক ( মটটী - পতঙ্গ-  
পাল। কেহ কেহ বলেন, শিলপুষ্টি। ) কুকুদেণীয় শত্ৰুসম্পদ বিনষ্ট হইলে  
তদ্বশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।” শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবাবলম্ব করিয়া

কুরুষু' ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে । চাক্রায়ণঃ কিল ঋষিরাপদন্ত  
ইভ্যেন সামিখাদিতান্ কুন্ধ্যাষাংশ্চখাদানুপানন্ত তদীয়মুচ্ছি-  
ষ্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে কারণঞ্চাত্রোবাচ 'ন বা অজীবীষ্য-  
মিমানখাদন' ইতি 'কামো য উদপানম' ইতি চ । পুনশ্চোক্ত-  
রেত্ন্যস্তান্বেব স্বপরোচ্ছিষ্টপর্যুষিতান্ কুন্ধ্যান্ ভক্ষয়াম্বভূব  
ইতি । তদেতদুচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টপর্যুষিতভক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতে-

বিধানস্তিরিতি শাস্ত্রতম্ । শক্যে চ প্রবৃত্তিবিষয়করতাপযজ্ঞাতে নাশক-  
বিধানম্ । প্রাণাত্ম্য ইতি চাবধারণপরং প্রাণাত্ম্য এব সর্বারম্ভম্ । তত্রো-  
পাধ্যানাম্ । ক্ষুটতরবিধিস্থতেচ । সুরাবর্জং বিদ্বাংসমবিদ্বাংসং প্রতি বিদ্যা-  
নাং ন অন্ত্যজেতি । ইভ্যেন হস্তিপকেন সামিখাদিতান্ধতক্ষিতান্ । স হি  
চাক্রায়ণো হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুন্ধ্যান্ ভুঞ্জানো হস্তিপকেনোক্তঃ । কুন্ধ্যা-  
নিব মদুচ্ছিষ্টমদকং কন্ধ্যান্নমুপিবসীতি । এবমুক্তস্তদুদকমুচ্ছিষ্টদোষাৎ প্রত্যা-  
চচক্ষে । কারণং চাত্রোবাচ । ন বাহজীবীষ্যং ন জীবীষ্যমীতীমান্ কুন্ধ্যান-

বলিয়াছেন "সেই সময় চাক্রায়ণ নামক ঋষি বিপন্ন হইয়া জীর সহিত  
তদ্রূপ পরিচয় পূর্বক মিথিলা দেশের হস্তিপক পন্নীতে আসিয়া প্রথম  
দিবসে জনৈক হস্তিপকের অর্দ্ধভুক্ত স্ততরাং উচ্ছিষ্ট কুংসিত কলায় (শত-  
বিশেষ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন পরং তৎপ্রদত্ত পানীয় উচ্ছিষ্টদোষে পরিচয়  
করিয়াছিলেন । পান করেন নাই । হস্তিপক পানীয় পরিচয়গের কারণ  
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আর কিছুক্ষণ তোমার এই উচ্ছিষ্ট  
অন্ন না পাইলে ও না খাইলে বাঁচিলাম না, সেই কারণে ইহা খাইলাম ।  
কিন্তু পানীয় আমার স্বেচ্ছালভ্য । জল এখনই অল্পত পাইব, এই জন্ত  
তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করিলাম না ।" চাক্রায়ণ উচ্ছিষ্ট হস্তিপকানের  
দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া কিয়দংশ পত্নীর জন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী  
তৎপূর্বে প্রাণরক্ষার উপযোগী অল্প অন্ন পাইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি  
তাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভক্ষণ করেন নাই । ঋষি পূর্বদিন অতি যৎসামান্য  
আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্ত পর দিন প্রাতে আরও অধিক  
ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় পত্নীপরিরক্ষিত সেই নিজের ও পরের উচ্ছিষ্ট পর্যুষিত  
কলায়পকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি মিথিলায়  
জনকের সভায় গমন করতঃ যথাযোগ্য আহাৰাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।"  
[ তদেত...মাদিঃ ] শ্রুতি এইরূপে চাক্রায়ণ ঋষির স্বপরোচ্ছিষ্ট পর্যুষিত

রাশক্কাতিশয়ে। লক্ষ্যতে। প্রাণাত্যয়প্রসঙ্গে প্রাণসন্ধারণায়-  
ভক্ষ্যন্নপি ভক্ষয়িতব্যমিতি স্বস্থাবস্থায়ান্ত তন্ন কর্তব্যং বিদ্যা-  
বতাপীত্যনুপানপ্রত্যখ্যানাদগম্যতে। তস্মাদর্থবাদো ‘ন হ বা  
এবংবিদি’ ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২৮ ॥

### অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥\*

এবঞ্চ সত্যাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিরিত্যেবমাদি ভক্ষ্যভক্ষ্য-  
বিভাগশাস্ত্রমবাধিতং ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

খাদম্। কামো য উদকপানমিতি। স্বাতন্ত্র্যং মে উদকপানে নদীকূপতড়াগ-  
প্রপাদিষু যথাকামং প্রাপ্নোমীতি নোচ্ছিষ্টোদকভাবে প্রাণাত্যয় ইতি  
তত্রোচ্ছিষ্টভক্ষণদোষ ইতি মটটীহতেষু কুরুষু যাবন্নশনায়য়া যুনির্নিরপত্রপ  
ইভ্যেন সামিজ্ঞান্ খাদয়ামাস।

তত্ত্বার্থবাদে হেতুস্তরমাহ। অবাধাচ্ছেতি। সামান্ত্রশাস্ত্রবিরোধাৎ ন

অস্ত্যাজ্ঞভক্ষণ বর্ণন করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতির অভিপ্রায়—  
লোক প্রাণসঙ্কট কালে প্রাণরক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করুক ও অপুণ্য পান  
করুক কিন্তু যেন স্বস্থাবস্থায় না করে। কি প্রাণোপাসক কি অন্না লোক  
সুন্দরই স্বস্থ কালে ভক্ষ্যভক্ষ্য পেয়াপেয় বিচার কর্তব্য। বিচারের উপ-  
সংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে “ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি” এ  
বাক্য বিধায়ক নহে; কিন্তু অর্থবাদ। অর্থাৎ প্রাণায় বিজ্ঞানের স্তাবক।  
সর্বভক্ষ্যতার বিধান নহে কিন্তু প্রাণের সর্বভোজিত্ব ভাবনার প্রশংসা।  
(প্রাণের অভক্ষ্য নাই, প্রাণ সর্বভক্ষ্য, এই ভাবনার এমনি মহিমা যে  
তদ্ব্যবহিত ভাবিত হন বলিয়াই প্রাণোপাসক আপদকালে অভক্ষ্য ভক্ষণ  
করিয়াও দোষভাগী হন না)।

স্বস্থাবস্থায় ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার কর্তব্য বলিয়া অবধারিত হওয়ায় ভক্ষ্য-  
ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বাধা বা পীড়া প্রাপ্ত হয় না; অধিকন্তু আহার শুদ্ধিতে

\* ন হ বেত্যাদিবাক্যসার্থবাদে ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র প্রামাণ্যবাহিতং ভবতীতি  
স্বত্বার্থঃ—প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অন্য সময়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না। নিত্য নিত্য শাস্ত্রানু-  
যায়ী আহার করিতে থাকিলে বুদ্ধিমালিনা বিদূরিত হয়, বুদ্ধিমালিনা বিদূরিত হইলে  
জ্ঞানের আবির্ভাব হয়; সুতরাং ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের স্বার্থক্য সংরক্ষিত হয়

## অপি চ স্বর্ঘ্যাতে ॥ ৩০ ॥\*

অপি চ আপাদি সর্বান্নভক্ষণমপি স্বর্ঘ্যাতে বিদুষোহবিদুষ-  
শ্চাবিশেষণে।

‘জীবিতাত্যয়মাপনো যোহন্নমন্তি যতন্ততঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বাপত্রমিবান্তসা’ ॥ ইতি।

তথা ‘মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ। সুরাপশু ব্রাহ্মণশ্রোত্ৰ্যামাসি-  
ক্ষেয়ুঃ সুরামাস্ত্রে। সুরাপাঃ কুময়ো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষণাৎ’  
ইতি চ স্বর্ঘ্যাতে বর্জ্জনমনমন্ত ॥ ৩০ ॥

কন্ম্যো বিশেষবিধিরিত্যুক্তং, অধুনা সামান্ত্রাশাং দর্শয়ন্ হুত্রং যোজয়তি।  
এবঞ্চতি। স্বহাবস্থায়ং ভক্ষ্যভক্ষ্যভেদে সতীতি যাবৎ। ইত্যানন্দগিরিঃ।

আপদবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণানুজ্ঞানে স্থতিং সম্বাদয়তি। অপীতি। স্থতি-  
রপি বিদ্বদ্বিষয়েত্যাশঙ্ক্যাহ। অপি চেতি। সুরাপানমবস্থায়েষুপি ন কার্য-  
মিত্যাহ। তথ্যেতি। ব্রাহ্মণো বর্জ্জয়েদিতি শেষঃ। জীবিতাত্যয়মুত্যা সুরাপি  
তদত্যয়ে পাতব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ। সুরাপশুচেতি। উক্যং সুরামিতি যোজনা।  
উক্যামগ্নিতপ্তামিতি যাবৎ। মরণান্তিকপ্রায়শ্চিৎতদৃষ্টেত্যংপ্রসঙ্গেহপি সা ন

সব্বশুদ্ধি (সব্ব=বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ) এবং সব্বশুদ্ধিতে তব্বজ্ঞানের উদয়,  
এইরূপ ক্রমপরম্পরা অক্ষয় থাকে।

বিদ্বান্ হউক আর বিদ্বান্ হউক, বিপদকালে সকলেই সর্বান্ন ভক্ষণ  
করেন, করিলে দোষ হয় না। এ কথা স্থতিতেও আছে। যথা—“যে ব্যক্তি  
জীবনসঙ্কট কালে যাহার তাহার ও যে সে অন্ন ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি  
পাপলিপ্ত হয় না। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না সেইরূপ।” প্রাণসঙ্কট  
ব্যতীত অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না করা নিষিদ্ধ। ইহা যেমন স্থতিতে উক্ত।  
আছে তেমনি প্রাণসঙ্কটকালেও ব্রাহ্মণ মদ্য বর্জ্জন করিবেন, এ কথাও  
অভিহিত আছে। যথা—“ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতে সুরাপান বর্জ্জন করিবেন।

\* স্বর্ঘ্যাতে স্মৃতিবুচ্যতে। অপি চ শব্দাং সুরাপানমবস্থায়েষুপি ন কার্যং ব্রাহ্মণেনেতি  
তদ্ব্যবস্থা—আপং কালে অভক্ষ্য ভক্ষণ ক্ষতিকর নহে, এ কথা স্থতিতেও আছে। আছে সত্য;  
কিন্তু সুরাপান ব্রাহ্মণের পক্ষে আপংকালেও নিষিদ্ধ। স্থিতি ব্রাহ্মণের আপং নিরাপং উভয়াব-  
স্থাতেই সুরাপান নিষেধ করিয়াছেন।

.. শব্দশ্চাতোহকামকারে ॥ ৩১ ॥\*

‘শব্দশ্চানন্ত’ প্রতিবেদকঃ কামকারনিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ  
কঠানাং সংহিতায়াং শ্রুতে ‘তস্মাদব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ’  
ইতি। সোহপি ‘ন হ বা এবংবিদি’ ত্যস্তার্থবাদস্বাত্মপ-  
পন্নতরো ভবতি। তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কা অর্থবাদা ন বিধয়  
ইতি ॥ ৩১ ॥

. বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্মাপি ॥ ৩২ ॥†

পাতব্যোত্যর্থঃ। ইতশ্চ সা সদা ন পেয়েত্যাহ। সুরাপা ইতি। তত্র হেতু-  
রভক্ষ্যেতি। মদ্যমিত্যাদিস্বতেস্তাৎপর্যমাহ। বর্জনমিতি! ইত্যানন্দগিরিঃ।

স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থং তন্মূলশ্রুতিমাহ। শব্দশ্চেতি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণশ্চ সুরাপশু  
মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদর্শনাদিতি যাবৎ। শ্রোতনিষেধশ্চ প্রকৃতোপযোগমাহ।  
সোহপীতি। শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমর্থমুপসংহরন্ অতঃ শব্দং ব্যাচষ্টে। তস্মাদিতি।  
ইত্যানন্দগিরিঃ।

রাজা সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখে তপ্ত সুরা চাণিয়া দিবেন। যাহারা সুরাপায়ী  
তাহারা কুমিজন প্রাপ্ত হয়।” ইত্যাদি।

কঠ-সংহিতায় অভক্ষ্য ভক্ষণ নিষেধক ও স্বেচ্ছাচার নিবর্তক শ্রুতিও  
আছে। যথা—“যেহেতু মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সেই হেতু ব্রাহ্মণ সুরাপান করি-  
বেন না।” ইত্যাদি। সেই সেই শ্রোত (শ্রুতযুক্ত) নিষেধও “ন হ বা এব-  
ংবিদি—” ইত্যাদি বাক্য অর্থবাদ হইলে সঙ্গতার্থ হইতে পারে। অতএব,  
কথিত প্রকার বাক্য মাত্রেই অর্থবাদ; কদাপি বিধি নহে।

\* কামকার ইচ্ছা তন্নিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ শব্দঃ শ্রুতিরপ্যন্তীতি যোজনীয়ম্। নিষেধস্মৃতে-  
মূলীভূতা শ্রুতিরপ্যন্তীতি ভাবঃ। অতঃ অস্মাৎ সন্নিহিতোক্তাৎ কারণাৎ ন হ বেত্যাদিবাক্য-  
স্তার্থবাদাদিতি যাবৎ। সোহপি শ্রোতো নিষেধ উপপন্নতরো ভবতীতি পূরণীয়ম্।—অভক্ষ্য  
ভক্ষণের ও অপের পানের নিষেধক শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে। নিষেধ শ্রুতির প্রয়োজন  
অর্থাৎ উল্লেখ—লোকে অভক্ষ্য ভক্ষণের ও অপের পানের ইচ্ছা পদ্যান্ত বর্জন করক। অপিচ,  
প্রদর্শিত নিষেধ শ্রুতি অব্যাহত (সার্থক) হইতে পারে—যদি সর্বাপন্নভক্ষণ বাক্যের  
অর্থবাদতা সিদ্ধ হয়।

† আশ্রমকর্মাপি অগ্নিহোত্রাদিকর্মাণি যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ  
অমুমকোরপ্যাশ্রমিণোহমুষ্ঠেয়ানীতি যোজনা।—আশ্রম বিহিত কৰ্ম্মকলাপ বিদ্যোৎপত্তির  
সহায় হইলেও বাহারা বিদ্যাকামী নহে তাহাদেরও অমুষ্ঠেয়। হেতু এই যে, অগ্নিহোত্রাদি  
কৰ্ম্ম আশ্রমীর অবস্তায়ুষ্ঠেয়, এইরূপে বিহিত হইয়াছে।



‘সৰ্বাপেক্ষা চ’ [ বে.সূ.০৩।৪।২৬ ] ইত্যত্রাশ্রমকৰ্ম্মণাং  
বিদ্যাসাধনত্বমবধারিতম্ । ইদানীন্তু কিময়ুম্মুকোরপ্যাশ্রম-  
মাত্রনিষ্ঠস্ত বিদ্যামকাময়মানস্ত তাত্ত্বমুষ্ঠেয়ানুতাহো নেতি  
চিন্ত্যতে । তত্র ‘তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিসন্তি’  
ইত্যাদিনা আশ্রমকৰ্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বেন বিহিতত্বাদ্বিদ্যাম-  
নিচ্ছতঃ ফলাস্তুরং কাময়মানস্ত নিত্যাত্মনমুষ্ঠেয়ানি । অথ  
তস্তাপ্যনুষ্ঠেয়ানি ন তর্হে’ষাং বিদ্যাসাধনত্বং নিত্যানিত্য-  
সংযোগবিরোধাদিত্যস্তাং প্রাপ্তৌ পঠতি । আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ-

নিত্যানিত্যাত্মাশ্রমকৰ্ম্মণি । যাবজ্জীবনতেনিত্যাহিতোপায়তয়াবশ্যং  
কর্তব্যমিতি । বিবিদিসন্তীতি চ বিদ্যাসংযোগাৎ বিদ্যায়ান্ধাবশ্চান্তাবনিয়মাতা-  
বাদনিত্যতা প্রাপ্তোতি । নিত্যানিত্যসংযোগশ্চৈকস্ত ন সম্ভবতি । অবশ্যান-  
বশ্চান্তাবয়োরেকত্র বিরোধঃ । ন চ বাক্যভেদায়াস্তবোবিরোধঃ শক্যোহপ-  
নেতুম্ । তস্মাদনধ্যবসায় এবাত্রৈতি প্রাপ্তম্ । এতেনৈকস্ত তৃতয়ত্বে সংযোগ-  
পৃথক্ৰ্ম্মত্যাশ্রিতম্ । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে ।

“সৰ্বাপেক্ষা চ” শব্দে আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের বিদ্যাসাধনতা অর্থাৎ  
জ্ঞানসাধকতা অবধারিত হইয়াছে । সম্প্রতি তদনুসারে অপর এক বিচার  
উপস্থিত । যে যুমুক্ষু নহে, বিদ্যাকামী নহে, জ্ঞান চাহে না, অথচ কেবল আ-  
শ্রমী, সে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক আশ্রমকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক কি না । “করি-  
বেক কি না” এইরূপ সংশয় হওয়ায় প্রথমতঃ ই পাওয়া যায়, যদি ফলাস্তুরের  
কামনা থাকে তাহা হইলে জ্ঞান কামনা না থাকিলেও আশ্রমবিহিত নিত্য-  
কৰ্ম্ম সকল তাহার সম্বন্ধে অনন্তর্থে । জ্ঞান কামনা না থাকিলেও ফলাস্তুর-  
কামনায় জ্ঞানসাধকত্বরূপে বিহিত নিত্য কৰ্ম্ম কর্তব্য, এরূপ বলিতে গেলে  
সে সকলের বিদ্যাসাধকতাই থাকিবেক না, প্রণষ্ট হইবেক । কারণ এই যে,  
নিত্য ও অনিত্য, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী । ( যাহা নিত্য, কদাচ তাহা  
অনিত্য হইবার নহে এবং যাহা অনিত্য তাহাও নিত্য হইবার নহে । যাহা  
তাগ করিবার নহে, অবশ্যমুষ্ঠেয়, তাহা নিত্য এবং যাহা কামনার অভাবে  
অনমুষ্ঠেয় তাহা অনিত্য । ) এইরূপ প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে এই ৩২ শ্লোক  
পঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অয়ুমুক্ষু আশ্রমীও আশ্রম-  
বিহিত নিত্যকৰ্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবেন । কারণ এই যে, ঋত্বিতে তাহা  
“যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবেক” এবশ্পকারে বিধিত হইতে দেখা যায় ।

স্বাপ্যমুমূক্ষোঃ কর্তব্যাত্মেব নিত্যানি কৰ্ম্মাণি ‘যাবজ্জীব-  
মগ্নিহোত্রং জুহ্বতি’ ইত্যাদিমা বিহিতত্বাৎ । ন হি বচনশ্চা-  
তিভারো নাম কশ্চিদস্তুি । অথ যদুক্তং নৈবং সতি বিদ্যাসাধ-  
নত্বমেবাং শ্রাদিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৩২ ॥

### সহকারিত্বেন.চ ॥ ৩৩ ॥\*

বিদ্যাসহকারীণি চৈতানি স্যুঃ । বিহিতত্বাদেব ‘তমেতং  
বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিসন্তি’ ইত্যাদিমা । তদুক্তং  
‘সৰ্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতৈরশ্ববৎ’ ইতি [বে.সূ.৩।৪।২৬]

সিদ্ধে হি শ্রাদিরোধোহয়ং ন তু সাধ্যে কথঞ্চন ।

বিধ্যধীনাশ্রুলাভেহস্মিন্ যথাবিধি মতা স্থিতিঃ ॥

সিদ্ধং হি বস্তু বিরুদ্ধধৰ্ম্মযোগেন বাধ্যতে । ন তু সাধ্যরূপম্ । যথা  
ষোড়শিন একস্ত গ্রহণাগ্রহণে । তে হি বিধ্যধীনত্বাৎ বিকল্পেতে এব । ন  
পুনঃ সিদ্ধে বিকল্পসম্ভবঃ । তদিত্যেকমেবাগ্নিহোত্রাখ্যং কৰ্ম্ম যাবজ্জীবশ্রুতে-  
নিমিত্তেন যজ্ঞমানং নিত্যমহিতোপাত্তহরিতপ্রক্ষয়প্রয়োজনমবশ্যকর্তব্যং  
বিদ্যাকৃতয়া চ বিদ্যায়াঃ কাদাচিত্যকতয়ানবশ্যস্তাবেহপি ‘কাম্যো বা নৈমি-  
ত্তিকো বা নিত্যমর্থং বিরুক্ত্য নিবিশত’ ইতি জ্ঞায়াং অনিত্যাধিকারেণ  
নিবিশমানমপি ন নিত্যমনিত্যয়তি তেনাপি তৎসিদ্ধিরিতি সংযোগপৃথক্ত্বাৎ  
ন নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ একস্ত কার্য্যশ্রুতি সিদ্ধম্ ।

সহকারিত্বঞ্চ কৰ্ম্মণাং ন কার্য্যে বিদ্যায়াঃ কিস্তুৎপত্তৌ । কোহর্থো বিদ্যা-  
সহকারীণি কৰ্ম্মাণীত্যমর্থঃ । সৎস্ব কৰ্ম্মস্ব বিদ্যেব স্বকার্য্যে ব্যাপ্রিয়তে ।

[ ন হি...পঠতি ] বচন কি না করিতে পারে? বচন সব করিতে পারে ।  
অর্থাৎ বচনে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা অশ্রুতাদির অহুযোজ্য নহে ।  
ঘলিয়াছিলে যে, বিদ্যাসাধকতা থাকিবেক না, এক্ষণে তাহাব প্রত্যুত্তর প্রদত্ত  
হইতেছে ।

এ সকল কৰ্ম্ম বিদ্যার সহকারী অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে উপকারক ।  
কারণ, এই সকল “ব্রহ্মবাদীরা সেই এই আত্মাকে বেদার্থানুষ্ঠানের দ্বারা  
জানিতে ইচ্ছা করেন” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত । এ নির্ণয় “সৰ্ব্বাপেক্ষা”

\* সহকারিত্বেন রূপেইবাং বিদ্যাসাধনত্বমবগন্তব্যম্ ।—আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকলাপ জ্ঞানো-  
দয়ের সহকারী কারণ, জ্ঞানকল মোক্ষের প্রতি তাহার সাক্ষাৎ কারণভাব নাই ।

ন চেদং বিদ্যাসহকারিত্ববচনমাশ্রমকশ্রুণাং প্রযাজাদিবৎ বিদ্যা-  
ফলবিষয়ং মন্তব্যম্ । অবিশ্লিষ্টকণত্বাদবিদ্যায়া অসাধ্যত্বাচ্চ  
বিদ্যাফলশ্চ । বিশ্লিষ্টকণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফল-  
সিদ্ধাধায়িষয়া সহকারিসাধনাস্তুরমাকাজ্জতে নৈবং বিদ্যা ।  
তথা চোক্তং ‘অতএব চাম্মীক্সনাদ্যনপেক্ষা’ ইতি [ বেংসূ.৩।  
৪।২৬। ] তস্মাদুৎপত্তিসাধনত্ব এবৈষাং সহকারিত্ববাচো

যথা সঠৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দভীতি সংশ্লেষে দশপুত্রেষু সৈব ভারস্ত  
বাহিকেতি । “অবিশ্লিষ্টকণত্বাদি”তি । বিহিতং হি দর্শপৌর্ণমাসাদ্যত্নৈর্জ্যতে  
ন ববিহিতম্ । গ্রাহকগ্রহণপূর্বকত্বাদঙ্গভাবস্ত বিশেষ্য গ্রাহকত্বাৎ অবিহিতে  
চ তদনুপপত্তেঃ । চতুর্থ্যামপি চ প্রতিপত্তীনাং ব্রহ্মণি বিধানানুপপত্তেরি-  
ত্যুক্তং প্রথমশূত্রে । দ্বষ্টব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ বিধিসরূপং ন বিধি-  
রিত্যপ্যুক্তম্ । উৎপত্তিঃ প্রতি হেতুভাবস্ত সত্ত্বশুদ্ধা বিবিদিষোপজনদ্বারে-

শূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে । [ ন চেদং...যুক্তিঃ ] আশ্রমবিহিত কর্মকলাপ  
জ্ঞানের সহকারী সত্য ; পরন্তু সে সহকারিত্ব প্রযাজাদির জ্ঞান জ্ঞানফল  
মোক্ষ বিষয়ে নহে । যজ্ঞপ প্রযাজ অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাগ প্রধান যাগের  
সাহায্য করে, অর্থাৎ স্বরূপ নির্বাহ করে, স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের সাহায্য  
করে না, সেইরূপ, আশ্রমবিহিত কর্মও চিত্তশুদ্ধিপরম্পরায় মাত্র জ্ঞানের  
সাহায্য করে কিন্তু বিদ্যাফল মোক্ষ উৎপাদনের সাহায্য করে না । কারণ,  
বিদ্যার বা জ্ঞানের ফল কৃতিসাধ্য নহে, সুতরাং বিধির অধীন নহে ।  
( তাহা নিত্যসিদ্ধ ও অব্যক্তসাধ্য । ) যাহা সাধননিষ্পাদ্য অর্থাৎ যাহা জন্মায়,  
প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিধির যোগ্য । দর্শাদি যাগ স্বর্গের সাধন, তাহা স্বর্গ  
জন্মায়, সেই কারণে তাহা বিশ্লিষ্টকণ অর্থাৎ তাহাতেই বিধি সম্ভব হয় ।  
অতএব, যেমন বিধিযোগ্য দর্শপূর্ণমাস যাগ স্বর্গ ফল জন্মাইবার সাধন,  
তাহা যেমন অঙ্গ কর্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, জ্ঞান সেরূপ সাহায্য প্রতীক্ষা  
করে না । অর্থাৎ মোক্ষফল জন্মাইবার নিমিত্ত স্রষ্টা কাহার সহায়তা প্রতীক্ষা  
করে না । স্বতঃসিদ্ধ মোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর আপনা আপনি প্রকাশিত হয় ।  
এ কথা “অতএব চাম্মীক্সনাদ্যনপেক্ষা” শূত্রে বিচারিত ও নির্ণীত হইয়াছে ।  
প্রদর্শিত হেতু কূটের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, আশ্রমবিহিত কর্মকলা-  
পের সহকারিত্ব জ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানফল মোক্ষের পক্ষে নহে । অভিপ্রায়  
এই যে, কর্মফল চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের উপকার করে, সহায়তা

যুক্তিঃ । ন চাত্র নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ আশঙ্ক্যঃ । কৰ্ম্ম-  
ভেদেহপি সংযোগভেদাৎ । নিত্যো হ্যেকঃ সংযোগো যাব-  
জ্জীবাদিবাক্যকল্পিতো ন তস্য বিদ্যাফলত্বম্ । অনিত্যত্বপরঃ  
সংযোগঃ ‘তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি’ ইত্য-  
দিবাক্যকল্পিতঃ । তস্য বিদ্যাফলত্বম্ । যথা একস্তাপি খাদি-  
রন্যনিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থতা অনিত্যেন সংযোগেন  
পুরুষার্থতা চ তদ্বৎ ॥ ৩৩ ॥

সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥\*

তাদ্ব্যঞ্জীহুপাদিতম্ । অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফলস্তাপবর্গস্ত । স্বরূপাবস্থানলক্ষণে  
হি সঃ । ন চ স্বং রূপং ব্রহ্মণঃ সাধ্যং নিত্যত্বাৎ । শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

করে, তৎপরে আর কিছু করে না । [ ন চাত্র...তদ্বৎ ] এই সিদ্ধান্তে বিরো-  
ধের আশঙ্কা করিও না । একই কৰ্ম্ম অথচ তাহা দ্বিরূপ—নিত্য ও অনিত্য,  
এ কথা বিরুদ্ধ, এরূপ আশঙ্কা করিও না । ( একই অগ্নিহোত্র অবশ্যকর্তব্য  
বিধায় নিত্য, সদা অনুষ্ঠেয়, আবার ফলকামনায় কর্তব্য বলিয়া অনিত্য ।  
ফলেচ্ছা থাকিলে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠেয় হয়, ফলেচ্ছা না থাকিলে পরিত্যক্ত  
হয়; সুতরাং অনিত্য । নিত্যানুষ্ঠানে জ্ঞানের উপকার; অনিত্যানুষ্ঠানে  
কামলাভ; সুতরাং বিরুদ্ধ বলা হইল, এমন মনে করিও না । ) কারণ,  
কৰ্ম্ম এক হইলেও সংযোগের ( সম্বন্ধের ) পার্থক্য আছে । তদনুসারে উক্ত  
সিদ্ধান্তের বিরোধ ভঙ্গন হয় । কৰ্ম্মের নিত্যানিত্যতা নাই । কৰ্ম্ম একই,  
পরন্তু তাহার সম্বন্ধ বা সংযোগ দ্বিবিধ । ‘এক সংযোগ নিত্য, তাহা “যত কাল  
জীবন তত কাল অগ্নিহোত্র” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত এবং আর এক  
সংযোগ অনিত্য, তাহা “ব্রাহ্মণগণ বেদার্থের দ্বারা আপনাকে জানিতে ইচ্ছা  
করেন” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত । প্রথমোক্ত নিত্যসংযোগে বিদ্যা-  
ফলের অভাব আছে এবং শেষোক্ত অনিত্য সংযোগে তাহার বিদ্যমানতাই  
আছে । এইরূপ সম্বন্ধভেদে একের উভয়রূপিতা অবশ্যই অবিরুদ্ধ । খাদির  
যুগ একই কিন্তু যে খাদির যুগ নিত্যসম্বন্ধের দ্বারা ক্রতুর অঙ্গ বা উপকারক  
হয়, আবার সেই খাদির যুগই অনিত্যসংযোগের দ্বারা পুরুষের গুণ বা  
পুরুষের উপকারক হয় । সংকলিত সিদ্ধান্তও পূর্বসীমাংসানুগত প্রোক্ত  
সিদ্ধান্তের অনুরূপ ।

\* সর্বথাপি বিদ্যাসহকারিত্বাৎসম্বন্ধরূপলক্ষণেহপি অগ্নিহোত্রাদয়ো ধৰ্ম্মা অনুরূপাঃ এষ ।

সৰ্বধাপ্যাশ্রমধৰ্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ ত এবা-  
গ্নিহোত্রাদয়ো ধৰ্ম্মা অনুষ্ঠেয়াঃ । ত এবৈত্যবধারয়মাচক্ষ্যাঃ  
কিং নিবৰ্ত্তয়তি । কৰ্ম্মভেদাশঙ্কামিতি ক্রমঃ । যথা কুণ্ডপায়ী-  
নাময়নে ‘মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি’ ইত্যত্র নিত্যাদগ্নিহোত্রাৎ  
কৰ্ম্মান্তরমুপদিষ্টতে নৈবমিহ কৰ্ম্মভেদোহস্তীত্যর্থঃ । কুতঃ ।  
উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ । শ্রুতিলিঙ্গং তাবৎ

যথা মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতীতি প্রকরণান্তরাৎ কৰ্ম্মভেদ এবমিহাপ্তি  
‘তমেনং বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যস্তি যজ্ঞেন’তি কৃত্তপ্রকরণমতিক্রম্য  
শ্রবণাৎ প্রকরণান্তরান্তুদ্ব্যবচ্ছেদে সতি কৰ্ম্মান্তরমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।

অগ্নিহোত্রাদি আশ্রম-ধৰ্ম্মও বটে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের সহকারী সাধনও  
বটে। সুতরাং একই অগ্নিহোত্রাদি উভয়ত্র অমুষ্ঠেয়। অর্থাৎ আশ্রমধৰ্ম্ম  
বলিয়াই হউক আর জ্ঞানোপকারক বলিয়াই হউক, সৰ্ব্বপ্রকারে অগ্নি-  
হোত্রাদি ধৰ্ম্মের অমুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য ব্যাস “তে এব—  
সেই অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মই” এইরূপ সাবধারণ বাক্যে ঐ সকলের ভেদাশঙ্কা  
নিবারণ করিয়াছেন। ( জ্ঞানসাধন অগ্নিহোত্রাদি হয় ত আশ্রমীর কর্তব্য  
অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্, এরূপ আশঙ্কা ঐ সাবধারণ  
বাক্যের দ্বারা নিবৰ্ত্তিত হইয়াছে। ) কুণ্ডপায়ী দিগের অয়নগত অগ্নিহোত্র \*  
যেমন সৰ্ব্ববিদিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন, পৃথক্ কৰ্ম্ম, এখানে  
সেইরূপ ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি  
কৰ্ম্মই “বিবিদ্যস্তি যজ্ঞেন—” ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে জ্ঞানসাধনস্বরূপে  
অর্থাৎ জ্ঞানসাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই  
উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক বাক্য আছে। [ শ্রুতিলিঙ্গং...ধারণম্ ] শ্রুতিস্থ

কুতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ ।—জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক আর  
আশ্রমীর কর্তব্য বলিয়াই হউক, বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। একই  
অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম উক্ত উভয় অধিকারীর উক্তবিধ সম্বন্ধ অনুসারে অমুষ্ঠেয়, ইহা অবধারিত  
আছে। হেতু এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই উভয়বিধ অমুষ্ঠেয়তা পক্ষে লিঙ্গদর্শন  
আছে। ( লিঙ্গ=জ্ঞাপক চিহ্ন অথবা বোধক বাক্য ) ।

\* কুণ্ডপায়ী—শাখাবিশেষোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। অয়ন=কুণ্ডপায়ী দিগে অবস্তকর্তব্য  
কৰ্ম্মবিশেষ। কুণ্ডপায়ীরা অয়ন-যাগ নির্বাহার্থে একট মাসব্যাপক কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করে।  
সেই মাসব্যাপক কৰ্ম্মের নাম অগ্নিহোত্র। এই অগ্নিহোত্র “মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি”  
এতদ্বাক্যবহিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন বা পৃথক্। তাহা “মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি”  
এতদ্বাক্যের দ্বারা বিহিত।

‘তন্মেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি’ ইতি সিদ্ধবদুৎ-  
পন্নরূপাণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুক্ত্যে ন জুহ্বতী-  
তাদিবদপূর্ব্বমেবৈষাং রূপমুৎপাদয়তীতি। স্মৃতিলিপ্তমপি  
‘অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ’ ইতি বিজ্ঞাত-  
কর্তব্যাতাকমেব কৰ্ম্ম বিদ্যোৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি। “যস্মৈতে  
অষ্টাচত্বারিংশং সংস্কারা” ইত্যাদ্যা চ সংস্কারপ্রসিদ্ধির্বৈদি-

সত্যপি প্রকরণান্তরে তদেব কৰ্ম্ম ক্রতে: স্মৃতেচ সংযোগভেদে: পরং যথা-  
‘ইয়িহোত্রং জুহ্বাং স্বর্গকামোষাকজীবমগ্নিহোত্রং জুহ্বাদিতি তদেবাগ্নিহোত্র-  
মুভয়সংযুক্তম্। ন হি প্রকরণান্তরে সাংস্কারভেদকং কিস্তজ্ঞাতজ্ঞাপনস্বরসো  
বিধি: প্রকরণৈক্যে ক্ষুটতরপ্রত্যভিজ্ঞাবলেন স্বরসং জহ্বাং। প্রকরণান্তরেণ  
তু বিঘটিতপ্রত্যভিজ্ঞান: স্বরসমজহ্বং কৰ্ম্ম ভিনন্তি। ইহ তু সিদ্ধবদুৎপন্নরূপা-  
ণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুক্ত্যানো ন জুহ্বতীতাদিবদপূর্ব্বমেবাং  
রূপমুৎপাদয়িতুমর্হতি। ন চ তত্রাপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রে মাসবিধিনীপূর্ব্বাগ্নি-  
হোত্রোৎপত্তিরিতি সাশ্রুতম্। হোম এব সাংস্কারং বিধিশ্রুতে:। কালস্ত  
চানুপাদেয়স্তাবিধেয়ত্বাং। কালে হি কৰ্ম্ম বিধীয়তে ন কৰ্ম্মণি কাল ইত্যুৎ-

পোষক বাক্য বা শ্রোত চিহ্ন এই যে, ক্রতি “ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ বিচার ও  
যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মা জানিবেন” এই বলিয়া পূর্ব্বপরিচিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে  
আত্মবিবিদিষায় বিনিয়োগ করিয়াছেন। অপরিচিতরূপ অর্থাৎ অজ্ঞ কোন  
নূতন যজ্ঞাদির স্বরূপ উপদেশ করেন নাই। (স্মৃতরাং স্থির হইতেছে  
যে, আশ্রমী ও জ্ঞানকামী মুমুক্শু উভয়ের অন্তর্গত অগ্নিহোত্রাদি অভিন্ন।)  
স্মৃতিস্থ পোষক বাক্য বা চিহ্ন এই যে, স্মৃতি “যে ব্যক্তি ফল অহংসকান  
না করিয়া কর্তব্য কৰ্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে” এই বলিয়া জ্ঞাতকর্তব্যাতাক  
কৰ্ম্মেরই জ্ঞানোৎপত্তিসহায়তা বর্ণন করিয়াছেন। (জ্ঞাতকর্তব্যাতাক=যে  
সকল কৰ্ম্ম কর্তব্য বলিয়া জানা আছে অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে সেই  
সকল কৰ্ম্ম। যে সকল কৰ্ম্মের স্বরূপ, ইতিকর্তব্যতা ও ফল শাস্ত্রান্তরে  
উপদিষ্ট আছে সেই সকল কৰ্ম্মই ফলকামনাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান-  
প্রদ হয়।) স্মৃতিতে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কৰ্ম্মকলাপের সংস্কার নাম দেখা  
যায়। সেই স্মৃতিপ্রসিদ্ধ সংস্কারনামের সার্থক্যবলেও কৰ্ম্মভেদাশঙ্কা বিদূষিত  
হইতে পারে। যে স্মৃতিতে বৈদিক কৰ্ম্মকলাপ সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ আছে,  
সঙ্কেতিত হইয়াছে, সে স্মৃতি এই—“বাহার এই অষ্টচত্বারিংশং (৪৮)

কেমু কৰ্ম্মস্থ তৎসংস্কৃতস্ত বিদ্যোৎপত্তিমভিপ্রোক্ত্য স্মৃতো  
ভবতি । তস্মাৎ সাধ্বিদমভেদাবধারণম্ ॥ ৩৪ ॥

### অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥\*

সহকারিত্বশ্চৈবৈতদ্ব্যপোদ্বলকং লিঙ্গদর্শনং অনভিভবঞ্চ  
দর্শয়তি ঐতিব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নস্ত রাগাদিভিঃ ক্লেশৈঃ  
‘এষ হ্যাত্মা ন নশ্চতি যং ব্রহ্মচর্য্যোণানুবিন্দতে’ ইত্যাদিনা ।

সর্গঃ । ইহ তু বিবিদিষায়াং বিধিশ্রুতিনং যজ্ঞাদৌ । তানি তু সিদ্ধান্তেবানুদ্যস্ত  
ইত্যেককর্ম্ম্যাং সংযোগপৃথকত্বং সিদ্ধম্ । স্মৃতিরুক্তা । লিঙ্গদর্শনমুক্তম্ ।

নিত্যানি কর্ম্মাণি স্বতঃ পূণ্যলোকাবাপ্তিকলাতপি জ্ঞানকামেনাশ্রুতিতানি  
জ্ঞানার্থানীত্বাক্তম্ । ইদানীং ব্রহ্মচর্য্যাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং ক্লেশতনুকরণেন  
বিদ্যোদয়ে হেতুতেত্যত্র লিঙ্গমাহ । অনভিভবঞ্চতি । স্মৃতস্ত তৎপার্থোক্তি-

সংস্কার—” ইত্যাদি । † যে এই ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত—তাহারই জ্ঞানোৎ-  
পত্তি হওয়া সুসম্ভব । ( ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত এ কথার তাৎপর্য্য—সংস্কার বলে  
তাহাদের চিত্তমল থাকে না, পরিনাক্তিত হয়, স্মৃতির তাহারা সংস্কৃত অর্থাৎ  
বিশুদ্ধসত্ত্ব হয় । বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলেই জ্ঞানের আবির্ভাব হয় । ) প্রদর্শিত  
প্রকারে কর্ম্মভেদ শঙ্কা নিবারিত হইতেছে, সে জ্ঞান ঐ সাবধারণ প্রয়োগ  
সাধু বলিয়া গণ্য ।

যেমন প্রদর্শিত শ্রোত লিঙ্গের দ্বারা আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের  
বিদ্যাসহকারিতা নিশ্চিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মেরও বিদ্যাহেতুতা  
অবধারিত হয় । কারণ, ঐতিহী দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন  
পুরুষ রাগদ্বৈষাদি ক্লেশে অভিভূত হয় না । ক্লেশে অভিভূত না হইলেই  
নিশ্চৈতন্যকে জ্ঞানোদয় হয় । যথা—“যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অশু-  
ভবাকৃষ্ট হন, সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শনগত হন না ।” ইত্যাদি ।

\* অনভিভবং রাগাদিভিঃ । দর্শয়তি ঐতিমিত্তি শেষঃ । ব্রহ্মচর্য্যাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং ক্লেশ-  
তনুকরণদ্বারেণ বিদ্যোদয়হেতুত্বং ঐতিমিত্তি দর্শিতমিতি ।—ঐতি ইহাও দেখাইয়াছেন যে,  
ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি রাগাদি দোষে আক্রান্ত হন না । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি  
আশ্রম কর্ম্মও রাগ দ্বৈষে অভিনিবেশ প্রভৃতি ক্লেষণকক ক্ষীণ করে, করিয়া জ্ঞানোদয়ের  
কারণ হয় ।

† গর্ভাধান হইতে পত্ন্যভিগম পর্য্যন্ত সংস্কার কর্ম্ম ১৪, তৎপরে ৫ মহাব্রজ, ৭ সোমব্রজ,  
৭ হবির্ব্রজ, ৭ পাকব্রজ, অভুক্ত খাওয়া সংহিতাধায়ন, প্রায়ণ কর্ম্ম, জপ, উৎক্রমণ, দৈনিক  
কর্ম্ম, ভ্রমসমূহন, অস্থিসঞ্চয়ন, শ্রাদ্ধ, এই ৮ । সমুদয়ে ৪৮ এবং সমুদয়েই শুদ্ধজ্ঞানক বলিয়া  
সংস্কার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ।

তস্মাদ্‌যজ্ঞাদীনাশ্রমকৰ্ম্মাণি চ ভবন্তি বিদ্যাসহকারীণি চেতি  
স্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্তরা চাপি তু তদৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥\*

বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চাত্মাশ্রমপ্রতিপ-  
ত্তিহীনানামন্তরালবর্তীনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোহস্তি কিং  
বা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তম্ । আশ্রমক-

পূৰ্ণকৰ্ম্মকৰ্ম্মার্থং কথয়তি । সহকারিত্বশ্চেতি । উভয়বিধ্যধীনমর্থমুপসংহরতি ।  
তস্মাদিতি । ইত্যামন্দগিরিঃ ।

আশ্রমকৰ্ম্মণাং বিদ্যোপায়স্বৈ সত্যনাশ্রমকৰ্ম্মণাং নৈবমিতি মত্বানং প্র-  
ত্যাহ । অন্তরেতি । অনাশ্রমিণো বিধুরাদীন্ বিষয়ীকৃত্য তেবাং কৰ্ম্মস্বপ্রা-  
ক্কেদ্বিন্দ্যপ্রসিদ্ধেচ্চ সংশয়মাহ । বিধুরেতি । অত্রানাস্রমকৰ্ম্মণামুক্তবিদ্যা-  
হেতুত্বোক্ত্যা পাদাদিসম্বতিঃ । পূৰ্ণপক্ষে যথা বিধুরকৰ্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধি-  
স্তথৈবাস্রমকৰ্ম্মণামপি বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ । সিদ্ধান্তে স্বাশ্রমিত্ত্বস্ত অ্যায়স্বাৎ-  
কৰ্ম্মণাং তৎসিদ্ধিরিতি মত্বানঃ সংশয়মনুদ্যপূৰ্ণপক্ষমাহ । নাস্তীত্যাদিনা ।

অতএব, যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম আশ্রমিকৰ্ত্তব্যও বটে ; তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির  
সাহায্যকারীও বটে ।

আশ্রমকৰ্ম্ম বিদ্যালভের উপায়, এতৎ প্রসঙ্গে অত্র এক সংশয় উপস্থিত  
হয় । সে সংশয় এই—কোন এক আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে নাই এরূপ  
বিধুর-নামক অন্তরালবর্তী ব্যক্তি ও দ্রব্যহীন যৎপরোনাস্তি দরিদ্র ( যাহারা  
দ্রব্যভাবে আশ্রমবিহিত কার্য্য করিতে অপারক ) তাহাদের বিদ্যাধিকার  
আছে কি নাই । পূৰ্ণপক্ষে পাওয়া যায়, যখন আশ্রম কৰ্ম্মই বিদ্যালভের  
উপায় তখন তাহাদের অর্থাৎ তাদৃশ অনাশ্রমীর বিদ্যাধিকার অসম্ভাব্য ।  
উত্তরপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে, অনাশ্রমিক্রমে অন্তরালে অবস্থান  
করিলেও বিধুরদিগের বর্ণধৰ্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের

\* অন্তরা অন্তরালে বর্তমানাশ্রমসংজ্ঞা প্রসিদ্ধান্তেবামপি বিদ্যায়ামধিকার ইতি পূ-  
ণীয়ম্ । হেতুমাৎ তদ্বিতি । ঐতিহ্যতীহাসশাস্ত্রেণৈকপ্রভৃতীনাং বিধুরাণাং ব্রহ্মবিক্রমণাদি-  
তার্থঃ ।—আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ও ব্রহ্মচর্যাাদি কৰ্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির  
কারণ, এই স্রবধারণ অনুসারে অনাশ্রমীরও বিদ্যাধিকার আছে কিনা তাহা বিচার্য্য  
হইতেছে । পূৰ্ণপক্ষে নাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা আছে বলাই  
উচিত । অনাশ্রমীবিধুর ও নিতান্ত দরিদ্র, ইহারা আশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম করণে অক্ষর ও  
অনধিকারী হইলেও জ্ঞানোৎপাদক জপাদি কৰ্ম্মের দ্বারা বিদ্যাধিকার আরম্ভ করিতে  
পারে, ইহা পুরাণাদি শাস্ত্র দেখা যায় অর্থাৎ নিদর্শিত হইয়াছে ।



শ্রুণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাং আশ্রমকর্মাসম্ভবাক্ষেপেভ্যো-  
মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু। অনাশ্রমিহেনা-  
হস্তরালে বর্তমানোহপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে। কৃতঃ। তদ-  
দৃষ্টেঃ। রৈকবাচরুবীপ্রভৃতীনাং মেবস্তুতানাংপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্র-  
তুপলকোঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥\*

সম্বর্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্মণা

বিবিদিষ্যাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিভক্তিশ্রুতেরাশ্রমকর্ম্যভাবেহপি  
বর্ণমাত্রকর্ম্যণাং দানাদীনাং সম্ভবাং বিধুরাদীনাংপি বিদ্যাধিকারঃ শ্রাদ্ধিত্যা-  
শক্ত্য কেবলবর্ণকর্ম্যণাং বিদ্যাসাধনেষে সত্যশ্রমকর্ম্যণাং বৈয়র্থ্যাদনাশ্রমিণামন-  
ধিকারো বিদ্যায়ামিত্যাহ। আশ্রমেতি। অনাশ্রমকর্ম্যণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি  
পূর্ব্বপক্ষমন্দ্য সিদ্ধান্তয়তি। এবমিতি। প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি। অনাশ্র-  
মিহেনেতি। তদৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে। রৈকেষেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

শ্রোতীং দৃষ্টীং শিষ্টীং স্মার্ত্তীমপি দর্শয়তি। অপীতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং  
সিদ্ধে সিদ্ধান্তেহনস্তরস্বত্রনিরন্তকোদ্যমাহ। নষিতি। জন্মান্তরকৃতাদপি কর্মণো  
রৈকাদীনাং বিদ্যাসম্ভবাং বর্ণোপাধাবুক্তাং কর্মণো বিদ্যোত্যত্র শ্রুতিস্মৃতিভা-

দেবারাধনা ও জপাদি কার্য্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব  
হয়। রৈক ও বাচরুবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে  
ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। (সমাবর্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্ঘাপন করিয়াছে  
অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই কি বনব্রজ্যাাদি করে নাই এরূপ লোক  
বিধুর। পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও  
সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদিগের  
বর্ণধর্ম্ম দান পুজাদিতে অধিকার থাকায় সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের  
ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে।)

সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি নগচর্য্যায় (নগচর্য্যায় = বহুযোগী সন্ন্যাসী) থাকিতেন,  
কোনও কিছু আশ্রমকর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাত্ম্যতাদি ইতিহাস-স্মৃতিতে  
লিখিত আছে, তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন। বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র  
(শ্রুতি ও স্মৃতি) জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে। বিধায়ক শাস্ত্র কৈ? বিধায়ক

\* আশ্রমকর্ম্মত্যাগিনাং সম্বর্তপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিমিতি শেষঃ।—সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্রম  
কর্ম্ম করিতেন না অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন। এ কথা ইতিহাসাঙ্গক স্মৃতিতে  
(পুরাণাদি গ্রন্থে) উক্ত হইয়াছে।

মপি মহাযোগিত্বং স্মর্যত ইতিহাসে । নমু লিঙ্গমিদং প্রুতি-  
স্মৃতিদর্শনমুপশ্রুন্তঃ কা নু খলু প্রাপ্তিরিতি সাহভিধীয়তে ॥৩৭॥

### বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥\*

তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভির্জ-  
পোপবাসদেবতারাদিভির্ধর্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ  
সম্ভবতি । তথা চ স্মৃতিঃ—

• ‘জপোন্মৈব তু সংসিধ্যোব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদন্যম বা কুর্যাম্নৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে’ ॥

রনিয়ামকত্বাৎ নিয়ামকাস্তুরং বক্তব্যমিতার্থঃ । আশ্রমধর্মভাবোহপি বর্ণধর্ম-  
বিশেষৈরনুগ্রহীতা বিদ্যাদেবাতীতি সূত্রেণ সমাপত্তে সেতি । ইত্যনন্তগিরিঃ ।

যদি বিদ্যাসহকারীগ্যাশ্রমকর্মাণি হস্তভো বিধুরাদীনামনাশ্রমিগামনধিকা-  
রোবিদ্যারাম্ । অভাবাৎ সহকারিণামাশ্রমকর্মাণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে । নাত্য-  
শ্রমকর্মাণো রৈকবিধুরবাচকবীপ্রভৃতয়ঃ । সন্তি হি তেষামনাশ্রমিষে জপোপ-  
বাসদেবতারাদিনীনি কর্মাণি । কর্মাণাঞ্চ সহকারিত্বমুক্তম্ । আশ্রমকর্মাণামুপ-

শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত আরক শাস্ত্র কার্যকারী হইতে পারে না । সূত্রকার  
এতৎপ্রস্তের প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন ।

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুষসম্বন্ধীয় ( পুরুষমাত্রকর্তব্য ) জপ,  
উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধর্মবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও  
বিদ্যার অনুগ্রহ হইতে পারে । স্মৃতি বলিয়াছেন “ব্রাহ্মণ জপকর্মের দ্বারাও  
সিদ্ধ হন । অন্ত কোন আশ্রমধর্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ ।”  
( মৈত্র = মিত্রতার অবস্থানকারী । অহিংসক বা দয়াবান । ) এই স্মৃতি বিধুর  
ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকর্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের অপাধিকার আছে  
বলিয়াছেন । অন্ত স্মৃতিতেও আছে “বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে  
পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ।” এই স্মৃতি জন্মান্তরসন্ধিতধর্মসংস্কারবিশিষ্ট দিগের  
প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন । বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দৃষ্ট

\* বর্ণধর্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়া ইতি পুরণীয়ম্ । আশ্রমধর্মভাবোহপি বর্ণধর্মৈরনুগ্রহীতা  
বিদ্যা উদেবাতীতি সূত্রতাৎপর্যার্থঃ ।—আশ্রমবিশেষে অনবহিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ  
বর্ণধর্মে রত থাকেন । আচরিত সেই সেই ধর্মের দ্বারা তাহাদিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ  
( উদয় ) হইতে দেখা যায় । অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের প্রতি বর্ণধর্মেরও নিমিত্ততা আছে ।

শ্রমণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাং আশ্রমকর্মাসম্ভবাক্ষেপেন্না-  
মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু। অনাশ্রমিহেনা-  
হন্তরালে বর্তমানোহপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে। কুতঃ। তদ-  
দৃষ্টেঃ। রৈকবাচকবীপ্রভৃतीনামেবস্তুতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্চ-  
তু্যপলক্ষেঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥\*

সম্বর্তপ্রভৃतीনাঞ্চ নমচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্মণা

বিবিদিষাবাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিভক্তিশ্রুতেরাশ্রমকর্ম্যভাবেহপি  
বর্ণমাত্ত্বকর্মণাং দানাদীনাং সম্ভবাং বিধুরাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ শ্রাদ্ধিত্যা-  
শঙ্ক্য কেবলবর্ণকর্মণাং বিদ্যাসাধনত্বে সত্যশ্রমকর্মণাং বৈয়র্থ্যাদনাশ্রমিণামন-  
ধিকারো বিদ্যারামিত্যাহ। আশ্রমেতি। অনাশ্রমকর্মণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি  
পূর্বপক্ষমন্দ্য সিদ্ধাস্তয়তি। এবমিতি। প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি। অনাশ্র-  
মিহেনেতি। তদৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে। রৈক্যেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

শ্রৌতীং দৃষ্টীং শিষ্টীং স্মর্ত্তীমপি দর্শয়তি। অপীতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং  
সিদ্ধে সিদ্ধান্তেহনন্তরত্বান্নিরস্তকৌদ্যমাহ। নম্বিতি। জন্মান্তরকৃতাদপি কর্মণো  
রৈকাদীন্যাং বিদ্যাসম্ভবাং বর্ণোপাধাবুক্তাং কর্মণো বিদ্যোত্যত্র শ্রুতিস্মৃতিভ্যা-

দেবারাধনা ও জপাদি কার্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব  
হয়। রৈক্য ও বাচকবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে  
ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। ( সমাবর্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্ঘাপন করিয়াছে  
অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই কি বনব্রজ্যাদি করে নাই একরূপ লোক  
বিধুর। পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও  
সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদিগের  
বর্ণধর্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায় সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের  
ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে। )

সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি নমচর্য্যায় ( নমচর্য্যায় = বহুযোগী সন্ন্যাসী ) থাকিতেন,  
কোনও কিছু আশ্রমকর্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাস-স্মৃতিতে  
লিখিত আছে, তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন। বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র  
( শ্রুতি ও স্মৃতি ) জাপক মাত্র, বিধায়ক নহে। বিধায়ক শাস্ত্র কৈ ? বিধায়ক

\* আশ্রমকর্মত্যাগিনাং সম্বর্তপ্রভৃतीনাং জ্ঞানিহমিতি শেষঃ।—সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্রম  
কর্ম করিতেন না অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন। এ কথা ইতিহাসাজ্ঞক দৃতিতে  
( পুরাণাদি গ্রন্থে ) উক্ত হইয়াছে।

মপি-মহাযোগিত্বং স্বর্য্যত ইতিহাসে। নমু লিঙ্গমিদং ত্রুতি-  
স্বতীদর্শনমুপশাস্তং কা নু খনু প্রাপ্তিরিতি সাহভিধীয়তে ॥৩৭॥

### বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥\*

তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভিজ্জ-  
পোপবাসদেবতারাদিভির্ধর্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ  
সম্ভবতি। তথা চ স্মৃতিঃ—

‘জপোয়ৈব তু সংসিধ্যোব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

কুর্যাদন্যম বা কুর্য্যামৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে’ ॥

রনিয়ামকত্বাং নিয়ামকাস্তরং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। আশ্রমধর্ম্মাভাবেহপি বর্ণধর্ম্ম-  
বিশেষৈরনুগ্রহীতা বিদ্যোদেষাতীতি সূত্রেণ সমাপ্তে সেন্তি। ইত্যনন্তগিরিঃ।

যদি বিদ্যাসহকারীগ্যাশ্রমকর্ম্মাণি হস্ত ভো বিধুরাদীনামনাশ্রমিগামনধিকা-  
রোবিদ্যায়াম্। অভাবাং সহকারিণামাশ্রমকর্ম্মণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নাত্য-  
ন্তমকর্ম্মাণো রৈকবিধুরবাচকবীপ্রভৃতয়ঃ। সন্তি হি তেষামনাশ্রমিষে জপোপ-  
বাসদেবতারাদিনীনি কর্ম্মাণি। কর্ম্মণাঞ্চ সহকারিত্বমুকম্। আশ্রমকর্ম্মণামুপ-

শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত আরক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। সূত্রকার  
এতৎপ্রস্তের প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন।

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুষস্বকীয় (পুরুষমাত্রকর্তব্য) জপ,  
উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও  
বিন্যার অনুগ্রহ হইতে পারে। স্মৃতি বলিয়াছেন “ব্রাহ্মণ জপকর্ম্মের দ্বারাও  
সিদ্ধ হন। অত্র কোন আশ্রমধর্ম্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ।”  
(মৈত্র = মিত্রতায় অবস্থানকারী। অহিংসক বা দয়াবান্।) এই স্মৃতি বিধুর  
ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকর্ম্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের অপাধিকার আছে  
বলিয়াছেন। অত্র স্মৃতিতেও আছে “বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে  
পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।” এই স্মৃতি জন্মান্তরসঙ্কিতধর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট দিগের  
প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন। বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দৃষ্ট

\* বর্ণধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়া ইতি পুরণীয়ম্। আশ্রমধর্ম্মাভাবেহপি বর্ণধর্ম্মৈরনুগ্রহীতা  
গিয়া উদেষাতীতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ।—আশ্রমবিশেষে অনবস্থিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ  
বর্ণধর্ম্মে রত থাকেন। আচরিত সেই সেই ধর্ম্মের দ্বারা তাহাদিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ  
(উদয়) হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ জ্ঞানোন্মেষের প্রতি বর্ণধর্ম্মেরও নিমিত্ততা আছে।

ইত্যসম্ভবাদাশ্রমকৰ্মণোহপি জপেহধিকারং দর্শয়তি । জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈরপি চাশ্রমকৰ্ম্মভিঃ সম্ভবত্যেব বিদ্যায়াম্ অনুরোধঃ । তথাচ স্মৃতিঃ—

‘অনেকজন্মসংসিক্তস্ততো যাতি পরাং গতিম্’ ।

ইতি জন্মান্তরসংক্ৰান্তানপি সংস্কারবিশেষানুগ্রহীত্বানু বিদ্যায়াম্ দর্শয়তি । দৃষ্টার্থা চ বিদ্যা প্রতিষেধাভাবমাত্রোণাপ্যর্থিনমধিকরোতি শ্রবণাদিষু । তস্মাদ্বিধুরাদীনামপ্যধিকারো ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অতস্তিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥\*

অতস্তিস্তরালবর্তিত্বাদিতরদাশ্রমবর্তিত্বং জ্যায়োবিদ্যাসাধনং

লক্ষণাদিতি ন তেষামনধিকারোবিদ্যাসু । “জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈরপি চে”তি । ন খলু বিদ্যাকার্ষ্যে কৰ্ম্মণামপেক্ষাহপি তুৎপাদে । উৎপাদয়ন্তি চ বিবিদিরোপহারেণ কৰ্ম্মাণি বিদ্যাম্ । উৎপন্নবিবিদিবাণাং পুরুষধোরেষাণাং বিহুরসম্বর্ত-প্রভৃতীনাং কৃতং কৰ্ম্মভিঃ । যদ্যপি চেহ জন্মনি কৰ্ম্মাণ্যনুষ্ঠিতানি তথাপি বিবিদিব্যাতিশয়দর্শনাৎ প্রাচি ভবেহুষ্ঠিতানি তৈরিতি গম্যত ইতি । নহু যথাধীতবেদ এব ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসায়ামধিক্রিয়তে নানধীতবেদ ইহ জন্মনি তথেষ জন্মজ্ঞাশ্রমকৰ্ম্মোৎপাদিতবিবিদিষ এব বিদ্যায়ামধিক্রুতো নেতর ইত্যনাশ্রমি-গামনধিকারো বিধুরপ্রভৃতীনামিত্যত আহ—“দৃষ্টার্থা চে”তি । অবিদ্যানি-বৃত্তির্বিদ্যায়াম্ দৃষ্টোইর্থঃ । স চাস্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধো ন নিয়মমপেক্ষত ইত্যর্থঃ । প্রতিষেধো বিঘাতস্তস্তাভাব ইত্যর্থঃ । যদ্যানাশ্রমিণামপ্যধিকারো বিদ্যায়াম্ কৃতং তর্হ্যাশ্রমৈরতিবহুলায়াসৈরিত্যশঙ্ক্যাহ—

স্বপ্নেনাশ্রমিত্বমাস্থেয়ম্ । দৈবাং পুনঃ পত্ন্যাদিবিয়োগতঃ সত্যানাশ্রমিত্বে

অর্থাৎ ঐহিক বা প্রত্যক্ষ । স্মৃতরাং প্রতিবন্ধকের অভাব বা প্রতিবন্ধক মোচন হইলেই বিদ্যাসাধক শ্রবণ মননাদির দ্বারা বিদ্যাধিকার জন্মে । অতএব, বিধুর প্রভৃতির বিদ্যাধিকার অবিরুদ্ধ ।

বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমাবস্থান শ্রেষ্ঠ । কারণ

\* অতঃ অন্তরালবর্তিত্বাৎ অনাশ্রমিত্বাৎ ইত্যং অস্তং আশ্রমিত্বং জ্যায় শ্রেষ্ঠমিতি লিঙ্গাৎ জ্যোতাৎ সার্ভাচ্চ বিজায়তে ।—আশ্রমিত্ব অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রতিশ্রুতির তাৎপর্যার্থ পধ্যালোচনে বিজাত হওয়া যায় ।

শ্রুতিস্মৃতিসন্ধুঃ ৷ শ্রুতিলিঙ্গাচ্চ ‘তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ  
পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ’ ইতি। ‘অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেক-  
মপি দ্বিজঃ।’ ‘সম্বৎসরমনাশ্রমী স্থিত্ব কৃচ্ছ্রমেককরেৎ’ ইতি  
চ স্মৃতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৯ ॥

তদুত্তম্য তু নাতদ্ব্যবো জৈমিনেরপি

নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥\*

সম্ব্যর্জেরেতস আশ্রমা ইতি স্থাপিতম্। তাংস্তু প্রাপ্তস্ত  
কথঞ্চিত্ততঃ প্রচ্যুতিরস্তি নাস্তি বেতি সংশয়ঃ। পূর্ববধর্ম্মস্বনু-  
ষ্ঠানচিকীর্ষয়া রাগাদিবশেন বা প্রচ্যুতোহপি স্যাৎ বিশেষা-

ভবেদধিকারোবিদ্যারামিতি শ্রুতিস্মৃতিসন্ধুর্ভেগ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যাদিনা  
জায়ত্বাবগতেঃ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চাবগমাতে। তেনৈতি পুণ্যকৃদিতি  
শ্রুতিলিঙ্গমনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতত্যাদি চ স্মৃতিলিঙ্গম্।

আরোহবৎ প্রত্যবরোহোহপি কদাচিদুর্জেরেতসাং স্মাদিতি মন্যশঙ্কানিরা-

এই যে, আশ্রমে অবস্থিত থাকিলে আশ্রমবিহিত অমুষ্ঠান উপচিত হইতে  
থাকে। তৎকারণে আশ্রমাবস্থানের জ্ঞানসাধনতা অনাশ্রমাবস্থা অপেক্ষা অস্ত-  
রঙ্গ ( নিকট সাধন )। আশ্রমিহ অনাশ্রমিহ উভয়ের মধ্যে যে আশ্রমিহই  
শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন এবং স্মৃতিও বলিয়াছেন। অধিকন্তু স্মৃতি  
অনাশ্রমীর নিন্দা করিয়াছেন। শ্রুতি বর্ণা—“আশ্রমবর্ষে রত থাকিলে  
ক্রমে ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ ও তৈজসসম্পন্ন হয়।” স্মৃতি বর্ণা—“দ্বিজ অর্থাৎ  
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবেন না।” “যদি পূর্ণ এক  
বৎসর অনাশ্রমী থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাপ্তিভাষ্যক কৃচ্ছ্রব্রত  
অমুষ্ঠান করিতে হইবে।”

শাস্ত্র উর্জেরেত আশ্রমের অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান আছে, ইহা স্থিরী-  
কৃত হইয়াছে। এক্ষণে সংশয়—সে আশ্রম প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার তাহা

\* তদুত্তম্য প্রাপ্ত্যর্জেরেতস্তাবস্ত অতদ্ব্যবস্ততঃ প্রচ্যুতির্নাতীতি নিয়মাদিশাস্ত্রেন্যো  
বিজায়তে। এতচ্চ মতং জৈমিনেরপি।—উর্জেরেত আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস নামক চতুর্থাশ্রম  
প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে আর অবরোহণ হয় না। অর্থাৎ সে আর নিম্নাশ্রমে আসিতে  
পারে না। ইহা জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই অভিমত। অবরোহণ না হওয়ার জাপক  
নিয়মশাস্ত্র, অতজপের অর্থাৎ অবরোহণের নিষেধ শাস্ত্র ও শিষ্টাচার। ( ভাষ্যব্যাখ্যা ) যেষ।

ভাবাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে । তদ্বৃত্তস্ত তু প্রতিপক্ষো-  
রেতোভাবস্ত ন কথঞ্চিদপ্যতস্তাবো ন ততঃ প্রচ্যুতিঃ স্যাৎ ।  
কুতঃ । নিয়মাত্তদ্রূপাতাবেভ্যঃ । তথা হি—অত্যন্তমাত্মানমা-  
চার্য্যাকুলেহবসাদয়ম্নিতি অরণ্যমিয়াদিতি পদস্ততো ন পুনরে-  
য়াদিত্যুপনিষদিতি ।

“আচার্য্যেণাত্মানুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্ ।

আবিমোক্ষাৎ শরীরস্ত সোহমুতির্থেদ্যথাবিধি ॥”

ইতি চৈবজ্ঞাতীয়কো নিয়মঃ প্রচ্যুতভাবং দর্শয়তি । যথা চ ।  
‘ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ ব্রহ্মচর্য্যা দেব প্রব্রজেৎ’ ইতি  
চৈবমাদীশ্বারোহরূপাণি বচাংস্থ্যপলভ্যন্তে নৈবম্প্রত্যবরোহ-

করণার্থমিদমধিকরণম্ । পূর্কধর্ম্মেষু যাগহোমাদিষু রাগতো বা গৃহস্থোহহং  
পন্থাদিপরিবৃত্তঃ স্মিতি । নিয়মং ব্যাচষ্টে “তথা হত্যন্তমাত্মানমি”তি । অত-  
দ্রূপতামবরোহতুল্যতাভাবম্ । ব্যাচষ্টে—“যথা চ ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য”তি ।

হইতে প্রচ্যুত হইতে পারে কি না ? অর্থাৎ ফিরিয়া আবার গার্হস্থ্যাদি  
গ্রহণ করিতে পারে কি না ? কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না থাকায় পূর্বপক্ষে  
পাওয়া যায়, আর একবার পূর্বধর্ম্ম সকল ( গার্হস্থ্যাদিবিহিত কর্ম্মকলাপ )  
ভালরূপে অনুষ্ঠান করিব, এইরূপ ইচ্ছার দ্বারা ফিরিতেও পারে ।  
আবার পক্ষান্তরে দেখা যায়, দোষশ্রুতি থাকায় পুনর্গার্হস্থ্য অশাস্ত্রীয় ।  
এইরূপ পক্ষাপক্ষ লাভ হয় বলিয়াই সূত্রকার তন্নির্ণয়ার্থ সূত্র বলিলেন ।  
সূত্রের অর্থ এই যে, তদ্বৃত্ত—একবার সেই ভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ চতুর্থাশ্রমপ্রাপ্ত  
হইলে আর তাহার অতত্ত্বাব অর্থাৎ কোনও প্রকারে, ইচ্ছোদেক হইলেও  
তাহা হইতে অবরোহণ ( পুনর্গার্হস্থ্যাদিতে আগমন ) নাই । তৎপ্রতি  
হেতু—নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব । নিয়ম অর্থাৎ মরণান্ত অরণ্যমাস  
প্রভৃতির নিয়ম । শাস্ত্র সেইরূপে থাকিবার নিয়ম বাধিয়া দিয়াছেন । অত-  
দ্রূপতা ( তদ্রূপ করার নিষেধশাস্ত্র ) অর্থাৎ সম্যাস ভঙ্গ করিয়া পুনর্গার্হস্থ্য  
না করা । শাস্ত্র সেরূপ করার দোষোদ্ঘোষণ করিয়াছেন । অভাব অর্থাৎ  
শিষ্টাচারের অভাব । কোনও শিষ্ট সেরূপ করেন নাই । [ তথা হি...বিদ্যাস্তে ]  
নিয়ম যথা—“আপনাকে গুরুগৃহে অতিশয়িত ক্লেশসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা ক্লিষ্ট  
করতঃ পরে অরণ্যে গমন করিবেক । অর্থাৎ নির্জনসেবিষ, উপলব্ধিত  
উর্করেত আশ্রম অবলম্বন করিবেক । ইহাই শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ । তাহা হইতে

রূপাঙ্গি । ন চৈবমাচারঃ শিষ্টা বিদ্যন্তে । যন্তু পূৰ্ব্বধৰ্ম্মস্ব-  
 ষ্ঠানচিকীৰ্ষয়া প্রত্যবরোহণমিতি তদসৎ । ‘শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো  
 বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাঃ স্বসুষ্ঠিতাঃ’ ইতি স্মরণাৎ । ত্রায়াচ্চ । যো  
 হি যং প্রতি বিধীয়তে স তস্য ধৰ্ম্মো ন তু যো যেন স্বসুষ্ঠাতুঃ  
 শক্যতে । চোদনালক্ষণত্বাক্ষৰ্য্যস্য । ন চ রাগাদিবশাৎ  
 প্রচ্যুতিঃ । নিয়মশাস্ত্রস্য বলীয়স্তাৎ । জৈমিনেন্নপীতাপিশব্দেন  
 জৈমিনিবাদরায়ণয়োরত্র সম্প্রতিপত্তিঃ শাস্তি প্রতিপত্তিদা-  
 . র্চ্যায় ॥ ৪০ ॥

অভাবঃ শিষ্টাচারভাবম্ । বিভজতে—“ন চৈবমাচারঃ শিষ্টা” ইতি । অতি-  
 রোহিতার্থমন্তঃ ।

আর পুনরাগত হইবেক না অর্থাৎ পুনর্গাহস্থ্য আসিবেক না । ইহাই উপ-  
 নিষৎ অর্থাৎ রহস্ত ( শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব । ) ” “গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চার  
 আশ্রমের কোন এক আশ্রম মরণান্ত পর্য্যন্ত বিধিবিধানক্রমে অনুষ্ঠান করি-  
 বেক । ” এইরূপ এইরূপ নিয়ম বা নিয়ামক শাস্ত্র উত্তরাশ্রমগৃহীতার পূর্বাশ্রমে  
 ফিরিয়া আসা নাই বলিয়াছেন । অতরূপ অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের স্তায়  
 অবরোহণ ক্রমের অভাব ( না থাকা ) দেখা যায় । “ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া  
 • গৃহী হইবেক । অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক । ” এই যেমন পর  
 পর উক্ত আশ্রম গমনের ক্রম দেখা যায়, এরূপ অবরোহণ ক্রম কুত্রাপি বা  
 কোনও শাস্ত্রবাক্যে দৃষ্ট হয় না । অপিচ, ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে শিষ্টাচারও  
 নাই । কোনও শিষ্টকে ( ধৰ্ম্মমৰ্ম্মজ্ঞ আন্তিক ঋষিকে ) উত্তরাশ্রম গ্রহণের  
 পর পুনর্গাহস্থ্য করিতে দেখা যায় নাই । [ যন্তু...ধৰ্ম্মস্য ] বলিয়াছিল যে,  
 পূৰ্ব্বধৰ্ম্ম সকল ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছায় পুনরাবর্তন ঘটতে পারে,  
 আমরা বলি, ঘটতে পারে না । কারণ এই যে, স্মৃতির অনুশাসন আছে—  
 “সর্দক্ষ স্তন্থর পরধৰ্ম্ম অপেক্ষা অল্প কিছু স্বধৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ । ” ( পরধৰ্ম্ম = অন্ত্রা-  
 শ্রমের ধৰ্ম্ম ) । এ বিষয়ে যুক্তিও আছে । যুক্তি এই যে, যে যাহা ভালরূপ  
 অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ—তাহাই তাহার ধৰ্ম্ম, এমন নহে ; কিন্তু যাহা যাহার  
 জ্ঞান বিহিত—তাহাই তাহার ধৰ্ম্ম । ইহাই বিধিবাক্যানুসারে ধৰ্ম্ম বা ধৰ্ম্ম-  
 লক্ষণের রহস্ত । [ ন চ...দার্ঢ্যায় ] চতুর্থাশ্রমী আবলম্বিত আশ্রম হইতে  
 চ্যুত হইতে পারিত যদি রাগের অর্থাৎ ঐচ্ছিক ব্যবহারের প্রাবল্য থাকিত ।



## ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানান্তদ-

যোগাৎ ॥ ৪১ ॥\*

যদি নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী প্রমাদাদবকীর্যেত কিং তস্য  
'ব্রহ্মচার্যাবকীর্ণী নৈষ্ঠাতং গর্দভমালভেত' ইত্যেতৎ প্রায়-  
শ্চিত্তং স্মারুত নেতি । নেতুর্ধ্যাতো । যদপ্যধিকারলক্ষণে নি-  
র্গীতং প্রায়শ্চিত্তং—অবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বাদানশ্যাপ্রাপ্তকাল-  
ত্বাদিত্যেতদপি ন নৈষ্ঠিকশ্চ ভবিতুমর্হতি । কিং কারণম্ । •

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামীতি নৈষ্ঠিকং প্রতি প্রায়শ্চিত্তাভাবস্মরণাৎ নৈষ্ঠিক-  
গর্দভালম্ব্যঃ প্রায়শ্চিত্তমপকুর্যাদকং প্রতি । তস্মাচ্ছিন্নশিরস ইব পুংসঃ প্রতি-  
ক্রিয়াভাব ইতি পূর্ষঃ পক্ষঃ । সূত্রযোজনাতু—ন চাধিকারিকমধিকারলক্ষণে

কিন্তু রাগপ্রাবল্যের সম্ভাবনা নাই । কারণ, রাগ অপেক্ষা নিয়ম শাস্ত্র  
বলবান্ এবং তাহারই বলে রাগের খর্ব্বতা সজ্বটন হয় । এ সিদ্ধান্ত কেবল  
বাদরায়ণসম্মত নহে, জৈমিনিসম্মতও বটে ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দৈবাৎ বা অনবধানতাপ্রযুক্ত অবকীর্ণী অর্থাৎ  
ভঙ্গব্রত বা ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হন তাহা হইলে তাঁহাকে “অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী নিষ্ঠাতি  
দেবতার উদ্দেশে গর্দভ পশু আলভন করিবেন” এতৎশাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত  
করিতে হইবে কি না তাহা এতৎসূত্রে বিচারিত হইয়াছে । বিচারের নিষ্কর্ণ •

\* আধিকারিকঃ অধিকারলক্ষণে নির্গীতং যৎ প্রায়শ্চিত্তং তৎ নৈষ্ঠিকে ভবিতুং নার্ষতি ।  
কৃতঃ ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ । অপ্রতিসমাধেয়পতনস্মরণাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তাযোগাদিত্য  
বাবৎ ।—পূর্ব্বমীমান্যার প্রথমকাণ্ডে একটা প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা এই—“ব্রহ্মচর্য্য  
ভঙ্গ হইলে গর্দভ পশু বধ করিয়া তদ্বারা নৈষ্ঠিক বাগ করিবেক” এই প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিক  
ব্রহ্মচারী পক্ষে বিহিত নহে । উপকূর্করণের প্রতি বিহিত । কারণ এই যে, উক্ত প্রায়শ্চিত্ত  
পশুহোমান্বক, পশুহোম অগ্ন্যাধানসাপেক্ষ স্মরণাৎ তাহা ব্রীহহণসাপেক্ষ । পশুহোমের  
নিমিত্ত অগ্ন্যাধান করিতে হইলে অগ্ন্যাধানার্থ ব্রীহহণ করিতে হইবেক কিন্তু ব্রীহহণ  
করিলে নৈষ্ঠিকের পাতিতা জন্মে । সে পাতিতোর বা সে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই । সেই  
জন্ত প্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিকের নহে ; উপকূর্করণের । উপকূর্কণ ব্রহ্মচারী ব্রীহহণ ও অগ্নি-  
হরণ করিলে সেরূপ পাতকী হন না—নৈষ্ঠিক যেরূপ হন । অতএব, প্রায়শ্চিত্তনাশ্য নহে  
এরূপ পাতক স্মৃত ( স্মৃতিতে উক্ত ) হওয়ায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গজনিত দোষের নালক  
প্রায়শ্চিত্তের অভাব ( না থাকাই ) স্থিরীকৃত হয় । ফলিতার্থ এই যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য  
ভঙ্গ করিলে নৈষ্ঠিকের পতন ও প্রায়শ্চিত্তাভাব কিন্তু তাহা অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইলে প্রায়শ্চিত্ত  
ও পতনাভাব স্বীকৃত হয় । উপকূর্করণের ইচ্ছানিচ্ছাকৃত দোষের পরিহার আছে ।

‘আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্মং যন্ত প্রচ্যবতে পুনঃ ।

‘প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা’ ॥

ইত্যপ্রতিসমাধেয়পতনস্বরূপাং ছিন্নশিরস ইব প্রতিক্রিয়ানুপ-  
পত্তেঃ । উপকূর্ক্সাণশ্চ তু তাদৃক্পতনস্বরূপাভাবানুপপদ্যতে  
তৎ প্রায়শ্চিত্তম্ ॥ ৪১ ॥

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবতদ্বক্তৃত্বম্ ॥ ৪২ ॥\*

• অপি ত্বেকে আচার্য্যা উপপাতকমেবৈতদিতি মন্যন্তে  
প্রথমকালে নিৰ্ণীতমবকাণিপশুশ্চ তদ্বদাধানস্তাপ্রাপ্তকালবাদিত্যনেন যৎ  
প্রায়শ্চিত্তং তন্ন নৈষ্ঠিকে ভবিতুমর্হতি । কৃতঃ । আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকমিতি স্বত্যা  
পতনশ্চত্যানুমানাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তাযোগাৎ ।

অতিস্তাবৎ স্বরসতোহসঙ্কুচবৃত্তিব্রহ্মচারিমাশ্রয় নৈষ্ঠিকস্তোপকূর্ক্সাণশ্চ

এই যে, হইবে না । যদিও অধিকারনির্ণয় প্রকরণে কথিতপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত  
অভিহিত হইয়াছে, কথিত হইয়াছে, তথাপি, সে নির্ণয় নৈষ্ঠিকের জন্ত নহে ।  
কেন না নৈষ্ঠিকের অগ্ন্যাধান নাই । অগ্ন্যাধান না থাকায় উক্ত প্রায়শ্চিত্ত  
অসম্ভব । তাঁহার অগ্ন্যাধানের যথাযোগ্য কাল অতিক্রান্ত । শাস্ত আছে, “যে  
ব্যক্তি নৈষ্ঠিকধর্ম্মে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে ছ্যাত হয়, এমন  
কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না যে, তদ্বারা সেই আত্মবাতী অতিপাতকী শুদ্ধ  
হইতে পারে ।” এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিকের বিবাহকরণজনিত পাপের নাশক  
প্রায়শ্চিত্ত না থাকা অভিহিত হইয়াছে । পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত না থাকায়  
তৎকর্ম্মকরণে পতিত হইতে হয়, সুতরাং অজ্ঞানরূত সৰুৎ ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গের  
জন্ত যে প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ আছে, সে প্রায়শ্চিত্ত উপকূর্ক্সাণের পক্ষেই  
বিহিত । নৈষ্ঠিকের পক্ষে নহে । যেমন শিরশ্ছেদের চিকিৎসা নাই, তেমনি,  
নৈষ্ঠিকাশ্রম আশ্রয় করিয়া পশ্চাৎ তাহা ত্যাগ করিলে তাহারও প্রায়শ্চিত্ত  
নাই । উপকূর্ক্সাণের সেরূপ পাতিত্য শুনা যায় না, সুতরাং উক্ত প্রায়শ্চিত্ত  
উপকূর্ক্সাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বিহিত ।

\* উপপশ্যৎ পূর্ব্বং বস্য তৎপাতকম্ । উপপাতকমিতি যাবৎ । নৈষ্ঠিকব্রতলোপসোপ-  
পাতক্যং একে ধ্বংস আছয়িত্তি শেবঃ । অতএব ভাবং প্রায়শ্চিত্তান্তিকম্ । অশনবদিতি  
দৃষ্টান্তঃ । বধা ব্রহ্মচারিণো মধ্যমাংসাদিত্যক্লেপে ব্রতলোপঃ প্রায়শ্চিত্তকঃ তথা । তদ্বক্তৃত্বমিতি  
জৈমিনিরূপকৃত্যে ।—কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গুরুদারাদি ব্যতীত  
অন্য দ্বীতে ব্রহ্মচর্য্য লোপ হইলে তদ্ব্যবহিত তাহার উপপাতক জন্মে, সেই জন্য তাহার প্রায়-

ত্বিন্দ্রিয়ত্বং ন শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধমস্মি । ব্যাপদেশভেদ-  
শচায়ং তত্ত্বভেদপক্ষ উপপদ্যতে । তদ্বৈকত্বে তু 'স এবৈকঃ  
সন্ প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যাপদেশং লভতে ন লভতে চ' ইতি বিপ্রতি-  
ষিদ্ধম্ । তস্মাৎতত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে । কুতশ্চ তত্ত্বান্তরভূতা  
মুখ্যাদিতরে ॥১৭ ॥

### ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥\*

শ্রুতেশ্চ গতির্দর্শিতা । তথা জ্যোষ্ঠে প্রাণশব্দস্ত মুখ্যাদিঙ্গিয়েষু ততস্তত্ত্বা-  
ন্তরেষু লাক্ষণিকঃ প্রাণশব্দ ইতি যুক্তম্ । ন চ মুখ্যত্বানুরোধেনাবগতভেদয়ো-  
রৈক্যং যুক্তম্ । মাতৃলাঙ্গাদীনাং তীরাদিভিরৈক্যমিতি । অন্তে তু ভেদ-  
শব্দাধ্যাহারভিয়া ভেদশ্রুতেশ্চেতি পৌনরুক্ত্যভিয়া চ তচ্ছব্দস্ত চানন্তরোক্ত-  
পরামর্শকত্বাদন্তথা বর্ণয়াৎক্কুঃ । কিমেকাদশৈব বাগাদয় ইন্দ্রিয়াণ্যাহো প্রাণো-  
হপীতি বিশয়ঃ । ইন্দ্রিয়ান্ননোলিঙ্গমিঙ্গিয়ম্ । তথা চ বাগাদিবং প্রাণস্তাপীন্দ্র-  
লিঙ্গতান্তি । ন চ রূপাদিবিষয়ালোচনকরণতেঙ্গিয়তা । আলোকস্তাপীন্দ্রিয়-  
ত্বপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎভৌতিকমিঙ্গলিঙ্গমিঙ্গিয়মিতি বাগাদিবং প্রাণোপীন্দ্রিয়মিতি  
প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে । ইন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি শ্রেষ্ঠাং প্রাণাদন্তত্র ।  
কুতঃ । তেনেঙ্গিয়শব্দেন তেবামেব বাগাদীনাম্ ব্যাপদেশাৎ । ন হি যুধ্যে  
প্রাণ ইন্দ্রিয়শব্দো দৃষ্টচরঃ । ইঙ্গলিঙ্গতা তু ব্যাপ্তিমাত্রনিমিত্তং যথা গচ্ছতীতি  
গৌরতি প্রবৃত্তিনিমিত্তং দেহাধিষ্ঠানেষে সতি রূপাদ্যালোচনকরণত্বম্ । ইদ-  
ঞ্চান্ত দেহাধিষ্ঠানত্বং যদেহানুগ্রহোপঘাতাভ্যাং তদনুগ্রহোপঘাতৌ । তথা চ  
নালোকশ্চেঙ্গিয়ত্বপ্রসঙ্গঃ । তস্মাজ্জ্যেষ্ঠেবাগাদয় এবোঙ্গিয়াণি ন প্রাণ ইতি  
সিদ্ধম্ । ভাব্যকারীযং স্বধিকরণং ভেদশ্রুতেরিত্যাदिষু স্বত্রেণু নেয়ম্ ।

পুরস্কারে মনকেও সংগ্রহ করা হইয়াছে ( মন যষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এইরূপ স্মৃতি আছে )  
পরন্তু কি শ্রুতি কি স্মৃতি কোথাও প্রাণের ইন্দ্রিয়ত্ব কথন নাই । [ ব্যাপদেশ...  
দিতরে ] বাধক প্রমাণ না থাকিলে বস্তুভেদ পক্ষেই নাম ভেদ উপপন্ন হয়,  
বস্তুর একত্ব অনুপপন্ন থাকে । যদি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় একই বস্তু হয়, তাহা  
হইলে একই প্রাণ একস্থানে ইন্দ্রিয় নাম প্রাপ্ত হয়, অত্রস্থানে তাহা হয় না,  
এ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ । এই সকল কারণে বলিতে হয়, মানিতে হয়, অত্র একা-  
দশ প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ । এ হেতুতেও ইতর প্রাণ মুখ্য  
প্রাণ হইতে পৃথক্—

\* প্রাণোত্তোভিন্না বাগাদয় ইতি শ্রবণাদিহি সূত্রাক্ষরার্থঃ । এতেন মুখ্যন্তেতরভিরেষে ঙ্গব-

ভেদেন চ বাগাদিভাঃ প্রাণঃ সৰ্বত্র প্রীয়তে । ‘তে হ বাচমুচুঃ’ ইত্যুপক্রম্য বাগাদীনম্বরপাপাবিধিস্তানুপাত্তশ্রোপ-  
সংহত্যা বাগাদিপ্রকরণং ‘অথ হেমমাসম্ভাঃ প্রাণমুচুঃ’ ইত্যম্বর-  
বিধংসিনো মুখ্যস্ত প্রাণস্ত পৃথগুপক্রমাৎ । তথা ‘মনো বাচং  
প্রাণং তান্মাত্মনেহকুরুত’ ইত্যেবমাদ্যা অপি ভেদশ্রুতয়  
উদাহৰ্তব্যঃ । তস্মাদপি তদ্বাস্তরভূতা মুখ্যাদিতরে । কুতশ্চ  
তদ্বাস্তরভূতা মুখ্যাদিতরে ॥ ১৮ ॥

### বৈলক্ষণ্যাক্ষ ॥ ১৯ ॥\*

এবং ভেদেনাপর্যায়সংজ্ঞাত্যামুক্তেঃ পৃথক্জন্মোক্তেশ্চেতি তদ্ব্যাপদেশাদিতি  
হেতুরীথা তঃ । ভেদশ্রুতেরিতি সূত্রেণ প্রকরণভেদো হেতুরুত্ব ইতি ন পৌন-  
রুক্রম্ । তে দেবাঃ শাস্ত্রীরেজয়মনোবৃত্তিরূপাঃ, অম্বরপাং পাপবৃত্তিরূপাণাং  
জয়ার্থমূলীথকস্মিণি প্রথমং ব্যাপ্তাং বাচমুচুঃ উদগায়াম্বরনাসার্থমিতি তথা-  
দ্বিত্যঙ্গীকৃত্যোদগায়ন্তীং বাচমনুতাদিদোষণে বিধংসিতবস্তোহম্বর ইত্যেবং  
ক্রমেণ সৰ্ব্বেষ্মিন্মিয়ু পাপগ্রস্তেবু পশ্চাদথেতি প্রকরণং বিচ্ছিন্দ্য প্রসিদ্ধমাস্ত্রে  
ভবমাসম্ভাঃ মুখ্যং প্রাণমুচুঃ উদগায়তি তেন প্রাণেনোদগাত্ৰা নির্বিষয়তয়া  
সঙ্গদোষশূন্যনাম্বর নষ্টা ইত্যম্বরপাং বিধংসিনো মুখ্যপ্রাণশ্রোক্তেৰ্ভেদসিদ্ধি-  
রিত্যাহ—তে হেতি । তানি ত্রীণাত্মাত্মানে স্বার্থং প্রজাপতিঃ কৃতবানিত্যর্থঃ ।  
ইতি রত্নপ্রভা ।

যেহেতু ভেদ-শ্রুতি আছে—সৰ্বত্রই বাক্যাদি-ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের  
ভেদ শ্রবণ আছে । শ্রুতি “তাহারা বাক্যকে বলিল” এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ  
করিয়া পাপবৃত্তিরূপ অম্বরদিগের জয়ার্থ বাক্যাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়োগাদি বর্ণনা  
করিয়া, সে প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া, পশ্চাৎ “অনন্তর তাহারা মুখভব মুখ্য  
প্রাণকে বলিল” এইরূপে অম্বর নাশক মুখ্য প্রাণের পৃথক্ প্রকরণ আরম্ভ  
করিয়াছেন । “মন, বাক্য, প্রাণ, এ সকলকে আত্মার্থে স্বজন করিলেন”  
ইত্যাদি শ্রুতিও মুখ্য প্রাণের ভিন্নতাব উদাহরণ । এবং ঐ হেতুতেও অজ্ঞাত  
প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্ ।

রণভেদো হেতুরিত্যুক্তঃ ।—শ্রুতি বাগাদি ইন্দ্রিয়কে প্রাণভিন্ন বলিয়াছেন, সে হেতুতেও মুখ্য  
প্রাণ ও ইতর প্রাণ পরস্পর ভিন্ন ।

\* বৈলক্ষণ্যং বিরুদ্ধধর্মবর্জ্যং ।—বৈলক্ষণ্য বা বিরুদ্ধধর্ম অর্থাৎ লক্ষণভেদ থাকিতেও  
দুখ্য প্রাণের ও ইতর প্রাণের ভেদ নির্ণীত হয় ।

বৈলক্ষ্যঞ্চ ভবতি মুখ্যপ্রাণস্তেরেষাঞ্চ স্তপ্তেয়ু বাগাদিষু  
মুখ্য একো জাগর্তি স এব চৈকো মৃত্যুনাহনাশু আপ্তমৃত্ত-  
তরে। তস্তৈব প্রাণস্তাবস্থিত্যৎক্রান্তিভ্যাং দেহধারণপাতন-  
হেতুত্বং নেদ্রিয়ানাম্। বিষয়ালোচনহেতুত্বকেদ্রিয়ানাং ন প্রাণ-  
স্তোত্যেবজ্ঞাতীয়কো ভূয়ান্ লক্ষণভেদঃ প্রাণেদ্রিয়ানাম্।  
তস্মাদপ্যেবাং তদ্বাস্তুরভাবসিদ্ধিঃ। যদুক্তং ‘তত্র তস্তৈব সর্ব-  
রূপমভবন্’ ইতি শ্রুতেঃ প্রাণ এবেদ্রিয়ানীতি তদযুক্তম্।  
তত্রাপি পৌৰ্ব্বাপর্যালোচনাস্তেদপ্রতীতেঃ। তথা হি ‘বদি-  
ষ্যাম্যেবাহমিতি বাগদধে’ ইতি বাগাদীনীদ্রিয়ানাং নুক্রম্য  
‘তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তস্মাচ্ছ্রাম্যতোব বাক্’

বিরুদ্ধবর্ণনবজ্ঞাচ্চ। ভেদ ইত্যাহ—বৈলক্ষ্যণ্যক্কেতি। মৃত্যুরাসঙ্গদোষঃ।  
বাগদধে ধৃতবতীত্যর্থঃ। বহুভির্ভেদনির্গৈকিরোধাবাগাদীনাম্ প্রাণরূপভবনং  
প্রাণাদীনস্থিতিকত্বরূপং ব্যাখ্যেয়ম্। এতদেব প্রাণশব্দস্তেদ্রিয়েষু লক্ষণাবীজঃ

মুখ্য প্রাণের ও অস্তান্ত প্রাণের লক্ষণভেদ আছে। বাগাদি ইন্দ্রিয় স্তপ্ত  
ইহিলে (তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপার উপরত ইহিলে) কেবল এক মুখ্য প্রাণই  
জাগ্রৎ থাকে—স্বব্যাপারে রত থাকে। একমাত্র মুখ্য প্রাণই মৃত্যুগ্রস্ত নহে।  
(মৃত্যু=আদঙ্গ সোধ) অস্তান্ত প্রাণেরা মৃত্যুগ্রস্ত। মুখ্য প্রাণেরই অবস্থানে  
দেহের অবস্থান এবং তাহারই উৎক্রান্তিতে দেহের পতন, তাহা ইন্দ্রিয়গণের  
অবস্থানে ও অনবস্থানে নহে। ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়ের আলোচনা করে,  
প্রাণ তাহা করে না। প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এইরূপ এইরূপ বহুতর  
বৈলক্ষ্য (লক্ষণের ভেদ) আছে, সে হেতুতেও অমুখ্য প্রাণ সমূহের ভেদ-  
সিদ্ধি হয়। [যদুক্তং...তাদান্যাম্] “তাহারা তাহারই রূপ ইহল” এই শ্রুতি  
অনুসারে প্রাণই ইন্দ্রিয়, এই যে এক কথা বলিয়াছিলে, তাহা অযুক্ত-যুক্তি-  
শূন্য। কেননা, সেখানেও পূৰ্ব্বাপর পর্যালোচনা করিলে উক্ত উভয়ের ভেদ  
জানিতে পারিবে। ভেদপ্রতীতি হয় কি-না তাহা দেখ—“আমিই বলিব, এই  
ভাবিয়া বাক্য ধারণ করিলেন।” শ্রুতি এইরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অমুক্রম  
করতঃ বলিলেন “মৃত্যু শ্রমরূপী ইহীয়া বাগিন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিলেন, সেই  
কারণে বাগিন্দ্রিয় শাস্ত হয়।” এইরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের শ্রমরূপ মৃত্যু-গ্রস্ততা  
বর্ণন করিয়া পরে বলিয়াছেন—“মৃত্যু ইহাকে পাইল না—বিনিয়ধ্যম প্রাণ।”

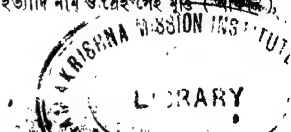
ইতি চ শ্রমরূপেণ যত্নানা গ্রন্থস্বং বাগাদীনামভিধায় ‘অধেম-  
য়েব নাপ্রোং যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ’ ইতি পৃথক্ প্রাণং যত্না-  
নানভিভূতমনুক্রামতি । ‘অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ’ ইতি চ শ্রেষ্ঠতা-  
মন্তাবধারণয়তি । তস্মাত্তদবিরোধেন বাগাদিষু পরিম্পন্দ-  
লাভস্য প্রাণায়ত্ত্বং তদ্রূপভবনং বাগাদীনামিতি মন্তব্যং ন তু  
তাদাত্ম্যম্ । অতএব প্রাণশব্দশ্চেন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকত্বসিদ্ধিঃ ।  
তথা চ শ্রুতিঃ ‘তত্র তস্মৈব সর্বেরূপমভবন্ তস্মাদেত এতে-  
নাখ্যায়ন্তে প্রাণাঃ’ ইতি মুখ্যপ্রাণবিষয়শ্চৈব প্রাণশব্দশ্চ-  
েন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকীং বৃত্তিং দর্শয়তি । তস্মাত্তদ্বাস্তুরাণি প্রাণা-  
দ্বাগাদীন্দ্রিয়াণীতি ॥ ১৯ ॥

সংজ্ঞাযুক্তিকৃতিস্ত ত্রিযংকুর্ত উপদেশাৎ ॥২০॥\*

শ্রুতৌ তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্ত ইতি পরামৃষ্টমিতি ন ভেদাভেদশ্রুত্যোক্ষিরোধ  
ইতি সিদ্ধম্ । ইতি রত্নপ্রভা ।

এতদ্বাক্যে মুখ্য প্রাণকে মৃত্যুর অনধীন বলা হইয়াছে । অনন্তর “ইনিই আমা-  
দের মৰ্য্যে শ্রেষ্ঠ” এতদ্বাক্যে শ্রেষ্ঠতাও অবধৃত হইয়াছে । অতএব, ঐ বাক্যের  
অবিরোধে মানিতে হইবে যে, প্রাণের তদ্রূপ রূপ-লাভ তত্ত্বাদাত্ম্যপ্রাপ্তি  
নহে, কিন্তু তাহাদের যে পরিম্পন্দ অর্থাৎ স্বকার্য্যসাধনী ক্রিয়া, তাহাই প্রধান  
প্রাণের অধীন এবং তাহাই তাহাদের প্রাণসারূপ্য । [ অতএব...নীতি ]  
ঐ কথার দ্বারা প্রাণশব্দের লাক্ষণিক ইন্দ্রিয়বোধকতা সিদ্ধ হয় । অর্থাৎ প্রাণ  
শব্দ ইন্দ্রিয়বাচক নহে, কিন্তু কথিত প্রকারে লক্ষণার দ্বারা ইন্দ্রিয়বাচক  
হইয়া থাকে । এ তাৎপর্য্য শ্রুতিতেও ব্যক্ত আছে । যথা—“সে বিষয়ে  
তাহারা তাহারই রূপ হইল সেই কারণে প্রাণেরা তাহারই নামে খ্যাত হইল ।”  
মুখ্যপ্রাণবিষয়ক প্রাণশব্দের লক্ষণা লভ্য অর্থ ইন্দ্রিয়, মুখ্যার্থ ইন্দ্রিয় নহে,  
মুখ্যার্থ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ, ইহা ঐ শ্রুতি দেখাইয়াছেন । বিচারের উপসংহার  
এই যে, প্রদর্শিত কারণে বাগাদি ইন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণ হইতে তত্ত্বান্তর । অর্থাৎ  
তত্ত্বান্তর এক পদার্থ নহে ; কিন্তু বিভিন্ন পদার্থ ।

\*সংজ্ঞা নাম মূর্ত্তিরাকৃতিঃ । তয়োঃ রূপ্তিঃ কল্পনং সৃষ্টিরিতি বা বৎ । উপদেশাক্রমেণ  
স। ত্রিযংকুর্ততঃ পরমেশ্বরস্যৈব ন তু জীবস্য। উপদিশাতে হি শ্রুতৌ নাম-রূপ-বাকরণে  
ত্রিযংকুর্ততঃ পরমেশ্বরস্য কৰ্ত্তব্যম্ ।—গৌ, অব, ইত্যাদি নাম ও সেই সেই মূর্ত্তি (আকার)।



সংপ্রক্রিয়ায়াং তেজোহবমানাং সৃষ্টিমভিধায়োপদিশ্যতে—  
 সেয়ং দেবতৈক্যত হস্তাহমিমান্সিস্রো দেবতা অনেন জীবেনা  
 ত্বানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃত-  
 মেকৈকাং করবাণীতি। তত্র সংশয়ঃ কিং জীবকর্তৃকমিদং  
 নামরূপব্যাকরণমাহোম্মিৎ পরমেশ্বরকর্তৃকমিতি। তত্র প্রাপ্তং  
 তাবৎ জীবকর্তৃকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিতি। কুতঃ।  
 অনেন জীবেনাত্বনেতি বিশেষণাৎ। যথা লোকে চারেণাহং  
 পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানীত্যেবজ্ঞাতীয়কে প্রয়োগে চার-  
 কর্তৃকমেব সং সৈন্যসঙ্কলনং হেতুকর্তৃত্বাদ্রাজাত্বানুধ্যায়োপযতি

সংপ্রক্রিয়ায়াং তন্ত্বেজ ঐক্যতেত্যাदिना सन्दर्भेन तेजोहवमानां सृष्टिमभि-  
 धायोपदिश्यते सेयं देवतैक्यत हस्ताहमिमान्सिस्रो देवता अनेन जीवेना-  
 त्वानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवा-  
 णीति। अत्रार्थः—पूर्वोक्तिं बहुभवनमीक्षणप्रयोजनमद्यापि सर्वथा न  
 निष्पन्नमिति पुनरीक्षाः कृतवती। बहुभवनमेव प्रयोजनमुद्दिष्टं कथं  
 हस्तदानीमहमिमा यथोक्तान्तेज आद्यान्तिस्रो देवताः पूर्वसृष्टावन्नूतेन  
 सम्प्रति अरुणसन्निधापितेन जीवेन प्राणधारणकर्तृत्वानुप्रविश्य बुद्ध्यादिभूत-  
 मात्रायामादर्श इव मुखविद्यः तोय इव चन्द्रमसोविद्यः छात्रायामात्रतयानुप्रविश्या  
 नाम च रूपं च व्याकरवाणि विस्मृत्वं करवाणीदमन्त नामेदं रूपमिति  
 तासां तिसृणां देवतानां त्रिवृतं त्रिवृतं तेजोहवमानानां त्र्याम्बिकां

সতের ( ব্রহ্মের ) প্রকরণে অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই ভূতত্রয়ের সৃষ্টি উপ-  
 দেশান্তে কথিত হইয়াছে “সেই দেবতা আলোচনা করিল। এখন আমি এই  
 তিন স্বল্প দেবতার ( স্বল্পভূতে ) জীবাণুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ ব্যাক্ত ( স্থল  
 সৃষ্টি ) করিব এবং এই তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃত অর্থাৎ ত্র্যাম্বক  
 ( তেজ-জল-পৃথিবী, ইহাদিগকে মিশ্রিত ) করিব।” এখানে সংশয় এই যে,  
 উল্লিখিত নামরূপ ব্যাকরণের অর্থাৎ স্থলসৃষ্টি করার কর্তা কে ? জীব ?  
 না পরমেশ্বর ? [ তত্র প্রাপ্তং...প্রয়োগেণ ] জীব ঐ নামরূপ ব্যাকরণের কর্তা,  
 ইহা পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়। কেন-না, কর্তার “এই জীব আমার দ্বারা” এই  
 রূপ বিশেষণ আছে। “আমি চার পুরুষের দ্বারা পরসৈন্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

সমস্তই ত্রিব্রহ্মকারী ( স্থলভূত সৃষ্টকর্তা ) ঈশ্বরের কল্পনা ( সৃষ্টি )। এ সিদ্ধান্তের প্রতি হেতু  
 এই যে, অতিতে ঐরূপ উপদেশ আছে অর্থাৎ অতি ঐরূপ বলিয়াছেন।

সঙ্কলয়ানীতু্যন্তমপুরুষপ্রয়োগেণ এবং জীবকর্তৃকমেব সম্মান-  
রূপব্যাকরণং হেতুকর্তৃকত্বাদেবতাস্ত্রাধ্যায়োপপাদিত ব্যাকর-  
বাণীতু্যন্তমপুরুষপ্রয়োগেণ । অপি চ ডিথ্ ডবিখাদিষু নামস্ব  
ঘটশ্রাবাদিষু চ রূপেণ জীবৈশ্বেব ব্যাকর্তৃত্বং দৃষ্টম্ । তস্মা-  
জ্জীবকর্তৃকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিত্যেবং প্রাপ্তেহভিধন্তে—  
সংজ্ঞামূর্তিকুপ্তিস্ত্ব ত্রিষৎকুর্ষত ইতি । তুশব্দেন পক্ষং ব্যাবর্ত-  
য়তি । সংজ্ঞামূর্তিকুপ্তিরিতি নামরূপব্যাক্রিয়েত্যেতৎ ত্রিষৎ-  
কুর্ষত ইতি পরমেশ্বরং লক্ষয়তি ত্রিষৎকরণে তস্মৈ নিরপবাদ-  
কর্তৃত্বনির্দেশাৎ । যেয়ং সংজ্ঞাকুপ্তিমূর্তিকুপ্তিচামিরাদিত্যশ্চ-  
ন্দ্রমাবিহ্যদিতি তথা কুশকাশপলাশাদিষু পশুমৃগমনুষ্যাдиষু চ

দ্র্যাস্থিকামৈকৈকাং দেবতাং করবাণীতি । তত্র সংশয়ঃ । কিং জীবকর্তৃকমিদং  
নামরূপব্যাকরণমাহে । পরমেশ্বরকর্তৃকমিতি । যদি জীবকর্তৃকং তত আকাশো  
বৈ নামরূপয়োনির্নহিতেত্যাশিত্যিবিরোধাদনধ্যবসায়ঃ । অথ পরমেশ্বর-  
কর্তৃকং, ততো ন বিরোধঃ । তত্র ডিথ্ ডবিখাদিনামকরণে চ ঘটপটাদিরূপ-  
করণে চ জীবকর্তৃত্বদর্শনাৎ ইহাপি ত্রিষৎকরণে নামরূপকরণে চান্তি সম্ভাবনা  
জীবন্তঃ তথা চ যোগ্যত্বাদনেন জীবেনেতি ব্যাকরবাণীতি প্রধানক্রিয়য়া সম-  
ধ্যতে ন ত্বানন্তর্যাদিনুপ্রবিশ্বেত্যনেন সমধ্যতে । প্রধানপদার্থসম্বন্ধো হি  
সাক্ষাৎ সর্বেষাং গুণভূতানাং পদার্থানামোৎসর্গিকস্তাদর্থ্যাস্তেবাম্ । তস্মৈ তু  
কচিৎ সাক্ষাদসম্ভবাৎ পরম্পরাশ্রয়ণম্ । সাক্ষাৎ সম্ভবশ্চ যোগ্যতয়া দর্শিতঃ ।

সৈন্যসঙ্কলন ( বা গণনা ) করিব” এইরূপ লৌকিক প্রয়োগে যেমন চর-কর্তৃক  
সৈন্যসঙ্কলন হেতুকর্তৃত্ব বিধায় নরপালে উত্তম পুরুষ প্রয়োগে অধ্যায়োপিত  
হইতে হৃদযা যায়, অর্থাৎ রাজা নিজের সঙ্কলন না করিয়াও আমি সঙ্কলন করিব  
বলেন, তেমনি, ঐ জীবকর্তৃক নামরূপ ব্যাকরণ ও ( স্থূল সৃষ্টি ) হেতুকর্তৃক  
বিধায় দেবতাস্থায় অধ্যায়োপিত হইয়াছে, হইয়া “আমি করিব” এই উত্তম-  
পুরুষ-প্রয়োগ হইয়াছে । [ অপিচ...কুর্ষত ইতি ] লোকমধ্যেও দেখা যায়,  
ডিথ্ ডবিখাদি নাম ( কাঠনির্মিত হস্তার নাম ডিথ্, আর কাঠনির্মিত শৃঙ্গের  
নাম ডবিখ ) ও ঘটাদির আকৃতি জীবকর্তৃক ব্যাকৃত হয় । ( এতদৃষ্টান্তে অহুমান  
করিতে পার, গো অশ্ব প্রভৃতি নাম ও সে সকল আকৃতি সমস্তই জীবকর্তৃক )  
অতএব, জীবই ঐ ঐশ্বর্যাক্ত নামরূপ-ব্যাকরণের ( স্থূল সৃষ্টির ) কর্তা । স্ত্র-  
কার এইরূপ পূর্ণপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ার বিংশ স্ত্রটি বলিয়াছেন । [ তু-শূনেন...



প্রত্যাকৃতি প্রতিব্যক্তি চানেকপ্রকারা সা খলু পরমেশ্বরশ্চৈব  
তেজোহবমানাং নির্মাতৃঃ কৃতির্ভবিতুমহঁতি। কৃতঃ। উপ-  
দেশাৎ। তথাহি—সেয়ং দেবতেতু্যপক্রম্য ব্যাকরবাণীতু্যত-  
মপুরুষপ্রয়োগেণ পরশ্চৈব ব্রহ্মণো ব্যাকর্ভূত্বমিহোপদিশ্যতে।  
ননু জীবেনেতি বিশেষণাজীবকর্ভূকত্বং ব্যাকরণশাধ্যবসিতুং  
যুক্তম্। নৈতদেবম্। জীবেনেত্যেতদনুপ্রবিশেত্যেনেন সম্বধ্যত  
আনন্তর্য্যাম্ ব্যাকরবাণীত্যানেন। তেন হি সম্বন্ধে ব্যাকর-  
বাণীত্যয়ং দেবতাবিষয় উত্তমপুরুষ ঔপচারিকঃ কল্যোত। ন চ

নমু সেয়ং দেবতেতি পরমেশ্বরকর্ভূত্বং শ্রয়তে, সতাং, প্রয়োজকতয়া তু তদ্ব-  
বিষ্যতি। যথা লোকে চারোণাহং পরসৈশ্চমমুপ্রবিশ্চ সঙ্কলয়ানীতি। যদি  
পুনরস্ত সাক্ষাৎ কর্ভূত্বাবোভবিতুমহঁতি। প্রয়োজককর্ভূত্ব সাক্ষাৎ কর্তা করণং ভবতি  
প্রধানক্রিয়োদেধেন প্রয়োজকেন প্রয়োজ্যকর্ভূত্বাপনাৎ। তন্মাদত্ৰ জীবস্ত  
কর্ভূত্বং নামরূপব্যাকরণেহত্ৰ তু পরমেশ্বরশ্চৈতি বিরোধাদনধ্যবসায় ইতি

দিশ্যতে] হ্রস্বের অর্থ এইরূপ—তু-শব্দে পূর্বপক্ষের নিবেদন। অর্থঃ নামরূপ  
ব্যাকরণ জীবকর্ভূক নহে। সংজ্ঞা নাম, মূর্তি আকৃতি, কুপ্তি = কল্পনা। ফলি-  
তার্থ—নামে ও রূপে ব্যক্ত করা। ইহার স্পষ্ট কথা হুল যষ্টি। ত্রিবৃৎকারী  
পরমেশ্বর। সেই কার্য্যে তাঁহারই পূর্ণ কর্ভূত্ব কথিত আছে। সমুদায়  
কথার একত্র যোজনা এই যে, পরমেশ্বরই নাম কল্পনার ও রূপ কল্পনার কর্তা।  
অগ্নি, স্বর্ঘ্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি নামের কল্পনা (নাম ব্যক্ত করা);  
তথা কুশ, কাশ, পলাশ, পশু, মৃগ, মনুষ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি জন্তুগত নাম  
ও সে সকলের আকৃতি, সমস্তই অগ্নি, জল ও পৃথিবী ভূতের স্রষ্টা পর-  
মেশ্বরের কার্য্য। তাহাই শ্রুতির উপদেশ। শ্রুতির উপদেশ এই যে “সেই  
দেবতা” এই উপক্রমের পর “ব্যক্ত করিব” এই উত্তমপুরুষের (উত্তমপুরুষ =  
অহং উল্লেখের বোধিকা বিভক্তি) প্রয়োগ থাকায় পরব্রহ্মেরই ব্যাকরণ  
কর্ভূত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। [নমু...শ্রুতিভাঃ] “জীবেন” এই বিশেষণ  
দেখিয়া জীবের কর্ভূত্ব অবধারণ করিতে পার না। কারণ, “জীবেন” পদের  
সহিত “অমুপ্রবিশ্চ” পদের সম্বন্ধ, “ব্যাকরবাণি” পদের সহিত নহে।  
তৎপ্রতিহেতু—“অমুপ্রবিশ্চ” পদই নিকটে আছে। “ব্যাকরবাণি” পদের সহিত  
সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে দেবতা-বিষয়ক উত্তমপুরুষ প্রয়োগকে ঔপচারিক

গিরিনদীসমুদ্রাদিষু নানাবিধেষু নামরূপেষ্বনীশ্বরস্ত জীবস্ত  
ব্যাকরণসামর্থ্যমস্তি । যেষ্বপি চান্তি সামর্থ্যন্তেষ্বপি পরমেশ্বরা-  
য়ন্তমেব তৎ । ন চ জীবো নাম পরমেশ্বরাদত্যন্তভিন্নশচার ইব  
রাজঃ । আত্মেতি বিশেষণাৎ উপাধিমাত্রনিবন্ধনত্বাচ্চ জীব-  
ভাবস্ত । তেন তৎকৃতমপি নামরূপব্যাকরণং পরমেশ্বরকৃত-  
মেব ভবতি । পরমেশ্বর এব চ নামরূপয়োর্ব্যাকৰ্ত্তেতি  
সৰ্বোপনিষৎসিদ্ধান্তঃ । আকাশো হ বৈ নামরূপয়ো-  
নির্ব্বহিতা, ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । তস্মাৎ পরমেশ্বরশ্চৈব ত্রিবৃৎ-

প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । পরমেশ্বরশ্চৈবহাপি নামরূপব্যাকৰ্ত্তৃহমুপ-  
দিষ্টতে ন তু জীবস্ত । তস্ত প্রধানক্রিয়াসম্বন্ধং প্রত্যযোগ্যত্বাৎ । নম্বস্তত্র  
ডিথডবিখাদিনামকৰ্ম্মণি ঘটশরাবাদিরূপকৰ্ম্মণি চ কৰ্ত্তৃহদর্শনাদিহাপি যোগ্যতা  
সম্ভাব্যত ইতি চেৎ, ন । গিরিনদীসমুদ্রাদিনিষ্ঠাণাসামর্থ্যোপাত্ত্যভাবপরি-  
চ্ছিন্নেন সম্ভাবনাপ্রাধান্যং । তস্মাৎ পরমেশ্বরশ্চৈবাহত্র সাক্ষাৎকৰ্ত্তৃহমুপদি-  
ষ্টতে ন জীবস্ত । অহুপ্রবিশ্রুত্যানেন তু সন্নিহিতেনাস্ত সম্বন্ধোযোগ্যত্বাৎ । ন-  
চানর্থক্যং ত্রিবৃৎকরণস্ত ভোক্তৃজীবার্থতয়া তদহুপ্রবেশাভিধানস্তার্থবত্বাৎ ।  
ত্বাদেতৎ । অহুপ্রবিশ্রু ব্যাকরণবিত্তি সমানকৰ্ত্তৃষু ভুঃ স্বরণাৎ প্রবেশন-  
কৰ্ত্তৃজীবশ্চৈব ব্যাকৰ্ত্তৃহমুপদিষ্টতেহত্বা তু পরমেশ্বরস্ত ব্যাকৰ্ত্তৃষু জীবস্ত  
প্রবেষ্টৃষু ভিন্নকৰ্ত্তৃকত্বেন ভুঃ প্রয়োগোব্যাহত্রেতেত্যত্রাহ—“ন চ জীবো  
নামে”তি । অতিরোহিতার্থমন্তঃ ।

বলিতে হয় কিন্তু তাহা গ্ৰাহ্য নহে । অপিচ, গিরি, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি নানা-  
বিধ নামের ও রূপের ব্যাকরণে অনীশ্বর জীবের সামর্থ্য নাই । যদিও কোন  
কোন জীবের ( সিদ্ধ জীবের ) তাহা থাকে, থাকিলেও তাহা ( সে সামর্থ্য )  
ঈশ্বরায়ত্ত । ( ঈশ্বর দেন-ত জীব তাহা পায়, নচেৎ পায় না ) । চর যেমন  
রাজা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, জীব ব্রহ্ম হইতে সেরূপ ভিন্ন নহে । তৎপ্রতি  
হেতু, জীব আত্মশব্দে বিশেষিত এবং সেভাব অর্থাৎ জীবভাব উপাধিক ।  
সুতরাং জীবকৃত সৃষ্টিকে পরমেশ্বর কৃত বলা অব্যোগ্য নহে । আকাশ অর্থাৎ  
ব্রহ্ম নামরূপের নির্বাহক, ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঈশ্বরই  
নামরূপের ব্যাকর্ত্তা ( স্থূল সৃষ্টির কর্ত্তা ) এবং তাহাই সৰ্বোপনিষদের সিদ্ধান্ত ।  
[ তস্মাৎ...ঐষ্টব্যম্ ] প্রদর্শিত কারণে পরমেশ্বরই নাম-রূপ-ব্যাকরণের কর্ত্তা ।  
আগে ত্রিবৃৎকরণ, পরে নামরূপের ব্যাকরণ ঐ শ্রুতির বিবক্ষিত । ( আগৈ

কুর্ষতঃ কৰ্ম নামরূপব্যাকরণম্। ত্রিৰংকরণপূৰ্ব্বকমেবে-  
দমিহ নামরূপব্যাকরণং বিবক্ষ্যতে। প্রত্যেকং নামরূপব্য-  
করণম্ তেজোহবমোঃপত্ৰিবচনেনৈবোক্তত্বাৎ। তচ্চ ত্রিৰং-  
করণমগ্নাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎস্ব শ্রুতির্দর্শয়তি ‘যদগ্নে রোহিতং  
রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছূরং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদমশ্রু’  
ইত্যাদিনা। তত্রাগ্নিরিতীদং রূপং ব্যাক্রিয়তে। সতি চ  
রূপব্যাকরণে বিষয়প্রতিপত্তাদগ্নিরিতীদং নাম ব্যাক্রিয়তে।  
এবমেবাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎস্বপি দৃষ্টব্যম্। অনেন চাগ্ন্যাভ্যাদা-  
হরণেন ভৌমান্তসতৈজসেযু ত্রিষপি দ্রব্যেষু বিশেষেণ ত্রিৰং-  
করণমুক্তং ভবত্বাপক্রমোপসংহারয়োঃ সাধারণত্বাৎ। তথা  
হি—অবিশেষেণৈবোপক্রমঃ ‘ইমান্সিত্রো দেবতাস্ত্রিৰত্রিৰদে-  
কৈকা ভবতি’ ইতি। অবিশেষেণৈব চোপসংহারঃ ‘যত্ন  
রোহিতমিবাভূ’দিত্যে তেজসস্তদ্রূপমিত্যেবমাদিঃ ‘যদবিজ্ঞাত-  
মিবাভূ’দিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইত্যেবমন্তঃ।  
তাসাং তিসৃণাং দেবতানাং বহিস্ত্রিৰংকৃতানাং সতীনামধ্যাত্ম-  
মপরাং ত্রিৰংকরণমুক্তং ‘ইমান্সিত্রো দেবতাঃ পুরুষঃ প্রাপ্য

স্বল্পভূতের মিশ্রণ, পরে স্থূল-ভূতের সৃষ্টি, তৎপরে ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি),  
ইহা অগ্নি-জল-পৃথিবী-সৃষ্টি বচনে কথিত হইয়াছে, শ্রুতি সেই ত্রিৰংকরণ  
অগ্নিতে স্বর্ঘ্য ও বিদ্যুতে দেখাইয়াছেন। যথা—“অগ্নির যে রক্তরূপ—তাহা  
তেজের। যাহা শুক্লরূপ—তাহা জলের। যাহা কৃষ্ণরূপ—তাহা পৃথিবীর।”  
ইত্যাদি। ‘অগ্নি’ ইত্যাকার ভাবনায় অগ্নি-আকৃতি ব্যাকৃত হইয়াছে। ১. রূপ  
ব্যক্ত হইলে বিষয়লাভ হওয়ায় ‘অগ্নি’ এই নাম সৃষ্টি (সঙ্কেত) হইয়াছিল।  
আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে ঐ প্রণালী অনুসরণ করিবে।  
[অনেন...পরিহরিয়ান্] অগ্ন্যাদি নিদর্শন দেখানতে ইহাও দেখান হইয়াছে,  
বলা হইয়াছে, যে পার্থিব, জলীয় ও তৈজস দ্রব্য বিষয়ে সমান ত্রিৰংকরণ।  
সাধারণ রূপে উপক্রম ও উপসংহার তাহার বোধক। সাধারণরূপে উপ-  
ক্রম—“এই দেবতাত্রয় প্রত্যেকে ত্রিৰং।” সাধারণরূপে উপসংহার—“যাহা  
রক্তের ভ্রায় দেখায় তাহা তেজেরই রূপ” এই বাক্য হইতে “যাহা অবিজ্ঞাতের  
ভ্রায় অর্থাৎ যাহা কাল কি রাঙা কি স্বেত বলিয়া নির্দিষ্ট হয় না তাহা ঐ

ত্রিবিজ্রদৈকৈকা ভবতি’ ইতি । তদ্বিধানীমাচার্যো যথা-  
শ্রুতৌবোপদশয়ত্যাশঙ্কিতং কক্ষিৎ দোষং পরিহরিশ্চ ॥২০॥

মাংসাদি ভোমং যথাশঙ্কমিতরয়োশ্চ ॥ ২১ ॥\*

১. ভূমেন্দ্রিবৎকৃতায়ঃ পুরুষেণোপযুক্ত্যমানায় মাংসাদি-  
কার্যং যথাশঙ্কং নিষ্পদ্যতে । তথা হি শ্রুতিঃ ‘অন্নমণিতং  
ত্রেধা বিধীয়তে । তন্ম যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতুস্তং পুরীষং ভবতি যো  
মধ্যমস্তন্মাংসং যোহগিষ্ঠস্তন্মনঃ’ ইতি । ত্রিবৎকৃত ভূমিরে-  
বৈষা ত্রীহিযবাদ্যন্নরূপেণাদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ । স্ববিষ্ঠং রূপং  
পুরীষভাবেন বহির্নিগ্গচ্ছতি মধ্যমমধ্যাত্মঃ মাংসং বর্দ্ধয়ত্যহ-  
গিষ্ঠস্ত মনঃ । এবমিতরয়োঃপুঞ্জসৌখ্যশঙ্কং কার্যমব-

অত্র ভাষ্যকৃতোত্তরত্বশেষত্বাৎ হত্রমেতদ্বিষয়োপদর্শনপরতয়া ব্যাখ্যাতং  
শঙ্কানিরাকরণার্থত্বমপ্যন্ত শক্যং বক্তৃম্ । তথাহি—যোহন্নস্ত্রাগিষ্ঠোভাগস্তন্মন-  
স্তেজসস্ত যোহগিষ্ঠোভাগঃ স বাগিত্যত্র হি কাণাদানাং সাংখ্যানাঙ্কাস্তি বিপ্রতি-  
পত্তিঃ । তত্র কাণাদা মনোনিত্যমাচক্ষতে । সাংখ্যানাঙ্কারিকৈ বাঙ্কনসে ।  
অন্নভাণ্ড্যাবচনং ত্বস্ত্রান্নসম্বন্ধলক্ষণার্থম্ । অন্নোপযোগে হি মনঃ স্বস্থং ভবতি ।  
এবং বাচোহপি পাটবেন তেজস্সামান্যভূহনীযম্ । তদ্বৈদমূপতিষ্ঠতে—“মাংসা-

দেবতাত্রয়ের সন্যাস ( সকলেরই মিশ্রণ ) ।” এই বাক্য পর্য্যন্ত । ইহা তেজ,  
জ্ঞান, পৃথিবী,—এই দেবতাত্রয়ের বাহ্যিক ত্র্যায়কতা । এতদ্বিন্ন আধ্যাত্মিক  
ত্র্যায়কতাও কথিত হইয়াছে । যথা—“এই তিন্ দেবতা পুরুষকে ( আত্মাকে )  
প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৎ ( ত্র্যায়ক ) হয় ।” আচার্য্য ব্যান এই ত্রিবৎ  
সম্বন্ধীয় পর্বকর্তৃক আশঙ্কিত কোন এক দোষের পরিহার জন্ত শ্রুতিপ্রমাণ  
দেখাইয়া বলিতেছেন—

পুরুষকর্তৃক ভক্ষিত ত্রিবৎকৃত ভূমি হইতেই শাস্ত্রানুযায়ী প্রণালীতে মাংসাদি  
পদার্থ জন্মে । শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন, “অন্ন ভক্ষিত হইলে তাহা তিন  
ভাগে বিভক্ত হয় । যাহা তাহার ( অন্নের ) অত্যন্ত স্ফূলাংশ—তাহা পুরীষ

\* মাংসাদি ভোমং ভূমিবিকারবেব ত্রিবৎকৃতায় ভূমেঃ কার্যমেব । তত্ত্ব যথাশঙ্কং শ্রুতিমর-  
তিজ্ঞম্ শ্রুত্যন্তেনৈব প্রকারেণ নিষ্পদ্যত ইত্যর্থঃ । ইত্যরয়োঃপুঞ্জসৌখ্যপি কার্যং যথাশঙ্কং  
জ্ঞাতব্যমিতি হত্রাঙ্করণার্থঃ ।—ফলিতার্থ এই যে, শ্রুতিতে তেজের উদাহরণ দেখাই-

গম্ভ্যাং—‘মূত্রং লোহিতং প্রাণশচাপাং কার্য্যমস্থি মজ্জা তেজস’ ইতি । অত্রাহ—যদি সর্ব্বমেব ত্রিবিংকৃতং ভূতভৌ কমবিশেষশ্রুতেঃ ‘তাসাং ত্রিবিংকৃতং ত্রিবিংকৃতমেকৈকামকরে ইতি, কুতস্তদ্ব্যং বিশেষব্যপদেশঃ ‘ইদং তেজ ইমা অ ইদমন্ন’ ইতি । তথা ‘অধ্যাত্মমিদমন্নস্ত্যশিতস্য কা মাংসাদি, ইদমপাং পীতানাং কার্য্যং লোহিতাদি, ইদং তে সৌহশিতস্য কার্য্যমস্থ্যাদি’ ইতি । অত্রোচ্যতে ॥ ২১ ॥

দীতি” । বায়নস ইতি বক্তব্যে মাংসাদ্যভিধানং সিদ্ধেন সহ সাধ্যশ্চোপপত্তা দৃষ্টান্তলভ্যায় । যথা মাংসাদিভোমাদোবাং বায়নসে অপি তৈজসভোমে ইত্যং এতদ্বক্তং ভবতি—ন তাবদ্ব্রক্ষব্যতিরিক্তমস্তি কিঞ্চিন্দিত্যম্ । ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাব্যাঘাতাং বহুশ্রুতিবিরোধাক্ষ । নাপ্যাহঙ্কারিকমহঙ্কাঃ সাধ্যাভিমতস্ত তত্ত্বস্থাপ্রামাণিকত্বাং । তস্মাদসতি বাধকে শ্রুতিরাজসী নাত্ত কথঞ্চিন্নেতুমুচিত্তেতি কঞ্চিদোষমিত্যুক্তং তদ্বোধতাং দর্শয়তি “অত্রাহ” পু পক্ষী “যদি সর্ব্বমেবে”তি ।

( বিষ্ঠা ) যাহা মধ্যমাংশ—তাহা মাংস । যাহা সূক্ষ্মাংশ—তাহা মন ।” শ্রুতি অভিপ্রায় এই যে, ত্রিবিংকৃত ভূমিধাতুই ধাতু যব গোধূম প্রভৃতি আকা পরিণতা হইতেছে স্ততরাং ত্রিবিংকৃত ভূমিই জীবকর্জ্বক ভক্ষিতা হইতেছে তাহার স্থলভাগ মলরূপে নির্গত হইতেছে, মধ্যম ভাগ মাংস জন্মাইতে সূক্ষ্ম ভাগ ( চরম-সার ) মনের পোষণ করিতেছে । অতঃ হই ধাতুর ( জলধাতু ও তেজোধাতুর ) কার্য্যও শাস্ত্র হইতে অবগত হইবে । তদযথা—মূত্র, রস প্রাণ,—এ গুলি জলধাতুর কার্য্য । অস্থি, মজ্জা, বাক্যেন্দ্রিয়,—এ সর্ব্ব তেজোধাতুর কার্য্য ( বিকাব ) । ইত্যাদি । [ অত্রাহ... অত্রোচ্যতে ] এক্ষণে এই বিষয়ে কেহ কেহ বলিতে পারেন, অবিশেষ শ্রুতির বলে যদি সমুদায়কে ত্রিবিং বা ত্র্যায়ক বল, তবে কি নিমিত্ত এই তেজ, এই জল, এই পৃথিবী, ইত্যাদি বিধ বিশেষ ব্যপদেশ ( নামে ) হয় ? ( জলে তেজের ও পৃথিবীর অংশ আ এবং তেজেও পৃথিবীর ও জলাদির অংশ আছে । এমন স্থলে জলকে তেজ বলিয়া জল বল কেন ? ) অধ্যাত্মপক্ষেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে । যথা—

রাছেন বলিয়া জলের ও পৃথিবীর ত্রিবিং তাহার অভিপ্রেত নহে, এমন মনে করিও না মাংসাদি পদার্থও ত্রিবিংকৃত ভূমি হইতে জন্মে, ইহাও শ্রুতির দ্বারা জানা যায় । যেমন মনঃসং তেমনি, বাক্ ও মন পক্ষীকৃত তেজঃ প্রভৃতি প্রভব । ত্রিবিংকৃত শব্দে সর্ব্ব পক্ষীকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহা মনে রাখিতে হইবেক ।

## বৈশেষ্যাত্ম তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২২ ॥\*

তুশব্দেন চোদিতং দোষমপনুদতি। বিশেষ্যস্ত ভাবো  
শেষ্যং ভূয়স্ত্বমিতি যাবৎ। সত্যপি ত্রিবৃৎকরণে কচিৎ  
চিৎ ভূতধাতোভূয়স্ত্বমুপলক্ষ্যতে—অগ্নেস্তুজোভূয়স্ত্বমুদ-  
ভ্যাব্ভূয়স্ত্বং পৃথিব্যা অম্ভূয়স্ত্বমিতি। ব্যবহারপ্রসিদ্ধ্যর্থক্ষেদং  
বৃৎকরণম্। ব্যবহারশ্চ ত্রিবৃৎকৃতরজ্জুবদেকত্বাপত্তৌ সত্যাং  
ভেদেন ভূতত্রয়গোচরো লোকস্য প্রসিধ্যৎ। তস্যাৎ  
ইপি ত্রিবৃৎকরণে বৈশেষ্যাদেব তেজোহবম্মবিশেষবাদো  
তত্ত্বোক্তিকবিষয় উপপদ্যতে। তদ্বাদস্তদ্বাদ ইতি পদাভ্যা-

\*ত্রিবৃৎকরণবিশেষেইপি যন্ত চ যত্র ভূয়স্ত্বং তেন তন্ত ব্যপদেশ ইত্যর্থঃ।

শাদি ভক্ষিত-অন্নের কার্য্য, রক্তাদি পীত-জলের কার্য্য, অস্থাদি ভক্ষিত  
স্রঞ্জর কার্য্য, এ সকল বিশেষ উল্লেখ কেন হয়? স্বত্রকার স্বত্রে ইহার  
চ্যস্তর বলিতেছেন—

তু-শব্দ দিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষের অপহার করা হইল। বিশেষ ভাবের  
বৈশেষ্য। বৈশেষ্য অর্থাৎ আধিক্য। ত্রিবৃৎকৃত হইলেও কোন কোন ভূতে  
ন ভূতের আধিক্য আছে। যেমন অগ্নিতে তেজের আধিক্য, অপ্ ধাতুতে  
আর আধিক্য, পৃথিবী ধাতুতে অন্নের আধিক্য। ব্যবহার সিদ্ধার্থ ত্রিবৃৎকরণ।  
ংকরণ ব্যতীত (মিশ্রণের দ্বারা স্থলতা প্রাপ্ত না হইলে) প্রথমোক্তপন্ন  
প্র স্বল্প ভূত ব্যবহার গোচরে আসিতে পারে না। অপিচ, ত্রিবৃৎকৃত  
নম্ ত্রিবৃৎকৃত রজ্জুর আয় (তে তার দড়ীর মত) একত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়  
কালের ভেদ-ব্যবহার (এই জল, এই তেজ, ইত্যাদি প্রকার নির্দিষ্ট ব্যব-  
হ) হইতে বা চলিতে পারে না। কাষেই ভাগাধিক্য অনুসারে তেজ, জল,

\*পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্তকঃ। বৈশেষ্যাৎ স্বভাগাধিক্যং তদ্বাদস্তদ্বাদোক্তেঃ। দ্বিতীয়ং  
সমমাণ্যর্থম্।—নিজ নিজ ভাগের আধিক্য থাকিতে সেই সেই ব্যপদেশ  
( ) হয়। জলে অন্যান্য ভূতের ভাগ অল্প কিন্তু জলভাগ অধিক, তাই তাহা জল  
ত। আর আর ভূতেও এই নিয়ম জানিবে। দুই বার তদ্বাদ শব্দের প্রয়োগ অধ্যায়  
চিহ্নস্বরূপ।

সোহধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপাদকৃতো

দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥

অধ্যায়শ্চ দ্বিতীয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিবচিত্রে শ্রীমদ্ভগবৎপাদশারীরকভাষ্যবিভাগে ভা-  
ত্যাং দ্বিতীয়স্তাধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ । সমাপ্তস্তাধ্যায়ো দ্বিতীয়ঃ ।

পৃথিবী, এই সকল বিশেষবাদ ( নাম চিহ্নিত উল্লেখ ) উপপন্ন হয় । ' তদা  
পদেব অভ্যাস অর্থাৎ বিরুদ্ধ অধ্যায় সমাপ্তির বোধক ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

Recd. on 17.12.85  
R. P. No. 698  
G. R. No. 40935



PRINTED BY G. C. OAKIL, AT THE GREAT INDIAN  
No. 168, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA.

করিও না।  
ইমন মঙ্গলসাদি,  
সকলই

হন্ত্যো বর্ণোহর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি যদ্যুচ্যেত, তন্ম, সম্বন্ধ-  
 গ্রহণাপেক্ষা হি শব্দঃ স্বরং প্রতীয়মানোহর্থং প্রত্যায়য়েৎ  
 ধূমাদিবৎ। ন চ পূর্বপূর্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিত-  
 স্ত্যাস্ত্যবর্ণস্ত প্রতীতিরস্ত্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কারাণাম্। কার্য্য-  
 প্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোহস্ত্যবর্ণোহর্থং প্রত্যায়য়ি-  
 যতীতি চেৎ, ন, সংস্কারকার্য্যস্ত্যপি স্মরণস্ত ক্রমবর্তিত্বাৎ।  
 তস্মাৎ স্ফোট ইব শব্দঃ। স চৈকৈকবর্ণপ্রত্যয়ান্বিত-  
 সংস্কারবীজেহস্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িত্বেক-

ত্বাৎ। ন চ পদপ্রত্যয়বৎ প্রত্যেকমব্যক্তার্থধিয়মাধাস্যন্তি প্রাক্ষো বর্ণাঃ  
 চরমস্ত তৎসচিবঃ স্ফুটতরামিতি যুক্তম্। ব্যক্তাব্যক্তাবাসিতায়াঃ প্রত্যক্ষ-  
 জ্ঞাননিয়মাৎ। স্ফোটজ্ঞানস্ত চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। অর্থধিয়ন্ত্বপ্রত্যক্ষায়া মানা-  
 স্তরজন্মেনো ব্যক্ত এবোপজ্জনো ন বা স্যাম্ন পুনরস্ফুট ইতি ন সমঃ সমাধিঃ।

বোধ জন্মাইতে দেখা যায় না। সমুদিত বর্ণকেও (বর্ণসমষ্টিকেও)  
 অর্থবোধের কারণ বলিতে পার না। কারণ এই যে, তাহাতে ক্রমের  
 অপেক্ষা আছে। (যট বলিলে মৃৎপাত্র বিশেষ প্রতীত হয়, কিন্তু ট-ঘ  
 বলিলে হয় না)। যদি বল, পূর্ব পূর্ব বর্ণের জ্ঞানসংস্কার শেষবর্ণে যুক্ত  
 হয়, হইয়া সেই শেষ বর্ণ অর্থবোধের কারণ হয়, আমরা বলি, তাহাও নহে।  
 কারণ এই যে, জ্ঞানসংস্কারপক্ষেও সম্বন্ধজ্ঞানের অপেক্ষা আছে। যে  
 ধূম-বহ্নির সম্বন্ধ জানে, তাহারই ধূমজ্ঞান বহ্নিজ্ঞানের কারণ হয়, এই  
 যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যাহার বর্ণার্থের সম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহারই বর্ণজ্ঞান  
 অর্থজ্ঞানের কারণ হইতে পারে। [ন চ...ভাসতে] শেষবর্ণে পূর্বপূর্ব  
 বর্ণের জ্ঞানসংস্কার (সম্বন্ধ) অনুভবগম্য নহে। সংস্কার অপ্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ  
 হয় না, সেই কারণে তদযুক্ত শেষবর্ণও অপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ হয় না। যদি  
 বল, স্মরণরূপ কার্য্যের দ্বারা কারণীভূত সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়,  
 সেই অনুমিতসংস্কারযুক্ত শেষবর্ণ অর্থবোধ করায়, ইহাতে আমরা বলি,  
 সংস্কার স্মরণ জন্মায় সত্য; স্মরণের দ্বারা সংস্কারের অনুমান হয় সত্য;  
 কিন্তু তাহা ক্রমিক, যুগপৎ নহে। যোগপদ্য না থাকাতাই তদুভয়ের সহ-  
 ভাব হয় না। অতএব, স্ফোটই শব্দ, তাহা শব্দ শ্রবণের পর বর্ণানুভব



প্রত্যয়বিষয়তয়া ঋটিতি প্রত্যবভাসতে। ন চায়মেক-  
প্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ। বর্ণানামনেকত্বাদেকপ্রত্যয়-  
বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তস্মৈ চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়-  
মানত্বান্নিত্যত্বং, ভেদপ্রত্যয়স্য বর্ণবিষয়ত্বাৎ। তস্মান্নি-  
ত্যাচ্ছব্দাৎ ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারককল-  
লক্ষণং জগদভিধেয়ভূতং প্রভবতীতি। বর্ণা এব তু শব্দ  
ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। ননুৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানামুক্তং,

তস্মান্নিত্যঃ ফোট এব বাচকো ন বর্ণা ইতি। তদেতদাচার্যাদেশীয়মতং  
সমতমুপপাদয়ন্নপাকরোতি—“বর্ণা এব তু শব্দ” ইতি। এবং হি বর্ণাভি-  
রিক্তঃ ফোটো বাচকত্বেনা হু্যপেয়েত, যদি বর্ণানাং বাচকত্বং ন সম্ভবেৎ।  
স চাহুতবপদ্ধতিমধ্যাসীত। দ্বিধা চাবাচকত্বং বর্ণানাং কণিকত্বেনাশক্য-  
সঙ্গতিগ্রহত্বাৎ ব্যক্তসমস্তপ্রকারদ্বয়াভাবাৎ। ন তাবৎ প্রথমঃ কল্পঃ।  
বর্ণানাং কণিকত্বে মানাভাবাৎ। ননু বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণমন্যত্বং সর্বজন-  
প্রসিদ্ধম্। ন। প্রত্যভিজ্ঞানানুভববিরোধাৎ। ন চাসত্যপ্যেকত্বেনালাদি-  
বৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনমেতৎ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি সাম্প্রতম্। সাদৃশ্যনিবন্ধনম্বমস্ত

জনিতসংস্কারযুক্ত চিত্তে ‘গৌ’ ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয়রূপে ক্ষুটিত  
হয়। [নচাহং...প্রভবতীতি] প্রোক্ত ফোটনামক জ্ঞানকে বর্ণবিষয়ক  
দ্বিভি-জ্ঞান বলিতে পার না। শব্দে বর্ণ অনেক, অনেক বর্ণ যুগপৎ এক  
জ্ঞানের বিষয় হয় না। শব্দ বতবার ও যত জন কর্তৃক উচ্চারিত হউক না  
কেন, শুনিবা মাত্র “সেই শব্দ” এতরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্বদৃষ্ট ও পূর্বশ্রুত  
বস্তুর সম্প্রতি দৃষ্ট ও সম্প্রতি শ্রুত হইলে তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।)  
হইবেই হইবে। এই প্রত্যভিজ্ঞাই ফোট-শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ।  
(প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া গণ্য) এবম্বিধ ফোট শব্দই নিত্য,  
অনাদি, অবিনাশী, ইহা আজও আছে, কালও আছে ভবিষ্যতেও থাকিবে।  
এই অনাদি বাচক শব্দ (ফোট)ই বাচ্য (বাণ্য) জগতের প্রভব বা উৎ-  
পত্তিস্থান। ইহা হইতেই বাণ্য জগৎ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

[বর্ণা...বিতি] ভগবান্ উপবর্ষ (পাণিনিয় গুরু) বলেন, বর্ণই শব্দ;  
ফোট অপ্রামাণিক। যে হেতু ‘সেই শব্দ এই’ ‘সেই বর্ণ এই’ এতরূপ  
প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেই হেতু বর্ণই নিত্য। বর্ণের উৎপত্তি বিনাশ নাই।

তন্ম, ত এবতি প্রত্যভিজ্ঞানাং । সাদৃশ্যাং প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিষিবেতি চেম্ প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাণান্তরেণ বাধা-  
নুপপত্তেঃ । প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চেৎ, ন, ব্যক্তি-  
প্রত্যভিজ্ঞানাং । যদি হি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্তা  
অন্যা বর্ণব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েয়ন্তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভি-  
জ্ঞানং স্যাৎ । ন হ্যেতদস্তু । বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যুচ্চারণং

বলবদ্বাধকোপনিপাতা২২হীয়েৎ, কচিচ্ছালাদৌ ব্যভিচারদর্শনায়া । তত্র  
কচিৎব্যভিচারদর্শনে ন তদ্বৎপ্রেক্ষায়ামুচ্যতে বুদ্ধৈঃ স্বতঃপ্রমাণ্যবাদিভিঃ ।—

উৎপ্রেক্ষেত হি যো মোহাদজ্ঞাতমপি বাধনম্ ।

স সর্বব্যবহারেষু সংশয়াস্তা ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ইতি ।

প্রপঞ্চিতং চৈতদন্যভিনির্ন্যায়কণিকায়াম্ । ন চেদং প্রত্যভিজ্ঞানং গম্মা-  
জাতিবিষয়ং, ন গাদিব্যক্তিবিষয়ং, তাসাং প্রতিনয়ং ভেদোপলভ্যং । অত  
এব শব্দভেদোপলভ্যং বক্তৃভেদ উদীয়তে, সোমশব্দা ২২হীতে ন বিকুশর্মেতি  
যুক্তম্ । যতো বহু গকারমুচ্চারয়ন্তু নিপুণমহুভবঃ পরীক্ষ্যতাম্ । যথা  
কালাক্ষীক স্তমিত্তীক্ষেক্ষমাণস্য ব্যক্তিভেদপ্রথায়াঃ সত্যামেব তদনুগত-  
মেকং সামান্যং প্রথতে, তথা কিং গকারাদিষু ভেদেন প্রথমানেদেব গম্ম-  
মেকং তদনুগতং চকাস্তি, কিং বা যথা গোত্বমাজ্ঞানত একং ভিন্নদেশপরি-  
মাণসংস্থানব্যক্ত্যুপধানভেদাভিন্নদেশমিবারমিব মহদিব দীর্ঘমিব বামনমিব

বর্ণবিষয়িণী প্রত্যভিজ্ঞা সাদৃশ্চক্ষিত, (সমানাকার-নিবন্ধন), এরূপ বলিতে  
পার না । কারণ, তাহার বাধক প্রমাণ নাই । যন্তকের কেশ কাটিয়া  
ফেলিলে তত্শূন্য কেশ জন্মে ; তাহাতে 'সেই কেশ' এতরূপ জ্ঞান জন্মিলে  
সে জ্ঞান ভ্রম বলিয়া গণ্য হয় । (সাদৃশ্চক্ষলক ভ্রম) । কেন-না তাহার  
বাধক প্রমাণ আছে । (সে কেশ ছিন্ন হইয়াছিল, এ কেশ নূতন, সুতরাং  
'সে কেশ এই' এ জ্ঞান বাধিত) । উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা আকৃতি-নিমিত্তক  
অর্থাৎ জাতিনিবন্ধন, ইহাও বলিতে পার না । কারণ, ব্যক্তিপ্রত্য-  
ভিজ্ঞাও হইতে দেখা যায় । (ব্যক্তি=এক-একটা বর্ণ বা শব্দ) । যদি  
প্রত্যেক উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভেদ বা ভিন্নতা প্রতীত হইত তাহা  
হইলেই জাতিনিমিত্তক প্রত্যভিজ্ঞা বলিতে পারিতে ; পরন্তু তাহা হয় না ।  
প্রত্যেক উচ্চারণে বর্ণকল্পিত প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায় । কেহ 'গো'

প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে । দ্বিগোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তিঃ,  
ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি । নমু বর্ণা অপ্যুচ্চারণভেদেন  
ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরধ্যয়নধ্বনিপ্রবণাদেব  
ভেদপ্রতীতেরিদ্যুক্তম্ । অত্রাভিধীয়তে । সতি বর্ণবিষয়ে  
নিশ্চিত্তে প্রত্যভিজ্ঞানে সংযোগবিভাগব্যঙ্গ্যত্বাদ্বর্ণানামভি-  
ব্যঞ্জকবৈচিত্র্যানিমিত্তোহয়ং বর্ণবিষয়ো বিচিত্রঃ প্রত্যয়ো ন  
স্বরূপনিমিত্তঃ । অপি চ বর্ণব্যক্তিভেদবাদিনাপি প্রত্যভি-

তথা গব্যক্তিরাজানত একাংপি ব্যঞ্জকভেদাত্তদ্বর্ণাহুপাতিনীব প্রথত ইতি  
ভবন্ত এব বিদাহুর্কৃত্ত । তত্র গব্যক্তিভেদমঙ্গীকৃত্যপি যো গবস্যৈকস্য  
পরোপধানভেদকরণপ্রয়াসঃ স বরং গব্যক্তাবেবাহন্ত কিমন্তর্গত্বা না গহে-  
নাভ্যুপেতেন । যথাহ :—

তেন যৎ প্রার্থ্যতে জাতেস্তদ্বর্ণাদেব লপ্যতে ।

ব্যক্তিলভ্যন্ত নামেভ্য ইতি গহাদিধীর্কৃথা ॥

ন চ স্তমিত্যাদিবং গব্যক্তিভেদপ্রত্যয়ঃ ক্ষুটঃ প্রত্যুচ্চারণমন্তি । তথা  
সতি দশ গকারাহুচ্চারয়চ্চৈত্র ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ । ন স্যাদশকৃৎ উদ-  
চারয়গকারমিতি । ন চৈব জাত্যভিপ্রায়োহভ্যাসো যথা শতকৃৎস্তিত্তিরী-  
হুপায়ুক্ত দেবদত্ত ইতি । অত্র হি সোরস্তাভঃ ক্রমতোহপি গকারাদিব্যক্তৌ

‘গো’ এইরূপ উচ্চারণ করিলে তাহা শুনিয়া মাত্র বোধ হয়, এক গো-শব্দই  
দুইবার উচ্চারিত হইয়াছে, দুই বিভিন্ন গো-শব্দ উচ্চারিত হয় নাই ।  
[নমু বর্ণা...নিমিত্তঃ] যদি বল, বর্ণ উচ্চারণভেদে (বিভিন্ন উচ্চারণে)  
বিভিন্ন বোধ হয় কেন? দুই ব্যক্তির অধ্যয়ন পৃথক্ প্রতীত হয় কেন?  
একশ্রেণে ইহার প্রত্যুচ্চার বলিতেছি। যখন বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও  
নিশ্চিত, তখন এইরূপ অঙ্গীকার কর যে, উক্ত ভেদপ্রত্যয় স্বরূপনিমিত্তক  
নহে, (নূতন নূতন বর্ণ বলিয়া নহে), কিন্তু উপাধিনিমিত্তক । বর্ণবাজেই  
(তাবাদি স্বরূপের বা বাক্যের অনিত বায়ুর) সংযোগ বিভাগ ব্যঙ্গ্য । সংযোগ  
বিভাগ বিচিত্র, (নানাজনের নানাপ্রকার) স্তত্রাং তদ্ব্যবহিত বর্ণের অস্তি-  
ব্যক্তিও বিচিত্র (ভিন্ন ভিন্ন) । [অপিচ...জ্ঞানম্] বর্ণভেদবাদীকেও  
প্রত্যভিজ্ঞান-সিদ্ধির (রক্ষার) নিমিত্ত, বর্ণের আকৃতি (জাতি) করণা

জ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যঃ। তাস্থ চ পরোপা-  
ধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যুপগম্যব্যঃ। তদ্বরণং বর্ণব্যক্তিস্থেব  
পরোপাধিকো ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্তকঃ প্রত্যভিজ্ঞান-  
মিতি কল্পনা লাঘবম্। এষ এব চ বর্ণবিষয়স্য ভেদপ্রত্যয়স্ত  
বোধকঃ প্রত্যয়ো যৎপ্রত্যভিজ্ঞানম্। কথং তর্হ্যেকস্মিন্  
কালে বহুনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো যুগপদনেক-  
রূপঃ স্যাৎ উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সানুনাসিকশ্চ

লোকস্যোচ্চারণাভ্যাসপ্রত্যয়স্যাভিনিবৃত্তেঃ। চোদকঃ প্রত্যভিজ্ঞানবোধক-  
মুখ্যপয়তি।—“কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহুনামুচ্চারয়তামিতি। যৎ যুগ-  
পদ্বিকল্পধর্মসংসর্গবৎ তন্মান। যথা গবাসাদিহি শৈফকশ ফকেসরগলকষলাদি-  
মান্। যুগপদুদাত্তানুদাত্তাদিবিকল্পধর্মসংসর্গবাৎশ্চায়ং বর্ণঃ। তস্মান্নান্না  
তথিতুমর্হতি। ন চোদাত্তাদয়ো ব্যঞ্জকধর্ম্মা ন বর্ণধর্ম্মা ইতি সাম্প্রতম্।  
ব্যঞ্জকা হস্ত বায়বঃ। তেষামশ্রাবণদ্বৈ কথং তদ্বর্ণাঃ শ্রাবণাঃ স্যুঃ। ইদং  
তাবদজ বক্তব্যম্। ন হি গুণগোচরমিদ্ভিন্নং গুণিনমপি গোচরয়তি। মা ভূবন্  
ব্রাহ্মণসনশ্রোত্রাণাং গন্ধরসশব্দগোচরাণাং তদ্বস্তং পৃথিবুদ্ধকাকাশা গোচরাঃ।  
এবঞ্চ মা নাম ভূং বায়ুগোচরং শ্রোত্রম্। তদগুণাংস্তদুদাত্তাদীন গোচরয়ি-  
ষ্যতি। তে চ শব্দাসংসর্গগ্রহাৎ শব্দধর্ম্মভেদাধ্যাবসীয়ন্তে। ন চ শব্দস্য  
প্রত্যভিজ্ঞানাবধূতৈকত্বস্য স্বরূপত উদাত্তাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরস্পরবিরোধিনো-  
হপর্য্যায়েন সম্ভবন্তি। তস্মাৎ যথা মুখ্যৈক্যস্য মণিকুপাণদর্পণাদ্যুপধান-  
বশান্নানাদেশপরিমাণসংস্থানভেদবিভ্রম এবমেকস্তাপি বর্ণস্য ব্যঞ্জকধ্বনি-

করিতে হয় এবং আকৃতির ব্যঞ্জকের (বাক্যস্থের) বিচিত্রতা অঙ্গীকার  
করিয়া তৎপ্রযুক্ত প্রভেদপ্রতীতি স্বীকার করিতে হয়। এতদ্রূপ কল্পনাধর  
অঙ্গীকার অপেক্ষা বর্ণব্যক্তি এক, তাহার প্রভেদ ঔপাধিক, তাহার  
প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপ এক-কল্পনা অনেক ভাগ এবং “সেই  
‘গ’ এই” এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞানই বর্ণভেদপ্রতীতির বোধক। (তাৎপর্য্য এই  
যে, অভেদপ্রত্যভিজ্ঞানই ভেদপ্রতীতির ভ্রমত্বের বা ঔপাধিকত্বের প্রমাণ)।  
[ কথং...ইত্যাদ্যোঃ ] বহু ব্যক্তি এক সময়ে এক ‘গ’ উচ্চারণ করে, এক  
‘গ’ হইলে কি প্রকারে সেই এক ‘গ’ সেই এক সময়ে উদাত্ত অনুদাত্ত  
স্বরিত প্রভৃতি বহু আকারে প্রতীত হয়? এ প্রশ্নের সমাধান, ধ্বনির

নিরমুনাসিকশ্চেতি । অথবা ধ্বনিকৃতোহয়ং প্রত্যয়ভেদো  
ন বর্ণকৃত ইত্যাদোষঃ । কঃ পুনরয়ং ধ্বনির্নাম । যো দূরা-  
দাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি  
প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি তন্নিবন্ধ-  
নাশ্চোদাতাদয়ো বিশেষা ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনাঃ । বর্ণানাং  
প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ । এবঞ্চ সতি সালম্বনা  
উদাত্তাদিপ্রত্যয়া ভবিষ্যন্তি, ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভি-

নিবন্ধনোহয়ং বিরুদ্ধনানাধর্মসংসর্গবিভ্রমো ন তু ভাবিকো নানাধর্মসংসর্গ  
ইতি স্থিতে অভ্যুপেত্য পরিহারমাহ ভাষ্যকারঃ।—“অথ বা ধ্বনিকৃত”  
ইতি । অথবেতি পূর্বপক্ষং ব্যবর্তয়তি । ভবেতাং নাম গুণগুণিনাবেক-  
স্ত্রিগ্রাহ্যো তথাপ্যাদোষঃ । ধ্বনীনামপি শব্দবচ্ছ্রাবণত্বাৎ । ধ্বনিব্রূপং  
প্রম্পূর্বকং বর্ণভ্যো নিবর্তয়তি ।—“কঃ পুনরয়ং”মিতি । ন চায়মনির্দ্ধারিত-  
বিশেষবর্ণসামান্যমাত্রপ্রত্যয়ো ন তু বর্ণাতিরিক্ততদভিযাজকধ্বনিপ্রত্যয়  
ইতি সাম্প্রতম্ । তস্যামুনাসিকত্বাদিভেদভিন্নস্য গাদিব্যক্তিবৎ প্রত্যভি-  
জ্ঞানাভাবাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য চৈকত্বাভাবেন সামান্যভাবাহুপপত্তেঃ ।  
তস্মাদবর্ণাশ্রকো বৈব শব্দঃ শব্দাতিরিক্তো বা ধ্বনিঃ শব্দব্যাজকঃ শ্রাবণো-  
হভ্যপেরঃ । উভয়থাপি চাক্ষু ব্যঞ্জনেন্ চ ততদধ্বনিভেদোপধানেনামুনাসিক-  
ত্বাদয়োহবগম্যমানাস্তদ্বক্ষ্য এব শব্দে প্রতীয়ন্তে ন তু স্বতঃ শব্দস্য ধর্ম্মাঃ ।  
তথা চ যেসামুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরস্পরবিরুদ্ধা ভাসন্তে ভবতু তেবাং  
ধ্বনীনামনিত্যতা । ন হি তেষু প্রত্যভিজ্ঞানমন্তি । যেষু তু বর্ণেষু প্রত্যভি-  
জ্ঞানং ন তেষামুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্মা ইতি নানিত্যাঃ । “এবঞ্চ সতি  
সালম্বনা” ইতি । যদ্যেব পরস্যাগ্রহো ধর্ম্মিণ্যগ্রহমাণে তদ্বক্ষ্য ন শক্যা

বিভিন্নতাই প্রোক্ত উদাত্তাদিভেদের কারণ । [ কঃ...স্ব্যঃ ] ধ্বনি কি ?  
যাহা দূরস্থ শ্রোতার বর্ণবিবেক ( বর্ণবিষয়ক বিস্পষ্ট জ্ঞান ) জন্মায় না  
অথচ কর্ণে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিকটস্থ শ্রোতার বর্ণজ্ঞান জন্মাইয়া তদুপরি  
তাহার কটুই তীব্রবাদি দোষ গুণ অমুভব করায়—তাহাই ধ্বনি । প্রতি-  
উচ্চারণে সেই ‘ক’ সেই ‘গ’ এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় বর্ণ উদাত্তাদিভেদের  
কারণ নহে, ধ্বনিই কারণ, এ নির্ণয়ে উদাত্তাদি-জ্ঞানের নিরালম্বতা আপত্তি  
হইতে পারে না । অত্বপক্ষে, প্রত্যভিজ্ঞাবলে বর্ণের একত্ব নিশ্চয় হওয়ায়

জায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগবিভাগকৃত্য উদাত্তাদি-  
ভেদাঃ কল্পেরন্ । সংযোগবিভাগানাঞ্চাপ্রত্যক্ষত্বাৎ ন তদা-  
শ্রয়া বিশেষাঃ বর্ণেষ্বধ্যবসিতুং শক্যস্ত ইত্যতো নিরালম্বনা  
এবৈতে উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ স্ত্যঃ । অপিচ নৈবৈতদভিনিবে-  
ষ্টব্যমুদাত্তাদিভেদেন বর্ণানাং প্রত্যভিজায়মানানাং ভেদো  
ভবেদिति । ন হ্যন্যস্ত ভেদেনান্যস্যাভিধ্যমানস্য ভেদো  
ভবিতুমর্হতি । ন হি ব্যক্তিভেদেন জাতিং ভিন্নাং মন্যন্তে ।  
বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনান্ননর্ধিকা । ন  
কল্পনাম্যহং স্ফোটং প্রত্যক্ষমেব স্তেনমবগচ্ছামি, একৈকবর্ণ-  
গ্রহণাহিতসংস্কারায়াং বুদ্ধৌ ঝটিতি প্রত্যবভাসনাদिति  
চেৎ, ন, অস্যা অপি বুদ্ধের্বর্ণবিষয়ত্বাৎ । একৈকবর্ণগ্রহণো-

গ্রহীতুমিতি । এবং নামাহস্ত তথা তুষ্যতু পরন্তথাপ্যদোষ ইত্যর্থঃ । তদনেন  
প্রবন্ধেন ক্ষণিকত্বেন বর্ণনামশক্যাসঙ্গতিগ্রহতরা যদবাচকত্বমাণাদিতং  
বর্ণনাং তদপাকৃতম্ । ব্যস্তসমস্তপ্রকারদ্বয়ানুভবেন তু যদাসঙ্গিতং তন্নিত-  
চিকীর্ষু রাহ ।—“বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতে”রিতি । কল্পনামমুখ্যমাণ একদেস্তাহ ।—  
“ন কল্পনামী”তি । নিরাকরোতি ।—“ন অস্যা অপি বুদ্ধে”রিতি । নিরু-

উদাত্তাদিজ্ঞানের প্রতি ( তালুপ্রভৃতি স্থানের অথবা বাক্যরূপপ্রভব বায়ু  
বিশেষের ) সংযোগ বিভাগের কার্যগতা কল্পনা করিতে হয় । কিন্তু, সংযোগ-  
বিভাগের অপ্রত্যক্ষতাহেতু বর্ণে তন্নিমিত্তক ভেদ প্রসঙ্গিত করা দুঃসাধ্য ।  
সুতরাং এ পক্ষে উদাত্তাদিজ্ঞান নিরালম্ব হয় । [ অপিচ...অনর্ধিকা ] আরও  
এক কথা এই যে, উদাত্তাদিভেদ দৃষ্টে বর্ণের ভেদ (বহু ‘ক’ বহু ‘গ’ ইত্যাদি)  
অঙ্গীকার অন্ত্যায় । একের ভেদে, নানায়ে, অভিধ্যমান অপর একের  
( জাতির ) ভিন্নতা হইতেই পারে না । ব্যক্তি নানা, তাই বলিয়া কি  
জাতিও নানা? তাহা নহে । যখন বর্ণের দ্বারা অর্থপ্রতীতির সম্ভাবনা  
আছে, তখন স্ফোট-কল্পনা নিশ্চিত নিবর্থক । [ ন...বিষয়া ] যদি বল,  
তাহা কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষ ( অমূভবসিদ্ধ ), তাহা বর্ণজ্ঞানসংস্কারযুক্ত শেব-  
বর্ণ-জ্ঞানের জ্ঞেয় বা বিষয়রূপে প্রকাশ পায়, আমরা বলি, সে জ্ঞান বর্ণ-  
বিষয়ক, স্ফোটবিষয়ক নহে । ক্রমবিহীন বর্ণজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই

স্তরকালীনা হীয়মেকা বুদ্ধিগৌরিতি সমস্তবর্ণবিষয়া নার্থা-  
স্তরবিষয়া। কথমেতদবগম্যতে। যতোহস্যামপি বুদ্ধৌ  
গকারাদয়ো বর্ণা অনুবর্তন্তে নতু দকারাদয়ঃ। যদি হ্যস্যা  
বুদ্ধেগকারাদিত্যোহর্থাস্তরং ফোটো বিষয়ঃ স্যাৎ ততো

পরতু তাবদগৌরিত্যেকং পদমিতি ধিয়মায়ুয়ান্। কিমিয়ং পূর্বাদভূতান্  
গকারাদীনৈব সামন্ত্যেনাবগাহতে, কিং বা গকারাদ্যতিরিক্তং পবরমিব  
বরাহাদিত্যো বিলক্ষণম্। যদি গকারাদিবিলক্ষণমবভাসয়েৎ, গকারাদি-  
রুচিতঃ প্রত্যয়ো ম স্যাৎ। ন হি বরাহধীর্ঋহিবরুচিতং বরাহমবগাহতে।  
পদতৎকমেকং প্রত্যেকমভিব্যঞ্জয়ন্তো ধ্বনয়ঃ প্রযত্নভেদভিন্নাঙ্কল্যাহানকরণ-  
নিশ্পাদ্যতয়াহন্তোভবিসদৃশতত্তৎপদব্যঞ্জকধ্বনিসাদৃশ্যেন স্বব্যঞ্জনীয়স্যেকস্য  
পদতৎস্য মিথো বিসদৃশানেকপদসাদৃশ্যাপাদয়ন্তঃ সাদৃশ্যোপধানভেদাদেক-  
মণ্যভাগমপি নানৈব ভাগবদিব ভাসয়ন্তি যুধমিটৈবকং নিয়তবর্ণপরিমাণস্থান-  
সংস্থানভেদমপি যগিকৃপাংদর্পণাদয়ো হনেকমনেকবর্ণপরিমাণস্থানসংস্থান-  
ভেদম্। এবঞ্চ কল্পিতা এবাহস্য ভাগা বর্ণা ইতি চেৎ, তৎ কিমিদানীং বর্ণ-  
ভেদানসত্যপি বাধকে মিথোতি বক্তুমধ্যবসিতেহসি। একধীরৈব নানা-  
দস্য বাধিকেতি চেৎ, হস্তাস্যাং নানা বর্ণাঃ প্রথস্ত ইতি নানাষ্টাবভাস  
এবৈকত্বং কস্মায় বাধতে। অথ বা বনসেনাদিবুদ্ধিবদেকজনানাষে ন  
বিকল্পে। নো ধনু সেনাবনবুদ্ধিগজপদাতিতুরগাদীনাং চম্পকাশোককিংতকা-

বে ‘গৌ’ ইত্যাকার নির্ভেদ-বুদ্ধি (বিশেষপরিশৃঙ্খ এক জ্ঞান) জন্মে, ক্রমো-  
চ্চারিত বর্ণ ব্যতীত অল্প কিছু সে বুদ্ধির বা সে জ্ঞানের বিষয় (অবগাহন  
স্থান) নহে। [কথ...স্থিতিঃ] যদি বল, কিসে জানিলে? সে-জ্ঞানে  
কেবল গকারাদি (গ=ট) বর্ণের অনুবর্তন দেখা যায়, অল্প কিছু নহে,  
এই অস্বয়-ব্যতিরেক-প্রমাণে জানিয়াছি। যদি গ-কারাদি বর্ণ ব্যতীত অল্প  
কিছু (ফোট) উক্ত বুদ্ধির (গৌ ইত্যাকার জ্ঞানের) গোচর হইত, তাহা  
হইলে অবশ্যই দকারাদির ব্যাবৃতির ছায় গ-কারাদির ব্যাবৃতি হইত (গৌ  
ইত্যাকার জ্ঞান গ-ঐ এই দুই বর্ণ ব্যতীত অল্প বর্ণ অবগাহন করে না,  
কবেই অল্প বর্ণ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত থাকে। এইরূপ, ঐ জ্ঞান  
যদি ফোট অবগাহন করিত, বিষয় করিত, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার  
অনবগাহ বা অবিষয় গ-ঐ বর্ণও ব্যাবৃত্ত (পরিত্যক্ত) হইত। অর্থাৎ

দকারাদয় ইব গকারাদয়োহপ্যস্যা বুদ্ধৈর্ব্যাবর্তেরন । ন তু তথাহি । তস্মাদিয়মেকবুদ্ধির্কর্ণবিষয়েব স্মৃতিঃ । নহ্ননেক-  
ত্বাদ্বর্ণানাং নৈকবুদ্ধিবিষয়তোপপদ্যত ইত্যুক্তং তং প্রতি  
ক্রমঃ । সন্তুবত্যনেকস্যাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম্ । পণ্ডিত্তির্কর্ণং  
সেনা দশ শতং সহস্রমিত্যাদিদর্শনাৎ । যা তু গৌরিত্যে-  
কোহয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ সা বহুধেব বর্ণেষু একার্থাবচ্ছেদ-

দীনাঞ্চ ভেদমপবাদ্যমানে উদীরেতে অপি তু ভিন্নানামেব সত্তাঃ কেচ  
চিদেকেনোপাধিনা ইবচ্ছিন্নানামেকত্বমাপাদয়তঃ । ন চৌপাধিকে নৈকত্বেন  
স্বাভাবিকং নানাং বিরুদ্ধ্যতে ন হৌপচারিকমগ্নিত্বং মাণবকস্য স্বাভাবিক-  
নরত্ববিরোধি । তস্মাৎ প্রত্যেকবর্ণাভূতবজ্রনিতভাবনানিচয়লব্ধজ্ঞানি নিখিল-  
বর্ণাবগাহিনি স্মৃতিজ্ঞান একস্মিন্ ভাসমানানাং বর্ণানাং তদেকবিজ্ঞানবিষয়-  
তয়া বৈকার্থধীহেতুতয়া বৈকত্বমৌপচারিকমবগস্তব্যম্ । ন চৈকার্থধীহেতু-  
ত্বেনৈকত্বমেকত্বেন চৈকার্থধীহেতুভাব ইতি পরম্পরাশ্রয়ম্ । ন হর্থপ্রত্যয়াং  
পূর্বমেতাবস্তো বর্ণা একস্মৃতিসমারোহিণোহস্ত প্রথস্তে । ন চ তৎপ্রধানন্তরং  
বৃদ্ধস্যার্থধীর্নৌদীয়তে তদুন্নয়নাচ্চ তেষামেকার্থধিঃ প্রতি কারকত্বমেকমব-  
গম্যৈকপদত্বাধ্যবসানমিতি নাত্তোত্তাশ্রয়ম্ । ন চৈকস্মৃতিসমারোহিণাং ক্রমা-  
ক্রমবিপরীতক্রমপ্রযুক্তানামভেদো বর্ণানামিতি যথাকথঞ্চিৎ প্রযুক্তেন্দ্ৰ্য এতে-  
ভ্যোহর্থপ্রত্যয়গ্রন্থ ইতি বাচ্যম্ । উক্তং হি—

গ-ও এই দুই বর্ণ ঐ জ্ঞানের গোচর হইত না ) । কিন্তু তাহা হয় না । অর্থাৎ  
তাহাতে গ = ঐ এই দুই বর্ণের ব্যাবৃতি বা পরিবর্তন হয় না, অমুবর্তনই  
হয় । এই জ্ঞানই বলি, সেই এক জ্ঞান—যাহাকে তোমরা ফোট বল—  
তাহা বর্ণবিষয়ক স্মরণীয় এক জ্ঞান, ফোট নহে । [ নব্বেক...দেব ] যদি বল  
বর্ণ অনেক, অনেক কখন একজ্ঞানের ( এক সময়ে ) বিষয় হয় না, কিন্তু  
আমরা বলি, তাহা হয় । অনেকের একজ্ঞানগ্রাহতার দৃষ্টান্ত আছে স্মরণ্য  
তাহা অসম্ভব নহে ; সুসম্ভব । যেমন পণ্ডিত্তি, বন, সেনা, দশ, শত, সহস্র,  
ইত্যাদি । ( অনেক বৃক্ষ ‘বন’ ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয় ইত্যাদি । )  
অতএব, গ-ও এই দুই বর্ণ পণ্ডিত্তি প্রভৃতির জ্ঞান একজ্ঞানের বিষয় হওয়া  
অসম্ভব বা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে । শব্দে অনেক বর্ণ থাকে সত্য ; কিন্তু সে সকল  
বর্ণ মেলনের দ্বারা এক বস্তুকেই বুদ্ধিগম্য করার, তদবস্থাটিকে সেই বহুবর্ণা-



নিবন্ধনোপচারিকী বনসেনাদিবুদ্ধিবদেব । অত্রাহ, যদি  
বর্ণা এব সামন্ত্যেনৈকবুদ্ধিবিষয়তামাপদ্যমানাঃ পদং স্যুৎ,  
ততো জারা রাজা কপিঃ পিক ইত্যাদিষু পদবিশেষপ্রতি-  
পত্তিৰ্ন স্যাৎ । ত এব হি বর্ণা ইতরত্র চেতর এব প্রত্যব-  
ভাসন্ত ইতি । অত্র বদামঃ । সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে  
যথা ক্রমানুরোধিন্য এব পিপীলিকাঃ পঙ্ক্তিবুদ্ধিমারোহ-  
ন্ত্যেব ক্রমানুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি । তত্র  
বর্ণানামবিশেষেহপি ক্রমবিশেষকৃত্য পদবিশেষপ্রতিপত্তিৰ্ন

যাবন্তা যাদৃশা যে চ পদার্থপ্রতিপাদনে ।

বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকাঃ ॥ ইতি ।

নমু পঙ্ক্তিবুদ্ধাবেকস্যামক্রমায়ামপি বাস্তবী শালাদীনামস্তি পঙ্ক্তি-  
রিত তথৈব প্রথা যুক্তা ন চ তথৈহ বর্ণানাং নিত্যানাং বিভূনাঞ্চাস্তি বাস্তবঃ  
ক্রমঃ প্রত্যয়োপাধিস্ত ভবেৎ স চৈক ইতি কৃতন্ত্যঃ ক্রম এষামিতি চেৎ, ন ।  
একস্যামপি স্মৃতি বর্ণরূপবৎক্রমবৎপূর্বানুভূততাপরামর্শাৎ । তথাহি—  
জারা রাজেতি পদয়োঃ প্রথয়ন্ত্যোঃ স্মৃতিধিয়োস্তুত্বেহপি বর্ণানাং ক্রমভেদাৎ  
পদভেদঃ স্মৃততরং চকাস্তি । তথা চ নাক্রমবিপরীতক্রমপ্রযুক্তানামবিশেষে—  
স্মৃতিবুদ্ধাবেকস্যো বর্ণানাং ক্রমপ্রযুক্তানাম্ । যথাহঃ,—

গাহী অচ্ছিন্ন জানকে উপচারক্রমে এক বলা যায় । [ অত্রাহ... করিয়া  
কেহ কেহ আপত্তি করেন, বর্ণই যদি একজ্ঞানগম্য হইয়া পদত্র প্রা... নিত্য  
বোধক হয়, তবে, জারা-রাজা, কপি-পিক, এ সকল শব্দ ভিন্ন প্রত... নির্দিষ্ট  
কেন ? যে সকল বর্ণ রাজা-শব্দে আছে, সেই সকল বর্ণই জারা-শব্দে নিত্য ।  
তবে কি কারণে একার্থবোধক ও একপদ না হয় ? [ অত্র... করিয়া-  
এই যে, প্রদর্শিত প্রয়োগে বর্ণনাম্য আছে বটে ; কিন্তু ক্র... নিত্য করিয়া-  
যেমন পিপীলিকা সকল ক্রমানুসারে পঙ্ক্তি-বুদ্ধির গে... হইতেই ছিল,  
হয়, তেমনি, বর্ণসমূহও ক্রমানুরোধে পদবুদ্ধির গোচর হয় । প্রদা... তও আছে ।  
বর্ণের ভেদ না থাকিলেও ক্রমের ভেদ ( ভিন্নতা ) আছে, তৎকারণে তাহার  
ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন । বর্ণ সকল নিত্য ও বিভূ  
( সর্বসংযোগী ) হইলেও ব্যবহার কালে উচ্চারণ ক্রমের অনুগ্রহে ( সাহায্যে )  
বস্তবিশেষের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকা প্রতীত হয়, পরে এক বর্ণের

বিরুদ্ধ্যতে । বুদ্ধব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাদ্যনুগৃহীতাঃ  
 গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেহপ্যেকৈকবর্ণগ্রহণা-  
 নস্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশা এব প্রত্যয়ভাস-  
 মানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িম্যস্তীতি বর্ণবাদিনো  
 লম্বীয়সী কল্পনা । স্ফোটবাদিনস্ত দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ ।  
 বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি স স্ফোটো-  
 হর্থং ব্যনস্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ । অথাপি নাম  
 প্রত্যক্ষারণমন্যেহন্যো চ বর্ণাঃ স্থাস্তথাপি প্রত্যভিজ্ঞানম্ব-  
 ভাবেন বর্ণসামান্যানামবশ্যাত্ম্যপগম্যত্বাৎ যা বর্ণেষ্বর্থপ্রতি-  
 পাদনপ্রক্রিয়া রচিতা সা সামান্তেষু সঞ্চারয়িতব্য । ততশ্চ  
 নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যোদেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্ ॥২৮

পদাবধারণোপায়ান্ বহুনিচ্ছন্তি স্বরসঃ ।

ক্রমনানাতিরিক্তস্বরবাক্যপ্রতিস্থতীঃ ॥ ইতি ।

বৃ শেবমতিরোহিতার্থম্ । দ্বিত্যক্রমত্র সূচিতং, বিস্তরস্ত তত্ত্ববিন্দ্যবগমস্তব্য  
 গম্যে । অলং বা নৈয়ায়িকৈর্কিবাভেদে, সম্বনিত্যা এব বর্ণাস্তথাপি গম্যাব-  
 ক্রমবিপ্লবে সঙ্গতিগ্রহো হ্নাদিশ্চ ব্যবহারঃ সৎস্তুতীত্যাহ ।—“অথাপি  
 ভ্যোহর্থতি ।

গ-ঙ এই পঞ্চ বর্ণ, তৎপরে অন্য বর্ণ, এবংক্রমে সমস্ত বর্ণ জ্ঞানগোচর  
 তাহাতে পশ্চাৎ তাহা অর্থপ্রতীতির কারণ হয় । বর্ণবাদীর এ কল্পনা  
 হয় । তর্কে অনুগৃহীত । [ স্ফোট...বিরুদ্ধম্ ] স্ফোটবাদীর মতে দৃষ্টহানি  
 তাহা বর্ণবিপ্লব, এই দুই দোষ আছে । বর্ণ সকল ক্রম-গৃহীত হয়, হইয়া  
 বর্ণ অনেক, অকরে, অনস্তর সেই স্ফোট অর্থ প্রতীতি করায় । এ কল্পনা  
 আমরা বলি, নথিত । প্রতি উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ব্যক্ত হয় বলিলেও  
 তাহা ক্রম-জ্ঞান আলম্বনের জন্য বর্ণের সামান্য ( জাতি ) অবশ্য স্বীকার্য্য ।  
 বর্ণবাদীর মতের অর্থবোধপ্রণালী সামান্তবাদীর ( জাতিবাদীর ) মতে  
 যোজিত হইলে, স্বীকৃত হইলে, সামান্তবাদীর মতও নির্দোষ হইতে পারে ।  
 অতএব, নিত্যশব্দ হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব, এ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত  
 প্রকারে অবিরুদ্ধ ।

## অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২১ ॥ \*

স্বতন্ত্রস্য কর্তুরশ্ররণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে দেবাদিব্যক্তিপুত্রবাত্ত্যপগমেন তস্য বিরোধমাশঙ্ক্য, অতঃ পুত্রবাদিতি পরিহৃত্য, ইদানীং তদেব বেদস্য নিত্যত্বং স্থিতং দ্ৰষ্টয়তি, অতএব চ নিত্যত্বমিতি । অতএব চ নিয়তাকৃতো-  
দ্দেবাদেৰ্জগতোবেদশব্দপ্রভবত্বাদেব বেদশব্দনিত্যত্বমপি  
পুত্ৰ্যোতব্যম্ । তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, যজ্ঞেন বাচঃ পদবীৰ্যমাণঃ-  
স্তামম্ববিন্দম্ যিষু পুৰ্ব্বিকামিতি স্থিতামেব বাচমম্ববিন্দাং দৰ্শ-  
য়তি । বেদব্যাসশৈবমেব শ্রুতি,—

নহু প্রাচ্যামেব মীমাংসায়ং বেদস্য নিত্যত্বং সিদ্ধং তৎ কিং পুনঃ  
সাধ্যত ইত্যত আহ।—“স্বতন্ত্রস্য কর্তুরশ্ররণাদেব হি স্থিতে বেদস্য  
নিত্যত্বে” ইতি । ন হনিত্যাজ্জগৎপত্তমুহীতি তস্যাপ্যুৎপত্তিমত্বেন সাপেক্ষ-  
ত্বাৎ । তন্মাম্বিত্যো বেদো জগৎপত্তিহেতুত্বাৎ ঈশ্বরবাদিতি সিদ্ধমেব নিত্যত্ব-  
মনেন দৃষ্টীকৃতম্ । শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

পূৰ্ব্বমীমাংসায়, বেদের কর্তা (বুদ্ধিপূৰ্ব্বক বক্তা বা রচয়িতা) নাই,—  
ইত্যাদিবিধ হেতুসমূহের দ্বারা বেদের নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে । দেবাদি  
ব্যক্তির শব্দপ্রভবত্ব সে সিদ্ধান্তের বিরোধী,—এতদ্রূপ আশঙ্কা করিয়া  
তাহার পরিহার করা হইল; এক্ষণে সেই পূৰ্ব্বমীমাংসাস্তে শব্দনিত্যত্ব  
দৃঢ় (অবিচাল্য) করা কর্তব্য বিধায় সূত্র বলিতেছেন । যেহেতু ‘নির্দিষ্ট  
আকৃতিমান্ দেবতা প্রভৃতি জগৎ নিত্য, সেই হেতু বেদশব্দও নিত্য ।  
[তথাচ...স্বয়ম্ভুবা] এ অর্থ মন্ত্রমধ্যেও দৃষ্ট হয় । যথা—“যাজ্ঞিকেরা  
যজ্ঞের দ্বারা বেদলাভযোগ্য হইয়া অবস্থিত সেই সেই বেদ লাভ করিয়া-  
ছিলেন ।” মন্ত্র কি বলিল? মন্ত্র বলিল, বেদশব্দ পূৰ্ব্ব হইতেই ছিল,  
যাজ্ঞিকগণ তাহা জানিয়াছিলেন মাত্র । এ অর্থ ব্যাসের স্মৃতিতেও আছে ।  
যথা—“ইতিহাসযুক্ত বেদ প্রায়কালে অন্তর্হিত ছিল, মহর্ষিগণ সে সকল

\* অতএব নিয়তাকৃতোদ্দেবাদিজগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদেব নিত্যত্বং বেদশব্দশোভি  
শেষঃ—যেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদি বেদশব্দ হইতে উৎপন্ন, ব্যবহাররূপ জন্ম প্রাপ্ত  
হইয়াছে, সেই হেতু বেদশব্দ সকল নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত ।

যুগান্তেহন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসাম্বহর্যঃ ।  
 লেভিরে তপসা পূর্বমমুজ্জাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ইতি ॥২৯॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবত্তাবপ্যাবিরোধো

দর্শনাং স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥ \*

অথাপি স্যাৎ যদি পশ্বাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়োহপি  
 সমস্ত্যৈবোৎপদ্যেরন্ নিরুধ্যোরংশচ ততোহভিধানাভিধেয়া-

শঙ্ক্যাদোত্তরত্বাৎ সূত্রস্যা শঙ্ক্যপদানি পঠতি “অথাপি স্যাৎ”তি । অভি-  
 ধানাভিধেয়াবিচ্ছেদে হি সম্বন্ধনিত্যত্বং ভবেৎ । এবমধ্যাত্মকাধ্যেতৃপরম্পরা-  
 বিচ্ছেদে বেদস্য নিত্যত্বং স্তাৎ । নিরম্বয়স্য তু জগতঃ প্রবিলম্বেহত্যন্তাস্তচ-  
 ্ছপূর্বসোৎপাদেহভিধানাভিধেয়াবতাস্তমুচ্ছিন্নাবিতি কিমাত্রয়ঃ সম্বন্ধঃ স্যাৎ ।  
 অধ্যাপকাধ্যেতৃদন্তানবিচ্ছেদে চ কিমাত্রয়ো বেদঃ স্যাৎ । ন চ জীবাস্ত-  
 দ্বাসনাবাসিতাঃ সম্ভীতি বাচ্যম্ । অন্তঃকরণাত্মাপাধিকল্পিতা হি তে তদ্বি-  
 ক্ষেদে ন হ্যাতুমর্হন্তি । ন চ ব্রহ্মণস্তদ্বাসনা তস্য বিদ্যায়নঃ শুদ্ধস্বভাবস্য  
 তদযোগাৎ । ব্রহ্মণশ্চ সৃষ্টাদাবস্তঃকরণাদয়স্তদবচ্ছিন্নাশ্চ জীবাঃ প্রাহুর্ভবন্তো  
 তপস্যার দ্বারা ও স্বয়ম্ভুব আত্মার (রূপাৎ) লাভ করিয়াছিলেন (জ্ঞান-  
 গোচর করিয়াছিলেন)” ।

এখন যেমন প্রবাহাকারে পশুব্যক্তির জন্ম মরণ (এক পশুর জন্ম,  
 অপর পশুর মরণ) দৃষ্ট হয়, দেবাদি ব্যক্তির জন্ম মরণ যদি তদ্রূপ হয়,  
 কস্মিন্ কালেও যদি সর্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় না হয়, তাহা হইলেই নাম,  
 নামী ও নাম কর্তা,—এ সকল ব্যবহারের অলোপ বা অবিচ্ছেদ হেতু শব্দ

\* আবৃত্তৌ কল্পান্তস্থটৌ সৃষ্টানাং সমাননামরূপত্বাৎ পূর্বকল্পীয়সমাননামরূপত্বদর্শনাৎ  
 অবিরোধো বিরোধাবাক্ষ্যেয়ঃ । প্রলয়েহপ্যাত্মিকবিনাশোনাশ্চীতি যাবৎ । দর্শনাং  
 স্মৃতেশ্চ । দৃশ্যতে হি দৈনন্দিনস্থটৌ প্রবোধে পূর্বপ্রবোধসমত্বাঃ স্মর্যতে চ । বিধমস্থটৌ  
 নিরম্বয়নাশঃ সম্ভাব্যতে ন তু সমস্থটৌ । অতএব শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যতায়াঃ সিদ্ধত্বাৎ ন কশ্চিৎ  
 বিরোধ ইতি সূত্রার্থসংক্ষেপঃ ।—এ কল্পের স্থটি পূর্বকল্পের সমান হৃতব্যুৎ কল্পকালে এ  
 সকলের আত্মাত্মিক ধ্বংস হয় না । সংস্কার বা বীজ থাকে । বীজভাবে পুন হইয়া থাকে । সেই  
 হেতু এ সকল আত্মাত্মিক অনিত্য নহে । যেহেতু অনিত্য নহে সেই হেতু শব্দার্থনিত্যতা  
 সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ, বিত্বদ্ধ নহে । স্মৃতি, স্মৃতি, যুক্তি, অনুভব, সর্বপ্রকারে আত্মাত্মিক  
 বিনাশাভাব সিদ্ধ হয় । (ভাষ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখ) ।

ভিত্ত্যব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ সম্বন্ধনিত্যত্বেন বিরোধঃ শব্দে  
পরিহ্রিয়েত । যদা তু খলু সকলং ত্রৈলোক্যং পরিত্যক্ত-  
নামরূপং নির্লেপং প্রলীয়তে পুণ্ডরীকং চাভিনবমিতি শ্রুতি-  
স্মৃতিবাদা বদন্তি তদা কথমবিরোধ ইতি । তত্রৈদমভি-  
ধীয়তে, সমাননামরূপত্বাদিতি । তদাপি সংসারস্যানাদিত্বং  
তাবদভ্যবগম্যম্ । প্রতিপাদয়িষ্যতি চাচার্য্যঃ সংসারস্যা-

ন পূৰ্ব্বকৰ্ম্মাবিদ্যাবাসনাবস্তো ভাবতুমৰ্হসি, অপূৰ্ব্বত্বাৎ । তস্মাদ্বিকল্পমিদং  
শব্দার্থসম্বন্ধবেদনিত্যত্বং সৃষ্টিপ্রলয়ভ্যাপগমেনেতি । অভিধাতৃগ্রহণেনাধ্যা-  
পকাধ্যোতারবৃত্তৌ । শব্দাঃ নিরাকৰ্ত্ত্বং সূত্রমবতারয়তি । “তত্রৈদমভি-  
ধীয়তে সমাননামরূপত্বাদিতি” । যদ্যপি মহাপ্রলয়সময়ে নাস্ত্যঃকরণাদয়ঃ  
সমুদ্যচরন্তুঃ সন্তি তথাপি স্বকারণেহনিৰ্ব্বাচ্যামবিদ্যায়াং লীনাঃ  
স্বল্পেণ শক্তিরূপেণ কৰ্ম্মবিক্ষেপকাবিদ্যাবাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠন্ত এব । তথা  
চ শ্রুতিঃ,—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সৰ্জতঃ ॥ ইতি ।

তে চাবধিঃ প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছাপ্রচোদিতা, যথা কুৰ্ম্মদেহনিলীনাশ্রদ্ধানি  
ততো নিঃসরন্তি, যথা বা বর্ষাপায়ে প্রাপ্তমৃদাবানি মণ্ডুকশরীরানি তদ্বাস-  
নাবাসিততয়া ঘনঘনাসারাবসেকস্থিতানি পুনর্মণ্ডুকদেহভাবমুভবন্তি  
তথা পূৰ্ব্ববাসনাবশাৎ পূৰ্ব্বসমাননামরূপ্যাংপদ্যন্তে । এতচ্ছব্দঃ ভবতি ।—

বিরোধের পরিহার হইতে পারে। শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতাও রক্ষিত হইতে  
পারে। কিন্তু শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে শুনা যায়, মহাপ্রলয়ে সৰ্ব্বধ্বংস হয়,  
কিছুই থাকে না, পরে আবার নূতন সৃষ্টি হয়। শ্রুতি-স্মৃতি-সম্বাদিত মহা-  
প্রলয় যদি আত্যন্তিকধ্বংসরূপী হয়, তাহা হইলে আর বিরোধ পরিহার  
হয় না। এ আশঙ্কা সংশোধনের নিমিত্ত এই “সমাননামরূপত্বাৎ” সূত্র  
অবতারণিত হইল। [অথাপিঃ দ্রষ্টব্যম্] সংসার অনাদি, ইহা সকলেরই  
বীকার্য্য।\* আচার্য্যও বলিবেন, সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি অনুভব উভয়  
সিদ্ধ। দৈনন্দিন সৃষ্টি বা আগ্রহসৃষ্টি যেমন পূৰ্ব্বকাগতের সমান, অমূৰ্ক্ষণ,  
তেমনি, এতৎকল্পীয় সৃষ্টিও পূৰ্ব্বকল্পীয় সৃষ্টির সমান অর্থাৎ অমূৰ্ক্ষণ।  
যেহেতু সৃষ্টির পূৰ্ব্বসাম্যতা সিদ্ধ হয়, সেই হেতু শব্দার্থনিত্যতা সিদ্ধান্ত

হনাদিভ্রমুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চেতি । অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রলয়প্রভবশ্রবণেহপি পূর্ব-প্রবোধবহুতরপ্রবোধেহপি ব্যবহারাম্ কশ্চিদ্ধিরোধঃ । এবং কল্পান্তরপ্রভবপ্রলয়য়োরপীতি দ্রষ্টব্যম্ । স্বাপপ্রবোধয়োশ্চ প্রলয়প্রভবৌ শ্রুয়েতে । যদা স্রুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্য-ত্যাথাহস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈরূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈর্বধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাম্বেজ্জ্বলতঃ সর্বা দিশো বিক্ষুলিতা বিপ্র-

যদাপীশ্বরঃ প্রভবঃ সংসারমণ্ডলস্য, তথাপীশ্বরঃ প্রাণভূৎকর্মাবিদ্যাসহকারী তদনুরূপমেব সৃজতি । ন চ সর্গপ্রলয়প্রবাহস্যানাদিতামন্তরেণৈতদ্রূপপদ্যত ইতি সর্গপ্রলয়াভ্যুপগমেহপি সংসারানাদিতা ন বিরূধ্যত ইতি । তদ্বিন্মুক্ত “মুপপদ্যতে, চাপ্যুপলভ্যতে চ” আগমত ইতি । স্যাদেতৎ । ভবত্বনাদিতা সংসারস্য তথাপি মহাপ্রলয়ান্তরিতে কৃতঃ স্রবণং বেদানামিত্যত আহ— “অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়ো”রিত্যিতি । যদাপি প্রাণমাত্রাবশেষ-তান্তরিশেষতে অস্রুপ্তপ্রলয়াবস্থায়োর্কিংশেষতথাপি কস্মবিক্ষেপসংস্কারসহিত-লয়লক্ষণাবিদ্যাবশেষতাসাম্যোন স্বাপপ্রলয়াবস্থায়োরভেদ ইতি দ্রষ্টব্যম্ । নহু নাপর্যায়ের সর্বেষাং স্বাপাবস্থা, কেবাঞ্চ তদা প্রবোধাৎ তেভ্যশ্চ স্রুপ্তো-

অবিকৃত, বিরুদ্ধ নহে । ( স্রুপ্তি-নামক দৈনন্দিন প্রলয়ে ও কল্প-নামক মহাপ্রলয়ে কোনও বস্তুর নিরবস্থা-ক্লংস বা অত্যন্তিক অভাব হয় না । সকল বস্তুই থাকে, বীজরূপে বা সূক্ষ্ম সংস্কারভাবে বাপন্ন হইয়া থাকে । বীজভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়াই সেই সেই বীজ হইতে পূর্বসমান সৃষ্টি হয় ) । [ স্বাপ...ইতি ] স্রুপ্তিতে লয় ও জাগ্রতে সৃষ্টি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ । যথা—“স্রুপ্ত-পুরুষ যখন কোনও কিছু দেখে না, স্বপ্ন দেখে না, এ সকল তখন প্রাণে গিয়া একত্র প্রাপ্ত হয় । বাগিত্ত্বের সহিত সমস্ত নাম, চক্ষুরিত্ত্বের সহিত সমুদয় রূপ, শ্রোত্রের সহিত সমুদয় শব্দ, মনের সহিত ধ্যান, সমস্তই প্রাপ্ত হয় । সেই পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখন, যেমন অলিভাগি হইতে অগ্নিসমান ক্ষুদ্র উৎপন্ন হয়, নির্গত হয়, তেমনি,

তিষ্ঠৈরৈবৈবৈতন্মাদান্ননঃ সৰ্ব্বৈ প্রাণা যথায়তনং বিপ্র-  
তিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ ( কৈ. ব্রা.  
উ. অ. ৩। ৭. ৩ ) ইতি । স্যাদেতৎ । স্বাপে পুরুষান্তর-  
ব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ং স্রুগুপ্তপ্রবুদ্ধস্য পূর্বপ্রবোধব্যব-  
হারানুসন্ধানসম্ভবাদবিরুদ্ধম্ । মহাপ্রলয়ে তু সর্বব্যবহারো-  
চ্ছেদাচ্ছান্তরব্যবহারবচ্ছ কল্লান্তরব্যবহারস্যাহনুসন্ধাতু-  
মশক্যত্বাৎ বৈষম্যমিতি । নৈষ দোষঃ । সত্যপি সর্ব-  
ব্যবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানুগ্রহাদীশ্বরানাং  
হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্লান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তেঃ । যদ্যপি

খিতানাং গ্রহণসম্ভবাৎ প্রারণকালবিপ্রকর্ষয়োচ্চ বাসনোচ্ছেদকারণয়োঃ-  
ভাবেন সত্যং বাসনায়াং অরণোপপত্তেঃ শর্কার্থসম্বন্ধবেদব্যবহারানুচ্ছেদো  
বৃত্তান্তে । মহাপ্রলয়পর্যায়েষু প্রাণভ্রম্যজবর্তী প্রারণকালবিপ্রকর্ষো চ  
তত্র সংস্কারমাজোচ্ছেদহেতু স্ত ইতি কৃতঃ স্রুগুপ্তবৎ পূর্বপ্রবোধব্যবহার-  
বহুতরপ্রবোধব্যবহার ইতি চোদয়তি ।—“স্যাদেতৎ স্বাপ” ইতি । পরি-  
হরতি ।—“নৈষ দোষঃ । সত্যপি ব্যবহারোচ্ছেদিনি”তি । অরমভিসন্ধিঃ ।—ন  
তাবৎ প্রারণকালবিপ্রকর্ষো সর্বসংস্কারোচ্ছেদকো, পূর্বাভ্যন্তরত্বানুসন্ধা-  
নাজ্ঞাতস্য হর্ষভরশোকসম্প্রতিপত্তেঃ । মনুজজন্মবাসনানাকাংক্ষেনেকজাত্য-  
ন্তরসহস্রব্যবহিতানাং পু-মসুখ্যজ্ঞাতিসম্বর্তকেন কর্মণাভিব্যক্ত্যভাবপ্রস-  
ঙ্গাৎ । তন্মাত্রিকৃষ্টিধিয়ামপি যত্র সত্যপি প্রারণকালবিপ্রকর্ষাদৌ পূর্ববাস-

প্রাণ ( হিরণ্যগর্ভ ) হইতে দেবতা ও দেবতা হইতে লোক সকল উৎপন্ন  
হয়।” [ স্যাদেতৎ...বদিতুম্ ] যদি বল, স্রুগুপ্তিতে স্রুগুপ্তকর্ষেরই ব্যবহার-  
গোপ হয়, অন্য পুরুষের ব্যবহার থাকে এবং স্রুগুপ্তবুদ্ধের পূর্বপ্রবোধব্যব-  
হার অরণ হওয়া অসম্ভব নহে, সম্ভব, স্রুতরাং স্রুগুপ্তি ও মহাপ্রলয় সমান  
নহে, অসম্মান । মহাপ্রলয়ে কেহই থাকে না, সর্ববিলোপ হয় । আরও  
সেধ, জন্মান্তরীয় ব্যবহার অরণ যজ্ঞ অশক্য, অসম্ভব, কল্লান্তরীয় ব্যবহার  
অরণ তজ্ঞ অশক্য ও অসম্ভব । অতএব, স্রুগুপ্তি-দৃষ্টান্তটী বৈষম্যদোষাবিহীন,  
বিশুদ্ধ নহে । ইহার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা বলি, উহা দোষাবিহীন নহে । মহা-  
প্রলয়ে সর্বোচ্ছেদ হইলেও, সমস্ত ব্যবহার বিলোপ হইলেও, পরমেশ্বরানু-

প্রাকৃতাঃ প্রাণিনো ন জন্মান্তরব্যবহারমনুসন্দধানা দৃশ্যন্তে  
ইতি, ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বরানাং ভবিতব্যম্। যথা হি  
প্রাণিত্বাবিশেষেহপি মনুষ্যাদিস্তদ্ব্যপ্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্যাদি-  
প্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে, তথা মনুষ্যা-  
দিস্তেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ  
পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ ন শক্যং নাস্তীতি বদিতুম্।  
ততশ্চাতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ষণামীশ্বরানাং হিরণ্য-  
গর্ভাদীনাং বর্তমানকল্পাদৌ প্রাত্ত্বভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহী-  
তানাং স্পৃগুপ্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ।

নানুবৃত্তি স্তত্র কৈব কথা পরমেশ্বরানুগ্রহেণ ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়-  
সম্পন্নানাং হিরণ্যগর্ভপ্রভৃतीনাং মহাধিয়াম্। যথা বা আ চ মনুষ্যোভ্য  
আ চ কুমিভ্যো জ্ঞানাদীনামনুভূয়তে নিকর্ষঃ, এবমামনুষ্যোভ্য এবা চ  
ভগবতো হিরণ্যগর্ভাৎ জ্ঞানাদীনাং প্রকর্ষোহপি সম্ভাব্যতে। তথা চ তদভি-  
বদন্তো বেদম্ভূতিবাদাঃ প্রামাণ্যমপ্রত্যাহমশ্রুতে এবঞ্চাহত্বভবতাং হিরণ্য-  
গর্ভাদীনাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানামুপপদ্যতে কল্পান্তরসম্বন্ধিনিখিলব্যবহারানু-  
সন্ধানমিতি। সুগমমন্তঃ। স্যাদেতৎ। অস্ত কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানং  
তেষামস্তান্ত্র সৃষ্টাবস্ত্র এব বেদা, অস্ত্র এব চৈষামর্থঃ, অস্ত্র এব বর্ণাশ্রমাঃ,

গৃহীত হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি ঈশ্বরের পূর্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব  
নহে। প্রাকৃত জীবের জন্মান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ হয় না, মনে পড়ে না,  
তাই বলিয়া ঈশ্বরেরও পূর্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হইবে না, মনে হইবে না,  
একুপ বলিতে পার না। মনুষ্য হইতে তৎ পর্য্যন্ত জীবের জীবন্ত অংশ  
সমান হইলেও তাহাদের জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের (কমতার) তারতম্য আছে।  
এইরূপ, মনুষ্য জীবের নিম্নজীব সকল পর পর অল্পজ্ঞান ও অল্পকমতা  
বিশিষ্ট। আবার মনুষ্য হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত পর পর উৎকৃষ্ট জীবের জ্ঞান  
ও ঐশ্বর্য্য পর পর উৎকৃষ্ট ও অধিক। [ ততশ্চ...মিতি ] 'এতদৃষ্টে স্থির হয়,  
জানা যায়, যাহারা পূর্বকল্পে উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ও কর্ম (পুণ্য বা শুভকর্ম)  
উপার্জন করিয়াছিলেন, ইহ কল্পে তাহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বর অর্থাৎ  
হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিরূপে প্রাত্ত্বভূত হইয়াছেন স্মরণ্যঃ তাহাদের স্পৃগুপ্রতি-



তথা চ ঐতিহ্যে, যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূৰ্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুকুর্বে শরণমহং প্রপদ্যে ইতি। অরন্তি চ শৌনকাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভিঃষিভির্দশতযো দৃষ্টা ইতি। প্রতি-বেদকৈবমেব কাণ্ডর্যাদয়ঃ স্মর্যন্তে। ঐতিহ্যপুণ্যবিজ্ঞান-পূৰ্ব্বকমেব মন্ত্ৰেণানুষ্ঠানং দর্শয়তি—যো হ বা অবিদিতার্থেষু-চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্ৰেণ যাজয়তি বাহধ্যাপয়তি বা স্থাগুং চচ্ছতি গৰ্ভং বা প্রপদ্যত ইতু্যপক্রম্য তস্মাদেতানি মন্ত্ৰে মন্ত্ৰে বিদ্যাদিতি। প্রাণিনাঞ্চ স্মৃথপ্রাপ্তয়ে ধর্মো

ধর্মাকানর্থোহর্থশাধর্ম্যং অনর্থশ্চৈত্মিতোহর্থশ্চানীপ্তিতোহপূর্ব্বাৎ সর্গস্য, তন্মাৎ কৃতমত্র কলান্তরব্যবহারামুশঙ্কানেনাহিকিঞ্চকরহাৎ। তথা চ পূর্ব্ব-ব্যবহারোচ্ছন্দোচ্ছন্দার্থসম্বন্ধশ্চ বেদশ্চানিত্যো প্রসজ্যেয়াতামিত্যত আহ।—“প্রাণিনাঞ্চ স্মৃথপ্রাপ্তয়” ইতি। যথাবস্তবভাবসামর্থ্যং হি সর্গঃ প্রবর্ত্ততে ন তু স্বভাবসামর্থ্যমত্থথয়িতুমর্হতি। ন হি জাতু স্মৃথং তন্মেন জিহাস্যতে হৃথকোপাদিস্যতে। ‘ন চ জাতু ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ সামর্থ্যবিপর্য্যয়ো ভবতি।

বুদ্ধের পূর্ব্বপ্রবোধ ব্যবহার অরণের ছায় কলান্তরীয় ব্যবহার অরণ হওয়া অসম্ভব নহে। ঐতিহ্যে বলিয়াছেন—“যিনি ব্রহ্মার জন্ম দান করিয়াছেন, করিয়া বেদ প্রদান করিয়াছেন, মুমুকু আমি সেই আত্মজ্ঞানপ্রকাশকে (তত্ত্বমস্তাদিবাচ্যজানিত বুদ্ধিতে প্রকাশমান পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হই।” শৌনকাদি ঋষিরাও অরণ করিয়াছেন, স্মৃতি গ্রন্থে বলিয়াছেন, “মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতি ঋষি দশতযা (ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলস্থ ঋচা) দর্শন করিয়াছিলেন, জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন।” ঐতিহ্যে মন্ত্ৰের ঋষি জানিতে বলিয়াছেন, জানিয়া মন্ত্রসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। যথা—“যিনি মন্ত্ৰের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণ (ব্যাখ্যাভাগ বা বিনিয়োগ),—এ সকল না জানিয়া যজ্ঞ করেন ও করান, অধ্যয়ন করেন ও করান, তিনি স্থাগু প্রাপ্ত অথবা গৰ্ভপতিত (নিরয়গামী) হন।” ইহার পরেই বলিয়াছেন, “সেই হেতু ঐতিহ্যে ঐ সকল জানিতে হয়।” [প্রাণিনাঞ্চ...নিপ্পদ্যতে] জীবের স্মৃথের জন্য ধর্ম্মের বিধান, হৃথ নিবারণের জন্য অধর্ম্মের নিষেধ।

বিদীয়তে ছুঃখপরিহারায় চাধর্ম্যঃ প্রতিষিধ্যতে । দৃষ্টানু-  
প্রবিকল্পছুঃখবিষয়ো চ রাগদ্বেষো ভবতো ন বিলক্ষণ-  
বিষয়াবিত্যতো ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতোত্তরোত্তরাসৃষ্টির্নিষ্পাদ্যমানা  
পূর্ব্বসৃষ্টিসদৃশেব নিষ্পাদ্যতে । স্মৃতিশ্চ ভবতি,—

“তেষাং যে যানি কৰ্ম্মাণি প্রাক্ষক্ষ্যাং প্রতিপেদিরে ।

তাশ্চেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥

হিংস্রাহিংস্রে মুহুত্কুরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবতানৃতে ।

তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মান্নতন্তু রোচতে” ॥ ইতি ॥

প্রলীয়মানমপি চেদং জগচ্ছত্ৰ্যবশেষমেব প্রলীয়তে  
শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ । ন  
চানেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্ । ততশ্চ বিচ্ছিদ্য

ন হি মূংপিণ্ডাং পটো ঘটশ্চ তদ্বভো জায়তে । তথা সতি বস্তুসামর্থ্য-  
নিয়মাত্মবাৎ সর্বং সর্বস্মাদ্ভবেদিতি পিপাসুরপি দহনমাকৃত্য পিপাসামুপ-  
শময়েৎ, শীতাক্তো বা তেষ্যমাকৃত্য শীতার্তিমিতি । তেন সৃষ্টাস্তরেংপি  
ব্রহ্মহত্যাদিরনর্থহেতুরেবার্থহেতুশ্চ যাগাদিরিত্যানুপূর্ব্বাং সিদ্ধম্ ।

দেখা যায়, ঐহিক হউক, পারত্রিক হউক, স্রুতের প্রতিই জীবের অনুরাগ,  
এবং ছুঃখের প্রতিই দ্বেষ । এতদৃষ্টে জানা যায়, জীবের পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের  
ফলেই পর পর সৃষ্টি এবং সেই কারণেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ পর পর  
সৃষ্টি হইয়া থাকে । [স্মৃতি...রোচতে] “পূর্ব্বো বা পূর্ব্বজন্মে যে জীব  
যে কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্জন করিয়াছিল, সে জীব পুনঃসৃষ্টিতে বা পুন-  
র্জন্মে সেই কৰ্ম্ম অর্থাৎ তদনুরূপ কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয় । হিংস্র, অহিংস্র, মুহু,  
ক্রুর, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সত্য, মিথ্যা,—এ সকল পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবেই  
হয় এবং পূর্ব্বসংস্কার-অনুসারেই রুচি বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ।” (প্রবৃত্তি  
বা রুচি দেখিয়া তাহার মূল কারণের (বীজের) অনুমান হয়, সে মূল  
কারণ পূর্ব্বসংস্কার । ইহারই অন্য নাম গুণ্যাগুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বর্ভাব, প্রকৃতি  
ও বাসনা) । [প্রলীয়...প্রেক্ষিতুম্] জগৎ লয়প্রাপ্ত হইলেও ইহার  
শক্তির লয় হয় না, শক্তি থাকে । যে-কিছু জন্মে—সমস্তই শক্তিমূলক ।  
শক্তিরূপ কারণ হইতেই জন্মে, আকস্মিক অর্থাৎ কারণপরিশূন্ত উৎপত্তি

বিচ্ছিন্নাণ্যুদ্ভবতাং ভূবাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবতিথ্যাভ্রমুখ্য-  
লক্ষণানাঞ্চ প্রাণিনিকায়প্রবাহাণাং বর্ণাশ্রমধর্মকলব্যবস্থা-  
নাঞ্চানাদৌ সংসারে নিয়তত্বমিन्द्रিয়বিষয়সম্বন্ধনিয়তত্ববৎ  
প্রত্যেতব্যম্ । ন হীन्द्रিয়বিষয়সম্বন্ধাদেবব্যবহারস্ত প্রতি  
সর্গমন্তথাৎ যথেষ্টেন্দ্রিয়বিষয়কল্পং শক্যমুৎপ্রেক্ষিতুম্ । অতশ্চ  
সর্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারত্বাৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানকম-  
ত্বাচ্ছেদ্যরাণাং সমাননামরূপা এব প্রতिसর্গং বিশেষাঃ প্রোচ্চ-  
ভবন্তি সমাননামরূপত্বাচ্চাবতাবপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষ-

এবঞ্চ য এব বেদা অস্মিন্ কল্পে ত এব কল্পান্তরে ত এব চৈবামর্থান্ত  
এব চ বর্ণাশ্রমাঃ । দৃষ্টসাধর্ম্যসম্ভবে তদৈবধর্ম্যকল্পনমহুমানাগমবিরুদ্ধম্ ।

আগমাশ্চেহ ভূয়াংসো ভাষাকারেণ দর্শিতাঃ ।

ঋতিস্মৃতিপুরাণাখ্যাস্তদুৎকোপোহত্থা ভবেৎ ॥

তস্মাৎ সূষ্ঠ ক্তং “সমাননামরূপত্বাচ্চাবতাবপ্যবিরোধ” ইতি । ‘অগ্নির্বা  
অকাময়ত’ ইতি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্য যজমান এবাগ্নিরুচ্যতে । ন  
হয়ৈর্দেবতাস্তরমগ্নিরাস্তি ।

নাই । শক্তি অসংখ্য ও অসংখ্যপ্রকার, এরূপ কল্পনা অন্যায় । পৃথিব্যাদি  
লোকে, তদ্বর্তী দেব মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, তত্বভয়ের  
ফল, সে সকলের ব্যবস্থা (শৃঙ্খলা, পরিপাটি বা নিয়ম), এ সকল মধ্যে মধ্যে  
আবির্ভূত হয়, আবার তিরোহিত হয়, ইহাই সংসারের নিয়ম । এ নিয়ম  
বিষয়েঞ্জিয়সম্বন্ধের সমান । বিষয়েঞ্জিয়সম্বন্ধ-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিতে  
বা ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন, এরূপ উৎপ্রেক্ষা (অহুমান) করিতে পার না ।  
(অর্থাৎ পূর্বকল্পে চক্ষু শব্দ গ্রহণ করিত, এ কল্পে রূপগ্রহণ করিতেছে,  
এরূপ কল্পনা করিতে পার না । পূর্বকল্পের চক্ষু যজপ শক্তিবিশিষ্ট, এ কল্পের  
চক্ষুও তজপ শক্তিবিশিষ্ট) । মনের নির্দিষ্ট বা অসাধারণ বিষয় নাই সত্য ;  
কিন্তু ইঞ্জিয়ের আছে । যে ইঞ্জিয়ের যে বিষয় নির্দিষ্ট—কস্মিন্ কালেও  
তাহার ব্যতিক্রম বা ব্যতিচার হয় না । [ অতশ্চ...বিরোধঃ ] যেহেতু সকল  
কল্পের ব্যবহার সমান—যেহেতু ঈশ্বরগণ পূর্বকল্পীয়-ব্যবহার স্বরণ করিতে  
ক্ষম—সেই হেতু প্রত্যেক কল্প পূর্বকল্পসদৃশ, ইহা সিদ্ধ হয় । যেহেতু  
১২-স্থিতি পূর্বস্থিতির সমান—সেই হেতু প্রায়কালেও জগতের আত্যন্তিক

গায়াং জগতোহভ্যুপগম্যমানায়াং ন কশ্চিচ্ছব্দপ্রামাণ্যাদি-  
বিরোধঃ । সমাননামরূপতাক্ষ প্রতীতিশ্রুতী দর্শয়তঃ—

“সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ ।

দিবক্স পৃথিবীক্সান্তরীক্ষমথো অঃ” ॥ ইতি ॥

যথা পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সূর্য্যচন্দ্রমঃপ্রভৃতি জগৎ কুণ্ডং  
তথাস্মিন্মপি কল্পে পরমেশ্বরোহকল্পয়দিত্যর্থঃ । তথা অগ্নির্বা  
অকাময়ত অন্নাদো দেবানাং স্লামিতি, স এবময়য়ে কৃত্তি-  
কাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপদিতি, নক্ষত্রোষ্টিবিধৌ  
যোহগ্নিনির্নিরবপৎ যস্মৈ বায়য়ে নিরবপৎ তয়োঃ সমাননাম-  
রূপতাং দর্শয়তীত্যেবং জাতীয়কা শ্রুতিরিহোদাহর্তব্য।  
শ্রুতিরপি,—

“ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ ।

শর্কর্য্যন্তে প্রসূতানাং তাত্ত্বৈবৈভো দদাত্যজঃ ॥

বিনাশ হয় না এবং আত্যন্তিক বিনাশ না হওয়ায় শব্দপ্রামাণ্য সংরক্ষিত  
হয়, বিরোধ হয় না। [সমান...দ্রষ্টব্য] পূর্ব্ব-সমান-নামরূপতা শ্রুতি-  
শ্রুতি কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে। যথা—“ধাতা (পরমেশ্বর) পূর্ব্বকল্পে যে  
প্রকার চন্দ্র সূর্য্য দিব পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ ছিল এ কল্পে সেই প্রকার  
কল্পনা (উৎপাদন) করিলেন।” পূর্ব্বকল্পে যেপ্রকার চন্দ্রসূর্য্যাদি ছিল  
বিধাতা এ কল্পে ঠিক সেই প্রকার চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। “অগ্নি  
কামনা করিলেন, আমি দেবগণের অন্নাদ অগ্নি হইব। অনন্তর তিনি কৃত্তিকা  
নক্ষত্রাভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ (অষ্টাকপাল=  
৮ মংপাত্রে সংস্থত। পুরোডাশ—পিষ্টকবিশেষ।) আহুতি প্রদান করি-  
লেন।” এ শ্রুতিও উদাহরণ-যোগ্য। প্রদর্শিত নক্ষত্রবাগ বিধিতে, যে  
অগ্নি যে অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদান করার কথা বলা হইয়াছে, সেই  
উভয় অগ্নি সমান। (পূর্ব্বকল্পের যজমান অগ্নি এ কল্পের দেবতা অগ্নি)।  
“পরমেশ্বর প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে ঋষিদিগকে নাম ও বেদবিষয়ক  
জ্ঞান প্রদান করেন। যেমন ঋতুচিহ্ন সকল পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়, ঠিক পূর্ব্ব  
বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন (পত্রপুষ্পাদির উদ্গম) পর বসন্তাদিতে প্রকাশ পায়,

যথর্তাবতুলিকানি নানারূপানি পর্যায়ৈ ।  
 দৃশ্যন্তে তানি তান্বেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥  
 যথাভিমানিনোহতীতাস্তল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ ।  
 দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ” ॥  
 ইত্যেবং জাতীয়কা দ্রষ্টব্য ॥ ৩০ ॥

### মধ্বাদিষ্মসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১ ॥ \*

ইহ দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামন্ত্যধিকার ইতি যৎ-  
 প্রতিজ্ঞাতং তৎপর্য্যাবর্ত্যতে। দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনি-  
 রাচার্য্যো মন্ততে। কস্মাৎ মধ্বাদিষ্মসম্ভবাৎ। ব্রহ্মবিদ্যা-  
 ধিকারাত্ত্যুপগমে হি বিদ্যাত্ত্বাবিশেষান্মধ্বাদিবিদ্যাস্বপ্যধি-

---

ব্রহ্মবিদ্যাস্বধিকারং দেবর্ষীণাং ক্রবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কিং সর্কাস্থ  
 ব্রহ্মবিদ্যাস্ববিশেষেণ সর্কেষাং কিং বা কাস্থ চিদেব কেবাক্ষিৎ। যদ্য-

---

তেমনি, প্রলয়ের পর যুগান্তকালেও পূর্বকল্পীয় পদার্থ সকল উদ্ধৃত হইয়া থাকে। অতীত কল্পের দেবতারার যজ্ঞপ অভিমানী ও যজ্ঞপ রূপবিশিষ্ট ছিলেন, বর্তমান কল্পের দেবতারার সেইরূপ রূপ, সেই নাম ও সেই অভিমান-ধারী হইয়াছেন।” এ সকল স্মৃতিও উদাহরণমধ্যে গণ্য।

দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার আছে, এ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে পুনর্বার আপত্তি উপস্থাপিত হইতেছে। জৈমিনি মূনি বলেন, দেবতাদের বিদ্যাধিকার নাই। কেন-না, মধুবিদ্যা + প্রভৃতিতে তাহা অসম্ভব হয়। ব্রহ্মবিদ্যাও বিদ্যা, মধুবিদ্যাও বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার থাকিলে মধুবিদ্যাতেও

---

\* জৈমিনিঃ তন্মামক আচার্য্যঃ অনধিকারং ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামধিকারাত্ত্বং মন্যতে। হেতুমাৎ—মধ্বাদীতি। বিদ্যাৎ—বিশেষাৎ মধুবিদ্যাধিষ্ম তেষামধিকারো ন সম্ভব-  
 তীতি হুত্রার্থঃ ৷—জৈমিনি বলেন, মধুবিদ্যায় দেবতাদিগের অধিকার থাক। সম্ভব হয় না, হতরাং অন্য বিদ্যাতেও অসম্ভব হয়। যেহেতু অসম্ভব হয়, সেই হেতু দেবতাপ্রভৃতি উপাসনায় অনধিকারী। অর্থাৎ দেবগণের উপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান দুইয় কিছুই নাই।

+ মধুবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা। সূর্য্যের উপাসনা। ইহার প্রণালী ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে।

কারোহুভ্যুপগম্যেত । ন চৈবং সম্ভবতি । কথমসৌ বা  
আদিত্যো দেবমধ্বিত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনো-  
পাসীরন্ । দেবাদিষু হ্যুপাসকেষুভ্যুপগম্যমানেষু আদিত্যঃ  
কথমন্যাদিত্যমুপাসীত । পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়ানি পঞ্চ  
রোহিতাদীণ্যমৃতান্যুপক্রম্য, বসবো রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ  
সাধ্যাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীভ্যুপদিশ্য,  
স য এতদেবমমৃতং বেদ বসুনামেবৈকো ভূত্বাশ্বিনৈব মুখে-  
নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতীত্যাदिना वस्राभ्युपजीव्यान्मृतानि

বিশেষণ সর্কাস্ত, ততো মধ্বাদিবিদ্যাস্বসম্ভবঃ । “কথমসৌ বাহুদিত্যো  
দেবমধু, ইত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্” । উপাশ্তো-  
পাসকভাবো হি ভেদাধিষ্ঠানো ন স্বাত্মত্বাদিত্যন্ত দেবতারঃ সম্ভবতি । ন  
চাদিত্যাস্তরমস্তি । প্রাচ্যাদিত্যানামশ্বিন্ কল্পে ক্ষীণাধিকারত্বাৎ । “পুন-  
শ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়ানি পঞ্চ রোহিতাদীণ্যুপক্রম্য” ইতি । অয়মর্থঃ ।—অসৌ  
বা আদিত্যো দেবমধ্বিত্য দেবানাং মোদনাং মধ্বিব মধু । ভ্রামরমধু-  
সারূপ্যমাহাংস্য শ্রুতিঃ । ‘তস্য মধুনো দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ । অন্তরিক্ষং  
মধ্বপূপঃ’ । আদিত্যস্য হি মধুনোপূপঃ পটলমন্তরিক্ষমাকাশং তত্রাবস্থানাৎ ।  
যানি চ সোমাজ্যপয়ঃ প্রভৃতীন্মদ্যৌ হুয়ন্তে তাহাদিত্যরশ্মিভিরগ্নিস্বলিতৈক-  
গ্নপাকান্তমৃতীভাবমাপন্নাত্মাদিত্যমণ্ডলম্বয়ন্নমধুপৈর্নীয়ন্তে । যথা হি ভ্রমরাঃ  
থাকিবেক, কিন্তু মধুবিদ্যায় অধিকার থাকা অসম্ভব হয় । [ কথং...  
দর্শয়তি ] কেন ? তাহা বলিতেছি । শ্রুতি “ঐ আদিত্য দেবমধু, দেবগণের  
আস্থাদ্য” ইত্যাদি ক্রমে-যে সূর্য্যের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন তাহা  
মনুষ্যদিগকেই বলিয়াছেন, দেবতাদিগকে নহে । দেবতারাও উপাসক,  
এ কথা বলিতে গেলে আদিত্য দেবতা আবার কোন্ আদিত্য দেবতার  
উপাসনা করিবেন, তাহা বলিতে হইবেক । ( আদিত্য এক বৈ ছই নাই ) ।  
উক্ত উপাসনার আরও অঙ্গ আছে । যথা—আদিত্যাপ্রতি রূপপঞ্চক  
অমৃতস্বরূপ, তাহা বস্তু রুদ্র আদিত্য মরুৎ সাধ্যা—এই সকল দেবগণের  
উপজীব্য । এই উপদেশের পরেই আছে, ফলশ্রুতি কথিত আছে, “যে  
উপাসক ঐ সকল অমৃতজীবী দেবগণকে জানে, উপাসনা করে, সে বস্তু  
প্রভৃতির অন্যতম হয়, হইয়া অগ্নিরূপ মুখের দ্বারা প্রোক্ত অমৃত দর্শনে

বিজানতাং বসাদিমহিমপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। বসাদয়ন্ত কান-  
ত্য়ান্ বসাদীন্ অমৃতোপজীবিনো বিজানীয়ুঃ, কং চান্যং  
বসাদিমহিমানং প্রেপ্সেয়ুঃ। তথা, অগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ

পূপ্তোভ্য আহত্য মকরন্দং স্বস্থানমানয়ন্তেবমুদ্রা। ভ্রমরাঃ প্রয়োগসমবেতার্থ-  
স্বরণাদিভির্ধ্বংসবিহিতেভ্যঃ কৰ্মকুসুমৈভ্য আহত্য তন্নিপ্পন্নমকরন্দমাদিত্য-  
মণ্ডলং লোহিতাভিরস্য প্রাচীভীরশ্মিনাডীভিরানয়ন্তি, তদমৃতং বসব উপ-  
জীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুনো দক্ষিণাভীরশ্মিনাডীভিঃ শুক্রাভির্ধ্বজুর্বেদ-  
বিহিতকৰ্মকুসুমৈভ্য আহত্যার্থো হতং সোমাদি পূৰ্ববদমৃতভাবমাপন্নং  
যজুর্ভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদেতদমৃতং রুদ্রা উপজীবন্তি। অথা-  
স্তাদিত্যমধুনঃ প্রাচীভীরশ্মিনাডীভিঃ কৃষ্ণাভিঃ সামবেদবিহিতকৰ্মকুসু-  
মৈভ্য আহত্যার্থো হতং সোমাদি পূৰ্ববদমৃতভাবমাপন্নং সামমন্ত্রস্তোত্রভ্রমরা  
আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতমাদিত্যা উপজীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুন  
উদীচীভিরতিকৃষ্ণাভীরশ্মিনাডীভিরথর্ষবেদবিহিতেভ্যঃ কৰ্মকুসুমৈভ্য আহ-  
ত্যার্থো হতং সোমাদি পূৰ্ববদমৃতভাবমাপন্নমথর্ষাঙ্গিরসমন্ত্রভ্রমরাঃ তথাশ্ব-  
মেধবাচঃ স্তোমকৰ্মকুসুমাদিত্যাসপুত্রাণমন্ত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি।  
অশ্বমেধে বাচঃস্তোমে চ পারিগ্নবং শংসন্তীতি শ্রবণাদিত্যাসপুত্রাণমন্ত্রাণাম-  
প্যন্তি প্রয়োগঃ। তদমৃতং মরুত উপজীবন্তি। অথাস্য যা আদিত্যমধুন  
উজ্জী রশ্মিনাড্যো গোপ্যাস্তাভিরুপাসনভ্রমরাঃ প্রণবকুসুমাদাহৃত্যাদিত্য-  
মণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতমুপজীবন্তি সাধ্যাঃ। তা এতা আদিত্যব্যাপ্রয়াঃ  
পঞ্চ রোহিতাদয়ো রশ্মিনাড্য ঋগাদিসম্বন্ধাঃ ক্রমেণোপাদিষ্ঠেতি যোজনা।  
এতদেবামৃতং দৃষ্টৌপলভ্য যথাস্থং সমস্তৈঃ করণৈর্গশন্তেজ ইজ্রিয়সাকল্য-  
বীৰ্য্যান্নাদ্যাগমৃতং তদুপলভ্যাদিত্যো তৃপ্যন্তি। তেন খবমৃতেন দেবানাং  
বসাদীনাং মোদনং বিদধদাদিত্যো মধু। এতদুক্তং ভবতি। ন কেবল-  
মুণাসোপাসকভাব একস্মিন্ বিরুদ্ধ্যতেহপি তু জাতুজ্যেস্তাবশ্চ প্রাপ্য-  
প্রাপকভাবশ্চেতি। “তথাগ্নিঃ পাদ” ইতি। অধিদেবতং খষাকাশে ব্রহ্ম-

পরিভূপ্ত হয়।” এ অংশে অমৃতজীবী বসুগণের জ্ঞানে, উপাসনার,  
বসু-মহিমা প্রাপ্তির কথা আছে। [ বসু...সম্ভবতি ] বসু আবার কোন্  
অমৃতোপজীবী বসুকে জানিবে? উপাসনা করিবে? এবং কোন্ বসুর  
মহিমা পাইবার প্রত্যাশা করিবে? এতস্তিন্ন আরও কথা আছে। যথা—  
“অগ্নিই তাহার পদ, বায়ুই তাহার পদ, বায়ুই সর্ঘর্গ, আদিত্যই ব্রহ্ম।”

আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদো বায়ুর্ঝাব সন্ধর্গঃ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদিষু দেবতাঔপাসনেষু ন তেষামেব দেবতান্নানামধিকারঃ সম্ভবতি । তথা, ইমামেব গৌতমভর-  
দ্বাজাবয়মেব গৌতমোহয়ং ভরদ্বাজ ইত্যাদিষু ষিসম্বন্ধেযু উপাসনেষু ন তেষামেবষীণামধিকারঃ সম্ভবতি । কুতশ্চন দেবাদীনামনধিকারঃ ॥ ৩১ ॥

### জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥ \*

যদিদং জ্যোতিষ্মণ্ডলং দ্যুস্থানমহোরাত্রাত্যাং বস্তুমজ্জ-

দৃষ্টিবিধানার্থমুক্তম্ । আকাশস্য হি সর্গগতত্বং রূপাদিহীনত্বঞ্চ ব্রহ্মণা সাক্ষ্যং তস্য চৈতস্যাকাশস্য ব্রহ্মণশ্চত্বারঃ পাদা অগ্নাদয়োহগ্নিঃ পাদ ইত্যাদিনা দর্শিতাঃ । যথা হি গোঃ পাদা ন গবা বিযুক্ত্যন্তে, এবমগ্ন্যা-  
দয়োহপি নাকাশেন সর্গগতেনেতাকাশস্য পাদাঃ । তদেবমাকাশস্য চতুষ্পদো ব্রহ্মদৃষ্টিং বিধায় স্বরূপেণ বায়ুং সন্ধর্গগুণকমুপাস্যং বিধাতুং মহী-  
করোতি—“বায়ুর্ঝাব সন্ধর্গঃ” । তথা স্বরূপেণৈবাদিত্যং ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্যং বিধাতুং মহীকরোতি—“আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ” উপদেশঃ । অতি-  
রোহিতার্থমন্তঃ । যদ্যচেত নাবিশেষেণ সর্কেষাং দেবষীণাং সর্কান্ন ব্রহ্মবিদ্যা-  
স্বধিকারঃ কিন্তু যথাসম্ভবমিতি তত্রৈদমুপতিষ্ঠতে ।—

এ সকল উপাসনা দেবতারূপের উপাসনা ; সুতরাং এ সকল উপাসনা দেবতাপক্ষে অসম্ভব । এতদ্ভিন্ন, ঋষি সম্বন্ধীয় উপাসনাও আছে । সে সকল উপাসনা “দক্ষিণ কর্ণই গৌতম, বাম কর্ণই ভারদ্বাজ,” ইত্যাদি ক্রমে অভিহিত আছে । এ সকল উপাসনা ঋষি-পক্ষে অসম্ভব হয় ।

দেবতা প্রভৃতির অনধিকার (বিদ্যায় বা উপাসনায়) পক্ষে অন্য হেতুও আছে ।

(পূর্বপক্ষ) যে সকল জ্যোতিঃ পিণ্ডাকার, যাহাদের স্থান নিব্ (অন্ত-

\* আদিত্যাদিশব্দানাং জ্যোতিষি জ্যোতিঃপিণ্ডে ভাবাং সন্ধ্যাং জ্যোতিঃপিণ্ডবাচিহাদি-  
ত্যাঃ । ন কশ্চিৎ বিগ্রহবান্ চেতনো দেবোহস্তি বিগ্রহাভাবাস্তেবাং ন কাপাধিকার  
ইতি সূত্রার্থঃ ।—হস্তপাদাদিবিশিষ্ট দেবতা আছে, এ বিষয়ে প্রশ্ন নাই । আদিত্য, সূর্য্য,  
চন্দ্র, শুক্র, অঙ্গারক; এ সকল শব্দ বিশেষ বিশেষ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক । জ্যোতিঃপিণ্ড  
সকল জড়, জড়ের সর্কান্নই অনধিকার ।



গদবভাসয়তি তস্মিন্মাদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযুক্ত্যন্তে লোকপ্রসিদ্ধেৰ্বাক্যশেষপ্রসিদ্ধেচ। ন চ জ্যোতিঃশ্মশ্রুতস্ত হৃদয়াদিনা বিগ্রহেণ চেতনতয়াহর্থিত্বাদিনা বা যোগেহবগন্তং শক্যতে, মুদাদিবদচেতনত্বাবগমাৎ। এতেনাগ্ন্যাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। স্যাদেতৎ, মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-পুরাণলোকেভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবদ্ধাদ্যবগমাদয়মদৌষ

লৌকিকৌ হাদিত্যাदिशब्दप्रयोगप्रत्ययो ज्योतिश्मश्रुतानिषु दृष्टौ। न चैतेषामस्ति चैतन्यं न हेतुषु देवदन्तादिवस्तुदहुरूपा दृष्ट्यंते चेष्टाः। “स्यादेतत् मन्त्रार्थवादतिहासपुराणलोकैभ्य” इति। तत्र जगत्ताते दक्षिण-मिह्रहस्तमिति च, काशिरिह्र इदिति च। काशिमूर्तिः। तथा ‘सुविग्रहीवो वर्योदयः सुबाहुरक्षसो मदे। इन्द्रो ब्रह्मणि जियते’ इति विग्रहवत्त्वं देवतया मन्त्रार्थवादा अभिवदन्ति। तथा हविर्भोजनं देवतया दर्शयन्ति— ‘अक्षिह्र पिब च प्रस्रितम्’ इत्यादयः। तथेशानाम्। ‘इन्द्रो दिव इह्र क्षेपे पृथिव्या इन्द्रो अपामिह्र इहं परतानाम्। इन्द्रो ब्रह्म इह्र इन्धेधिराणा-मिह्रः क्षेमे षोणे हव इह्र’ इति। तथा ‘क्षेपानमन्त्र जगतः स्वर्गमीशान-मिह्र तस्मै’ इति। तथा वरिवसितारं प्रति देवतयाः प्रसादं प्रसन्नायाश्च फलदानं दर्शयति ‘आह्रतिभिरेव देवान् हतादः प्रीणाति तस्मै प्रीता इव-मूर्जं च यच्छन्ति’ इति। ‘तृप्त एवैनमिह्रः प्रजया पशुभिस्तर्पयति’ इति च। धर्मशास्त्रकारा अप्याहः—

রীক্ষ বা স্বর্গ), যাহারা দিবারাত্র ভ্রমণ করতঃ জগৎ প্রকাশ করিতেছে, তাহারাই আদিত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। লোকে তাহাদের প্রতিই দেববাটী আদিত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং শ্রুতি বাক্যের শেষভাগেও সেই সকল জ্যোতিঃপিণ্ডে আদিত্যাদিশব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সে সকল জ্যোতিঃপিণ্ডের হৃদয় নাই, অঙ্গ নাই, স্মৃতির তাহারা অচেতন, জড়। জড়ের ইচ্ছা নাই, কামনা নাই, অনুষ্ঠান সামর্থ্যও নাই। তাহারা যুৎপিণ্ডের গায় অচেতন, ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। অগ্নি-বায়ু-প্রভৃতিকেও ঐরূপ জানিবে। [ স্যাদেতৎ...তুচ্যতে ] যদি বল, মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস পুরাণ ও লোক এ সকলের দ্বারা দেবতার শরীর ও চৈতন্য থাকা জানা

ইতি চেৎ, নেতুচ্যতে, ন তাবল্লোকো নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং  
প্রমাণমস্তি, প্রত্যক্ষাদিভ্য এব হবিচারিতবিশেষেভ্যঃ প্রমা-  
ণেভ্যঃ প্রসিদ্ধ এবার্থো লোকাৎ প্রসিদ্ধ ইতুচ্যতে। ন চাত্র  
প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমং প্রমাণমস্তি। ইতিহাসপুরাণমপি  
পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতি। অর্থবাদা

তে তৃপ্তাস্তপয়ন্ত্যনং সর্বকামফলৈঃ শুভৈঃ। ইতি।

পুরাণবচাসি চ ভূয়াংসি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রপঞ্চমাচক্ষতে। লৌকিকা  
অপি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চকং স্বরস্তি চোপচরস্তি চ। তথাহি।—যমং নণ্ড-  
হস্তমালিখস্তি, বরুণং পাশহস্তম্, ইন্দ্রং বজ্রহস্তম্। কথয়স্তি চ দেবতা হবি-  
ভূঙক্ত ইতি। তথেশনামিমাংসঃ—দেবগ্রামো দেবক্ষেত্রমিতি। তথাস্যাঃ  
প্রসাদঞ্চ প্রসন্নায়াম্ ফলদানমাহঃ—প্রসন্নোহস্ত পশুপতিঃ পুত্রোহস্য জাতঃ।  
প্রসন্নোহস্ত ঘনদো ধনমনেন লব্ধমিতি। তদেতৎ পূর্বপক্ষী দুষয়তি—  
“নেতুচ্যতে। ন হি তাবল্লোকো নাম” ইতি। ন খলু প্রত্যক্ষাদিব্যাতি-  
রিক্তো লোকো নাম প্রমাণান্তরমস্তি, কিন্তু প্রত্যক্ষাদিমূল্য লোকপ্রসিদ্ধিঃ  
সত্যতামশ্রুতে তদভাবে ত্বকপরাধবৎ মূল্যভাবাদিপ্লবতে। ন চাত্রবিগ্র-  
হাদৌ প্রত্যক্ষাদীনামন্ততমমস্তি প্রমাণম্। ন চেতিহাসাদিমূলং ভবিতু-  
মর্হতি, তস্যাপি পৌরুষেয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষাৎ। প্রত্যক্ষাদীনাঞ্চাত্ৰা-  
ভাবাৎ। ইত্যাহ—“ইতিহাসপুরাণমপী”তি। ননুত্বং মন্তার্থবাদেভ্যো

যায়, শুনা যায়, আমরা বলি তাহা অলৌক অর্থাৎ অপ্রমাণ। [ন...মধি-  
কারস্য] লোক কি প্রমাণ? পৃথক্ প্রমাণ? তাহা নহে। প্রত্যক্ষাদি  
প্রমাণই প্রমাণ, তদ্ব্যতীত অবিচারিত জ্ঞানকে লৌকিক বা লোকপ্রসিদ্ধি  
বলে। দেবতার শরীর অথবা চেতনা কোনও স্থলে কোনও লোকের  
প্রত্যক্ষ হয় নাই; স্বতরাং তদ্বিষয়ে অনুমান প্রমাণও প্রসন্ন প্রাপ্ত হয় না।  
ইতিহাস ও পুরাণ পৌরুষেয় (পুরুষ কৃত), তজ্জগৎ তাহা অস্ত্রপ্রমাণ  
সাপেক্ষ। যাহা প্রমাণমূলক নহে তাহাও অপ্রমাণ। (অমূলক ইতিহাসের  
ও অমূলক পুরাণের প্রামাণ্য নাই। দেবতা সকল চেতন, তাঁহাদের শরীর  
আছে, এ সকল কথা প্রত্যক্ষমূলক নহে, অনুমানমূলকও নহে, স্বতরাং  
নির্মূল, নির্মূল বলিয়া অপ্রমাণ।) অর্থবাদ-বাক্য বিধিবোধিত পদার্থের  
স্বভাব, প্রশংসা করে, অথ কিছু প্রতিপাদন করে না। অতএব,

অপি বিধিনৈকবাক্যহাং স্ত্যত্যাঃ সন্তো ন পার্শ্বগর্থেন  
দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসম্ভাবে কারণভাবং প্রতিপদ্যন্তে ।  
মন্তা অপি শ্রুত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোহ্ভি-  
ধানার্থা ন কস্যচিদর্থস্য প্রমাণমিত্যাচক্ষতে । তস্মাদভাবো  
দেবাদীনামধিকারস্য ॥ ৩২ ॥

বিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রসিদ্ধিরিত্যত আহ।—“অর্থবাদা অপী”তি । বিধুদ্ধেশ-  
নৈকবাক্যভামাপাদ্যমানা অর্থবাদা বিধিবিষয়প্রাশস্ত্যলক্ষণাপরা ন স্বার্থে  
প্রমাণং ভবিতুমর্হস্তুি । যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি হি শব্দার্থবিদঃ ।  
প্রমাণান্তরেণ তু যত্র স্বার্থোহপি সমর্থ্যতে যথা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্বম্, তত্র  
প্রমাণান্তরবশাৎ সোহভ্যুপেয়তে ন তু শব্দসামর্থ্যাৎ । যত্র তু ন প্রমাণান্তর-  
মস্তি যথা বিগ্রহাদিপঞ্চকে সোহর্থঃ শব্দাদেবাবগম্যব্যঃ । অতঃপরঃ শব্দো  
ন ভদ্রবগম্যিতুমলমিতি তদবগমায়াহস্ত তত্রাপি তাৎপর্যমভ্যুপেতব্যম্ । ন  
চৈকং বাক্যম্ভয়পরং ভবতি । ভবতি চেৎ ইতি, বাক্যং ভিদ্যতে । ন চ  
সম্ভবত্যেকবাক্যে বাক্যভেদোযুক্ত্যতে । তস্মাৎ প্রমাণান্তরানধিগতবিগ্র-  
হাদিসম্ভাং প্রমাণান্তরাদবগম্যন্ত্যেতি মনোরথমাত্রমিত্যর্থঃ । মন্তাশ্চ ব্রীহাদিবৎ  
শ্রুত্যাভিভূতত্ব তত্র বিনিযুক্ত্যমানাঃ প্রমাণভাবানমুপ্রবেশিনঃ কথমুপ-  
যুক্ত্যন্তাং তেষু তেষু কস্মিন্স্থিত্যপেক্ষায়াং দৃষ্টে প্রকারে সম্ভবতি নাদৃষ্টকল্পনো-  
চিতা । দৃষ্টশ্চ প্রকারঃ প্রয়োগসমবেতার্থস্বরণং স্বভা চাহুতিষ্ঠন্ত্যমুষ্ঠাতারঃ  
পদার্থান্ । ঔৎসর্গিকী চার্ধপরতা পদানামিত্যপেক্ষিতপ্রয়োগসমবেতার্থ-  
স্বরণতাৎপর্যাণাং মন্তাণাং নানধিগতে বিগ্রহাদাবপি তাৎপর্যং যুক্ত্যত ইতি  
ন তেভ্যোহপি তৎসিদ্ধিঃ । তস্মাদ্বেবতাবিগ্রহবস্তাদিভাবগ্রাহকপ্রমাণা-  
ভাবাং প্রাপ্তা যষ্ঠপ্রমাণগোচরতা স্যোতিপ্রাপ্তম্ ।

এবং প্রাপ্তেহ্ভিধীয়তে।—

অর্থবাদবাক্যে দেবতাদির শরীর বর্ণিত হইলেও তাহা তাহার অপ্ৰতি-  
পাদ্য । অপ্ৰতিপাদ্য বলিয়া সে অংশের (দেবতার শরীর আছে, এই  
অংশের) প্রামাণ্য নাই । মন্তাও প্রয়োগসমবেত পদার্থের (অমুষ্ঠেয়  
বস্তুর) স্মারক মাত্র, প্রমিতির (বস্তুর বিষয়ক অভ্যাস বোধের) জনক নহে ।  
এই সকল কারণে দেবতা প্রভৃতির শরীর অসিদ্ধ । শরীর অসিদ্ধ বলিয়াই  
বিদ্যাধিকার অসিদ্ধ ।

## ভাবন্তু বাদরায়ণোহস্তি হি ॥ ৩৩ ॥\*

তুশব্দঃ পূর্বপক্ষং ব্যাবর্তয়তি । বাদরায়ণস্ত্রাচার্যো ভাব-  
মধিকারস্য দেবাদীনাংপি মন্যতে । যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যাস্তু  
দেবতাদিব্যামিশ্রাস্তবোহধিকারস্য তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং  
ব্রহ্মবিদ্যায়াং সম্ভবোহর্থিত্বসামর্থ্যাপ্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্বাদধি-  
কারস্য । ন চ কচিদসম্ভব ইত্যেতাবতা যত্র সম্ভবস্ত্রোপা-  
ধিকারোপোদ্যেত । মনুষ্যাণামপি ন সর্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং  
সর্বেষু রাজন্যাদিমধিকারঃ সম্ভবতি । তত্র যো ন্যায়ঃ  
সোহত্রোপি ভবিষ্যতি । ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গং

“তু শব্দঃ পূর্বপক্ষং ব্যাবর্তয়তি” ইত্যাদি “ভূতধাতোরাদিত্যাদিষ্য-  
চেনতনমভ্যুপগম্যত” ইত্যন্তমতিরোহিতার্থম্ । “মন্ত্যর্থবাদাদিব্যবহারাদি”-

( সিদ্ধান্ত ) আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, দেবতা প্রভৃতিরও বিদ্যাধিকার  
আছে। মধ্ববিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অধিকার অসম্ভব হইলেও ব্রহ্ম-  
বিদ্যায় অধিকার থাকা অসম্ভব হয় না, প্রত্যুত সম্ভবই হয়। কারণ এই  
যে, কামনা প্রভৃতি যে-কিছু অধিকার-কারণ—সমস্তই দেবতাদি পক্ষে  
সম্ভব। [ ন চ...ভবিষ্যতি ] কোন এক স্থলে অসম্ভব দেখিয়া সর্বত্রই  
অসম্ভব বলা অন্যায়। যেখানে সম্ভবে—সেখানেও অধিকার নাই বলা  
নিতান্ত অযুক্ত। সকল কার্য্যে সকলের অধিকার থাকে না। রাজহুয়  
যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নাই। ব্রাহ্মণের নাই  
বলিয়া কি ক্ষত্রিয়েরও অধিকার থাকিবেক না? ক্ষত্রিয়ের রাজহুয়াধিকার  
পক্ষে যে যুক্তি—দেবতার বিদ্যাধিকারপক্ষেও সেই যুক্তি। [ ব্রহ্ম...  
সংবাদাদি ] ব্রহ্মবিদ্যাশ্রুতাবেও দেবতা প্রভৃতির বিদ্যাধিকার-সূচক কথা

\* তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষং নিষেধতি । প্রোক্তঃ পূর্বপক্ষো ন প্রসরতীত্যর্থঃ । ভাবঃ অধি-  
কারস্যাস্তিত্বং দেবাদীনাং বাদরায়ণোমম্মতে । হি যতঃ অন্ত্যধিকার-কারণম্ । বিগ্রহবত্তয়া  
তেষামপ্যর্থিত্ব সামর্থ্যাদিকমধিকার কারণঃ সম্ভবতীতি যাবৎ ।—আদিত্যাদি শব্দ জ্যোতিঃ-  
পিণ্ডের বাচক, তৎকারণে বিগ্রহবান্ ও চেনন আদিত্যাদি দেবতা নাই, এ পূর্বপক্ষ হইতেই  
পারেনা। বাদরায়ণ যিনি বলিয়াছেন, বিগ্রহবান্ চেনন দেবতাত্তেও আদিত্যাদিশব্দের  
প্রসিদ্ধি বা বাচকতা আছে হতরাং তাহাঁদের অস্তিত্ব প্রভৃতিও আছে ।

শ্রোতঃ দেবাদ্যধিকারস্য সূচকং,—তদ্যো যো দেবানাং  
প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীগাং তথা মনুষ্যাণামিতি । তে  
হোচুঃস্ত তমাত্মানমম্বিচ্ছামো যমাত্মানমম্বিষ্য সর্বাংশ্চ  
লোকানাংগোতি সর্বাংশ্চ কামানিতি । ইন্দ্রো হ বৈ দেবানা-  
মভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোহস্তরাণামিত্যাদি চ । স্মার্তমপি  
চ গন্ধর্ব্বযাজ্ঞবল্ক্যসম্বাদাদি । যদপ্যুক্তং জ্যোতিষি ভাবা-  
ক্ষেতি, অত্র ক্রমঃ, জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদিত্যাদয়ো  
দেবতাবচনাঃ শক্যশ্চেতনাবন্তমৈশ্বর্যাভ্যাপেতং তং তং  
দেবাত্মানং সমর্পয়ন্তি মন্ত্রার্থবাদেষু তথা ব্যবহারাৎ । অস্তি  
হৈশ্বর্য্যযোগাদেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাভিচ্চাবস্থাভুং যথৈ-  
ক্ষতং তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যম্ । তথা হি শ্রুয়তে  
সূত্রক্ষণ্যার্থবাদে মেধাতিথের্শ্বেষেতি । মেধাতিথিং হ কাণ্ণা-

তি । আদিগ্রহণেনেতিহাসপুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে । মন্ত্রাদীনাম্ ব্যবহারঃ  
প্রবৃত্তিস্তস্য দর্শনাদিতি । পূর্ব্বপক্ষমহুভাষতে—“যদপ্যুক্ত”মিতি । একদে  
শিমতেন তাবং পরিহরতি—“অত্র ক্রম” ইতি । তদেতৎপূর্ব্বপক্ষিণমুথাপ্য

আছে । যথা—“দেবগণের মধ্যে যে দেব ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হন, সে দেব ব্রহ্মই  
হন । ঋষিদিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও ‘ঐরূপ ।’ ” “দেবতার বলিলেন,  
আমরা সেই আত্মার অন্বেষণ করিব—ঋষিদিগের অন্বেষণ করিলে সকল লোক  
ও সকল কামনা পাওয়া যায় ।” “দেবতাদের ইন্দ্র ও অশ্বরদিগের বিরোচন  
প্রব্রজ্যা ( ব্রহ্মজ্ঞানার্থ সন্ন্যাস ) করিয়াছিলেন ।” এতদ্ভিন্ন, স্বতন্ত্র যাজ্ঞ-  
বল্ক্য গন্ধর্ব্ব সংবাদ প্রভৃতিও দেবতার জ্ঞানাদিকারের সূচক ( অনুমাপক ) ।  
[ যদ...সামর্থ্যম্ ] বলিয়াছিলে, দেবতাবাচক আদিত্যাদিশব্দ জ্যোতিঃ-  
পিওই প্রযুক্ত হয়, সে কথাই প্রতিবাদ বলিতেছি । আদিত্যাদিশব্দ  
ঐশ্বর্য্যবান্ চেতন-দেবতা বুঝাইতেও সমর্থ । মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও  
সেইরূপ ব্যবহার আছে । দেবগণ ঐশ্বর্য্যবলে জ্যোতিষ্করূপে অবস্থান  
করিতে ও ইচ্ছাক্রূপে দেহ ধারণ করিতে সমর্থ বা পারগ । [ তথাহি...  
দিত্যুক্তম্ ] এ কথা শ্রুতিতেও আছে ।—“ইন্দ্র মেঘ হইয়া কাশয়ন

য়নং ইন্দ্রো মেঘো ভূহা জহারেতি । স্বর্ঘ্যাতে চ, আদিত্যঃ  
পুরুষো ভূহা কুন্তীমুপজগামেতি । যদাদিষপি চেতনাধিষ্ঠা-  
তারোহভ্যুপগম্যন্তে—যদত্রবীদাপোহক্রবন্তিত্যাদিদর্শনাৎ ।  
জ্যোতিরাদেস্ত ভূতধাতোরাদিত্যাদিষপ্যচেতনত্বমভ্যুপগ-  
ম্যতে । চেতনাস্বধিষ্ঠাতারো দেবতাত্মানো মন্ত্রার্থবাদাদিষু  
ব্যবহারাদিত্যুক্তম্ । যদপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োরন্যার্থত্বাচ্চ  
দেবতাবিগ্রহাদিপ্রকাশনসামর্থ্যমিতি, অত্র ক্রমঃ । প্রত্যয়া-

গোত্রীয় মেঘাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন ।” মহাভারতেও লিখিত আছে,  
“স্বর্ঘ্য পুরুষরূপে কুন্তীতে উপগত হইয়াছিলেন ।” শাস্ত্রে মৃত্তিকা প্ৰভৃতি  
জড়ে চেতনের অধিষ্ঠান থাকা স্বীকার আছে । যথা—“সেই মৃত্তিকা বলিল,  
সেই জল বলিল ইত্যাদি ।” এ সকল কথা চেতনাধিষ্ঠানের অনুমাপক ।  
জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্যংশ ভৌতিক ও অচেতন হইলেও তাহাতে চেতন-  
দেবতার অধিষ্ঠান আছে । ( যেমন এই ভৌতিক দেহে চেতন আত্মার  
অধিষ্ঠান, সেইরূপ, ভৌতিক জ্যোতিঃপিণ্ডেও চেতন দেবতার অধিষ্ঠান ।  
দৃশ্য জ্যোতিঃপিণ্ডটি স্বর্ঘ্যদেবতার শরীর, উহাতে চেতন স্বর্ঘ্যদেবতা এত-  
দেহে আত্মার স্থায় অধিষ্ঠিত আছেন । ) মন্ত্রে ও অর্থবাদ, শাস্ত্রে সেই সেই  
দেবতার ব্যবহার হয়, জড়াংশের ব্যবহার হয় না । [ যদপ্যুক্তং...পদ্যতে ]  
বলিয়াছিলে, মন্ত্র কেবল অনুষ্ঠেয়-পদার্থের স্মরণ করায়, আর অর্থবাদ  
কেবল বৈধবিষয়ের স্তুতি ( প্রশংসা ) করে ; স্মরণ করান ও প্রাশস্ত্য  
বুঝান, এই দুই অর্থ ব্যতীত ইন্দ্র বজ্রধর, এ সকল অবাস্তব অর্থ বুঝান  
মন্ত্রের ও অর্থবাদের তাৎপর্য্য নহে ; অর্থাৎ ঐ তাৎপর্য্যে ঐ অর্থবাদ  
প্রবৃত্ত হয় নাই ; বাহা যাহার তাৎপর্য্য নহে, তাহা তাহার অর্থও নহে ।  
অর্থবাদ বিধিপ্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত, তজ্জগত তাহা প্রশংসা মাত্র বুঝায় ।  
অর্থাৎ বৈধ বিষয়ের প্রাশস্ত্য জ্ঞান জন্মায়, অগ্ন জ্ঞান জন্মায় না ।  
( অভিপ্রায় এই যে, অর্থবাদ ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, একরূপ কোন বিগ্রহ-  
বান্ দেবতা বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইবে না, জন্মাইলে তাহা ভ্রম হইবে । ) এ  
আপত্তির প্রত্যাপত্তি এইরূপ ।—বুঝা না বুঝা অর্থাৎ জ্ঞান হওয়া না হওয়া  
বস্তু থাকা না থাকার অধীন, অগ্ন কিছুর অধীন নহে । বস্তু থাকিলে  
জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, ইহাই নিয়ম । এক উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইলে

প্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণং নান্যার্থত্বমন্যার্থত্বং  
বা। তথা হন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতितং তৃণপর্ণাদি  
অন্তীত্যেবং প্রতিপদ্যতে। অত্রাহ, বিষম উপন্যাসঃ। তত্র  
হি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্তমস্তি যেন তদস্তিত্বং  
প্রতিপদ্যতে। অত্র পুনর্বিধ্যুদেদৈশকবাচ্যভাবেন স্ত্যত্যর্থ-  
র্থবাদে ন পার্থগর্থেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃত্তিঃ শক্যাধ্যবসায়-  
য়িতুম্। ন হি মহাবাক্যে প্রত্যায়কেহবাস্তববাক্যস্ত পৃথক্

দৃশয়তি—“অত্রাহ”, পূর্বপক্ষী। শাস্ত্রী খন্ডিয়ং গতিঃ, যত্নাৎপর্যায়ীনবৃত্তিঃ  
নাম। ন হত্বপরঃ শব্দোহন্যত্র প্রমাণং ভবিতুমর্হতি। ন হি ষিভিনির্গেজ্ঞন-  
পরং স্বেতো ধাবতীতি বাক্যং ইতঃ সারমেয়বেগবদগমনং গময়িতুমর্হতি।  
ন চ নঞবতি মহাবাক্যে হবাস্তববাক্যার্থে বিধিরূপঃ শক্যো হবগন্তুম্। ন চ  
প্রত্যয়মাত্রাৎ সৌহৃদ্যার্থেইহ ভবতি তৎপ্রত্যয়স্য জাতিত্বাৎ। ন পুনঃ  
প্রত্যক্ষাদীনামিহ গতিঃ। ন হ্রদকাহরণার্থিনা ঘটদর্শনায়োদ্মীলিতং চক্ষু-

অন্ত কিছু হইবে না, বুঝিবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। পাটলীপুত্র-  
নগর দেখিবার উদ্দেশে প্রস্থিত পুরুষ কি পথিমধ্যে তৃণাদি দেখে না? না  
তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে না? মন্ত্র ও অর্থবাদ ঐরূপ জানিবে। মন্ত্র ও  
অর্থবাদ অনুষ্ঠেয় পদার্থ অরণ করাইতে ও বেধ-বিষয়ের প্রশংসা করিতে  
প্রবৃত্ত হইলেও তন্মধ্যস্থ অবাস্তব বাক্য সকল অবশ্যই বিগ্রহবান্ দেবতা  
বুঝাইবে, তদ্বিষয়ক সত্য জ্ঞানও জন্মাইবে। [অত্রাহ...রপীতি] এই  
স্থানে কেহ কেহ বলিবেন, দৃষ্টান্তটি অসম হইল, সমদৃষ্টান্ত হইল না।  
পাটলীপুত্র-প্রস্থিত পথিকের তৃণাদি জ্ঞান পৃথক্ প্রমাণ সমুদ্ভূত। পথে  
তৃণাদি থাকে, তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ হয়, তাই তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে।  
সে জ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণজনিত—তৎকারণে তাহা সত্য। অতএব, পথি-দৃষ্ট  
তৃণের দৃষ্টান্ত অর্থবাদপক্ষে খাটে না। অর্থবাদ বাক্যের মধ্যে যতই পদ  
থাকুক, যতই বাক্য থাকুক, সমস্তই বিধির সহিত মিলিত হইয়া, এক  
বাক্য বা এক কথা হইয়া, একই অর্থ বোধ করায়। তৎকারণে তাহার  
পৃথগর্থ থাকে না। পৃথগর্থ না থাকাতেই তাহা বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞানের  
(ইঙ্গ বজ্র হস্ত, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানের) জনক নহে। যেমন সুরা, পান,  
করивек, না,—এই চারি কথা পৃথক্ চারিটি অর্থ বলে না, কিন্তু মিলিয়া,

প্রত্যয়কল্পমস্তি । যথা ন সুরাং পিবেদিতি নঞ-বতি বাক্যে  
পদত্রয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানপ্রতিষেধ এবৈকোহর্থো গম্যতে ন  
পুনঃ সুরাং পিবেদিতি পদদ্বয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানবিধিরপীতি ।  
অত্রোচ্যতে । ন বিষম উপন্যাসঃ । যুক্তং যৎ সুরাপানপ্রতি-  
ষেধে পদান্বয়শ্চৈকত্বদবাস্তুরবাক্যার্থস্তাৎপ্রহণম্ । বিধ্য-

বটপটৌ বা পটং বা কেবলং নোপনভতে । তদেবমেকদেশিনি পূৰ্ব্বপক্ষিণা  
দৃষিতে পরমসিদ্ধান্তবাদ্যাহ—“অত্রোচ্যতে । বিষম উপন্যাস” ইতি ।  
অয়মভিসন্ধিঃ—লোকে বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নায় পদানি প্রযুক্তানি তদন্তরেণ  
ন স্বার্থমাত্রস্বরণে পর্য্যবস্যস্তি । ন হি স্বার্থস্বরণমাত্রায় লোকে পদানাং  
প্রয়োগো দৃষ্টপূৰ্ব্বঃ । বাক্যার্থে তু দৃশ্যতে । ন চৈতান্যস্মারিতস্বার্থানি  
সাক্ষাৎবাক্যার্থং প্রত্যায়য়িতুমীশত ইতি স্বার্থস্বরণং বাক্যার্থমিত্যেহবাস্তুর-  
ব্যাপারঃ কল্পিতঃ পদানাম্ । ন চ যদর্থং যৎ তৎ তেন বিনা পর্য্যবস্যতীতি  
ন স্বার্থমাত্রাভিধানেন পর্য্যবসানং পদানাম্ । ন চ নঞ-বতি বাক্যে বিধান-  
পর্য্যবসানম্ । তথা সতি নঞপদমনর্থকং স্যাৎ । যথাহঃ,—

সাক্ষাদযদ্যপি কুরীস্তু পদার্থপ্রতিপাদনম্ ।

বর্ণান্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যস্তি নিষ্কলে ॥

বাক্যার্থমিত্যে তেবাং প্রবৃত্তৌ নাস্তরীক্যম্ ।

পাকে জালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্ ॥ ইতি ॥

সেয়মেকস্মিন্ বাক্যে গতিঃ । যত্র তু বাক্যন্যেকস্য বাক্যাস্তরেণ সম্বন্ধ-  
স্তত্র লোকাভিসারতো ভূতার্থব্যুৎপত্তৌ চ সিদ্ধান্তান্মেতৈকস্য বাক্যস্য তত্ত-

এক হইয়া, সুরাপাননিষেধ রূপ একই অর্থের বোধ জন্মায় । অর্থবাদ  
বাক্যকে সেইরূপ জানিবে । অর্থবাদ-মধ্যে যতই অবাস্তুর বাক্য থাকুক,  
একটীরাও পৃথগর্থ নাই । সমস্ত বাক্যই বিধির সহিত মিলত হইয়া,  
এক কথা বা একবাক্য হইয়া, প্রশস্ত্যরূপ একই অর্থের বোধ জন্মায় ;  
মধ্যগত বৃত্তান্ত জ্ঞানবহির্ভূত হইয়া যায় । সুরাং অর্থবাদ সকল  
বৃত্তান্তমধ্যপাতী দেবতাবিগ্রহাদি বিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ প্রমাণ নহে ।  
[ অত্রোচ্যতে...পদ্যন্তে ] এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত  
দৃষ্টান্ত অসম-দোষ-হ্রষ্ট নহে ; প্রত্যুত বাদীর ‘সুরাপান করিবেক না’ এই  
উদাহরণ অসম । সুরা পান করিবেক না, এ স্থলে অবাস্তুর বাক্যের



দশার্থবাদয়োক্ত্যর্থবাদস্থানি পদানি পৃথগ্ভাষ্যং বৃত্তান্তবিষয়ং  
প্রতিপদ্যাহমন্তরং কৈমর্থক্যবশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতি-  
দ্যন্তে । যথা হি বায়বাং শ্বেতমালভেত ভূতিকাং ইত্যত্র  
বধ্যদেশবর্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ, নৈবং  
যুর্কৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্মেন ভাগধেয়েনোপ-

দ্বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নেন পর্য্যবসিতবৃত্তিনঃ পশ্চাৎ কৃত্তিক্কেতোঃ প্রয়োজন-  
স্তর্যাপেক্ষামম্বয়ঃ কল্পতে । যথা ‘বায়ুর্কৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্মেন  
ভাগধেয়েনোপধাবতি স এতেনং ভূতিং গময়তি বায়বাং শ্বেতমালভেত’  
ইত্যত্র । ইহ হি যদি ন স্বাধ্যায়বিধিবিশিঃ স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যং বেদরাশিঃ  
পুরুষার্থতামনেষ্যভূতো ভূতার্থমাত্রপর্য্যবসিতার্থবাদা বিধুদ্ধেশেন নৈক-  
বাক্যতামগমিষ্যন্ । তৎ স্বাধ্যায়বিধিবিশিঃ কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষায়াং বৃত্তান্তাদি-  
গোচরাঃ সন্ততঃপ্রত্যায়নদ্বায়েণ বিধেয়প্রাশস্ত্যং লক্ষয়ন্তি, ন পুনরবিধ-  
কিতার্থা এব তল্লক্ষণে প্রভবন্তি তথা সতি তল্লক্ষণেব ন ভবেৎ । অভিধেয়া-  
বিনাভাবস্যা তদ্বীজস্যভাবাৎ । অতএব গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাশব্দঃ  
স্বার্থসম্বন্ধমেব তীরং লক্ষয়তি ন তু সমুদতীরম্ । তৎ কস্য হেতোঃ,  
স্বার্থপ্রত্যাসম্ভাবাৎ । ন চৈতৎ সর্বং স্বার্থাবিবক্ষায়াং কল্পতে । অত  
এব যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধার্থা অর্থবাদা দৃশ্যন্তে, যথা দিত্যো বৈ যুপো,  
যজমানঃ প্রস্তরঃ, ইত্যেবমাদয়ঃ, তত্র যথা প্রমাণান্তরবিরোধো যথাচ  
স্ত্যর্থতা তদ্ব্যয়সিদ্ধার্থং গুণবাদস্থিতি চ তৎসিদ্ধিরিতি চাস্তত্রয়জ্জৈমিনিঃ ।

(পদের) পৃথগর্থ না থাকাই উচিত । কারণ, ঐ স্থানে পদাশয় (পদসমূহের  
পরস্পর সম্বন্ধ) এক বৈ হই হয় না । হইবার সম্ভাবনাও নাই । কিন্তু  
অর্থবাদ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত । অর্থবাদ কি ? অর্থবাদ বৃত্তান্তবোধক বহু-  
বাক্য-নির্মিত সন্দর্ভ । অর্থবাদ প্রথমতঃ বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞান জন্মায়,  
পরে কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত (ইহা বা এ বর্ণনা কি জন্ত ? এরূপ আকাঙ্ক্ষা  
বশতঃ) বিধিতে মিলিত হয় অর্থাৎ বিধির সহিত এক কথা বা এক  
বাক্য হইয়া যায় । তখন তাহার স্ততি অর্থ অর্হুত হয়, তৎপূর্বে স্ততি-অর্থ  
অর্হুত হয় না । [যথা... ব্যাখ্যাতঃ] “মে ঐশ্বর্য্যাকামী সে শ্বেতবর্ণ  
বায়ব্য-পণ্ড আলঙ্কন (স্পর্শ অথবা বধ) করিবেক ।” এই বিধির অর্থবাদ—  
“বায়ু ক্ষিপ্তকারী দেবতা, যজমান স্বীয় ভাগে ইহাও সন্নিহিত হয়, তিনিও

ধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি ইত্যেবামর্থবাদগতানাং  
পদানাম্। ন হি ভবতি বায়ুর্বা আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা  
আলভেতেত্যাদি। বায়ুস্বভাবসঙ্কীর্ণেন ত্বাস্তুরমম্বয়ং প্রতি-

তস্মাৎ যত্র সৌহর্থোহর্থবাদানাং প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন প্রাদন্ত্য-  
লক্ষণেতি লক্ষিতলক্ষণা। যত্র তু প্রমাণান্তরসম্বাদস্তত্র প্রমাণান্তরাদি-  
বার্থবাদাদপি সৌহর্থঃ প্রসিধ্যতি। দ্বয়োঃ পরস্পরানপেক্ষয়োঃ প্রত্য-  
ক্ষানুমানয়োরিবৈকত্রার্থে প্রবৃত্তেঃ। প্রমাণপেক্ষয়া ত্বম্ববাদকত্বম্। প্রমাতা  
হুংপন্নঃ প্রথমং যথা প্রত্যক্ষাদিভ্যোহর্থমবগচ্ছতি ন তথান্নায়তঃ। তত্র  
ব্যুৎপত্তাদ্যপেক্ষত্বাৎ। ন তু প্রমাণাপেক্ষয়া দ্বয়োঃ স্বার্থেহনপেক্ষত্বাদি-  
ত্যুক্তম্। নহেবং মানান্তরবিরোধেহপি কস্মাদ্গুণবাদো ভবন্তি যাবতা  
শব্দবিরোধে মানান্তরমেব কস্মান্ন বাধ্যতে। বেদান্তেবিরোধিতবিষয়ৈঃ  
প্রত্যক্ষাদয়ঃ প্রপঞ্চগোচরাঃ কস্মাদ্বাহর্থবাদবদেদান্তা অপি গুণবাদেন ন  
নীয়ন্তে। অত্রোচ্যতে। লোকানুসারতো দ্বিবিধো হি বিষয়ঃ শব্দানাম্।  
দ্বারতশ্চ তাৎপর্য্যতশ্চ। যথৈকস্মিন্ বাক্যে পদানাং পদার্থা দ্বারতো  
বাক্যার্থশ্চ তাৎপর্য্যতো বিষয়ঃ, এবং বাক্যদ্বয়ৈকবাক্যতান্নামপি। যথেষ্ট  
দেবদত্তীয়া গোঃ ক্রেতব্যোত্যেকং বাক্যমেবা বহুকীরেত্যপম্। তদস্য  
বহুকীরত্বপ্রতিপাদনং দ্বারম্। তাৎপর্য্যস্ত ক্রেতব্যোতি বাক্যান্তরার্থে। তত্র  
যদ্বারতস্তৎপ্রমাণান্তরবিরোধেহত্বথা নীয়তে। যথা বিষং ভক্ষয়েতি বাক্য-  
মাংস্য গৃহে ভঙ্গক্ষেতি বাক্যান্তরার্থপরং সৎ। যত্র তু তাৎপর্য্যং তত্র মানা-  
ন্তরবিরোধে পৌরুষেষ্মপ্রমাণমেব ভবতি। বেদান্তান্ত পৌরুষার্থপর্য্য-  
লোচনয়া নিরন্তরমন্তভেদপ্রপঞ্চত্রক্ষপ্রতিপাদনপরা অপৌরুষেষ্মতয়া স্বতঃ  
সিদ্ধতাত্ত্বিকপ্রমাণতাবাঃ সন্তস্তাত্ত্বিকপ্রমাণতাবাঃ প্রত্যক্ষাদীনি প্রচ্যাবা  
সাংব্যবহারিকে তস্মিন্ ব্যবস্থাপয়ন্তি। ন চাদিত্যো বৈ যূপ ইতি বাক্য-  
মাদিত্যস্ত যূপত্বপ্রতিপাদনপরমপি তু যূপস্ততিপম্। তস্মাৎ প্রমাণান্তর-  
বিরোধে দ্বারীভূতো বিষয়ো গুণবাদেন নীয়তে যত্র তু প্রমাণান্তরং বিরো-  
ধকং নাস্তি, যথা দেবতাবিগ্রহাদৌ, তত্র দ্বারতোহপি বিষয়ঃ প্রতীতমানো  
ন শক্যস্ত্যক্তুং, ন চ গুণবাদেন নেতুং, কো হি মুখ্যে সম্ভবতি গোণমাত্রণে

যজ্ঞমানের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি করান।” প্রোক্ত বিধিবাক্যে যে বায়ব্যাদি  
শব্দ আছে, তাহা বিধির জ্ঞাত প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত), তৎকারণে তাহা যে-ভাবে বা  
যে-রূপে বিধির সহিত মিলিত হয়, অদ্বিত হয়, অর্থবাদ বাক্যস্থ বায়ু প্রভৃতি

পদ্য এবম্বিশিষ্টদৈবত্যমিদং কস্মেতি বিধিং স্তবন্তি।  
তদ্যত্র যোহবাস্তরবাক্যার্থঃ প্রমাণান্তরগোচরো ভবতি তত্র  
তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ততে। যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র  
প্ৰণবাদেন। যত্র তু তদুভয়ং নাস্তি তত্র কিং প্রমাণান্তরা-

তিপ্রসঙ্গাৎ। তথাসত্যনধিগতবিগ্রহাদি প্রতিপাদয়ং বাক্যং ভিদ্যোতেতি  
চেৎ। অত্কা। ভিন্নমৈবৈতদ্বাক্যম্। তথা সতি তাৎপর্যাভেদোহপীতি চেৎ।  
ন। দ্বারতোহপি তদবগতো তাৎপর্যান্তরকল্পনায়া অযোগাৎ। ন চ যত্র  
ন্যন তাৎপর্যাং তস্য তত্রাপ্রামাণ্যং, তথা সতি বিশিষ্টপরং বাক্যং বিশে-  
ষণপ্রমাণমিতি বিশিষ্টপরমপি ন স্যাৎ, বিশেষণাবিষয়ত্বাৎ, বিশিষ্টবিষয়-  
যেন তু তদাক্ষেপে পরস্পরাশ্রয়ত্বম্। আক্ষেপাদ্বিশেষণপ্রতিপত্তৌ সত্য্যং  
বিশিষ্টবিষয়ত্বং বিশিষ্টবিষয়ত্বাচ্চ তদাক্ষেপঃ। তস্মাদ্বিশিষ্টপ্রত্যয়পরেভ্যো-  
হপি পদেভ্যো বিশেষণানি প্রতীয়মানানি তস্মৈব বাক্যস্য বিষয়ত্বেনাহনি-  
চ্ছতাপ্যভ্যুপেয়ানি যথা তথাহস্তপরেভ্যোহপ্যর্থবাদবাক্যেভ্যো দেবতাবিগ্রহা-  
দ্যঃ প্রতীয়মানা অসতি প্রমাণান্তরবিরোধে ন যুক্তান্ত্যক্তুম্। ন হি মুখ্যার্থ-  
স্তবে গুণবাদো যুক্ত্যতে। ন চ ভূতার্থমপ্যপৌরুষেয়ং বচো মানান্তরাপেক্ষং  
পার্থে যেন মানান্তরাসম্ভবে ভবেদপ্রমাণমিত্যুক্তম্। স্যাদেতৎ। তাৎ-  
পর্য্যাকোহপি যদি বাক্যভেদঃ কথং তর্হ্যর্থেকত্বাদেকং বাক্যম্। ন। তত্র  
ত্র যথাসং তত্ত্বংপদার্থবিশিষ্টৈকপদার্থপ্রতীতিপর্য্যবসানসম্ভবাৎ। স তু  
পদার্থান্তরবিশিষ্টঃ পদার্থ একঃ কচিদ্বারভূতঃ কচিদ্বারীত্যেতাवान্ বিশেষঃ।  
যদেবং সত্যোদনং ভুক্ত্বা গ্রামং গচ্ছতীত্যত্রাপি বাক্যভেদপ্রসঙ্গঃ। অত্রো  
ই সংসর্গ ওদনং ভুক্ত্বেতি, অত্রস্ত গ্রামং গচ্ছতীতি। ন। একত্র প্রতীতে-

ক সে-ভাবে বা সে-রূপে অর্থিত বা মিলিত হয় না। অর্থাৎ বায়ু আলভন  
করিতে, ক্রিপ্রত্যয় দেবতা আলভন করিতে, এরূপ অর্থ বা অর্থ হয় না।  
এ সকল অবাস্তর বাক্য প্রথমে বায়ুর স্বভাব ব্যক্ত করে, বুঝাইয়া দেয়,  
যে বিধির সহিত মিলিয়া, এক হইয়া, বৈধবিষয়ের প্রাশস্ত্য বোধ জন্মায়।  
যে স্থলে অর্থবাদস্থ অবাস্তর বাক্যের অর্থ অন্যপ্রমাণের বিষয় হয়, বুঝিতে  
হইবে, সে স্থলে তাহা (সে অর্থবাদ) অল্পবাদ, উদ্দেশে প্রবৃত্ত। (জ্ঞাত-  
পানের নাম অল্পবাদ)। যে স্থলে দেখিবে, অবাস্তর বাক্যের অর্থ প্রমাণ-  
কর, বুঝিতে হইবে, সে অর্থবাদ কেবল গুণ বলিতেই প্রবৃত্ত। এই  
প্রবাদ-অর্থবাদে যে বৃত্তান্ত থাকে, সে বৃত্তান্ত প্রতিপাদ্য নহে, সেই

ভাবাদ্গুণবাদঃ শ্রাদাহোম্ভিৎ প্রমাণান্তরাবিরোধাদ্বিদ্য-  
মানবাদ ইতি প্রতীতিশরনৈর্বিদ্যমানবাদ আশ্রয়ণীয়ো  
ন গুণবাদঃ। এতেন মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। অপি চ, বিধি-  
ভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানি হবীংষি চোদয়ন্তিরপেক্ষিতমিন্দ্রা-  
দীনাং স্বরূপম্। ন হি স্বরূপরহিতা ইন্দ্রাদয়শ্চেতশ্চারোপ-

পৰ্য্যবসানাং। ভুক্তেতি হি সমানকর্তৃকতা পূর্বকালতা চ প্রতীয়তে। ২  
চেয়ং প্রতীতিরপরকালক্রিয়াস্তরপ্রত্যয়মন্তরেণ পর্য্যবস্তুতি। তস্মাৎ যাবি  
পদসমূহে পদাহিতাঃ পদার্থস্তুতয়ঃ পর্য্যবস্তুস্তি তাবদেকং বাক্যম্। অর্থবাদ  
বাক্যে চৈতাঃ পর্য্যবস্তুস্তি যিনৈব বিধিবাক্যং বিশিষ্টার্থপ্রতীতেঃ। ন।  
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং পদাভ্যাং বিশিষ্টার্থপ্রত্যয়পৰ্য্যবসানাং পঞ্চষট্‌পদবতি বাক্যে  
একস্মিন্নান্যত্বপ্রসঙ্গঃ। নানাত্বেহপি বিশেষণানাং বিশেষ্যসৈক্যত্বাৎ, তস্ত।  
সকচ্ছূতস্ত প্রধানভূতস্ত গুণভূতবিশেষণায়ুরোধেনাবর্ত্তনাযোগাৎ। প্রধান-  
ভেদে তু বাক্যভেদ এব। তস্মাদ্বিধিবাক্যাদর্থবাদবাক্যমত্ৰদ্বিতি বাক্যে  
য়েব স্বস্ববাক্যার্থপ্রত্যয়াবসিতব্যাপারয়োঃ পশ্চাৎ কৃতশ্চিদপেক্ষায়াং পর-  
স্পরাস্বয় ইতি সিদ্ধম্। “অপি চ বিধিভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানী”তি। দেবত

জন্য তাহা অসত্য বা অপ্রমাণ। সে স্থলে সেই বিরুদ্ধ পদার্থের অবিক  
গুণগুলিই গ্রাহ্য, আর সকল অগ্রাহ্য। যাহার অবাস্তর বাক্যার্থ প্রমা  
বিরুদ্ধ নহে, অন্যপ্রমাণের গোচরও নহে, সে অর্থবাদ অমুবাদ ও গুণবা  
এ ছএর অতিরিক্ত হওয়ায় বিদ্যমানবিষয়ক বলিয়া গণ্য। ইহারই অ  
নাম ভূতার্থবাদ। ভূত অর্থাৎ সিদ্ধ (যাহা আছে)। তাহা বুঝায় বি  
য়াই ভূতার্থবাদ। (ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, ইত্যাদি ইত্যাদি অবায়  
বাক্যে যে বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতাবিশেষ প্রতীত হয়, সে প্রতীতি  
সে জ্ঞান প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অগ্রপ্রমাণের গোচরও নহে, স্মৃতরাং ত  
প্রতিপাদক অর্থবাদ ভূতার্থবাদ। অর্থাৎ তাহা তদ্রূপ দেবতাবিশেষে  
অস্তিত্বপ্রতিপাদনে সমর্থ।) ইহাই অর্থবাদের ব্যাখ্যা, ইহার দ্বারা য  
ব্যাখ্যাত হয়। অর্থাৎ মূর্ত্তবিষয়েও ঐরূপ তাৎপর্য্য বা ব্যাখ্যা জানিবে  
[অপিচ...শক্যতে] অন্য কথা এই যে, বিধি যে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে  
আহুতি দিতে বলেন, অবশ্যই তাহা সেই সেই দেবতার স্বরূপ নাগে  
কোনরূপ রূপ না থাকিলে কিরূপে তদ্বৎশে দ্রব্য ত্যাগ হইতে পারে

য়িতুং শক্যন্তে। ন চ চেতস্তনাক্রুটায়ৈ তস্মৈ তস্মৈ দেবতায়ৈ  
হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে। শ্রাবয়তি চ, যস্মৈ দেবতায়ৈ  
হবির্গৃহীতং স্রাতাং ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যমিতি। ন চ শব্দ-  
মাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি শব্দার্থয়োর্ভেদাৎ। তত্র যাদৃশং

মুদ্রিত্ত্বং হবির্ববম্ভু চ তদ্বিষয়স্বভূত্যাগ ইতি যাগশরীরম্। ন চ চেতস্তনানা-  
লিখিতা দেবতোদেষ্টং শক্যা। ন চ স্বরূপরহিতা চেতসি শক্যত আদে-  
ষিতুং ইতি যাগবিধিনৈব তদ্রূপাপেক্ষিণা যাদৃশমন্তপরেভ্যোহপি মন্ত্রার্থ-  
বাদেভ্যস্তদ্রূপমবগতং তদভ্যুপেয়তে। রূপান্তরকল্পনায়াং মানাভাবাৎ।  
মন্ত্রার্থবাদয়োঁরত্যন্তপরোক্তবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ। যথা হি ‘ব্রাত্যো ব্রাত্যন্তোমেন  
যজ্ঞেত’ ইতি ব্রাত্যস্বরূপাপেক্ষায়াং যন্ত পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবেৎ  
স ব্রাত্য ইতি সিদ্ধবদব্রাত্যস্বরূপমবগতং ব্রাত্যন্তোমবিধ্যাপেক্ষিতং সন্ধি-  
প্রমাণকং ভবতি। যথা বা স্বর্গস্ত রূপমলৌকিকং স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি  
বিধিনাপেক্ষিতং সদর্থবাদতোহবগম্যমানং বিধিপ্রমাণকম্। তথা দেবতারূপ-  
মপি। ননুদেশো রূপজ্ঞানমপেক্ষতে ন পুনরূপসত্ত্বামপি, দেবতায়াঃ সমা-  
রোপেণোপি চ রূপজ্ঞানমুপপদ্যত ইতি সমারোপিতমেব রূপং দেবতায়ৈ  
মন্ত্রার্থবাদেরূচ্যতে। সত্যং রূপজ্ঞানমপেক্ষতে। তচ্ছান্ততোহসম্ভবানমন্ত্রার্থ-  
বাদেভ্য এব তন্ত তু রূপস্তাহসতি বাধকেহমুভবারূঢ়ং তথাভাবং পরিত্যজ্যা-  
হন্তথাত্মনমুভূয়মানমসাম্প্রতং কল্পয়িতুম্। তস্মাদ্বিধ্যাপেক্ষিতমন্ত্রার্থবাদেরন্ত-  
পরেরপি দেবতারূপং বুদ্ধাবুপনিধীয়মানং বিধিপ্রমাণকমেবেতি যুক্তম্।  
স্রাদ্ধেতৎ। বিধ্যাপেক্ষায়ামন্তপরাদপি বাক্যাদবগতোহর্থঃ স্বীক্রিয়তে, তদ-  
পেক্ষেব তু নাস্তি, শব্দরূপস্ত দেবতাভাবাৎ, তন্ত চ মানান্তরবেদ্যাদিত্যত  
আহ।—“ন চ শব্দমাত্র”মিতি। ন কেবলং মন্ত্রার্থবাদতো বিগ্রহাদিসিদ্ধিরপি

যাহার কোন রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই, কিরূপে তাহাকে ধ্যান করিবেক ?  
চিন্তা করিবেক ? দেবতা যদি চিত্তে আক্লুত না হয় তাহা হইলে তাহার  
উদ্দেশ্য সম্ভবও হয় না, উদ্দেশ্য সম্ভব না হইলে জব্যভ্যাগ সম্ভবও হয় না।  
(উদ্দেশ্য কি ?—না চিন্তা করা, মনে করা)। [শ্রাবয়তি...যুক্তম্] ঋতিঃ  
বলিয়াছেন, যখন যে-দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি গ্রহণ করিবে তখন সেই  
দেবতাকে ধ্যান করিবে, চিন্তা করিবে, পরে “বষট্” মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।  
(দেবতার রূপ না থাকিলে, মূর্ত্তি না থাকিলে, কিরূপে ধ্যান করিবেক ?

ম্ভার্থবাদয়োরিন্দ্রাদীনাং স্বরূপমবগতং ন তত্তাদৃশং শব্দ-  
প্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তম্। ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যা-  
তন মার্গেণ সম্ভবনমম্ভার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্র-  
হাদি প্রপঞ্চয়িতুম্। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি  
স্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ ব্যাসা-  
য়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে। যন্তু  
হ্যাদিদানীন্তনানামিব পূর্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যব-  
র্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিব  
নান্যদাপি সার্বভৌমঃ কত্রিয়োহস্তীতি ক্রয়াৎ। ততশ্চ  
জন্মাদিচোদনা উপরুক্ষ্যাৎ। ইদানীমিব চ কালান্তরে-  
প্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থা-

তিহাসপুরাণলোকস্ররণেভ্যো মম্ভার্থবাদমূলেভ্যো বা প্রত্যক্ষাদিমূলেভ্যো  
তাহ।—“ইতিহাসে”তি। “শ্লিষ্যতে”। যুক্ত্যতে। নিগদব্যাখ্যানমন্তৎ।

জ্ঞা করিবে ?) “ইন্দ্র” এই শব্দটাই অর্থ, এ কথা অসম্ভব। শব্দ ও অর্থ  
ক নহে, ভিন্ন, ইহা সর্ববিদিত ও সকলেরই স্বীকার্য্য। যাঁহারা শব্দকে  
মাণ বলেন, তাঁহারা উহা কিছুতেই না বলিতে পারিবেন না।  
ইতিহাস...স্মর্য্যতে ] ইতিহাসের ও পুরাণের মূল মন্ত্ৰ ও অর্থবাদ, সেই  
রূপে ইতিহাসাদির দ্বারাও দেবতাবিগ্রহাদি প্রমাণিত হইতে পারে।  
বতীর শরীর আছে, মূর্ত্তি আছে, এ সকল তথ্যকে প্রত্যক্ষমূলকও বলিতে  
রি। আমাদের প্রত্যক্ষ না হউক, পুরাতন ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ।  
সাদি ঋষি দেবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ ব্যবহার করিতেন,  
তথ্য স্মৃতিসংবাদের দ্বারাও জানা যায়। [ যন্তু...শ্লিষ্যতে ] কেহ কেহ  
লিতে পারেন, এখন যেমন আমরা দেবতা দেখিতে পাই না, পূর্বেও এই-  
খ ছিল। অর্থাৎ এখনকার ন্যায় পূর্বেও কেহ দেবতা দেখিতে পাইত না,  
লাপ ব্যবহার করিতেও পারিত না। যিনি এরূপ বলিবেন, নিশ্চিত  
হাকে বলিতে হইবে, জগৎ বিচিত্র নহে, একরূপ (একই প্রকার)।  
রিও বলিতে হইবে, এখন যেমন সার্বভৌম কত্রিয় রাজা নাই, এইরূপ  
ধর্ম্মও ছিল না, কস্মিন্ কালেও ছিল না। “রাজা রাজস্যয়েন যজ্ঞতঃ”

বিধায়িশাস্ত্রমনর্থকং কুর্য্যাৎ । তস্মাক্ষ্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনা  
দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজ্জহঁরিতি শ্লিষ্যতে । অপি চ স্মরন্তি  
—স্বাধ্যায়াদিক্টদেবতাসম্প্রয়োগ ইত্যাদি । যোগোহপ্যগ্নি-  
মাদ্যৈশ্বৰ্য্যপ্রাপ্তিকলকঃ স্মর্যমানো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ  
প্রত্যাখ্যাতুম্ । শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি—

“পৃথ্যুপ্তেজোহনিলখে সমুথিতে  
পঞ্চাশ্নকে যোগগুণে প্রবৃত্তে ।

ন তস্ম রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ  
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্” ইতি ॥

তদেবং মন্ত্ৰার্থবাদাদিসিদ্ধে দেবতাবিগ্রহাদৌ গুরুদিপূজাবদেবতাপূজাশ্রকো  
যোগো দেবতাপ্রসাদাদিধারেণ সফলোহবকল্পতে অচেতনস্ত তু পূজামপ্রতি-  
পদ্যমানস্ত তদমুপপত্তিঃ । ন চৈবং যজ্ঞকৰ্ম্মণো দেবতাং প্রতি গুণভাবা-  
দেবতাতঃ ফলোৎপাদে যোগভাবনায়াঃ শ্রুতং ফলবৎসং যোগস্ত চ তাং প্রতি  
তৎফলাংশং বা প্রতি শ্রুতং করণত্বং হাতব্যম্ । যোগভাবনায়া এব হি ফল-  
বত্যা । যোগলক্ষণস্বকরণাবাস্তবব্যাপারত্বাদেবতাতোজনপ্রসাদাদীনাং কৃষি-  
কৰ্ম্মণ ইব ভক্তদেবাস্তবব্যাপারস্ত সন্তাধিগমসাধনত্বম্ । আগ্নেয়াদীনামিবোৎ-

এ শাস্ত্র বা এ বিধান অনর্থক প্রয়োগ । বর্ণধৰ্ম্ম ও আশ্রমধৰ্ম্ম ছিল না, তন্নি-  
য়ামক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাশাস্ত্র, কিছুই ছিল না । (যে, কিছুই ছিল না বলে,  
কে তাহার কথায় আস্থা করিবে?) অতএব, বিশ্বাস করা উচিত, প্রাচী-  
নেরা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণাদি করিতে  
সমর্থ ছিলেন । [অপিচ...ইতি] যোগ-স্বতিতেও আছে, “মন্ত্ৰজপের দ্বারা  
ইষ্টদেবতা দর্শন হয়।” যাহার ফল প্রত্যক্ষ, যাহার দ্বারা অগ্নিমানি অষ্ট  
সিদ্ধি লাভ হয়, কেবলমাত্র সাহস অবলম্বনে তাহার প্রত্যাখ্যান করা  
অসম্ভব । শ্রুতিও যোগের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন । যথা—“পৃথিবী,  
জল, ভেজ, বায়ু, আকাশ, এ সকল উথিত হইলে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে ধারণা  
সিদ্ধি লাগিলে তাহা হইতে যে পাঁচ প্রকার যোগগুণ (পাঁচপ্রকার সিদ্ধি)  
জন্মে, সেই গুণপঞ্চকের দ্বারা তাহার (সেই যোগীর) নূতন এক প্রকার  
যোগজ তেজোময় শরীর লব্ধ হয় । যে যোগী যোগজনিত তেজোময়

ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শনাং সামর্থ্যং নান্মদীয়েন  
সামর্থেনোপমাতুং যুক্তম্। তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্।  
লোকপ্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং যুক্তা।  
তস্মাদুপপন্নো মন্ত্রাদিভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবহ্বাদ্যবগমঃ।  
ততশ্চার্থিত্বাদিসম্ভবাদুপপন্নো দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়া-  
মধিকারঃ। ক্রমমুক্তিদর্শনান্যপ্যেবমেবোপপদ্যন্তে ॥৩৩॥

শুগম্য তদনাদরশ্রবণাতদাদ্রবণাৎ

সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥ \*

পতিপরমাপূর্ববাস্তবব্যাপারগাং ভবন্ততে স্বর্গসাধনত্বম্। তস্মাৎ কর্মণো-  
হপূর্ববাস্তবব্যাপারস্ত বা দেবতাপ্রসাদবাস্তবব্যাপারস্ত বা ফলবহ্বাৎ  
প্রধানত্বমুভয়মপি পক্ষে সমানং, ন তু দেবতয়া বিগ্রহাদিমত্যাঃ প্রাধান্ত-  
মিতি ন ধর্মমীমাংসায়াঃ সূত্রমপি বা শব্দপূর্বত্বাদ্ যজ্ঞকর্মপ্রধানং গুণত্বে  
দেবতাক্রতিরিতি বিরুদ্ধ্যতে। তস্মাৎ সিদ্ধো দেবতানাং প্রায়েণ ব্রহ্মবিদ্যা-  
মধিকারঃ।

শরীর প্রাপ্ত হন, সে যোগীর জরা মৃত্যু থাকে না।” [ঋষীণা...পদ্যন্তে]  
আমাদের শক্তির সহিত ঋষিদিগের শক্তি তুলিত হইতে পারে না। সুতরাং  
বলি, ইতিহাস ও পুরাণ নির্মূল নহে, সমূল। (সমস্তই বেদমূলক, বেদমূলক  
বলিয়া প্রমাণ।) লোকপ্রসিদ্ধিও সম্ভবস্থলে অমূলক নহে, সমূলক।  
মন্ত্রাদির দ্বারা যে দেবতার বিগ্রহাদি জ্ঞানা যায়, প্রদর্শিত কারণে বা  
প্রদর্শিত যুক্তিতে তাহা সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। অর্থাৎ সমস্তই সত্য;  
কিছুই মিথ্যা নহে। দেবতার শরীর থাকাতে মুক্তিকামনা থাকা সিদ্ধ হয়,  
অমুমিত হয়, মুক্তিকামনা থাকাতেই বিদ্যাধিকার সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রে যে  
ক্রম-মুক্তির কথা আছে, তাহাও বিদ্যাধিকারের দ্বারা উপপন্ন হয়।  
(বিদ্যাধিকার বা জ্ঞানাধিকার না থাকিলে ক্রমমুক্তি হইতেই পারে না)।

\* শ্রুত্যাধিকারশব্দাঃ নিবেদতি। হি যতঃ তদনাদরশ্রবণাৎ তস্য স্ববে সাবজবাক্য  
শ্রবণাৎ, অন্য জানক্ৰমতঃ শুক্ শোক উৎপন্নঃ'স শোকঃ তদ্রাবণাৎ শোকেনাহতিগমনাৎ  
সূচ্যতে শূদ্রশব্দেন, অতঃ স শূদ্রশব্দো ন জাতিশূদ্রবিষয়ঃ।—বেদাধ্যয়নাদি না থাকায় শূদ্রের  
বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। সর্বগবিদ্যা প্রস্তাবে যে শূদ্র-শব্দ আছে, তাহা



যথা মনুষ্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীনাংপি বিদ্যা-  
 স্বধিকার উক্তস্তথৈব দ্বিজাত্যাধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রস্যা-  
 প্যাধিকারঃ স্যাদিত্যেতামাশঙ্কাং নিবর্তয়িতুং ইদমধিকরণ-  
 মারভ্যতে । তত্র শূদ্রস্যাপ্যাধিকারঃ স্যাদিত্যি তাবৎ প্রাপ্তং,

অবাস্তরসঙ্গতিং কুর্ক্সধিকরণতাং পর্য্যমাহ ।—“যথা মনুষ্যাধিকারে”তি ।  
 শঙ্কাবীজমাহ ।—“তত্রে”তি । নিমৃষ্টনিখিলদুঃখানুযঙ্গে শাস্ত্রিক আনন্দে  
 কস্য নাম চেতনস্বার্থিতা নাস্তি, যেনার্থিতায়া অভাবাচ্ছদ্রো নাধিক্রিয়তে ।  
 নাপ্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে সামর্থ্যাভাবঃ । দ্বিবিধং হি সামর্থ্যং নিজস্বাগম্যকঞ্চ ।  
 তত্র দ্বিজাতীনানিব শূদ্রাণাং শ্রবণাদিসামর্থ্যং নিজস্বপ্রতিহতম্ । অধ্যয়না-  
 ধানাভাবাদাগম্যকসামর্থ্যাভাবে সত্যনধিকার ইতি চেৎ, ইচ্ছাধানাভাবে  
 সত্যপ্রভাবাদগ্নিসাধ্যো কর্মণি মা ভূদধিকারঃ । ন চ ব্রহ্মবিদ্যায়ানয়িঃ সাধন-  
 মিত্যি কিমিত্যনাহিতাশ্রয়োনাধিক্রিয়ন্তে । ন চাধ্যয়নাভাবাং তৎসাধনায়-  
 মনধিকারো ব্রহ্মবিদ্যায়ামিতি সাম্প্রতন । যতো বৃত্তং যদাহবনীয়ে জুহোতী-  
 ত্যাহবনীয়ন্ত হোমাধিকরণতয়া বিধানান্ড্রপশ্চালোকিকতয়ানারভ্যাধীত-  
 ষাক্যবিহিতাদাধানাদন্তোহনধিগমাদাধানস্ত চ দ্বিজাতিসম্বন্ধিতয়া বিধানাং  
 তৎসাধ্যোহগ্নিরলৌকিকো ন শূদ্রস্ত্যস্তীতি নাহবনায়াদিসাধ্যো কর্মণি শূদ্র-  
 জ্যাধিকার ইতি । ন চ তথা ব্রহ্মবিদ্যায়ানলৌকিককর্মস্তি সাধনং বচ্ছদ্রস্য ন  
 স্যাৎ । অধ্যয়ননিয়ম ইতি চেৎ, ন, বিকল্পাসহস্রাৎ । তদধ্যয়নং পুরুষার্থে  
 বা নিরম্যোত, যথা ধনার্জ্জনে প্রতিগ্রহাদি, ক্রত্বার্থে বা, যথা ত্রীহীনবহস্তীত্যব-  
 যতঃ । ন তাবৎ ক্রত্বার্থে । ন হি স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্য ইতি কাঞ্চ ক্রতুং

মনুষ্যাধিকার-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দেবতাদির বিদ্যাধিকার (জ্ঞানা-  
 ধিকার বা উপাসনাধিকার) স্থাপন করার ন্যায় দ্বিজাধিকার নিয়ম  
 (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির অধিকার, অন্যের নহে, এই  
 নিয়ম) ভঙ্গ করিয়া শূদ্রাধিকার স্থাপন করা যায় কিনা, এই আশঙ্কা বা  
 এই অংশের নিরাকরণাসূত্র বলা হইল । [ তত্র...ভাবাৎ ] পূর্বপক্ষে  
 পাওয়া যায়, শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে । কেননা, মোক্ষকাননা ও

শূদ্রজাতির বোধক নহে । জানশ্রুতি নামক ক্ষত্রিয় রাজার শোক হইয়াছিল, রৈক ধ্বি  
 তাহা ঐ শব্দে (শূদ্র) ব্যক্ত করিয়াছিলেন । (ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদে বিদ্যুৎ ব্যাখ্যা  
 আছে) ।

প্রকৃত্য পঠ্যতে, যথা দর্শপূর্ণমাসং প্রকৃত্য ত্রীহীনবহস্তীতি । ন চানারভ্যা-  
ধীতমপ্যাব্যভিচরিতং ক্রতুসম্বন্ধিতয়া ক্রতুমুপস্থাপয়তি, যেন বাক্যেনৈব  
ক্রতুনা সম্ব্যেতাধ্যয়নং । ন হি যথা জুহ্বাদ্যাব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধমেবং স্বাধ্যায়  
ইতি । তস্মাৎনৈব ক্রতুর্থে নিয়মো নাপি পুরুষার্থে । পুরুষেচ্ছাধীনপ্রবৃত্তির্হি  
পুরুষার্থো ভবতি, যথা ফলং তত্প্রাপ্যো বা । তত্প্রাপ্যেহপি হি বিধিতঃ প্রাক্  
সামান্ত্ররূপা প্রবৃত্তিঃ পুরুষেচ্ছানিবন্ধনৈব । ইতিকর্তব্যাত্ম তু সামান্যাতো  
বিশেষতশ্চ প্রবৃত্তির্কিঞ্চিপরাধীনৈব । ন হনধিগতকরণভেদ ইতিকর্তব্যাত্ম  
ঘটতে । তস্মাৎ বিধাধীনপ্রবৃত্তিতরাহঙ্গানাং ক্রতুর্থতা । ক্রতুরিতি হি  
বিধিবিষয়েণ বিধিং পরামুশতি বিষয়িণম্ । তেনার্থ্যতে বিষয়ীকৃত্যত ইতি  
ক্রতুর্থঃ । ন চাধ্যয়নং বা স্বাধ্যায়ো বা তদর্থজ্ঞানং বা প্রাপ্তিবিধে: পুরুষে-  
চ্ছাধীনপ্রবৃত্তিরেন পুরুষার্থঃ শ্রাৎ । যদি চাধ্যয়নেনৈবার্থাববোধরূপং নিয়-  
মোত ততো মানান্তরবিবোধঃ । তদ্রূপস্য বিনাপাধ্যয়নং পুস্তকাদিপাঠে-  
নাপাধ্যগমাৎ । তস্মাৎ স্ববর্ণং ভাষ্যমিতিবদধ্যয়নাদেব ফলং কল্পনীয়ম্ ।  
তথাচাধ্যয়নবিধেরনিয়ামকত্বাচ্ছূদ্রস্যাধ্যয়নেন বা পুস্তকাদিপাঠেন বা  
সামর্থ্যমস্তীতি সোহপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকৃতঃ । মা ভূবাহধ্যয়নাতাবাং সর্বত্র  
ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ সর্বগবিদ্যায়াস্তু ভবিষ্যতি । অহ হারে ত্বা শূদ্র ইতি  
শূদ্রে সম্বোধ্য তস্যাঃ প্রবৃত্তে: । ন চৈব শূদ্রশব্দঃ কদাচিদবয়বব্যুৎপত্ত্যা-  
হশূদ্রে বর্ণনীয়ঃ । অবয়বপ্রসিদ্ধিতঃ সমুদায়প্রসিদ্ধেরনপেক্ষতয়া বলীয়শ্চাৎ ।  
তস্মাৎ যথাহনধীয়ানস্যোষ্ঠী নিষাদস্থপতেরধিকারো বচনসামর্থ্যাদেবং সর্বগ-  
বিদ্যায়াম্ শূদ্রস্যাধিকারো ভবিষ্যতীতি প্রাপ্তম্ এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । ন  
শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাবাদিতি । অরমভিসন্ধিঃ ।—যদ্যপি স্বাধ্যায়ো-  
হশ্যেতব্য ইত্যধ্যয়নবিধির্ন কিঞ্চিৎ ফলবৎ কস্মীরভ্যাত্মাতো, নাপ্যাব্যভি-  
চরিতক্রতুসম্বন্ধপদার্থগতঃ, ন হি জুহ্বাদিবং স্বাধ্যায়োহব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধ-  
স্তথাপি স্বাধ্যায়স্যাধ্যয়নসংস্কারবিধিরধ্যয়নস্যাপেক্ষিতোপায়তামবগময়ন্ কিং  
পিওপিতৃযজ্ঞবৎ স্বর্গং বা স্ববর্ণং ভাষ্যমিতিবদার্থবাদিকং বা ফলং কল্পয়িত্বা  
বিনিয়োগভঞ্জন স্বাধ্যয়েনাদীয়াতেত্যেবমর্থঃ কল্পতাং, কিং বা পরম্পরয়া-  
হপ্যাত্মো হপেক্ষিতমধিগম্য নির্কৃণোত্বিতি বিষয়ে, ন দৃষ্টদ্বারেণ পরম্পরয়া-  
হপ্যাত্মোহপেক্ষিতপ্রতিলভ্যে চ যথাশ্রুতিবিনিয়োগোপপত্তৌ চ সম্ভবন্ত্যাং  
শ্রুতিবিনিয়োগভঞ্জেনাধ্যয়নাদেবাত্মতাদৃষ্টফলকল্পনোচিতা । দৃষ্টশ্চ স্বাধ্যায়-  
াধ্যয়নসংস্কারস্তেন হি পুরুষেণ সম্প্রাপ্যতে প্রাপ্তশ্চ ফলবৎকর্মব্রহ্মাববোধমভ্য-  
দয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনমুপজনয়তি, ন তু স্ববর্ণধারণাদৌ দৃষ্টদ্বারেণ পরম্পরয়া-

অর্থিহসামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ । তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেহনবকুপ্ত ইতি-  
বৎ শূদ্রোবিদ্যায়ামনবকুপ্ত ইতি নিষেধাশ্রবণাৎ । যচ্চ কৰ্ম্ম-  
স্বনধিকারকারণং শূদ্রস্যানিহিতং ন তদ্বিদ্যাস্বনধিকারস্যাপ-  
বাদকম্ । ন হ্যাবহনীয়াদিরহিতেন বিদ্যা বেদিত্বং ন  
শক্যতে । ভবতি চ লিপ্সং শূদ্রাধিকারস্যোপোদ্বলকম্ । সম্বৰ্গ-  
বিদ্যায়াং হি জানশ্রুতিং পৌত্রায়ণং শুশ্রুৎ শূদ্রশব্দেন  
পরামৃশতি, অহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরাস্ত্বিতি ।  
বিদূরপ্রভৃতয়শ্চ শূদ্রবোনিপ্রভবা অপি বিশিষ্টবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ

প্যস্ত্যাপেক্ষিতং পুরুষস্য । তস্মাৎ বিপরিত্বা সাক্ষাৎকারণাদেব বিনিয়োগ-  
ভঙ্গেন ফলং কল্পতে । যদা চাধ্যয়নসংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েন ফলবৎকৰ্ম্মব্রহ্মাব-  
বোধো ভাব্যমানো হভূদয়নিশ্রেয়সপ্রয়োজন ইতি স্থাপিতং তদা যস্যা-  
ধ্যয়নং তসৌব কৰ্ম্মব্রহ্মাববোধোহভূদয়নিশ্রেয়সপ্রয়োজনো নানাস্য । যস্য  
চোপনয়নসংস্কারন্তস্যৈবাধ্যয়নং, স চ দ্বিজাতীনামেবেতু্যপনয়নাভাবেনাধ্য-  
য়নসংস্কারাভাবাৎ পুত্রকাদিপত্তিতস্বাধ্যায়জ্ঞোহর্থাববোধঃ শূদ্রাণাং ন ফলায়  
কল্পত ইতি শাস্ত্রীয়সামর্থ্যাভাবাৎ শূদ্রো ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকৃত ইতি সিদ্ধম্ ।  
“যজ্ঞেহনবকুপ্ত” ইতি যজ্ঞগ্রহণমূলক্ষণার্থম্ । বিদ্যায়ামনবকুপ্ত ইত্যপি  
দ্রষ্টব্যম্ । সিদ্ধবদভিধানস্য ন্যায়পূৰ্ব্বকত্বান্নায়স্য চোভয়জ সাম্যাত্ ।

সামর্থ্য শূদ্রেরও আছে । “শূদ্র যজ্ঞাধিকারী নহে, শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার  
নাই ।” এই যেমন স্পষ্ট নিষেধ, একরূপ স্পষ্ট নিষেধ নাই । অর্থাৎ শূদ্রের  
বিদ্যায় অধিকার নাই, একরূপ নিষেধ কুত্রাপি দৃষ্ট ও শ্রুত হয় না । শূদ্রের  
অগ্নি গ্রহণ না থাকা কৰ্ম্মাধিকার নিবৃত্তির অন্যতম কারণ ; কিন্তু সে  
কারণ বিদ্যাধিকার-নিবর্তক নহে । তাহার কারণে আত্মবহনীয়াদি ( অগ্নিহোত্র  
হোমের বিশেষ বিশেষ কুণ্ড ) নাই বলিয়া বিদ্যা জানিতে পারিবে না,  
ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে না, এমন কথা বলিতে পার না । শ্রুতিতে  
শূদ্রাধিকারবোধক কথাও আছে । অর্থাৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণোক্ত সম্বৰ্গ-বিদ্যা  
( উপাসনা বিশেষ )-প্রকরণে শূদ্র-শব্দেব উল্লেখ আছে । যথা—“অরে  
শূদ্র ! এই হার, গো ও রথ,—এ সকল তোমারই থাকুক ।” (\*) মহা-

(\*) জানশ্রুতি নামক জনৈক রাজা বৈকুণ্ঠ নামক ঋষির নিকট জ্ঞান বা বিদ্যা শিখিতে  
গিয়াছিলেন । তিনি ৬০০ গাভি ও নিমগুণ্ড রথ উপঢৌকন দিয়া বলিলেন, ওরে ! আমার

স্বার্থ্যন্তে । তস্মাদধিক্রিয়তে শূদ্রো বিদ্যাস্বিত্যেবং প্রাপ্তে  
ক্রমঃ । ন শূদ্রস্যাদিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ । অধীত-  
বেদো হি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে, ন চ শূদ্রস্য  
বেদাধ্যয়নমস্তি, উপনয়নপূর্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য  
চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ । যত্বর্থিত্বং ন তদসতি সামর্থ্যেহধি-  
কারকারণং ভবতি । সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধি-  
কারকারণং ভবতি । শাস্ত্রীয়েহর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্যা-  
পেক্ষিতত্বাৎ । শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্যাধ্যয়ননিরাকরণেন  
নিরাকৃতত্বাৎ । বচ্ছেদং শূদ্রো যজ্ঞেহনবকুণ্ড ইতি তৎ

ভারতাদি গ্রন্থেও শুনা যায়, শূদ্রযোনি প্রভব বিহুর প্রভৃতি বিশিষ্ট  
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। এই সকল কারণে বা যুক্তিতে পাওয়া যায়,  
শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে। এই পূর্বপক্ষের প্রতিপক্ষে আমরা বলিব,  
শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই। হেতু এই যে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই।  
[ অধীত...ত্বাৎ ] যে বেদ অধ্যয়ন করে সেই বেদার্থ জানে এবং যে  
বেদার্থ জানে সেই অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়। শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই, নাই  
কেন? তাহা বলিতেছি। পূর্বের উপনয়ন, পরে বেদাধ্যয়ন। উপনয়ন  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিরই আছে, শূদ্রের নাই। [ যত্বর্থিত্বং...  
কৃতত্বাৎ ] তাহাদের অর্থিত্ব অর্থাৎ মোক্ষ কামনা আছে সত্য; কিন্তু  
সামর্থ্য না থাকায় তাহা অধিকারের কারণ নহে। লৌকিক সামর্থ্য  
( শক্তি বা ক্ষমতা ) অলৌকিকতত্ত্বে অধিকার জন্মাইতে পারে না।  
কেন-না, শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের সাপেক্ষ। শাস্ত্রীয়  
সামর্থ্য না থাকিলে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে অধিকার জন্মে না। অধ্যয়ন নিষেধ  
শূদ্রের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিবারণিত আছে। [ বচ্ছেদং...সাধারণত্বাৎ ]

ইপ্যন্তোক্তং করণ । গুরু রৈক বিধুব ( স্ত্রী বিহীন ) ছিলেন, তাই তিনি সুমগত জ্ঞান-  
ইপ্যন্তোক্তোক্তং পাদন পূর্ণক বলিলেন, আমি গৃহস্থ নহি, এ সকল দ্রব্য আমার প্রয়োজন  
শ্রুতিবিনিয়োগভ- না কর, রৈক যখন জ্ঞানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন  
ধ্যয়নসংস্কারস্তেন । জ্ঞানশ্রুতি যদি শূদ্রই হয়, আর শূদ্রের যদি অধিকার না থাকে, তাহা  
দয়নিস্রেশ্যসংপ্রয়োজনরৈক ন্যায় নিকট জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিতে যাইবেন? এই

কি শূদ্রাধিকারের অনুমাপক ।

ত্য়ানপূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যায়ামপ্যনবকুণ্ডং দ্যোতয়তি ন্যায়স্য  
সাধারণত্বাৎ । যৎ পুনঃ সন্মর্গবিদ্যায়াং শূদ্রশব্দশ্রবণং লিঙ্গং  
মন্যসে ন তল্লিঙ্গং, ন্যায়াভাবাৎ । ন্যায়োক্তে হি লিঙ্গদর্শনং  
দ্যোতকং ভবতি । ন চাত্ৰ ন্যায়োহস্তু । কামঞ্চায়ং শূদ্রশব্দঃ  
সন্মর্গবিদ্যায়ামেবৈকম্যাং শূদ্রমধিকুর্যাৎ তদ্বিষয়ত্বাৎ ন  
সর্ব্বাস্থ বিদ্যাস্থ অর্থবাদস্বত্বাৎ ন তু কচিদপ্যহয়ং শূদ্রমধি-

দ্বিতীয়ং পূর্ব্বপক্ষমহুভাষতে।—“যৎ পুনঃ সন্মর্গবিদ্যায়া”মিতি । দুষয়তি।—  
“ন তল্লিঙ্গম্” । কুতঃ । “ন্যায়াভাবাৎ” । ন তাবচ্ছূদ্রঃ সন্মর্গবিদ্যায়াং  
সাক্ষাচ্ছোদ্যতে, যথৈতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি, নিষাদস্থপতিঃ, কিং  
ত্বর্থবাদগতোহয়ং শূদ্রশব্দঃ । স চানাতঃ সিদ্ধমর্থমবদ্যোতয়তি ন তু প্রাপ-  
য়তীত্যধারমীমাংসকাঃ । অস্মাকং ত্বন্যপরাদপি বাক্যাদসতি বাধকে প্রমা-  
নান্তরেণার্থোিবগম্যমানো বিধিনা চাপেক্ষিতঃ স্বীকৃত্যেব । ন্যায়শ্চা-  
ম্মিন্নর্থ উক্তো বাধকঃ । ন চ বিধ্যাপেক্ষাহস্তু, দ্বিজাত্যধিকারপ্রতিপত্তেন  
বিধেঃ পর্য্যবসানাৎ । বিধুদ্ধেশগতত্ত্বং ত্বয়ং ন্যায়োহপোদ্যতে বচনবলা-  
রিবাদস্থপতিবৎ ন ত্বেষ বিধুদ্ধেশগত ইত্যুক্তম্ । তস্মান্নার্থবাদমাত্রাচ্ছূদ্রা-  
ধিকারসিদ্ধিরিতি ভাবঃ । অপি চ কিমর্থবাদবলাদিদ্যামাত্রৈহধিকারঃ শূদ্রস্ত  
কল্যাণতঃ সন্মর্গবিদ্যায়াং বা । ন তাবদ্বিদ্যামাত্র ইত্যাহ।—“কামং চায়”  
মিতি । ন হি সন্মর্গবিদ্যায়ামর্থবাদঃ ত্রতো বিদ্যামাত্রৈহধিকারিণমুপনয়-  
ত্যতিপ্রসঙ্গাৎ । অস্ত তর্হি সন্মর্গবিদ্যায়াসেব শূদ্রম্যাধিকার ইত্যত আহ।—  
“অর্থবাদস্বত্বাদি”তি । তৎ কিমেতচ্ছূদ্রপদং প্রমত্তগীতং, ন চৈতদ্ব্যক্তং,

শূদ্রের যজ্ঞাধিকার-নিষেধ যুক্তিপূর্ব্বক নিষেধ । সে যুক্তি বিদ্যাপক্ষেও  
আছে । যে যুক্তিতে যজ্ঞাধিকার নিষেধ—সেই যুক্তিতেই বিদ্যাধিকার  
নিষেধ । [ যৎ...যোজয়িতুম্ ] সন্মর্গ-বিদ্যায় যে শূদ্র শব্দ আছে, তাহা  
শূদ্রাধিকারবোধক নহে । যুক্তিযুক্ত হুচক কথাই বোধক হয়, অযুক্ত কথাই  
বোধক হয় না । সেখানে এমন কোন যুক্তি নাই যে, শূদ্র-শব্দকে  
জাতিশূদ্র পর অর্থ করিয়া শূদ্রজাতির বিদ্যাধিকার স্থাপন করিবে ?  
যদিও শূদ্র-শব্দ শূদ্রের সন্মর্গবিদ্যাধিকার বোধক হয়, হউক, কিন্তু তাই  
বলিয়া সর্ববিদ্যাধিকার বোধক হইবে না । ঐ শূদ্র-শব্দ বিধি-সম্মতি-  
বাহিত নহে, কেবল অর্থবাদ মধ্য পঠিত, সূত্রাং উহা অধিকারহুচক

কর্তৃমুৎসহতে । শকাতে চাহয়ং শূদ্রশব্দোহধিকৃতবিষয়ে  
যোজয়িতুম্ । কথমিত্যুচ্যতে । কং বর এনমেতৎ সন্তঃ  
সযুগ্গ্ৰানমিব রৈকমাথ ইত্যস্মাদ্ধংসবাক্যাদান্ননোহ্নাদরং  
শ্রুতবতোজানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য শুণ্ডংপেদে তাম্বষীরৈকঃ

তুলাং হি সাম্প্রদায়িকমিত্যত আহ ।—“শকাতে চাহয়ং শূদ্রশব্দ” ইতি । এবং  
কিলাত্রোপাখ্যায়তে ।—জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণো বহুদায়ী শ্রদ্ধাদেয়ো বচ-  
পাক্যঃ প্রিয়াতিথিক্ৰভুব । স চ তেযু তেযু গ্রামনগরশৃঙ্গাটকেষু বিবিধানা-  
মন্নপানানাং পূর্ণানতিথিভ্য অবসথান্ কারয়ামাস । সর্বত এতৌতেষাব-  
সথেষু মমান্নপানমর্থিন উপযোক্ত্যন্ত ইতি । অথাস্য রাজো দানশৌণ্ডস্য  
শুণ্ডগরিমসন্তোষিতাঃ সন্তো দেবর্ষয়ো হংসরূপমাস্থার তদমুগ্রহায় তস্য  
নিদাদসময়ে দোষায়াং হস্ম্যতলজস্যোপরি মালামাবধাজগ্মুঃ । তেবামগ্রেশ্বরং  
হংসং সম্বোধ্য পৃষ্ঠতো ব্রজন্নেকতমো হংসঃ সাঙ্কৃতমভ্যুবাচ । ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ  
জানশ্রুতেরস্য পৌত্রায়ণস্য দ্ব্যনিশং দ্ব্যলোক অয়তং জ্যোতিস্তন্মহা প্রসাজী-  
শ্রুতত্বা ধাক্ষীদিতি । তমেবযুক্তবস্তমগ্রগামী হংসঃ প্রভ্যুবাচ । কং বর-  
মেনমেতৎ সন্তঃ সযুগ্গ্ৰানমিব রৈকমাথ । অয়মর্থঃ । বর ইতি সোপহাস-  
মবরমাহ । ( উত্তরমাহ ইতি পাঠ ভেদঃ । অথ বা বরো বরাকোহয়ং  
জানশ্রুতিঃ । কমিত্যাক্ষেপে যস্মাদয়ং বরাকস্তস্মাৎ কমনং কিন্তুতমেতৎ  
সন্তঃ প্রাণিমাত্রং রৈকমিব সযুগ্গ্ৰানমাথ । যুগ্মা গম্বী শকটী তয়া সহ বর্তত  
ইতি সযুগ্মা রৈকস্তমিব কমনং প্রাণিমাত্রং জানশ্রুতিমাথ । রৈকস্ত হি  
জ্যোতিরসহং ন ত্বেতস্য প্রাণিমাত্রস্ত । তস্ত হি ভগবতঃ পুণ্যজ্ঞানসম্পন্নস্ত  
রৈকস্ত ব্রহ্মবিদো ধর্ম্মে ত্রৈলোক্যোদয়বর্ত্তি প্রাণভূম্যাত্রধর্ম্মোহস্তুর্ভবতি ন পুন-  
রৈকধর্ম্মকক্ষাং কস্তচিদ্ধর্ম্মোহবগাহত ইতি । অথৈব হংসবচনাদান্ননো  
হত্যন্তনিকর্ষমুৎকর্ষকাষ্ঠাঞ্চ রৈকস্যোপশ্রুত্য বিষন্নমানসো জানশ্রুতিঃ কিতব

নহে । ফল, ঐ শূদ্র-শব্দ অধিকারিবিষয়ে যোজিত হইতেও পারে । অর্থাৎ  
সে শূদ্র জাতিশূদ্র নহে, কোন এক শোকবিশিষ্ট অধিকারী ( ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়  
অথবা বৈশ্য ) । [ কথং...কার্য্যং ] কেন ? তাহা বলিতেছি । “হংসরূপী  
ঋষি জানশ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এ কি শকটবিশিষ্ট রৈক ঋষি ?  
এত তুচ্ছ অর্থাৎ বিদ্যাহীন !” এতদ্রূপ অনাদর বাক্য শ্রবণে জানশ্রুতির  
শোক হইয়াছিল, রৈক ঋষি সেই শোক জ্ঞানবলে জ্বাত হইয়া তাহা

শূদ্রশব্দেনাহনেন সূচয়াম্ভূবাত্মনঃ পরোক্জ্ঞানস্য খ্যাপনা  
য়েতি গম্যতে, জাতিশূদ্রস্যানধিকারাৎ । কথং পুনঃ শূদ্র-  
শব্দেন শুণ্ডংপন্নাসূচ্যত ইতি, উচ্যতে । তদাদ্রবণাৎ,  
শুচমভিহুদ্রাব শুচা বাভিহুদ্রাবে শুচা বা রৈকমভিহুদ্রাবেতি

ইবাকপরাজিতঃ পোনঃপুন্তন নিঃসঙ্গ হোলং কথমপি নিশীথমতিবাহয়াম-  
ভূব । ততো নিশান্তপিপ্তনমনিভূতবন্দ্যকবুদ্ধপ্রারক্কত্তিসহস্রসম্মিলিতং মঙ্গল-  
তুর্ধানির্ঘোষমাকর্ণ্য তল্লতলস্ত এব রাজৈকপদে যস্তারমাহ্মাদিদেশ, রৈকাস্বয়ং  
বন্ধবিধমেকরতিং সযুগ্মানমতিবিবিক্তেষু তেষু তেষু বিপিননগনিকুঞ্জানদী-  
পুদিনাদিপ্রদেশেষুদ্বিষ্য প্রযত্নতোহস্মভ্যমাচক্ষতি । স চ তদ্রাঘিযান্ কচি-  
দতিবিবিক্তে দেশে শকটস্থাপিত্যং পামানং কণ্ডুয়মানং ব্রাহ্মণায়নমদ্রাক্ষীৎ ।  
দৃষ্ট্ৰ চ রৈকাস্বয়ং ভবিতেনি প্রীতিভাবাদনুপবিশ্ত সবিদয়মপ্রাক্ষীৎ তমসি  
হে ভগবন্ সযুগ্মা রৈক ইতি । তস্ত চ রৈকভাবানুমানিক্য তৈত্তৈরিত্তিতৈ-  
র্গার্হস্থ্যচ্ছাং ধনায়াক্ষোদ্রীয় যস্তা রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস । রাজ্ঞা তু তং নিশম্য  
গবাং ষট্শতানি নিষ্কং হারঞ্চাশ্বতরীরথঞ্চাদায় সত্ত্বং রৈকং প্রতিচক্রমে ।  
গত্বা চাভ্যবাদ হে রৈক গবাং ষট্শতানীমানি নিষ্কং হারঞ্চারমশ্বতরীরথ  
এতদাদংস্ব, অন্তশাধি মাং ভগবন্মতি । অথৈবমুক্তবস্তং প্রতি সাটোপঞ্চ  
সম্পৃহকোবাচ রৈকঃ । অহ হারেজ শূদ্র তবৈব সহ গোভিরহিতি । অহেতি  
নিপাতঃ সাটোপমামস্ত্রণে । হারেণ যুক্তা ইত্বা গম্মী রথো হারেত্বা গোভিঃ  
সহ তবৈবাস্ত কিমেতন্মাত্রেন মম ধনেনাকল্পবর্জিনো গার্হস্থ্যস্ত নির্বাহানুপ-  
যোগিনেনি ভাবঃ । অহর স্বেতি তু পাঠোহনর্থকতয়া চ গোভিঃ সহৈত্যত্র  
প্রতিসম্বন্ধানুপাদানেন চাচাযৌদ্ধ্যিতঃ । তদস্তামাখ্যায়িকায়াম্ শক্যঃ শূদ্র-  
শব্দেন জানশ্রুতী রাজন্তোপ্যবয়বব্যুৎপত্তা বক্তুং স হি রৈকঃ পরোক্জ্ঞতাং  
চিখ্যাপয়িবু রাজ্ঞনো জানশ্রুতেঃ শূদ্রেতি শুচং সূচয়ামাস । কথং পুনঃ শূদ্র-  
শব্দেন শুণ্ডংপন্নাসূচ্যত ইতি । উচ্যতে । “তদাদ্রবণাৎ” তদ্ব্যচষ্টে “শুচ-  
মভিহুদ্রাব” জানশ্রুতিঃ । শুচং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ । “শুচাবা” জানশ্রুতিঃ  
“হুজবে” শুচা প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ । অথবা শুচা রৈকঃ জানশ্রুতিহুদ্রাব গত-

শূদ্রসম্বোধন দ্বারা জানশ্রুতির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। শূদ্রজাতির  
বিদ্যাধিকার নিষেধ থাকায় উক্ত শূদ্র শব্দের উক্ত অর্থই অমুদিত হয়।  
[কথং...মাখ্যায়িকায়াম্] জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল, রৈক শব্দ তাহা  
জানিতে পারিয়াছিলেন, জানিয়া তাহা শূদ্র-শব্দ উচ্চারণ পূর্বক জান-

শূদ্রাবয়বার্থসম্ভবাৎ কৃতার্থস্য চাসম্ভবাৎ। দৃশ্যতে চাহয়মর্থো-  
হস্যামাখ্যায়িকায়াম্ ॥ ৩৪ ॥

## কত্রিয়দ্বগতেশ্চাত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥ \*

ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ, যৎকারণং প্রকরণ-

বান্। তস্মাৎ তদাদ্রবণাদিতি তচ্ছব্দেন ওখা জানশ্রুতির্কো রৈকো বা  
পরামুশ্রুত ইত্যুক্তম্।

“ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ। যৎকারণং” প্রকরণনিরূপণে ক্রিয়-  
শ্রুতিকে জানাইয়াছিলেন, এ তথ্য শূদ্র-শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ-তাৎ-  
পর্যের দ্বারা জানা যায়। শূচ্ + ক্র + অ = শোক হেতু গমন, শোক প্রাপ্ত  
হওয়ায় অথবা শোক (খেদ)ই রাজাকে রৈক ঋষির সমীপগামী করিয়া-  
ছিল। যে স্থলে অবসারার্থে সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে ঋচি-অর্থ পরিত্যাজ্য।  
এ কথা বা এ তথ্য সেই আখ্যায়িকাতেই আছে। +

জানশ্রুতি শূদ্র-জাতি নহে। কারণ এই যে, প্রকরণ পর্যালোচন

\* উত্তরজ পরশ্মিন্ বাক্যে অর্থবাদকপে চৈত্ররথেন অভিশ্রুতানি নামকেন কত্রিয়েন  
লিঙ্গাৎ সমভিব্যাহাবকপাৎ জানশ্রুতেঃ কত্রিয়দ্বগতেঃ কত্রিয়দ্বাবগমাৎ ন জাতিগুণো  
জানশ্রুতিরীতি যোজনা।—আখ্যায়িকার শেষভাগে ভোজনপ্রসঙ্গে চৈত্ররথবংশীর অভিশ্রুতানি  
নামক কত্রিয় ও জানশ্রুতি এক সঙ্গে কথিত হইয়াছেন। ইহাও জানশ্রুতির কত্রিয়দের অনু-  
নাপক অর্থাৎ বোধক।

+ অখ্যায়িকাটি এইরূপ।—জানশ্রুতি নামক রাজা গ্রীষ্মকালে একদা ছাদের উপর  
শয়ন ছিলেন। কতকগুলি ঋষি রাজার হিত কামনায় হংসরূপ ধারণ পূর্বক আকাশ  
পথে সেই স্থানে আগমন করিলেন। পরে পশ্চাদবস্থিত হংস অগ্রগামী হংসকে বলিল,  
ভদ্রাক! তুমি কি দেখিতেছ না? ইহার তেজ স্বর্গ পব্যান্ত গমন করিতেছে? তুমি ইহাকে  
লঙ্ঘন করিও না, করিলে দক্ষ হইবে। সে বলিল, এ কি রৈক? এর যখন বিদ্যা নাই,  
জ্ঞান নাই, উপাসনা নাই, তখন এ তুচ্ছ রাজা এ কথা শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া তাহার  
চিত্তে খেদ জন্মিল। অনন্তর তিনি বিদ্যার্থী বা জ্ঞানার্থী হইয়া রৈকের অশেষার্থ লোক  
পাঠাইলেন। লোক কিরিয়া আসিলে, রাজা তৎসম্মিথানে শিবা হইতে গমন করিলেন।  
গমন করিলে, রাজা যে খেদপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন রৈক তাহা জ্ঞানবলে জানিলেন এবং  
আপনার অভিজ্ঞতা দেখাইবার জন্ত এ কথা (শূদ্র) বলিলেন। ইহার পরে অজ্ঞাত কথা  
আছে, তাহাতেও রাজার কত্রিয়ত্ব নিশ্চয় হয়।



নিরূপণেন ক্ষত্রিয়ত্বমসৌত্তরত্ব চৈত্ররথেনাভিপ্রতারণা  
ক্ষত্রিয়েণ সমভিব্যাহারাং লিঙ্গাং গম্যতে । উত্তরত্ব হি  
সম্বর্গবিদ্যাবাক্যশেষে চৈত্ররথিরভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়ঃ সঙ্কী-  
র্ত্যতে । অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারণঞ্চ কাক্ষ-  
সেনিং সূদেন পরিবিশ্রুমানো ব্রহ্মচারী বিভিক্ষ ইতি । চৈত্র-  
রথিত্বং চাভিপ্রতারণঃ কাপেয়যোগাদবগন্তব্যম্ । কাপে-  
য়যোগো হি চৈত্ররথন্যাবগতঃ । এতেন বৈ চৈত্ররথং  
কাপেয়া অযাজয়মিতি । সমানাময়যাজিনাঞ্চ প্রায়েণ সমা-

মাণে ক্ষত্রিয়ত্বমস্য জানশ্রুতেরবগম্যতে । চৈত্ররথেন লিঙ্গাদিতি ব্যাচক্ষাণঃ  
প্রকরণং নিরূপয়তি । “উত্তরত্ব হি সম্বর্গবিদ্যা বাক্যশেষে” চৈত্ররথেনাভি-  
প্রতারণা নিশ্চিতক্ষত্রিয়ত্বেন সমানায়াং সম্বর্গবিদ্যায়াং সমভিব্যাহারালিঙ্গাং  
সন্ধিক্ষক্ষত্রিয়ভাবো জানশ্রুতিঃ ক্ষত্রিয়োনিষ্ঠীয়তে । অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়-  
মভিপ্রতারণঞ্চ কাক্ষসেনিং সূদেন পরিবিশ্রুমানো ব্রহ্মচারী বিভিক্ষ ইতি  
প্রসিদ্ধযাজ্ঞকত্বেন কাপেয়েনাভিপ্রতারণো যোগঃ প্রতীয়তে । ব্রহ্মচারিভিক্ষয়া  
চাস্যাসুদেত্বমবগম্যতে । ন হি জাতু ব্রহ্মচারী শূদ্রাং ভিক্ষতে । যাজ্ঞকেন  
চ কাপেয়েন যোগাৎ যাজ্যোহভিপ্রতারী । ক্ষত্রিয়ত্বকাম্য চৈত্ররথিত্বাৎ ।  
তস্মাচ্চৈত্ররথিনামৈকঃ ক্ষত্রিপতিরজায়তেতি বচনাৎ । চৈত্ররথিত্বকাম্য  
কাপেয়েন যাজ্ঞকেন যোগাৎ । “এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়মিতি”  
ছন্দোগানাং দ্বিরাঙ্কে শ্রুয়তে । তেন চিত্ররথস্য যাজ্ঞকাঃ কাপেয়াঃ । এষ  
চাভিপ্রতারী চিত্ররথাদিন্যঃ সন্মৈব কাপেয়ানাং যাজ্যোভবতি যদি চৈত্ররথিঃ

করিলে তাহার ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতীত হয় । শূদ্রই প্রতীতি হয় না । বিশেষতঃ  
চিত্ররথ-বংশীয় অভিপ্রতারী নামক ক্ষত্রিয়ের সহিত পরিপাঠিত হওয়ায়  
জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব নিশ্চয় হয় । [ অথহ...গন্তব্যম্ ] যথা—সূদ ( পাচক  
ব্রাহ্মণ ) কপি-গোত্রীয় শৌনক ( পুরোহিত ) ও কক্ষসেন-পুত্র অভিপ্রতারী  
এই দুই জনকে পরিবেশন করিতেছে, এমন সময়ে এক ব্রহ্মচারী আসিয়া  
ভিক্ষা প্রার্থনা করিল ।” এই অভিপ্রতারী চৈত্ররথি অর্থাৎ চিত্ররথ  
বংশীয়, ইহা কপি-গোত্র সম্পর্কের দ্বারা জানা যায় । এ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও  
প্রসিদ্ধি উভয়ই আছে । যথা—“কপি গোত্রীয়েরা চিত্ররথ বংশীয়দিগের

নাশ্রয়া যাজকা ভবন্তি । তস্মাচ্চৈত্ররধিনীমৈকঃ ক্ষত্রেপতির-  
জায়ত ইতি চ ক্ষত্রজাতিস্বাবগমাৎ ক্ষত্রিয়স্বমস্তাবগমন্তব্যম্ ।  
তেন ক্ষত্রিয়েণাভিপ্রতারিণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কী-  
র্তনং জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়স্বং সূচয়তি । সমানানামেব হি  
প্রায়েণ সমভিব্যাহারা ভবন্তি । ক্ষত্রেপ্রেষণাদৈশ্বর্য্যযোগাচ্চ  
জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়স্বাবগতিঃ । অতোন শূদ্রস্যাদিকারঃ ॥৩৫॥

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিনাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥\*

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাদিকারো যদিদ্যাপ্রদেশেষূপনয়নাদয়ঃ

স্যাৎ, সমানাস্থানাং হি প্রায়েণ সমানাস্থয়া যাজকা ভবন্তি । তস্মাচ্চৈত্র-  
রথিত্বাদভিপ্রতারী কাকসেনিঃ ক্ষত্রিয়ঃ । তৎসমভিব্যাহারাচ্চ জানশ্রুতিঃ  
ক্ষত্রিয়ঃ সম্ভাব্যতে । ইতশ্চ ক্ষত্রিয়ো জানশ্রুতিরিত্যাহ—“ক্ষত্রেপ্রেষণাদৈ-  
শ্বর্য্যযোগাচ্চ” । ক্ষত্রেপ্রেষণে চার্খসম্ভবে চ তাদৃশস্য বদান্যপ্রষ্টসৈশ্বর্য্যং  
প্রায়েণ ক্ষত্রিয়স্য দৃষ্টং যুধিষ্ঠিরাদিবদিতি ।

ন কেবলমুপনীতাদ্যয়নবিধিপারামর্শেন ন শূদ্রস্যাদিকারঃ কিন্তু তেযু

যাজক অর্থাৎ পুরোহিত।” অতএব চৈত্ররপি নামক ক্ষত্রপতি, তৎ-  
স্বত্বাধীন অভিপ্রতারীও ক্ষত্রিয়। [ তেন...অধিকারঃ ] ক্ষত্রিয় অভি-  
প্রতারীর সহিত জানশ্রুতির এক সঙ্গে ভোজনের ও ব্রহ্মচারিভিক্ষার উল্লেখ  
থাকায় নিশ্চয় হয়, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়। সমান না হইলে এক সঙ্গে উল্লেখ ও  
ভোজন হয় না। ব্রহ্মচারী শূদ্রান ভিক্ষা করে না। অপিচ, জানশ্রুতি বৈক  
ঋষির অবেষণার্থ সূত ( সারথি ) প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রচুরতর  
অন্নদান ও গোদান করিতেন, এ সকল বর্ণনাও ক্ষত্রিয়ের বোধক।  
অতএব, শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই, ইহা অবধারণ কর।

যেখানে যেখানে বিদ্যার বিধান বা উপদেশ, সেই সেই স্থানেই তাহা

\* বিদ্যাগ্রহণাদ্রোপনয়নসংস্কারস্য সর্গুত্র পরামর্শাৎ অভিসংহিতত্বাৎ তদভাবাভি-  
নাপাচ্চ উপনয়নান্যভাবকথনাচ্চ নান্তি শূদ্রস্য বিদ্যাধিকার ইতি সূত্রার্থঃ।—সর্গুত্রই  
বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত উপনয়ন সংস্কারের কথন আছে এবং শূদ্রের তাহা ( উপনয়ন ) নাই,  
একপ অভিনও আছে। এই দুই কাৰণেও শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই।

সংস্কারাঃ পরামৃশ্যন্তে । তং হোপনিষে অধীহি ভগব ইতি  
হোপসমাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষণা এষ হ  
বৈ তৎসৰ্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্প-  
লাদমুপসমা ইতি চ তান্ হানুপনীয়েবেত্যপি প্রদর্শিতৈ-  
বোপনয়নপ্রাপ্তিৰ্ভবতি । শূদ্রস্ত চ সংস্কারাভাবোহভি-  
লপ্যতে, শূদ্রচতুর্থোবর্ণ একজাতিরিত্যেকজাতিত্বস্মরণেন,  
ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমহতীত্যাदिভিঃ ॥ ৩৬ ॥

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥ \*

তেরু বিদ্যোপদেশপ্রদেশেষুপনয়নসংস্কারপরামর্শাং শূদ্রস্য তদভাবাভিধানাং  
ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকার ইতি । নমুপনীতস্যাপি ব্রহ্মোপদেশঃ শ্রুয়তে, তান্  
হানুপনীয়েবেতি, তথা শূদ্রস্যানুপনীতসৌবাধিকারো ভবিষ্যতীত্যত আহ—  
“তান্ হানুপনীয়েবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপনয়নপ্রাপ্তিঃ” প্রাপ্তিপূর্বকস্যাং  
প্রতিষেধস্য যেষামুপনয়নং প্রাপ্তং তেষামেব তন্নিষিধ্যতে তচ্চ দ্বিজাতীনা-  
মিতি দ্বিজাতয় এব নিষিক্ণোপনয়না অধিক্রিয়ন্তে ন শূদ্র ইতি ।

উপনয়ন-সংস্কার অধ্যয়ন ও গুরুশ্রদ্ধাপূর্বক । যথা—“তঁাহাকে উপনয়ন-  
সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন,” “হে ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান্।  
এই বলিয়া বিদ্যার্থী নারদ সনৎকুমারের শিষ্য হইলেন।” “হে বেদপারগ  
সগুণ ব্রহ্মজ্ঞ ও নিগুণ ব্রহ্মান্বেষী ঋষিগণ! এই পিপ্পলাদ ভোমাদিগকে  
সে সমস্ত বলিবেন, উপদেশ করিবেন। অনন্তর তাঁহারা উপহার হস্তে  
ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষির নিকট বিধিবিধানক্রমে গমন করিলেন।” এই  
সকল শাস্ত্রে উপনয়ন সংস্কার পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সংস্কার শূদ্রের  
নাই; ইহাও কথিত আছে। যথা—“শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, ইহারা এক জাতি,  
দ্বিজাতি নহে। অর্থাৎ ইহাদের বৈদিক জন্ম (উপনয়ন সংস্কার) নাই।  
এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন। যথা—“শূদ্রের অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত  
পাপ হয় না এবং তাহাদের উপনয়ন সংস্কারও নাই।”

\* উপসন্নস্য সত্যকামস্য শূত্রভাবনিশ্চয়ে গোতমস্য গুরো শুদ্রপনয়নপ্রবৃত্তেঃ।—  
গোতম যখন বুলিলেন, সমীপাগত সত্যকাম শূদ্র নহে, তখন তিনি সত্যকামকে উপনীত  
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎপূর্বে হন নাই।

ইতঃশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যৎ সত্যবচনেন শূদ্রত্বাভাবে  
নির্দ্ধারিতে জাবালং গোতম উপনেতুমনুশাসিতুঞ্চ প্রববৃত্তে,  
নৈতদব্রাহ্মণো বিবজ্রুমহীতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে  
ন সত্যাদগা ইতি শ্রুতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৭ ॥

সত্যকামো হ বৈ জাবালঃ প্রমীতপিতৃকঃ স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছৎ।  
অহমাচার্য্যকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামি, তদব্রবীতু ভবতী কিং গোত্রোহহমিতি,  
সা হব্রবীৎ। স্বজনকপরিচরণপরতয়া নাহমজ্ঞাসিৎ যদগোত্রং তবেতি। স  
ত্বাচার্য্যং গোতমমুপাস। উপসদ্যোবাচ, হে ভবগন্ ব্রহ্মচর্য্যমুপেয়াং ত্বয়ীতি।  
স হোবাচ, নাবিজ্ঞাতগোত্র উপনীয়ত ইতি কিং গোত্রোহসীতি। অথোবাচ  
সত্যকামো নাহং বেদ স্বং গোত্রং, স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছং, সাপি ন  
বেদেতি। তদুপশ্রুত্যাভ্যধাদগোতমঃ। নাবিজ্ঞান্নন আর্জ্জবং যুক্তমীদৃশং  
বচন্তেনাশ্মিন শূদ্রত্বসম্ভাবনাস্তীতি ত্বাং বিজ্ঞাতিজ্ঞানমুপনেষ্য ইত্থাপনেতু-  
মনুশাসিতুঞ্চ জাবালং গোতমঃ প্রবৃত্তঃ। তেনাপি শূদ্রস্য নাধিকার ইতি  
বিজ্ঞায়তে। “ন সত্যাদগা” ইতি। ন সত্যমতিক্রান্তবানসীতি।

শূদ্রের বেদাধিকার না থাকার অন্য কারণ এই যে, যখন সত্য বাক্যের  
দ্বারা অশূদ্র বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন গোতম ঋষি জাবালকে উপনয়ন-  
সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা—“যে  
ব্রাহ্মণ নহে সে একরূপ নির্মল সত্য বলিতে পারে না। হে সোম্য! যেহেতু  
তুমি সত্য ত্যাগ কর নাই, সেই হেতু আমি তোমাকে উপনীত করিব;  
কুশাদি আহরণ কর।” \* এই শ্রুতি শূদ্রের অনধিকার-দ্যোতক।

\* সত্যকাম নামক এক ঋষি-বালককে তাহার জবালা নাম্নী জননী বলিল, বৎস!  
ঋকসমিধানে গিয়া উপনীত হও। সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল, মা! আমরা কোন্ গোত্র?  
মাতা বলিল, বৎস। আমি ভর্কুসেবায় বাধ্য ছিলাম, তোমার পিতৃগোত্র আমিও জ্ঞাত নহি।  
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, এই মাত্র জানি। অনন্তর সেই জবালা-পুত্র  
সত্যকাম গোতমঋষির নিকট গমন করিলে গোতম তাহাকে গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করি-  
লেন। সত্যকাম নির্মলচিত্তে বলিল, আমি আমার গোত্র জানি না, আমার মস্তাও জানেন  
না। আমার মা বলিয়া দিয়াছেন, তুমি বলিও, আমি জাবাল (জবালার পুত্র), আমার নাম  
সত্যকাম। এতৎ প্রবণে ঋষি তাহার সেই সারল্যের দ্বারা তাহাকে শূদ্র নহে বলিয়া হির  
করিলেন এবং বলিলেন, শূদ্র একরূপ নির্মল সত্য বলিতে পারে না। তুমি শূদ্র নহ; ইহা  
আমি বুঝিলাম। হোম কাঠ আন, তোমাকে উপনীত করিব।

## শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাং শ্রুতেশ্চাস্ম ॥ ৩৮ ॥\*

ইতশ্চ ন শূদ্রস্তাধিকারো যদস্য শ্রুতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ-  
প্রতিষেধো ভবতি । বেদশ্রবণপ্রতিষেধো বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধ  
স্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে । শ্রবণ-  
প্রতিষেধস্তাবদধাহস্য বেদমুপশৃণুতস্ত্রপূজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতি-  
পূরণমিতি, পঠ্য হ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাৎ শূদ্র-  
সমীপে নাধ্যোতব্যমিতি চ । অতএবাহাধ্যয়নপ্রতিষেধো  
যস্য হি সমীপেহপি নাধ্যোতব্যং ভবতি স কথং শ্রুতিমধী-  
য়ীত । ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ  
ইতি । অতএব চাহর্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো  
ভবতি । ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা  
দানমিতি চ । যেযাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিহুর-

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ । অতিরোহিতার্থমশ্নং ।

যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, সেই হেতু শূদ্রের বেদার্থ-  
জ্ঞান ও বেদপ্রতিপাদ্য অনুষ্ঠান উভয়ই নিষিদ্ধ । এ কথা স্মৃতিতেও আছে ।  
[শ্রবণ...মিতি চ] শ্রবণ নিষেধ যথা—“বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণ ত্রপু  
(রাঙ বা সীসে) ও জতুর দ্বারা পূর্ণ করিবেক ।” “যেহেতু শূদ্র সঞ্চরিসু  
শ্মশান, সেই হেতু তৎসমীপে অধ্যয়ন করিবেক না ।” যাহার সমীপেও  
অধ্যয়ন নিষেধ, কি প্রকারে সে শ্রুতি ও শ্রোত জ্ঞান লাভ করিবেক ?  
বেদ উচ্চারণে ইহাদের জিহ্বাচ্ছেদ ও ধারণে শরীর ভেদ (ছিদ্র) ইহঁরা  
থাকে (রাজ্য কর্তৃক) । কায়েই ইহাদের বেদার্থ জ্ঞান ও বেদার্থানুষ্ঠান  
নিষিদ্ধ অর্থাৎ হয় না । “শূদ্রকে জ্ঞান-দান করিবেক না, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ  
করাইবেক না ।” এ কথাও আছে । [যেযাং...স্থিতম্] যাহারা জন্মা-  
ন্তরে দ্বিজ ছিল, বেদসংস্কারসম্পন্ন ছিল, বিহুর ও ষষ্ঠ্যব্যাধ প্রভৃতি সেই

\* বেদ শ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন নিষেধ থাকায় স্মৃত্যং বেদার্থের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ।  
অস্য শূদ্রস্য বেদশ্রবণাধ্যয়নয়োঃনিষেধাং নিষেধস্মৃতেঃ নাস্ত্যাধিকার ইতি যোজন্য ।—

ধর্মব্যাদ্ধপ্রভৃतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फल-  
प्राप्तिः प्रतिबद्ध्यते, ज्ञानस्यैकान्तिकफलत्वात् । आव्येच्छ-  
तूरो वर्णानिति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्लक्ष्याधिकार-  
स्मरणात् । वेदपूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः शुद्धागमिति स्थितम्॥३

### कम्पनां ॥ ३९ ॥ \*

अवसितः प्रासङ्गिकोऽधिकारविचारः, प्रकृतामेवेदानीं  
वाक्यार्थविचारणां वर्तयिष्यामः । यदिदं किञ्च जगৎ सर्वं  
प्राण एजति निःसृतं महद्भूयं ब्रह्मभূतं य एतद्विद्वन्मृता-  
स्ते भवन्तीति । एतद्वाक्यं एज् कम्पन इति धात्वर्थानुगमात्

प्राণবজ্রপ্রতিবलाद्याক্যং প্রকরণঞ্চ ভঙ্কু। বায়ুঃ পঞ্চবৃত্তিরাধ্যাত্মিকো  
বাহ্যশ্চাত্ত প্রতিপাদ্যঃ। তথাহি, প্রাণশব্দো মুখ্যো বায়বাধ্যাত্মিকো, বজ্র-  
শব্দশাসনো। অশনিশ্চ বায়ুপরিণামঃ। বায়ুরেব হি বাহ্যো ধূম্ভ্যোতিঃ  
সলিলসম্বলিতঃ পর্জন্যভাবেন পরিণতো বিদ্যাস্তনয়িত্ব বৃষ্ট্যশনিভাবেন বিব-  
র্ত্ততে। যদ্যপি চ সর্বং জগদিতি সবায়ুকং প্রতীয়তে তথাপি সর্বশব্দ আপে-  
ক্ষিকোহপি ন স্বাভিধেয়ং অহাতি কিন্তু সঙ্কচিতবৃত্তির্ভবতি। প্রাণবজ্রশব্দে

সকল ব্যক্তিদেরই জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞানফল অনিবার্য্য  
কেহই তাহা রুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে। ইতিহাস ও পুরাণ সকল বর্ণেরই  
প্রাণ, শ্রোতব্য, তাহারই দ্বারা শূদ্র জ্ঞেয়তত্ত্ব বা জ্ঞান (উপাসনা)  
আরম্ভ করিবেন, অধিকৃত করিবেন। ফলিতার্থ এই যে, শূদ্রের বেদপূর্বক  
বিদ্যাধিকার নাই কিন্তু ইতিহাসপুরাণপূর্বক আছে।

প্রসঙ্গাগত অধিকার বিচার সমাপ্ত; এক্ষণে পুনর্বার বাক্যার্থ-বিচার  
আরম্ভ করা গেল। কঠশ্রুতিতে আছে “যে-কিছু জগৎ—এ সমস্তই প্রাণে  
এজিত (কম্পিত বা বেষ্টিত) হইতেছে। সেই প্রাণই মহৎ, ভয়স্থান  
যেমন উদ্যত বজ্র অর্থাৎ বজ্রের জ্বালা। যাইারা ভয়ানক ইহাকে জানেন

\* কল্পনাং হেতোঃ কল্পনাশ্রয়ঃ পরমেশ্বর এবতি হৃত্তার্থ সংক্ষেপঃ।—বাহার আশ্রি-  
হইয়া এ সকল কম্পিত হয়, এরূপ এইরূপ বাক্য কঠ উপনিষদে আছে। সেই উপনিষদের  
কল্পনাশ্রয় পরমেশ্বর, ইহা কল্পানরূপ হেতুর দ্বারা জানা যায়।

লক্ষিতম্ । অগ্নিন্ বাক্যে সৰ্ব্বমিদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং  
স্পন্দতে । মহচ্চ কিস্কিন্দয়কারণং বজ্রশব্দিতং উদ্যতং,  
তদ্বিজ্ঞানান্ধায়তত্বপ্রাপ্তিরিতি শ্রুয়তে । তত্র কোহসৌ  
প্রাণঃ কিস্ক তদুদ্যানকং বজ্রমিত্যপ্রতিপত্তেৰ্বিচারে ক্রিয়-  
মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তিৰ্বায়ুঃ প্রাণ ইতি ।  
প্রসিদ্ধেৰেব চাশনিৰ্বজ্রং স্যাদ্বায়োশ্চেদং মাহাত্ম্যং সঙ্কী-  
ৰ্ত্যতে । কথং সৰ্ব্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশব্দিতং  
প্রতিষ্ঠায়ৈজতি বায়ুনিমিত্তমেব চ মহদুদ্যানকং বজ্রমুৎ-  
পদ্যতে । বায়ৌ হি পর্য্যন্তভাবেন বিবর্তমানে বিদ্যুৎস্তনয়ি-  
ত্বুরূপ্যশনয়ো বিবর্তন্ত ইত্যাচক্ষতে । বায়ুবিজ্ঞানাদেব

তু ব্রহ্মবিষয়কে স্বার্থমেব ত্যজতঃ । তস্মাৎ স্বার্থত্যাগাৎ বরং বৃত্তিসঙ্কোচঃ  
স্বার্থলেশাবস্থানাং । অমৃতশব্দোহপি মরণাভাববচনো ন সার্বকালিকং  
তদ্ব্যবঃ ক্রতে, জ্যোৎস্বীবিতয়াপি তদুৎপত্তেঃ । যথা অমৃতং দেবা ইতি ।  
তস্মাৎ প্রাণবজ্রশ্রুতায়ুরোধাদায়ুরেবাত্র বিবক্ষিতো ন ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্ ।  
এবং প্রাপ্তে উচ্যতে । ‘কম্পনাৎ’, সবাযুকন্ত জগতঃ কম্পনাৎ, পরমাত্মৈক  
পদাৎ প্রমিত ইতি মণ্ডুকপ্লুত্যাযুযজ্যতে । ব্রহ্মণো হি বিভাদেতজ্জগৎ

তাহারা অমর হন ।” এই বাক্যে যে “এজিত” শব্দ আছে, ধাতু অমুসারে  
তাহার অর্থ কম্পিত । সমুদয় বাক্যের অর্থ এই যে, এ সমস্ত জগৎ  
প্রাণাশ্রিত থাকিয়া চেষ্টমান হইতেছে, আর উদ্যত বজ্র যেমন ভয় কারণ,  
সেইরূপ ভয়কারণ কোন এক মহৎ (ব্রহ্ম) । তাহাকে জানিলে মোক্ষ হয় ।  
[ তত্র...কীর্ত্যতে ] এক্ষণে প্রশ্ন, প্রাণ কে ? কোন প্রাণ ? এবং ভয়প্রদ  
বজ্রই বা কি ? বিচার করিতে গেলে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণবায়ুকেই পাওয়া  
যায় । বায়ুই প্রাণ এবং অশনিই বজ্র । বায়ুই প্রাণ-নামে ও অশনিই  
বজ্র নামে প্রসিদ্ধ । শাস্ত্রেও বায়ুর ঐরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে ।  
[ কথং...লোচনাৎ ] কি প্রকার ? তাহা বলিতেছি । এ জগৎ প্রাণ-নামক  
বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চেষ্টমান এবং বায়ু হইতেই ভয়ানক বজ্র  
উৎপন্ন হয় । বায়ুই মেঘস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, হইলে বিদ্যুৎ, গর্জন, বৃষ্টি ও বজ্র  
প্রকাশপ্রাপ্ত হয় । শ্রুতি বলিয়াছেন, বায়ু-বিজ্ঞানে মোক্ষও হয় ।

চেদমমৃতত্বম্। তথা হি শ্রুত্যন্তরম্, বায়ুরেব ব্যাপ্তিকায়ঃ  
সমষ্টিরপ পুনর্মুভ্যুজ্জয়তি য এবং বেদেতি। তস্মাদ্বায়ুরয়মিহ  
প্রতিপত্তব্য ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। ব্রহ্মৈবেদমিহ প্রতি-  
পত্তব্যং, কুতঃ পূর্বোত্তরালোচনাং। পূর্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থ-  
ভাগয়োত্র ব্রহ্মৈব নির্দিষ্টমানমুপলভ্যমহে, ইহৈব কথমক-  
স্মাদন্তরালে বায়ুং নির্দিষ্টমানং প্রতিপদ্যেমহি। পূর্বত্র  
তাবৎ—

তদেব শুক্রন্তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিন্ম্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বৈ তদু নাভ্যেতি কশ্চন॥ ইতি  
ব্রহ্ম নির্দিষ্টং তদেবেহাপি সম্বিধানাং জগৎ সর্বং প্রাণ  
এজতীতি চ লোকাশ্রয়ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দিষ্টমিতি গম্যতে।  
প্রাণশব্দোহপ্যয়ং পয়মান্নেব প্রযুক্তঃ, প্রাণস্য প্রাণমিতি

কৃৎস্নং স্বব্যাপারে নিয়মেন প্রবর্ততে ন তু মর্যাদামতিবর্ততে। এতদ্বক্ত-  
ভবতি।—ন শ্রুতিসঙ্কেচমাত্রং শ্রুতার্থপরিত্যাগে হেতুরপি তু পূর্বাপর-  
বাক্যৈকবাক্যতাপ্রকরণাভ্যাং সম্বলিতঃ শ্রুতিসঙ্কেচঃ। তদ্বদমুক্তং “পূর্বো-  
ত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োত্র ব্রহ্মৈব নির্দিষ্টমানমুপলভ্যমহে, ইহৈব কথমন্তরালে  
বায়ুং নির্দিষ্টমানং প্রতিপদ্যেমহী”তি। তদনেন বাক্যৈকবাক্যতা দর্শিতা।

কথা—“বায়ুই ব্যাপ্তি (পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ), বায়ুই সমষ্টি (নমুদয় পদার্থ),  
এতদ্রূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে অপমৃত্যু হয় না, সেই কারণে বায়ুকেই জানি-  
বেক।” এই পূর্বপক্ষের উপর বক্তব্য, প্রোক্ত বাক্যে ব্রহ্মই ব্রহ্মিভে  
হইবেক। কেন-না, পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে ব্রহ্ম-অর্থই লব্ধ হয়।  
[পূর্বো...মহি] পূর্বে ও পরে ব্রহ্মেরই উপদেশ আছে, মধ্যে কেন বায়ুর  
উপদেশ হইবে? বায়ু উপদেশের কিছুমাত্র কারণ নাই। [পূর্ব...উপা-  
শ্রিতাবিতি] “তাহাই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিত্যমুক্ত, সমস্ত লোক  
তাহাঁতেই আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত, কেহই তাহাঁকে অতিক্রম করিতে পারে না।”  
এই পূর্ববাক্যে ব্রহ্মের উপদেশ হইয়াছে, সূত্রের ইহার সম্বিধানে পঠিত  
প্রোক্ত বাক্যেও ব্রহ্ম। পূর্ববাক্যে জগৎকে ব্রহ্মাশ্রিত বলা হইয়াছে,  
এ বাক্যেও জগৎকে প্রাণাশ্রিত বলা হইয়াছে; সূত্রের এ বাক্যে ব্রহ্মকেই



দর্শনাৎ । এজয়িত্বমপীদং পরমাত্মন এবোপপদ্যতে ন বায়ু-  
মাত্রস্য, তথাচোক্তম্,—

১ “ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন ।

ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥” ইতি ।

উত্তরত্রাপি,—

“ভয়াদস্থায়িস্তপতি ভয়াভপতি সূর্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥” ইতি ।

ত্র্যম্বৈব নির্দেক্ষ্যতে ন বায়ুঃ, সবাযুকশ্চ জগতো ভয়-  
হেতুত্বাভিধানাৎ তদেবেহাপি সম্বিধানাৎ মহদ্বয়ং বজ্রমুদ্যত-  
মিতি চ ভয়হেতুত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দিষ্টমিতি গম্যতে । বজ্র-  
শব্দোহপ্যয়ন্তয়হেতুত্বসামান্যাত্ প্রযুক্তঃ । যথা হি বজ্রমুদ্যতং  
মমৈব শিরসি নিপতেৎ যদ্যহমশ্চ শাসনং ন কুর্যামিত্যনেন

প্রকরণাদপীতি ভাষণে প্রকরণমুক্তম্ । যৎ খলু পৃষ্টং তদেব প্রধানং প্রতি-  
বক্তব্যমিতি তস্য প্রকরণম্ । পৃষ্টাদন্যস্মিন্তু চ্যামানে শাস্ত্রমপ্রমাণং ভবেদ-  
সম্বন্ধপ্রলাপিহাৎ । যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ কচিদমৃতত্বমভিহিতমাপেক্ষিকং

প্রাণ বলা ইহা আছে, ইহা প্রতীত হয় । শাস্ত্রে পরমাত্মাকে প্রাণ বলিতেও  
দেখা যায় । যথা—“তিনি প্রাণের প্রাণ ।” এজন অর্থাৎ জীব-চেষ্টা ।  
তৎপ্রবর্তকতা পরমাত্মাতেই সম্ভব, কেবল বায়ু জীবচেষ্টার কারণ নহে ।  
এ কথা প্রতিতেও আছে । যথা—“জীব প্রাণের দ্বারাও জীবিত থাকে না,  
অপানের দ্বারাও নহে, কিন্তু ঐ প্রাণ ও অপান যদাশ্রিত, তাহার অধীন,  
তাঁহারই দ্বারা জীবিত থাকে । তিনি জীবের ও জীবনের কারণ ।”  
[ উত্তর...ব্রহ্ম ] প্রতি উদাহৃত বাক্যের পরেও “অগ্নি তাঁহার ভয়ে তাপ  
প্রদান করেন, সূর্য্যও তাঁহার ভয়ে আতপ প্রদান করেন, ইন্দ্র ও বায়ু,  
ইহারাও আপন আপন কার্য্য করেন এবং মৃত্যুও জীবকে আক্রম করেন ।”  
এইরূপে ব্রহ্ম উপদেশ করিবেন । এই পূর্ববাক্যে তিনি বায়ুর সহিত সর্ক-  
জগতের ভয়জনক, একরূপ উল্লেখ থাকায় অব্যবহিত পূর্ববাক্যস্থ উদ্যত  
বজ্রের ন্যায় ভয়জনক, এ কথা ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মই ভয়ের নিমিত্ত কারণ,

ভয়েন জনো নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ততে—এবমিদ-  
মগ্নিবায়ুসূর্যাদিকং জগদস্মাদেব ব্রহ্মণো বিভ্যস্ত্রিয়মেন স্ব-  
ব্যাপারে প্রবর্তত ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম। তথা  
চ ব্রহ্মবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্,—

“ভীষান্মাত্রাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষান্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥” ইতি।

অমৃতত্বফলপ্রবণাদপি ব্রহ্মৈবেদমিতি গম্যতে। ব্রহ্ম-  
জ্ঞানাক্ষয়ত্বপ্রাপ্তিঃ, তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ  
পন্থা বিদ্যতেহয়নায়েতি মন্তবর্ণাৎ। যত্ন বায়ুবিজ্ঞানাৎ  
কুচিদমৃতত্বমভিহিতং তদাপেক্ষিকম্। তত্রৈব প্রকরণান্তর-  
করণেন পরমাজ্ঞানমভিধায় অতোহন্যদার্তমিতি বায়াদেদার্ত-  
ছাভিধানাৎ। প্রকরণাদপ্যত্র পরমাজ্ঞানিশ্চয়ঃ।

তদ্বিতি। অপপুনমৃত্যুং জয়তীতি শ্রুত্যা হপনৃত্যোর্জয় উক্তো ন তু  
পরমমৃত্যুবিজয় ইত্যাপেক্ষিকত্বম্। তচ্চ তত্রৈব প্রকরণান্তরকরণেন হেতুনা।

তন্নিমিত্ত ত্বিনি বজ্র। ভয়জনক বজ্র বা রাজদণ্ড মমোপরি পড়িবেক, যদি  
আমি রাজশাসন প্রতিপালন না করি, ইহা ভাবিয়া, লোক যেমন ভয়-  
প্রযুক্ত নিয়মপূর্ব্বক রাজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত থাকে, সেইরূপ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য  
প্রভৃতি সমুদয় জগৎ ব্রহ্মের ভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। শ্রুতি এই  
ভাবেই ব্রহ্মে বজ্রের উপমা দিয়াছেন। [ তথাচ...পঞ্চমঃ ] ব্রহ্মবিষয়ে  
অন্য শ্রুতি আছে, তাহাও ঐরূপ। যথা—“বায়ু তাঁহার ভয়ে পবমান ও  
সূর্য্য উদিত হইতেছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু, ইহারও আপন আপন  
কার্য্য করিতেছেন।” [ অমৃতত্ব...বর্ণাৎ ] মোক্ষফলের উপদেশ থাকাতেও  
প্রাণের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞজ্ঞানে মুক্তি হয় না,  
ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম  
করে; তাঁহাকে পাইবার (জ্ঞান ব্যতীত) অন্য উপায় নাই।” [ যত্ন...  
পৃষ্ঠত্বাৎ ] কোন কোন স্থলে যে বায়ুজ্ঞানে মোক্ষ হয়, অভিহিত হইয়াছে,  
তাহা আপেক্ষিক। সেখানেও অন্য প্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক পরমাজ্ঞান  
কথা বলিয়া “পরমাজ্ঞা ভিন্ন সমস্তই আর্ন্ত অর্থাৎ নশ্বর,” এক্ষণে বায়ুরও

“অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রোধ্যাদন্যত্রোধ্যাৎ কৃতাকৃত্যং।

অন্যত্র ভূতাদ্ ভব্যাক্ষ যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ ॥”

ইতি পরমাস্ত্রনঃ পৃষ্ঠদ্বাং ॥ ৩৯ ॥

### জ্যোতির্দর্শনাং ॥ ৪০ ॥ \*

এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুৎপায় পরং জ্যোতিরূপ-  
সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি শ্রুয়তে। তত্র সংশ-  
যাতে কিং জ্যোতিঃশব্দং চক্ষুর্বিষয়ং তমোহপহং তেজঃ

ন কেবলমপশ্যত্যা তদাপেক্ষিকমপি তু পরমাস্ত্রানমতিধারাতোক্তদাত্তমিতি  
বদ্যাদেবোক্তভাষ্যানাং। ন হ্যার্তাভ্যাসাদনার্তো ভবতীতি ভাবঃ।

অত্র হি জ্যোতিঃশব্দস্য তেজসি মুখ্যত্বাদ্ভ্রংশপি জবন্তত্বাৎ প্রেকরণাক্ষ  
প্রতের্জলীয়ত্বাৎ পূর্ববচ্ছ্রুতিসঙ্কেচস্য চাত্রাভাবাৎ, প্রত্যুত ব্রহ্মজ্যোতিঃ-  
পক্ষে ক্রান্তে: পূর্বকালার্থায়া: পীড়নপ্রসঙ্গাৎ সমুৎপাদ্যতেচ্চ তেজ  
এব জ্যোতিঃ। তথাহি, সমুৎপাদ্যমুৎপাদ্যমুচ্যতে ন তু বিবেকবিজ্ঞানম্।  
উদায়মনঞ্চ তেজঃপক্ষেহির্চিরাদিমার্গেণোপপদ্যতে। আদিত্যশাচ্চিরাদ্য-  
পেক্ষয়া পরং জ্যোতির্ভবতীতি তদুপসম্পদ্য তস্য সমীপে ত্বয়া স্বেন  
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, কার্ষ্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তৌ ক্রমেণ মুচ্যতে। ব্রহ্মজ্যোতিঃ-

নখরত্ব কথন আছে। প্রেকরণ বলে এখানে প্রাণশব্দের পরমাত্মা অর্থই  
লক্ষ হয়। এ প্রস্তাব যে পরমাত্মার প্রস্তাব এবং প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা “বাহা  
ধর্মাতীত, অধর্মাতীত, কার্যাকারণের অতীত, ভূতভবিষ্যতের অতীত,  
তাহাই আমাকে বলুন, উপদেশ করুন।” এই পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা  
নিশ্চিত হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে, “এই অমুখ্য পুরুষ এ শরীর  
হইতে উৎপত্তি হন, হইয়া পর-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত ও আপন স্বরূপে পরিনিষ্ঠিত  
হন।” এতদ্বাক্যস্থ পরজ্যোতিঃ কি? চক্ষুর্গ্রাহ্য তমোনামক তেজ? না।

\* ছান্দোগ্যশ্রুতাজ্যোতিঃ পরমাত্মৈব নাস্তিদিতি প্রতিজ্ঞা। অত্র হেতু: দর্শনাদিতি।  
পরমাত্মাত্মবৃত্তির্দর্শনাদিত্যর্থঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রস্তাবতিব্যাক্য যে জ্যোতিঃশব্দকে  
উপদেশ আছে—সে জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মপর। হেতু এই যে, সেখানে ব্রহ্মই অমুখ্য হইয়া-  
ছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুবর্তনে ঐ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

কিং বা পরং ব্রহ্মেতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । প্রসিদ্ধমেব  
তেজো জ্যোতিঃশব্দমিতি । কৃতঃ । তত্র জ্যোতিঃশব্দস্ত  
রূঢ়-  
ত্বাৎ । জ্যোতিঃশব্দাভিধানাদিত্যত্র হি প্রকরণাৎ জ্যোতিঃ-  
শব্দঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ততে । ন চেহ তবৎ কিঞ্চিৎ  
স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে । তথা চ নাড়ীধণ্ডে, অথ  
যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাত্মকামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরুদ্ভবাক্রমত  
ইতি মুমুক্শোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতা । তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেব  
তেজো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যমিতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । পর-  
মেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্, কস্মাৎ, দর্শনাৎ । তস্য হীহ প্রক-  
রণে বক্তব্যত্বেনানুবৃত্তিদৃশ্যতে । য আত্মাপহতপাপৌত্য-

পক্ষে তু ব্রহ্ম ভূত্বা কাহপরা স্বরূপনিষ্পত্তিঃ । ন চ দেহাদিবিবিক্তব্রহ্মস্বরূপ-  
সাক্ষাৎকারো বৃত্তিরূপোহভিনিষ্পত্তিঃ । সা হি ব্রহ্মভূত্যাং প্রাচীনা ন তু  
পর্যটীনা সেরমূপসম্পদ্যোতি জ্ঞানাক্রতে: পীড়া । তস্মাৎ তিস্তিভিঃ শ্রুতিভিঃ  
প্রকরণাবধানান্তেজ এবাত্র জ্যোতিরিতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে ।  
পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্ । কস্মাৎ । দর্শনাৎ । “তস্য হীহ প্রকরণে”  
“অনুবৃত্তিদৃশ্যতে” । যৎ খলু প্রতিজ্ঞায়তে যচ্চ মধ্যে পরামৃশ্যতে যচ্চোপ-  
সংহ্রিয়তে স এব প্রধানং প্রকরণার্থঃ । তদন্তঃপাতিনস্ত সর্ব্বং তদনুগুণতয়া

পরব্রহ্ম ? তমোনাশক তেজ-বিশেষেই জ্যোতিঃশব্দ কট, প্রসিদ্ধ, স্মরণ্য  
প্রথমতঃ তেজ-বিশেষই পাওয়া যায় । [ জ্যোতিঃ...দৃশ্যতে ] “জ্যোতি-  
শব্দাভিধানাৎ” সূত্রে প্রকরণ বলে জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করা  
হইয়াছে সত্য ; কিন্তু এখানে সেরূপ কোন কারণ নাই যে জ্যোতিঃশব্দের  
স্বার্থত্যাগ হইবে । নাড়ীধণ্ডেও ( শ্রুতির অংশবিশেষ ) “যখন মুমুকু এ  
শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, এ শরীর ত্যাগ করে, তখন নাড়ীসংশ্লিষ্ট সেই  
সকল রশ্মিকর্তৃক ( সৌর তেজ ) উন্নীত হয়, হইয়া ব্রহ্মলোকের দ্বার স্বরূপ  
আদিত্যমণ্ডলে গমন করে ।” এইরূপে আদিত্যপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে ।  
এই সকল কারণে বলি, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজবিশেষবাচী । এতদ্রূপ  
প্রথম পক্ষ প্রাপ্তির পর বলা যায়, প্রোক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজ নহে, পরব্রহ্ম ।  
কেননা, ঐ প্রস্তাবে ব্রহ্মেরই অনুবর্তন দেখা যায় । [ যঃ-বিশেষণাৎ ]

পহতপাপুহাদিগুণকস্যাভ্রনঃ প্রকরণাদাবশ্যেষ্ঠব্যভেদেন বি-  
জিজ্ঞাসিতব্যভেদে চ প্রতিজ্ঞানাদেতেন্ধেব তে ভূয়োহনু-  
ব্যাখ্যাস্যামীতি চানুসন্ধানাং, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া-

নেতব্যাঃ। ন তু শ্রুত্যানুরোধমাজেগ প্রকরণাদপক্ৰষ্টব্য ইতি হি লোক-  
স্থিতিঃ। অত্থোপাংগুযাজবাক্যে জামিতাদোষোপক্ৰমে তৎপ্রতিসমাধানো-  
পসংহারে চ তদন্তঃপাতিনো বিষ্ণুরূপাংগু যষ্টব্য ইত্যাদয়ো বিধিশ্রুতানু-  
রোধেন পৃথগ্ধিয়ঃ প্রসজোরন্। তৎ কিমিদানীং তিশ্রঃ সাংস্য়োগসদঃ  
কার্য্য। দ্বাদশাহীনস্যোতি প্রকরণানুরোধাৎ সমুদায়প্রসিদ্ধিবলক্লনঃপার্গাভি-  
ধানং পরিতাজ্যাহীনশব্দঃ কথমপ্যবয়বব্যুৎপত্ত্যা সাহুং জ্যোতিষ্টোমমভিধায়  
তদ্রৈব দ্বাদশোপসত্তাং বিধত্তাম্। স হি ক্লংসবিধানান্ন কুতশ্চিদপি হীয়তে  
কুতোরিত্যাহীনঃ শক্যো বক্তুন্। মৈবন্। অবয়বপ্রাসঙ্গেঃ সমুদায়-  
প্রসিদ্ধির্কলীয়সীতি শ্রুত্যা প্রকরণবাধনান্ন দ্বাদশোপসত্তামহীনগুণযুক্তো  
হ্যোতিষ্টোমে শক্যোতি বিধাতুন্। নাপ্যতোহপক্ৰষ্টঃ সন্নহর্গণস্য বিধন্তে।  
পরপ্রকরণেহন্যধর্মবিধেরন্যায্যত্বাৎ। অসম্বন্ধপদব্যাবারবিচ্ছিন্নস্য প্রকর-  
ণস্য পুনরনুসন্ধানক্ৰেতাৎ। তেনানপক্ৰষ্টেনৈব দ্বাদশাহীনস্যোতি বাক্যেন  
সাহস্য তিশ্র উপসদঃ কার্য্য। ইতি বিধিঃ স্তোতুং দ্বাদশাহিবহিতা দ্বাদশোপ-  
সত্তা তৎপ্রকৃতিভেদে চ সর্কাহীনেষু প্রাপ্তা নিবীতাদিবদনুদ্যতে। তস্মাদ-  
হীনশ্রুত্যা প্রকরণবাধেহপি ন দ্বাদশাহীনস্যোতি বাক্যস্য প্রকরণাদপকর্ষো  
জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণান্নাতস্য। পূবাদ্যানুসঙ্গমস্তস্য বল্লিঙ্গবলাৎ প্রকরণবাধে-  
নাপকর্ষস্তদগত্যা। পৌষাদৌ চ কশ্মিণ স্তসার্থবহাদিহ ত্বপক্ৰষ্টস্যাক্চিরাদি-  
মার্গোপদেশে ফলস্যোপায়মার্গপ্রতিপাদকেহতিবিশদ এব সম্প্রসাদ ইতি  
বাক্যস্যাবিশদৈকদেশমাত্রপ্রতিপাদকস্য নিম্প্রয়োজনত্বাৎ। ন চ দ্বাদশা-  
হীনস্যোতিবৎ যথোক্তানুধ্যানসাধনানুষ্ঠানং স্তোতুম্বেব সম্প্রসাদ ইতি বচন-  
মর্জিরাদিমার্গমমুদভীতি যুক্তম্। স্তুতিলক্ষণায়াং স্বাভিধেরসংসর্গতাংপর্য্য-  
পরিত্যাগপ্রসঙ্গাৎ। দ্বাদশাহীনস্যোতি তু বাক্যে স্বার্থসংসর্গতাংপর্য্যে প্রক-  
রণবিচ্ছেদস্য প্রাপ্তানুবাদমাত্রস্য চাপ্রয়োজনত্বমিতি স্তুত্যাৰ্থো লক্ষ্যতে।

“বিনি আত্মা তিনি নিম্পাপ” ইত্যাদিক্রমে আত্মার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া  
পরে আত্মাই অবশেষ্টব্য, আত্মাই জিজ্ঞাস্ত, এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।  
তৎপরে “এই আত্মার কথা বলিব, আত্মা বুঝাইব,” এইরূপে আত্মার অন্ত-  
করণ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে। অনন্তর “অশরীর সংকে প্রিয় অপ্ৰিয়

প্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীরতায়ৈ জ্যোতিঃসম্পাত্তেরম্যা-  
ভিধানাং ব্রহ্মভাবাচ্চাত্মশরীরতানুপপত্তেঃ, পরং জ্যোতিঃ  
স উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ। যত্ ক্তং মুমুকো-  
রাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতৈতি, ন চাসাবাত্যস্তিকৌ মোক্ষো

ন চৈতদ্ব্যবহাঃ সমুদায়প্রসিদ্ধিমূলজ্যাবয়বপ্রসিদ্ধিমুপাশ্রিত্য সাহস্যৈব  
দাদিশোপসত্তাং বিধাতুমর্হতি, ত্রিষদ্বাদশভৌগিককল্পপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সত্যং  
গভৌ বিক্লো ন্যায্যঃ। সাহসীহীনপনরোক্ত প্রকৃতজ্যোতিঃটোমাভিধায়িনো-  
রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ, প্রকরণাদেব তদবগতেঃ। ইহ তু স্বার্থসংসর্গতাৎপর্যে  
নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি পৌর্কপার্থ্যপর্য্যালোচনয়া প্রকরণানুরোধাক্রটিমপি  
পূর্বকালতামপি পরিত্যজ্য প্রকরণানুরোধেন জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে।  
যত্ ক্তং মুমুকোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতৈতি, নাসাবাত্যস্তিকৌ মোক্ষঃ। কিন্তু  
কার্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। ন চ ক্রমমুক্ত্যভিপ্রাং শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পাত  
ইতি বচনম্। ন হেতুং প্রকরণোক্তং ব্রহ্ম তদ্ব্যবহাঃযোগকৃত্যংক্রান্তী স্তঃ। তথা  
চ শ্রুতিঃ—‘ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীরস্ত’ ইতি। ন চ  
তদ্ব্যবহাঃ ক্রমমুক্তিঃ। অর্চিরাদিমার্গস্য হি কার্যব্রহ্মলোকপ্রাপকত্বং ন তু  
ব্রহ্মভূতহেতুতাবো, জীবস্য তু নিরুপাধিনিত্যগুণব্রহ্মভাবসাক্ষ্যংকার-  
হেতুকে মোক্ষে কৃতমর্চিরাদিমার্গেণ কার্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যা। অত্রাপি ব্রহ্ম-  
বিদন্তদুপপত্তেঃ তস্মান্ন জ্যোতিরাদিত্যমুপসম্পদ্য সম্প্রসাদস্য জীবস্য শ্বেন  
রূপেণ পারমার্থিকেন ব্রহ্মগাহতিনিষ্পত্তিরাজ্ঞসীতি শ্রুতেরত্রাপি রেশঃ।  
অপি চ পরং জ্যোতিঃ স উত্তমপুরুষ ইতীহৈবোপরিষ্টাভিশেষণাত্তেজসো  
ব্যাবর্ত্য পুরুষবিষয়শ্চেনাবস্থাপনাজ্যোতিঃসম্পদ্য পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতির্ন তু  
তেজ ইতি সিদ্ধম্।

(পূণ্য ও পাপ) স্পর্শ করে না,” এইরূপে আত্মার অশরীরত্ব নির্ণয়ের জন্যই  
জ্যোতিঃসম্পন্ন হইবার কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ব্যতীত অত্র  
কোনরূপে অশরীর হওয়া সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না। “পরং জ্যোতিঃই  
উত্তম পুরুষ” এতদ্রূপ বিশেষণও আছে। [ যত্ ক্তং...বক্ষ্যামঃ ] মুমুকু  
আদিত্য প্রাপ্তি হয় সত্য; কিন্তু তাহা (আদিত্যপ্রাপ্তি) আত্যস্তিক মোক্ষ  
নহে। কারণ এই যে, সেরূপ মরণে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়ই আছে।

গত্যাংক্রান্তিসম্বন্ধাৎ । ন হি আত্যন্তিকে মোক্ষে গত্যাং-  
ক্রান্তী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ ॥ ৪০ ॥

আকাশোহর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥\*

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বিহিতা তে বদন্তরা  
তদব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি শ্রুয়তে । তৎ কিমাকাশ-  
শব্দং পরং ব্রহ্ম কিং বা প্রসিদ্ধমেব ভূতাকাশমিতি বিচারে  
ভূতপরিগ্রহো যুক্তম্ । আকাশশব্দস্য তস্মিন্ রূঢ়ত্বাৎ । নাম-  
রূপনির্বিহণস্য চাবকাশদানবारेण তস্মিন্ যোজয়িতুং শক্য-

যদ্যপ্যাকাশস্তল্লভ্যাদিত্যত্র ব্রহ্মলিঙ্গদর্শনাদাকাশঃ পরমাত্মেতি ব্যুৎপা-  
দিতং তথাপি তদব্রহ্ম পরমাত্মলিঙ্গদর্শনাভাবানামরূপনির্বিহণস্য ভূতাকাশে-  
হপ্যবকাশদানেনোপপত্তেরকস্মাচ্চ রূঢ়িপরিভাষায়াযোগাৎ । নামরূপে  
অন্তরা ব্রহ্মেতি চ নাকাশস্য নামরূপয়োর্নির্বিহিতুরন্তরালত্বমাহ অপি তু  
ব্রহ্মণঃ । তেন ভূতাকাশো নামরূপয়োর্নির্বিহিতা । ব্রহ্ম চৈতন্যরন্তরালং মধ্যং  
সারমিতি বাবৎ । ন তু নির্কোটেব ব্রহ্ম অন্তরালং বা নির্কোট্ । তস্মাৎ

আত্যন্তিক মুক্তিতে গতি ও উৎক্রান্তি নাই । এ কথা পশ্চাৎ ব্যক্ত  
হইবে ।

ছান্দোগ্যে অন্য এক বাক্য আছে । যথা—“আকাশই নাম-রূপের  
নির্বিহক । বাহা ব্রহ্ম তাহা নাম ও রূপ ভিন্ন । বাহা ব্রহ্ম, তাহা অমৃত ও  
আত্মা ।” এ আকাশ কে ? শ্রুতি কোন্ বস্তুকে আকাশ বলিলেন ?  
বিচার করিতে গেলে প্রথমে ভূতাকাশ গ্রহণ করাই ন্যায্য হয় । কারণ  
এই যে, আকাশ-শব্দ ভূতবিশেষেই রূঢ় । নামরূপনির্বিহকত্ব ধন্যটিকে  
অবকাশ ভাব লক্ষ্য করিয়া ভূতাকাশে যোজনা করিতেও পার । অর্থাৎ  
আকাশ অবকাশ প্রদান করে, তাই অন্তান্ত পদার্থের নাম রূপাদি নিশ্চয়  
হয় । এখানে পূর্বের ন্যায় ( আকাশস্তল্লভ্যং সূত্রের ভাষ্য ) বিশিষ্ট ব্রহ্ম-

\* “আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বিহিতা” ইত্যত্র ব আকাশোহতিহিতশ্চান্দোগ্যে তৎ  
ব্রহ্ম । তত্র হেতুরর্থতি । তস্য নামরূপয়োর্ভেদেনোক্তবাদিত্যর্থঃ ।—ছান্দোগ্য উপনিষদে  
যে আকাশ-শব্দ আছে তাহা ব্রহ্মবোধক । কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাকে নামরূপের  
নির্বিহক অর্থাৎ নামরূপাদি হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন ।

ত্বাৎ । অক্ষুত্বাদেচ্চ স্পর্শস্ত ব্রহ্মলিঙ্গত্বাশ্রবণাৎ । ইত্যেবং  
প্রাপ্ত ইদমভিধীয়তে । পরমেব ব্রহ্মেহাকাশশব্দং ভবিতু-  
মর্হতি, কস্মাৎ, অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ । তে যদন্তরা তদ-  
ব্রহ্মেতি হি নামরূপাভ্যামর্থান্তরভূতমাকাশং ব্যপদিশতি ।  
ন চ ব্রহ্মণোহন্যনামরূপাভ্যামর্থান্তরং সম্ভবতি, সর্বস্য  
বিকারজাতস্ত নামরূপাভ্যামেব ব্যাকৃতত্বাৎ । নামরূপয়ো-  
রপি নির্বহণং নিরঙ্কুশং ন ব্রহ্মণোহন্যত্র সম্ভবতি । অনেন  
জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ব্রহ্মকর্তৃত্ব-  
শ্রবণাৎ । ননু জীবস্যাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং নির্বো-

অসিদ্ধেভূতাকাশমেবাকাশো ন তু ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।  
পরমেবাকাশং ব্রহ্ম, “কস্মাদর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ” । নামরূপমাত্রনির্বাহক-  
মিহাকাশমুচ্যতে । ভূতাকাশঞ্চ বিকারত্বেন নামরূপান্তঃপাতি সৎ কথ-  
মান্বানমুদ্রহেৎ । ন হি সুশিক্ষিতোহপি বিজ্ঞানী স্বেন স্বন্ধেনাত্মানং বোদু-  
মুৎসহতে । ন চ নামরূপশ্রুতিরবিশেষতঃ প্রবৃত্তা ভূতাকাশবর্জং নামরূপান্তরে  
সকোচয়িতুং সতি সম্ভবে যুক্ত্যতে । ন চ নির্বাহকত্বং নিরঙ্কুশমবগতম্ । ব্রহ্ম  
লিঙ্গং কথঞ্চিৎ ক্লেশেন পরতন্ত্রে নেতুমুচিতম্ । অনেন জীবেনাত্মনানু-  
প্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণীতি চ তৎস্রষ্টৃত্বমতিস্পষ্টং ব্রহ্মলিঙ্গমত্র প্রতী-  
য়তে । ব্রহ্মরূপতয়া চ জীবস্য ব্যাকর্তৃত্বে ব্রহ্মণ এব ব্যাকর্তৃত্বমুক্তম্ । এবঞ্চ  
নির্বাহিতুরেবাস্তুরাস্তোপপত্তেরত্তো নির্বাহিতাহুচ্চাস্তুরালমিত্যর্থভেদকর-

লিঙ্গ নাই ; সুতরাং পৌনরুক্ত্যশঙ্কাও নাই । এতদ্রূপ পূর্বপক্ষের বিরুদ্ধে  
বলা যায়, এখানেও আকাশ পরব্রহ্ম । হেতু এই যে, ঐ স্থানে অর্থান্তরের  
ব্যপদেশ ( উল্লেখ ) আছে । শ্রুতি “নাম ও রূপ বাহার অন্তরে, বাহা  
হইতে ভিন্ন, তাহা ব্রহ্ম” এইরূপে প্রোক্ত আকাশকে নামরূপাতিরিক্ত  
বলিয়াছেন । [ ন চ...শ্রবণাৎ ] ব্রহ্মই নামরূপভিন্ন, অন্য কেহ নামরূপ  
ভিন্ন নহে । যে-কিছু বিকার, সমস্তই নামের ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত ।  
ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ প্রোক্তবিধ নামরূপনির্বাহক নহে । শ্রুতিতেও  
“জীবাশ্বরূপে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ বিস্পষ্ট করিব;” এতদ্রূপ ক্রমে  
ব্রহ্মেরই নামরূপকর্তৃত্ব কথিত আছে । [ ননু...প্রপঞ্চঃ ] বলিতে পার,



চূড়মস্তি। বাঢ়মস্তি অভেদস্তত্র বিবক্ষিতঃ। নামরূপ-  
নির্বাহণাভিধানাদেব চ অষ্ট্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গমভিহিতং ভবতি।  
তৎ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি চ ব্রহ্মবাদস্য লিঙ্গানি।  
আকাশন্তল্লিঙ্গাদিত্যস্যাং প্রপঞ্চঃ ॥ ৪১ ॥

### স্বপুণ্ড্যংক্রান্ত্যোভেদেন ॥ ৪২ ॥ \*

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ততে। বৃহদারণ্যকে সঠে প্রপাঠকে,  
কতম আত্মেতি যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেয়ু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ

নাপি ন যুক্তা। তথা চ তে নামরূপে যদাকাশমন্তরেত্যমর্থান্তরব্যপদেশ  
উপপন্নো ভবতাকাশস্য। তস্মাদর্থান্তরব্যপদেশান্তথা। তদ্ব্রহ্ম তদমৃত-  
মিতি ব্যপদেশাং ব্রহ্মৈবাকাশমিতি সিদ্ধম্।

আদিমধ্যাবসানেষু সংসারিপ্রতিপাদনাং।

তৎপরে গ্রন্থসন্দর্ভে সর্বং তত্রৈব যোজ্যতে ॥

সংসার্যেব তাবদাত্মাহংকারাস্পদং প্রাণাদিপরীতঃ সর্বজনসিদ্ধঃ। তমেব

জীবেরও নামরূপনির্বাহকত্ব আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রোত। এ  
বিষয়ে আমরা বলি, তাহা সত্য কিন্তু অভেদ বিবক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মই  
জীব, এই ভাব লক্ষ্য করিয়া কথিত। আকাশ নামরূপের নির্বাহক, এই  
কণায় সৃষ্টিকর্তৃত্ব বলা হইয়াছে এবং সৃষ্টিকর্তৃত্বই আকাশের ব্রহ্মত্ব অনুমান  
করায়। “তাহাই ব্রহ্ম, অমৃত ও আত্মা,” এ কথাও ব্রহ্মবাদের (আকাশের  
ব্রহ্মত্বের) অনুমাপক। ইহা “আকাশন্তল্লিঙ্গাং” সূত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ  
বিস্তার মাত্র।

আরণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকে (পরিচ্ছেদে) রাজর্ষি জনকের  
আত্মবিবয়ক প্রশ্ন আছে। জনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “যে-কিছু অহং-  
জ্ঞানগম্য, সে সকলের মধ্যে আত্মা কি?” যাজ্ঞবল্ক্য তাহার প্রত্যুত্তরে

\* স্বপুণ্ড্যংক্রান্ত্যোভেদেনোক্তত্বাৎ। জীবস্য স্বপুণ্ড্যাদিরস্তি পরমেশ্বরস্য তু তন্মাস্তি  
অতএব জীবান্তিন্নঃ পরমেশ্বর ইতি তদ্ব্যাক্যং পরমেশ্বররূপনিক্রপণপরমিতি যোজনা।—  
আব্যাক্রান্তিতে যে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নপ্রতিবচন আছে, সে সমস্তই আত্মাব অসংসারি-  
রূপ প্রাপ্তপাদক।

পুরুষ ইতু্যপক্রম্য ভূয়ানাঅবিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ । তৎ কিং সংসারিস্বরূপমাত্রাস্থাখ্যানপরং বাক্যমুতাসংসারিস্বরূপপ্রতি-  
পাদনপরমিতি বিষয়ঃ । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । সংসারিস্বরূপ-  
মাত্রবিষয়মেবেতি । কৃতঃ । উপক্রমোপসংহারাত্যাম্ ।  
উপক্রমে, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষিতি শারীরলিঙ্গাৎ ।  
উপসংহারে চ, স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ  
প্রাণেষিতি তদপরিত্যাগান্মধ্যেপি বুদ্ধ্যাস্তাদ্যবস্থোপন্যা-  
সেন তসৈব প্রপঞ্চনাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ, পরমেশ্বরো-  
পদেশপরমেবেদং বাক্যং ন শারীরমাত্রাস্থাখ্যানপরম্ । কস্মাৎ ।

চ যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষিত্যাदिश्रुतिसन्दर्भ आदिमध्यावसानेष्वाभ्युपगच्छतीति  
तदनुवादपरो भवितुमर्हति । एवञ्च संसार्याद्यैव कश्चिदपेक्ष्य महान्  
संसारस्य चानादिहेनानादिवादत उच्यते न तु तदतिरिक्तः कश्चिदत्र नित्य-  
शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः प्रतिपाद्यः । यत्तु सूक्ष्मपुंक्रान्त्योः प्राज्ञेनाश्रया  
परिषक्त इति चेदं मग्नमे, नासौ चेदं, किञ्चयमाश्रयः स्वभाववचनः,  
तेन सूक्ष्मपुंक्रान्त्यवस्थायां विशेषविषयाभावात् सम्पिण्डितप्रज्ञेन प्राज्ञे-  
नाश्रया स्वभावेन परिषक्तो न किञ्चिदेदेत्याभेदेऽपि चेदबहुपचारेण  
योजनीयम् । यथाहः ‘प्राज्ञः सम्पिण्डितप्रज्ञ’ इति । पत्यादयश्च शब्दाः  
कार्याकरणसत्तातात्त्विकस्य जगतो जीवकर्माज्जिततया तद्व्योपगतया च योज-

“ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময় ( বুদ্ধিতন্ময় ) অথচ ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির  
অতিরিক্ত, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ ( সর্ব  
প্রকাশক ),” এইরূপ এইরূপ অনেক কথা বলিয়াছিলেন । সে সকল প্রশ্ন-  
প্রতিবচন জীবাত্মবিষয়ক বা পরমাত্মবিষয়ক, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে ।  
বিচার করিতে গেলে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্টে প্রথমতঃ জীবাত্মবিষয়ক  
বলিয়াই প্রতীত হয় । [ উপক্রমে...ব্যাপদেশাৎ ] উপক্রমে অর্থাৎ প্রারম্ভে  
“বিজ্ঞানময়” কথা আছে, তাহা শারীরের বোধক । উপসংহারেও ( সমা-  
প্তিতেও ) “সেই এই মহান্ ও জয়রহিত আত্মা—যিনি এই বিজ্ঞানময় ।”  
এইরূপ কথা আছে । এ কথা পূর্বোক্ত তথ্যের বিস্তার মাত্র । এতদ্রূপ  
পূর্বপক্ষ প্রাপ্তির পর এইরূপ বলা যায় যে, ঐ বাক্যে কেবল জীবের

স্বযুগ্মাবুৎক্রান্তৌ চ শারীরাত্ ভেদেন পরমেশ্বরস্য ব্যপ-  
দেশাৎ । স্বযুগ্মৌ তাবৎ, অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাঅন্যনা সম্পরি-  
দ্রক্তৌ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তুরমিতি শারীরাত্ভেদেন পর-  
মেশ্বরং ব্যপদিশতি । তত্র পুরুষঃ শারীরঃ স্যাৎ তস্য বেদি-  
ত্বাৎ বাহ্যভ্যন্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎপ্রতিষেধসম্ভবাৎ  
প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ সর্বজ্ঞত্বলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া নিত্যমবিযোগাৎ ।  
তথা, উৎক্রান্তাবপ্যয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাঅন্যনাক্রুত  
উৎসর্জন্ যাতীতি জীবাভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি ।  
তত্রাপি শারীরো জীবঃ স্যাৎ শরীরস্বামিত্বাৎ । প্রাজ্ঞস্ত

নীয়াঃ । তস্যাং সংসার্যোবান্দ্যতে ন তু পরমায়া প্রতিপাদ্যত ইতি  
প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।—‘স্বযুগ্মাবুৎক্রান্তৌভেদেন’ ব্যপদেশাদিত্য-  
নুবর্ততে । অয়মভিসন্ধিঃ —কিং সংসারিণোহন্যঃ পরমায়া নাস্তি, তস্যাং  
সংসার্যাত্মপরং যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্বিতি বাক্যম্, আহোষ্বিদিহ  
সংসারিব্যতিরেক্ষণ পরমাঅনোহসন্ধীর্তনাৎ সংসারিণশ্চাদিমধ্যাবসানেষব-  
মর্শাৎ সংসার্যাত্মপরং, ন তাবৎ সংসার্যতিরিক্তন্য তস্যাভাবঃ । তৎপ্রতি-  
পাদকা হি শতশ আগম্য দৈক্ষতের্নাশকং গতিসামান্যাদিত্যাদিভিঃ হত্র-  
গন্ধর্ভৈরুপপাদিতাঃ । ন চাত্রাপি সংসার্যতিরিক্তপরমাঅসন্ধীর্তনাভাবঃ,

অনুবাদ এমত নহে, পরমেশ্বরের উপদেশ হইয়াছে । কারণ এই যে, জীব  
স্বযুগ্মবিষয়ে ও উৎক্রান্তিবিষয়ে ( উৎক্রান্তি=মরণ ) পরমেশ্বর হইতে  
ভিন্ন, ইহা ঐ স্থানেই উপদিষ্ট আছে । [ স্বযুগ্মৌ...গম্যতে ] অতি স্বযুগ্ম  
বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মায় পরিষক্ত (একত্ব প্রাপ্ত)  
হওয়ায় বাহিরের ও অন্তরের বস্তু জানিতে পারে না ।” এ বাক্যে পরমে-  
শ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে । প্রদর্শিত বাক্যের পুরুষ-শব্দ  
জীববাচী । জীবই জ্ঞাতা ; তাহারই বাহ্যভ্যন্তর জ্ঞান আছে, এবং সেই  
জানেনই নির্বেদ সম্ভব । আবার প্রাজ্ঞশব্দ পরমেশ্বরের বোধক । সর্বজ্ঞতা-  
রূপ প্রাজ্ঞা পরমেশ্বরেই নিত্য অবস্থিত, জীবে তাহা নাই । ( জীবের আগন্তুক  
বা কাদাচিৎক ) । অপিচ, উৎক্রান্তিকালেও জীব প্রাজ্ঞ আত্মায় ( পরমা-  
য়া ) অধুগত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে । এই উৎক্রান্তিবাক্যও পর-

স এব পরমেশ্বরঃ। তস্মাৎ সৃষ্টিশ্রুত্যাংক্রান্ত্যোৰ্ভেদেন  
ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বর এবাহত্র বিবক্ষিত ইতি গম্যতে।  
যদুক্তমাদ্যন্তমধ্যে শারীরলিঙ্গাৎ তৎপরত্বমস্য বাক্যস্যেতি,  
অত্র ক্রমঃ। উপক্রমে তাবৎ, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্বিতি  
ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতম্। কিং তর্হি। অনূদ্য সংসারি-  
স্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণাহসৈকতাৎ বিবক্ষতি। যতো ধ্যায়তীব  
লেলায়তীবেত্যেবমাদ্যন্তরগ্রহপ্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্মনিরাকরণ-  
পরা লক্ষ্যতে। তথোপসংহারেহপি যথোপক্রমমেবোপ-  
সংহরতি।—স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ  
প্রাণেশ্বিতি। যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু সংসারী লক্ষ্যতে

সৃষ্টিশ্রুত্যাংক্রান্ত্যোৰ্ভেদেন। ন চ প্রাজ্ঞস্ত পরমাত্মনো জীবাত্তেদেন  
সকীৰ্ত্তনং সতি সম্ভবে রাহোঃ শির ইতিবদোপচারিকং যুক্তম্। ন চ প্রাজ্ঞ-  
শব্দঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষণানিনি নিরুত্ববৃত্তিঃ কথঞ্চিদব্রহ্মবিষয়ো ব্যাখ্যাতুমুচিতঃ। ন  
চ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষণোহসঙ্কুচদ্রবৃত্তির্কিদিদমন্তবেদিতব্যাৎ সর্ববিদোহত্র সন্ত-  
বতি। ন চেতন্তুতো জীবাত্মা। তস্মাৎ সৃষ্টিশ্রুত্যাংক্রান্ত্যোৰ্ভেদেন জীবাত্ম

মেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিতেছে। উৎক্রান্তিবাক্যের শারীর-শব্দ জীব-  
বাচী এবং প্রাজ্ঞশব্দও পরমেশ্বরের বোধক। অতএব, সৃষ্টি ও উৎক্রান্তি  
(মরণ) এই দুই বিষয়ে ঐ দুই বাক্যে জীব হইতে পরমেশ্বরের ভিন্নতা  
প্রতিপাদিত হওয়ায় পরমেশ্বরই বিচার্যবাক্যের বিবক্ষিত, ইহা  
প্রতীত হয়। [যদুক্ত...ক্রমঃ] বলিয়াছিলে, বাক্যের আদিত, মধ্যে ও  
অন্তে জীবস্বচক কথা থাকায় প্রোক্ত বাক্য জীবপ্রতিপাদক, এ বিষয়ে  
কিছু বলিব। [উপক্রমে...লক্ষ্যতে] প্রথমে যে বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখ  
হইয়াছে, জীবের স্বরূপ সে-উল্লেখের বিবক্ষিত নহে। সর্ববিদিত জৈব রূপ  
অনুবাদ পূর্বক ব্রহ্মের সহিত তাহার অভেদ বলাই বিজ্ঞানময় বাক্যের  
উদ্দেশ্য। কারণ এই যে, তৎপরবর্ত্তী যাবস্ত বাক্য—নমস্তই ধর্মনিষেধক  
অর্থাৎ জীবের ধ্যানাদি যে-কিছু ধর্ম নমস্তই অবাস্তব। [তথা...ইত্যর্থঃ।  
উপসংহার বাক্যও আবস্ত বাক্যের অনুরূপ। অর্থাৎ যে বিজ্ঞানময় অতঃ-

স বা এষ মহানজ্জ আত্মা পরমেশ্বর এবাস্মাভিঃ প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ । যন্ত মধ্যে বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসাং সংসারিস্বরূপ-বিবক্ষাং মন্যতে স প্রাচীমপি দিশং প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত । যতো ন বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসেনাবস্থাবত্ত্বং সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতম্ । কিং তর্হি । অবস্থারহিতত্বমসংসারিত্বঞ্চ বিবক্ষতি । কথমেতদবগম্যতে । যদত উক্লং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীতি পদে পদে পৃচ্ছতি, যচ্চানন্থাগতন্তেন ভবতি, অসঙ্কোহয়ং পুরুষ ইতি পদে পদে প্রতিবক্তি । অনন্থাগতং পুণ্যো-নানন্থাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্বান শোকান্ হৃদয়স্য

প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনো ব্যপদেশাং যোহয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদিনা জীবাত্মানং লোকসিদ্ধমন্দা তস্য পরমাত্মতাবোহনধিগতঃ প্রতিপাদ্যতে । ন চ জীবাত্মানুবাদমাত্রপরাণ্যেতানি বচাংসি । অনধিগতার্থাববোধপরং হি শাক্তং প্রমাণং ন স্বল্পবাদমাত্রনিষ্ঠং ভবিতুমর্হতি । অতএব চ সংসারিণঃ পরমাত্ম-তাববিধানায়াদিমধ্যাবসানেষু বাদ্যতয়াহবমর্শ উপপদ্যতে । এবঞ্চ মহত্ত্বপ্ৰ-জ্ঞঞ্চ সর্বগতস্য নিত্যস্যাত্মনঃ সম্ভবাদ্রাপেক্ষিকং কল্পয়িষ্যতে । যন্ত মধ্যে বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসাদিতি নানেনাবস্থাবত্ত্বং বিবক্ষ্যতে, অপি ত্ববস্থানা-মুপজ্ঞানাপায়ধর্মকত্বেন তদতিরিক্তমবস্থারহিতং পরমাত্মানং বিবক্ষতি, উপ-রিতনবাক্যসন্দর্ভালোচনাদিতি ।

বুদ্ধিগম্য—সেই বিজ্ঞানময়ই মহান্, জন্মমরণবর্জিত, পরমাত্মা ও পরমে-শ্বর । [ যন্ত...বক্তি ] মধ্যের অবস্থা বর্ণন দেখিয়া জীববোধক মনে করিয়া-ছিলে, তাহা পূর্বদিকে প্রেরণ করিলে পশ্চিমদিকে যাইবে । অর্থাৎ তাহা কোনও প্রকারে জীবচিহ্ন হইবেক না । কারণ এই যে, সে বর্ণনা অবস্থা-বান্ জীব বুঝাইবার জন্ত নহে । জীবের অবস্থারাহিত্য ও অসংসারিত্ব বুঝানই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য বা বিবক্ষিত । [ কথ...গন্তব্যম্ ] যদি বল, কিসে জানিলে ? তাহা বলিতেছি । প্রতি পদে পদে প্রশ্ন করিয়াছেন, “যাহা অতঃপর, যাহা মুক্তির কারণ, তাহাই বল ।” পদে পদে প্রত্যুত্তরও দিয়াছেন, “এই পুরুষ অসঙ্গতাব, পুণ্য-পাপের অধীন নহে, পুণ্য

ভবতীতি চ । তস্মাদসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমৈবৈতৎক্য-  
মিত্যবগম্যম্ ॥ ৪২ ॥

### পত্যাदिशकेभ्यः ॥ ৪৩ ॥\*

ইতচ্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমৈবৈতৎক্যমিত্যব-  
গম্যম্ । যদস্মিন্ বাক্যে পত্যাदिशका असंसारिस্বরূপ-  
প্রতিপাদনাঃ সংসারিস্বরূপপ্রতিষেধনাশ্চ ভবন্তি । স  
সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেশানঃ সর্বস্যাধিপতিরিত্যেবজ্ঞাতীয়কা  
অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ । স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা  
ভূয়ান্মো এবাহসাধুনা কনীয়ানিত্যেবজ্ঞাতীয়কাঃ সংসারি-

“সর্বস্য বশী” বশঃ সামর্থ্যং সর্বস্য জগতঃ প্রভবত্যয়ম্, ব্যাহাবস্থানসমর্থ  
ইতি । অত এব সর্বশ্চেশানঃ সামর্থ্যেন হয়মুক্তেন সর্বশ্চেষ্টে তদ্বিচ্ছায়া-  
বিধানাজ্জগতঃ । অত এব সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বশ্চ নিয়ন্তাহস্তধামীতি যাবৎ ।  
কিঞ্চ স এবভূতো হৃদ্যন্তজ্যোতিঃ পুরুষো বিজ্ঞানময়ো ন সাধুনা কৰ্ম্মণা  
ভূয়ান্মৎকঠো ভবতীত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োহসংসারিণং পরমাত্মানমেব প্রতি-

পাপ উত্তীর্ণ হওয়ায় ইনি সমুদয় শোক হইতে মুক্ত ।” এই সকল  
উল্লেখ দেখিয়া জ্ঞাত হও, নিদর্শিত বাক্য অসংসারী পরমাত্মার প্রতি-  
পাদক ।

অন্ত কারণ এই যে, ঐ স্থানে পতি, অধিপতি ও ঈশান প্রভৃতি শব্দ  
আছে অর্থাৎ প্রতিপাদ্য আত্মার ঐ সকল বিশেষণ আছে এবং সংসারি  
রূপেরও নিষেধ আছে । যথা—“তিনিই সকলের বৃশকর্তা, সকলের ঈশান  
অর্থাৎ নিয়ন্তা এবং সমুদয়ের অধিপতি ।” এ সকল বিশেষণ অসংসারী  
আত্মার বোধক । “তিনি সংকর্ষে বড় হন না, অসংকর্ষেও হীন হন না,”  
এরূপ বাক্যও আছে । এ সকল কথা জীব-স্বভাবের নিবেদক । অতএব.

\* পতিপ্রভৃতিবিশেষণভ্য ইতি যাবৎ । ঈশানোনিয়মনশক্তিমান্ । শব্দে: কার্যমাধি  
পত্যমিতি ভেদঃ ।—ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য অংশে পতি প্রভৃতি বিশেষণ থাকিলেও প্রোক্ত  
বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহম, জীব নহে । জীব কাহার নিরতিশয়িত অধিপতি নহে ।

স্বভাবপ্রতিষেধনপরাস্তম্মাদসংসারী পরমেশ্বর ইহোক্ত ইতি  
গম্যতে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাতাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ  
প্রথমস্তাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ।

পাদয়ন্তি। তন্মাজ্জীবান্মানং মানান্তরসিদ্ধমন্দ্য তস্ত ব্রহ্মভাবপ্রতিপাদন-  
পরো যোঃসং বিজ্ঞানময় ইত্যাদিরূপ্যসন্দর্ভ ইতি সিদ্ধম্।

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং  
প্রথমস্তাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

উক্ত বাক্যে যে পরমেশ্বরই কথিত হইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত শব্দসমূহের  
(বিশেষণের) দ্বারা জানা যায়।

## চতুর্থঃ পাদঃ ।



আনুমানিকমপ্যেক্ষামিতি চেম, শরীররূপক-  
বিন্যস্তগৃহীতেদর্শয়তি চ ॥ ১ ॥ \*

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যন্ত  
যত ইতি । তল্লক্ষণং প্রধানম্যাপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশঙ্ক-

স্তাদেতৎ । ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যন্ত যত  
ইতি । তচ্চেদং লক্ষণং ন প্রধানাদৌ গতং যেন ব্যভিচারাদলক্ষণং স্যাৎ, কিন্তু  
ব্রহ্মণ্যেবেতীক্ষতের্নাশ্চমিতি প্রতিপাদিতম্ । গতিসাম্যাত্মকং বেদান্ত-  
বাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকারণবাদং প্রতীতি  
প্রপঞ্চিতমধস্তনেন সূত্রসন্দর্ভেণ । তৎ কিমবশিষ্যতে যদর্থমুক্তরঃ সন্দর্ভ  
আরভ্যতে । ন চ মহতঃ পরমব্যক্তিমিত্যাদীনাং প্রধানেন সমন্বয়েইপি  
ব্যভিচারঃ । ন হ্যেতে প্রধানকারণত্বং অগত আহুঃ অপি তু প্রধানসত্তাব-  
নাত্মম্ । ন চ তৎসত্তাবমাত্রাৎ জন্মাদ্যন্তা যত ইতি ব্রহ্মলক্ষণস্য কিঞ্চিদ্বীক্যতে ।  
তন্মাদনর্থক উক্তরঃ সন্দর্ভ ইত্যত আহ ।—“ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায়”

ব্রহ্মবিচার-প্রতিজ্ঞার পরেই ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে । সে লক্ষণ  
প্রধানের (প্রকৃতির) সহিত সমান, এ আশঙ্কা “ঈক্ষতের্নাশ্চম” সূত্রে

\* আনুমানিকং অনুমাননিরূপিতং অপি প্রধানং একেবাং শাখিনাং কঠশাখিনামিতি  
যাবৎ শব্দবদ্ব্যপলভ্যত ইতি শেষঃ । চেৎ যদি শব্দ্যতে তন্মা শব্দ্বিষ্টেত্যর্থঃ । হেতুমা হ শরী-  
রেতি । তত্র তৎ শরীররূপকবিন্যস্ততয়া গৃহ্যতে ন তু সাংখ্যপ্রসিদ্ধেন ত্রিগুণাদিভেদে ।  
সাংখ্যপ্রসিদ্ধঃ প্রধানঃ তত্র নোক্তঃ ততশ্চ তস্যাবৈদিকত্বমেব স্থিতিমিতি ভাবঃ । দর্শয়তি  
রূপকং সাদৃশ্যং এব দর্শয়তি ক্ষতিরिति যোজ্যম্ ।—প্রধান অনুমানগম্য সত্তা ; কিন্তু কোন  
কোন শাখায় তাহার উল্লেখ দেখা যায় । তদনুসারে তাহা শাস্ত্র অর্থাৎ বৈদিক, এরূপ  
বলিতে পার না । কারণ এই যে, সেখানে তাহা শরীরসদৃশীয় রূপক বর্ণনার নিমিত্ত  
কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়, হুতরাং তাহা সাংখ্যের প্রধান নহে । ক্ষতিও রূপক  
বা সাদৃশ্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন ।



হেন নিরাকৃতমীক্ষতেনাশব্দমিতি। গতিসামান্যঞ্চ বেদান্ত-  
বাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যাতে, ন প্রধানকারণবাদং  
প্রতীতি প্রপঞ্চিতং গতেন গ্রহেণ। ইদম্বিদানীমবশিষ্ট-  
মাশঙ্ক্যতে। যদুক্তং প্রধানস্যশব্দত্বং তদসিদ্ধম্। কাস্তুচি-  
চ্ছাখাস্ত্ব প্রধানকারণসম্পর্ণাভাসানাং শব্দানাং শ্রয়মাণত্বাৎ।  
অতঃ প্রধানস্য কারণত্বং বেদসিদ্ধমেব মহত্তিঃ পরমর্ষিভিঃ  
কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যতে। তদ্বাবৎ  
তেষাং শব্দানামন্যপরত্বং ন প্রতিপাদ্যতে, তাবৎ সর্বজ্ঞং ব্রহ্ম  
জগতঃ কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুলীভবেৎ। অতন্তেষা-  
মন্যপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ সন্দর্ভঃ প্রবর্ততে। আনুমানিক-

ইতি। ন প্রধানসম্ভাবমাত্রং প্রতিপাদয়ন্তি মহতঃ পরমব্যক্তিমিত্যাদয়ঃ  
কিন্তু জগৎকারণং প্রধানমিতি মহতঃ পরমিত্যত্র হি পরশব্দোহবিপ্রকৃষ্ট-  
পূর্বকালত্বমাহ। তথা চ কারণত্বম্। অজ্ঞামেকামিত্যাদীনাস্ত কারণত্বাভি-  
ধানমতিক্ষুটম্। এবঞ্চ লক্ষণব্যভিচারিং তদব্যভিচারায় যুক্ত উত্তরযুক্ত-

নিরাকৃত হইয়াছে। সমুদায় বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, ইহাও বলা হই-  
য়াছে। ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান নহে, তাহাও বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।  
আর কি অবশিষ্ট আছে? কি আশঙ্কা আছে? বাহার জ্ঞাত এই চতুর্থপাদের  
আরম্ভ? বলিতেছি! আশঙ্কা এই যে, পূর্বে যে প্রধানের (প্রকৃতির)  
অশঙ্কহ (বৈদিক শব্দের অবিষয়) নিকপণ করা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ।  
কেন-না, কোন কোন শাখায় প্রধানবোধক শব্দের শ্রবণ আছে। সুতরাং  
প্রধান অশঙ্ক নহে, শাস্ত্র। অর্থাৎ বেদসিদ্ধ। কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ  
সেই বেদসিদ্ধ প্রধানকেই বলিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের সোৎস্রেক্ষিত  
নহে। অতএব, যাবৎ না সে সকল শব্দের অন্ত্রপদার্থবোধকতা প্রদর্শন  
করা যায় তাবৎ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না বা স্থির হয় না।  
কায়েই সে সকল শব্দের অন্ত্রার্থতা বা ভিন্নার্থতা দেখান আবশ্যক এবং  
আবশ্যক বলিয়াই এই চতুর্থপাদের আরম্ভ।

[ হামু...নৈতদেবম্ ] প্রধান অমুমান গম্য হইলেও কোন কোন শাখায়

মপি অনুমাননিরূপিতমপি প্রধানমেকেষাং শাখিনাং শব্দ-  
বহুপলভ্যতে । কাঠকে হি পঠ্যতে, মহতঃ পরমব্যক্তমব্য-  
ক্তাং পুরুষঃ পর ইতি । তত্র য এব যন্মানো যৎক্রম-  
কাশ্চ মহদব্যক্তপুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধান্ত এবেহ প্রত্যভিজ্ঞা-  
য়ন্তে । তত্রাব্যক্তমিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ ন  
ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্তিসম্ভবাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানমভি-  
ধীয়তে । অতস্তস্য শব্দবদ্বাদশব্দত্বমুপপন্নম্ । তদেব চ  
জগতঃ কারণং, ঐতিস্মৃতিশ্রায়প্রসিদ্ধিভ্য ইতি চেৎ,

সন্দর্ভাস্তু ইতি । পূর্বপক্ষয়তি।—“তত্র য এব” ইতি । সাংখ্যপ্রবাদক্রু-  
মাং—“তত্রাব্যক্ত”মিতি । সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধেন কেবলং ক্রুতিরবয়ব-  
প্রসিদ্ধ্যাপ্যয়মেবার্থোহবগম্যত ইত্যাহ । “ন ব্যক্ত”মিতি । শাস্ত্রবোর-  
মুচ্যাদিহীনত্বাচ্চেতি । ঐতিক্রমঃ । স্মৃতিশ্চ সাংখ্যীয়া শ্রায়শ্চ,—

‘ভেদানাং পরিমাণাং সমন্বয়াজ্জিতঃ প্রবৃত্তেঃ ।

কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদৈবৈকরূপস্য ॥

কারণমন্ত্যব্যক্তম্,—

ইতি । ন চ মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকরণপরিশেষাভ্যামব্যক্তপদং  
শরীরপোচরম্ । শরীরস্য শাস্ত্রবোরমুচ্যকপশব্দাদ্যাক্ষক্বেদন্যব্যক্তত্বানুপ-

শাক্ষের জ্ঞায় (বেদসিদ্ধের ন্যায়) প্রতীত হয় । কঠশ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে,  
মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পরম পুরুষ (পরমাশ্রা) । সাংখ্যস্মৃতিতে  
যে-পদার্থ বে-নামে ও যে ক্রমে (মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ) অভিহিত হইয়াছে,  
কঠশ্রুতিতে ঠিক সেই পদার্থ, সেই নামে ও সেই ক্রমে কথিত হইয়াছে বলিয়া  
জ্ঞান হয় । অব্যক্ত-শব্দ সাংখ্যের পরিচিত এবং তাহা শব্দাদিবর্জিত  
বলিয়া ব্যক্ত নহে, অব্যক্ত, একপ ব্যুৎপত্তিও সম্ভব হয় । সাংখ্যের  
তাদৃশ অব্যক্তই নিদর্শিত শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় । ঐত্বাক্ত অব্যক্ত ও সাংখ্যের  
অব্যক্ত যদি একই হয়, অভিন্ন হয়, তাহা হইলে আর তাহার অবৈদিকত্ব  
থাকিল না । পূর্বে যে অশব্দ অর্থাৎ অবৈদিক বলা হইয়াছে, তাহা বিঘটিত  
হইয়া গেল । ঐতি, স্মৃতি, শ্রায় অর্থাৎ যুক্তি, সর্বত্রই তাহা জগৎকারণ  
বলিয়া খ্যাত আছে।—একপ আপত্তি হইলে আমরা বলিব, তাহা

নৈতদেবম্ । ন হ্যত্র যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিক্তং স্বতন্ত্রং কারণং  
ত্রিগুণং প্রধানং তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে । শব্দমাত্রং হ্যত্রা-  
ব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে । স চ শব্দো ন ব্যক্তমব্যক্ত-  
মিতি যৌগিকবাদশ্চাস্মিন্নপি সূক্ষ্মে দুর্লক্ষ্যে চ প্রযুক্ত্যতে ।  
ন চায়াং কস্মিন্শ্চিদ্রূপে । বা তু প্রধানবাদিনাং রূঢ়িঃ, সা  
তেষামেব পারিভাষিকী সতী ন বেদার্থনিরূপণে কারণ-  
ভাৱং প্রতিপদ্যতে । ন চ ক্রমমাত্রানামাত্মাঃ সমানার্থপ্রতি-

পত্তেঃ । তস্মাৎ প্রধানমেবাব্যক্তমুচ্যত ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে । “নৈতদেবম্ ।”  
ন হ্যেতৎ কঠকং বাক্যমিতি । লৌকিকী ইহ প্রসিদ্ধিঃ রুঢ়ির্বেদার্থনির্ণয়ে  
নিমিত্তং তদুপায়ত্বাৎ । যথাহঃ, য এব লৌকিকাঃ শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্ত  
এব চৈষামর্থী ইতি । ন তু পরীক্ষকাণাং পারিভাষিকী পৌরুষেষু হি সা ন  
বেদার্থনির্ণয়নিবন্ধনসিদ্ধৌষধাদিপ্রসিদ্ধবৎ । তস্মাজ্জড়তত্ত্বাবগ্ন প্রধানং  
প্রতীয়তে যোগবৃত্তত্রয়ানি তুণ্যঃ । তদেবমব্যক্তপ্রত্যাবগ্নপাদিসিদ্ধায়াং প্রকরণ-  
পরিশেষাভ্যাং শরীরগোচরোহয়মব্যক্তশব্দঃ । যথা চাস্য তদগোচরত্বমুপপদ্যতে  
তথাগ্রে দর্শয়িষ্যতে । তেহু শরীরাদিষু মধ্যো বিষয়াস্তদগোচরান্ বিজিহ্নে ।  
যথাহঃ স্বোহৃদ্বানমালম্ব্য চলত্যেবমিঞ্জিরহয়াঃ স্বগোচরমালম্ব্যেত্যাত্মা ভোক্তে-  
ত্যাহর্ষনীবিগঃ । কথমিঞ্জিরমনোবুক্তং যোগো যথা ভবতি । ইঞ্জিরার্থ-

নহে । [ ন...প্রতিপদ্যতে ] কঠপ্রতি সাংখ্যের মহৎকে ও অব্যক্তকে বলা  
নাই । সাংখ্য যে-স্বতন্ত্র ত্রিগুণ অব্যক্ত প্রতিপাদন করে, সেই অব্যক্তই যে  
কঠপ্রতিতে পঠিত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না । কঠপ্রতিতে কেবল  
সাংখ্যের “অব্যক্ত” শব্দটাই পঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে সত্য ;  
কিন্তু তাহার অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না । অর্থাৎ যে অব্যক্ত সাংখ্যস্থতিতে  
ত্রিগুণ অচেতন পদার্থ বিশেষের বোধক, কঠপ্রতির অব্যক্তও সেই অব্যক্ত,  
এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান জন্মে না । যাহা ব্যক্ত নহে তাহাই অব্যক্ত, এ অর্থ  
বা এরূপ বোগার্থ লইয়া দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্মতবেও অব্যক্ত শব্দের প্রয়োগ হইতে  
পারে । অব্যক্ত-নামে কোন রূঢ় ( সর্ববিদিত ) পদার্থ নাই । যাহা কেবল-  
মাত্র সাংখ্যের রুঢ়ি, সাংখ্যের পরিভাষা, তাহা লইয়া বেদার্থ নিরূপণ  
হয় না । [ ন চ...গৃহীতেঃ ] ক্রম সমান হইলেই যে অর্থ সমান হয়, তাহা

পত্তিৰ্ভবত্যসতি তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানে । ন হৃদস্থানে গাং  
পশ্চম্শোহয়মিত্যমূঢ়োহধ্যবস্তুতি । প্রকরণনিক্রপণায়াং চাত্ত  
ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং প্রতীয়তে, শরীররূপকবিন্যস্ত-  
গৃহীতেঃ । শরীরং হুত্র রথরূপকবিন্যস্তমব্যক্তশব্দেন পরি-  
গৃহ্যতে । কুতঃ, প্রকরণাং পরিশেষাচ্চ । তথা হন-  
স্তরাতিতো গ্রহ আত্মশরীরাদীনাং রথিরথাদিক্রপককুপ্তিঃ  
দর্শয়তি,—

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।

বুদ্ধিঃ তু সারথিঃ বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহর্মণীষিণঃ ॥” ইতি

মনঃসম্বন্ধার্থেণ হি আত্মা গন্ধাদীনাং ভোক্তা । প্রধানত্বাকাজ্ঞাবতো বচনং  
প্রকরণমিতি গন্তব্যং বিধোঃ পরমং পদং প্রধানমিতি তদাকাজ্ঞামবতার-

হয় না । (সাংখ্য মহৎ, তৎপরে অব্যক্ত, তৎপরে পুরুষ বলিয়াছেন,  
প্রতিও মহতের স্থানে মহৎ, অব্যক্তের স্থানে অব্যক্ত ও পুরুষের স্থানে পুরুষ  
বলিয়াছেন । কিন্তু প্রতির মহৎ ও অব্যক্ত সাংখ্যের মহতেরও অব্যক্তের  
সহিত সমান হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই ) । কোন্ মূঢ় অশ্ব স্থানে গো  
দেখিয়া গো’কে অশ্ব বলিয়া নিশ্চয় করে ? প্রকরণ-পর্যালোচনা করিলেও  
সাংখ্যকল্পিত প্রধানের প্রতীতি হইবে না । কারণ এই যে, ঐ স্থলে শরীর-  
রূপ রূপক বর্ণনার জন্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান শব্দের অমুরূপ শব্দ সংস্থাপিত  
হইয়াছে বলিয়াই অমুভূত হয় । [ শরীরঃ...দর্শয়তি ] সেখানে অব্যক্ত  
শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত রথের সাদৃশ্য কল্পনা হইয়াছে । এ অর্থ প্রকরণ ও  
বাক্য উভয়ের দ্বারাই জানা যায় । কঠপ্রতি অব্যক্ত-শব্দ উল্লেখ করিবার  
অব্যবহিত পূর্বে আত্মাকে রথীর সদৃশ, শরীর রথের সদৃশ, এইরূপ বলিয়া-  
ছেন । [ আত্মানং...ইতি ] যথা—“আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে  
সারথি, মন’কে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়-  
সমূহকে তাহার গোচর ( ভ্রমণ স্থান ) বলিয়া জান । মনাবীগণ বলিয়াছেন

তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি । সংযতৈ-  
স্বধ্বনঃ পারং তদ্বিষোঃ পরমং পদমাপ্নোতীতি দর্শয়িত্বা,  
কিন্তুদধ্বনঃ পারং বিষোঃ পরমং পদমিত্যুত্থামাকাজ্জায়াং  
তেভ্য এবং প্রকৃতেভ্য ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরত্বেন পরমাত্মান-  
মধ্বনঃ পারং তৎ বিষোঃ পরমং পদং দর্শয়তি ।—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হর্থী অর্থোভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষাম্ পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥” ইতি

তত্র য এবেন্দ্রিয়াদয়ঃ পূর্বস্থাং রথরূপককল্পনায়ামশ্বাদি-  
ভাবেন প্রকৃতান্ত এবাহ পরিগৃহ্যন্তে, প্রকৃতহানাপ্রকৃত-  
প্রক্রিয়াপরিহারায় । তত্রেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়স্তাবৎ পূর্বত্রেহ

য়তি ।—“তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ” রিতি । অসংযমভিধানং ব্যতিরেক-  
ম্বনেন সংযমাবদাতীকরণং, পরশব্দঃ শ্রেষ্ঠবচনঃ । নব্যান্তরত্বেন যদি শ্রেষ্ঠত্বং

আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন, মীলিত এতপ্রিতয়ের নাম ভোক্তা ।” [ তৈ...গতি-  
রিতি ] ঐ সকল যদি অসংযত থাকে, দমিত না হয়, তাহা হইলে জীব  
সংসারে নিপতিত হয় । সংযত হইলে পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত  
হয় । অনন্তর পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ কি ? একুপ আকাজ্জা উখিত  
হওয়ায় পর পর ইন্দ্রিয়াদির উল্লেখ করতঃ সকলের পর ও পথের পার  
( ভ্রমিতব্য পথের সমাপ্তি ) স্থলে বিষ্ণুর পরম পদ উপদেশ করিয়াছেন ।  
যথা—“ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ ( বিষয় ), অর্থের পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি,  
বুদ্ধির পরে মহান্ আত্মা, মহান্ আত্মার পরে (মহৎ=মূল বুদ্ধি বা সমষ্টি  
বুদ্ধি), অব্যক্ত ( কর্মবীজ=বা কার্য্যসংস্কার ), অব্যক্তের পরে পরমপুরুষ  
( কেবল চিৎ ) । পুরুষের পরে বা পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই । পুরুষই  
চরম, পুরুষই গন্তব্য পথের সীমা—শেষঃসীমা” [ তত্র...পন্নম্ ] পূর্বল্লোকে  
রথ-সাদৃশ্য কল্পনার্থ যেগুলি ( ইন্দ্রিয়াদি ) কথিত হইয়াছিল—সেইগুলিই  
পরল্লোকে কথিত হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । অত্যা, প্রকৃত পরিত্যাগ

চ সমানশব্দা এব। অর্থাৎ যে শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়হয়-  
গোচরত্বেন নির্দিষ্টান্তেষাং চেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বম্। ইন্দ্রিয়াণাং  
চ গ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। বিষয়ে-  
ভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং, মনোমূলত্বাদ্বিসয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য। মন-  
সস্তু পরা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিঃ হ্যারূঢ়া ভোগ্যজাতং ভোক্তারমূপ-  
সর্পতি। বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরো যঃ স আত্মানং রথিনং  
বিকীতি রথিহেনোপক্ষিপ্তঃ। কৃতঃ, আত্মশব্দাৎ। ভোক্তৃশ্চ

তদেন্দ্রিয়াণামেব বাহেভ্যো গন্ধাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বং স্যাদত্যত আহ।—“অর্থাৎ  
যে শব্দাদয়ঃ” ইতি। নাস্তরত্বেন শ্রেষ্ঠত্বমপি তু প্রধানতয়া তচ্চ বিবক্ষ্যাবীনঃ  
গ্রহেভ্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যোহতিগ্রহতয়াহর্থানাং প্রাধান্যং শ্রুত্যা বিবক্ষিতমিতী-  
ন্দ্রিয়েভ্যোহর্থানাং প্রাধান্যং পরত্বং ভবতি। ভ্রাণজিহ্বাবাক্চক্ষুঃশ্রো-  
ত্রমনোহস্তযুগোহীন্দ্রিয়াণি শ্রুত্যাষ্টৌ গ্রহা উক্তাঃ। গৃহস্তি বশীকুর্কস্তি খণ্ডেতানি  
পুরুষপশুমিতি। ন চৈতানি স্বরূপতো বশীকর্তৃমীশতে যাবদন্যৈ পুরুষপশবে  
গন্ধরসনামরূপশব্দকামতর্কস্পর্শান্নোপহরন্তি। অতএব গন্ধাদয়োহষ্টাবতি-  
গ্রহাস্তদুপহারেণ গ্রহাণাং গ্রহত্বোপপত্তেঃ। তদিদমুক্তং “মিচ্ছিয়াণাঞ্চ গ্রহত্বং  
বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি। “শ্রুতিপ্রসিদ্ধিরিতি। গ্রহত্বেনেন্দ্রিয়েঃ সামো-  
হপি মনসঃ স্বগতেন বিশেষণার্থেভ্যঃ পরত্বমাহ।—“বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ  
পরত্বমিতি। কস্মাৎ পুনরতিহেনোপক্ষিপ্তো গৃহত ইত্যত আহ।—  
“আত্মশব্দা”দিতি। তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠত্বং হেতুমাহ।—  
“ভোক্তৃশ্চ” ইতি। তদনেন জীবাত্মা স্বামিতয়া মহামুক্তঃ। অথবা

ও অপ্রকৃত গ্রহণ, এই ছই দোষ হইবেক। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এ  
তিনটি পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সহিত সমান। অর্থাৎ পূর্বের যে-অর্থের ঐ  
সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, পরেও সেই অর্থের কথিত হইয়াছে। পূর্ব  
শ্লোকোক্ত বিষয় ও অনন্তর শ্লোকোক্ত অর্থ সমান। ইন্দ্রিয় সকল গ্রহ, বিষয়  
সকল অতিগ্রহ, এই শ্রোত উপদেশ অনুসারেই ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়ের  
পরত্ব। বিষয় অপেক্ষা মনের পরত্ব কোন্ রূপে? তাহাও বলিতেছি।  
বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারের মূল কারণ মন, সুতরাং মনঃ বিষয়োপেক্ষা পর।  
মনের পরে বুদ্ধি, এ কথার তাৎপর্য এই যে, মন বুদ্ধ্যাক্রুত হইয়াই, বুদ্ধিরূপে  
পরিণত হইয়াই, ভোগ্যসমূহকে ভোক্তার নিকট অর্পণ করে। সুতরাং বুদ্ধি

ভোগোপকরণাং পরত্বেপপত্তেঃ । মহত্ত্বং চাস্য স্বামিত্বা-  
দুপপন্নম্ । অথ বা,—

“মনো মহান্ মতিব্রহ্মা পূর্ব্ববুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ ।

প্রজ্ঞা সম্বিচ্ছিত্তিশৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে ॥”

ইতি স্মৃতেঃ,

“যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥” ইতি চ শ্রুতেঃ,

যা প্রথমজস্য হিরণ্যগৰ্ভস্য বুদ্ধিঃ সা সৰ্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং  
পরমা প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাত্মেত্যাচ্যতে । সা চ পূর্ব্বত্র বুদ্ধি-  
গ্রহণেনৈব গৃহীতা সত্যী স্পষ্টায় হিরুক্ ইহোপাদিশ্যতে ।  
তস্যা অপি অস্মদীয়াভ্যোবুদ্ধিভ্যঃ পরত্বেপপত্তেঃ । এত-

শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং হৈরণ্যগৰ্ভী বুদ্ধিরাশ্বশ্বেনোচ্যত ইত্যত আহ—“অথ  
বে”তি । “পুরি”তি । ভোগ্যজাতস্য বুদ্ধিরধিকরণমিতি বুদ্ধিঃ পুঃ । তদেবং  
সৰ্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং প্রথমজহিরণ্যগৰ্ভবুদ্ধোকনীড়তয়া হিরণ্যগৰ্ভবুদ্ধেৰ্মহত্ত্বং  
চাপনাদাশ্বত্বক্ । অত এব বুদ্ধিমাত্রাং পৃথকরণমুপপন্নম্ । নত্বেতস্মিন্  
পক্ষে হিরণ্যগৰ্ভবুদ্ধেরাশ্বত্বায় রথিন আশ্বনো ভোকুরত্বেপাদানমিতি ন

মন অপেক্ষা পর । বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা পর, বড়, এ কথার অভি-  
প্রায়, মহান্ আত্মাই ভোগের দ্বারস্বরূপ ; স্মৃতরাং পর অর্থাৎ বড় । [ অথ...  
পপত্তেঃ ] কিংবা বাহার নাম মন, মহান্, মতি, ব্রহ্মা, পূর্ব, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর,  
প্রজ্ঞা, সংবিৎ, চিত্তি, স্মৃতি এবং যিনি শ্রুতিতে “যিনি ব্রহ্মার বিধান করিয়া,  
সৃষ্টি করিয়া, ঐহাঙ্কে বেদ প্রদান বা প্রেরণ (বেদজ্ঞান আবির্ভাবন)  
করিয়াছিলেন ।” এবশ্চকারে উক্ত হইয়াছেন, যিনি সৰ্ব্বপ্রথম জ্ঞানী ও  
হিরণ্যগৰ্ভ-নামে বিখ্যাত, তিনি বা ঐহাংর বুদ্ধি অস্মাদির বুদ্ধির ও সকল  
বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বা মূল ভূমি । এই হিরণ্যগৰ্ভ বা হিরণ্যগৰ্ভের বুদ্ধিই এখানে  
“মহান্ আত্মা” নামে উক্ত হইয়াছে । যদিও বুদ্ধিশব্দের উল্লেখ হিরণ্যগৰ্ভের  
উল্লেখ সিদ্ধ হয়, হইলেও স্পষ্টতার নিমিত্ত পুনরুল্লেখ শোষাবহ নহে এবং  
অস্মাদির বুদ্ধি-অপেক্ষা তদীয়বুদ্ধির পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) সহজেই উপপন্ন হয় ।

স্বিংস্ত পক্ষে পরমাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রথিন  
আত্মনো গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্ । পরমার্থতস্ত পরমাত্মবিজ্ঞানা-  
অনোর্ভেদাভাবাৎ । তদেবং শরীরমৈবৈকং পরিশিষ্যতে ।  
তেষু ইতরাণীন্দ্রিয়াদীনি প্রকৃতান্যেব পরমপদদিদর্শয়িষয়া  
সমন্বক্রামন্ পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যক্তশব্দেন পরিশিষ্য-  
মাণং প্রকৃতং শরীরং দর্শয়তীতি গম্যতে । শরীরেন্দ্রিয়-  
মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হ্যবিদ্যাবতো ভোক্তুঃ শরী-  
রাদীনাং রথাদিক্রপককল্পনয়া সংসারমোক্ষগতিনিরূপণেন  
প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিরিহ বিবক্ষিতা । তথা চ,—

রথমাত্রং পরিশিষ্যতেহপি তু রথবানপীতাত আহ ।—“এতস্বিংস্ত পক্ষ” ইতি ।  
যথা হি সমারোপিতং প্রতিবিষং বিষাদ বস্ততো ভিদ্যতে তথা ন পরমাত্মনো  
বিজ্ঞানাত্মা বস্ততো ভিদ্যত ইতি পরমাত্মৈব রথবানিহোপান্তস্তেন রথমাত্রং  
পরিশিষ্টমিতি । অথ রথাদিক্রপককল্পনয়াঃ শরীরাদিষু কিং প্রয়োজন-  
মিত্যত আহ ।—“শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হী”তি । বেদনা,  
সুখাদ্যনুভবঃ । প্রত্যর্থমঞ্চতীতি প্রত্যগাত্মৈহ জীবো হভিমতস্তস্য ব্রহ্মত্বাব-  
গতিঃ । ন চ জীবস্য ব্রহ্মত্বং মানান্তরসিদ্ধং যেনোত্র নাগমোহপেক্ষ্যতে-  
ত্যাহ ।—“তথা” চেতি । বাগিতিতু ছান্দসো দ্বিতীয়ালোপঃ । শেষমতি-  
রোহিতার্থম্ । পূর্বপক্ষিণোহুশয়রীজনিরাকরণপরং হুতম্ ।

[ এতস্বিংস্ত...ভাবাৎ ] এ পক্ষে বা এ অর্থে, পরমাত্মাই রথী আত্মা । পরন্তু  
জীব-পরমাত্মার বাস্তব ভেদ নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য । [ তদেবং...বিবক্ষিতা ]  
পূর্ব শ্লোকের সমস্তই পর শ্লোকে আছে, কেবল শরীর নাই । ইহাতে বোধ  
হয়, নিশ্চিত হয়, অতি শরীর-শব্দ ত্যাগ করিয়া অব্যক্ত-শব্দ উচ্চারণ করতঃ  
প্রস্তাবিত শরীরকেই ( বাহ্য আত্মার রথ তাহাকেই ) বলিয়াছেন । শরীর,  
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়, বেদনা ( সুখাদ্যানুভব ), এতৎসংযুক্ত অব্যাব্যাহান  
জীবের শরীর প্রভৃতিকে রথাদিক্রপকে বর্ণন করতঃ ভোক্তার সংসারগতি  
ও মোক্ষপ্রাপ্তি বর্ণন করার ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের বর্ণন করাই হইয়াছে  
এবং তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করাই তদ্বিধ রূপক কল্পনার উদ্দেশ্য ।  
[ তথাচ...দর্শয়তি ] অতি “এই আত্মা সকল ভূতে গূঢ় ; গূঢ় বলিয়া বিস্পষ্ট



“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োত্ত্বা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্র্যয়া বুদ্ধা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥” ইতি ।

বৈষ্ণবস্য পরমপদস্য ছুরবগমত্বমুক্তা তদবগমার্থং যোগং  
দর্শয়তি—

“যচ্ছেদ্বাদ্বানসী প্রাজ্ঞস্তদ্বচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্বচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥” ইতি ।

এতদুক্তং ভবতি । বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ—বাগাদিবাহ্যে-  
ন্দ্রিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাত্রোপবর্তিষ্ঠেৎ । মনোহপি  
বিষয়বিকল্পাভিমুখং বিকল্পদোষদর্শনেन জ্ঞানশব্দোদিতায়াং  
বুদ্ধাবধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ । তামপি বুদ্ধিং মহত্যা-  
ত্মনি ভোক্তব্যত্রয়ায়াং বা বুদ্ধৌ সূক্ষ্মতাপাদনেন নিবচ্ছেৎ ।  
মহান্তং ত্বাত্মানং শান্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে  
পরম্যাং কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদতি । তদেবং পূর্বাপর-  
লোচনায়াং নাস্ত্যত্র পরপরিকল্পিতস্য প্রধানম্যাবকাশঃ ॥১॥

নহেন ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী যোগীরা নির্মল সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা (সূক্ষ্মবুদ্ধি=যোগ)  
তাহাকে দর্শন করেন।” এইরূপে প্রতি বিষ্ণুস্বাক্যের পরমপদেব হৃদোদ্যত  
প্রদর্শন পূর্বক তদ্বোধের নিমিত্ত যোগও বলিয়াছেন। [যচ্ছেৎ...কাশঃ]  
বুদ্ধিমান্ যোগী প্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন (বহিরিন্দ্রিয়-  
ব্যাপার ত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবেন)। পরে মনকে জ্ঞানে  
ধারণ করিবেন অর্থাৎ বিকল্প দোষ দর্শন করতঃ বিষয়বিকল্পক মনকে  
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পর্য্যবসান করিবেন। অনন্তর বুদ্ধিকে মহদাত্মায়  
নিবৃত্ত করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্মতাসূক্ষ্ম করিয়া ভোক্তৃ-আত্মায় (জীবাাত্মায়)  
প্রতিষ্ঠা করাইবেন। অবশেষে তাহাকে (জীবকে) শান্ত আত্মায় (পরমা-  
াত্মায়) প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। এই আত্মাই সর্ব পব, এই আত্মাই  
প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরম পুরুষ ও প্রাপ্যতার শেব। এবম্পকারে প্রোক্ত  
প্রস্তাবের পূর্বাপর পর্য্যালোচন করিলে সাংখ্যের প্রধান স্থান প্রাপ্ত  
হইবে না।

सूक्तान्तु तदहं ॥ २ ॥ \*

উক্তমেতৎ প্রকরণপরিশোভায়াং শরীরমব্যক্তশব্দং ন  
 প্রধানমিতীদমিদানীমাশঙ্ক্যতে কথমব্যক্তশব্দাইহং শরীরস্ত  
 যাবতা স্থূলত্বাৎ স্পষ্টতরমিদং শরীরং ব্যক্তশব্দাইং অস্পষ্ট-  
 বচনস্তব্যক্তশব্দ ইতি । অত উত্তরমুচ্যতে । সূক্ষ্মস্থিহ  
 কারণাত্মনা শরীরং বিবক্ষ্যতে, সূক্ষ্মস্তাব্যক্তশব্দাইহাৎ ।  
 যদ্যপি স্থূলমিদং শরীরং ন স্বয়মব্যক্তশব্দমহীতি তথাপি তস্ম  
 হারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মমব্যক্তশব্দমহীতি । প্রকৃতিশব্দশ্চ বিকারে  
 দৃষ্টঃ, যথা গোভিঃ শ্রীগীত.মৎসরং ইতি । তথা চ শ্রুতিঃ

প্রকৃতের্বিকারাগমনশ্রুত্যাং প্রকৃতেব্যাকৃত্যং বিকার উপচর্যতে । যথা  
গোভিঃ শ্রীণীতেতি গোশব্দস্তদ্বিকারে পয়সি । অব্যাকৃতাং কারণাদ্ বিকা-  
রাগমনশ্রুতেনাব্যাকৃত্যর্থাইহ প্রমাণমাহ ।—“তথা চ শ্রুতি”রীতি । অব্যা-

প্রকরণ ও বাক্য শেষ দেখিয়া ও পূর্বাধিকার পর্যালোচনা করিয়া অব্যক্ত-শব্দের শরীর-অর্থ স্থির করিতেছ কর; কিন্তু আশঙ্কা, প্রতি কি প্রকারে ব্যক্ত শব্দের যোগ্য শরীরকে অব্যক্ত বলিলেন? শরীর স্থূল, অতি স্থূল, স্পষ্টই দেখা যায়, সুতরাং ইহা ব্যক্ত। যাহা ব্যক্ত, কি প্রকারে তাহা অস্পষ্টবাচী অব্যক্ত? এই কথার প্রত্যুত্তর হইত “সূক্ষ্মত্ব” ইতি। ঐ অব্যক্ত শব্দ স্থূলশরীর অভিপ্রেয়ে উচ্চারিত হয় নাই, কারণ শরীর-অভি-প্রেয়েই কথিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ও কারণ সমানার্থ। যাহা সূক্ষ্ম—তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। [যদ্যপি...দর্শয়তি] যদিও এই স্থূল শরীর স্বয়ং অব্যক্ত-শব্দযোগ্য নহে, না হইলেও ইহার আরম্ভক (প্রকৃতি বা উপা-দান) সূক্ষ্ম ভূতনিচয় অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। বিকার-পদার্থে প্রকৃতিবাচক

\* তু-শব্দে শঙ্কানিবেশার্থঃ । বহুভুজ শরীরমযাক্তশব্দঃ তৎ স্মৃশ্বং কারণং কারণশরীর-  
বিবরণিতার্থঃ । ততস্তৎ তুল্যত্বাৎ ব্যাক্তশব্দার্থঃ শরীরং কথমব্যাক্তশব্দেনোক্তমিতি শঙ্ক। ন কার্য্য।  
তদর্হত্বাৎ অব্যাক্তসৌব স্মৃশ্বশব্দযোগ্যত্বমিতি স্মৃশ্বার্থঃ ।—শরীরই অব্যাক্ত । যে শরীর রথ-  
পদগণে বর্ণিত হইয়াছে, সে শরীর কারণশরীরাত্তিশ্রায়ে কথিত । কারণ শরীর স্মৃশ্ব অতি  
স্মৃশ্ব, হুতরঃ অব্যাক্ত । বাহা বাহা স্মৃশ্ব তাহা তাহাই অব্যাক্তপদের যোগ্য । বিজ্ঞত বর্ণনা  
ভাবানুবাদে আছে ।

তন্মুদং তর্হ্যব্যাকৃতমানীদিতি, ইদমেব ব্যাকৃতং নাম-  
রূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং পরিত্যক্তব্যাকৃতনামরূপং  
বীজশক্ত্যবস্থমব্যক্তশক্তিযোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২ ॥

### তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥ \*

অত্রাহ, যদি জগদিদমনভিব্যক্তনামরূপং বীজাত্মকং  
প্রাগবস্থমব্যক্তশক্তির্হিগভ্যুপগম্যেত, তদাত্মনা চ শরীরস্থাপ্য-  
ব্যক্তশক্তির্হি ত্বং প্রতিজ্ঞায়েত, স এব তর্হি প্রধানকারণবাদ

কৃতমব্যক্তমিতানর্থাস্তরম্ । নহেবং সতি প্রধানমেবাভ্যুপেতং ভবতি, স্থ-  
ত্বেংমোহাত্মকং হি জগদেবমুতাদেব কারণাত্তবিতুমর্হতি কারণাত্মকত্বাৎ  
কার্যস্য । যচ্চ তস্য স্থাত্মকত্বং তৎ সর্বম, যচ্চ তস্য স্থাত্মকত্বং তদ্বজঃ,  
যচ্চ তস্য মোহাত্মকত্বং তত্তমঃ । তথা চাব্যক্তং প্রধানমেবাভ্যুপেতমিতি  
শব্দান্নিকারণার্থং সূত্রম্ ।

প্রধানং হি সাংখ্যানাং সেশ্বরানামনীষরাণাং বেখরাং ক্ষেত্রজ্ঞেভ্যো বা  
বস্ততো ভিন্নং শক্যং নির্বাকুন্ম । ব্রহ্মণদ্বিয়মবিদ্যা শক্তির্জ্ঞানাদিশক্তিবাচ্যা ন

শক্তের প্রয়োগ অনেক দেখা গিয়াছে । যথা—“সোম গাভির সহিত মিশ্রিত  
করিবেক ।” হৃৎকের প্রকৃতি গো, সেই গো ঐ শ্রুতিতে তদ্বিকৃতি হৃৎকে  
প্রযুক্ত হইয়াছে । শ্রুতিও বলিয়াছেন, “তখন ( সৃষ্টির পূর্বে ) এ সকল  
অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ছিল ।” অব্যাকৃত=বীজ-শক্তি । এই বিভিন্ন নাম  
রূপাত্মক জগৎ পূর্বে অব্যাকৃত-অর্থাৎ নামরূপবর্জিত ছিল । এ সকল  
নাম রূপাদি বীজরূপে বা শক্তিরূপে ছিল, এজন্য সে অবস্থা অব্যক্ত ।

কেহ কেহ বলিবেন, যদি অনতিব্যক্ত নামরূপ বীজরূপে অবস্থিত পূর্বা-  
বস্থাপন্ন জগৎকে অব্যক্তশক্তির যোগ্য বল, তদৃষ্টান্তে বীজীভূত শরীরকেও  
অর্থাৎ ( শরীরের কারণ বা মূলতত্ত্বকেও ) অব্যক্ত শক্তির বোধ্য বল, তাহা  
হইলে প্রকৃতিবাস্তবে প্রধানবাদ স্বীকার করা হইল । কারণ, সাংখ্য

\* যথেষ্ট্রিয়ব্যাপারসার্থাধীনত্বাৎ পরস্মেবং বুদ্ধশরীরাবীনত্বাৎ, বাক্যমোক্ষব্যবহারস্য ।  
অথবা তস্যোপরাধীনত্বাৎ ন কশ্চিদোষ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ ।—বুদ্ধ শরীর বৃত্ত বা আধীন  
নহে, উপরাধীন, সুতরাং সিদ্ধান্তে হানিদোষ হয় না । আমাদের মতে বাক্যমোক্ষব্যবহার বুদ্ধ  
শরীরের অধীন, সেই ক্ষেত্র তাহা পর ।

এবং সত্যাপদ্যেত, অসৌ্যব জগতঃ প্রাগবস্থায়াঃ প্রধানত্বে-  
নাভ্যুপগমাদিতি । অত্রোচ্যতে । যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ  
প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঙ্গয়েম তদা  
প্রধানকারণবাদম্ । পরমেশ্বরাধীনা স্থিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা  
জগতোহভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা । সা চাবশ্যমভ্যুপগম্যন্তব্য  
অর্থবতী হি সা । ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য অকৃত্বং  
সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্তানুপপত্তেঃ । মুক্তানাঞ্চ  
পুনরনুৎপত্তিঃ, বিদ্যায়া তস্তা বীজশক্তের্দাহাৎ । অবিদ্যা-

শক্যা তত্বেনাভ্যুপগম্য বা নির্বাক্তম্ । ইদমেবাস্যা অব্যক্তত্বং যদনির্বাচ্যং  
নাম । সৌম্যমব্যাক্ততবাদস্য প্রধানবাদান্তেদঃ । অবিদ্যাশক্তেঃ চেত্বরা-  
ধীনত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ । ন চ দ্রব্যমাত্রমশক্তং কার্য্যায়াহমমিতি শক্তেরর্থবৎ,  
তদিদমুক্তমর্থবদিতি । স্যাদেতৎ । যদি ব্রহ্মণেহবিদ্যাশক্ত্যা সংসারঃ  
প্রতীয়তে হস্ত মুক্তানাংপি পুনরুৎপাদপ্রসঙ্গঃ, তস্যাঃ প্রধানবতাদবস্থাৎ,  
তদ্বিনাশে বা সমস্তসংসারোচ্ছেদস্তম্ লাবিদ্যাশক্তেঃ সমুচ্ছেদাদিত্যত আহ—  
“মুক্তানাঞ্চ পুনঃ” ব্রহ্মণ্য “অনুৎপত্তিঃ” । কুতঃ “বিদ্যায়া তস্যা বীজশক্তে-  
র্দাহাৎ” । অয়মভিসন্ধিঃ—ন বয়ং প্রধানবদবিদ্যাং সর্বজীববেদেকামা-  
চক্ষ্যহে যেনৈবমুপালভেমহি, কিং স্থিরং প্রতিজীবং ভিদ্যতে । তেন যস্যৈব  
জীবস্য বিদ্যোৎপত্তা তস্যৈবাবিদ্যাঃপনীয়তে ন জীবান্তরস্য, ভিন্নাধিকর-

বাদীরা জগতের পূর্ক্কাবস্থাকেই প্রধান বলেন । বাদিগণের এ আপ-  
ত্তির প্রত্যুত্তর এই যে, যদি আমরা স্বতন্ত্র বা পৃথক পূর্ক্কাবস্থাকে (জগতের)  
জগৎ কারণ বলিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের প্রধানবাদ অঙ্গীকৃত  
হইত । আমরা যে পূর্ক্কাবস্থা অঙ্গীকার করি, তাহা পরমেশ্বরের অধীন,  
সাংখ্যের তায় স্বাধীন নহে । [ সা...জীবাঃ ] তাহাই অবশ্য স্বীকার্য্য; তাহাই  
প্রয়োজনীয় । সে অবস্থা বা সে পূর্ক্কাবস্থা ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব  
সিদ্ধ হয় না । ব্রহ্ম নিঃশক্তি, সূত্রাৎ সেই শক্তির ঘোণে তিনি পব-  
মেশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা । সে শক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টিপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না ।  
তাহা মায়া, জ্ঞান তাহাকে . . . করে, তৎকারণে মুক্তজীবের পুনঃসংসার হয়  
না । তত্ত্বজ্ঞান হইলে সে শক্তি দৃষ্ট হইয়া যায়, সূত্রাৎ তাহা অবিদ্যা ভিন্ন  
অন্ত কিছু নহে । সেই অবিদ্যাটিকার বীজ-শক্তিই অব্যক্তশক্তির নির্দেশ অর্থাৎ

অিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দেশ্য। পরমেশ্বরাত্ময়া  
মায়াময়ী মহাস্বষ্টিপুত্রীয়াং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে  
সংসারিণো জীবাঃ । তদেতদব্যক্তং কচিদাকাশশব্দনির্দিষ্টং,  
এতন্নিম্ন খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ ।  
কচিদক্ষরশব্দোদিতং, অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ ।

গরোর্বিদ্যাবিদ্যায়োরবিবোধঃ, তৎ কৃতঃ সমস্তসংসারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । প্রধান-  
বাদিনাং ত্বেব দোষঃ—প্রধানসৈক্যেহেন তদ্বচ্ছেদে সর্বোচ্ছেদোহমুচ্ছেদে বা  
ন কস্য চিদিতি ন্যৌক্ষপ্রসঙ্গঃ । প্রধানভেদেহপি চেত্তদবিবেকখ্যাতি-  
লক্ষণাবিদ্যাসদসত্ত্বনিবন্ধনো বন্ধমোক্ষো তর্হি কৃতং প্রধানেনাবিদ্যাসদসত্ত্বা-  
বাত্যামেব তদুপপত্তেঃ । ন চাবিদ্যোপাধিভেদাধীনো জীবভেদো জীব-  
ভেদাধীনচাবিদ্যোপাধিভেদ ইতি পরম্পরাশ্রয়ভ্রান্তিরসিদ্ধিরিতি সাম্প্রতম্ ।  
অনাদিত্বাদ্বীজাদুরবজ্জয়সিদ্ধেঃ । অবিদ্যাহমাত্রেণ চৈকত্বোপচারোহব্যাক-  
মিতি চাব্যাকৃতমিতিচেতি । নষেবমবিদ্যেব জগদ্বীজমিতি কৃতনীশ্বরেণেত্যত  
আহ—“পরমেশ্বরাত্ময়ে”তি । ন হচেতনং চেতনানিধিষ্ঠিতং কাষ্যায় পর্য্য-  
প্তমিতি স্বার্থ্যং কর্ত্ত্বং পরমেশ্বরং নিমিত্ততরোপাদানতয়া চাশ্রয়তে, প্রপঞ্চ-  
বিভ্রমস্য হীশ্বরানিষ্ঠানত্মহাবিলমস্যেব রজ্জ্বানিষ্ঠানত্মং, তেন যথাহিবিভ্রমো  
রজ্জ্বপাদান এবং প্রপঞ্চবিভ্রম ঈশ্বরোপাদানঃ । তস্মাজ্জীবাধিকরণপার্বিদ্যা  
নিমিত্ততয়া বিষয়তয়া চেশ্বরনাশ্রয়ত ইতীশ্বরাত্ময়েতু চ্যতে, ন তাদ্ধারতয়া,  
বিদ্যাস্বভাবে ব্রহ্মণি তদনুপপত্তেরিতি । অত এবাহ “বস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধ-  
রহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ” ইতি । যত্মাবিদ্যায়াং সত্যাং শেরতে

তাহারই অন্য নাম অব্যক্ত । তাহা পরমেশ্বরের আশ্রিত, তাহা মায়াময়ী,  
তাহার অজ্ঞা নাম মহাস্বষ্টি ও মহাপ্রলয় । প্রলয়কালে সংসারি জীব  
তাহাতেই স্বরূপপ্রতিবোধশূন্য হইয়া শয়ান থাকে । বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে,  
তেমনি, সেই অবিদ্যা বীজে জগৎ থাকে । [ তদেতৎ...শরীরাত্ম ] শ্রুতিতে  
এই অব্যক্ত আকাশ, অক্ষর ও ময়া নামে কথিত হয় । যথা—“হে গার্গি !  
আকাশ কিমে ওতপ্রোত ? ” “পর অক্ষর হইতেও পর ” “মায়াকেই প্রকৃতি  
বলিয়া জানিবে । ” ইত্যাদি । ময়া-শক্তি বস্তু সং, কি অসৎ, সত্য কি  
মিথ্যা, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে পৃথক্, কি অপৃথক্, তাহা নিরূপণ করা যায় না ।  
সেই জন্য তাহা অনির্দিষ্ট । ঈদৃশ অব্যক্ত হইতে মহতত্ত্ব জন্মে

কচিন্মায়েতি সূচিতং, মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহে-  
 স্বরমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ। অব্যক্তা হি সা মায়া তদ্ব্যাক্ত্যনিরূ-  
 পণস্তাশক্যত্বাৎ। তদিদং মহতঃ পরমব্যাক্তমিত্যুক্তম্।  
 অব্যক্তপ্রভবত্বান্মহতঃ। যদা হৈরণ্যগভী বুদ্ধিশ্মহান্, যদা তু  
 জীবো মহাস্তদাপ্যব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্ত মহতঃ পরম-  
 ব্যাক্তমিত্যুক্তম্। অবিদ্যা হব্যাক্তম্। অবিদ্যাবস্ত্রে চ জীবস্ত  
 সৰ্ব্বঃ সংব্যবহারঃ সমুত্তো বর্ততে। তচ্চাব্যক্তগতং মহতঃ  
 পরত্বমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্প্যতে।  
 সত্যপি শরীরবদিত্তিয়ারাদীনাং স্বশব্দৈরেব গৃহীতত্বাৎ। পরি-  
 শিষ্টত্বাচ্চ শরীরস্য। অগ্রে তু বর্ণয়ন্তি, দ্বিবিধং হি শরীরং

জীবাঃ। জীবানাং স্বরূপং বাস্তবং ব্রহ্ম তদ্বোধরহিতাঃ শেরত ইতি লয় উক্তঃ।  
 সংসারিণ ইতি বিক্ষেপ উক্তঃ। “অব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য” ইতি। যদ্যপি  
 জীবাব্যক্তয়োঃ নাদিষ্টেনানিয়তং পৌরুষার্থ্যং তথাপ্যব্যক্তস্য পূৰ্ব্বত্বং বিব-  
 ক্ষিত্বৈতদ্ব্যক্তং “সত্যপি শরীরবদিত্তিয়ারাদীনাং”মিতি। গোবলীবর্দপদবদে-  
 তৎ দ্রষ্টব্যম্। আচার্য্যাদেশীয়মতমাহ।—“অন্তেতি”তি। এতচ্চ মতিঃ।—

বলিয়া প্রতি “মহতঃ পরমব্যাক্তম্” বলিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির  
 নাম মহান্ (মহতত্ব), এ পক্ষেও ঐ অর্থ সঙ্গত হইবে। যদি জীবকে  
 মহান্ বল, তাহা হইলে জীব অব্যক্তের অধীন; সুতরাং সে পক্ষেও  
 “মহতঃ পরমব্যাক্তম্” কথা সঙ্গত হয়। বিবেচনা কর, অবিদ্যাই অব্যক্ত,  
 জীবও তদ্বিশিষ্ট। তদ্বিশিষ্ট বলিয়াই জীবের জীবত্ব ও তাহার সমস্ত ব্যবহার  
 অনুষ্ঠ বা অচ্ছিন্ন থাকে। জৈবিক ব্যবহার অবিদ্যার অধীন বলিয়াই  
 প্রতি উপচারক্রমে অব্যক্তকে পর বলিতেও পারেন। শরীর ও ইন্দ্রিয়  
 উভয়ই অব্যক্তের বিকার সত্য; পরন্তু অর্ভেদ (শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে;  
 এক।) অভিপ্রায়ে শরীরকে অব্যক্ত বলা অন্ত্যাব্য নহে। প্রতি “ইন্দ্রিয়  
 অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ” এতজুপে ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ করিয়া বলাভেও পরিশেষ  
 প্রযুক্ত অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের গ্রহণ হইতে পারে। [অন্তে...মিতি]  
 কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, শরীর দ্বিবিধ, স্থল ও হৃদয়। স্থল

স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ। স্থূলং যদিদমুপলভ্যতে। সূক্ষ্মং যদুত্তরত্রে  
বক্ষ্যতে, তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষত্তঃ প্রশ্ননিরূপ-  
ণাভ্যামিতি। তচ্চোভয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পূৰ্ব্বং রথত্বেন  
সঙ্কীৰ্ত্তিতং, ইহ তু সূক্ষ্মমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে সূক্ষ্মস্যা-  
ব্যক্তশব্দার্থিত্বাৎ। তদধীনত্বাচ্চ বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য জীবাত্তস্য  
পরত্বম্। যথা অর্থাধীনত্বাদিঙ্গিয়ব্যাপারস্যোদ্ভিষেভ্যঃ পরত্ব-  
মর্থানামিতি। তৈশ্চেতদ্বক্তব্যম্। অবিশেষেণ শরীরদ্বয়স্য  
পূৰ্ব্বত্বে রথত্বেন সঙ্কীৰ্ত্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতত্বপরিশিষ্ট-  
ত্বয়োঃ কথং সূক্ষ্মমেব শরীরমিহ গৃহ্যতে ন পুনঃ স্থূলমপীতি।  
আত্মাতস্যার্থং প্রতিপত্তুং প্রভবামো নান্নাতং পর্য্যন্তু-  
যোক্তুম্। আত্মাত্কাব্যক্তপদং সূক্ষ্মমেব প্রতিপাদয়িতুং

“তৈষি”তি। প্রকরণপারিশেষায়োরুভয়ত্র তুল্যত্বান্নৈকগ্রহণনিয়মহেতুরন্তি।

শরীর এই—যাহা নিত্য উপলব্ধ হইতেছে। স্থূল শরীর পরে বর্ণিত  
হইবে। পূৰ্ব্ব অতি স্থূল শরীরকেই রথ বলিয়াছেন এবং এ অতি অব্যক্ত  
শব্দের দ্বারা স্থূল শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই যে, স্থূল  
শরীরই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য এবং বন্ধ মোক্ষ ব্যবহারও স্থূল শরীর  
মুটিত। কাষেই তাহা জীব অপেক্ষা বড়। যেমন ইঙ্গিয় ব্যাপার বিষয়ের  
অধীন ( বিষয়ের অভাবে কোনও ইঙ্গিয় সব্যাপার হয় না বা থাকে না )  
বলিয়া ইঙ্গিয় অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব, তেমনি, জৈবিক বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবহার  
স্থূল শরীরের অধীন বলিয়া জীব অপেক্ষা অব্যক্ত-নামক স্থূল শরীরের  
পরত্ব। [ তৈ...গ্রন্থকাং ] ঐরূপ বলিলে উহাদিগকে অবশুই বলিতে  
হইবে, প্রত্যুত্তর দিতে হইবে, যখন পূৰ্ব্ব শ্লোকে স্থূল-স্থূল-বিভাগ না করিয়া  
সামান্যতঃ শরীরকে রথ বলা হইয়াছে এবং প্রারম্ভ ও পরিণামাংশের সাম্য  
আছে, তখন যে পরশ্লোকে স্থূল শরীরেরই গ্রহণ, স্থূল শরীরের নহে, ইহা  
তুমি কিসে জানিলে ? যদি বল, আমরা অতীত কথার অর্থ করিতে পারি,  
কেন বলিলেন বলিয়া অতিক্রম অল্পযোগ করিতে পারি না, সুতরাং অতিকথিত  
অব্যক্ত শব্দের সারসিক অর্থ স্থূল, তাহাই বলিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি,

শক্নোতি নেতরদ্ব্যক্তত্বাৎ তস্যোতি চেৎ, ন, একবাক্যতা-  
 মনাপদ্য কঞ্চিদর্থং প্রতিপাদয়তঃ, প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়া-  
 প্রসঙ্গাৎ । ন চাকাঙ্ক্ষামন্তরেণৈকবাক্যতাপ্রতিপত্তিরস্তু ।  
 তত্রাবিশিষ্টায়াং শরীরদ্বয়স্য গ্রাহ্যাকাঙ্ক্ষায়াং যথাকাঙ্ক্ষং  
 সম্বন্ধেহনভূতপগম্যমানে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি, কৃত  
 আশ্রিতস্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ । ন চৈবং মন্তব্যং, হ্রঃশোধ-  
 ত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্যেহ গ্রহণং, স্থূলস্য তু দৃষ্টবীভৎস-

শক্যতে।—“আশ্রিতস্যার্থ”মিতি । অব্যক্তপদমেব স্থূলশরীরব্যাবৃতিহেতু-  
 র্যাক্তত্বাত্তস্যোতি শব্দার্থঃ । নিরাকরোতি।—“নৈকবাক্যতাদীনত্বা”মিতি ।  
 প্রকৃতহান্যপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গেনৈকবাক্যত্বং সম্ভবতি ন বাক্যভেদো  
 যুজ্যতে । ন চাকাঙ্ক্ষাং বিনৈকবাক্যত্বমুভয়ঞ্চ প্রকৃতমিত্যভয়ং গ্রাহ্যভেদে-  
 হাকাঙ্ক্ষিতমিত্যেকাভিধায়কমপি পদং শরীরদ্বয়পরম্ । ন চ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা  
 ইতৎপরমিত্যোপচারিকং ন ভবতি । যথোপহন্তু মাত্রনিরাকরণাকাঙ্ক্ষায়াং  
 কাকপদং প্রযুক্ত্যমানং শ্বাদিসর্বহস্ত্ৱপরং বিজ্ঞায়তে । যথাহঃ,—

কাকৈভ্যো রক্ষ্যতামন্নমিতি বালোহপি নোদিতঃ ।

উপঘাতপ্রধানত্বান্ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি ॥ ইতি ।

নহু ন শরীরদ্বয়স্যাত্রাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু হ্রঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্য ন তু  
 ষাটকৌশিকস্য স্থূলস্য, তদ্বি দৃষ্টবীভৎসতয়া সূকরং বৈরাগ্যবিষয়ত্বেন  
 শোধয়িতব্যমিত্যত আহ।—“ন চৈবং মন্তব্য”মিতি । বিধেঃ পরমং পদ-

অন্ত কিছু বলিতে পারি না। একপ বলিলে উক্তের বলিব, ঐতিবাক্যের  
 অর্থ সংগ্রহ একবাক্যতা নিয়মের অধীন। পূর্বাপর বাক্য এক না হইলে  
 কোনও অর্থ প্রতিপাদিত হয় না। হয় বলিলে প্রকৃত হানি ও অপ্রকৃত  
 গমন দোষ হইবে। [ন চ...প্রতিপত্তিঃ] বিনা আকাঙ্ক্ষায় এক বাক্য  
 (এই বাক্য মিলিত হইয়া একার্থবোধক) হয় না। সমানরূপে উভয়  
 শরীর গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও যদি আকাঙ্ক্ষা অহুসারে সম্বন্ধ  
 (অময়) স্বীকার না কর, তাহা হইলে অর্থদোষ দূরে থাকুক, এক বাক্যই  
 হইবে না। [ন চৈবং...বিবক্ষ্যতে] এমন মনে করিও না যে, শোধন  
 (অর্থের দোষ পরিহার) করা যায় না বলিয়াই এখানে সূক্ষ্ম শরীরের



তয়া স্থশোধনাদ্গ্রহণমিতি । যতো নৈবেহ শোধনং কস্য-  
চিৎস্বিক্যতে । ন হ্যত্র শোধনবিধায়ি কিস্বিদাখ্যাতমস্তি ।  
অনন্তরনির্দিষ্টত্বাভূ কিং তদ্বিক্ষেপঃ পরমং পদমিতি, ইদমিহ  
বিবক্ষ্যতে । তথা হি ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিত্যুক্তা  
পুরুষাশ্ব পরং কিস্বিদিত্যাহ । সর্বথাপি ত্বানুমানিকনিরা-  
করণোপপত্তেস্তথা নামাস্ত ন নঃ কিস্বিচ্ছিদ্যতে ॥ ৩ ॥

### জ্যেষ্ঠাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥ \*

জ্যেষ্ঠেন চ সাংখ্যোঃ প্রধানং স্মর্যতে গুণপুরুষান্তর-  
জ্ঞানাৎ কৈবল্যমিতি বদন্তিঃ । ন হি গুণস্বরূপমজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ

নবগময়িতুং পরং পরমত্র প্রতিপাদ্যত্বেন প্রস্তুতং ন তু বৈরাগ্যায় শোধন-  
মিত্যর্থঃ । অলং বা বিবাদেন, ভবতু স্বক্ষশরীরং পরিশোধ্যং, তথাপি ন  
সাংখ্যাভিনতমত্র প্রধানং পরমিত্যভ্যুপেত্যাহ ।—“সর্বথাপি হি”তি ।

ইতোহপি নারমব্যাক্তশব্দঃ সাংখ্যাভিমতপ্রধানপরঃ । সাংখ্যোঃ খলু  
প্রধানাবিবেকেন পুরুষং নিঃশ্রেয়সায় জ্ঞাতুং বা বিভূতৌ বা প্রধানং জ্যে-

গ্রহণ হইবে । কেন-না, ঐ বাক্যে শোধন-বিবক্ষা নাই, শোধক কথাও নাই ।  
ঐ বাক্যের পরেই বিষ্ণুর পরম পদ কথিত হইয়াছে । সে পরম পদ কি ?  
এখানে কেবল তাহাই বিবক্ষিত । তৎক্রমে ইহা অমুক অপেক্ষা পর, অমুক  
অমুক অপেক্ষা পর, এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছু নাই, এই বলিয়া  
শেষ করা হইয়াছে । [ তথাহি...ছিদ্যতে ] যে পথেই যাও, ঘেরূপ ব্যাখ্যাই  
কর, অনুমানগম্য প্রধানের নিরাস হইলেই হইল, ব্যাখ্যা অজরূপ  
হইলে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ।

সাংখ্যবাদীরা বলে, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ । প্রকৃতি-  
জ্ঞান না হইলে কি প্রকারে তত্ত্বদপুরস্কারে পুরুষজ্ঞান হইবে ? অতএব,

\* ব্যাক্ত্য জ্যেষ্ঠাভিধানঃ নাস্তীতি নাত্রাব্যাক্তশব্দঃ প্রধানবাচীতি প্রত্যাগপ্যম্ ।—  
উদাহৃত প্রতি অব্যাক্তশব্দ বলিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহাকে জানিতে বলেন নাই । কাষেই  
বলিতে হয়, এ অব্যাক্ত সাংখ্যোক্ত অব্যাক্ত অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) নহে । সাংখ্যেব অব্যাক্ত  
জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হয় ।

পুরুষস্যাস্তুরং শক্যং জ্ঞাতুমিতি । কচিচ্চ বিভূতিবিশেষ-  
প্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি স্মরন্তি । ন চেদমিহাব্যক্তং  
জ্ঞেয়ত্বেনোচ্যতে, পদমাত্রং হ্যব্যক্তশব্দো, নেহাব্যক্তং  
জ্ঞাতব্যমুপাসিতব্যঞ্চেতি বাক্যমস্মি । ন চানুপদিষ্টং  
পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থমিতি শক্যং প্রতিপত্ত্বম্ । তস্মাদপি  
নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে । অস্মাকন্তু রথরূপক-  
কুণ্ডলশরীরাদ্যানুসরণেন বিষ্ণোরৈব পরমং পদং দর্শয়িতুময়-  
মুপগম্যাস ইত্যনবদ্যম্ ॥ ৪ ॥

**বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥ \***

অত্রাহ সাঙ্খ্যো জ্ঞেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধম্ । কথং, শ্রুয়তে  
হ্যন্তরত্রাব্যক্তশব্দোদিতস্য প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্ববচনম্ ।

হেনোপক্ৰিপাতে, ন চেহ জ্ঞানীয়াদিতি চোপাসীতেতি বা বিধিবভক্তি-  
শ্রুতিরস্মি, অপি ত্বব্যক্তপদমাত্রং, ন চৈতাবতা সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানং ভব-  
তীতি ভাবঃ । জ্ঞেয়ত্বাবচনস্যাসিদ্ধিগাশঙ্ক্য তৎসিদ্ধিপ্রদর্শনার্থং হত্রম্ ।

সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ কৈবল্য লাভের নিমিত্ত তাহাকে জানিতে  
হয় এবং অগ্নিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্তও তাহাকে জানিতে হয় ।  
কিন্তু এখানে যে অব্যক্ত শব্দ আছে, এ অব্যক্ত জ্ঞেয় নহে, উপাসিতব্যও  
নহে । কেবল শব্দমাত্রে অব্যক্ত । এই জন্তই বলি, এখানে অব্যক্ত শব্দে  
প্রধানের অভিধান ( কথন ) হয় নাই । এখানে বিষ্ণুর পরম পদ প্রদর্শনের  
জন্তই কুণ্ডল রথরূপ শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক প্রোক্ত অব্যক্ত শব্দ বিহ্বল  
হইয়াছে, পদার্থ বিশেষ প্রতিপাদনের জন্ত নহে ।

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, শ্রুতিতে অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব কথন নাই,  
এ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ । কারণ এই যে, শ্রুতি উহারই পরে অব্যক্তশব্দ-কথিত

\* অশব্দমিত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি চাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্ববচনমতীতি চেৎ সম্যক্তে তন্ন মন্তব্যম্ ।  
হি বতঃ, প্রকরণাৎ প্রকরণবলেন, তত্র প্রাজ্ঞ এতাদ্রা প্রতীয়তে ন তু প্রথমমিতি হত্রার্থঃ ।—  
শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে যে অব্যক্ত জানিবার কথা আছে, প্রকরণ-সমূহদ্বারা জানি বার, তাহার  
অর্থ আস্তা, প্রধান নহে ।

“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥” ইতি ।

অত্র হি যাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং স্মৃতি-  
নিরূপিতং তাদৃশমেব নিচায্যত্বেন নির্দিষ্টম্ । তস্মাৎ প্রধান-  
মেবেদং তদেবাব্যক্তশব্দনির্দিষ্টমিতি । অত্র ক্রমঃ । নেহ  
প্রধানং নিচায্যত্বেন নির্দিষ্টম্ । প্রাজ্ঞো হীহ পরমাত্মা নিচা-  
য্যত্বেন নির্দিষ্ট ইতি গম্যতে । কুতঃ । প্রকরণাৎ । প্রাজ্ঞস্য  
হি প্রকরণং বিততং বর্ততে,—

“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ।

ইত্যাदिনির্দেশাৎ ।

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োত্তমা ন প্রকাশতে” ।

ইতি চ দুর্জনস্ববচনেন তস্মৈব জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষণাৎ ।

প্রধানকে জানিতে ও উপাসনা করিতে বলিয়াছেন । যথা—“বাহা শব্দ-  
বর্জিত, স্পর্শরহিত, রূপহীন, ক্ষররহিত, রসবর্জিত, গন্ধশূন্য, নিত্য,  
অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ধ্রুব অর্থাৎ কূটবৎ নির্বিকার, উপাসকগণ  
তাহাকে জানিয়া মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হন ।” [ অত্র...গম্যতে ] সাংখ্য-  
স্মৃতিতে ষে রূপ মহতের পর শব্দাদিহীন প্রধান নিরূপিত হইয়াছে,  
এখানে ( শ্রুতিতে ) ঠিক সেইরূপ বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে । সূতরাং এখানেও  
অব্যক্ত শব্দে প্রধানই কীর্ণিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । এই ব্যাখ্যার প্রতি  
আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত শ্রুতিতে প্রধান উপদিষ্ট হয় নাই, জ্ঞেয়  
আত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন । [ কুতঃ...ফলত্যাচ্ছ ] হেতু এই যে, ঐ বাক্য  
বা ঐ উপদেশ আত্মার প্রকরণে ( প্রস্তাবে ) কথিত । “পুরুষের পর অর্থাৎ  
পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, পুরুষই শেষ-সীমা এবং পুরুষই পরমপ্রাপ্য”  
ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা জানা যায়, উহা আত্মারই প্রকরণ । “ইনি সকল  
ভূতে গুণভাবে বিদ্যমান আছেন, তাই ইনি ( আত্মা ) স্পষ্ট প্রতিভাত হন

“যচ্ছেদ্বাঙ্গনসী প্রাজ্ঞঃ” ইতি চ তজ্জ্ঞানায়ৈব বাগাদি-  
সংযমস্তা বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখপ্রমোক্ষফলত্বাচ্চ । ন হি  
প্রধানমাত্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি সাত্বৈ-  
রিধ্যতে । চেতনাত্মবিজ্ঞানাদ্ধি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি  
তেষামভ্যুপগমঃ । সর্বেষু চ বেদান্তেষু প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনো-  
হৃদবাদিধর্ম্মত্বমভিলপ্যতে । তস্মান্ন প্রধানস্যাহত্র জ্ঞেয়ত্ব-  
মব্যক্তশব্দনির্দিষ্টত্বং বা ॥ ৫ ॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্লশ্চ ॥ ৬ ॥ \*

ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্বং জ্ঞেয়ত্বং বা যস্মাৎ

নিগদব্যাখ্যাতমস্য ভাষ্যম্ ।

বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকেতঃসংবাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসনাপ্তে:  
কণ্ঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে । মৃত্যুঃ কিদ নচিকেতসে রূপিতেন পিত্রা প্রহিতায়  
তুষ্ণস্বীন্ বরান্ প্রদদৌ । নচিকেতাস্ত প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বত্রে,  
দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাম্ । বরাণামেষ বরন্তৃতীয় ইতি বচ-  
নাৎ । ন তু তত্র বরপ্রদানে প্রধানগোচরে স্তঃ প্রশ্লপ্রতিবচনে । তস্মাৎ  
কণ্ঠবল্লীষগিজীবপরমাত্মপরৈব বাক্যপ্রবৃত্তির্ন ত্বপ্রক্রান্তপ্রধানপরা ভবিতুমর্হ-  
তীত্যাহ ।—“ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্ব”মিতি । হস্ত ত ইদং প্রব-

না ।” ইত্যাদি শাস্ত্রে আত্মাকেই হুজ্জের বলা হইয়াছে সুতরাং আত্মাই  
জ্ঞেয়, ইহা আকাজ্ঞার দ্বারা আকৃষ্ট হয় । আত্মা হুজ্জের, তাই তাঁহার  
জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্যসংঘাদির বিধান । মৃত্যু অতিক্রম-ফল ও আত্মবিজ্ঞা-  
নের ফল । [ ন হি...বা ] কেবলমাত্র প্রধান-জ্ঞানে মৃত্যু অতিক্রম হয়,  
ইহা সাংখ্যেরাও বলেন না । তাঁহারা বলেন, চিদাত্মবিজ্ঞানেই মৃত্যু অতি-  
ক্রম হয় । অপিচ, প্রত্যেক বেদান্তে প্রাজ্ঞ-আত্মাকে অশব্দ অস্পর্শ প্রভৃতি  
বিশেষণে বিশেষিত হইতে দেখা যায় । এই সকল কারণে, প্রোক্ত অব্যক্ত  
সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে এবং জ্ঞেয়ও নহে ।

ঐতিকথিত অব্যক্ত প্রধাম নহে, জ্ঞেয়ও নহে । কণ্ঠবল্লীতে দেখা

\* মৃত্যুনা নচিকেতসপ্রতি জীব বরান্ বৃথিষেতু্যজ্ঞেয়ত্বমাত্মনামেব প্রমো নচিকেতস্য কৃতঃ ।  
উপস্তাসঃ প্রত্যুক্তয়োপি মৃত্যুনা ত্রয়াণামেব দত্তো নাত্মস্যেতি নাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বং ন বা তস্য

ত্রয়াণামেব পদার্থানামগ্নিজীবপরমাত্মনামগ্নিন্ গ্রাহে কঠ-  
বল্লীষু বরপ্রদানসামর্থ্যাদ্বক্তব্যতয়োপন্যাসোদৃশ্যতে, তদ্বিষয়  
এব চ প্রশ্নঃ, নাতোহন্যস্য প্রশ্ন উপন্যাসো বাহস্তি । তত্র  
তাবৎ—

“স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো! প্রক্ৰহি তং প্রদধানায়  
‘মহ্যং’ ইত্যগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ ।

“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ।

এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্তয়াহং

বরাণামেষ বরস্তু তীয়ঃ ॥”

ইতি জীববিষয়ঃ ।

ক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনমিত্যেনেব ব্যবহিতং জীববিষয়ঃ, যথা তু মরণং  
প্রাপ্যাত্মা ভবতি গৌতমেত্যাদিপ্রতিবচনমিতি যোজনা । অত্রাহ চোদকঃ  
কিং জীবপরমাত্মনোরেক এব প্রশ্নঃ কিং বাহো জীবস্য, যেয়ং প্রেতে মনুষ্য  
ইতি প্রশ্নোহন্যশ্চ পরমাত্মনোহন্যত্র ধর্মান্দিত্যাदिঃ । একত্রে হত্রবিরোধঃ ।  
“ত্রয়াণামি”তি । ভেদে তু সৌমনস্যাংপুণ্যাত্মজ্ঞানবিষয়বরত্রয়প্রদান-  
নন্তর্ভাবো হন্যত্র ধর্মান্দিত্যাदे: প্রশ্নশ্চ । তুরীয়বরাস্তরকল্পনায়াং বা তৃতীয়  
ইতি প্রতিবাদপ্রদঙ্গঃ । বরপ্রদানানন্তর্ভাবে প্রশ্নস্য তদ্বৎ প্রধানাধ্যান-

যায়, বরপ্রদান প্রশ্নসঙ্গে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা এই তিন পদার্থের উপদেশ  
আছে । অত্ৰ কিছুর উপদেশ নাই । নচিকেতাও ঐ তিন পদার্থ জানিতে  
চাহিয়াছিলেন । অত্ৰ কিছু চাহেন নাই । [ তত্র...তস্যোতি ] যথা—  
“নচিকেতা বলিলেন, হে যম ! তুমি যদি স্বর্গসাধন অগ্নিতত্ত্ব জ্ঞাত থাক—  
তবে তুমি তাহা প্রদানিত আমাকে বল ।” ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন । পুনশ্চ  
বলিলেন, “মনুষ্য মরিলে লোকে যে সন্দেহ করে, থাকে ও থাকে না, সেই  
সন্দেহ আমার বিদুরিত হউক । তোমার উপদেশে আমি যেন উহার তথ্য

এধানার্থমিতি সূত্রার্থো হমুসন্ধেয়ঃ ।—অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই তিন পদার্থেরই প্রশ্ন ও  
প্রত্যুত্তর থাকায় প্রোক্ত অব্যক্ত রেয়ও নহে, প্রদানও নহে ।

“অন্যত্র ধর্মান্যত্রাধর্মান্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃত্যৎ ।

অন্যত্র ভূতাক্ত ভব্যাক্ত যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ” ॥

ইতি পরমাত্মবিষয়ঃ । প্রতিবচনমপি—

“লোকাদিমণ্ডিৎ তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীৰ্বা  
যথা বা” ইত্যগ্নিবিষয়ম্ ।

“হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গোতম ॥”

“যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।

স্বাণুমন্যেহনুসংযন্তি যথাকস্ম যথাক্রমত্ম ॥” ইতি

ব্যবহিতং জীববিষয়ম্ । ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চি-  
দিত্যাদি বহুপ্রপঞ্চং পরমাত্মবিষয়ম্ । নৈবং প্রধানবিষয়ঃ  
প্রশ্নোহস্তি অপৃষ্ঠত্বাদনুপন্যসনীয়ত্বং তসোতি । অত্রাহ,  
যোহয়মাত্মবিষয়ঃ প্রশ্নো যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্য  
ইতি, কিং স এবাহয়মন্যত্র ধর্মান্যত্রাধর্মান্যদিতি পুনরনু-

জ্ঞাত হই। ইহাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা ।” এটি জীববিষয়ক প্রশ্ন। পরে  
আছে, “যাহাতে ধর্মাদর্শন নাই, যাহা কার্য্য কারণের অতীত, যাহা ভূত  
ভবিষ্যতের অন্ত, তাহাই বল ।” এটি পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন। যমের  
প্রত্যুত্তরও ঐ সকলেরই অমুরূপ। যথা—“যম নচিকেতাকে লোক-কারণ  
অগ্নি ও যত ইষ্টকা সমস্তই বলিলেন ।” ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রত্যুত্তর। “আমি  
তোমাকে লোকগুহ্য সনাতন ব্রহ্ম বলিব। হে গোতম! মরণপ্রাপ্ত  
আত্মা যাহা বা যে-প্রকার হয় তাহা বলিতেছি। যেমন কস্ম ও যেমন  
জান, মরণপ্রাপ্ত আত্মা তদমুরূপ গতিই প্রাপ্ত হয়। দেহিগণ পুনঃশরীর  
প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয় ।” এ প্রত্যুত্তর জীববিষয়ক।  
নচিকেতা প্রধানের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, মৃত্যুও তাহার স্বরূপ বলেন  
নাই। [অত্রাহ...সামর্থ্যাৎ] এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, জিজ্ঞাসা  
করেন, নচিকেতায় “মনুষ্য মরণ প্রাপ্ত হইলে লোকে যে সন্দেহ করিয়া  
থাকে,—কেহ বলে থাকে, কেহ বলে থাকে না,—অন্তরায় সন্দেহ হয়, সে

কৃত্যতে, কিং বা ততোহন্যোহয়মপূর্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত  
ইতি। কিঞ্চাতঃ। স এবায়াং প্রশ্নঃ পুনরনুকৃত্যত ইতি  
যদ্যচ্যেত তদা দ্বয়োরাশ্রবিষয়োঃ প্রশ্নয়োরেকতাপত্তেরগ্নি-  
বিষয় আশ্রবিষয়শ্চ দ্বাবেব প্রশ্নাবিত্যতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং  
প্রশ্নোপন্যাসাবিতি। অথান্যোহয়মপূর্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত  
ইতি যদ্যচ্যেত ততো যথৈব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নকল্প-  
নায়ামদোষঃ, এবং প্রশ্নব্যতিরেকেণাপি প্রধানোপন্যাস-  
কল্পনায়ামদোষঃ স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে। নৈবং বয়মিহ  
বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নং কক্ষিৎ কল্পয়ামঃ, বাক্যোপক্রম-

মপ্যনন্তত্বং বরপ্রদানে হস্ত মহতঃ পরমব্যক্তিমিত্যাক্ষেপঃ। পরিহরতি—  
“অত্রোচ্যতে নৈবং বয়মিহে”তি। বস্তুতো জীবপরমাশ্রনোরভেদাৎ প্রষ্টব্য-  
ভেদেনৈক এব প্রশ্নঃ। অত এব প্রতিবচনমপ্যেকং হস্তং স্বাস্তবভেদাভি-  
প্রায়ম্। বাস্তবশ্চ জীবপরমাশ্রনোরভেদস্তত্র তত্র শ্রুতাপত্তাসেন ভগবতা  
ভাষ্যাকারেণ দর্শিতঃ। তথা জীববিষয়স্যান্তিহনান্তিৎপ্রশ্নস্যোত্যাदि।  
যেয়ং প্রেত ইতি হি নচিকেতসঃ প্রশ্নমুপশ্রুত্যা তত্তৎকামবিষয়মলোভধাস্য

কারণে আপনি উহার তথ্য বলুন,” যে-আত্মা এই প্রশ্নের জিজ্ঞাস্ত, সেই  
আত্মাই কি “ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত,” ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছেন?  
অথবা অজ্ঞ কোন অভিনব আত্মার স্বরূপ ঐ বাক্যে কথিত বা জিজ্ঞাসিত  
হইয়াছে? পূর্বেক্ত প্রষ্টব্য আত্মাই যদি পরবাক্যে কথিত হইয়া থাকে,  
তাহা হইলে আশ্রবিষয়ক প্রশ্নদ্বয় এক হইয়া পড়ে। সুতরাং এক আশ্র-  
বিষয়ক প্রশ্ন এবং এক অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন, এই দুইটা মাত্র প্রশ্নের বিজ্ঞাস  
হওয়ায় তিন্ প্রশ্নের বিজ্ঞাস, এ কথা সম্ভব হয় না। আর যদি অভিনব  
প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বরপ্রদান ব্যতিরেকেও প্রশ্নের  
কল্পনা করিতে হয়। (অর্থাৎ যম বর দেন নাই, অথচ নচিকেতার প্রশ্ন  
ছিল, এইরূপ অনুমান করিতে হয়।) যদি বরপ্রদান ব্যতিরেকে প্রশ্ন-  
কল্পনা কল্প, তবে, প্রশ্নব্যতিরেকেও প্রধানের কল্পনা (বর্ণন) করিতে পার।  
এই ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত স্থলে আমরা বিনা  
বরপ্রদানে প্রশ্নের কল্পনা করি নাই। বাক্যের উপক্রমের অর্থাৎ প্রারম্ভের

সামর্থ্যাৎ । বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকেতঃসম্বাদরূপা  
বাক্যপুৰুষভিরাসমাগেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে । মৃত্যুঃ কিল  
নচিকেতসে পিত্রা পুহিতায় ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ, নচিকেতাঃ  
কিল তেষাং পুথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বত্রে,  
দ্বিতীয়েনামিবিদ্যাং, তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাং, যেয়ং প্রেত ইতি,  
বরাণামেষ বরন্তু তীয় ইতি লিপ্তাৎ । তত্র যদ্যন্যত্র ধৰ্ম্মা-  
দিত্যন্যোহয়মপূৰ্ব্বঃ প্রশু উত্থাপ্যেত ততো বরপ্রদানব্যতি-  
রেকেণাপি প্রশুকল্পনাদ্বাক্যং বাধ্যত । ননু প্রকৃত্যভেদাদ-  
পূৰ্ব্বোহয়ং প্রশো ভবিতুমৰ্হতি, পূৰ্ব্বো হি প্রশো জীববিষয়ঃ,  
যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেহস্তি নাস্তীতি বিচিকিৎসা-  
ভিধানাৎ, জীবশ্চ ধৰ্ম্মাদিগোচরত্বান্মান্যত্র ধৰ্ম্মাদিতি প্রশু-  
মৰ্হতি, প্রাজ্ঞস্ত ধৰ্ম্মাদ্যতীতত্বাদন্যত্র ধৰ্ম্মাদিতি প্রশুমৰ্হতি,

সামর্থ্যেই আমরা ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। [ বর...লক্ষ্যতে ] ঐ যম-  
নচিকেতা-সংবাদটী বরপ্রদান উপলক্ষ্যে উপলক্ষিত দেখা যায় এবং উহার  
প্রারম্ভ অম্লসারে উহাতে বরপ্রদানের অন্তিম অঙ্কিত হয়। [ মৃত্যুঃ...  
বাধ্যত ] নচিকেতার পিতা নচিকেতাকে মৃত্যুর নিকট প্রেরণ করিলে  
মৃত্যু নচিকেতাকে তিন বর গ্রহণ করিতে অম্বরোধ করেন। নচিকেতা  
প্রথম বরে পিতার সৌমনস্য অর্থঃ প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন, দ্বিতীয়  
বরে অম্বিবিদ্যা, তৃতীয় বরে আত্মবিদ্যা জানিবার প্রার্থনা করিলেন।  
আত্মবিদ্যা বিদিত হওয়াই যে তৃতীয় বর, তাহা “বরাণামেষ বরন্তু তীয়ঃ”  
এই কথাতেই ব্যক্ত আছে। এখন বিবেচনা কর, “বাহা ধৰ্ম্মাদির অতীত  
তাহা আমার বল” এই বাক্য যদি কোন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইত  
তাহা হইলে অবশ্যই বিনা বরপ্রদানে (অর্থাৎ বরপ্রদান বাক্য না  
থাকিলেও) অভিনব প্রশ্ন কল্পিত হওয়ার বাক্যভেদ (দুই বাক্য বা এক  
বাক্যের দুই অর্থ হওয়া) দোষ হইত। [ ননু...গমাং ] যদি বল, জিজ্ঞাত  
বস্ত্ত ভিন্ন, তৎকারণে “অজ্ঞাত ধৰ্ম্মাৎ” প্রশ্নটীও ভিন্ন, অর্থাৎ উহা একটী  
নূতন বা পৃথক প্রশ্ন। নূতন বা পৃথক প্রশ্ন বলিবার কারণ এই যে, মরণের  
পর মনুষ্য থাকে কি-না, এ প্রশ্ন জীববিষয়ক। জীবের ধৰ্ম্মাদি আছে,



তীতি, প্রশ্নচ্ছায়া চ ন সমানা লক্ষ্যতে পূর্বস্যাস্তিত্বনাস্তিত্ব-  
বিষয়ত্বাদুত্তরস্য ধর্মাদ্যতীতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ, তস্মাৎ প্রত্যভি-  
জ্ঞানাভাবাৎ প্রশ্নভেদঃ, ন পূর্বস্যোত্তরত্বানুকর্ষণমিতি  
চেৎ, ন, জীবপ্রাজ্ঞয়োরেকত্বাভ্যুপগমাৎ । ভবেৎ প্রকৃত্য-  
ভেদাৎ প্রশ্নভেদো যদ্যন্যো জীবঃ প্রাজ্ঞাৎ স্যাৎ । ন ত্বন্যত্ব-  
মস্তি তদ্বমসীত্যাदिশ্রুতান্তরেভ্যঃ । ইহ চান্যত্র ধর্মাদি-  
ত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি  
জন্মনরগপ্রতিষেধেন প্রতিপাদ্যমানং শারীরপরমেশ্বরয়োর-  
ভেদং দর্শয়তি । সতি হি প্রসঙ্গে প্রতিষেধো ভাগী ভবতি ।

সুতরাং "যাহা ধর্মাদির অতীত তাহা বলুন" এ প্রশ্ন ও ধর্মাদিবিষিষ্ট  
জীবের প্রশ্ন এক নহে । প্রাজ্ঞ আত্মা ধর্মাদির অতীত, সুতরাং প্রাজ্ঞ  
আত্মাই "অন্তত্র ধর্ম্যাৎ" প্রশ্নের বিষয় । অপিচ, উক্ত উভয় বাক্যের  
সাদৃশ্যও নাই । পূর্ববাক্যের বিষয় "থাকে কি না" এবং পর-বাক্যের  
বিষয় ধর্মাদিবর্জিত বস্তু । সুতরাং সাদৃশ্য নাই । এই সকল কারণে  
বলি, পূর্ববাক্যে যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে পরবাক্যে তাহাই জিজ্ঞাসিত  
হইয়াছে একুপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না । প্রত্যভিজ্ঞার অভাবে উক্ত প্রশ্নদ্বয়  
পরস্পর বিভিন্ন এবং পূর্ববাক্যের জিজ্ঞাস্ত পরবাক্যে পুনরুক্ত বা পুন-  
র্জিজ্ঞাসিত হয় নাই, ইহা স্থির হয় । এই ব্যাখ্যার উপর আমাদের বক্তব্য  
এই যে, ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে । কারণ, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু ।  
[ ভবেৎ...পরমেশ্বরস্য ] প্রষ্টব্যভেদ ও প্রশ্নভেদ আছে, একুপ বলিতে  
পার না । জীব যদি প্রাজ্ঞ আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইত তাহা  
হইলে অবশ্যই প্রষ্টব্যভেদ ও প্রশ্নভেদ হইত । প্রত্যুত্তর বাক্যে জন্ম  
নরগ নিবেশ করায় দেখান হইয়াছে, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু । যাহা  
"ধর্মাতীত তাহা বলুন" এ প্রশ্নের "বিপশ্চিৎ জন্মনরগবর্জিত" এইরূপ প্রত্যু-  
ত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতেই বলা হইয়াছে, জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন,  
ভিন্ন নহে । জীবের শরীরসম্পর্ক থাকার জন্মনরগাদি আছে, কিন্তু  
পরমেশ্বরের তাহা নাই । (যাহার যাহা নাই তাহা তাহার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট  
হইতে পারে না । থাকিলে নিবেশ হয়, না থাকিলে নিবেশ হয় না) ।

প্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরস্য ভবতি ন  
পরমেশ্বরস্ত। তথা—

“স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তুঞ্চ উভৌ যেনানুপশ্যতি।

মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্তা ধীরো ন শোচতি ॥”

ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশৌ জীবস্তেব মহত্ত্ববিভুত্ববিশেষণস্ত  
মননেন শোকবিচ্ছেদং দর্শয়ন্ ন প্রাজ্ঞাদন্তো জীব ইতি  
দর্শয়তি। প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাদ্বি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্ত-  
সিদ্ধান্তঃ। তথা—

“যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদস্বিহ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥” ইতি

জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবদতি। তথা জীববিষয়ম্যাস্তিত্ব-  
নাস্তিত্বপ্রশ্নস্যানন্তরং অন্তং বরং নচিকেতো বৃণীষেত্যারভ্য  
মৃত্যুনা তৈস্তৈঃ কামৈঃ প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতা যদা  
ন চচাল তদৈনং মৃত্যুরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সবিভাগপ্রদর্শনেন

নিষেধের দ্বারা শরীরসম্পর্ক রহিত হইলেই জীবের প্রাজ্ঞতা সিদ্ধ হয়  
[ তথা...সিদ্ধান্তঃ ] শ্রুতি বলিতেছেন, “জীব বে-সাক্ষীর (চৈতন্যের) দ্বারা  
স্বপ্ন জাগ্রৎ উভয় অবস্থা দেখে, অমৃত্যু ভব করে, ধীর ব্যক্তি সেই মহান ও  
বিভূ আত্মার মনন করিয়া, মননের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার করিয়া  
শোকমুক্ত হন।” এই শ্রুতি স্বপ্নজাগ্রদর্শী জীবকেই মহৎ ও বিভূ শবে  
বিশেষিত করিয়াছেন এবং মননেব দ্বারা শোক-মুক্ত হওয়া উপদেশ  
করিয়া প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত জীবের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাণ  
বিজ্ঞানেই শোকের উচ্ছেদ হয়, অপ্রজ্ঞানে নহে। [ তথা...গম্যতে  
আরও কথা আছে। যথা—“যাহা ইহলোকে, তাহাই পরলোকে। যাহা  
পরলোকে, তাহাই ইহলোকে। ঈদৃশ আত্মার যে নানান্ব দর্শন করে  
জ্ঞেদ-বুদ্ধি-উৎপাদন করে, সে মৃত্যু হইতে মরণ প্রাপ্ত হয়।” এই শ্রুতি  
ভেদ দর্শনের নিন্দা করিয়াছেন। অপিচ, নচিকেতা জীববিষয়ক অধি-  
নাস্তি প্রশ্ন করিলে যম “তুমি অস্ত্র বর প্রার্থনা কর” এইরূপ বাক্য না

বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনে চ বিদ্যাভীষ্মিনং নচিকেতসং  
মন্ত্রে ন হ্য কামা বহবোহলোলুপন্তেতি প্রশস্য প্রশ্নমপি  
তদীয়ং প্রশংসন্ যদুবাচ,—

“তং দুর্দর্শং গুঢ়মনুপ্রবিষ্টং

গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্ ।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধীরো হর্বশোকো জহাতি ॥” ইতি ।

তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদ এবৈব বিবক্ষিত ইতি  
গম্যতে । যৎপ্রশ্ননিমিত্তঞ্চ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রত্য-  
পদ্যত নচিকেতা যদি তং বিহায় প্রশংসানন্তরমন্যমেব প্রশ্ন-

প্রতীত্য মৃত্যুর্বিদ্যাভীষ্মিনং নচিকেতসং মন্ত্ৰ ইত্যাদিনা নচিকেতসং প্রশস্ত  
প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্নস্মিন্ প্রশ্নে ব্রহ্মবোত্তরমুবাচ ।—“তং দুর্দর্শমি”তি ।  
যদি পুনর্জীবাং প্রাজ্ঞো ভিদ্যেত জীবগোচরঃ প্রশ্নঃ প্রাজ্ঞগোচরকোত্তরমিতি  
কিং কেন সম্ভজেৎ । অপি চ যদ্বিষয়ং প্রশ্নমুপশ্রত্য মৃত্যুনৈব প্রশংসিতো  
নচিকেতা যদি তমেব ভূয়ঃ পৃচ্ছেত্তত্ত্বত্রে চাবদধ্যাৎ ততঃ প্রশংসা দৃষ্টার্থা  
ত্ৰাং প্রশ্নান্তরে অসাবস্থানে প্রসারিতা সত্যাদৃষ্টার্থা স্মাদিত্যাহ ।—“যং  
প্রশ্নে”তি । যস্মিন্ প্রশ্নো যং প্রশ্নঃ । শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

প্রলোভনে প্রলোভিত করিলেও নচিকেতা যখন কিছুতেই চলচ্চিত্ত না  
হইলেন, তখন তিনি অভ্যাস ও নিঃশ্রেয়স্ ( স্বর্গ ও মোক্ষ ) এই দুই বিভাগ  
প্রদর্শন পূর্বক বিদ্যা ও অবিদ্যা উপদেশ করিলেন এবং নচিকেতাকে  
বিদ্যার্থী জামিয়া তদীয় প্রশ্নের প্রশংসা করিলেন । পরে বলিলেন, “ধীর-  
গণ সেই দুর্দর্শ গুঢ় অনুপ্রবিষ্ট গুহাহিত গহ্বরেষ্ট পুরাতন দেবকে মনন  
করতঃ অধ্যাত্ম যোগে জ্ঞাত হইয়া শোকহর্ব্বর্জিত হন ।” \* এই  
প্রতির বিবক্ষিত জীবৈশ্বর্যের অভেদ । [ যৎ...বস্মাদিতি ] নচিকেতা  
যে-প্রশ্নের নিমিত্ত মৃত্যুর নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন সে প্রশ্ন পরিত্যাগ

\* দুর্দর্শ = দুঃখে অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা দৃশ্য হইন, বাভাবিক জ্ঞানের দৃশ্য নহেন । মৃত্যুরাং  
গুঢ় = অর্থাৎ দুর্লভ্য । অনুপ্রবিষ্ট = দেহে জীবকঃপ অবস্থিত । গুহাহিত = বুদ্ধিতে নিহিত ।  
গহ্বরেষ্ট = বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত । পুরাতন = জন্মবর্জিত ।

মুগন্ধিপেৎ অস্থান এব সা সৰ্ব্বা প্রশংসা প্রসারিতা স্যাৎ।  
তস্মাৎ, যেয়ং প্রেত ইত্যসৌব প্রশ্নসৌভদুর্কৰ্ণমশ্রুত  
ধৰ্ম্মাদিতি। যত্নু প্রশ্নচ্ছায়াবৈলক্ষণ্যমুক্তং তদদূষণম্। তদীয়-  
সৌব বিশেষস্য পুনঃ পৃচ্ছ্যমানহাৎ। পূৰ্ব্বত্র হি দেহাদিব্যতি-  
রিক্তস্যাত্মনোহস্তিত্বং পৃষ্ঠং উত্তরত্র তু তসৌবাসংসারিত্বং  
পৃচ্ছ্যত ইতি। যাবদ্ধ্যবিদ্যা ন নিবৰ্ত্ততে তাবদ্ধৰ্ম্মাদিগোচ-  
রত্বং জীবস্য জীবত্বঞ্চ ন নিবৰ্ত্ততে। তন্নিবৰ্ত্তনে ন তু প্রাজ্ঞ  
এব তত্ত্বমসীতি ত্রুত্যা প্রত্যায্যতে। ন চাবিদ্যাবদ্বৈ  
তদপগমে চ বস্তুনঃ কশ্চিদ্বিশেষোহস্তি। যথা কশ্চিৎ  
সন্তমসে পতিতাং কাঞ্চিদ্রজ্জুমহিং মন্যমানো ভীতো বেপ-  
মানঃ পলায়তে, তঞ্চাপরো ক্রয়াৎ মাভৈষীঃ, নায়মহীরজ্জু-

করিয়া যদি প্রশান্তর করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই যত্নাকৃত সমস্ত  
প্রশংসা ব্যর্থ হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। অতএব, ইহা অবশ্য  
স্বীকার্য যে, “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যো” এই প্রশ্নের প্রস্তাবই “অশ্রুত  
ধৰ্ম্মাৎ” এই বাক্যে অন্বকৃষ্ট হইয়াছে। [যত্নু...প্রত্যায্যতে] বলিয়া  
ছিলে, প্রশ্নবাক্যের বৈলক্ষণ্য আছে; আমরা বলি, তাহা নাই। ঐ স্থলে  
বাক্যের আকার গত সাদৃশ্য না থাকা দোষ নহে। কারণ এই যে, “অশ্রুত  
ধৰ্ম্মাৎ” এই বাক্যে নচিকৈতা কর্তৃক পূৰ্ব্বজিজ্ঞাস্ত্রের বিশেষ ভাবটি পুন-  
র্জিজ্ঞাসিত হইয়াছে মাত্র। পূৰ্বে দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব, পরে তাহার  
অসংসারিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। যত কাল না অবিদ্যাবিনাশ হয়, ততকাল  
জীবত্ব এবং ততকাল ধৰ্ম্মধৰ্ম্মের অধিকার। অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই  
“তত্ত্বমসি” বাক্য আত্মার প্রাপ্ততা (বিশুদ্ধচিত্তপতা) বোধ করায়।  
[ন চ...দ্রষ্টব্যম্] অবিদ্যাকালে ও তাহার অভাবকালে বস্তুর কোনরূপ  
বিশেষ (তারতম্য) ঘটনা হয় না। আত্মা অবিদ্যাকালে যজ্ঞপ, অবিদ্যার  
অভাবকালেও তজ্ঞপ। মন্দাকার-মগ্ন রজ্জুতে সৰ্প দ্রাস্ত হইয়া ভীত ও  
পলায়নপর হইলে যদি কেহ বলে, “ভয় নাই, উহা রজ্জু, সৰ্প নহে, তাহা  
হইলে তাহার সৰ্পভয় পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং অজ্ঞকল্পাদিও নিবৃত্তি  
হয়। যৎকালে রজ্জুতে সৰ্পবুদ্ধি ছিল তৎকালে ও সৰ্পবুদ্ধির অপগম কালে

রেবেতি, স চ তদুপশ্রুত্যাহিকৃতং ভয়মুৎসৃজেৎ হেপথুং  
পলায়নঞ্চ, ন চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্তুনঃ কশ্চি-  
দ্বিশেষঃ স্যাৎ, তথৈবেতদপি দ্রষ্টব্যম্। ততশ্চ ন জায়তে  
ত্রিয়তে বেত্যেবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্বপ্রশ্নস্য পুতি-  
বচনম্। সূত্রস্তুবিদ্যাকল্পিতজীবপ্রাক্তভেদাপেক্ষয়া যোজয়ি-  
তব্যম্। একত্বেহপি স্থান্যবিষয়স্য প্রশ্নস্য প্রায়ণাবস্থায়্যাং  
ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচিকিৎসনাং কর্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবান-  
পোহনাচ্চ পূর্বস্য পর্যায়স্য জীববিষয়ত্বমুৎপ্রেক্ষ্যতে, উক্ত-  
রস্য তু ধর্মাদ্যাত্ম্যসঙ্কীর্ণনাং প্রাক্তবিষয়ত্বমিতি, ততশ্চ  
যুক্তাহ্মিজীবপরমাত্মকল্পনা। প্রধানকল্পনায়ান্ত ন বর-  
প্রদানং ন প্রমো ন প্রতিবচনমিতি বৈষম্যং স্যাৎ ॥ ৬ ॥

### মহদ্বচ ॥ ৭ ॥ \*

রজ্জুর স্বরূপে কোন ইতরবিশেষ ঘটনা হয় নাই। যাহা রজ্জুর স্বরূপ তাহা  
উভয়কালেই সমান। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি অবিদ্যাকালের ও  
তাহার অভাবকালের আত্মা ইতর বিশেষ বর্জিত জানিবে। [ ততশ্চ...  
স্যাৎ ] “বিপশ্চিৎ জন্মেন না, মরেন না,” এ সকল কথাও অস্তিনাস্তি  
প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। জীব ও প্রাক্ত এক নহে, ভিন্ন, এ ভাব অবিদ্যাকল্পিত।  
সেই কল্পিত ভাব বা ভেদ লইয়াই সূত্রের অর্থ সঙ্গত করা হয়। মৃত্যুকালীন  
আত্মসম্বন্ধীয় সংশয় উত্থাপন করায় এবং কর্তৃত্বাদি সংসারধর্মের নিষেধ  
করায় বুঝিতে হইবে, পূর্ববাক্যের বিষয় জীবরূপ এবং পর বাক্যের  
বিষয় স্বরূপ। অতএব, উদাহৃত শ্রুতিতে অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই  
তিনের কল্পনা করাই উচিত। যদি প্রধানের কল্পনা কর, তাহা হইলে  
বরপ্রদান ও প্রশ্ন সমান হইবে না। (সমান না হইলেই প্রশ্নাতুল্য হইবে  
পরন্তু তাহা কাহার দীপ্তি বা স্বীকার্য্য নহে)।

\* মহাবৎ মহচ্ছন্দঃ। শ্রোতোহব্যাক্তশব্দো ন সাংখ্যসাধারণতত্ত্বগোচরো বৈদিকশব্দ-  
বাৎ মহচ্ছন্দঃবদিত্তি সূত্রার্থঃ।—যেমন শ্রুতান্ত মহৎশব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে,  
তেমনি, বৈদিক অব্যাক্ত শব্দও সাংখ্যাভিপ্রেরিত তত্ত্বের (প্রকৃতির) বোধক নহে।

যথা মহচ্ছব্দঃ সাঐশ্যঃ সত্তামাত্রোহপি প্রথমজে প্রযুক্তো  
ন তমেব বৈদিকেহপি প্রয়োগেহভিধত্তে । বুদ্ধেরাত্মা মহান্  
পরঃ, মহান্তঃ বিভূমাত্মানং, বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্,  
ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিভ্যো হেতুভ্যঃ । তথা-  
হব্যক্তশব্দোহপি ন বৈদিকে প্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমর্হতি ।  
অতশ্চ নাস্ত্যানুমানিকস্য স্মার্তস্য শব্দবদ্ব্যম্ ॥ ৭ ॥

### চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥ \*

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দত্বং প্রধানস্যাসিদ্ধমিত্যাহ ।  
কস্মাৎ । মন্তবর্ণাৎ,—

অনেন সাংখ্যপ্রসিদ্ধৈকৈদিকপ্রসিদ্ধা বিরোধায় সাংখ্যপ্রসিদ্ধিরেদ  
আদর্ভব্যোক্ত্যম্ । সাংখ্যানাং মহত্ত্বং সত্তামাত্রং পুরুষার্থক্রিয়াক্রমম্ ।  
সত্তস্য ভাবঃ সত্তা তন্মাত্রং মহত্ত্বমিতি । যা যা পুরুষার্থক্রিয়া শব্দাত্মপ-  
ভোগলক্ষণা চ সর্বপুরুষাত্মতাখ্যাতিলক্ষণা চ সা সর্বা মহতি বুদ্ধৌ সমাপ্যত  
ইতি মহত্ত্বং সত্তামাত্রমুচ্যত ইতি ।

সাংখ্যকার যে-অর্থে মহৎ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, বৈদিক মহৎ-শব্দ  
সে অর্থে প্রযুক্ত নহে । কারণ এই যে, “বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ”  
“আত্মা মহান্ ও বিভূ” “আমি মহান্ পুরুষকে জানি” ইত্যাদি ইত্যাদি  
প্রয়োগে মহৎশব্দের বিশেষণে আত্মা ও পুরুষ শব্দ আছে । (আত্মাদি  
বিশেষণ থাকায় বৈদিক মহৎ-শব্দ সাংখ্যাভিমত দ্বিতীয়-তত্ত্বের বোধক  
নহে) । যেমন বৈদিক মহৎশব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে,  
তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের (প্রকৃতির) বোধক  
নহে । কাষেই বলিতে হয়, সাংখ্যস্বত্বাক্ত অব্যক্তাদি শব্দের বৈদিকত্ব  
নাই ।

প্রধানবাদী পুনর্বার বলিবেন, প্রধান অবৈদিক নহে । কারণ, বেদ-

\* ঋতাবজ্ঞাশব্দঃ প্রধানাভিপ্রায়েণোক্ত ইতি নিয়ন্তঃ ন শক্যতে অবিশেষাৎ বিশেষাব-  
ধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ যথা চমস-শব্দ ইত্যর্থঃ ।—ঋতুক্ত অজ্ঞা-শব্দ প্রধানার্থেই প্রযুক্ত  
হইয়াছে, অজ্ঞ অর্থে নহে, ইহা নিয়ম পূর্বক বলিতে পার না । কারণ, সেরূপ নিশ্চয়্যার্থের  
পোষক প্রমাণ নাই ।

“অজামেকাং লোহিতশুক্রকৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ স্বজমানাং স্বরূপাঃ।

অজো হেকো জুযমাণোহনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যাঃ ॥” ইতি।

অত্র হি মস্ত্রে লোহিতশুক্রকৃষ্ণশব্দৈরজঃসদ্বতমাংস্য-  
ভিধীয়ন্তে। লোহিতং রজঃ রঞ্জনাশ্লকত্বাৎ। শুক্রং সদ্বৎ  
প্রকাশীশ্লকত্বাৎ। কৃষ্ণং তমঃ আবরণাশ্লকত্বাৎ। তেষাং  
সাম্যাবস্থাবয়বধর্মৈর্ব্যপদিশ্যতে লোহিতশুক্রকৃষ্ণেতি। ন  
জায়ত ইতি চাজা স্যাৎ, মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যুপগমাৎ।

অজাশব্দো যদ্যপি ছাগায়াং রুচস্তথাপ্যাখ্যাবিদ্যাধিকারায় তত্র বর্জিত-  
মহিতি। তস্মাজ্জটেরসস্তবাং যোগেন বর্জয়িতব্যঃ। তত্র কিং স্বতন্ত্রং  
প্রধানমেনে ন মন্ত্রবর্ণনানুদাতামুত পারমেশ্বরী মায়াশক্তিতেজোবলব্যাক্রিয়া-  
কারণমুচ্যতাম্। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। প্রধানমেবেতি। তথাহি।—যাদৃশং  
প্রধানং সাংখ্যৈঃ স্বর্ধ্যতে তাদৃশমেবাস্মিন্নন্যানানতিরক্তং প্রতীয়তে। সা  
হি প্রধানলক্ষণা প্রকৃতির্ন জায়ত ইত্যাজা চ একা চ লোহিতশুক্রকৃষ্ণা চ।  
যদ্যপি লোহিতত্বাদয়ো বর্ণা ন রজঃপ্রভৃতিনু সন্তি, তথাপি লোহিতং কুসু-  
মাদি রঞ্জয়তি রজো হপি রঞ্জয়তীতি লোহিতম্। এবং প্রসঙ্গং পাথঃ শুক্রং  
সদ্বদপি প্রসঙ্গমিতি শুক্রম্। এবমাবরকং মেঘাদি কৃষ্ণং তমোপ্যাবরকমিতি  
কৃষ্ণম্। পরেণাপি নাব্যাকৃতস্য স্বরূপেণ লোহিতত্বাদিযোগে অস্থেয়ঃ কিস্ত

মস্ত্রে প্রধানার্থক অজাশব্দ আছে। যথা—“কোন কোন অজ (আত্মা)  
লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণ-বর্ণা ও স্বদৃশ বহু সম্ভব প্রদর্শিনী অজার প্রতি  
প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তাহারই অনুরূপ হইয়া আছে। অন্য অজ তাহাকে ভোগ  
করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে।” এই মস্ত্রে যে লোহিত শুক্র কৃষ্ণ শব্দ আছে,  
তাহার অর্থ রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ। রঞ্জন গুণ অনুসারে লোহিত-শব্দের অর্থ  
রজঃ, প্রকাশ গুণ সাম্যে শুক্রশব্দের অর্থ সত্ত্ব, আবরণস্বভাবহেতু কৃষ্ণ-  
শব্দের অর্থ তমঃ। যদিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ অজা এক, তথাপি,  
অবয়ব ধর্ম অনুসারে তিন (লোহিত, শুক্র, কৃষ্ণ)। [ন জায়ত...ইত্যর্থঃ]  
যেহেতু জন্মে নাই, সেই হেতু অজা। সাংখ্যও স্বীকার করেন, মূল-প্রকৃতি

নমজাশব্দঃ ছাগায়াং রূঢ়ঃ । বাঢ়ম্ । সা তু রুঢ়িরিহ নাশ্র-  
য়িতুং শক্যা বিদ্যাপ্রকরণাৎ । সা চ বহ্বীঃ প্রজ্ঞাত্ৰৈগুণ্যা-  
ম্বিকা জনয়তি । তাং প্রকৃতিং অজো হ্যেকঃ পুরুষঃ জুষমাণঃ  
পুীয়মাণঃ সেবমানো বাহনুশেতে—তামেবা বিদ্যায়া আত্মত্বে-  
নোপগম্য স্থখী দুঃখী মুচ্যেৎ হিমিত্যবিবেকিতয়া সংসরতি ।

তৎকাথ্যস্য তেজোবলস্য রোহিতত্বাদিকারণ উপচরণীয়ম্ । কার্যসারূপেণ  
বা কারণে করনীয়ং তদস্মাকমপি তুল্যম্ । জ্ঞাজো হ্যেকো জুষমাণো হুশেতে  
জহাতেত্যনং ভুক্তভোগামজোহন্ত' ইতি ত্বাত্ত্বভেদপ্রবণাৎ সাংখ্যাত্ত্বতেরেবাত্র  
মন্তব্যং প্রত্যভিজ্ঞানং ন অব্যাকৃতপ্রক্রিয়ায়াঃ । তত্ত্বাত্ত্বৈকাত্মাত্ম্যভ্যুপগমে-  
নাত্ত্বভেদাভাবাৎ । তস্মাৎ স্বতন্ত্রং প্রধানং নাশ্রম্যমিতি প্রাপ্তম্ । তেবাং  
সাম্যাবস্থা অবয়বধর্মৈরिति । অবয়বাঃ প্রধানসৌকম্য সত্ত্বরজস্তমাংসি  
তেবাং ধর্ম লোহিতবাদয়ৈরिति । “প্রজ্ঞাত্ৰৈগুণ্যাবিতা” ইতি । সুখ-  
দুঃখমোহাদ্বিকারঃ । তথাহি ।—মৈত্রদ্বারেষু নর্শদায়াং মৈত্রস্য সুখং তৎ কস্য  
হেতোস্তং প্রতি সত্ত্বসমুদ্ভবাৎ । তথা চ তৎসপত্নীনাং দুঃখং তৎ কস্য  
হেতোস্তাঃ প্রতি রজঃসমুদ্ভবাৎ । তথা চৈত্রস্য তামবিন্দতো মোহো বিষাদঃ  
স কস্য হেতোস্তং প্রতি তমঃসমুদ্ভবাৎ । নর্শদয়া চ সর্কে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ ।  
তদিদং ত্রৈগুণ্যাবিতত্ত্বং প্রজ্ঞানাম্ । অহুশেত ইতি ব্যাচটে ।—“তামেবা-  
বিদ্যায়ে”তি । বিষয়া হি শব্দাদয়ঃ প্রকৃতিবিকারাত্রৈগুণ্যেন সুখদুঃখমোহা-  
জ্ঞান ইন্দ্রিয়মনোহঙ্কারপ্রণালিকয়া বুদ্ধিসত্ত্বমুপসংক্রামন্তি । তেন তদ্বুদ্ধি-  
সত্ত্বং প্রধানবিকারঃ সুখদুঃখমোহাদ্বিকং শব্দাদিরূপেণ পরিণমতে । চিতি-  
শক্তিস্বপরিণামিত্ত্ব প্রতিসংক্রম্যপি বুদ্ধিসত্ত্বাদাত্মনো বিবেকমবগম্যমানা বুদ্ধি-  
বৃত্ত্যেব বিপর্যাসেনাবিদ্যায়া বুদ্ধিহীন সুখাদীন আত্মত্বভিন্নত্বাৎ সুখাদি-  
মতীভবতি । তদিদমুক্তং স্থখী দুঃখী মুচ্যেৎ হিমিত্যবিবেকিতয়া সংসর-  
ত্যেকঃ । সত্ত্বপুরুষাত্ত্বাত্ম্যাসিনুস্মূলিতনিখিলবাসনাবিদ্যাহুবুদ্ধিব্রহ্মনো জহা-

বিকারবর্জিত । অর্থাৎ তাহার জন্ম নাই । জন্ম নাই বলিয়া অজ্ঞা ।  
স্বীকার করি, অজ্ঞাশব্দ ছাগী অর্থে রূঢ়, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিদ্যা প্রকরণে  
সে অর্থের গ্রহণ নাই । ত্রিগুণা অজ্ঞা ত্রিগুণা বহুপ্রজ্ঞা প্রসব করিতেছে ।  
অজ অর্থাৎ জন্মবর্জিত পুরুষ সেই অজ্ঞানাত্মী প্রকৃতির সেবা (ভোগ)  
করতঃ অহুশয়িত হইতেছে । অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ তাহঁর অজ্ঞাকে আপনার



অন্যঃ পুনঃ অজঃ পুরুষঃ উৎপন্নবিবেকজ্ঞানো বিরক্তো  
জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরি-  
ত্যজতি মুচ্যত ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা  
কাপিলানামিত্যেব প্রাপ্তে ক্রমঃ । নানেন মন্ত্ৰেণ শ্রুতি-  
মূলত্বং সাংখ্যবাদস্য শক্যমাশ্রয়িতুম্ । ন হুয়ং মন্ত্ৰঃ স্বাত-  
ন্ত্ৰ্যেণ কঞ্চিদপি বাদং সমর্থয়িতুমুৎসহতে । সর্বত্রাপি যয়া  
কয়াচিৎ কল্পনয়াহজাতাদিসম্পাদনোপপত্তেঃ সাংখ্যবাদ এবো-  
হাভিপ্রেত ইতি বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ ।  
যথাহি, অৰ্বাখিলশ্চমস উৰ্দ্ধবুধ ইত্যগ্নিমন্ত্ৰে স্বাতন্ত্ৰ্যেণাহুয়ং  
নামাসৌ চমসোহভিপ্রেত ইতি ন শক্যতে নিয়ন্তুং সর্বত্রাপি

তোনাং প্রকৃতিম্ । তদ্বিমুক্তং “অন্তঃ পুনঃ”রিতি । ভুক্তভোগামিতি  
ব্যাচষ্টে ।—কৃতভোগাপবর্গাম্ । শব্দাত্মাপলক্ষিভোগঃ । গুণপুরুষাত্ম-  
খ্যাতিরপবর্গঃ । অপবৃজ্যতে হি তয়া পুরুষ ইতি ।—এবং প্রাপ্তে হি ভিত্তীয়তে ।  
ন তাবৎ অজ্ঞো হেকো জ্বমাণোহুশেতে জহাতোনাং ভুক্তভোগামজ্ঞোহু  
ইত্যেতদ্ব্যভেদপ্রতিপাদনপরমপি তু সিদ্ধমাত্মভেদমনু্য বন্ধমোকৌ প্রতি-  
পাদয়তীতি স চানুদিতো ভেদঃ—

ভাবিয়া হুৎ হুৎ মোহ অহুভব করতঃ সংসারী হইতেছে । আবার অন্ত  
অজ অর্থাৎ জন্মরহিত পুরুষ বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেছে ।  
অর্থাৎ প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে পরিমুক্ত ও স্বস্থ হইতেছে । [ তস্মাৎ...  
শ্রয়িতুম্ ] যেহেতু শ্রুতিতে ঐ সকল কথা আছে সেই হেতু স্বীকার করা  
উচিত, সাংখ্যের প্রধান শ্রুতিমূলক । এই পূর্বেপক্ষের প্রত্যুত্তরে আমরা  
বলি, উদাহৃত মন্ত্ৰের দ্বারা সাংখ্যমন্ত্ৰের শ্রুতিমূলকতা নিশ্চয় হয় না ।  
[ ন হুয়ং...নিয়ন্তুম্ ] ঐ মন্ত্ৰ স্বাধীনভাবে কোনও মত সমর্থন করে না ।  
কারণ, অন্ত অর্থের কল্পনা করিলেও অজ্ঞানদের ব্যাপত্তি বজায় থাকে ।  
প্রদর্শিত মন্ত্ৰের অজ্ঞা-শব্দ যে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি অর্থেই প্রযুক্ত, অন্ত  
অর্থে নহে, এরূপ নিশ্চয় করিবার জন্য কোনরূপ বিশিষ্ট কারণ নাই ।  
ঐ অজ্ঞা-শব্দ চমস-শব্দের সদৃশ আনিবে । বেদ মন্ত্ৰে আছে, চমস অধো  
গতীর ও উর্দ্ধে উচ্চ । এতদ্বারা নিশ্চয় হয় না যে অমুক বস্তুর চমস,

যথাকথঞ্চিদব্বাখিলত্বাদিকল্পনোপপত্তেঃ । এবমিহাপ্যবিশে-  
ষোহজামেকামিত্যস্য মন্ত্রস্য । নান্মিহাশ্রে প্রধানমেবাজাভি-  
প্রোতেতি শক্যতে নিয়ন্তুম্ । তত্র ত্বিদং তচ্ছির এষ হব্বা-  
খিলশ্চমস উর্দ্ধবুধ ইতি বাক্যশেষাচমসবিশেষপ্রতিপত্তি-  
র্ভবতি, ইহ পুনঃ কেয়মজা প্রতিপত্তব্যোতি অত্র ক্রমঃ ॥৮॥

**জ্যোতিরূপক্রমা তু তথা হৃদীয়ত একে ॥ ৯ ॥\***

পরমেশ্বরাত্মপন্ন জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোহবম্বলক্ষণা

‘একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্তরাত্মা’ ইত্যাদিশ্রুতি-  
ভিরাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরাভির্কিরোধ্যং কাল্লনিকোহবতিষ্ঠতে । তথা চ  
ন সাংখ্যপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যজাবাক্যং চমসবাক্যবৎ পরিপ্লবমানং  
ন স্বতন্ত্রপ্রধাননিশ্চয়্য পর্যাণুম্ । তদ্বদমুক্তং হত্রকৃত্য চমসবদবিশেষাদিত্যে  
উত্তরস্বতন্ত্রমবতারয়িতুং শক্যতে—তত্র ত্বিদং তচ্ছির ইতি । হত্রমবতারয়তি ।—  
অত্র ক্রমঃ—

সর্বশাখাপ্রত্যয়মেকং ব্রহ্মেতি স্থিতে শাখাত্তরোক্তরোহিতাদিগুণ-

অত্র কিছু চমস নহে । অধোগভীর যে কোন স্থান ( গিরিগুহাদি )  
সমস্তই চমস হইতে পারে । অজা-শব্দকেও ঐরূপ অনির্দিষ্টবাচী জানিবে ।  
উহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে সাংখ্যভিমত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পায় না ।  
[ তত্র...ক্রমঃ ] অতএব, যেমন চমস-মন্ত্রের শেষে “ইহা তাহারই মন্তক ।  
যেহেতু ইহা অধঃস্থানিত ও উপরি উচ্চ, সেই হেতু ইহা চমস” এইরূপ বাক্য  
ধাকায় তদ্বারা নির্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি ও নিশ্চয় হয়, তেমনি, বাক্যা-  
ন্তরের দ্বারা অজা-শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় হইবে । যে বাক্যের দ্বারা অজা-  
শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় হয় তাহা বলা যাইতেছে ।

পরমেশ্বরোৎপন্ন জ্যোতিঃ প্রভৃতি অর্থাৎ তেজ, অপ্, অন্ন ( পৃথিবী ),

\* জ্যোতিরূপক্রমা তু জ্যোতিরাদ্যা এব অজা প্রতিপত্তব্যা । হি যতঃ একে শাসিনঃ,  
তথা অধীযতে আমনস্তি ।—পরমেশ্বরোৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতি ( তেজঃ জল ও পৃথিবী )—যাহা  
মূল স্বষ্টির উপাদান—তাহাই অজা-মন্ত্রের অজা । কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখা  
( ছান্দোগ্য ) তেজ অপ্ ও অন্নের উৎপত্তি বলিয়া সেই উৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতিকে যথাক্রমে  
লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ।

চতুর্বিধভূতগ্রামস্য প্রকৃতিভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা । তু-  
শব্দোহবধারণার্থঃ । ভূতত্রয়লক্ষণৈবেয়মজা বিজ্ঞেয়া ন  
গুণত্রয়লক্ষণা । কস্মাৎ । তথা হেকে শাখিনস্তেজো-  
হবমানাং পরমেশ্বরাত্মপতিমান্নায় তেষামেব রোহিতাদি-  
রূপতামামনন্তি, যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসন্তদ্রূপং যচ্ছুরূপং  
তদপাং যৎকৃষ্ণং তদগ্নস্য ইতি । তাগ্নেবেহ তেজোহব-  
মানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, রোহিতাদিশব্দসামান্যাত্, রোহি-  
তাদীনাং শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ, ভাস্কত্বাচ্চ গুণ-

যোগিনী তেজোবললক্ষণা জরায়ুজাওজস্বদজ্যোতিজ্জচতুর্বিধভূতগ্রামপ্রকৃতি-  
ভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা । রোহিতগুরুকৃষ্ণামিতি রোহিতাদিরূপতয়া তস্যা  
এব প্রত্যভিজ্ঞানায় তু সাংখ্যপরিকল্পিতা প্রকৃতিঃ । তস্যা অপ্ৰামাণিকতয়া  
শ্রুতহাস্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ রঞ্জনাদিনা চ রোহিতাত্ম্যপচারস্ত সতি মুখ্যার্থ-  
সম্ভবেহযোগাৎ । তদ্বিদমুক্তং “রোহিতাদীনাং শব্দানামি”তি । অজ্ঞাপদস্ত  
চ সমুদায়প্রসিদ্ধিপরিত্যাগেন ন জায়ত ইত্যবয়বপ্রসিদ্ধ্যাশ্রয়েণ দোষ-  
প্রসঙ্গাৎ । অত্র তু রূপককল্পনয়া সমুদায়প্রসিদ্ধিরেবানপেক্ষায়াঃ স্বীকারাৎ ।

এতন্মামক ভূতত্বম্—যাহা চতুঃপ্রকার জীবদেহের উপাদান, শ্রুতি তাহা-  
কেই অজ্ঞা বলিয়াছেন । তু-শব্দে নিশ্চয় । নিশ্চিত ত্বম্ভূতত্রয়ই অজ্ঞা ।  
কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখায় (ছান্দোগ্য উপনিষদে), পরমেশ্বর  
হইতে তেজ, অগ্নি ও অন্নর উৎপত্তি এবং সে গুলির যথাক্রমে লোহিত,  
গুরু ও কৃষ্ণ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে । যথা—“অগ্নির যে রক্তরূপ—তাহা  
তেজের । অগ্নির যে গুরুরূপ,—তাহা জলের । অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ—তাহা  
অগ্নির অর্থাৎ পৃথিবীর ।” [ তান্যোবেহ...অবগমাৎ ] ছান্দোগ্যে যেগুলির  
(তেজঃ প্রভৃতির) উপদেশ হইয়াছে, সেই গুলিই অজ্ঞামস্ত্রে লোহিত-গুরু-  
কৃষ্ণ নামে বর্ণিত ও অজ্ঞা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাত হয় ।  
লোহিত, গুরু, কৃষ্ণ, এই শব্দত্রয়ের সমানতাই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের কারণ ।  
(অজ্ঞামস্ত্রে লোহিত-গুরু-কৃষ্ণ-বর্ণ বিশিষ্ট অজ্ঞা, ছান্দোগ্যেও লোহিত-গুরু-  
কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ভূতত্বম্) । অপিচ, তেজঃ প্রভৃতি শব্দ রূপবিশেষই রূঢ়,  
তজ্জন্ম রূপ অর্থই উহাদের মুখ্য অর্থ । গুণ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহা গৌণ অর্থ

বিষয়ত্বস্য অসন্দিগ্ধেন চ সন্দিগ্ধস্য নিগমনং ন্যায্যং মন্যন্তে,  
তথেহাপি, ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিংকারণং ব্রহ্ম ইত্যুপ-  
ক্রম্য তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বশৃণে-  
নিগূঢ়ামিতি। পারমেশ্বর্য্যাশ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যা  
বাক্যোপক্রমেহবগমাৎ। বাক্যশেষেহপি—

‘মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাশ্রায়িনস্তু মহেশ্বরম্’। ইতি।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক ইতি চ তস্যা এবাব-  
গমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্ৰেণা-  
শ্রায়ত ইতি শক্যতে বক্তুম্। প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবী  
শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্ৰে-

অপি চারমপি ঐতিকলাপোহস্মদর্শনাত্মগুণো ন সাংখ্যস্বতন্ত্রগুণ ইত্যাহ।—  
“তথেহাপী”তি। “কিংকারণং ব্রহ্মৈত্যুপক্রম্য”তি। ব্রহ্মব্রহ্মণং তাব-  
জ্জগৎকারণং ন ভবতি বিগুঢ়তাত্ম্য। যথাহঃ—

‘পুরুষস্য চ শুদ্ধস্য নাশ্চক্কা বিরুতির্ভবেৎ।’

ইত্যশ্রয়তীযং ঐতিঃ। পৃচ্ছতি।—কিংকারণং যন্ত ব্রহ্মণো জগৎ-  
পত্তিস্তৎ কিংকারণং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ। তে ব্রহ্মবিদো ধ্যানযোগেনাশ্রানং গতঃ  
প্রাপ্তা অপশ্যন্তি যোজনা। “যো যোনিং যোনিমি”তি। অবিদ্যাশক্তি-

হয়। যে অর্থে সন্দেহ নাই সেই অর্থের দ্বারা ই সন্দিগ্ধ অর্থের সন্দেহভঞ্জন  
করা উচিত। ছান্দোগ্যে “ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম কোন্ কারণ(শক্তি)-  
বিশিষ্ট?” এই বাক্যের পরে “তাহারা ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন, জানিয়া-  
ছেন, আত্মদেবের শক্তি গুণের দ্বারা আবৃত।” এই বাক্য আছে। এই  
বাক্যে জগৎকর্ত্তী ঐশী শক্তির উপদেশ হইরাছে। [বাক্য...বক্তুম্] ঐ  
প্রস্তাবের শেষ বাক্যও অবিদ্যার উপদেশ আছে। যথা—“মায়াই প্রকৃতি  
এবং তদবিস্তীর্ণা পরমেশ্বর. ইহা জ্ঞাত হইবে।” “যিনি প্রত্যেক যোনিতে  
(প্রত্যেক প্রকৃতিতে) অধিষ্ঠিত।” এ সকল প্রমাণ সত্ত্বে অজা-মন্ত্ৰে অজা  
শব্দে সাংখ্যসম্মত প্রধান-নামক স্বতন্ত্র পদার্থ অভিহিত হইরাছে, এরূপ  
বুলিতে পারিবে না। [প্রকরণাৎ...মুক্তম্] প্রকরণ অনুসারেও হির  
হয়, জানা যায়, যাহা অব্যাকৃতনামরূপিনী বীজশক্তি—যাহা ব্যক্ত জগতের

গান্নায়ত ইত্যাচ্যতে । তস্যাশ্চ অবিকারবিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ  
ত্রৈরূপ্যযুক্তম্ । কথং পুনস্তেজোহবমানাত্রৈরূপ্যেণ ত্রিরূপা-  
হজা প্রতিপত্তুং শক্যতে । যাবতা ন তাবন্তেজোহবম্বেষ-  
জাকৃতিরস্তি । ন চ তেজোবমানাং জাতিশ্রবণাদজাতি-  
নিমিত্তোহপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীতি অত উত্তরং পঠতি ॥ ৯ ॥

**কল্পনোপদেশোচ্চ মধ্যাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥ \***

নায়মজাকৃতিনিমিত্তোহজাশব্দো নাপি যৌগিকঃ কিং  
তর্হি কল্পনোপদেশোহয়ং অজারূপককুণ্ডিন্তেজোহবমলক্ষ-

ধোনিঃ সা চ প্রতিজীবং নানেন্ত্যক্তং অতো বীপোপপন্ন। শেষমতি-  
রোহিতার্থম্ । হৃত্রাস্তরমবতারয়িতুং শক্যতে ।—“কথং পুনরি”তি । অজা-  
কৃতিজ্জাতিস্তেজোবম্বেষু নাস্তি । ন চ তেজোবমানাং জ্ঞানশ্রবণাদজ্ঞান-  
নিমিত্তোপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীত্যাহ ।—“ন চ তেজোবমানামি”তি । হৃত্রমব-  
তারয়তি । “অত উত্তরং পঠতি” ।

পূর্বাধ্বা—যাহা আত্মদেবতার ( পরমেশ্বরের ) সৃষ্টিশক্তি—তাহাই অজা-  
মত্বের অজা এবং তাহারই নিজবিকার ও অবয়ব অমুখ্যায়ী ত্রৈরূপ্য ।  
[ কথং...পঠতি ] বাদিগণ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, তেজ অপ্ অন্ন,  
এ তিনটা উৎপন্ন পদার্থ ( পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন ) হৃত্রাং উক্ত ত্রিতয়ের  
অজা নাই । বাহা জন্মবান্ তাহা অজ নহে, জ । জ-কে অজ বলা  
বিরুদ্ধ । এ আপত্তির প্রত্যাপত্তির নিমিত্ত হৃত্র বলিতেছেন—

অজা-শব্দ নিত্যজাতি অথবা যোগ ( ব্যুৎপত্তি ) অমুখ্যারে প্রযুক্ত হয়  
নাই । ইহা এক প্রকার করণা মাত্র । শ্রুতি চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির  
নিদানস্বরূপ তেজ, অপ্ ও অন্নের সমবায়কে ছাগী বলিয়া কল্পনা করিয়া-

\* কল্পনায় তেজোহবমানামজাকৃতিং মধ্যাদিশব্দ ইব বিরোধাত্যবোজ্ঞঃ । যথা  
অমধুন আদিত্যস্য কল্পনায় মধুং তথা জাতায় অপি ভূতপ্রকৃতেঃ কল্পনায় হম্বাধমিত ।—  
জন্মবান্ বস্তুকে কল্পনাক্রমে অজ বলা বিরুদ্ধ নহে ! স্বর্গদেব মধু নহে, তথাপি তাহাকে  
মধু বলিয়া কল্পনা করা হয় । তেমনি, জারমান ভূত হুম্বকেও অজ বলিয়া কল্পনা করা হয় ।

ণায়াশ্চরাচরযোনৈরুপদিষ্টতে । যথা হি লোকে বদৃচ্ছয়া  
কাচিদজা লোহিতশুক্রকৃষ্ণবর্ণা স্ত্রাং বহুবর্করা স্বরূপবর্করা  
চ তাক্ষ কশ্চিদজো জ্বমাণোহনুশয়ীত কশ্চিচ্চৈনাং ভুক্ত-  
ভোগাং জহাদেবমিয়মপি তেজোহবল্ললক্ষণা ভূতপ্রকৃতি-  
স্ত্রিবর্ণা বহু স্বরূপং চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি,  
অবিদুষা চ ক্ষেত্রজেনোপভূজ্যতে, বিদুষা চ পরিত্যজ্যতে  
ইতি । ন চ ইদমাশঙ্কিতব্যমেকঃ ক্ষেত্রজোহনুশেতেহন্যো  
জহাতীতি । অতঃ ক্ষেত্রজভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেযামিচ্ছঃ  
প্রাপ্নোতীতি । ন হীযং ক্ষেত্রজভেদপ্রতিপিপাদয়িষা কিন্তু  
বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপিপাদয়িষ্যেবৈষা । প্রসিদ্ধস্ত ভেদঃ  
অনুদ্য বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপাদ্যতে । ভেদস্ত উপাধি-  
নিমিত্তো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ,—

নমু কিং ছাগা লোহিতশুক্রকৃষ্ণবাজ্রাদৃশীনামপি ছাগানামুপলভ্যামিত্যত  
আহ ।—“বদৃচ্ছয়ে”তি । বহুবর্করা বহুশাবা । শেযং নিগদব্যাখ্যাতম্ ।

ছেন । [ যথা...ইতি ] যেমন লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণবর্ণা ছাগী বহু সন্তান  
প্রসবিনী, সে সকল সন্তান তাহারই অনুরূপ, কোন ছাগ যেমন তৎপ্রতি  
সমাসক্ত হইয়া তদীয় সুখ দুঃখে সুখ দুঃখভাগী হয়, আবার অন্য ছাগ  
তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তেজ-অপ-অন্ন-লক্ষণা  
ত্রিবর্ণা ভূতপ্রকৃতিরূপা অজাও নিজানুরূপ বহুসন্তান প্রসবিনী, অজ্ঞান  
জীব তাহাকে ভোগ করিতেছে এবং জ্ঞানী তাহাকে ত্যাগ করিতেছে ।  
[ ন চ...প্রতিভ্যঃ ] এমন আশঙ্কা করিও না যে, এক জীব ভোগ করিতেছে  
ও অন্য জীব ত্যাগ করিতেছে, এই বাক্যের দ্বারা উদাহৃত মস্ত্রে নানা  
জীব প্রতিপাদিত হইতেছে । সাধ্যাদির ইষ্ট নানাজীববাদ ঐ মস্ত্রে প্রতি  
পাদিত হয় নাই । কারণ এই যে, নানা জীব অর্থাৎ জীবভেদ সমর্থন করা  
ঐ মস্ত্রের বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) নহে । জীবের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা প্রদর্শন  
করাই উক্ত মস্ত্রের অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত । (অভিপ্রায় এই যে, জীব  
এক ; কিন্তু জীবজনক অজ্ঞান নানা । অজ্ঞান নানা বলিয়াই যে জীব  
নানা ; তাহা নহে । সুতরাং যে অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তজ্জনিত জীবও অজ্ঞান

“একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গূঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্তরাশ্চা”  
 ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । মধ্বাদিবৎ যথাদিত্যস্যামধুনো  
 মধুত্বং বাচশ্চাধেনোর্ধেত্বং ত্র্যলোকাদীনাং চানঘীনামগ্নিত্বং  
 ইত্যেবং জাতীয়কং কল্প্যতে, এবমিদমনজায়া অজাত্বং  
 কল্প্যত ইত্যর্থঃ । তস্মাদবিরোধন্তেজোহবল্লেশজাশব্দপ্রয়োগস্য ॥ ১০ ॥

ম সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদ-  
 তিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥ \*

বিনাশে মুক্ত হয়, অত্র জীব সংসারী থাকে । ) জীব নানা, ইহা প্রত্যেক  
 সংসারী জীবের বিদিত আছে, শ্রুতি সেই সৰ্ববিদিত জীবভেদ অনুবাদ  
 করতঃ তাহাদের বহু মোক্ষ ব্যবস্থার প্রকার বা প্রণালী বলিয়াছেন ।  
 জীবের ভেদভাব অর্থাৎ জীব নানা, এ ভাব তাত্ত্বিক নহে । কিন্তু  
 ঔপাধিক । বিভিন্ন উপাধি বলিয়াই উপহিত জীব বিভিন্ন । শ্রুতি  
 বলিয়াছেন, “একই দেব ( আত্মা ) সমুদয় ভূতে গূঢ় ( ভূর্কোধ্য ) রূপে  
 অবস্থিত এবং সেই একই দেব সৰ্বব্যাপী ও সৰ্ব ভূতের অন্তরাশ্চা ।”  
 [ মধ্বাদি...প্রয়োগস্য ] হুঁয়া মধু না হইলেও যেমন উপাসনার্থ মধুরূপে  
 কল্পিত, ব্যাক্য সকল ধেমু না হইলেও ধেমুরূপে কথিত, অনগ্নি স্বর্গও অগ্নি-  
 রূপকে কথিত, এইরূপ, তেজ-অপ-অন্নরূপিণী ভূতপ্রকৃতি বাস্তব পক্ষে  
 অজা না হইলেও অজাসদৃশে অজা নামে কল্পিত এবং সে কল্পনা নির্দোষ  
 কল্পনা ।

\* পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যগ্নিন্ মস্ত্রে সংখ্যোপসংগ্রহাৎ সংখ্যয়া তত্ত্বানাং সঙ্কলনাৎ প্রধান-  
 দীনাং বৈদিকত্বমিতি ন প্রতিপত্তব্যম্ । কৃতঃ ? নানাভাবাৎ অতিরেকাচ্চ । নানাভাবঃ  
 নানাত্বম্ । অতিরেক আধিক্যম্ । তেন সাংখ্যতত্ত্বসংকলনমসিদ্ধিমিত্যভিপ্রায়ঃ ।—পাঁচ পাঁচ  
 জন এই মস্ত্রে সংখ্যা-শব্দের প্রয়োগ থাকার পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এতরূপে সাংখ্যের পঁচিশ  
 তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না । কারণ এই যে, সাংখ্যের তত্ত্ব বহু ; হুতরাং  
 পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এরূপ অম্বর অসিদ্ধ । সিদ্ধ হইলেও আকাশ একটা অতিরিক্ত হইয়া  
 পড়ে । অর্থাৎ ২৫ সংখ্যা অতিক্রান্ত হইয়া ২৬ সংখ্যা লব্ধ হয় । ২৬ তত্ত্ব সাংখ্যের  
 অনন্তিমত । কাষেই বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, উক্ত মস্ত্রে সাংখ্যাভিমত তত্ত্ব  
 কথিত হয় নাই ।

এবং পরিহৃতেহপ্যজামস্ত্রে পুনরপ্যন্যাত্মাত্মাং সাংখ্যঃ  
প্রত্যবতিষ্ঠতে, যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ  
তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মায়তোহমৃতমিতি । অস্মি-  
ন্যস্ত্রে পঞ্চপঞ্চজনা ইতি পঞ্চসংখ্যাবিষয়াহপরা পঞ্চসংখ্যা-  
শ্রুয়তে । পঞ্চশব্দদ্বয়দর্শনাৎ । ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ পঞ্চ-  
বিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে । তয়া চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া যাবন্তঃ  
সংখ্যেয়া আকাজ্জ্যন্তে তাবন্ত্যেব চ তত্বানি সাংখ্যেঃ  
সংখ্যায়ন্তে ।

অবাস্তবসঙ্গতিমাহ।—“এবং পরিহৃতেহপী”তি । পঞ্চজনা ইতি হি  
সমাসার্থঃ পঞ্চসংখ্যয়া স্ৰবধ্যতে । ন চ দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সমাস-  
বিধানান্নমুজ্জেষু নিরুচ্চোহয়ং পঞ্চজনশব্দ ইতি বাচ্যম্ । তথাহি সতি পঞ্চ-  
মহুজা ইতি স্যাৎ । এবঞ্চাস্মি পঞ্চমহুজানামাকাশস্য চ প্রতিষ্ঠানমিতি  
নিষ্ঠাৎপর্য্যং সৰ্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠানাৎ । তস্মাৎ ক্রতেরসম্ভবান্তত্ত্বাগেনাহত্র যোগ  
আহুয়ে জনশব্দশ্চ কথঞ্চিত্তেষু ব্যাখ্যেয়ঃ । তত্রাপি কিং পঞ্চপ্রাণাদয়ো  
বাক্যশেষগতা বিবক্ষ্যন্ত উত তদতিরিক্তা অন্য এব বা কেচিৎ । তত্র  
পৌর্কীয়পর্য্যালোচনয়া কাণ্‌মাধ্যান্দিনবাক্যয়োর্কিরোধাৎ । একত্র হি  
জ্যোতিষা পঞ্চত্বময়ে নেতরত্র । ন চ বোড়শিগ্রহপ্রহণবহিকল্পসম্ভবঃ ।  
অমুষ্ঠানং হি বিকল্যতে ন বস্তু । বস্তুতত্ত্বকথা চেয়ং নানুষ্ঠানকথা বিধ্য-  
তাবাৎ । তস্মাৎ কানিচিদেব তত্বানীহ পঞ্চ প্রত্যেকং পঞ্চসংখ্যায়োগীনি  
পঞ্চবিংশতিতত্বানি ভবন্তি । সাংখ্যেয়শ্চ প্রকৃত্যাদীন পঞ্চবিংশতি তত্বানি  
স্বর্ধ্যন্ত ইতি তাঞ্জোষানেন মন্ত্ৰেণোচ্যন্ত ইতি নাশব্দং প্রধানাদি । ন চাধারভে-  
নাত্মনো ব্যবস্থানাং স্বাস্ত্বনি চাধারাধেয়ভাবস্য বিরোধাৎ আকাশস্য চ

অজা-মস্ত্রে সাংখ্যের যে আপত্তি ছিল তাহা উপরোক্ত প্রক্রিয়ার খণ্ডিত  
হইলেও পুনর্বার অন্য মস্ত্রে সাংখ্যের অন্যরূপ আপত্তি উপস্থিত হয় ।  
যথা—“বাহাঁতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত—সেই অমৃত ব্রহ্মাকে  
জানিয়া অমৃত (মুক্ত) হও।” [অস্মিন্...প্রধানানীনাং] এই মস্ত্রে পঞ্চ  
শব্দের পর অপর পঞ্চশব্দ আছে । পঞ্চসংখ্যার প্রতি অপর পঞ্চ সংখ্যা  
প্রযুক্ত হইলেই পঁচিশ সংখ্যা সম্পন্ন হয় । ঐ পঁচিশ সংখ্যা যতগুলি সংখ্যার  
আকাজ্জা করে, সাংখ্যবক্তা ঠিক ততগুলি তত্ত্ব বর্ণিয়াছেন । যথা—



“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদায়াঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ” ॥ ইতি ।

তয়া ঋতিপ্রসিদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া তেষাং স্মৃতি-  
প্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ  
ঋতিমত্বমেব প্রধানাদীনাং, ততো ক্রমঃ । ন সংখ্যোপ-

ব্যতিরচনাং ত্রয়োবিংশতির্জনা ইতি ত্রায় পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বাচ্যম্ ।  
সত্যপাক্যাকাশান্নানেক্যতিরচনে মূলপ্রকৃতিভাগৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ পঞ্চ-  
বিংশতিসংখ্যোপপত্তেঃ । তথা চ সত্যাকাশান্নভ্যাং সপ্তবিংশতিসংখ্যয়াঃ  
পঞ্চবিংশতি তদ্বানীতি স্বসিদ্ধাস্তব্যাকোপ ইতি চেৎ । ন । মূলপ্রকৃতিত্ব-  
মাত্রেণৈকীকৃত্য সত্ত্বরজস্তমাংসি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বোপপত্তেঃ । হিরণ্যভাবেন  
তু তেষাং সপ্তবিংশতিত্বাবিরোধঃ । তন্মানাশাকো সাংখ্যান্মতিরিতি প্রাপ্তে ।  
মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানম্ । নানাবত্তস্য বিকৃতিরপি তু প্রকৃতিরেব । তদিদ-  
মুক্তং “মূলে”তি । মহদহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি প্রকৃতিশ্চ বিকৃতিশ্চ ।  
তথাহি ।—মহত্ত্বমহঙ্কারস্য তত্ত্বাস্তরস্য চ প্রকৃতিমূলপ্রকৃতেস্ত্ব বিকৃতিঃ ।  
এবমহঙ্কারতত্ত্বং মহতো বিকৃতিঃ প্রকৃতিশ্চ তদেব তামসং সৎ পঞ্চতন্মাত্রা-  
ণাম্ । তদেব সাত্বিকং সৎ প্রকৃতিরেকাদশেন্দ্রিয়াণাম্ । পঞ্চতন্মাত্রাণি  
চাহঙ্কারস্য বিকৃতিরাকাশাদীনাং পঞ্চানাং প্রকৃতিঃ । তদিদমুক্তং মহাদায়াঃ  
প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকশ্চ বিকারঃ ষোড়শসংখ্যাবচ্ছিন্নোগণোবিকার  
এব । পঞ্চভূতানি তন্মাত্রাণ্যেকাদশেন্দ্রিয়াণীতি ষোড়শকোপগণঃ । যদ্যপি  
পৃথিব্যাদয়ো গোষ্ঠাদীনাং প্রকৃতিস্তথাপি ন তে পৃথিব্যাদিভ্যস্তত্ত্বাস্তরমিতি  
ন প্রকৃতিঃ । তত্ত্বাস্তরোপাদানক্কেহ প্রকৃতিত্বমভিমতং নোপাদানমাত্র-  
মিত্যবিরোধঃ । পুরুষস্ত কূটস্থনিত্যোহপরিণামী ন কস্যচিৎ প্রকৃতির্নাপি  
বিকৃতিরিতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে ।—“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধান-

“অবিকৃত মূল প্রকৃতি ১, প্রকৃতি বিকৃতি ভাবাপন্ন মহৎ প্রভৃতি ৭, কেবল  
বিকৃতি ১৬, প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, এরূপ পুরুষ বা আত্মা ১।”  
ঋতি পঞ্চ পঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন,  
করিয়া সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন । ঋতিতে সাংখ্যের পঁচিশ  
তত্ত্ব কথিত হওয়াতে সাংখ্য স্মৃতির ঋতিমূলকতা আশঙ্কা হইতে পারে ।  
[ ততো...ভাবাপন্ন ] সেই কারণে সত্ৰ বলা হইল, “ন সংখ্যোপসংগ্রহাৎ ।”

সংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং শ্রুতিমত্বাশঙ্কা কর্তব্য। কস্মাৎ। নানাভাবাৎ। নানা হেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি। নৈবাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্মোহস্তি, যেন পঞ্চবিংশতে-  
রস্তরালেহ্পরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যা নিবিশেরন্। ন হ্যেক  
নিবন্ধনমস্তুরেণ নানাভূতেষু দ্বিত্বাদিকাঃ সংখ্যা নিবি-  
শন্তে। অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যেবেয়মবয়বদ্বারেণোপ-  
লক্ষ্যতে। যথা,—

“পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি নব বর্ষশতক্রতুঃ”। ইতি।

দ্বীনাং শ্রুতিমত্বাশঙ্কা কর্তব্য। কস্মাৎ। নানাভাবাৎ। নানা হেতানি পঞ্চ-  
বিংশতিতত্ত্বানি। নৈবাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্মোহস্তি”। ন খলু স্বরজ-  
স্তমোমহদহঙ্কারাণামেকঃ ক্রিয়া বা গুণো বা দ্রব্যং বা জ্ঞাতিকী। ধর্মঃ পঞ্চ-  
তত্ত্বাদিভ্যো ব্যাক্তঃ সত্ত্বাদিষু চামুগতঃ কশ্চিদস্তি। নাপি পৃথিব্যাগ্নৈজো-  
বায়ুজ্ঞানানাং নাপি রসনচক্ষুশ্রোত্রবাচাং নাপি পাণিপাদপায়ুপঙ্খমনসাং  
যেনৈকেনাসাধারণেনোপগৃহীতাঃ পঞ্চ পঞ্চকা ভবিতুমর্হস্তি। পূর্বপক্ষেক  
দেশিনমুখাপন্নতি।—“অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যেবেয়মি”তি। যদ্যপি  
পরস্যাং সংখ্যায়ামবাস্তরসংখ্যা দ্বিত্বাদিকা নান্তি তথাপি তৎপূর্বং তস্যাঃ  
সম্ভবাৎ পৌরীপৰ্যালক্ষণয়া প্রত্যাশত্যা পরসংখ্যোপলক্ষণার্থং পূর্বসংখ্যোপ-

উদাহৃত মন্ত্রে সংখ্যা-শব্দের দ্বারা পঁচিশ তত্ত্বের সংগ্রহ হয় না। কারণ  
এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নানা ধর্মাক্রান্ত। ( অর্থাৎ পঁচ পঁচে পঁচিশ  
বা পঞ্চগুণিত পঞ্চ এরূপ অর্থ সম্পন্ন হয় না )। ছইবার পঞ্চশব্দ উচ্চারিত  
হইয়াছে বলিয়াই যে তদ্বারা সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব সংকলিত হইয়াছে, এরূপ  
বলিতে পার না এবং প্রধান প্রভৃতির বেদমূলকতাশঙ্কা করিতে পার  
না। [ নানা...শস্ত্রে ] ছেতু এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নান্দধর্মবিশিষ্ট।  
সে সকলের মধ্যে এমন কোন পঞ্চক নাই, যাহা পরস্পরে ব্যাবর্তক  
ধর্মবিশিষ্ট হয়। যে ধর্ম থাকিলে পঞ্চবিংশতির মধ্যে “পঁচ পঁচ” এইরূপ  
সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হইতে পারে—সে ধর্ম তাহাদের নাই। এক সংখ্যা হইতেই  
ছই তিন প্রভৃতি সংখ্যার সংকলন হইয়া থাকে। [ অথো...নোপপন্নতে ]  
যদি বল, অবয়ব গণনা করিলে বহুর মধ্যেও অল্প সংখ্যা গণিত হইতে পারে,

দ্বাদশবার্ষিকীমনাবৃষ্টিং কথয়ন্তি তদ্বদিতি, তদপি নোপ-  
পদ্যতে। অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষো যৎ লক্ষণাশ্রয়ণীয়া  
স্তাৎ। পরশ্চাত্ত পঞ্চশব্দো জনশব্দেন সমস্তঃ পঞ্চজন-  
ইতি, ভাবিকেন স্বরেনৈকপদত্বনিশ্চয়াৎ। প্রয়োগান্তরে চ  
পঞ্চানাং ত্বাপঞ্চজনানামিত্যেকপদ্যেকস্বর্যেকবিভক্তিকত্বাব-  
গমাৎ। সমস্তত্বাচ্চ ন বীপ্সা পঞ্চ পঞ্চতি। তেন ন পঞ্চক-  
দ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চতি। ন চ পঞ্চসংখ্যায়া একস্যাঃ পঞ্চ-  
সংখ্যায়াইপরয়া বিশেষণং পঞ্চপঞ্চকা ইতি, উপসর্জনম্য

ন্যস্যত ইতি। দুষয়তি।—“অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষ” ইতি। ন চ পঞ্চ-  
শব্দো জনশব্দেন সমস্তোহিসমস্তঃ শক্যোবক্তুমিত্যাহ।—“পরশ্চাত্ত পঞ্চশব্দ”  
ইতি। নহু ভবতু সমাসস্তথাপি কিমিত্যত আহ।—“সমস্তত্বাচ্চে”তি।  
অপি চ বীপ্সায়াঃ পঞ্চকদ্বয়গ্রহণে দশৈব তদ্বানীতি ন সাংখ্যান্বতিপ্রত্যভি-  
জ্ঞানমিত্যসমাসমভূপেত্যাহ।—“ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চ”তি। ন  
চৈকা পঞ্চসংখ্যা পঞ্চসংখ্যান্তরেণ শক্যা বিশেষ্টম্। পঞ্চশব্দস্য সংখ্যোপ-  
সর্জনদ্রব্যাবচনত্বেন সংখ্যায়া উপসর্জনতয়া বিশেষণেনাসংযোগাদিত্যাহ।—  
“একস্যাঃ পঞ্চসংখ্যায়া” ইতি। তদেবং পূর্বপক্ষকদেধিনি দৃষিতে পরম-

“ইদ্র পাঁচ সাত বৎসর বর্ষণ করেন নাই” এই বাক্যে যেমন দ্বাদশবার্ষিকী  
অনাবৃষ্টি কথিত হইয়াছে, সেইরূপ কথিত হইবে বালিলে তাহাও উপপন্ন  
হইবেনা। [ অয়মেব...সংযোগাৎ ] এ পক্ষে দোষ এই যে, মুখ্যার্থ ত্যাগ ও  
লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ পরবর্তী পঞ্চশব্দ জন-শব্দের সহিত  
সমস্ত। অর্থাৎ পঞ্চ পঞ্চ এরূপ পদ নহে। পঞ্চশব্দ ও পঞ্চজন শব্দ এক  
পদ, এক স্বর ও এক বিভক্তিও নহে। পঞ্চ শব্দের সহিত জন শব্দের  
সমাস হওয়ায় পঞ্চ পঞ্চ এরূপ বীপ্সাপ্রয়োগ অসিদ্ধ। (বীপ্সা প্রয়োগ  
ব্যতীত পাঁচ-পাঁচে পাঁচিশ হইবার সম্ভাবনা নাই)। যেহেতু বীপ্সা প্রয়োগ  
নহে—সেই হেতু পাঁচ পাঁচ ( অর্থাৎ পঞ্চগুণিত পঞ্চক বা পঞ্চপঞ্চক ) এরূপ  
অর্থও নহে। এক পঞ্চ সংখ্যার বিশেষণ অপর পঞ্চ সংখ্যা, এরূপ ব্যাখ্যাও  
সঙ্গত নহে। হেতু এই যে, উপসর্জনের সহিত অর্থাৎ অপ্রধানের অপ্রধানের

বিশেষণেনাসংযোগাৎ । নন্যাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এব  
পুনঃ পঞ্চসংখ্যয়া বিশেষ্যমাণা পঞ্চবিংশতিঃ প্রত্যোবাঞ্চে,  
যথা পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি পঞ্চবিংশতিঃ পূলা প্রতীয়ন্তে তদ্বৎ,  
নেতি ক্রমঃ । যুক্তং যৎপঞ্চপুলীশব্দস্ত সমাহারাভিপ্রায়হ্মাৎ  
কতীতি সত্যং ভেদাকাজ্জায়াং পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি বিশে-  
ষণং, ইহ তু পঞ্চজনা ইত্যাদিত এব ভেদোপাদানাৎ  
কতীতি অসত্যং ভেদাকাজ্জায়াং ন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি  
বিশেষণং ভবেৎ । ভবদপীদং বিশেষণং পঞ্চসংখ্যয়া এব

পূর্বপক্ষিণমুথাপয়তি ।—“নন্যাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এব”তি । অত্র তাব-  
জ্জটৌ সত্যং ন যোগঃ সম্ভবতীতি বক্ষ্যতে তথাপি যোগিকং পঞ্চজন-  
শব্দমভ্যুপেত্য দৃশ্যতি ।—“যুক্তং যৎ পঞ্চপুলীশব্দস্যো”তি । পঞ্চপুলীত্যত্র  
যদ্যপি পৃথকৈকার্থসমবাগিনী পঞ্চসংখ্যাবচ্ছেদিকাহন্তি তথাপি যঃ সম-  
দায়িনমবচ্ছিনন্তি ন সমুদায়ং সমাসপদগম্যমতস্তস্মিন্ কতি তে সমুদায়  
ইত্যপেক্ষায়াং পদান্তরাভিহিতা পঞ্চসংখ্যা সম্বধ্যতে পক্ষেতি । পঞ্চজনা  
ইত্যত্র তু পঞ্চসংখ্যায়োৎপত্তিশিষ্টয়া জনানামবচ্ছিন্নহ্মাৎ সমুদায়স্য চ পঞ্চ-  
পুলীবদত্রাপ্রতীতেন পদান্তরাভিহিতা সংখ্যা সম্বধ্যতে । স্যাদেতৎ ।  
সংখ্যোয়ানাং জনানাং বা ভূচ্ছদান্তরবাচ্যসংখ্যাবচ্ছেদঃ পঞ্চসংখ্যাস্ত  
তয়াবচ্ছেদো ভবিষ্যতি । ন হি সাপ্যবচ্ছিন্নেত্যত আহ ।—“ভবদপীদং

স্বন্ধ হয় না । ( বিশেষ্যের সহিতই বিশেষণের স্বন্ধ হইয়া থাকে । )  
[ নন্যাপন্ন...ক্রমঃ ] পঞ্চ সংখ্যায়িত ( পাঁচ ) ব্যক্তি পুনর্বার পঞ্চ সংখ্যার  
দ্বারা বিশেষিত হইলে পঁচিশ সংখ্যার প্রতীতি হইতে পারে, যেমন পঞ্চ পঞ্চ  
পুল বলিলে পঁচিশ পুল ( সমষ্টিকৃত তৃণরাশি ) প্রতীত হয়, একরূপ বলিতেও  
পার না । [ যুক্তং...দোষঃ ] পঞ্চ পঞ্চ পুল শব্দে পঁচিশ প্রতীত হওয়াই  
উচিত । কারণ, পঞ্চ পুল শব্দ সমাহার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, তৎকারণে  
সংখ্যা ভেদের আকাজকা আছে, আকাজকা থাকাতাই পঞ্চশব্দের বিশেষণতা  
সম্পন্ন হয় । কিন্তু “পঞ্চ জন” এ প্রয়োগে প্রথম হইতেই সংখ্যা ভেদের  
এহণ আছে সুতরাং “কত ?” একরূপ ভেদাকাজকা হয় না । তাহা না হও-  
য়ায় পঞ্চ শব্দ পঞ্চজন শব্দের বিশেষণ হয় না । ( ভেদক স্বরূপ থাকিলে  
তাঁহা বিশেষণ হয় না, বাহা ভেদক তাঁহাই বিশেষণ ) । তাহা নিরূপিত হইলেও

ভবেৎ, তত্র চোক্তো দোষঃ, তস্মাৎ পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ঃ অতিরেকাচ্চ ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ঃ। অতিরেকো হি ভবত্যাশ্মাকাশাভ্যাং পঞ্চবিংশতি-সংখ্যায়াঃ। আত্মা তাবদিহ প্রতিষ্ঠাং প্রত্যাধারত্বেন নির্দিষ্টঃ। যন্মিহিতি সপ্তমীসূচিতস্ত "তমেবমন্য আত্মানং" ইত্যাত্মত্বেনাত্মকর্য্যণাৎ। আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ, স চ পঞ্চবিংশতাবস্তগত এবতি ন তন্ত্ৰৈবাবধারণত্বমাধেয়ত্বঞ্চ যুক্ত্যেত। অর্থাস্তরপরিগ্রহে বা তদ্ব্যসংখ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধঃ প্রসজ্যেত। তথা "আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যা-

বিশেষণমিতি। উক্তোহত্র দোষঃ। ন হ্যুপসর্জনঃ বিশেষণেন যুক্ত্যেত পঞ্চশব্দ এব তাবৎ সংখ্যেয়োপসর্জনসংখ্যামাহ বিশেষতস্ত পঞ্চজনা ইত্যত্র সমাসে। বিশেষণাপেক্ষাস্ত ন সমাসঃ স্যাদসামর্থ্যাৎ। ন হি ভবতি ঋদ্ধস্য রাজপুরুষ ইতি সমাসো হপি তু বৃত্তিরেব। ঋদ্ধস্য রাজঃ পুরুষ ইতি সাপেক্ষত্বেনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। "অতিরেকাচ্ছে"তি। অভ্যুচ্চয়-নাশ্রম। যদি সত্ত্বরজস্তমাংসি প্রধানেনৈকীকৃত্যাত্মাকাশৌ তত্ত্বভ্যোব্যতি-

তাহা পঞ্চশব্দের হইবে, পঞ্চজন-শব্দের হইবে না। তাহা না হইলেই পূর্বোক্ত দোষ হইবে। [তস্মাৎ...দুষণম্] সেই জন্তই বলি, "পঞ্চ পঞ্চ জনা" এ প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে। অপিচ, অতি-রেক হেতুতে ঐ প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে। অর্থাৎ আকাশ ও আত্মা এই দুইটি অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। (২৭ হয়)। ঐ স্লোকে আত্মা প্রতিষ্ঠার আধাররূপে কথিত হইয়াছেন। কারণ এই যে, "যন্মিন্—বাহাতে" এতৎ প্রয়োগস্থ সপ্তমীবিভক্তি বাহাকে আধার বলিতেছে, অর্থাৎ তাহাকেই "তাহাকে আত্মা বলিয়া মান" এইরূপে অহুকর্ষণ করি-য়াছেন। সুতরাং আত্মাই প্রতিষ্ঠার আধার। আত্মা চেতন এবং আত্মাই পুরুষ, তাহা পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত। পুরুষ যদি পঞ্চবিংশতির অন্তর্গতই হইল, তাহা হইলে আর তাহাকে আধার ও আধেয় উভয় প্রকার বলিতে পার না। (যে আধার, সেই আধেয়, ইহা অযুক্ত ও অসিদ্ধ)। আত্মাকে পৃথক্ ভব বলিলে পঁচিশের অধিক হইবে, কিন্তু তাহা

কাশ্যাপি পঞ্চবিংশতাবস্তুগতস্য ন পৃথগুপাদানাং ন্যায্যং,  
অর্থাস্তরপরিগ্রহে চোক্তং দৃষণম্। কথঞ্চ সংখ্যামাত্রপ্রবণে  
সত্যশ্রুতানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রতীয়েত,  
জনশব্দস্ত তত্ত্বৈবরূঢ়ত্বাৎ, অর্থাস্তরোপসংগ্রহেহপি সংখ্যোপ-  
পত্তেঃ। কথং তর্হি পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি, উচ্যতে, দিক্‌সংখ্যে

রিচ্যেতে তদা সিদ্ধান্তব্যাকোপঃ। অথ তু নব্বয়জন্তুমাংসি মিথো ভেদেন  
বিবক্ষ্যন্তে তথাপি বস্তুতত্ত্বব্যবস্থাপনে আধাপ্তভেনায়া নিষ্ক্যাতামাধেয়া-  
ত্তরেভ্যাকশস্যাদেষস্য ব্যতিরেকমমনর্থকমিতি গময়িতব্যম্। “কথঞ্চ  
সংখ্যামাত্রপ্রবণে সতী”তি। দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞামিতি সংজ্ঞায়াং সমাস-  
স্বরূপাং পঞ্চজনশব্দস্তাবদয়ং কচিৎক্লৃপঃ। ন চ ক্লৃপো সত্যামবয়বপ্রসিক্তে-  
গ্রহণং সাপেক্ষত্বাৎ নিরপেক্ষত্বাচ্চ ক্লৃপে। তদ্বাদি ক্লৃপো যুখ্যোহর্থঃ  
প্রাপ্যতে ততঃ স এব গ্রহীতব্যো হর্থত্বসৌ ন বাক্যে সৰ্ব্বকারুঃ পূর্বাণ-  
বাক্যাবিরোধী বা ততো রূঢ়্যপরিতি্যাগেনৈব বৃত্তান্তরেণার্থান্তরং কল্পয়িত্বা  
বাক্যমুপাদনীয়ম্। যথা শ্রেনেনাভিচরন্ যজেতেতি শ্রেনশব্দঃ শকুনি-  
বিশেষে নিরুঢ়বৃত্তিস্তদপরিতি্যাগেনৈব নিপত্যাদানসাদৃশ্চেনার্থবাদিকেন  
ক্লৃপবিশেষে বর্ততে তথা পঞ্চজনশব্দো হবয়বার্থযোগানপেক্ষ একস্মিন্নপি  
বর্ততে। যথা সপ্তর্ষিশব্দো বসিষ্ঠ একস্মিন্ সপ্তম্ চ বর্ততে। ন চৈব তদ্বৈব  
ক্লৃপঃ পঞ্চবিংশতিসংখ্যামুরোধেন তদ্বৈব বর্তয়িতব্যঃ। ক্লৃপো সত্য্যং পঞ্চ-  
বিংশতেরেব সংখ্যায়্য অভাবাৎ কথং তদ্বৈব বর্ততে। এবঞ্চ কে তে পঞ্চ-  
জনা ইত্যপেক্ষায়াং কিং বাক্যশেষগতাঃ প্রাণাদিরো গৃহস্তামুত পঞ্চবিংশতি-

সাংখ্যের সিদ্ধান্ত নহে। ২৫ তত্বই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। আকাশও পঞ্চ-  
বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাকে পৃথক্ রূপে বলা ন্যায্য নহে।  
পৃথক্ তত্ত্ব অভিপ্রায়ে আকাশকে পৃথক্ বলা হইয়াছে বলিলেও ঐ দোষ  
(আধিক্যদোষ বা সিদ্ধান্তহানিদোষ) হইবে। [কথঞ্চ...ইতি] জন-শব্দ  
তত্ত্ববাচী নহে, সুতরাং কেবল সংখ্যা শব্দের দ্বারাই বা কিরূপে পঞ্চবিংশতি  
তত্ত্বের সংগ্রহ হইতে পারে? প্রতীতি হইতে পারে? তৎক অর্থের গ্রহণ না  
করিলেও অন্যার্থের দ্বারা সংখ্যা শব্দের প্রয়োগসাধুতা সিদ্ধ হইতে পারে।  
যদি বল, তবে, “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এরূপ প্রয়োগ কিরূপে সংগত হইবে?  
[উচ্যতে...তদুচ্যতে] তাহা বলিতেছি। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম-অর্থে দিক্

সংজ্ঞায়ামিতি বিশেষস্বরূপাং সংজ্ঞায়ামেব পঞ্চশব্দস্য জন-  
শব্দেন সমাসঃ। ততশ্চ রূঢ়ত্বাভিপ্ৰায়েণৈব কেচিৎ পঞ্চজন-  
নাম বিবক্ষ্যন্তে, ন সাংখ্যতত্ত্বাভিপ্ৰায়েণ। তে কতীত্যন্তা-  
মাকাঙ্ক্ষায়াং পুনঃ পক্ষেতি প্রযুক্ত্যতে পঞ্চজন-নাম কেচিৎ।  
তে চ পক্ষেত্যর্থঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেতি যথা। কে পুনন্তে পঞ্চ-  
জন-নামেতি তদুচ্যতে ॥ ১১ ॥

### প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥ \*

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজন ইত্যত উত্তরশ্লিষ্টমন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ-  
নিরূপণায় প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নির্দিষ্টাঃ, প্রাণস্য প্রাণমূত চক্ষু-

স্তবানীতি বিশয়ে তবানামপ্রামাণিকত্বাৎ প্রাণাদীনাম্ বাক্যশেষে অবগাৎ  
তৎপরিত্যাগে ঐতহান্যাত্মকরূপাং প্রাণাদয় এব পঞ্চজনাঃ। ন চ  
কাণ্ণমাধ্যাক্ষিনের্যেকিরোধায় প্রাণাদীনাম্ বাক্যশেষগতানামপি গ্রহণমিতি  
সাপ্ততম্। বিরোধেইপি ভূলাবলতয়া বোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদিক্লোপপত্তেঃ।  
ন চেয়ং বস্তুস্বরূপকথা ইপিভূপাসনামুজ্জানবিধির্খনসৈবামুদ্রষ্টব্যমিতি বিধি-  
শ্রবণাৎ।

বোধক ও সংখ্যাবোধক শব্দের সমাস বিধান থাকায় পঞ্চশব্দের সহিত  
জন-শব্দের সমাস হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চজনশব্দ রূঢ় অর্থে  
প্রযুক্ত, সাংখ্যভাষিত তত্ত্ব অর্থে নহে। পঞ্চজননামক পদার্থ কি? কোন্  
অর্থে রূঢ়? এরূপ অকাঙ্ক্ষা হইতে পারে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ পঞ্চ-  
শব্দের প্ররোগ। পঞ্চজন নামে বিখ্যাত, এরূপ পদার্থ আছে, তাহাদের  
সংখ্যা পাঁচ। যেমন দাত সপ্তর্ষি। কাহার পঞ্চজন? তাহা হৃদ্যকার  
বলিয়া দিতেছেন।—

“সাঁহাতে পাঁচ পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত” এই মন্ত্রের পরে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূ-  
পণের উদ্দেশ্যে প্রাণাদি পঞ্চকের উপদেশ আছে। যথা—“যে উপাসক

\* বাক্যশেষাৎ পঞ্চজন শব্দেন প্রাণাদয় এব বিবক্ষ্যন্তে।—পঞ্চজন-মন্ত্রের পর-মন্ত্রে  
যে প্রাণ-প্রজ্জ্বলিত উল্লেখ আছে, সমিধানপ্রযুক্ত সেই প্রাণ প্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের বোধ্য।  
অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চকেই পঞ্চজন শব্দে বলা হইয়াছে।

যশচক্ষুরত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমঙ্গস্যামং মনসো বৈ মনো বিদুঃ  
ইতি, তেহত্র বাক্যশেষগতাঃ সন্নিধানাঃ পঞ্চজন-বিবক্ষন্তে।  
কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ, তত্ত্বেষু বা কথং জন-  
শব্দপ্রয়োগঃ, সমানে তু প্রসিদ্ধ্যতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ  
প্রাণাদয় এব গ্রহীতব্যা ভবন্তি জনসম্বন্ধাচ্চ প্রাণাদয়ো জন-  
শব্দভাজৌ ভবন্তি। জনবচনশ্চ পুরুষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ।  
তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ ইতি। অত্র, প্রাণো হ পিতা  
প্রাণো হ মাতা ইত্যাদি চ ব্রাহ্মণম্। সমাসবলাচ্চ সমু-  
দায়স্য রূঢ়ত্বমবিরুদ্ধম্। কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে

“কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগ” ইতি। জনবাচকঃ-শব্দো জন-  
শব্দঃ পঞ্চজনশব্দ ইতি যাবৎ। তস্য কথং প্রাণাদিষু জনেব প্রয়োগ ইতি  
ব্যাখ্যায়ম্। অন্তথা তু প্রত্যন্তমিতাবয়বার্থে সমুদায়শব্দার্থে জনশব্দার্থো  
নাস্তীত্যপর্যায়যোগ এব। রূঢ়্যপরিভাষাগেনৈব বুভুক্ষরং দর্শয়তি।—“জনসম্ব-  
ন্ধাচ্ছে”তি। জনশব্দভাজঃ পঞ্চজনশব্দভাজঃ। নহু সত্যামবয়বপ্রসিদ্ধৌ সমু-  
দায়শব্দিকল্পনমনুপপন্নম্। সম্ভবতি চ পঞ্চবিংশত্যাং তত্ত্বেষবয়বপ্রসিদ্ধিঃ,  
ইত্যত আহ। “সমাসবলাচ্ছে”তি। স্যাদেত্তৎ। সমাসবলাচ্ছেদ্বিরাহী-  
রতে হস্ত ন দৃষ্টতর্হিতস্য প্রয়োগোহখকর্ণাদিবদ্ভ্রাদিষু। তথা চ লোক-  
প্রসিদ্ধ্যভাবান্ন রূঢ়িরিত্যাক্ষিপতি।—“কথং পুনরসতি”তি। জনেষু তাবৎ  
প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অঙ্গের অঙ্গ ও মনের মন’কে  
জানে—” ইত্যাদি। সন্নিধানপ্রযুক্ত এতন্মন্ত্রস্থ প্রাণপ্রভৃতিই পঞ্চজন  
শব্দের বিবক্ষিত। [ কথং...বিরুদ্ধম্ ] বলিতে পার, কিপ্রকারে প্রাণাদি  
পঞ্চকে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ? তত্ত্বেষু বা কি প্রকারে প্রয়োগ? উত্তর  
প্রয়োগেই প্রসিদ্ধি পরিভাষা হয় সত্য; তথাপি, বাক্যশেষ বলে প্রাণাদির  
পরিগ্রহ হওয়াই ন্যায্য। “জনসম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রাণাদি জনশব্দ  
প্রয়োগের যোগ্য। জনবাচী পুরুষশব্দও প্রাণাদিতে প্রযুক্ত হইতে দেখা  
যায়। যথা—“এই পাঁচ ব্রহ্মপুরুষ।” এ বিষয়ে “প্রাণই পিতা, প্রাণই  
মাতা,” এই ব্রহ্মণ বাক্য নিদর্শন। (ব্রাহ্মণ-শেষভাগপরিগ্রহ)। সমা-  
সের প্রভাবও সমুদয় শব্দের রূঢ়ত্ব হয় এবং তাহা অবিরুদ্ধ। [ কথং...  
বিস্তীর্ণ্যতে ] যদি বল, প্রথম প্রয়োগ ব্যতীত কিপ্রকারে দ্বিতীয় প্রয়োগ হইত



রুটিঃ শক্যাশ্রয়িতুয ? শক্য উদ্ভিদাদিবদিত্যাহ । প্রসিদ্ধার্থ-  
সম্বন্ধানেন হ্যপ্রসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুক্ত্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ  
তদ্বিশয়ো নিয়ম্যতে যথোদ্ভিদা যজ্ঞেত, যুপং ছিনত্তি, বেদীং  
করোতীতি, তথাহয়মপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসান্বাখ্যানাদব-  
গতসংজ্ঞাতাবঃ সংজ্ঞাকাঙ্ক্ষী বাক্যশেষসমভিব্যাহাতেষু  
প্রাণাদিষু বর্তিষ্যতে । 'কৈশ্চিত্তু দেবাঃ পিতরো গন্ধর্ব্বা  
অমুরা রক্ষাংসি চ পঞ্চজনা ব্যাখ্যাতাঃ । অন্তোশ্চত্বারো  
বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ । কচিচ্চ যৎ পঞ্চজন্তুয়া  
বিশেতি প্রজাপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশব্দস্য দৃশ্যতে, তৎ  
পরিগ্রহেহপীহ ন কশ্চিৎত্রিরোধঃ । আচার্য্যাস্তু ন পঞ্চবিংশতে-

পঞ্চজনশব্দস্য প্রথমঃ প্রয়োগো লোকেষু দৃষ্ট ইত্যসতি প্রথমপ্রয়োগ ইত্য-  
সিদ্ধিমিত্তি স্ববীজস্তরানভিধায়াভ্যাপেত্য প্রথমপ্রয়োগাভাবং সমাধত্তে।—  
“শক্য উদ্ভিদাদিবৎ” ইতি । আচার্য্যদেশীনাং মতভেদেষপি ন পঞ্চবিংশতি-  
স্তত্ত্বানি সিধ্যন্তি পরমার্থতন্তু পঞ্চজনা বাক্যশেষগতা এবত্যশয়বানাহ—  
“কৈশ্চিত্তু” ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

পারে ? এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, তাহা উদ্ভিদ প্রভৃতির ন্যায় হইতে  
পারে । প্রসিদ্ধ পদার্থের নিকটে অপ্রসিদ্ধ ( অজ্ঞাতার্থ ) শব্দের প্রয়োগ  
থাকিলে সমভিব্যাহার ( এক সঙ্গে উচ্চারণ ) বলে সেই বিষয়েই সে শব্দের  
অর্থ সংগ্রহ হয় । যেমন উদ্ভিদ যাগ করিবেক, যুপ ছেদন করিবেক, বেদী  
করিবেক, ইত্যাদি স্থলে সমভিব্যাহার বলে বেদীপ্রভৃতি শব্দের অর্থনির্ণয়  
হয়, সেইরূপ, পঞ্চজন শব্দও বাক্যশেষ বলে প্রাণাদি-অর্থে গৃহীত হয় । প্রথমে  
সমাসানুকথন দ্বারা বুঝা যায়, উহা একটা সংজ্ঞা, পশ্চাৎ সংজ্ঞী আকাঙ্ক্ষা  
হওয়ায় সন্ধিবিপ্রাপ্ত প্রাণাদিতে গিয়া তাহা পর্য্যবসন্ন হয় । [ কৈশ্চিত্তু...  
বিরোধঃ ] কেহ কেহ বলেন, দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অমুর, রক্ষ, ইহারাই  
পঞ্চজন । অন্তে ব্যাখ্যা করেন, ব্রাহ্মণাদি ৪ বর্ণ ও নিষাদ, ইহার পঞ্চজন ।  
অপরে বলেন, প্রজা-অর্থে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । সে অর্থ গ্রহণ  
করিলেও দোষ হয় না । [ আচার্য্যাস্তু...পঠতি ] আচার্য্য ব্যাস বলেন,  
এখানে পঞ্চবিংশতি শব্দের প্রতীতি হয় না, সূত্ররং বাক্যশেষ বলে স্থির

স্তদ্বানামিহ প্রতীতিরস্তীত্যেবম্পরতয়া প্রাণাদয়ো কাক্য-  
শেষাদিতি জগাদ । ভবেয়ুস্তাবৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা মাধ্য-  
ন্দিনানাং যেহমং প্রাণাদিষামনস্তি, কাণানাস্ত কথং প্রাণাদয়ঃ  
পঞ্চজনা ভবেয়ুঃ, যেহমং প্রাণাদিষু নামনস্তীতি অত উত্তরং  
পঠতি ॥ ১২ ॥

### জ্যোতিবৈকেষামসত্যম্ ॥ ১৩ ॥ \*

অসত্যপি কাণানামম্ জ্যোতিষা তেবাং পঞ্চসংখ্যা  
পূর্য্যতে । তেহপি হি যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যতঃ পূর্ব-  
স্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায়ৈব জ্যোতিরধীয়তে, তদেবা  
জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইতি । কথং পুনরুভয়েষামপি তুল্য

জ্যোতিষাং স্বর্বাদীনাং জ্যোতিস্তদব্রহ্ম দেবা উপাসত ইত্যর্থঃ । সুবিদং  
ব্রহ্মজ্যোতিঃপদোক্তং স্বর্বাদিকং জ্যোতিঃ শাখাদয়েহপ্যস্তু তৎ কাণানাং  
পঞ্চত্বপূরণায় গৃহ্যতে নাভ্যেযামিতি বিকল্পো ন বৃত্ত ইতি শব্দতে ।—কথং  
পুনরিতি । আকাজ্জাবিশেষাং বিকল্পো যুক্ত ইত্যাহ সিদ্ধান্তী । অপেক্ষেতি ।

হয়, প্রাণাদি অর্থেই ঐ পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ । যদি কেহ বলেন,  
মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীদিগের মতে পঞ্চজন শব্দে প্রাণাদি পঞ্চক গৃহীত  
হইতে পারে বটে, কিন্তু কাণশাখীদিগের তাহা কিরূপে লাভ হইবে?  
কাণগণ ত প্রাণাদির মধ্যে অন্যকে পাঠ করেন না? ইহার প্রত্যুত্তর  
সুত্র এই যে—

অন্ন-শব্দের পাঠ নাই সত্য; না থাকিলেও 'জ্যোতিঃ' শব্দ আছে।  
তদ্বারা কাণ-শাখীদিগের মতে পঞ্চ সংখ্যার পূরণ হইবে। তাহারা "পাঁচ  
পাঁচজন" ইহার পূর্বে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণার্থ জ্যোতিঃশব্দে পাঠ করেন।  
যথা—“দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা করেন।” [কথং...  
দিত্যাহ] সমানরূপে উক্ত শাখার জ্যোতিঃশব্দ পাঠ হইয়াছে, অথচ

\* একেবাং কাণশাখিমাং অগ্রে অসতি অন্নশব্দে অধিহায়া যস্মিন্ জ্যোতিষা জ্যোতিঃ  
শব্দেন পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যত ইতি শেবঃ ।—যদিও কাণশাখার অন্নশব্দে পাঠ নাই, না থাকিলেও  
তাহাদের পাঠে যে জ্যোতিঃশব্দ আছে, সেই জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা তাহাদের পঞ্চ সংখ্যা  
পূরণ হয় ।

বসিঃ জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসংখ্যয়া  
কেবাঞ্চিদৃগৃহতে কেবাঞ্চিম্নেতি, অপেক্ষাভেদাদিত্যাঃ।  
মাধ্যমিনানাং হি সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ  
নাশ্বিস্ত্রাস্ত্রপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা ভবতি তদলাভাত্ত্ব  
কাণানাং ভবত্যাপেক্ষা। অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেহপি মন্ত্রে  
জ্যোতিষো গ্রহণাগ্রহণে। যথা সমানেহপ্যতিরাত্রো বচন-  
ভেদাৎ ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণে তদ্বৎ। তদেবং ন তাবৎ

যথা অভিযাজ্ঞে ষোড়শিনং গৃহ্নাতি ন গৃহ্নাতি ইতি বাক্যভেদাৎ বিকল্পঃ  
তদ্বৎ শাখাভেদেন অল্পপাঠাপাঠভ্যাং জ্যোতিষো বিকল্প ইত্যর্থঃ। নমু  
ক্রিয়ায়াং বিকলো যুক্তো ন বস্তুনীতি চেৎ ; সত্যম্। অত্রাপি শাখাভেদেন  
সাম্না জ্যোতিঃসহিতা বা পঞ্চ প্রাণাদয়ো যত্র প্রতিষ্ঠিতা স্তম্ভনসাহস্রদ্রষ্টব্য-  
মিতি ধ্যানক্রিয়ায়াং বিকলোপপত্তিরিত্যনবদ্যম্। উক্তং প্রধানশ্রাশবৎ  
মুপসংহরতি তদেবমিতি। তথাপি স্মৃতিযুক্তিভ্যাং প্রধানমেব জগৎকারণ-  
মিত্যত আই—স্মৃতিতি। [ রত্নপ্রভা। ]

তাহা এক শাখায় পঞ্চ সংখ্যা পূরণের নিমিত্ত গৃহীত হয়, অত্র শাখায় নহে,  
ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ কেহ কেহ বলেন, অপেক্ষার ভিন্নতা  
আছে। [ মাধ্য...তদ্বৎ ] মাধ্যমিনশাখীরা (মাধ্যমিন=যজুর্বেদের শাখা  
বিশেষ) প্রোক্ত মন্ত্রের অমূল্য মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতে তাঁহারা পঞ্চ-  
জন স্থানীয় প্রাণাদি পঞ্চক প্রাপ্ত হন। সুতরাং অত্র মন্ত্রের জ্যোতিঃ শব্দ  
তাঁহাদের নিরাকাজ্ঞ থাকে। কাণশাখীদিগের পাঠে উহার উল্লেখ নাই,  
সুতরাং তাঁহাদের পাঠে উহার (জ্যোতিঃ শব্দের) অপেক্ষা আছে। মন্ত্র  
সমান হইলেও অপেক্ষার ভেদ থাকায় এক শাখায় জ্যোতিঃশব্দের গ্রহণ  
এবং অত্র শাখায় তাহার অগ্রহণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অতিরাত্র (যজুর্বেদে)।  
অতিরাত্র মন্ত্রে এক শাখায় সমান ; পরন্তু উপদেশ বাক্যের ভিন্নতা থাকায়  
ষোড়শি-পাঠের গ্রহণ ও অগ্রহণ উভয়ই হইয়া থাকে। [ তদেবং...  
হরিয়েতে ] বসিঃ কারণে প্রধান (সাংখ্যের প্রকৃতি) স্রুতি প্রসিদ্ধ  
নহে অর্থাৎ স্রুতিতে প্রধানের প্রতিপাদন নাই। স্মৃতিতে ও যুক্তিশাস্ত্রে

প্রতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ প্রধানবিষয়াস্তি, স্মৃতিত্বায়প্রসিদ্ধী তু  
পরিহরিয়েতে ॥ ১৩ ॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ-  
দিস্যোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥ \*

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণো লক্ষণং, প্রতিপাদিতং ব্রহ্মবিষয়ং  
গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাম্, প্রতিপাদিতঞ্চ প্রধানশ্রা-

অথ সমন্বয়লক্ষণে কেয়মকাণ্ডে বিরোধাবিরোধচিন্তা ভবিতা হি তত্বাঃ  
স্থানমবিরোধলক্ষণমিত্যত আহ ।—“প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণ” ইতি । অয়মর্থঃ—  
নানৈকশাখাগততত্ত্বাক্যালোচনয়া বাক্যার্থাবগমে পর্য্যবসিতে সতি প্রমা-  
ণান্তরবিরোধেন বাক্যার্থাবগতেরপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্যাবিরোধব্যুৎপাদনেন প্রা-  
মাণ্যব্যবস্থাপনমবিরোধলক্ষণার্থঃ । প্রাসঙ্গিকস্ত তত্র সৃষ্টিবিষয়ানাং বা-  
ক্যানাং পরস্পরমবিরোধপ্রতিপাদনং ন তু লক্ষণার্থঃ । তৎপ্রয়োজনঞ্চ  
তত্রৈব প্রতিপাদয়িষ্যতে ইহ তু বাক্যানাং সৃষ্টিপ্রতিপাদকানাং পরস্পর-  
বিরোধে ব্রহ্মণি জগদযোনৌ ন সমন্বয়ঃ সেক্ষু য়েতি । তথা চ ন জগৎকার-  
ণত্বং ব্রহ্মণো লক্ষণং ন চ তত্র গতিসামান্যং ন চ তৎসিদ্ধয়ে প্রধানম্যাপদ-  
প্রতিপাদনং তস্মাদ্বাক্যানাং বিরোধাবিরোধাত্মকোক্তার্থক্ষেপসম্বাদানাত্যাং  
সমন্বয় এবোপপাদ্যত ইতি সমন্বয়লক্ষণে সঙ্গতমিদমধিকরণম্ ।

বাক্যানাং কারণে কার্যো পরস্পরবিরোধতঃ ।

সমন্বয়োজগদযোনৌ ন সিধ্যতি পরাশ্রয়নি ॥

যে প্রধানের উল্লেখ আছে—সে উল্লেখের তাৎপর্য পশ্চাৎ প্রদর্শিত  
হইবে ।

ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য, এ  
কথাও বলা হইয়াছে । প্রধান অর্থাৎ সাংখ্যের প্রকৃতি যে বৈদিক নহে,  
বেদপ্রতিপাদ্য নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে । পুনর্বার এই আশঙ্কা

\* বিগীতেষপি আকাশাদিষু স্বজ্যমানেষু সৃষ্টির বিশালং বাস্তবিক পুরণীয়ম্ । হেতুমাহ—  
কারণেভ্যেনেতি । বিস্তরস্ত ভাষ্যে ।—সৃষ্টিবিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সৃষ্টি বিষয়ে  
বিরোধ বা বিভিন্ন মত নাই ।

শব্দম্ । তত্রৈদমপরমাশঙ্ক্যতে । ন জন্মাদিকারণত্বং  
ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাং প্রতি-  
পাদয়িতুং শক্যম্ । কস্মাৎ । বিগানদর্শনাৎ । প্রতিবেদান্তং  
হৃদ্যাং সৃষ্টিরূপলভ্যতে ক্রমাদিবৈচিত্র্যং । তথা হি, কচি-  
দান্নন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যাকাশাদিকা সৃষ্টিরান্মায়তে,  
কচিভৈজ আদিকা—তৈজোহসজতেতি, কচিৎ প্রাণাদিকা  
—স প্রাণমসজত প্রাণাচ্ছুদ্ধামিতি । কেচিৎ অক্রমৈব লোকা-  
নামুৎপত্তিরান্মায়তে—“স ইমাল্লোকানসজতান্মোরীচির্শর-  
মাপ” ইতি । তথা কচিদসৎপূর্বিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—“অসদ্বা

সদেব সোম্যেদমগ্রাসীদিত্যাঙ্গীনাং কারণবিষয়ানামসদ্বা ইদমগ্র আঙ্গী-  
দিত্যাঙ্গীভিন্নকৈক্যঃ কারণবিষয়ৈর্কিরোধঃ কার্যবিষয়ানামপি বিভিন্নক্রমা-  
ক্রমোৎপত্তিপ্রতিপাদকানাং বিরোধঃ । তথা কানিচিদন্তকর্তৃকাং জগৎ-  
পত্তিমাচক্ষতে বাক্যানি কানিচিৎ স্বয়ংকর্তৃকাম্ । সৃষ্টা চ তৎকার্যেণ  
তৎকারণতয়া ব্রহ্ম লক্ষিতম্ । সৃষ্টিবিপ্রতিপত্তৌ তৎকারণতয়াং ব্রহ্ম-  
লক্ষণে বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ভবতি তল্লক্ষ্যে ব্রহ্মণ্যপি বিপ্রতিপত্তিঃ ।  
তস্মাদব্রহ্মনি সমন্বয়ভাবান্ন সমন্বয়গম্যাং ব্রহ্ম । বেদান্তান্ত কত্রাদিপ্রতি-  
পাদনেন কর্মবিধিপরতয়োপচরিতার্থা অবিবক্ষিতার্থা বা অপোপযোগিন  
ইতি প্রাপ্তম্ । ক্রমাদীত্যাঙ্গীহণেনাক্রমোগৃহ্যতে । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

সর্বক্রমবিবাদেহপি ন স সৃষ্টির বিদ্যতে ।

সত্যস্বচোভক্ত্যা নিরাকার্যতয়া কচিৎ ॥

উৎপাদিত হইতেছে যে, ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদা-  
ন্তের প্রতিপাদ্য ও তাৎপর্য্য, এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তই নহে । কারণ এই যে,  
বিরুদ্ধবাদ দেখা যায় । [ অতি...ক্রিয়ত ইতি ] প্রত্যেক বেদান্তে ভিন্ন  
ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে । কোন কোন বেদান্তে  
“আত্মা হইতে আকাশ” এবং আকাশের আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি হওয়ার কথা  
আছে । কোন কোন বেদান্তে “তিনি তৈজ সৃষ্টি করিলেন” ইত্যাদি ক্রমে  
তৈজঃপূর্বিকা সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে । “তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, পরে প্রাণ  
হইতে জ্ঞান” ইত্যাদি অতিতে প্রাণপূর্বিকা সৃষ্টি অভিহিত হইয়াছে ।

ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজ্জায়তেতি,” “অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসদাসীৎ তৎসর্বমভবৎ” ইতি চ। কচিদসদান-  
নিরাকরণেন সৎপূর্বিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্জায়তে—“তন্মৈক  
আহরসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যুপক্রম্য, “কুতস্ত খলু  
সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়তে” ইতি,  
“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি” । কচিৎ স্বয়ংকর্তৃকৈব

ন তাবদন্তি সৃষ্টিক্রমে বিধানং প্রতীতানামবিরোধঃ। তথাহি—অনেক-  
শিল্পপর্যায়দাতোদেবদত্তঃ প্রথমং চক্রদণ্ডাদি কারণমুৎপাদ্যাহং তদুপকরণঃ  
কুন্তং কুন্তোপকরণম্বাহরত্বাদকং উদকোপকরণশ্চ সংববনেন পৌধুমকণি-  
কানাং কৰ্ম্মেতি পিণ্ডং পিণ্ডোপকরণস্ত পচতি স্নাতপূর্ণং তদন্ত দেবদত্তস্ত সর্ব-  
ত্রৈতয়িন্ কৰ্ত্তৃত্বাৎ শক্যং বক্তুং দেবদত্তাভ্যুদয়াদি সমুৎপত্তং তস্মাক্রাদেঃ কুন্তা-  
দীতি। শক্যঞ্চ দেবদত্তাৎ কুন্তঃ সমুৎপত্তস্তাত্ত্বিকাহরণাদীত্যাदि। ন  
হস্ত্যাসম্ভবঃ সর্বত্রায়িন্ কার্যজ্ঞাতে ক্রমবতাপি দেবদত্তস্য সাক্ষাৎ কৰ্ত্তৃরমু-  
হ্যত্বাৎ তথেষাপি যদ্যপ্যাকাশাদিক্রমেণৈব সৃষ্টিস্থাপ্যাকাশানলানিগদৌ  
তত্র তত্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্য কৰ্ত্তৃত্বাৎ শক্যং বক্তুং পরমেশ্বরাদাকাশঃ সমুৎপ-  
ত্ত ইতি শক্যঞ্চ বক্তুং পরমেশ্বরাদানলঃ সমুৎপত্ত ইত্যাদি। যদি আকাশাব্য-  
কীর্যোক্তেজ ইত্যুক্ত। তেজসো বায়ুর্যায়োরাকাশ ইতি ত্রয়াৎ ভবেবিরোধো  
ন চৈতদন্তি। তন্মাদমুখ্যমবিবাদঃ প্রতীতানাম্। এবং ‘ন ইমান্ লোকান-  
সৃজত’ ইত্যক্রমাভিধায়িত্বাপি সৃষ্টিরবিরুদ্ধা। এষা হি স্বব্যাপারমতিধান-

কোন কোন ক্ষতিতে যুগপৎ সর্বসৃষ্টির কথাও আছে। যথা—“তিনি এই  
সমস্ত লোক সৃজন করিলেন।” আবার অল্পক্ষতিতে অভাবপূর্বিকা সৃষ্টি  
কথিত হইয়াছে। যথা—“এই জগৎ পূর্বে অসৎ বা অভাবান্নক ছিল, পক্ষাৎ  
ইহা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান হইয়াছে।” কোন কোন প্রতি অভাববাদ  
নিবেদ করতঃ সত্যদের প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন। যথা—“কেহ কেহ  
বলেন, এ সকল অসৎ ছিল অর্থাৎ কিছুই ছিল না।” অতঃপর এই কথা  
বলিয়াই বলিয়াছেন, “হে সৌম্য! তাহা কি প্রকারে হইবে? কি প্রকারে  
অসৎ (অভাব) হইতে সত্যের (ভাবের) অংশ হইবে? অতঃপর হে সৌম্য!  
এ সকল সৎই ছিল।” এতদ্বির অন্য একটী সৃষ্টি আছে, তাহাতে সৃষ্টিত  
হইয়াছে, তাহা এ সকল আপত্তি আপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ ইহার কথা

ব্যাক্রিয়া জগতো নিগদ্যতে—“তদ্বৈদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ  
তদান্মরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত” ইতি । এবমনেকধা বিপ্রতি-  
পত্তের্বস্তুনি চ বিকল্পস্যানুপপত্তের্ন বেদান্তবাক্যানাং জগৎ-  
কারণাবধারণপরতা শ্রায্যা । স্মৃতিশ্রায়প্রসিদ্ধিভ্যাস্ত কারণ-  
ান্তরপরিগৃহো ন্যায্য ইতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । সত্যপি  
প্রতিবেদান্তং স্বজ্যমানেষাকাশাদিষু ক্রমাদিদ্বারকে বিগানে

মক্রমেণ কুর্তী নাভিধেয়ানাং ক্রমং নিরুণন্ধি । তে তু যথাক্রমাবস্থিতা  
এবাক্রমেণোচ্যন্তে । যথা ক্রমবস্তু জ্ঞানানি জাতানীতি । তদেবমবি-  
গানম্ । অতাপ্যেত তু বিগানমুচ্যতে স্তৌ ঋষেতদ্বিগানং ন তু স্রষ্টরি ।  
স্রষ্টা তু সর্ববেদান্তবাক্যেদ্ব্যুতঃ পরমেশ্বরঃ প্রতীয়তে নাত্র প্রতিবিগানং  
মাত্রমাপ্যন্তি । ন চ স্রষ্টিবিগানং স্রষ্টরি তদধীননিরূপণে বিগানমাবহতীতি  
বাচ্যম্ । ন হেব স্রষ্টৃ ত্রমাত্রোচ্যতেহপি তু সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিনা  
রূপেণোচ্যতে স্রষ্টা । তচ্চাস্য রূপং সর্ববেদান্তবাক্যানুগতম্ । তজ্জ্ঞানঞ্চ  
ফলবৎ । ‘ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরং ভরতি শোকমাত্মবিৎ’ ইতি শ্রুতেঃ । স্রষ্টি-  
জ্ঞানস্ত তু ন ফলং শ্রয়তে তেন ফলবৎসমিধাবফলং তদঙ্গমিতি স্রষ্টিবিজ্ঞানং  
স্রষ্টৃ ব্রহ্মবিজ্ঞানং তদনুগুণং সদব্রহ্মজ্ঞানাবতারোপায়তয়া ব্যাখ্যায়ম্ । তথা  
চ শ্রুতিঃ—‘অগ্নেন সৌম্য গুহ্মেনাপোমূলমগ্নিচ্ছ’ ইত্যাদিকা । গুহ্মেনাগ্নেণ  
কার্যোণেতি বাবৎ । তস্মান্ন স্রষ্টিবিপ্রতিপত্তিঃ স্রষ্টরি বিপ্রতিপত্তিমাবহতি ।  
অপি তু গুণে স্বশ্রায্যাকল্পনেতি তদনুগুণতয়া ব্যাখ্যেয়া । যচ্চ কারণে

নাই । যথা—“পূর্বে এ জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে তাহা হইতে জগৎ-  
নামের ও জগজ্জগের দ্বারা তাহা ব্যাকৃত (বিস্পষ্ট) হইয়াছে ।” [এব...  
দিষ্টোক্তেঃ] এইরূপ এইরূপ অনেক বিপ্রতিপত্তি (বিরুদ্ধ মত) আছে ।  
যাহা বস্তু তাহা একরূপ বা একপ্রকার হওয়াই উচিত বিধার সমস্ত  
বেদান্তকে জগৎকারণনিশ্চায়ক বলিতে পার না । অর্থাৎ বেদান্তের দ্বারা  
এককারণবাদ সিদ্ধ হয় না । স্মৃতিরাজ স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ও ন্যায়প্রসিদ্ধ অস্ত  
কারণের গ্রহণ বা স্বীকার করাই উচিত । ব্যাস এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত  
হইয়া বসিছেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে স্বজ্যমান আকাশাদির  
উৎপত্তির ক্রমেয় ভিন্নতা দেখা যায়, তথাপি উৎপাদকের বা স্রষ্টার সম্বন্ধে  
কোনরূপ বিরুদ্ধবাদ নাই । কেন-না, এক বেদান্তে যে-স্রষ্টার বা যে-জগৎ-

ন স্রষ্টরি কিঞ্চিদ্বিগানমস্তি । কুতঃ । যথাব্যপদিকৌত্তেঃ ।  
 যথাভূতো হ্যেকস্মিন্ বেদান্তে সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরঃ সর্বাঙ্ককো-  
 হুদ্বিতীয়ঃ কারণত্বেন ব্যপদিকঃ, তথাভূত এব বেদান্তান্তরে-  
 যপি ব্যপদিশ্রুতে । তদ্যথা, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে”তি ।  
 অত্র তাবজ্জ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্বিশয়েণ কাময়িতৃষ্মবচনেন  
 চেতনং ব্রহ্ম ন্যরূপয়দপরপ্রযোজ্যত্বেনেশ্বরং কারণমব্রবীৎ ।  
 তদ্বিশয়েণৈব পরেণাঙ্কশব্দেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়া চান্ত-  
 রনুপ্রবেশেনেন সর্বেষাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ । বহু  
 স্যাং প্রজায়েয়েতি চাত্মবিষয়েণ বহুভবনাশংসেনৈব সৃজ্য

বিগানমসদ্বা ইদমগ্রআসীদিতি তদপি, তদপ্যেব শ্লোকোভবতীতি পূৰ্ণ-  
 প্রকৃতং সদ্ব্রহ্মাক্রুত্বাহসদেবেদমগ্রআসীদিত্যুচ্যমানং ত্বদতোহিতিধানেই-  
 স্বকং স্তাৎ । স্রষ্টাস্তরেণ চ মানাস্তরেণ চ বিরোধঃ । তস্মাদৌপচারিকং  
 ব্যাখ্যায়ম্ । তদ্বৈক আত্মরসদেবেদমগ্র আসীদিতি তু নিরাকার্যাতয়োপ-  
 স্তম্বমিতি ন কারণে বিবাদ ইতি । সূত্রে চ-শব্দার্থঃ । পূৰ্ণপক্ষং নিবর্ত-  
 যতি।—আকাশাদিষু সৃজ্যমানেষু ক্রমবিগানেইপি ন স্রষ্টরি বিগানম্ । কুতঃ ।  
 যথৈকস্তাং স্রষ্টৌ ব্যপদিতঃ পরমেশ্বরঃ সর্বস্ত কৰ্ত্তা তথৈব স্রষ্টাস্তরেবৃক্তেঃ ।  
 কেন রূপেণ, কারণত্বেন । অপরঃ কল্পে যথা ব্যপদিতঃ ক্রম আকাশাদিষু,  
 আত্মন আকাশঃ সমুত আকাশাদিষু স্রাজ্যায়রগ্নিরগ্নেরাপোহভ্যঃ পৃথিবীতি,  
 তথৈব ক্রমস্যানপবাধনেন তন্তেকোহসৃজতেত্যাদিকার্য্য অপি স্রষ্টেক্তেন

কারণের উপদেশ, অত্র বেদান্তেও সেই স্রষ্টার বা সেই ক্রমংকারণের  
 উপদেশ দেখা যায় । [ যথাভূতো...দিশ্রুতে ] এক বেদান্তে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ  
 সর্বেশ্বর সর্বাঙ্কক অদ্বিতীয় কারণ কথিত হইয়াছে, সমস্ত বেদান্তে  
 ব্রহ্ম কারণই কথিত হইয়াছে । [ তদ্যথা...ইতি চ ] যথা—“ব্রহ্ম  
 সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ।” এ স্রুতি জ্ঞানশব্দ বিশেষণ দিয়া একঃ “তিনি  
 কামনা (ইচ্ছা) করিলেন,” এইরূপ বলিয়া বুঝাইয়াছেন, “ব্রহ্ম চেতন  
 পদার্থ ।” “তিনি পরপ্রযোজ্য নহেন,” এ কথাও দ্বারাও স্রষ্টার কারণবাদ  
 প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহারই পরে আত্মশব্দ আছে, সেই আত্মশব্দের  
 দ্বারা দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মই আমাদের অন্তরাত্ম । তিনি শরীরাদি কোশ



মানানং বিকারাণাং অক্ষুরভেদমভাবত। তথা “ইদং সর্ব-  
মসৃজতঃ যদিদং কিঞ্চ” ইতি সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দেশেন প্রাক-  
সৃষ্টিরদ্বিতীয়ং স্ফটরমাচক্ষে। তদত্র বল্লক্ষণং ব্রহ্ম কারণ-  
ত্বেন বিজ্ঞাতং তল্লক্ষণমেবান্যত্রাপি বিজ্ঞায়তে। স দেব  
সৌম্যোদমগু আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহু স্যাৎ  
প্রজায়েয়েতি, তভেজোহসৃজতেতি। তথা, আত্মা বা  
ইদমেক এবাহু আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিসৎ, স একত  
লোকামসৃজা ইতি চ। এবঞ্জাতীয়কস্য কারণস্বরূপনিরূপণ-  
পরস্য বাক্যজাতস্য প্রতিবেদান্তমবিগীতার্থত্বাৎ। কার্য-  
বিষয়ন্তু বিগানং দৃশ্যতে। কচিদাকাশাদিকা সৃষ্টিঃ কচিভেজ

সৃষ্টাবপি বিগানম্। ননেকত্রায়ন আকাশকারণত্বেনোক্তিরন্যত্র চ ভেজ-  
কারণত্বেন তৎকথমবিগানমত আহ।—“কারণত্বেন” ইতি। হেতৌ তৃতীয়া।  
সর্বত্রাকাশানলানিলাদৌ সাক্ষাৎকারণত্বেনাশ্রয়ঃ। প্রপঞ্চিতকৈতদধস্তাৎ।

পরম্পরার দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্টের স্থায় আছেন। “আমি বহু হইব” এ  
অংশের দ্বারা বলা হইয়াছে, বুঝান হইয়াছে, যে-কিছু সৃজ্যমান পদার্থ—  
সমস্তই সেই অদ্বিতীয় স্রষ্টা হইতে অভিন্ন। অর্থাৎ তিনিই জগদাকারে  
ভাসমান হইতেছেন। অপিচ, “এ যে-কিছু—এ সমস্তই তিনি সৃষ্টি  
করিয়াছেন।” এই বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র  
স্রষ্টা ছিলেন। এই সকল প্রতিপত্তিতে যে কারণরূপী ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইতেছেন  
অত্র প্রতিপত্তিতেও সেই ব্রহ্ম বা তল্লক্ষণ ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হইয়াছেন। যথা—“হে  
সৌম্য। সৃষ্টির পূর্বে এ সকল একমাত্র সং-ই ছিল।” (অদ্বয় কারণই  
ছিল)। “এক অদ্বিতীয় পদার্থই ছিল।” “সেই সং আলোচনা করিলেন,  
আমি বহু হইব ও প্রকৃষ্টরূপে ভগ্নিব।” “তিনি ভেজ সৃষ্টি করিলেন।”  
“সৃষ্টির পূর্বে এ সকল আত্মা ছিল, আত্মাতেই পর্য্যবসন্ন ছিল, আত্মা ভিন্ন  
অন্য কিছু ছিল না।” “সেই আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক  
সমূহ সৃজন করিব।” [এবং...প্রসঙ্গাৎ] প্রত্যেক বেদান্তে জগৎকারণের  
স্বরূপ নির্ণায়ক এইরূপ এইরূপ বাক্য আছে পরন্তু সে সকলের অর্থ অবি-  
গীত অর্থাৎ পরম্পর অবিরুদ্ধ। অপিচ, কারণ প্রতিপাদন পক্ষে সমস্ত

আদিকেতৌবজ্ঞাতীয়কম্ । ন চ কার্য্যবিষয়েণ বিগানেন  
 কারণমপি ব্রহ্ম সর্ববেদান্তেষুবিগীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং  
 ভবিতুমর্হতীতি শক্যতে বক্তুং, অতিপ্রসঙ্গাৎ । সমাধাস্যতি  
 চার্চার্য্যঃ কার্য্যবিষয়ং বিগানং ‘ন বিয়দশ্রুতে’রিত্যারভ্য ।  
 ভবেদপি কার্য্যস্য বিগীতব্যমপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ । ন হয়ঃ  
 সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতিপাদয়িষিতঃ । ন হি তৎপ্রতিবন্ধঃ  
 কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যতে শ্রুয়তে বা । ন চ কল্পয়িতুং  
 শক্যতে । উপক্রমোপসংহারাত্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ে-  
 র্ব্যবহিকারঃ সাক্ষমেকব্যাক্যতয়া গম্যমানত্বাৎ । দর্শয়তি চ  
 সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থতাম্ “অম্মেন সৌম্য !

বেদান্তের ঐকমত্য দেখা যায় । তবে যে কার্য্যপ্রতিপাদন (স্বজ্যমান  
 বস্তুর সৃষ্টি বিষয়ক ক্রমের উপদেশ) বিষয়ে বিগান (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের  
 উপদেশ) দেখা যায়, যথা—কোন বেদান্তে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি, কোন  
 বেদান্তে তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি । এ সকল ব্রহ্মকারণবাদের ক্ষতিকারক  
 নহে । কার্য্যের বিগান আছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সৃষ্টির উপদেশ আছে,  
 তাই বলিয়া কারণ ব্রহ্মও বিগীত, এরূপ বলিতে পার না । কার্য্য বিভিন্ন  
 প্রকার সূতরাং কারণও বিভিন্ন, এ অভিপ্রায় জরূক্ত । (অর্থাৎ তাহা  
 ক্রতির অভিপ্রেত নহে) । ঐরূপ বলিতে গেলে অতিপ্রসঙ্গ \* দোষ হইবে ।  
 [সমা...গম্যমানত্বাৎ] আচার্য্য ব্যাস “ন বিয়দশ্রুতেঃ” ইত্যাদি শ্রুত্রে  
 কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধ মতের সমাধান করিবেন । সৃষ্টিপ্রতিপাদন ইষ্ট নহে;  
 সূতরাং তাৎপর্য্যক বিরোধ বিরোধ বলিয়া গণ্য নহে । সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উপদেশ  
 করা ক্রতির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে । কারণ, সৃষ্টিজ্ঞানে কোনরূপ পুরুষার্থ  
 দৃষ্ট হয় না । ক্রতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চ জ্ঞানের পুরুষার্থতা (ফল) বলেন নাই,  
 কল্পনাতেও তাহা লক্ষ হয় না । উপক্রমের ও উপসংহারের দ্বারা জানা  
 যায়, সৃষ্টিব্যাক্য সকল ব্রহ্মব্যাক্যের সহিত মিলিয়া ব্রহ্ম-অর্থই প্রকাশ  
 করে । [দর্শয়তি...ইতি] ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টি বর্ণনা, এ কথা  
 ক্রতিও বলিয়াছেন । যথা—“হে সৌম্য ! পৃথিবীরূপ সৃষ্টের (কার্য্যের)

\* অতিপ্রসঙ্গ—অতিব্যাপ্তি । অর্থাৎ যাহা ব্রহ্ম নহে তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণ যাওয়া ।

শুঙ্গেনাপোমূলমম্বিচ্ছাহিঃ সৌম্য ! শুঙ্গেন তেজোমূল-  
মম্বিচ্ছ তেজসা সৌম্য ! শুঙ্গেন সমূলমম্বিচ্ছতি ।” মৃদাদি-  
দৃষ্টান্তৈঃ চ কার্যস্য কারণেনাভেদং বদিতুং সৃষ্টাদিপ্রপঞ্চঃ  
প্রাব্যত ইতি গম্যতে । তথা চ সম্প্রদায়বিদো বদন্তি,—

“মূলোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্থা চোদিতাহনুথা ।

উপায়ঃ সোহবত্বারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥” ইতি ।

ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসম্বন্ধস্ত ফলং শ্রুয়তে “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি  
পরং” “তরতি শোকমাত্ত্ববিং” “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যু-  
মেতি” ইতি চ । প্রত্যক্ষাবগমক্ষেদং ফলং “তত্ত্বমসি” ইত্য-  
সদার্যাত্ত্বপ্রতিপত্তৌ সত্যং সংসার্যাত্ত্বব্যাবৃত্তেঃ । যৎ

ব্যাক্রিয়ত ইতি চ কর্মকর্তরি কর্মণি বা কপম্ । ন চেতনমতিরিক্তং কর্তারং  
প্রতিক্ষিপতি কিছুপস্থাপয়তি । ন হি লুপ্তে কেনারঃ স্বয়মেবেতি বা  
লুপ্তে কেনার ইতি বা লবিতারং দেবদত্তাদিঃ প্রতিক্ষিপতি । অপি  
তুপস্থাপয়ত্যেব । তস্যাং সর্বমবদাতম্ ।

দ্বারা জলের অনুমান কর, জলের দ্বারা তেজের, তেজের দ্বারা তেনো  
মূল সতের অনুমান কর ।” ইহাও প্রতীত হয় যে, ঐতি মৃত্তিকা-কুস্তের  
দৃষ্টান্তে কারণের সহিত কার্যের অভেদ দেখাইবার জন্য সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বলি-  
য়াছেন । ( কুস্তের কারণ মৃত্তিকা, তাহা কুস্ত হইতে ভিন্ন নহে । তাহা  
মৃত্তিকাই ) । এ তত্ত্ব অধ্যাপক পরম্পরাতেও প্রখ্যাত । যথা—“শাস্ত্র যে  
মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৃষ্টি  
বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকল ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার উপায় মাত্র । ফলকল্পে  
কোনরূপ ভেদ নাই ।” [ ব্রহ্ম...বৃত্তেঃ ] শাস্ত্রে যে ফলপ্রতি আছে,  
সে সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞান সম্বলিত । অর্থাৎ মুক্তি প্রভৃতি ফল ব্রহ্মজ্ঞানবর্তিত ;  
অজ্ঞানবর্তিত নহে । যথা—“ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ।” “আত্মজ্ঞ  
পুরুষই শোক হইতে উত্তীর্ণ হন ।” “জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতি-  
ক্রম করে ।” ইত্যাদি । ঐ ফল ( মোক্ষ ) প্রত্যক্ষ-গম্য ( প্রত্যক্ষ = অতি-  
প্রমাণ ) । “তিনিই তুমি” এই মহাবাক্যের দ্বারা আত্মার ( আপনার )  
অসংসারিত্ব নিশ্চয় হইলে তখন আর সংসারিত্ব থাকে না, বিনিবৃত্ত হয় ।

পুনঃ কারণবিষয়ং বিগানং দর্শিতং “অসদ্ধা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি তৎ পরিহৃত্যম্ । অত্রোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

### সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥ \*

অসদ্ধা ইদমগ্র আসীদিতি নাত্রাসম্মিরাভ্যকং কারণত্বেন শ্রাব্যতে । যতঃ, অসম্ভব স ভবত্যসৎ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ । অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ, ইত্যসদ্ধাদাপ-  
বাদেনান্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্মান্নময়াদিকোশপরম্পরয়া প্রত্যগা-  
ত্মানং নির্ধার্য “সোহকাময়ত” ইতি তমেব প্রকৃতং সমা-  
কৃষ্য সপ্রপঞ্চাং সৃষ্টিং তস্মাৎ শ্রাবয়িত্বা “তৎ সত্যমিত্যা-

সদাশ্বসমাকর্ষাদতীজ্জিয়ার্থকাসংপদেন ব্রহ্ম লক্ষ্যত ইত্যাহ— তস্মাদিতি ।  
ন চ প্রধানমেব লক্ষ্যতামিতি বাচ্যম্ । চেতনার্থকব্রহ্মাদিশব্দানামনেকেযাং  
লক্ষণাগোরবাদিতি ভাবঃ । তিত্তিরিশ্রুতৌ সূত্রং যোজয়িত্বা ছান্দোগ্যাদৌ  
যোজয়তি— এইবেতি । সদেকার্থকতংপদেন পূর্বোক্তাসতঃ সমাকর্ষণ  
শ্রুতমিত্যর্থঃ । নমসংপদলক্ষণা ন যুক্তা অতিভেদে চ স্বমতভেদেনোদিতা-

[ যৎ...অত্রোচ্যতে ] বাদী যে কারণবিষয়ক মতবৈধে প্রদর্শন করিয়া-  
ছিলেন, তাহাও পরিহার্য । পরিহার্য বলিয়া সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত  
হইতেছে ।

সৃষ্টির পূর্বে এ জগৎ অসৎ ছিল, এ বাক্যে নিরাস্বক অর্থাৎ পদার্থকে  
কারণ বলা হয় নাই । কারণ, ঐ স্থানে “যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে  
তবে সে নিজেও অসৎ এবং যে অস্তি বলিয়া জানে লোকে তাহাকে সৎ  
বলিয়া জানিবে ।” এইরূপ বাক্যে অসতের (অভাবের বা অত্রাক্তভাবের)  
নিন্দা অভিহিত হইয়াছে । অনন্তর অসদ্বিপরীত সৎ ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মরূপে  
নির্ণয় করিয়া, উপদেশ করিয়া, তাদৃশ সৎ ব্রহ্মকে “তিনি কামনা করিলেন”  
এই বাক্যের দ্বারা আকর্ষণও তাই হইতে এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ

\* সমাকর্ষাৎ তৎসদাসীদিত্যাदिना सतःसमाकर्षात् नापिकारणविषयकं विधानमिति  
शेषः ।—याहा जगत्कारण—ताहातेओ ज्ञातमत्तुभेद नहि । कारणं, সেই ही है ब्रह्म-सतः  
समाकर्षण आहे । अर्थात् ‘असद्धा इदमग्र आसीत्’ इत्यादि श्रुतिसे असत् शब्द निरान्वक  
अभाव पदार्थ कथित হয় নাই । ঐ সকল ব্রহ্ম অসৎ শব্দের অর্থ অবিদ্যা ।

চক্ৰত” ইতি চোপসংহৃত্য “তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি” ইতি তস্মিন্নেব প্রকৃতেহর্থে শ্লোকমিমমুদাহরতি “অসম্বা ইদমগ্ৰ আসীৎ” ইতি। যদি হ্রসম্মিরাত্মকমস্মিন্ শ্লোকে-  
 ইতিপ্রায়েত ততোহন্যসমাকর্ষণেহন্যসোদাহরণাদসম্বন্ধ-  
 বাক্যমাপদ্যেত। তস্মান্নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়েণ  
 সচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাপ্ত-  
 পত্তেঃ সদেব ব্রহ্মা হ্রসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে। ঐষেবা-  
 হ্রসদেবেদমগ্ৰ আসীদিত্যত্রোপি যোজনা। “তৎ সদাসী-  
 দিতি” সমাকর্ষণাৎ। অত্যন্তাভাবাভ্যুপগমে হি তৎ

মুদিতহোমবদিকল্পস্য দর্শিতত্বাদিত্যত আহ—তদ্বৈক ইতি। একে শাখিন  
 ইত্যর্থো ন ভবতি, কিন্তু অনাদিসংসারচক্রস্থা বেদবাহা ইত্যর্থঃ। শূন্য-  
 নিরাসেন ঐতিহ্যিঃ সদ্ধাদসৌবেষ্টত্বাত্তাসাং বিরোধক্ষুণ্টিনিরাসায় লক্ষণা  
 যুক্তেতি ভাবঃ। যদুক্তং কচিদকর্তৃকা সৃষ্টিঃ কথিতেতি তন্নৈত্যাহ—তদ্বৈদ-  
 মিতি। অধ্যাক্ষঃ কর্তা। নমু কলীভাব এব পরামৃশ্যত ইত্যত আহ—  
 চেতনস্য চারমিতি। চক্ষুর্দৃষ্টা শ্রোত্রং শ্রোতা মনো মন্তেতু্যচ্যত ইত্যর্থঃ।  
 আদ্যাকার্য্যং সর্কর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিত্যাহ—অপি চেতি। অন্যত্বে

উক্তি করিয়া “সেই জন্ত তাহাঁকে সত্য আখ্যা (নাম) দেওয়া হয়”  
 এবপ্রকার কথাই প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়া “এ সম্বন্ধে শ্লোক এই” এই বলিয়া  
 সেই প্রস্তাবিত সংপদার্থ বিষয়ক শ্লোকটীকে উদাহরণ দেখান হইয়াছে।  
 [যদি...দ্রষ্টব্যম্] নিঃস্বরূপ অভাবাত্মক অসৎ উক্ত শ্লোকের বিবক্ষিত  
 হইলে, এক পদার্থ আকর্ষণ করিয়া অপর পদার্থ উদাহরণ দেওয়ায়  
 বাক্যটি প্রাপ্ততুল্য হয়। বিশেষতঃ ব্যাকৃত (বিকাশপ্রাপ্ত) বস্তুই সং-শব্দে  
 অভিহিত হয়। (বাহা বিস্পষ্ট হইয়াছে তাহাকেই সং বলে, আছে  
 বলে)। সেই প্রসিদ্ধি অনুসারে, ব্যাকৃত বা বিকাশপ্রাপ্ত জগৎপদার্থের  
 পূর্বাবস্থা অর্থাৎ অব্যাকৃত অবস্থা গ্রহণ করিলে অবশ্যই “পূর্বে সং ব্রহ্ম  
 ছিলেন” এই কথা সঙ্গত হইবে। “সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল” এ  
 ঐতিহ্যেও ঐ অর্থে সংযোজন করিতে হইবে। কারণ, “সেই সং ছিলেন”  
 এইরূপে ঐ স্থানে সতেরই অনুবর্তন হইয়াছে। অসৎ-শব্দের অত্যন্তাভাব

সদাসীদিতি কিং সমাক্ষেপ্যত । “তদ্বৈক আত্মরসদেবেদমগ্ন  
আসীৎ” ইত্যত্রাপি ন শ্রুতান্তরাভিপ্রায়েণায়মেকীয়মতো-  
পন্যাসঃ ক্রিয়ামিব বস্তুনি বিকল্পস্যাসম্ভবাৎ । তস্মাচ্ছ্রুতি-  
পরিগৃহীতসংপক্ষদার্ঢ্যায়ৈবাহং মন্দমতিপরিবল্লিতস্যাহ-  
সংপক্ষসোপন্যস্য নিরাস ইতি দ্রষ্টব্যম্ । “তদ্বৈদং তর্হ্য-  
ব্যাকৃতমাসী”দিত্যত্রাপি ন নিরধ্যক্ষণ্য জগতো ব্যাকরণং  
কথ্যতে । “স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনধাগ্রেভ্যঃ” ইত্যধ্যক্ষণ্য  
ব্যাকৃতকার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাক্ষেপ্যত । নিরধ্যক্ষে ব্যাক-  
রণাভ্যুপগমে হনন্তুরেণ প্রকৃতা বলম্বিনা স ইত্যনেন সর্ব-  
নাম্না কঃ কার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাক্ষেপ্যত । চেতনম্য  
চায়মান্ননঃ শরীরেহ্নুপ্রবেশঃ শ্রুয়তে, অনুপ্রবিষ্টস্য চেত-

ইদানীম্ । নহু কৰ্ম্মকারকান্যস্য-কৰ্ত্ত্বুঃ সৰ্ব্ব কৰ্ম্মণ এব কৰ্ত্ত্ববাচিলশারো  
বিরুদ্ধ ইত্যত আহ— ব্যাক্রিয়ত ইতি । অনায়াসেন সিদ্ধিমপেক্ষ্য কৰ্ম্মণঃ

অর্থ গ্রহণ করিলে “সেই সং” এ কথার কাহার আকর্ষণ হইবে ? ( বাহার  
স্বরূপ নাই, বাহা নিঃস্বরূপ, তাহার আকর্ষণ অসম্ভব ) । কেহ কেহ বলেন,  
“এই জগৎ পূর্বে অসং ছিল” এই বাক্যে মত-বিশেষ কথিত হইয়াছে ।  
বস্তুতঃ তাহা হয় নাই । যেমন জ্ঞানের বিকল্প অসম্ভব, তেমনি, বস্তুবিকল্পও  
অসম্ভব । ( ষট ষটই, কাহার জ্ঞানে ষট, কাহার জ্ঞানে পট, এমন হয় না ) ।  
এই কারণে বুঝিতে হইবে, সূচকক্লিত অসম্বাদ মিরাসের অস্ত্র ও সর্বাদের  
দৃঢ়তার অস্ত্র শ্রুতি ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন । [ তদ্বৈদং...ক্ষেপ্যত ] তখন  
অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃত ছিল, পশ্চাৎ ব্যাকৃত হইয়াছে, এ বাক্যে  
নিরধ্যাক্ষ ব্যাক্রিয়া ( জগতের বিকাশ ) কথিত হয় নাই । কারণ, “তিনি  
স্বসৃষ্ট ভূতের নধাগ্রপর্ধ্যস্ত অনুপ্রবিষ্ট” এই শ্রুতি বলিতেছেন, যিনি  
এই জগতের স্রষ্টা, অধ্যাক্ষ, তিনিই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন । নিরধ্যাক্ষ  
বিকাশ স্বীকার করিতে গেলে “সং” শব্দের দ্বারা অনুপ্রবেষ্টার আকর্ষণ  
অসম্ভব হইয়া পড়ে । ( জগৎ কৰ্ত্ত্বশূন্য হইলে কে ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট  
হইরে ? ) ” [ চেতনম্য...গ্রাম ইতি ] দেখা যায়, অস্তিত্ত্বভেদেও না যায়,

নত্বপ্রবণাং, “পশ্যন্তচ্চক্ষুঃ শৃণু শ্রোত্রং মন্বানো মনঃ” ইতি । অপি চ যাঁদৃশমিদমদ্যত্বে নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়-মাণং জগৎ সাধ্যক্ষং ব্যাক্রিয়তে, এবমাদিসর্গেহীতি গম্যতে, দৃষ্টবিপরীতকল্পনানুপপত্তেঃ । ক্রান্তান্তরমপ্যনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাক্রিয়বাপ্রীতি সাধ্যক্ষামেব জগতো ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি । ব্যাক্রিয়ত ইত্যপি কর্মকর্তরি লকারঃ সত্যেব পরমেশ্বরে কর্তরি সৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ । যথালুয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি । বদ্বা কস্মণ্যেবৈষ লকারো অর্থাক্ষিপ্তং কল্পান্তরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ । যথা গম্যতে গ্রাম ইতি ॥ ১৫ ॥

### জগদ্বাচিহ্নাং ॥ ১৬ ॥ \*

কর্তৃস্থমুপচর্য্যত ইত্যর্থঃ । ব্যাক্রিয়তে জগৎ স্বয়মেব নিশ্চয়মিতি ব্যাখ্যায় কেনচিৎকৃতমিতি ব্যাচষ্টে—যদেতি । অতঃ শ্রুতীনাং বিরোধোৎ কারণ-দ্বারা সমন্বয় ইতি সিদ্ধম্ । ( রত্নপ্রভা ) ।

যিনি শরীরে অহুপ্রবিষ্ট—তিনি চেতন । চেতন আত্মাই শরীরে অহুপ্রবিষ্ট আছেন । এ কথা শ্রুতিতেও আছে । “যথা—“দর্শনের জন্য চক্ষু হইয়াছেন বা চক্ষুতে আছেন, শ্রবণের জন্য শ্রবণ বা শ্রবণে—” ইত্যাদি । অ পচ, এখন যেমন জগৎ নামের ও রূপেরদ্বারা ও অধ্যক্ষের অধীন হইয়া বিকাশিত হইতেছে—তেমনি প্রথম সৃষ্টিতেও ইহা অধ্যক্ষের অধীনে বিকশিত ( পর পর বিকাশ বা ক্রমসৃষ্টি ) হইয়াছিল । দৃষ্টবিপরীত কল্পনা অযুক্ত বলিয়াই ঐ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য । ঐ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে । যথা—“সেই সৎ আলোচনা করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে অহুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপের বিকাশ করিব ।” বিকাশকর্তা পরমেশ্বর সত্তেও আপনি আপনি ব্যাকৃত হইয়াছে, এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে । যেমন ছেদনকর্তা সত্তেও লোকে বলে, কেদার ( ক্ষেত্রের আ'ল্ ) ছিন্ন হইয়াছে, ঐ শ্রোত প্রয়োগও তজ্জপ জানিবে ।

\* কৌষিক-ব্রাহ্মণে যঃ পুরুষাণাং কর্তা বেদিতব্যতমোক্তঃ স পরমেশ্বর এব । জগদ্বা-

কৌষীতিকিব্রাহ্মণে বালাক্যজাতশক্রসম্বাদে শ্রীয়েতে,  
যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যশ্চ বৈতৎ  
কৰ্ম্ম, স বৈ বেদিতব্য ইতি (কৌঃ ব্রাঃ অং ৪। কং ১৯)।  
তত্র কিং জীবো বেদিতব্যে নোপদিশ্যতে, উত মুখ্যঃ প্রাণঃ,  
উত পরমাত্মেতি বিষয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তং। প্রাণ ইতি।  
কুতঃ। যস্য বৈতৎ কৰ্ম্মেতি শ্রবণাৎ। পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ  
কৰ্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ। বাক্যশেষে চ, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈ-

নমু ব্রহ্ম তে ক্রবাণীতি ব্রহ্মাভিধানপ্রকরণাদুপসংহারে চ সৰ্ম্মান্ পাপানো-  
হপহত্য সৰ্ম্মেষাক ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাক্ষ্যং পর্যোতি য এবং বেদেতি  
নিরতিশয়ফলশ্রবণাদব্রহ্মবেদনাদন্তস্ত তদসম্ভবাৎ আদিত্যচন্দ্রাদিগতপুরুষ-  
কৰ্ত্তৃত্বস্ত চ যস্ত বৈতৎকৰ্ম্মেতি চান্দ্রাসত্যবচ্ছেদে সৰ্ম্মানাম। প্রত্যক্ষসিদ্ধস্ত  
জগতঃ পরামর্শেন জগৎকৰ্ত্তৃত্বস্ত চ ব্রহ্মণোহন্তত্ৰাসম্ভবাৎ কথং জীবমুখ্যপ্রাণা-  
শক্য। উচ্যতে। ব্রহ্ম তে ক্রবাণীতি বালাকিনা গার্গ্যেণ ব্রহ্মাভিধানং  
প্রতিজ্ঞায় তদাদিত্যাদিগতাব্রহ্মপুরুষাভিধানেন ন তাবদব্রহ্মোক্তম্। যশ্চ  
চাজাতশক্রোর্বোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা যস্য বৈতৎ কৰ্ম্মেতি  
বাক্যং ন তেন ব্রহ্মাভিধানং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চান্দ্রদীয়েনোপকৰ্ম্মেণীত্য

কৌষীতিকি-ব্রাহ্মণের বালাকি-জাতশক্র-সংবাদ নামক সন্দর্ভে এইরূপ  
ভূনা যায়—“হে বালাকে! † যিনি এই সকল পুরুষের কৰ্ত্তা এবং এ সকল  
যাহার কৰ্ম্ম (কৰ্ত্তৃত্বের ফল), তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে বিদিত হও।”  
এই কৌষীতিকি-শ্রুতি যাহাকে জানিতে বলিড়েছেন তিনি জীব? না প্রাণ?  
না প্রাণ? না পরমাত্মা? “এ সকল যাহার কৰ্ম্ম” এ অংশের দ্বারা পাওয়া  
যায়, প্রাণই জ্ঞেয়। পরিস্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকেই কৰ্ম্ম বলে, সুতরাং তাহা  
প্রাণের আশ্রিত (অধীন)। ঐ প্রস্তাবের শেষ ভাগেও প্রাণের উল্লেখ  
আছে। যথা—“সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণে আসিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়,

জিহ্বাং তাত্পর্থাবশাৎ তত্র পুরুষশব্দস্য জগদধিকারিত্যর্থঃ।—কৌষীতিকি-ব্রাহ্মণে কথিত  
আছে, “যিনি পুরুষসমূহের কৰ্ত্তা, তিনিই জ্ঞেয়।” এখানে যে পুরুষ-শব্দ আছে, তাহার অর্থ  
জগৎ। যিনি জগতের কৰ্ত্তা, জগৎ যাহার কৃত্তি বা কৰ্ম্ম, তিনিই জ্ঞেয়-ও উপাস্য। সুতরাং  
কৌষীতিকি-ব্রাহ্মণোক্ত জ্ঞেয় পুরুষ পরমেশ্বর, অম্বা নহে।

† বালাকি—তদ্ব্যমক-ব্রাহ্মণ। বালাক্য পুত্র।



কথা ভবতীতি প্রাণশব্দশ্রবণাৎ প্রাণশব্দস্য চ মুখ্যে প্রাণে  
প্রসিদ্ধত্বাৎ। যে চৈতে পুরস্তাদ্বালাকিনাদিত্যে পুরুষশব্দ-  
মসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা নির্দিষ্টান্তেষামপি ভবতি  
প্রাণঃ কৰ্ত্তা প্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিত্যাদিদেবতান্ননাম্।  
কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে ইতি  
শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। জীবো বা অয়মিহ বেদিতব্যতয়োপ-  
দিষ্টতে তস্যাপি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মলক্ষণং কৰ্ম্ম শক্যতে শ্রাবয়িতুং

বাক্যং শক্যং নিয়ন্তুম্। তন্মাদজ্ঞাতশত্রোর্কাক্যসন্দৰ্ভপৌৰুষার্থ্যপৰ্থ্যালোচনয়া  
যোহস্যার্থঃ প্রতিভাতি স এব গ্রাহঃ। অত্র চ কৰ্ম্মশব্দস্তাবস্থাপারে নিরু-  
বৃত্তিঃ কার্যেণ ক্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্তা বর্ত্তেত। ন চ ক্রতৌ সত্যং ব্যুৎপত্তি-  
যুক্তশ্রয়িতুম্। ন চ ব্রহ্মণ উদাসীনস্যাপরিণামিনোব্যাপারবত্তা। বাক্য-  
শেষে চ, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকথা ভবতীতি শ্রবণাৎ পরিম্পন্দলক্ষণস্য চ  
কৰ্ম্মণো যত্রোপপত্তিঃ স এব বেদিতব্যতয়োপদিষ্টতে। আদিত্যাদিগত-  
পুরুষকর্ত্তৃত্বঞ্চ প্রাণস্যোপপদ্যতে হিরণ্যগৰ্ভরূপপ্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিত্যাদি-  
দেবতানাং কতম একো দেবঃ প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ। উপক্রমাত্মরোধেন  
চোপসংহারে সৰ্ব্বশব্দঃ সৰ্ব্বান্ পাপান্ ইতি চ সৰ্ব্বেষাং ভূতানামিতি আপে-  
ক্ষিকবৃত্তির্কল্পন পাপানো বহুনাং ভূতানামিত্যেবম্পরো দ্রষ্টব্যঃ। একস্মিন্  
বাক্যে উপক্রমাত্মরোধোপসংহারোবর্ণনীয়ঃ। যদি তু দৃষ্টবালাকিমব্রহ্মণি  
ব্রহ্মাভিধানমপোদ্যাকাতশত্রোর্কচনং ব্রহ্মবিষয়মেবান্যথা তু তদ্বক্তাবিশেষঃ  
বিবক্ষোরব্রহ্মাভিধানমসম্বন্ধং স্যাদিতি মন্ততে তথাপি নৈতদব্রহ্মাভিধানং  
ভবিষ্যৎ ইতি অপি তু জীবাভিধানমেব যৎ কারণং বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্য

মিলিত হক্। [যে...প্রসিদ্ধেঃ] বালাকী যে আদিত্য পুরুষের ও চন্দ্র-  
পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাণ সে সকল পুরুষেরও কৰ্ত্তা। কারণ,  
আদিত্যাদি দেবতা প্রাণেরই অবস্থা বিশেষ। এ কথা অন্য শ্রুতিতে আছে।  
যথা—“সে সকলের মধ্যে কোন্ দেব প্রধান? (উত্তর) প্রাণই প্রধান।  
(সমস্তই প্রাণের বিভূতি) প্রাণ ব্রহ্মনামে কথিত হন।” [জীবো...  
বোধয়তি] অথবা কৌষিতকি-শ্রুতি জীবকে জানিতে বলিয়াছেন।  
জীবেরও ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্ম বিদ্যমান আছে। “এ সকল যাহার কৰ্ম্ম”  
এ কথাও জীবপক্ষে সঙ্গত হয়। জীব ভোক্তা, ভোগ করেন, ঐ সকল

যস্য বৈ তৎ কৰ্ম্মেতি সোহপি ভোক্তৃজ্ঞো গোপকরণভূতানা-  
নামেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তোপপদ্যতে। বাক্যশেষে চ জীব-  
লিঙ্গমবগম্যতে। যৎকারণং, বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্ত পুরু-  
ষাণাং কর্ত্তুর্বেদনায়োপেতং বালাকিং প্রতিবোধায়িষুর-  
জাতশত্রুঃ স্পৃগুং পুরুষমামন্ত্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাং প্রাণাদী-  
নামভোক্তৃং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোৎথাপনাং প্রাণাদিব্যতি-

পুরুষাণাং কর্ত্তুর্বেদনায়োপেতং বালাকিং প্রতি বোধায়িষুরজাতশত্রুঃ স্পৃগুং  
পুরুষমামন্ত্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদীনামভোক্তৃমস্বামিত্বং প্রতিবোধ্য  
যষ্টিঘাতোৎথাপনাং প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং ভোক্তারং স্বামিনং প্রতিবোধ-  
য়তি। পরস্তাদপি—তদ্বথা শ্রেষ্ঠী শৈবভূক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি  
এবমেবৈষ প্রজ্ঞাস্তেইতরাশ্চিভূক্তে এবমেতে আত্মান এতমাত্মানং  
ভুঞ্জন্তীতি শ্রবণাৎ। যথা শ্রেষ্ঠী প্রধানঃ পুরুষঃ শৈবভূতৈঃ করণভূতৈর্কিষ-  
য়ান্ ভুঙ্তে যথা বা স্বা ভূত্যাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, তে হি শ্রেষ্ঠিনমশনাচ্ছাদ-  
নাদিগ্রহণেন ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাস্তা জীব এতৈরাদিত্যাদিগতৈরাশ্চি-  
র্কিষয়ান্ ভুঙ্তে। তে ছাদিত্যা দয় আলোকবৃষ্টাদিনা সচিচ্যামাচরন্তো  
জীবাত্মানং ভোজয়ন্তি, জীবাত্মানমপি যজ্ঞমানং তদ্বৎসৃষ্টবিরাদানাদাদিত্যা-  
দয়োভুঞ্জন্তি তস্মাজীবাত্মৈব ব্রহ্মণোহভেদাদব্রহ্মেহ বেদিতব্যতয়োপদিশতে।  
যস্য বৈতৎকৰ্ম্মেতি জীবপ্রযুক্তানাং দেহেজ্জিয়াদীনাং কৰ্ম্ম জীবস্য ভবতি।  
কৰ্ম্মজন্তুত্বাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োঃ কৰ্ম্মশব্দবাচ্যং রূঢ়ামুসারাৎ। তৌ চ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ

পুরুষ তাঁহার ভোগের উপকরণ, স্মৃতরাং সে ভাবে তাঁহাকে ঐ  
সকলের কর্ত্তা বলা অসঙ্গত নহে। প্রস্তাবের শেষেও জীববোধক বাক্য  
আছে। রাজা অজাতশত্রু “পুরুষের কর্ত্তাই জ্ঞের—তাঁহাকে জানি-  
বেক” এইরূপ বলিলে বালাকি পুরুষকর্ত্তাকে বুঝিবার জন্য, জানিবার  
জন্য, ব্যগ্র হইলেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিবার উচ্ছ্রয়  
প্রাণের অভোক্তৃষ দেখাইবার জন্য (সপ্রমাণ করিবার জন্য) এক স্পৃগু-  
পুরুষকে (নিজিত পুরুষকে) আহ্বান করিলেন। সে তাহা চক্ষিণ না।  
তখন তিনি তাহাকে গ্রহণ করিলেন। গ্রহণের পর তাহার চেতনা  
আসিল, তখন সে আহ্বান শব্দ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। রাজা ঐ  
কার্য্য করিয়া বুঝাইলেন, দেখাইলেন যে, প্রাণ ভোক্তা নহে। অন্য

রিত্তং জীবং ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি। তথা পরস্তাদপি জীবলিঙ্গমবগম্যতে। তদ্যথা—শ্রেষ্ঠী স্বেভুঙ্ক্রে যথাবা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যরমৈবৈষ প্রজ্ঞাত্বৈতৈরাঅভিভুঙ্ক্রে এবমেবৈতে আত্মান এতমাত্মনং ভুঞ্জন্তি ইতি [কৌ० ব্রা० অ० ৪। ক० ২০।] প্রাণভূত্বাচ্চ জীবসোপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্। তস্মাজ্জীবমুখ্যপ্রাণরোরন্যতর ইহ গ্রহণীয়ো ন পরমেশ্বরঃ।

জীবস্য ধর্মাদর্শ্যাকিণ্ডাচ্ছাদিতাদীনাং ভোগোপকরণানাং তেষু জীবস্য কর্তৃত্বমুপপন্নম্। উপপন্নঞ্চ প্রাণভূত্বাজ্জীবস্য প্রাণশব্দত্বম্। যে চ প্রাণপ্রতিবচনে কৈষ এতচ্ছালাকে পুরুষোহশয়িষ্টে যদা স্তম্ভঃ স্বপ্নং ন ককণ পশুতীতি। অনরোরপি ন স্পষ্টং ব্রহ্মাভিধানমুপলভ্যতে। জীবব্যতিরেকশ্চ প্রাণাত্মনো হিরণ্যগর্ভস্যাপ্যুপদ্যতে তস্মাজ্জীবপ্রাণরোরন্যতর ইহ গ্রাহ্যো ন পরমেশ্বর ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।—

মুখ্যবাদিনমাপোদ্য বালাকিং ব্রহ্মবাদিনম্।

রাজা কথমসম্বন্ধং মিথ্যা বা বক্তুর্মহতি ॥

যথা হি কেনচিন্নগিলক্ষণজ্ঞমানিনা কাচে মণিরেষ বেদিতব্য ইত্যাক্তে পরস্য কাচোহয়ং মণিনং তল্লক্ষণাযোগাদিত্যভিধায় আত্মনোবিশেষঃ জিজ্ঞাসয়িষ্যোরতত্বাভিধানমসম্বন্ধম্। অমণৌ মণ্যভিধানং ন পূর্ববাদিনো বিশেষমাপাদয়তি স্বরমপি মুখ্যভিধানাং। তস্মাদনেনোত্তরবাদিনা পূর্ববাদিনো বিশেষমাপাদয়তা মণিতত্ত্বমেব বক্তব্যম্। এবমজাতশত্রুণা দৃষ্টবালাকে-রব্রহ্মবাদিনো বিশেষমাত্মনো দর্শয়তা জীবপ্রাণাভিধানে অসম্বন্ধমুক্তং স্যাৎ।

এক অতিরিক্ত পদার্থই ভোক্তা (উপলব্ধি কর্তা)। [তথা...শব্দত্বম্] ইহারই পরে জীববোধক অন্য কথা আছে। যথা—“যেমন প্রধান পুরুষ ভূত্যের বা জ্ঞাত্বিগণের আদৃত ধন ভোগ করে, জ্ঞাত্বিগণ বা ভূত্যাগণ যেমন তদাশ্রিত থাকিয়া উপজীবিত হন, সেইরূপ, প্রজ্ঞাত্মা (জীব) এই সকল আত্মার (ইন্দ্রিয়গণের) আদৃত (শব্দাদি গুণ) ভোগ করেন, অহুভব করেন, এ সকল আত্মাও সেই প্রজ্ঞাত্মার আশ্রিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোগ করেন।” অপিচ, জীব প্রাণভূৎ বা প্রাণধারী স্তত্রাং তাঁহাকে প্রাণ বলা অযুক্ত নহে। [তস্মাৎ...ক্রমঃ] এতদনুসারে বলি, ঐ স্থানে হয় জীবের না হয় মুখ্যপ্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত। পরমেশ্বর গ্রহণ অসুচিত।

তল্লিঙ্গানবগমাদিতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ পরমেশ্বর এবায়-  
নেতেষাং পুরুষাণাং কর্তা স্যাৎ । কস্মাৎ । উপক্রমসামর্থ্যাৎ ।  
ইহ হি বালাকিরজাতশক্রণা সহ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি ইতি  
সম্বদিতুযুপচক্রমে । স চ কতিচিদাদিত্যাদ্যধিকরণান্ পুরু-  
ষান্ মুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজ উক্ত্বা ভূম্বীং বভূব । তমজাতশক্রম্ বা  
বৈ খলু মা সম্বদিত্বা, ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীত্যমুখ্যব্রহ্মবাদিতয়া-

তয়োর্কোহব্রহ্মণোব্রহ্মাভিধানে মিথ্যাভিহিতং স্যাৎ । তথা চ ন কশ্চি-  
শেষো বালাকৈর্গার্গ্যাদজাতশক্রোভবেৎ । তস্মাদনেন ব্রহ্মতত্ত্বমভিধাতব্যং  
তথা সত্যস্য ন মিথ্যাবাদ্যম্ । তস্মাৎ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীতি ব্রহ্মণৈব উপক্রমাৎ  
সর্বান্ পাণ্যনোপহত্য সর্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাজ্যং পর্য্যোতি য এবং  
বেদেতি চ সতি সক্তবে সর্বশ্রুতেরসঙ্কোচামিরতিশয়েন কলেনোপসংহারাদ-  
ব্রহ্মবেদনাদন্যতশ্চ তদহুপপন্তেরাদিত্যাদিপুরুষকর্তৃত্বস্য চ স্বাতন্ত্র্যালক্ষণস্য  
মুখ্যস্য ব্রহ্মণ্যেব সম্ভবাদন্যোষাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং তৎপারতন্ত্র্যাৎ কৈব  
এতৎকালকে ইত্যাদের্জীবাধিকরণভবনাপাদনপ্রশস্য যদা স্পৃঃ স্পৃং ন  
কঞ্চন পশুত্যাখ্যাস্তি প্রাণ এবৈকধা ভবতি ইত্যাদেকন্তরস্য চ ব্রহ্মণ্যেবোপ-  
পত্তেব্রহ্মবিষয়ঃ নিশ্চীয়তে । অথ কস্মাৎ ভবতো হিরণ্যগর্ভগোচর এব  
প্রণোত্তরে তথা চ নৈতাভ্যাং ব্রহ্মবিষয়সিদ্ধিরিত্যেতন্নিরাপেক্ষীযুঃ পঠতি ।  
“এতস্মাদান্মমঃ সর্কে প্রাণা যথায়তনং প্রতিষ্ঠন্ত”\* ইতি । এতৎকং ভবতি ।—  
আত্মৈব জীবপ্রাণাদীনামধিকরণং নান্যাদিতি । যদ্যপি চ জীবো নান্মনো  
ভিদ্যতে তথাপ্যুপাধ্যবচ্ছিন্নস্য পরমান্মনো জীবত্বেনোপাধিভেদাভেদমারো-

কারণ, ঐ স্থানে কোনরূপ পরমেশ্বর-বোধক চিহ্ন বা বাক্য থাকে প্রতীত  
হয় না । [ পরমেশ্বর...মহতি ] এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছি,  
উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভ বাক্যের দ্বারা জানা যায়, পরমেশ্বরই ঐ সকল  
পুরুষের কর্তা । [ ইহ...জগৎকর্ম ] বালাকি অজাতশক্রর নিকট “ব্রহ্ম  
বলিব” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাদান্তবাদ আরম্ভ করিলেন । অনন্তর  
আদিত্যহ পুরুষের ও চন্দ্রাদিনিষ্ঠ পুরুষের উল্লেখ পূর্বক যৌন হইলেন ।  
তৎশ্রবণে রাজা অজাতশক্র “মিথ্যা বলিও না, ব্রহ্ম বলিব বলিয়া অত্র  
বলিও না” এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে অত্র ব্রহ্ম বিবেচনার তত্ত্ব বাক্যের

\* অষ্টাদশ সূত্রের ভাষ্যে দেখ ।

ইপোদ্য তৎকর্তারমন্যং বেদিতব্যতয়োপচিক্কেপ । যদি  
সোহপ্যমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাক্ স্যাছুপক্রমো বাধ্যত । তস্মাৎ  
পরমেশ্বর এবায়ং ভবিতুমর্হতি । কর্তৃত্বকৈতেষাং পুরুষাণাং  
ন পরমেশ্বরাদন্যস্য স্বাতন্ত্র্যোণাবকল্পতে । যস্য বৈ তৎ  
কর্ম্মেত্যপি নাইয়ং পরিস্পন্দলক্ষণস্য ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য বা  
কর্ম্মণো নির্দেশঃ, তন্মোরন্যতরস্যাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশদিত-  
ত্বাচ্চ । নাপি পুরুষাণাং অয়ং নির্দেশঃ, এতেষাং পুরুষাণাং

প্যাধারাদেশ্যতাবোদ্রষ্টব্যঃ । এবঞ্চ জীবতবনাধারত্বমপাদানত্বঞ্চ পরমাশ্রয়  
উপপন্নম্ । তদেবং বাক্যাক্রান্তশব্দসম্বাদবাক্যসম্বর্ডস্য ব্রহ্মপন্থে স্থিতে  
যস্য বৈতৎকর্ম্মেতি ব্যাপারাবিধানে ন সম্ভবত্ব ইতি কর্ম্মশব্দঃ কার্য্যাবিধায়ী  
ভবতি এতদ্বিতি সর্ব্বনামপরামৃষ্টঞ্চ তৎকার্য্যং সর্ব্বনাম চেৎ সন্নিহিতপরামর্শি  
ন চ কিঞ্চিদিহ শব্দোক্তমন্তি সন্নিহিতম্ । ন চাবিত্যাদিপুরুষাঃ সন্নিহিতা  
অপি পরামর্শাহী বহুত্বাৎ পুঞ্জিত্বাচ্চ । এতদ্বিতি চৈকম্য মণ্ডুকস্যাভি-  
ধানাদেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তেত্যনেনৈব গতার্থত্বাচ্চ । তস্মাদশব্দোক্তমপি  
প্রত্যক্ষসিদ্ধং স্ববাক্যে জগদেব পরামৃষ্টব্যম্ । এতদ্বুক্তং ভবতি ।—অতাল্প-  
মিদমুচ্যতে এতেষামাদিত্যাদিগতানাং জগদেকদেশভূতানাং কর্ত্তেতি কিন্তু  
কৃত্বম্বেব জগদ্ব্যস্য কার্য্যমিতি বা-শব্দেন সূচ্যতে । জীবপ্রাণশব্দৌ চ ব্রহ্ম-  
পরৌ জীবশব্দস্য ব্রহ্মোপলক্ষণপরত্বাৎ ন পুনর্ব্রহ্মশব্দৌ জীবোপলক্ষণপরঃ ।  
তথা সতি হি বহুবচনমঙ্গলং স্যাদিভ্যুক্তম্ । ন চানধিগতার্থাববোধনস্বরসস্য  
শব্দস্যাদিগতবোধনং যুক্তম্ । নাপ্যনধিগতেনাধিগতোপলক্ষণমুপপন্নম্ । ন  
চ সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদোচ্চায়াঃ । বাক্যশেষাহরোধেন চ জীব-  
প্রাণপরমাত্মোপাসনাত্মবিধানে বাক্যত্বং ভবেৎ পৌরোপাধ্যপর্ধ্য্যালোচনয়া  
তু ব্রহ্মোপাসনপন্থে একবাক্যত্বৈব । তস্মিন্ন জীবপ্রাণপরত্বমপি তু ব্রহ্ম-

মিল্লা কর্ত্তব্যঃ সে সকলের কর্ত্তা ও সে সকলের অতিরিক্ত তত্ত্বকে জেয়  
বলিয়া নির্দেশ করিলেন । এখন বিবেচনা কর, তিনি যদি মুখ্য ব্রহ্মজ্ঞ  
না হন, তাহা হইলে উপক্রম বাক্য বাধিত হইয়া যায় । তাহা  
অসম্ভব । “জ্ঞত্বাং প্রোক্ত বাক্যম্” কর্ত্তৃ-পুরুষকে পরমেশ্বর বলাই  
উচিত । পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা  
হওয়া অসম্ভব । তাহা কল্পনা করিতেও পার না । “এ সকল বাহার কর্ম্ম”

কর্তৃত্বোব তেষাং নির্দিষ্টত্বাৎ, লিঙ্গবচনবিধানাচ্চ । নাপি  
পুরুষবিষয়স্য করোত্যর্থস্য ক্রিয়াফলস্য বাহয়ং নির্দেশঃ ।  
কর্তৃশব্দেনৈব তয়োরুপান্তত্বাৎ । পরিশেষাৎ প্রত্যক্ষসম্মিহিতং  
জগৎ সর্বনাম্নৈতচ্ছব্দেন নির্দিষ্টতে । ক্রিয়ত ইতি চ তদেষ  
জগৎকর্ম । ননু জগদপ্যপ্রকৃতমসংশদিতঞ্চ । সত্যমেতৎ,  
তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে সাধারণেনার্থেন, সম্মিধানেন  
সম্মিহিতবস্তুশাস্ত্রস্যাং নির্দেশ ইতি গম্যতে ন বিশিষ্টস্য  
কস্যাচিৎ, বিশেষসম্মিধানাভাবাৎ । পূর্বত্র চ জগদেকদেশ-  
ভূতানাং পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগদেবে-

পরস্মৈবেতি সিদ্ধম্ । স্যামেতৎ । নির্দিষ্টত্বাং পুরুষাঃ কার্যাস্তদ্বিষয়া তু  
কৃতিরনির্দিষ্টা তৎকলং বা কার্যস্যোৎপত্তিতে যস্যোৎপত্তিঃ কর্ত্তেতি নির্দেহ্যে  
ততঃ কৃতঃ পৌনরুক্ত্যমিত্যত আহ—“নাপি পুরুষবিষয়স্য” ইতি । কর্ত্ত-  
শব্দেনৈব কর্ত্তারমভিধেয়তা তয়োরুপান্তাদ্যাদাকিপ্তদ্বারহি কৃতিং বিনা কর্ত্তা  
ভবতি নাপি কৃতিভাবনাপরাভিধানা ভূতিবুৎপত্তিঃ বিনেত্যর্থঃ । ননু যদিদমা

এ কথায় পরিস্পন্দনাত্মক কর্ম্ম অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্ম প্রকাশ  
পায় না। হুএর কোনটাই প্রকৃত নহে এবং শব্দোপান্তও নহে। সুতরাং ঐ  
উল্লেখ পুরুষসম্বন্ধ বহন করিতেছে না। কারণ, সে অর্থে লিঙ্গ ও বচন  
উভয়ই বিরুদ্ধ হয়। উহা পুরুষবিষয়ক ক্রিয়াফলের নির্দেশও নহে। কারণ,  
তাহা “কর্ত্তা” এই শব্দের দ্বারা লাভ হয়, সুতরাং পৃথক বলা বিফল।  
কায়েই বলিতে হয়, অবশেষক্রমে প্রত্যক্ষসম্মিহিত জগৎই সর্বনাম  
“এতৎ” শব্দের নির্দেশ্য। বস্তুতঃ জগৎও তাহার কৃতির বিষয়;  
সুতরাং জগৎও তাহার কর্ম্ম। [ননু...গম্যতে] বলিতে পারি, জগৎও  
অপ্রস্তাবিত এবং তদ্বোধক শব্দও ঐ স্থলে নাই, কি প্রকারে জগতের  
গ্রহণ হইতে পারে? এ বিষয়ে আমরা বলি, যে স্থলে বিশেষের  
উল্লেখ থাকে, সে স্থলে সম্মিধানবলে তৎসম্মিহিত অবিশেষ পরার্থও  
বুদ্ধিগম্য হয়। পূর্বে জগদন্তঃপাতী পুরুষের উপদেশ হইয়াছে, পুরুষ  
একটা বিশিষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বস্তু, সুতরাং তদ্ব্যতীত জগৎসাধারণের

হোপাদীয়ত ইতি গম্যতে । এতদুক্তং ভবতি, য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কর্তা, কিমেনে বিশেষেণ, যস্য বা কৃত্ত্বমেব জগদবিশেষিতং কৰ্ম্মেতি । বাশক্ এক-দেশাবচ্ছিন্নকর্তৃত্বব্যাবৃত্যর্থঃ । যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিমতাঃ পুরুষাঃ কীর্তিতান্তেষামব্রহ্মত্বখ্যাপনায় বিশেষোপাদানম্ । এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকত্বায়েন সামান্যবিশেষাভ্যাং জগতঃ কর্তা বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে । পরমেশ্বরশ্চ সৰ্ব্বজগতঃ কর্তা সৰ্ব্ববেদান্তেষু বধারিতঃ ॥ ১৬ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১৭॥\*

অথ যদুক্তং বাক্যশেষগতাং জীবলিঙ্গাং মুখ্যপ্রাণলি-

জগৎ পরামুখ্যং ততস্তদ্রাস্তভূতাঃ পুরুষা অপীতি য এতেষাম্পুরুষাণামিতি পুনরুক্তমত আহ ।—“এতদুক্তং ভবতি । য এতেষাম্পুরুষাণা”মিতি ।

গ্রহণ হইতে পারে । [এতদুক্তং...ধারিতঃ] প্রোক্ত শ্রুতিতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, যিনি এই জগতের একাংশভূত ঐ সকল পুরুষের কর্তা, অধিক কি, নির্দিষ্ট উল্লেখেরই বা প্রয়োজন কি ? সমুদয় জগৎ যাহার সাধারণ কার্য্য, তিনিই জ্ঞেয় ও উপাসিতব্য । শ্রুতি বা-শক্ দিয়া আংশিক কর্তৃত্ব নিবারণ করিয়াছেন । (সমুদয়ের কর্তৃত্বই বলিয়াছেন ।) বালাকী যে-সকল পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন—সে সকল যে ব্রহ্ম নহে—তাহা বলিবার জন্যই, জানাইবার জন্যই, ঐরূপ বিশেষের (নির্দিষ্ট নামের) গ্রহণ হইয়াছে । উদাহৃত শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকের দৃষ্টান্তে † সামান্য বিশেষের গ্রহণ দ্বারা জগৎকর্তা জানিবার উপদেশ হইয়াছে । জগৎকর্তা পরমেশ্বর, অন্য নহে, ইহা সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত ।

বাদী যে বলিয়া ছিলেন, উদাহৃত বাক্যের শেষে জীববোধক ও প্রাণ-

\* বাক্যশেষে জীবমুখ্যপ্রাণস্য চ লিঙ্গাং বোধকশব্দস্যাভিহাং ন পরমেশ্বরগ্রহণ-মিতি চেৎ ইতি স্ববাসে তদ্র মতব্যম্ । যতন্তং ব্যাখ্যাতং তদন্তস্য নিরাকরণপ্রকারমুক্তং পূর্ব্বতঃ ।—বাক্যশেষে জীববোধক ও প্রাণবোধক কথা আছে বলিয়া পরমেশ্বর অর্থের গ্রহণ হইবে না, এই কথাটির অভ্যুত্থান পূর্বে প্রসঙ্গ হইয়াছে ।

† পরিব্রাজকে ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকই উভয় ধর্ম্মই আছে ।

ক্ৰান্ত তয়োরেবান্যতরস্যেহ গ্রহণং ন্যায্যং ন পরমেশ্বর-  
স্তুতি তৎপরিহর্তব্যম্ । অত্রোচ্যতে । পরিহৃতং তন্মোপা-  
সাত্ৰৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদযোগাদিত্যত্র । ত্রিবিধং হ্যত্রো-  
পাসনমেবং সতি প্রসজ্যেত, জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং  
ত্রয়োপাসনঞ্চৈতি । ন চৈতৎ ন্যায্যম্ । উপক্রমোপসং-  
হারভ্যাং হি ত্রয়োবিষয়ত্বস্য বাক্যস্যাবগম্যাতে । তত্রোপ-  
ক্রমস্য তাবৎ ত্রয়োবিষয়ত্বং দর্শিতম্ । উপসংহারস্যাপি  
নিরতিশয়ফলশ্রবণাৎ ত্রয়োবিষয়ত্বং দৃশ্যতে, সর্বান্ উপপানো-  
হপহত্য সৰ্বেষ্বাঞ্চ ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাজ্যমাধিপত্যং  
পর্যোতি য এবং বেদ ইতি । নন্থেবং সতি প্রতর্দনবাক্য-  
নির্ণয়েনৈবেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত । ন নির্ণীয়েতে যস্য বৈতৎ

সিদ্ধান্তসূক্তা । পূৰ্ণপক্ষবীজমন্দ্ৰা দুষয়তি—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাদিতি ।  
উক্তমেব স্মারয়তি—ত্রিবিধমিতি । শ্রেষ্ঠাং গুণাধিক্যম্ । আধিপত্যং নিয়ন্তৃ-  
ত্বম্ । স্বারাজ্যনিয়ম্যত্বমিতি ভেদঃ । সম্ভবত্যেকবাক্যেষু বাক্যভেদো  
ন চেব্যত ইত্যুক্তং চেৎ পুনরুক্তিঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—নন্থেবমিতি । কর্ম-

বোধক কথা থাকায় হয় জীবের না হয় প্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত,  
পরমেশ্বরের গ্রহণ অসূচিত, ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যিক । পরন্তু  
প্রত্যুত্তর ইতিপূর্বে “নোপাসাত্ৰৈবিধ্যাং” সূত্রে দেওয়া হইয়াছে । বাদীর  
ব্যাখ্যায় উপাসনাত্তয়ের প্রসক্তি হয় । জীবের, প্রাণের ও পরমেশ্বরের ।  
এক বাক্যে উপাসনাত্তয়ের বিধান অন্যায্য । অপিচ, উপক্রম ও উপসংহার  
দৃষ্টে জানা যায়, ঐ বাক্য ত্রয়োপাসনার বিধায়ক । [ তত্র... ইতি ]  
উপক্রম বাক্যের ত্রয়োপসংহৃত্য বলা হইয়াছে । নিরতিশয় ফলের শ্রবণ থাকায়  
উপসংহার বাক্যও ত্রয়োপসংহৃত্য । উপসংহারে এইরূপ ফল প্রতি অ্রুছে # “যে  
উপাসক ইহা জানেন, তিনি সকল পাপ নষ্ট করিয়া সকল ভূতের শ্রেষ্ঠতা ও  
স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন ।” [ নন্থেবং... যোক্তবিত্তবাসী ] বলিতে  
পার যে, তবে প্রতর্দন-বাক্যের দ্বারাই এতদ্বাক্যের অর্থনির্ণয় হইবে,  
আমরা বলি, তাহা নহে । এখানে “এ সকল সাধারণ কর্ম (কতি) এইরূপ



কল্প ইত্যাস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বেন তত্রানির্ধারিতত্বাৎ । তস্মাদত্র জীবমুখ্যপ্রাণাশঙ্কা পুনরুৎপাদ্যমানা নিবর্ত্যতে । প্রাণশঙ্কো-  
ইপি ব্রহ্মবিষয়ো দৃষ্টঃ—প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইত্যত্র ।  
জীবলিঙ্গমপ্যুপক্রমোপসংহারয়ো ব্রহ্মবিষয়ত্বাদভেদাভি প্রা-  
য়েণ যোজয়িতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাগপি  
চৈবগেকে ॥ ১৮ ॥ \*

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং  
স্যাৎ ব্রহ্মপ্রধানং বেতি । যতোহন্যার্থং জীবপরামর্শং  
ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমস্মিন্ বাক্যে জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে ।

শব্দস্য ক্ষুদ্রা পূর্বপক্ষপ্রাপ্তৌ তন্নিরাসার্থমস্মারম্ভোযুক্ত ইত্যাহ নেত্যা-  
দিনা । প্রাণশব্দজীবমুখ্যায়োর্থতিমাহ—প্রাণশঙ্কোহপ্যিতি । (রত্নপ্রভা) ।

নহু প্রাণ এবৈকধা ভবতীত্যাদিকাদপি বাক্যাজ্জীবাতিরিক্তঃ কৃতঃ

কথা আছে, এ কথা ব্রহ্মবিষয়ক কথা, এই কথাতেই এতদ্বাক্যের ব্রহ্ম-  
পরতা নিশ্চয় হয় । ঐ কথাতেই উৎপন্ন জীবাশঙ্কা ও মুখ্যপ্রাণের আশঙ্কা  
বিনিবৃত্ত হয় । অপিচ, ব্রহ্ম-অর্থে প্রাণশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । যথা—  
“হে সৌম্য ! যেতকেতো ! মন প্রাণে (ব্রহ্মে) বাধা আছে ।” বাক্যশেষে  
যে জীববোধক কথা আছে, উপক্রমের ও উপসংহারের ব্রহ্মবিষয়তা থাকায়  
সে সকল কথা অভেদাভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে, এইরূপে যোজনা  
করিবে ।

কৌবিত্তিক-বাক্য জীবপ্রতিপাদক অথবা ব্রহ্মপ্রতিপাদক, এ সংশয়  
হইতেই পারে না । কারণ, প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর দেখিয়া জৈমিনি মুনি বলেন,  
ঐ জীববোধক কথা জীবাধিকরণ ব্রহ্মকে জানাইবার জন্তই প্রযুক্ত ।

\* জৈমিনি স্তম্ভারক আচার্য্যঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং প্রশ্নমুত্তরঞ্চ বৃদ্ধি । জীবপরামর্শং ।  
অন্যার্থঃ জীবাধিকরণব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থং আহ । একে শাখিনো রাজসবেদিনোইপি এবং তথা  
কথয়ন্তীতি হুত্রপূর্বান্নামর্থঃ ।—জৈমিনি মুনি বলেন, প্রশ্ন প্রত্যুত্তর দেখিলে জানা যায়, স্ত্রির  
হয়, স্ত্রি ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্যই, ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই, ঐ জীবভাব উপদেশ করিয়াছেন ।  
অপিচ, বাক্যসম্বন্ধী শাখাও ইরূপ বলিয়াছেন ।

কস্মাৎ। প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্। প্রশ্নস্তাবৎ স্মৃপ্তপুরুষবোধনেন  
প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জীবব্যতিরিক্ত-  
বিষয়ো দৃশ্যতে, কৈব এতদ্বালাকে পুরুষোহশয়িক্ত ক বা  
এতদভূৎ কুত এতদাগাৎ, ইতি। [কৌ० ব্রা० অ० ৪।  
ক० ১৯] প্রতিবচনমপি—যদা স্মৃপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কখন পশ্যত্য-  
থাঙ্গিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি ইত্যাদি। এতস্মাদাত্মনঃ সর্বের  
প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো  
লোকা ইতি চ [কৌ० ব্রা० অ० ৪ ক० ১৯। ২০] স্মৃপ্তি-  
কালে চ পরেণ ব্রহ্মণা জীব একতাং গচ্ছতি। পরস্মাচ্চ  
ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং ভগজ্জায়ত ইতি বেদান্তমর্যাদা। তস্মাদ্  
যত্রাস্য জীবস্য নিঃসম্বোধস্বচ্ছতারূপঃ স্বাপ উপাধিজনিত-

প্রতীয়ত ইত্যতো বাক্যান্তরং পঠতি—“এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা” ইতি। অপি  
চ সর্ববেদান্তসিদ্ধমেতদিত্যাহ।—“স্মৃপ্তিকালে চ” ইতি। বেদান্তপ্রক্রিয়া-  
য়ামেবোপপত্তিমুপসংহারব্যাঞ্জেনাহ।—“তস্মাদযত্রাস্য” আত্মনে যতো নিঃ-  
সম্বোধেহতঃ স্বচ্ছতারূপমিব রূপমসৌতি স্বচ্ছতারূপো ন তু স্বচ্ছতৈব লয়-  
বিক্ষেপসংস্কারয়োস্তত্র ভাবাৎ। সমুদাচরদৃতিবিশেষাভাবমাত্রেণোপমানম্।  
এতদেব বিভজতে।—“উপাধিভিঃ” অণ্ডঃকরণাভিঃ “জনিতং” যদ্বিশেষ-

[ প্রশ্ন...দিতি ] প্রশ্নবাক্যে দেখা যায়, রাজা স্মৃপ্ত পুরুষকে প্রহার দ্বারা  
প্রতিবোধিত করতঃ জীবের প্রাণভিন্নতা বুঝাইয়া দিয়া পশ্চাৎ জীবাতি-  
রিক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। যথা—“ওহে বালাকি! এই পুরুষ কিসে অর্থাৎ  
কোন আশ্রয়ে স্মৃপ্ত ছিল? এ কোথায় ছিল? কোথা হইতেই বা পুনর্বার  
আসিল?” [ প্রতি...লোকা ইতি ] এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এইরূপ—“স্মৃপ্ত  
পুরুষ যখন কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণে গিয়া একত্ব  
প্রাপ্ত হয়। প্রাণ-প্রলয়ের আধার আত্মা, সেই আত্মা হইতে প্রাণ সর্বল  
(ইন্দিয় প্রভৃতি) যথাস্থানে পুনরাগমন করে। প্রাণ হইতে দেব, দেব  
হইতে লোক।” [ স্মৃপ্তি...গম্যতে ] জীব স্বাপকালে পরব্রহ্মে লীন হয়,  
এক হইয়া যায়, পুনর্বার সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ প্রভৃতি ভগৎ ভূতগ্রহণ  
করে। অতএব, বাহ্যতে জীবের সম্বোধশূন্য স্বচ্ছতাপ্রাপ্তিরূপ স্মৃপ্তি হয়,

বিশেষবিজ্ঞানরহিতং স্বরূপং যতস্তদ্ব্রংশরূপমাগমনং সোহত্র পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া শ্রাবিত ইতি গম্যতে । অপি চৈব-  
মেকে শাখিনো বাজসনেয়িনোহশ্বিনেব বালাক্যজাতশত্রু-  
সম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবমাত্মায় তদ্ব্যতিরিক্তং  
পরমাত্মানমামনন্তি, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ কৈষ তদভূৎ  
কুত এতদাগাদিতি প্রশ্নে প্রতিবচনেহপি য এষোহন্তহৃদয়  
আকাশস্তগ্নিন্ শেত ইতি । আকাশশব্দশ্চ পরমাত্মনি  
প্রযুক্তোদহরোহশ্বিনস্তরাকাশ ইতি, অত্র সর্ব্ব এত আত্মানো

বিজ্ঞানং ঘটপটাদিজ্ঞানং তদ্রহিতং স্বরূপমাত্মনঃ । যদি বিজ্ঞানমিত্যেবো-  
চ্যেত ততস্তদবিশিষ্টমনবচ্ছিন্নং সদব্রজৈব স্যাৎ তচ্চ নিত্যমিতি নোপাধি-  
জনিতং নাপি তদ্রহিতং স্বরূপং ব্রহ্মবভাবস্যাগ্রহাণং অত উক্তং বিশে-  
ষেতি । যদা তু লয়লক্ষণাবিদ্যোপবৃংহিতোবিক্ষেপসংস্কারঃ সমুদাচরতি তদা  
বিশেষবিজ্ঞানোৎপাদাৎ স্বপ্নজাগরাবস্থাভ্যঃ পরমাত্মনোরূপাদব্রংশরূপমাগমন-  
মিতি । ন কেবলং কোষীতকিত্রাঙ্কণে বাজসনেয়েহপ্যেবমের প্রমোক্তরয়ো-  
জীবব্যতিরিক্তমামনন্তি পরমাত্মানমিত্যাহ ।—“অপি চৈবমেক” ইতি ।  
নবব্রাহ্মাণ্ডঃ শয়নস্থানং তৎ কুতঃ পরমাত্মপ্রত্যয় ইত্যত আহ ।—“আকাশ-  
শব্দশ্চ” ইতি । ন তাবন্মুখ্যস্যাকাশস্যাত্মাধারত্বসম্ভবঃ । যদপি চ দ্বাসপ্ততি-  
সহস্রহিতাভিধাননাড়ীসঙ্কারেণ সূক্ষ্ম্যবস্থায়াং পুরীতদবস্থানমুক্তং তদপ্যন্তঃ-  
করণস্য । তস্মাদুদহরোহশ্বিনস্তরাকাশ ইতি বদাকাশশব্দঃ পরমাত্মনি মন্তব্য  
ইতি । প্রথমং ভাষ্যকৃতা জীবনিরাকরণায় সূত্রমিদমবতারিতং তত্র নন্দ-

উপাধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানবর্জিত স্বরূপ প্রাপ্তি হয়, পুনর্বার সে অবস্থা  
হইতে উঠে হইয়া যদধিকরণে জীবরূপে আগমন করে, কোষীতকিত্রাঙ্কণে  
সেই পরমাত্মাকেই জানিতে বলিয়াছেন । [ অপিচ...শেত ইতি ] অপিচ,  
বাজসনেয়ি-শাখাও বিজ্ঞানময় শব্দে জীবের উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তদ-  
ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা উপদেশ করিয়াছেন । যথা—“এই বিজ্ঞানময় পুরুষ ।  
ইনি তখন ( স্বাপকালে ) কিসে বা কোথায় ছিলেন ? কোথা হইতেই বা  
আসিলেন ?” ইহার প্রত্যুত্তর—“এই যে হৃদয়ের অন্তরে আকাশ ( ব্রহ্ম ),  
ইহাতেই তিনি সূপ্ত ছিলেন ।” [ আকাশ...ভ্রাচ্ছয়ঃ ] পরমাত্মা-অর্থেও  
আকাশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । যথা—“এই হৃদয়ের অন্তরে অন্ন আকাশ ।”

ব্যুৎক্রান্তীতি চোপাধিমতামাত্মনামন্যাতো ব্যুৎক্রণমামনস্তঃ  
পরমাত্মানমেব কারণত্বেনামনস্তীতি গম্যতে। প্রাণনিরা-  
করণস্যাপি সুষুপ্তপুরুষোৎথাপনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তোপ-  
দেশোহভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥

### বাক্যস্বয়াং ॥ ১৯ ॥ \*

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেহধীয়তে—ন বা অরে  
পত্যুঃ কামায় ইতু্যপক্রম্য ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং  
প্রিয়জ্ঞবত্যাঅনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে  
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যোমৈত্রেয়্যাঅনো

ধিরাং নেদং প্রাণনিরাকরণায়ৈতি বুদ্ধিস্বা। ভূদিত্যাশয়বানাহ—“প্রাণনিরা-  
করণস্যাপি” ইতি। তৌ হ বালাক্যজাতশত্রু সুষুপ্তং পুরুষমাজ্ঞাতুন্তমজাত-  
শত্রুর্নামভিরামদ্রয়াক্ষরে বৃহৎপাণ্ডুবাসঃ সোমরাজমিতি। স চ আমন্ত্র্যমাণো  
নোক্তহৌ। তং পাণিনাপেবং বোধয়াক্ষকার। স হোত্বহৌ স হোবাচাজাত-  
শত্রুর্ধক্রেষ এতৎসুষুপ্তেভূদিত্যাदि নোহং সুষুপ্তপুরুষোৎথাপনেন প্রাণাদি-  
ব্যতিরিক্তোপদেশ ইতি।

নহু মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণোপক্রমে স্বাক্ষবক্ষ্যেণ গার্হস্থ্যশ্রমাদুত্তমশ্রমং বিবাসতা  
মৈত্রেয়্যা ভার্ঘ্যায়াঃ কাত্যায়ন্য সহার্ষসম্বিতাগকরণ উক্তে মৈত্রেয়ী স্বাক্ষবক্ষ্য  
পতিমমৃতস্বার্থিনী পপ্রচ্ছ। যন্নু য ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথী বিস্তেন পূর্ণা

“এ সকল আত্মা তাই। চইতে আবির্ভূত হয়।” এ সকল ঋতি সোপাধিক  
আত্মার আবির্ভাব বর্ণন করিয়া গন্ধাৎ পরমাত্মাকে সে সকলের মুখ্য কারণ  
বলিয়াছেন। সুষুপ্ত পুরুষের উৎপাদন বর্ণন করাতেও প্রাণ-অর্ধের নিরাস ও  
প্রাণতিরিক্ত ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে।

আরণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে “অহে মৈত্রেয়ি। ত্রী পতিঃ ইচ্ছার,  
পতির স্তুথার্থ, পতিপ্রিয়া হয় না (পতিকে ভাল বাদে না)।” এইরূপ  
উপক্রমের পর কথিত হইয়াছে, “কেহ কাহার কামমায় প্রিয় হয় না,

\* বাক্যস্বয়াং মহাবাক্যভাষ্যপাদিশ্রমাৎ উদাত্তবাক্যং ব্রহ্ম পরমং সত্যং স্বীয়প-  
মিতি বোজন।—মহাবাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় কালে ঐক্য বাক্যের প্রকাশিত হই  
হয়।

বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতং  
ইতি। তত্রৈতদ্বিচিকিৎসাতে—কিং বিজ্ঞানাত্মবায়ং দ্রষ্টব্য-  
ত্বাদিক্রূপেণোপদিশ্যতে আহোস্থিৎ পরমাত্মেতি। কৃতঃ  
পুনরেবা বিচিকিৎসা। প্রিয়সংসৃচিতেনাত্মনা ভোক্ত্রোপক্রমা-  
দ্বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি প্রতিভাতি তথাঅবিজ্ঞানেন সর্ব-  
বিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাত্মোপদেশ ইতি। কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্।

স্যাৎ কিমহং তেনামৃত্য স্যামৃত নেতি। তত্র নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।  
যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশান্তি  
বিস্তেন। এবং বিস্তেনামৃতত্বাশা ভবেদযদি বিজ্ঞাসাধ্যানি কৰ্ম্মাধ্যামৃতত্বায়  
যুজ্যেরন। তদেব তু নান্তি জ্ঞানসাধ্যত্বাদমৃতত্বস্য। কৰ্ম্মগাঞ্চ জ্ঞানবিরো-  
ধিনাং তৎসহভাবিত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং  
নামৃত্য স্যাৎ কিমহং তেন কুর্যাৎ যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ক্রুহি। অমু-  
ত্তত্ত্বসাধনমিতি শেষঃ। তত্রামৃতত্বসাধনজ্ঞানোপন্যাসায় বৈরাগ্যপূৰ্ণকৃত্ত্বাস্য  
রাগবিরহেষু তেষু তেষু পতিজ্ঞানাদিষু বৈরাগ্যমুৎপাদয়িতুং যাজ্ঞবল্ক্যো ন বা  
অরে পত্ন্যঃ কামারৈত্যাদিবাক্যসন্দৰ্ভমুবাচ। আত্মোপাধিকং হি প্রিয়ত্ব-  
মেবাং ন তু সাক্ষাৎ প্রিয়্যাণ্যেতানি। তস্মাদেতেভ্যঃ পতিজ্ঞানাদিত্যো বিরম্য  
যত্র সাক্ষাৎশ্রেম স এব আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদি-  
ধ্যাসিতব্যঃ। বা-শব্দোহবধারণে। আত্মিব দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তব্যঃ। এতৎ-

সকলোই বা সমস্তই আত্মকামনায় বা আত্মস্বার্থ প্রিয় ( ভালবাসার পাত্র )  
হয়। অতএব, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ  
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই কর্তব্য। হে  
মৈত্রেয়ি! আত্মদর্শন হইলে, আত্মশ্রবণ, আত্মমনন ও আত্মবিজ্ঞান হইলে  
সমস্তই শ্রদ্ধা, মন্ত ও বিজ্ঞাত ( জানা ) হয়, কিছুই অবশেষ থাকে না।"  
[ তত্ৰ...স্বার্থার্থঃ ] এই বাক্যে সন্দেহ হয়, শ্রুতি জীবাশ্মার দর্শনাদি করিতে  
বলিতেছেন? অথবা পরমাত্মার দর্শনাদি করিতে বলিতেছেন? শ্রুতি  
প্রথমে প্রিয়-পদ্বের দ্বারা ভোক্তৃ-আত্মার ( জীবাশ্মার ) স্মৃচনা করিয়াছেন,  
পরে পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া তাঁহার দর্শনাদি করিতে বলিয়াছেন।  
সুতরাং ভাষ্য সন্দেহের কারণ। সন্দেহের পর উপক্রম দৃষ্টে পাওয়া যায়,

বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি । কস্মাৎ । উপক্রমসামর্থ্যাৎ ।  
পতিজ্ঞাপুঞ্জরিভাদিকং হি ভোগ্যভূতং সর্বং জগদাত্মার্থ-  
তয়া প্রিয়ং ভবতীতি প্রিয়সংসূচিতং ভোক্তারমাত্মানমুপ-  
ক্রম্যানন্তরমিদমাত্মনো দর্শনাত্ম্যপদিষ্টমানং কস্মাত্মস্যাভূতঃ  
স্মাৎ । মধ্যেহপীদং মহদ্বৃতমনন্তমপারং বিজ্ঞানধন এবৈ-  
তেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্ত্বৈবানুবিনশ্চতি ন প্রেত্য  
সংজ্ঞাস্তীতি প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য' দ্রষ্টব্যস্ত ভূতেভ্যঃ

সাধনানি চ শ্রবণাদীনি বিহিতানি শ্রোতব্য ইত্যাদিনা । “কস্মাৎ” । আত্মনো  
বা অরে দর্শমেন শ্রবণাদিসাধনেদং জগৎ সর্বং বিদিতং ভবতীতি বাক্য-  
শেষঃ । যতো নামরূপাত্মকস্য জগতন্ত্বং পারমার্থিকং রূপমাত্মৈব ভূজ্ঞ-  
স্তেব সমারোপিতস্য ত্বং রজ্জুত্মাদাত্মনি বিদিতে সর্বমিদং জগত্ত্বং  
বিদিতং ভবতি রজ্জ্বামিব বিদিতায়াং সমারোপিতভূজ্ঞস্ত ত্বং বিদিতং  
ভবতি যতন্ত্মাদাত্মৈব দ্রষ্টব্যো ন তু তদতিরিক্তং জগৎস্বরূপেণ দ্রষ্টব্যম্ ।  
কৃতঃ । যতো, ব্রহ্ম তং পরাদাৎ ব্রাহ্মণজাতিব্রাহ্মণোহমিত্যাভিমান ইতি  
যাবৎ । পরাদাৎ পরাকুর্য্যাৎ অমৃতত্বপদাৎ । কং যোক্তব্যাত্মনো ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ-  
জাতিং বেদ । এবং কত্রাদিষপি দ্রষ্টব্যম্ । আত্মৈব জগতন্ত্বং ন তু তদতি-  
রিক্তং তদিত্যত্রৈব ভগবতী শ্রুতিরূপপত্তিঃ দৃষ্টান্তপ্লবন্ধোহি । যৎ খলু  
যদগ্রহং বিনা ন শক্যতে গ্রহীতুং তত্ততো ন ব্যতিরিচ্যতে । যথা রজতং  
শুকতিকার্য ভূজ্ঞো বা রজ্জোঃ হৃদ্যাদিশব্দনামান্যথা তন্ত্বজ্ঞত্বভেদাঃ, ন

জীবায়াই ঐ বাক্যের উপদেশ । [ পতি...মিতি ] পতি, পত্নী, পুত্র ও ধন  
প্রভৃতি জগৎ সমস্তই আত্মভোগ্য—আত্মার ভোগোপকরণ—সুতরাং  
আত্মার্থ—আত্মপ্রয়োজনীয়—তৎ প্রযুক্ত সে সকল প্রিয় । শ্রুতি এবংপ্রকারে  
প্রস্তাবারম্ভ করিয়া ভোক্ত-আত্মার সূচনা করিয়াছেন, তদ্বিধ সূচনার পর  
আত্মদর্শনাদির উপদেশ করাতে তাহা জীববিষয়ক বলিয়া প্রতীত হয় ।  
প্রস্তাবমধ্যে “এই মহদ্বৃত অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানধন, ইনি প্রস্তাবিত ভূত-  
সমূহ হইতে উখিত (উৎপন্ন) হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন ।  
বিনাশের পর আর সংজ্ঞা থাকে না ।” এইরূপ কথা আছে । এ কথাও  
জীবাঙ্গার কথা ( কেননা জীবই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় ) এবং ঐ কথাতে  
বুঝা যায়, শ্রুতি জীবাঙ্গার দর্শনাদি বিধান করিয়াছেন । অগ্নিহ, শ্রুতি

সমুখানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন ক্রবন্ বিজ্ঞানাত্মন এবোদং দ্রষ্ট-  
ব্যত্বং দর্শয়তি । তথা বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ  
ইতি কর্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানাত্মানমেবেহোপ-  
দিষ্টং দর্শয়তি । তস্মাদাত্মবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানবচনং ভোক্ত্র-  
র্থত্বাৎ ভোগ্যজাতস্যোপচারিকং দ্রষ্টব্যমিতি । এবং প্রাপ্তে  
ক্রমঃ—পরমাত্মোপদেশ এবায়ম্ । কস্মাৎ । বাক্যায়ত্নাৎ ।  
বাক্যং হীদং পৌৰ্ব্বাপর্য্যোণাবেক্ষ্যমাণং পরমাত্মানং প্রত্য-  
ক্ষিতাবয়বং লক্ষ্যতে । কথমিতি তদুপাদ্যতে । অন্ততঃস্যা

গৃহ্যে চ চিত্তপগ্রহণং বিনা স্থিতিকালে নামরূপাণি, তস্মান্ চিদাত্মনো  
ভিদ্যন্তে । তদ্বদমুক্তং “স যথা হৃদভেদৈর্জ্ঞমানস্ত” ইতি । হৃদভিগ্রহণেন  
তদগতং শব্দসামান্যমুপলক্ষয়তি । ন কেবলং স্থিতিকালে নামরূপপ্রপঞ্চ-  
দাত্ম্যতিরেকোণগ্রহণাচ্চিদাত্মনো ন ব্যতিরচ্যতেহপি তু নামরূপোৎপত্তেঃ  
প্রাগপি চিত্তপাবস্থানাং তদুপাদানত্বাচ্চ নামরূপপ্রপঞ্চস্য তদনতিরেকো  
রজ্জুপাদানস্যেব ভুজঙ্গস্য রজ্জোরনতিরেক ইত্যেতদ্ দৃষ্টান্তেন সাধয়তি  
ভগবতী শ্রুতিঃ—স যথার্জ্জুধোহগ্নেরভ্যাহিতস্ত পৃথগ্ধূমা বিনশ্চরন্তোবাং বা  
অরেংস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃস্রসিতমেতদ্বদুদেহ ইত্যাদিনা চতুর্লিঙ্গো মন্ত  
উক্ত ইতিহাস ইত্যাদিনাহষ্টবিধং ব্রাহ্মণমুক্তম্ । এতদুক্তং ভবতি ।—যথায়-  
নাত্ৰ প্রথমমবগম্যতে ক্ষুদ্রাণাং বিক্ষুলিঙ্গানামুপাদানম্ । অথ ততো  
বিক্ষুলিঙ্গা ব্যচরন্তি ন চৈতেঃশ্রেস্তত্ত্বাত্ত্বাভ্যাং শক্যন্তে নির্বর্তনম্ । এব-  
মুদেদান্নয়োপ্যন্নপ্রযত্নাদ্ভ্রুকণোবাচরন্তো ন ততস্তত্ত্বানাত্ত্বাভ্যাং নিরুচ্যন্তে  
ঋপাদিভিন্নানোপলক্ষ্যতে যদা চ নামধেয়সোঃ গতিস্তদা তৎপূৰ্ণকস্ত রূপ-  
ধেয়স্য কৈব কথ্যেতি ভাবঃ । ন কেবলং তদুপাদানত্বাত্তো ন ব্যতিরচ্যতে

প্রত্যব শেষে “যিনি বিজ্ঞাতা—তাহাকে কি দিয়া জানিবে ?” এরূপ কথাও  
বলিয়াছেন । ঐ কথার দ্বারাও জীবাত্মার প্রতীতি হয় । ( কেননা জীবা-  
ত্মাই কর্তা, পরমাত্মা অকর্তা ) । অতএব, শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান  
হওয়ার কথা বলিয়াছেন তাহা ঔপচারিক বা আরোপিত স্মরণ্য তাহা  
জীবাত্মাতেই পর্য্যবসন্ন । [ এবং...বদন্তি’] এইরূপ পূৰ্ণপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া  
আমরা বলিতেছি, সিদ্ধান্ত কথা বলিতেছি, ঐ উপদেশ পরমাত্মবিষয়ক ।  
কারণ এই যে, মহাবাক্যের পূৰ্ণাপর পর্যালোচনা করিলে পরমাত্মাতেই

তু নাশাস্তি বিত্তেন ইতি যাজ্ঞবল্ক্যদ্বিপশ্রুত্যা, বৈমাহিং  
নামৃত্য স্যাৎ কিমহন্তেন কুর্যাৎ, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব  
মে ক্রহীতামৃতত্বমাশংসমানায়ৈ মৈত্রেয়্যো যাজ্ঞবল্ক্য আত্ম-  
বিজ্ঞানমুপদিশতি। ন চান্যত্র পরমাত্মবিজ্ঞানাদমৃতত্বমস্বীতি  
প্রতিশ্রুতিবাদা বদন্তি। তথা আত্মবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-  
মুচ্যমানং নান্যত্র পরমকারণবিজ্ঞানাম্মুখ্যমবকল্পতে। ন  
চৈতদৌপচারিকমাশ্রয়িত্বং শক্যম্। যৎ কারণমাত্মবিজ্ঞানেন

নামরূপপ্রপঞ্চঃ প্রলয়সময়ে চ তদনুপ্রবেশাত্তো ন ব্যতিরিচ্যতে। যথা  
সামুদ্রমেবাস্তুঃ পৃথিবীতেজঃসম্পর্কাত্ কাঠিন্যমুপগতং সৈন্ধবং ধিলাঃ স হি  
স্বাকরে সমুদ্রে ক্ষিপ্তোহস্ত এব ভবত্যেবং চিদস্তোদৌ লীনঃ জগচ্চিদেব  
ভবতি ন তু ততোহতিরিচ্যত ইতি। এতদ্ব্যস্ত্যপ্রবন্ধেনাহ।—“ন যথা সর্বা-  
সামপামি”ত্যাदि। দৃষ্টান্তপ্রবন্ধমুক্তা। দাষ্টান্তিকে যোজয়তি।—“এবং বা  
অরে ইদং মহদি”তি। বৃহৎসেন ব্রহ্মোক্তম্। ইদং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ভূতং সত্যম্।  
অনন্তং নিত্যম্। অপারং সর্বগতম্। বিজ্ঞানঘনো বিজ্ঞানৈকরস ইতি যাবৎ।  
এতেভ্যঃ কার্য্যকারণভাবেন ব্যবস্থিতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখ্যায় সামোনোখায়  
কার্য্যকারণসজ্জাতস্য হবচ্ছেদদ্বঃখিত্বশোকাদায়ত্তনবচ্ছিন্নে চিদান্ধকি তদ্বি-  
পরীতেহপি প্রতীয়ন্তে যথোক্তপ্রতিবিম্বিতে চজ্জমসি ভোগ্যগতাঃ কল্লাদয়ঃ।  
তদ্বিদং সামোনোখানং যদা স্বাগমাচার্য্যোপদেশপূর্ব্বকমনননিদিধ্যাসনপ্রকর্ষ-  
পর্য্যন্তজ্ঞোহস্য ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকার উপাবর্ত্ততে তদা নিমৃষ্টনিখিলসবাসনা-  
বিদ্যামলস্য কার্য্যকরণসজ্জাতভূতস্য বিনাশে তান্যেব ভূতানি নশ্যন্ত্যহ

তাহার তাৎপর্য্যনিশ্চয় হয়। যে-প্রকারে তাহা প্রতিপাদিত হয় তাহা  
দেখাইতেছি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট “ধনের দ্বারা মুক্তির আশা  
নাই” এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, “ভগবন্! তবে আমি ধন  
লইয়া কি করিব? বাহাতে মুক্ত হইতে পারি তাহাই আমাকে বলুন।”  
যাজ্ঞবল্ক্যও মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা অনুসারে ঐ আত্মবিজ্ঞান উপদেশ করেন।  
বস্ত্ততঃ আত্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। আত্মজ্ঞান ব্যতীত  
মোক্ষলাভ হয় না, এ কথা প্রতিশ্রুতি উভয়ই আছে। [তথা... প্রত্যয়তি]  
প্রতি যে আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়াছেন তাহাও  
পরমকারণজ্ঞানসাপেক্ষ। আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এই কথা



সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রহেহন তদেবোপপাদয়তি,  
ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ইত্যাদিনা। যো  
হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোহন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লক্ষসম্ভাবং  
পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং  
জগৎ পরাকরোতি ইতি ভেদদৃষ্টিমপোদ্য, ইদং সর্বং যদয়-  
মান্নেতি সর্বস্য বস্তুজাতমাত্মাব্যতিরেকমবতারয়তি। তুন্দু-

তদুপাধিচ্ছিন্নদাত্ত্বম্; খিল্যভাবো বিনশ্চতি। ততো ন প্রত্যেকার্থাকরণভূত-  
নিবৃত্তৌ রূপগন্ধাদিসংজ্ঞাস্তীতি ন প্রত্য সংজ্ঞাস্তীতি সংজ্ঞামাত্রনিবেশাদাত্মা  
নাস্তীতি মন্তমানা সা মৈত্রেয়ী হোবাচ, অত্রৈব মা ভগবান্ভূমুহম্মোহিতবান্  
ন প্রত্য সংজ্ঞাস্তীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বাভিপ্রায়ং দ্বৈতে হি রূপাদি-  
বিশেষসংজ্ঞানিবন্ধনো দুঃখিত্বাদ্যভিমানঃ। আনন্দজ্ঞানৈকরসব্রহ্মাদহ্মভবে  
তু তৎ কেন কং পশ্যেৎ ব্রহ্ম বা কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ন হি তদাস্য কর্মভাবো-  
হন্তি স্বপ্রকাশত্বাৎ। এতদুক্তং ভবতি।—ন সংজ্ঞামাত্রং ময়া ব্যাসেধি কিস্ত  
বিশেষসংজ্ঞেতি। তদেবমমৃতত্বকলেনোপক্রমায়াম্যো চাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব-  
বিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তদুপপাদনাৎ উপসংহারে চ মহভূতমনস্তমিত্যাদিনা চ  
ব্রহ্মরূপাভিধানাৎ দ্বৈততিনিদ্রয়া চাঈতত্ত্বগুণকীর্তনাৎ ব্রহ্মৈব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে  
প্রতিপাদ্যং ন জীবাঞ্চেতি নাস্তি পূর্বপক্ষ ইত্যানারভ্যমেবেদমধিকরণম্।  
অত্রোচ্যতে। ভোক্তৃজ্ঞাতৃজীবরূপোখানসমাধয়ে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে পূর্ব-  
পক্ষোপক্রমঃ কৃতঃ। পতিজ্ঞায়াদিতোগ্যসম্বন্ধো নাভোক্তৃব্রাহ্মণে যুজ্যতে

আরোপিত নহে। কারণ, শ্রুতি আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এইরূপ  
প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। (আরোপিত হইলে  
তাহা প্রতিজ্ঞাত হইবে কেন?) আরও বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম তাঁহা হইতে  
দূরগত হন—যিনি আপনাকে ব্রহ্ম ভিন্ন দেখেন।” “যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও  
বৈশ্য প্রভৃতি জগতে আত্মদর্শন করেন না—সে সকলকে আত্মাতিরিক্ত ও  
স্বতন্ত্র সং বিবেচনা করেন—মিথ্যা ব্রাহ্মণাদি জগৎ তাঁহাকে গ্রাস করিয়া  
রাখে।” শ্রুতি এবং প্রকারে ভেদজ্ঞানের নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ “এ সমস্তই  
আত্মা (আমি)” এইরূপ বাক্যে জগতের আত্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন।  
পরে আত্মার জন্মভূতি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া সে কথাকে দৃঢ় (অবিচালা)

ভ্যাদিদৃষ্ট্যন্তেষু চ তমেবাব্যতিরেকং দ্ৰষ্টয়তি । অস্যা মহতো  
ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদ্যেদ ইত্যাদিনা চ প্রকৃত্যন্তানো  
নামরূপকর্ম প্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং  
গময়তি । তথৈবৈকায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়স্য সেন্দ্রিয়স্য  
সান্ত্বঃকরণস্য প্রপঞ্চস্যৈকায়নমনস্তরমবাহং কুৎসং প্রজ্ঞান-  
ঘনং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি । তস্যাং পরমা-  
ত্মন এবায়ং দর্শনাত্ম্যপদেশ ইতি গম্যতে । যৎপুনরুক্তং  
প্রিয়সংসূচনোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবায়ং দর্শনাত্ম্যপদেশ  
ইত্যত্র ক্রমঃ ॥ ১৯ ॥

নাপি জ্ঞানকর্তৃত্বমকর্তৃঃ সাক্ষাচ্চ মহতো ভূতস্য বিজ্ঞানাত্মভাবেন সমুখানা-  
ভিধানং বিজ্ঞানাত্মন এব দ্ৰষ্টব্যম্ভবাহ । অন্যথা ব্রহ্মণো দ্ৰষ্টব্যত্বপরেহস্মিন্  
ব্রাহ্মণে তস্য বিজ্ঞানাত্মভেদে সমুখানাভিধানমমুপবৃক্তং স্যাৎ তস্য তু দ্ৰষ্টব্য-  
ত্বমুপযুক্ত্যতে ইত্যুপক্রমমাত্রং পূর্বপক্ষঃ কৃতঃ । ভোক্তৃর্থভাচ্চ ভোগ্যজাতত্বোতি  
তদুপোদ্বলনমাত্রম্ । সিদ্ধান্তস্ত নিগদব্যাত্ম্যাতেন ভাষ্যোপেক্তঃ । তদেবং  
পৌর্কোপৌর্ক্যপর্ধ্যালোচনয়া যৈত্রেয়ীব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মদর্শনপরেহ স্থিতে ভোক্তৃ।  
জীবাত্মনোপক্রমমাত্রাচার্যাদেশীরমতেন তাবৎ সমাধিতে সূত্রকারঃ ।

করিয়াছেন । [ অস্যা...গম্যতে ] অপিচ, “অথেদ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ  
এই মহজ্ঞানের নিখাস” এ শ্রুতিও প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে নাম-  
রূপ কর্ম্মাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । একায়ন-  
প্রক্রিয়ায় \* পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্ম বিষয়েন্দ্রিয়ান্তঃকরণের একমাত্র আশ্রয়  
ও গতি, এইরূপ ব্যাত্ম্যাত হওয়ার উদাহৃত বাক্যে পরমাত্মারই প্রতীতি হয় ।  
এই সকল কারণে বলিয়াছি, নির্দর্শিত শ্রুতিতে পরমাত্মার দর্শনাদি উপদিষ্ট  
হইয়াছে । [ যৎ...ক্রমঃ ] বলিয়াছিলে, উপক্রমে ( আরম্ভ বাক্যে ) প্রিয়-  
শব্দ থাকার ঐ উপদেশ জীবাত্মার, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত  
হইতেছে ।

\* একায়ন প্রক্রিয়া—উপনিষদের অন্তর্বিষয় । তাহাতে দেখান হইয়াছে, সমস্ত  
যেমন নিখিল জগের পরমগতি, আশ্রয়, গম্যস্থান বা লয়স্থান, যেমনি, ব্রহ্মও এই নিখিল  
প্রপঞ্চের একায়ন অর্থাৎ আশ্রয় বা লয়স্থান ।

## প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্রয়ণাঃ ॥ ২০ ॥ \*

অস্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা—আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং  
ভবতীদং সর্বং যদয়নাত্মা ইতি চ। তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং  
সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যৎপ্রিয়সংসৃচিতস্যাত্মনো দ্রষ্টব্যাহাদিসঙ্কী-  
র্ত্তনম্। যদি হি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোহন্যঃ স্যাৎ ততঃ  
পরমাত্মবিজ্ঞানেহপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞা-  
নেন সর্ববিজ্ঞানং যৎপ্রতিজ্ঞাতং তদ্বীয়েত। তস্মাৎ প্রতিজ্ঞা-

যথা হি বহুৈর্বিকারা বৃচ্ছরন্তো বিক্ষুণ্ণা ন বহুৈরত্যন্তং ভিদ্যন্তে  
তদ্রূপনিরূপণত্বাৎ নাপি ততোতাত্ত্বমভিন্না বহুৈরিব পরস্পরব্যাবৃত্ত্যভাব-  
প্রসঙ্গাৎ তথা জীবাত্মানোহপি ব্রহ্মবিকারা ন ব্রহ্মণোহত্যন্তং ভিদ্যন্তে  
চিৎরূপত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ নাপাত্যন্তং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরং ব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ  
সর্বজ্ঞং প্রত্যাপদেশেবৈবর্থ্যাচ্চ। তস্মাৎ কথঞ্চিদ্ভেদোজীবাত্মনামভেদশ্চ।  
তত্র তদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধয়ে বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদমুপা-

শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “আত্মা বিজ্ঞাত হইলে—আত্মা জানিদে—  
এ সমস্তই জানা হয়।” “আত্মাই এ সকল (দৃশ্য জগৎ)” ইহাও একটী  
প্রতিজ্ঞা†। উপক্রমে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাত্মার সূচনা (ইঙ্গিত) পূর্বক  
দর্শনাদি বিধান করার ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ বা সাধিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে  
হইবে। বিজ্ঞানাত্মা (জীব) যদি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হন,  
তাহা হইলে পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাত্মার জ্ঞান অসম্ভব হয়। সুতরাং  
ঐতির এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব

\* যৎ প্রিয়শব্দসূচিতস্য জীবাত্মনোরূপত্বাহাদি কর্তনং তৎপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গং গমক-  
নিত্যশ্রয়ণত্বান্নামক আচার্য্য আহ। জীব ব্রহ্মণোর্ভেদাভেদসত্ত্বাৎ অভেদাংশেনেদং জীবো-  
পক্রমগমমিতি নির্গলিতার্থঃ। অয়মেব বিশিষ্টাধৈতবাদ ইতি ত্রষ্টবাম্।—আশ্রয়ণ্য মুনি বলি-  
য়াছেন, অতি, যে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাত্মার সূচনা করিয়াছেন, তাহাই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির  
বোধক। আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সমুদয় বিজ্ঞাত হয়, জানা হয়, এ প্রতিজ্ঞা জীবতাব  
উপদেশের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, জীব ও ব্রহ্ম এক, সুতরাং জীবতত্ত্ব জ্ঞানে  
ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান সিদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানে জগত্ত্বের জ্ঞান হয়।

† প্রতিজ্ঞা—সাধাসিদ্ধেশ। বাহি। তেজ ও দৃষ্টাৎ প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়,  
এতপ বাক্যোপদেশের নাম প্রতিজ্ঞা।

সিদ্ধার্থঃ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানোরভেদাংশোনোপক্রমগমিত্যা-  
শ্মরথ্য আচার্যো মন্যতে ॥ ২০ ॥

**উৎক্রমিষ্যত এবস্তাবাদিত্যৌড়লোমিঃ ॥ ২১ ॥\***

বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসজ্জাতোপাধিসম্প-  
র্কাৎ কলুষীভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য  
দেহাদিসজ্জাতাছুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদ-  
দায় পরমাত্মনি দর্শয়িতব্যে বিজ্ঞানাত্মনোপক্রম ইত্যশ্মরথ্য আচার্যো  
মেনে । আচার্যাদেশীয়াস্তরনতেন সমাধত্তে ।

জীবো হি পরমাত্মনোহত্যন্তঃ ভিন্ন এব সন্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধি-  
সম্পর্কাৎ সর্বদা কলুষস্তস্য চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহে-  
ন্দ্রিয়াদিসজ্জাতাছুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদভেদেনোপক্রমণম্ ।  
এতচ্ছবঃ ভবতি ।—ভবিষ্যন্তমভেদমুপাদায় ভেদকালেহ্যভেদ উক্তঃ ।  
যথাঃ পাক্ষরাত্রিকাঃ—

আমুক্তেভেদ এব স্যাচ্ছীবস্য চ পরস্য চ ।

মুক্তস্য তু ন ভেদোহস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ ॥ ইতি ।

শ্রোতপ্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জীব পরমাত্মার অভেদ অবশ্য স্বীকার্য এবং  
তাহারই জন্ত প্রতি এক্রপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন । ইহা আশ্মরথ্য  
মুনির মত ।

ব্রহ্মই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি,—এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষ  
প্রাপ্ত হইয়া জীব হইয়াছেন । জীব যখন ধ্যান জ্ঞানাদি সাধন অমু-  
ষ্ঠানের দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুষশূন্য হন, তখন তিনি উপাধি সমূহ হইতে  
উৎক্রান্ত অর্থাৎ উৎখিত (মুক্ত) হন । অর্থাৎ তখন আর জীবতাব  
থাকে না । জীবতাবের অভাব হইলেই পরমতাব হয় ; সুতরাং তখন  
জীব-পরমাত্মার ঐক্যসিদ্ধি হয় । সেই ঐক্য বা অভেদ লক্ষ্য করিয়াই

\* উৎক্রমিষ্যতঃ দেহাদিসংঘাতাৎ সমুৎপাত্যতঃ একস্তাবাৎ অভেদভাবাৎ অভেদো-  
পক্রমগমিতি পুরণীয়ম্ । সংসার দশায়াং ভেদ এব মুক্তৌবভেদ ইত্যৌড়লোমিন্তমিতি  
ব্রহ্মাক্ষরাণামর্থঃ ।—ওড়লোমি মুনি বলেন, জীব মুক্তিকালে ব্রহ্মই হইতস্যাং যে কালে  
জীব ও ব্রহ্ম এক, সেই একত্ব বা অভেদ উপদেশ করিবার জন্তই প্রতি এক্রপে প্রস্তাব  
করিয়াছেন ।

মভেদেনোপক্রমণমিত্যোড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে । শ্রুতি-  
শৈবং ভবতি, এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুথায় পরং  
জ্যোতিরূপসম্পদ্য যেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি । কচিচ্চ  
জীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জ্ঞায়তে,—

যথা নদাঃ সান্দমানাঃ সমুদ্রে

হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ

পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ইতি ॥

যথা লোকে নদাঃ স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় সমুদ্র-  
মুপযন্তি এবং জীবোহপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় পর  
পুরুষমুপৈতি ইতি হি তত্রার্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টান্তদাক্ষ্যন্তি-  
কয়োস্তল্যতায়ে ॥ ২১ ॥

অত্রৈব শ্রুতিমুপন্যাস্যতি । “শ্রুতিশৈব”মিত । পূর্বং দেহোজ্জরাভ্যাশা-  
ধিকৃতং কলুষত্বমাশ্রয় উক্তং, সম্প্রতি স্বাভাবিকমেব জীবস্য নামরূপপ্রপঞ্চ-  
শ্রয়ধলক্ষণং কালুষ্যং পার্থিবানামগুণামিব শ্রামত্বং কেবলং পাকেনেব জ্ঞান-  
ধ্যানাদিনা তদপনীয় জীবঃ পরাংপরতরং পুরুষমুপৈতীত্যাহ । “কচিচ্চ জীবা-  
শ্রয়মপী”তি । নদী নিদর্শনং, যথা সোমোমা নদা ইতি । তদেবমাচার্য্য-  
দেশীয়মতস্যমুক্ত্যত্রাহপরিতুষাচাৰ্য্যামতমাহ স্বত্রকারঃ ।

শ্রুতি ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা ওড়ুলোমি মুনির অভিপ্রায় । এ অভি-  
প্রায়ের বা এই ব্যাখ্যার অমূল্যে শ্রুতি প্রমাণ আছে । যথা—“এই  
সম্প্রসাদ ( স্বচ্ছতা প্রাপ্ত জীব ) শরীর হইতে উৎখিত ( শরীর্যভিমান  
বর্জিত ) হইয়া পরজ্যোতিঃ সম্পন্ন ( ব্রহ্মত্ব সম্পন্ন ) হওয়ার স্বরূপপ্রতিষ্ঠা  
হন ।” নাম ও রূপ জীবের, ব্রহ্মের নহে, শ্রুতি ইহা নদীর দৃষ্টান্তে বুঝাইয়া-  
ছেন । যথা—“যেমন বহমানা নদী নামরূপ ত্যাগপূর্বক সমুদ্রে লীন হয়,  
তদ্রূপ, জীবও নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরাংপর পুরুষ প্রাপ্ত হন ।” সমুদ্রে  
প্রাপ্ত নদী যেমন স্বাপ্রিত নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতা প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রেই  
হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবও স্বাপ্রিত নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষ  
প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ ।

## অবস্থিতেরিতি কাশকুৎসঃ ॥ ২২ ॥ •

অসৌ্যব পরমাত্মনোহেনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানান্নুপপন্নমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকুৎস আচার্যো মন্ততে । তথা চ ব্রাহ্মণম্, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্ণু নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যেবজ্ঞাতীয়কং পরসৌ্যবাত্মনো জীব-ভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি । মন্তবর্ণশ্চ, সর্ববাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্ত ইত্যেবজ্ঞাতীয়কঃ । ন চ তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ জীবস্য পৃথক্ সৃষ্টিঃ শ্রুত্যা যেন

এতব্যাচষ্টে—“অসৌ্যব পরমাত্মন” ইতি । ন জীব আত্মনোহেনো নাপি তদ্বিকারঃ কিং স্বাত্মবাবিদ্যোপাধানকৃত্তিবাচ্ছেদ আকাশ ইব ঘটমণিকা-দিকন্নিতাবচ্ছেদোঘটাকাশো মণিকাকাশো ন তু পরমাকাশাদন্যস্তদ্বিকারো-বা । ততশ্চ জীবাত্মনোপক্রমঃ পরমাত্মনৈবোপক্রমস্তস্য ততোহিভেদাৎ স্থলদর্শিলোকপ্রতীতিসৌকর্য্যায়োপাধিকেনাশ্রুপেণোপক্রমঃ কৃতঃ । অত্রৈব শ্রুতিং প্রমাণয়তি ।—“তথা চ” ইতি । অথ বিকারঃ পরমাত্মনো জীবঃ কস্মিন্ন ভবত্যাকাশাদিবদিত্যাহ—“ন চ তেজঃপ্রভৃতীনামি”তি । ন হি যুগ্মা

কাশকুৎস মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত স্মরণ্যং ঐ অভেদোক্তি অযুক্ত নহে । ব্রাহ্মণাত্মক বেদভাগও “ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব।” এবশ্রুত্বায়ে পরমাত্মারই জীবরূপতা ব্যক্ত করিয়াছেন । মন্তাত্মক বেদেও ঐ কথা আছে । যথা—“ধীর সর্বপ্রকার রূপের (কার্যের বা জড়পদার্থের) সৃষ্টি করিয়া সে সকলের নাম প্রদান পূর্ব্বক সে সকলে আবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিয়াছেন ।” [নচ...শ্রুতিভ্যঃ] তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টির পরে অথবা সময়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি কথিত হয় নাই যে জীব পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু হইবেন । কাশকুৎসের মতে অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব । আশ্চর্য্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিলেও প্রতিজ্ঞা মিছির

• অবস্থিতে: জীবভাবেনাবস্থানাবেবভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকুৎসীর মন্তম্ । অত্যাভ্যন্তরঙ্গ্যপন্যর্থমেব জীবমুপক্রম্য শ্রুত্বাবাদনো ব্রহ্মণর্গ্য উক্তা ইতি সিদ্ধান্তঃ—কাশকুৎস মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা দেখাইবার স্তম্ভ শ্রুতি ঐ অভেদ বর্ণনা করিয়াছেন ।

পরস্মাদাত্মনো হ্যন্তুস্তদ্বিকারো জীবঃ স্যাৎ । কাশকৃৎস্নস্ত্যা-  
 চার্য্যস্যাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্য ইতি মতম্ ।  
 আশ্মরথ্যস্য তু যদ্যপি জীবস্য পরস্মাদনন্যত্বমভিপ্রেতং  
 তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরিতি স্বাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কার্য্যকারণ-  
 ভাবঃ কিয়ানপ্যভিপ্রেত ইতি গম্যতে । ঔড়ুলোমিপক্ষে  
 “পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থান্তরাপেক্ষো ভেদাভেদৌ গম্যতে । তত্র  
 কাশকৃৎস্নীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়ি-  
 যিতার্থানুসারাৎ তদ্বমসীত্যাদিশ্রুতিভাঃ । এবঞ্চ সতি তজ্জ-  
 তেক্সঃপ্রভৃতীনামান্তবিকারত্বং শ্রুতে এবং জীবসোতি । আচার্য্যত্রয়মতং  
 বিতর্জ্যে—“কাশকৃৎস্নস্যচার্য্যস্য” ইতি । আত্যস্তিকে সত্যভেদে কার্য্য-  
 কারণভাবাভাবাৎ অনাত্যস্তিকোহভেদ আত্মেয়স্তথা চ কথঞ্চিদ্ভেদোহপীতি  
 তদ্ব্যাহার কার্য্যকারণভাব ইতি । মতত্রয়মুক্তা কাশকৃৎস্নীয়মতং সাধুত্বেন  
 নির্দ্ধারয়তি—“তত্র” তেষু মধ্যে “কাশকৃৎস্নীয়ং মত”মিতি । আত্যস্তিকে হি  
 জীবপরমাত্মনোরভেদে তাৎক্ষিকে হনাদ্যবিদ্যোপাধিকারিতো ভেদস্তত্ত্বমসীতি  
 জীবাত্মনো ব্রহ্মভাবতত্ত্বোপদেশশ্রবণমননিদিধ্যাসনপ্রকর্ষপর্য্যন্তজ্ঞানসা-  
 ক্ষাৎকারেণ বিদ্যয়া শকাঃ সমূলকাৎ কবিতুং রজ্জ্বমহিবিলম ইব রজ্জতন্ত-  
 সাক্ষাৎকারেণ রজ্জপুত্রস্যেব চ স্নেহকুলে বর্জমানস্যাত্মনি সমারোপিতো-  
 য়েচ্ছভাবোরাজপুত্রোহসীত্যাগোপদেশেন । ন তু মূর্খিতারঃ শরাবাদিঃ  
 শরশোহপি মৃদুদিত চিন্ত্যমানস্তজ্জ্ঞানমৃদ্বাবসাক্ষাৎকারেণ শক্যোনিবর্ত-  
 যিতুম্ । তৎকস্য হেতোঃ । তস্যাপি মৃদো ভিন্নাভিন্নস্য তাত্ত্বিকত্বাৎ । বস্তনস্ত  
 জ্ঞানেনোচ্ছেদ্যমশক্যত্বাৎ । সোহয়ং প্রতিপিপাদয়িতার্থানুসারঃ । অপি চ  
 জীবস্যাশ্রবিকারত্বে তস্য জ্ঞানখ্যানাদিসাধনামুচ্চানাৎ স্বপ্রকৃতাবপ্যয়ে সতি  
 নামৃতত্বস্যাশাস্তীতাপুরুষার্থত্বমৃতত্বপ্রাপ্তিপ্রতিবিরোধশ্চ কাশকৃৎস্নমতে স্ব-  
 তদ্বত্বং নাস্তীত্যাহ ।—“এবঞ্চ সতী”তি । নমু যদি জীবো ন বিকারঃ

অপেক্ষা প্রদর্শন করায় তদ্বতে জীবপরমেশ্বরের মধ্যে কোন এক কার্য্য-  
 কারণভাব থাকি প্রতীত হয় । ঔড়ুলোমি বাহা বলিয়াছেন তাহাতে  
 বুঝা যায়, জীব-পরমেশ্বরের ভিন্নতা অবস্থাঘটিত । অর্থাৎ জীব-পরমেশ্বরই  
 অন্তবিধ অবস্থা । এই মতত্রয়ের মধ্যে কাশকৃৎস্নের মতট শ্রুতির অঙ্গ-  
 গামী । [ এবঞ্চ...তব্যা ] ব্রহ্মই জীব, এই পক্ষেই আত্মজ্ঞানে মুক্তি

জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পতে । বিকারাত্মকত্বে হি জীবস্যাভ্যুপগমা-  
 মানে বিকারস্য প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গান্ন তজ্জ্ঞানাদ-  
 মৃতত্বমবকল্পতে, অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য নামরূপস্যাসম্ভবাৎ উপা-  
 ধ্যাশ্রয়নামরূপং জীবে উপচর্য্যতে, অত এবোৎপত্তিরপি  
 জীবস্য কচিদগ্নিবিস্কুলিস্ফোদাহরণেন শ্রাব্যমাণোপাধ্যা-  
 শ্রয়ৈব বেদিতব্য। । যদপ্যুক্তং প্রকৃতসৌব মহতো ভূতস্য  
 দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞা-  
 নাত্মন এবোদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তীতি, তত্রাপীয়মেব ত্রিসূত্রী  
 যোজয়িতব্য। । প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্রয়ত্বাৎ । ইদমত্র প্রতি-

কিত্ত ব্রহ্মৈব কথং তর্হি তদ্বিন্নামরূপাশ্রয়ত্বপ্রত্যয়ঃ কথঞ্চ যথাহং যঃ সূত্র-  
 বিস্কুলিঙ্গা ইতি ব্রহ্মবিকারপ্রতিরিত্যাপকামুপসংহারব্যাঞ্জনেন নিরাকরোতি ।  
 “অতশ্চ স্বাশ্রয়স্যো”তি । যতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতার্থামুসারশ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিশ্চ  
 বিকারপক্ষে ন সম্ভবতঃ, অতশ্চেতি যোজন। । দ্বিতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজমনয়ৈব  
 ত্রিসূত্র্যাপাকরোতি । “যদপ্যুক্তং”মিতি । শেষমতিরোহিতার্থং ব্যাখ্যাতার্থঞ্চ  
 তৃতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজনিরাসে কাশকুণ্ডলীয়েনৈবোপাধারণং তদ্ব্যত্যাশ্রয়ণেনৈব  
 তস্য শক্যানিরাসত্বাৎ । ঐকান্তিকে হৃদেতে আত্মনোহন্যকর্ষকরণে কেন  
 কং পশ্চেদেতি আত্মনশ্চ কর্ষত্বং বিজ্ঞতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াদিত শক্যো  
 নিবেদ্যু ম্ । তেদাত্তেদপক্ষে বৈকান্তিকে বা ভেদে সর্বমেতদদেহতাশ্রয়মশক্য-  
 মিত্যবধারণস্যার্থঃ । ন কেবলং কাশকুণ্ডলীয়দর্শনাশ্রয়ণেন ভূতপূর্ব্বগতা

হওয়া সুসম্ভব। জীব ব্রহ্মের বিকারবিশেষ, এ মতে বিকার পদার্থের  
 বিনাশ নিশ্চিত থাকায় মুক্তি কথাটি ও নামরূপের জীবপ্রতিভা অসম্ভব  
 বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং উপাধির আশ্রিত নামরূপ উপচারক্রমে  
 জীবে কথিত হইয়াছে, এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। ঐ কথার দ্বারা বুঝা  
 যায়, প্রতি যে স্কুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্তে জীবের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন—  
 তাহাও ঔপচারিক। [ যদপ্যুক্তং...যোজয়িতব্য। ] জীবরূপে অবস্থিত দ্রষ্টব্য  
 মহভূতের নামরূপ উত্থান (পরিত্যাগ) বর্ণিত হওয়ার জীবাত্মার  
 দর্শনাদিই বিবেক, ইহা প্রতীত হয়। তাহা হইলে উক্ত দ্রষ্টব্যের অপ্রতিভা  
 প্রকারে যোজিত হইবে। [ প্রতিজ্ঞা...মত্ততে ] যথা—২০ যদে, প্রতিজ্ঞা



জ্ঞাতম্, আত্মনি বিদিতে সৰ্ব্বমিদং বিদিতং ভবতীদং সৰ্বং  
 যদয়মাত্মা ইতি চ। উপপাদিতঞ্চ সৰ্ব্বস্য নামরূপকৰ্ম্মপ্রপঞ্চ-  
 সৈক্যপ্রসবত্বাদেকপ্রলয়ত্বাচ্চ। ছন্দুভ্যাদিদৃষ্টোক্তৈশ্চ কার্য্য-  
 কারণয়োৰব্যতিরেকপ্রতিপাদনাৎ তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়াঃ  
 সিদ্ধিং সূচয়তোতল্লিঙ্গং যন্মহতো ভূতস্য ভূতেভ্যঃ সমুখানং  
 বিজ্ঞানাত্মভাবেন কথিতমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে।  
 অভেদে হি সত্যেকবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমব-  
 কল্পত ইতি। উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যোড়ুলোমিঃ।  
 উৎক্রমিষ্যতো বিজ্ঞানাত্মনো জ্ঞানধ্যানাদিসামর্থ্যাৎ সম্প্র-  
 সমস্য পরেণাত্মনৈক্যসম্ভবাদিদমভেদাভিধানমিত্যোড়ুলোমি-  
 রাচার্য্যো মন্যতে। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ। অসৈব্য  
 পরমাত্মনোহেনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাত্মপন্নমিদ-  
 মভেদাভিধানমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। ননু-  
 ছেদাভিধানমেতৎ—এতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্যেবানু-

এই—“আত্মা বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়।” এবং “এই যে আত্মা,  
 ইনিই এই সমস্ত।” এ আত্মাই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি-প্রলয়-স্থান এবং  
 ছন্দুভির দৃষ্টান্তে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, এক, এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায়  
 ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি, ভূতসমূহ হইতে মহভূতের  
 উত্থান বর্ণনার দ্বারা সূচিত হয়, ইহা আশ্মরথ্য মূনির মত। জীব-  
 পরমাত্মা এক, অভিন্ন, এই পক্ষেই একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা  
 রক্ষিত হয়। পরে ২১ সূত্র। ১১ সূত্রের যোজনা এইরূপ—জীব উৎক্রান্তি  
 কালে (মোক্ক্ষকালে) ধ্যানজ্ঞানাদির দ্বারা স্বচ্ছ হয়, নিরুপাধি হয়, সে  
 ভাবে ও সেই কালে অভেদ। এই অভেদই উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে,  
 ইহা ওড়ুলোমি মূনির মত। ২২ সূত্রের যোজনা এই যে, পরমাত্মাই  
 জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং ঐ অভেদোক্তি যুক্তিযুক্ত। এ অর্থ কাশ-  
 কৃৎস্ন মূনির অভিপ্রেত। [ননু-ইতি] যদি বল, মহদ্ব্যত ভূতসমূহ হইতে  
 উত্থিত হই, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হই, বিনষ্ট হই বলিয়া

বিনশ্চতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি কথমেতদভেদাভিধানম্ ।  
 নৈষ দোষঃ । বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মেতবিনাশাভিধানং  
 নাশ্বোচ্ছেদাভিপ্রায়ম্ । অত্রৈব মা ভগবানমুমুহম প্রেত্য  
 সংজ্ঞাস্তীতি পর্য্যনুযুজ্য স্বয়মেব শ্রুত্যর্থান্তরস্য দর্শিতত্বাৎ ।  
 ন বা অরেহং মোহং ত্রবীম্যবিনাশী বা অরেহ্যমাত্মানু-  
 চ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্তস্য ভবতীতি । এতদ্বক্তং ভবতি—  
 কূটস্থনিত্য এবাহয়ং বিজ্ঞানঘন আত্মা, নাস্যোচ্ছেদপ্রসঙ্গো-  
 হস্তি, মাত্রাভিস্তস্য ভূতেন্দ্রিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃতাভিরসং-  
 সর্গো বিদ্যা ভবতি, সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্য বিশেষ-  
 বিজ্ঞানস্যাভাবান্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যুক্তমিতি । যদপ্যুক্তং  
 বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াদिति কর্তৃবচনেন শব্দেনো-

সংজ্ঞা (জ্ঞান) থাকে না, এ কথায় জীবপরমাশ্রয় অভেদ বলা হয় নাই,  
 প্রত্যুত জীবের উচ্ছেদ বলাই হইয়াছে । ইহাতে আমরা বলি, তাহা নহে ।  
 ঐ প্রকার বলার দোষ হয় নাই । কেন-না, ঐ বিনাশোক্তি আত্মবিনাশ  
 অভিপ্রায়ে উচ্চারিত নহে, বিশেষবিজ্ঞানের ( ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন  
 প্রকার জ্ঞানের ) অভাব অভিপ্রায়েই উচ্চারিত । কারণ, উহারই পরে  
 “ভগবন্! এই স্থানেই আমার মোহ জন্মিল । বিনাশ হয় ও সংজ্ঞা থাকে  
 না, এই কথাটিই মোহ-কথা ।” এইরূপ কথা আছে । শ্রুতি ঐ কথার  
 প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, “আমি মোহ বলি নাই, না বুদ্ধিবান্ধব কথা বলি  
 নাই । আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মার উচ্ছেদ হয় না, তাঁহার সহিত  
 ভূতেন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক হয় ।” [ এতদ্বক্তং...মিতি ] এ বাক্যে ইহাই বলা  
 হইয়াছে যে, আত্মা কূটস্থ নিত্য, বিজ্ঞানঘন, ( কেবল বা ঘনচৈতন্য )  
 সূতরাং তাঁহার বিনাশ সম্ভাবনা নাই, তবে অবিদ্যার দ্বারা তাঁহার সহিত  
 আবিদ্যাকৃ ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক হয়, তাই তৎকালে ভ্রান্ত বিশেষবিজ্ঞান প্রা-  
 ভূত হয়, আবার সম্পর্কের অভাবে সে সকল বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হয় ।  
 শ্রুতি স্পষ্ট বিশেষবিজ্ঞানভাব “সংজ্ঞা থাকে না” এই কথায় দ্বারা ব্যক্ত  
 করিয়াছেন । [ যদপ্যুক্তম্...গম্যতে ] উপসংহারে “যিনি সকলের জ্ঞাতা—  
 তঁহাকে কি দিবা জানিবে ?” এইরূপ কর্তৃবোধক বাক্য থাকিলে জীবাত্মারই

পশ্চাদ্ধারাবিজ্ঞানাত্মন এবাদং দ্রষ্টব্যত্বমিতি, তদপি কাশ-  
কৃৎস্নীয়েনৈব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্। অপি চ, যত্র হি দ্বৈত-  
মিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্চতি ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে  
তসৈব দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রাপ্য, যত্র ত্বস্যা  
সর্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্যেৎ, ইত্যাদিনাবিদ্যা  
বিষয়ে তসৈব দর্শনাদিলক্ষণস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভাবমভি-  
দধতি। পুনশ্চ বিষয়াভাবেহপ্যাত্মানং বিজানীয়াদিত্যা-  
শঙ্ক্য বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ইত্যাহ। ততশ্চ  
বিশেষবিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বাদ্যস্য বিজ্ঞানধাতুরেব  
কেবলং সন্ ভূতপূর্বগত্যা কর্তৃবচনেন ত্চা নির্দিষ্ট ইতি  
গম্যতে। দর্শিতত্ত্ব পুরস্তাৎ কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতি-

বিজ্ঞাতৃত্বমপি তু শ্রুতিপৌর্ক্যপর্যাপ্যালোচনয়াপোষমেবেত্যাহ—“অপি চ  
যত্র হি” ইতি। কস্মাৎ পুনঃ কাশকৃৎস্নস্য মতমাহীযতে নেতরেষামাচার্যা-  
ণামিত্যত আহ—“দর্শিতত্ত্ব পুরস্তাদি”তি। কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতি-

দর্শনাদি বিধান হইয়াছে, এ মত বা এ আপত্তি কাশকৃৎস্নীয় মতের দ্বারা  
খণ্ডিত হইয়াছে। আরও দেখ, শ্রুতি “যখন দ্বৈতের আশ্রয় হয়, দ্বৈতবিন্যাস  
থাকে, তখনই ভেদদৃষ্টি হয় বা থাকে” এইরূপ এইরূপ বাক্যে অবিদ্যা-  
কালে বাহ্য দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞান থাকা বর্ণন করিয়াছেন—  
বিদ্যাকালে তাহারই “যখন এ সমস্ত তাহার আশ্রয় হয়—তখন কে কি  
দিয়া কি দেখিবে?” এবপ্রকার বাক্যে সেই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞা-  
নের অভাব উপদেশ করিয়াছেন। পুনর্বার “বিষয় না থাকুক, আপনাকেই  
দেখিবেক।” এইরূপ প্রশ্ন বা আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক বলিয়াছেন—  
সর্ববিজ্ঞাতাকে আবার কে কি দিয়া বিজ্ঞাত হইবেক।” এই সকল  
বাক্যের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ঐ বিনাশ-বাক্য-  
বিশেষবিজ্ঞানের অভাববোধক। বিজ্ঞান-ধাতু অর্থাৎ কেবল ঘনচৈতন্য  
আত্মা বস্তুতঃ অকর্তা হইলেও শ্রুতি তাহার পূর্বাবস্থা (অবিদ্যাবস্থা)  
লক্ষ্য করিয়া কর্তৃবাচী ত্ব-প্রত্যয়ের প্রয়োগ (বি+জ্ঞা+কর্তৃবাচ্যে) ত্ব-  
বিজ্ঞাতা এই প্রয়োগ) করিয়াছেন। [দর্শিতত্ত্ব-রূপাভ্যঃ] কাশকৃৎস্ন

মদ্বম্। অতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-  
 নামরূপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিক  
 ইত্যেবোহর্থঃ সর্বৈর্বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগন্তব্যঃ। সদ্বেব  
 সোম্যোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং আতৌবেদং সর্বং  
 ব্রহ্মৈবেদং সর্বং ইদং সর্বং যদয়মাত্মা, নান্যোহতোহস্তি  
 দ্রষ্টা নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টৃ ইত্যেবঃ রূপাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ।  
 স্মৃতিভ্যশ্চ—বাস্তদেবঃ সর্বমিদম্, ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিক্ৰি  
 সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ! সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তুং পরমে-  
 শ্বরম্, ইত্যেবং রূপাভ্যঃ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ। অন্যো-

প্রবক্ষ্যেপন্যাসেন পুনঃশ্রুতিমন্তঃ স্মৃতিমন্তঃপ্রাপসংহারোপক্রমমাহ—“অতশ্চ”  
 ইতি। কচিংপাঠ আতশ্চেতি। তস্যাবশুক্ষেতর্থঃ। জননজরামরণভীতয়ো-  
 বিক্রিয়াস্তাসাং সর্কাসাং মহানজ ইত্যাদিনা প্রতিবেধঃ পরিণামপক্ষেহন্তু  
 চানাভাবপক্ষে ঐকান্তিকাদৈবতপ্রতিপাদনপরা একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদয়ো-  
 দ্বৈতদর্শননিন্দাপরাশান্যোহসাবন্যোহমস্মীত্যাদয়ো জন্মজরাদিবিক্রিয়া-  
 প্রতিবেধপরাট্যেব মহানজ ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয় উপকথ্যেয়ন। অপি চ যদি জীব-  
 পরমাত্মনোর্ভেদাভেদাবাস্তীয়েয়াতাং ততস্তয়োর্মিথোবিরোধাৎ সমুচ্চয়ভাবা-  
 দেকস্য বলীয়ঙ্ঘে নান্ননি নিরাপবাদং বিজ্ঞানং জায়েত বলীয়সৈকেন দুর্ল-  
 পক্ষাবলম্বিনোজ্ঞানস্য বাধনাৎ। অথ স্ফুটমাণবিশেষতয়া ন বলাবলাব-

মূনির মত শ্রুতিমূলক—তাহা দেখান হইয়াছে এবং তদ্বারা ইহাও সিদ্ধ  
 হইয়াছে, জীব-পরমাত্মার ভেদ ঔপাধিক অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত দেহাদি  
 উপাধি নিমিত্তক। এ অর্থ সমস্ত বেদান্তবাদীর অবশ্য স্বীকার্য। এই  
 সিদ্ধান্তের অল্পকূলে শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণ বিদ্যমান আছে। শ্রুতি বলা—  
 “এ সমস্তই আত্মা।” “এ সমুদায়ই ব্রহ্ম।” “এই যে আত্মা—ইনিই এ  
 সকল।” “ইহা হইতে পৃথক্ দ্রষ্টা নাই।” ইত্যাদি। স্মৃতি বলা—“এ  
 সমস্তই বাস্তদেব।” “হে ভারত ! আমাকেই তুমি সমুদয় ক্ষেত্রের  
 (দেহের) ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) বলিয়া জান। আমিই পরমেশ্বর, আমিই  
 যুগপৎ সমুদয় ভূতে বাস করিতেছি।” ইত্যাদি। [ভেদ...স্বতন্ত্র] “যে  
 ব্যক্তি ব্রহ্ম এক বস্তু, আমি অত বস্তু, এইরূপ জানে,—সে ব্রহ্ম জানেনা।

হ্রস্বাবন্যোহহমস্মীতি ন স বেদ, যুতোঃ স যুত্ব্যাপ্নোতি য  
ইহ নানেন পশ্যতি ইত্যেবঞ্জাতীয়কাৎ। স বা এষ  
মহানজ আত্মাহরোরোহমরোহমতোহভয়ো ব্রহ্মেতি চাত্মনি  
সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ। অত্থা চ মুমুক্শুণাং নিরপবাদবিজ্ঞা-  
নানুপপত্তেঃ স্থনিশ্চিতার্থানুপপত্তেঃ চ। নিরপবাদং হি  
‘বিজ্ঞানং সৰ্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবৰ্ত্তকমাত্মবিষয়ং ইষ্যতে, বেদান্ত-  
বিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থা ইতি চ শ্রুতেঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ  
শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ইতি চ স্থিতপ্রজ্ঞনক্ষণস্মৃতেঃ চ।  
স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজাতৈকত্ববিষয়ে সম্যগ্‌দর্শনে ক্ষেত্রজঃ

ধারণং ততঃ সংশয়ে সতি ন স্থনিশ্চিতার্থমাত্মনি জ্ঞানং ভবেৎ স্থনিশ্চিতার্থঞ্চ  
জ্ঞানং মোক্ষোপায়ঃ শ্রুতে ‘বেদান্তবিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থা’ ইতি। তদে-  
তদাহ—“অত্থা মুমুক্শুণা”মিতি। একত্বমনুপশ্যত ইতি শ্রুতির্ন পুনরেকত্বা-  
নেকত্বে অনুপশ্যত ইতি। নহু যদি ক্ষেত্রজ পরমাত্মনোরভেদোভাবিকঃ  
কথং তর্হি ব্যপদেশবুদ্ধিভেদৌ ক্ষেত্রজঃ পরমাত্মেতি কথঞ্চ নিত্যবুদ্ধিবুদ্ধ-  
নুভাবস্যা ভগবতঃ সংসারিতা। অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধিবশাদিতি চেৎ,  
কস্যৈয়মবিদ্যা, ন তাবজ্জীবস্যা, তস্য পরমাত্মনোব্যতিরেকাভাবাৎ, নাপি  
পরমাত্মনস্তস্য বিদ্যাকরসস্যাবিদ্যাশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ, তদত্র সংসারিত্বাসং-  
সারিত্ববিদ্যাবিদ্যাবস্তুপবিরুদ্ধধর্মসংসর্গাদবুদ্ধিব্যপদেশভেদাচ্ছান্তি জীবেশ্বর-  
য়োর্ভেদোহপি ভাবিক ইত্যত আহ—“স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজাতৈকত্ব”

যে পুরুষ আপনাতে মিথ্যা ভেদ-দর্শন করে—সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।” শ্রুতি  
এইরূপে ভেদ-জ্ঞানের নিন্দা করিয়াছেন এবং “এই আত্মা মহান, জন্ম  
রহিত, জরামরণবর্জিত, নিত্যমুক্ত, অভয় ও ব্রহ্ম” এইরূপে তাহাঁতে ক্রিয়া  
প্রতিষেধও করিয়াছেন। উহা অনঙ্গীকার করিলে মুমুক্শু পুরুষের সম্যক  
জ্ঞান ও স্থনিশ্চিতার্থ-শ্রুতি অনুপপন্ন হইবে। কারণ, আত্মবিষয়ক নিরপ-  
বাদ (অবাধিত) জ্ঞানই সকল আকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক। “বেদান্তজনিত  
জ্ঞান-বিশেষের দ্বারা স্থনিশ্চিতার্থ অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞ যতিগণ” ইত্যাদি  
ইত্যাদি শ্রুতিতে ও “তখন সেই অদ্বয়দর্শীর শোকই বা কি! মোহই বা  
কি!” ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মাদ্বৈতই প্রতিপাদিত হইয়াছে।  
[স্থিতে...সংজ্ঞিত ইতি] যদি জীবাত্মা পরমাত্মা এক, অভিন্ন, এই জ্ঞানই

পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্যোহয়ং পরমাত্মনো  
ভিন্নঃ পরমাত্মাহয়ং ক্ষেত্রজ্যোতির্ম ইত্যেবজ্ঞাতীয়ক আত্ম-  
ভেদবিষয়োহয়ং নির্বন্ধো নিরর্থকঃ। একো হুয়মাত্মা  
নামমাত্রভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি। ন হি সত্যং জ্ঞান-

ইতি। ন তাবত্তেদাভেদাবেকত্র ভাবিকৌ ভবিতুমর্হত ইতি বিপক্ষিতং প্রথমে  
পাদে। বৈতদর্শননিন্দয়া চৈকান্তিকাত্মৈত্তপ্রতিপাদনপরাঃ পৌরুষার্থা-  
লোচনয়া সর্কে বেদান্তাঃ প্রতীয়ন্তে। তত্র যথা বিশ্বাদবদাতাত্ত্বিকৈ  
প্রতিবিশ্বানামভেদেহপি নীলমণিকুপাগকাচাত্ম্যপধানভেদাৎ কাল্লনিকো-  
জীবানাং ভেদো বুদ্ধিব্যপদেশভেদৌ বর্তয়তি ইদং বিষমবদাতমিমানি চ  
প্রতিবিশ্বানি নীলোৎপলপলাশশ্যামলানি বৃত্তদীর্ঘাদিভেদভাজি বহুনীত্যেবং  
পরমাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবাজীবানামভেদ একান্তিকেহপ্যনির্কচনীয়ানাদ্যবিদ্যো-  
পধানভেদাৎ কাল্লনিকোজীবানাং ভেদোবুদ্ধিব্যপদেশভেদাবয়বং পরমাত্মা  
শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দস্বভাব ইমে চ জীবা অবিদ্যাশোকহুঃখাদ্যপদ্রবভাজ ইতি  
বর্তয়তি। অবিদ্যোপধানঞ্চ যদ্যপি বিদ্যাস্বভাবে পরমাত্মনি ন সাক্ষাদস্তি  
তথাপি তৎপ্রতিবিশ্বকল্পজীবদ্বারেণ পরস্মিন্ চ্যতে। ন চৈবমন্যোন্যাশ্রয়ো-  
জীববিভাগাশ্রয়াবিদ্যা, অবিদ্যাশ্রয়শ্চ জীববিভাগ ইতি বীজাহুরবদনাদি-  
ত্বাৎ। অতএব কাহুদিশ্চৈব ঈশ্বরোমায়ামারচয়তানর্থিকামুদেজ্ঞানাং সর্গ্যুদৌ  
জীবানামভাবাৎ কথঞ্চাচ্ছানং সংসারিণং বিবিধবেদনাতাকং কুর্ধ্যাদিত্যাদ্যহু-  
ষোগোনিরবকাশঃ। ন খাদিমান্ সংসারোনাগাদিমানবিদ্যাজীববিভাগো-  
যেনাহুযুক্ত্যেতেতি। অত্র চ নামগ্রহণেনাবিদ্যামূলকয়তি। স্যাৎনেতৎ।  
যদি ন জীবাদব্রহ্ম ভিদ্ধ্যতে হস্ত জীবঃ ক্ষুট ইতি ব্রহ্মাপি তথাস্যাৎ।  
তথা চ নিহিতং শুহায়ামিতি নোপপদ্যত ইত্যত আহ—“ন হি সত্যমি”তি।  
যথা হি বিশ্বস্য মণিকুপাগাদয়োশুহা এবং ব্রহ্মণেহপি প্রতিজীবং ভিন্না  
অবিদ্যা শুহা ইতি। যথা প্রতিবিশ্বেষু ভাসমানেষু বিশ্বং তদভিন্নমপি শুহ-  
মেবং জীবেষু ভাসমানেষু তদভিন্নমপি ব্রহ্ম শুহম্। অস্ত তর্হি ব্রহ্মণেহিতদ-

সম্যক্ জ্ঞান হইল, তাহা হইলে মাত্র জীব ও পরম এই দুইটা নামেরই  
প্রভেদ, বস্তুর প্রভেদ হইল না। অতএব, পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে  
ভিন্ন, এই পক্ষ প্রতিপাদনের চেষ্টা বা আগ্রহ নিরর্থক। এই আগ্রহে  
কোনও সফল ফলিবে না। এক আত্মাই নাযভেদে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই

অনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহ্যামিতি কাক্ষিদেবৈকাং  
 গুহ্যমধিকৃত্যৈতদ্বক্তুম্ । ন চ ব্রহ্মণোহন্তো গুহ্যাং নিহি-  
 তোহস্তি, তং সৃষ্ট। তদেবানুপ্রাশিত্যিতি অকুরেব প্রবেশ-  
 প্রবণাৎ । যে তু নির্বন্ধং কুর্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ  
 শ্রেয়োদ্বারং সম্যগদর্শনমেব বাধন্তে কৃতকমনিত্যঞ্চ মোক্ষং  
 কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত ইতি ॥ ২২ ॥

গুহ্যমিত্যত আহ—“ন চ ব্রহ্মণোহন্ত” ইতি । যে স্বাক্ষরপ্রভৃতয়ঃ, “নিবন্ধং  
 কুর্বন্তি তে বেদান্তার্থমি”তি । ব্রহ্মণঃ সর্কাত্মনা ভাগশো বা পরিণামাত্মা-  
 পগমে তস্য কার্যত্বাদনিত্যত্বাচ্চ তদাপ্রিতো মোক্ষোহপি তথা স্যাৎ । যদি  
 ত্বেবমপি মোক্ষং নিত্যমকৃতকং ত্রয়ুত্তব্রাহ—“জ্ঞায়েন” ইতি । এবং যে নদী-  
 সমুদ্রনিদর্শনেনানুমুক্তেভেদং মুক্তস্য চাভেদং জীবস্যাস্থিষত তেবামপি জ্ঞায়েনা-  
 সঙ্গতিঃ । নো জাতু ঘটঃ পটোভবতি । ননু কং যথা নদী সমুদ্রোভবতীতি ।  
 কা পুনর্নদ্যাভিমতাহংযুয়তঃ । কিং পাথঃপরমাণব উতৈবাং সংস্থানভেদ  
 আহোবিস্তদারকোহংযবী । তত্র সংস্থানভেদস্য বাহবয়বিনো বা সমুদ্র-  
 নিবেশে বিনাশাৎ কস্য সমুদ্রৈগৈকতা নদীপাথঃপরমাণুনাস্ত সমুদ্রপাথঃপর-  
 মাণুভ্যঃ পূর্ক্কাবস্থিতেভ্যোভেদ এব নাভেদঃ । এবং সমুদ্রাদপি তেবাং  
 ভেদ এব । যে তু কাশকুংস্রীয়মেব মতমাহ্বায় জীবং পরমাণুনোহংশমা-  
 চধ্যুন্তেবাং কথং ‘নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তপ্ৰমতি ন প্রতিবিরোধঃ । নিকল-

বীকার্য । অপিচ, “যে উপাসক গুহ্যানিহিত সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মকে  
 জ্ঞানেন” এ শ্রুতি জীবস্থানাতিরিক্ত অন্য কোন স্থান ( ব্রহ্মের স্থান ) বলেন  
 নাই । ব্রহ্মই গুহ্যানিহিত, অন্য কেহ গুহ্যানিহিত নহে । ( গুহ্য=বুদ্ধি ।  
 অথবা বেদান্তসংস্কৃত জ্ঞান ) । হেতু এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম এ সকল  
 সৃষ্টি করিয়া এ সকলে অল্পপ্রবিষ্ট আছেন । যিনি করিয়াছেন, তিনিই  
 জীবরূপে দেহপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই ফলিতার্থ । ঐ অর্থের দ্বারা সিদ্ধ  
 হয়, ব্রহ্মই জীব । দ্বিহারা জীবকে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিবার জন্ত ব্যগ্র,  
 তাঁহারা বেদান্তার্থের বাধা প্রদান করেন, করিয়া মুক্তির দ্বার স্বরূপ  
 সম্যক্ জ্ঞানকে নষ্ট করেন । ঐ সকল লোক মোক্ষকে জন্ত অর্থাৎ  
 উৎপাদ্য বিবেচনা করেন সূতরাং অনিত্য বলেন । তাহাদের মত জ্ঞান-  
 বাধিত অর্থাৎ বুদ্ধিসহ নহে ।

## প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥ \*

যথাভ্যুদয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্য এবং নিঃশ্রেয়সহেতু-

মিতি সাবয়বত্বং ব্যাসেধি ন তু সাংশত্বম্ । অংশশ্চ জীবঃ পরমাআনো  
নভস ইব কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নঃ নভঃ শব্দশ্রবণযোগ্যং বায়োরিব চ শরীর-  
বচ্ছিন্নঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণ ইতি চেৎ । ন তাবন্নভো নভসোহংশস্তস্য তত্ত্বাৎ ।  
কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নমংশ ইতি চেৎ, হস্ত তর্হি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন কর্ণ-  
নেমিমণ্ডলং বা তৎসংযোগো বেতুক্তং ভবতি ।\* ন চ কর্ণনেমিমণ্ডলং  
তস্যংশস্তস্য ততোভেদাৎ । তৎসংযোগোনভোধর্ম্মহাসংশ ইতি চেৎ ।  
ন । অমুপপত্তেঃ । নভোধর্ম্মে হি তদনবয়বং সর্বত্রাভিন্নমিতি তৎসংযোগঃ  
সর্বত্র প্রথিত । ন হস্তি সম্ভবোহনবয়বমব্যাপ্য বর্ত্তত ইতি । তদ্বাস্তবাস্তি  
চেদ্যাপ্যেব । ন চেদ্যাপ্রোতি তত্র নাস্ত্যেব । ব্যাপ্যেবাস্তি কেবলং প্রাতি-  
সম্বন্ধাধীননিরূপণতয়া ন সর্বত্র নিরূপ্যত ইতি চেৎ, ন নাম নিরূপ্যতাম ।  
তৎসংযুক্তস্ত নভঃ শ্রবণযোগ্যং সর্বত্রাস্তীতি সর্বত্র শ্রবণপ্রসঙ্গঃ । ন চ ভেদা-  
ভেদরোরন্ততরেণাংশঃ শক্যো নির্বক্তু ম্ । ন চোভাভ্যাম্ । বিরুদ্ধয়োরেক-  
ত্রাসমবয়াদিত্যুক্তম্ । তদ্বাদনির্ধচনীয়ানাদ্যবিদ্যাপরিকল্পিত এবাংশো  
নভসো ন ভাবিক ইতি যুক্তম্ । ন চ কালনিকো জ্ঞানমাত্রায়তজীবিতঃ  
কথমবিজ্ঞায়মানোহস্তু । অসংশাংশঃ কথং শব্দশ্রবণলক্ষণায় কার্যায়  
কল্পতে । ন জাতু রজ্জ্বমজ্ঞায়মান উরগো ভয়কম্পাদিকার্যায় পর্যাপ্ত ইতি  
বাচ্যম্ । অজ্ঞাতহাসিদ্ধেঃ । কার্যব্যাক্ত্যাদস্য । কার্যোৎপাদাৎ পূর্ব্ব-  
মজ্ঞাতং কথং কার্যোৎপাদাঙ্গমিতি চেৎ । ন । পূর্ব্বপূর্ব্বকার্যোৎপাদ-  
ব্যাক্ত্যাদসত্যপি জ্ঞানে তৎসংস্কারানুবৃত্তেরনাদিহাচ কল্পনা তৎসংস্কার-  
প্রবাহস্য । অন্ত বামুপপত্তিরেব কার্যাকারণয়োর্ম্মায়াকৃত্বাৎ । অমুপপত্তির্হি  
মায়ামুপোদ্বলয়তি । অমুপপদ্যমানার্থস্বান্মায়ায়াঃ । অপি চ ভাবিকাংশ-  
বাদিনাং মতে ভাবিক্যাংশস্য জ্ঞানেনোচ্ছেদুমশক্যতায় জ্ঞানধ্যানসাধনো  
মোক্ষঃ স্যাৎ । তদেবমাকাশাংশ ইব শ্রোত্রমনির্ধচনীয়ম্ । এবং জীবো  
ব্রহ্মণোহংশ ইতি কাশক্লেশীয়ং মতমিতি সিদ্ধম্ ।

\* চ-শব্দঃ সমুচ্চরার্থঃ । প্রকৃতিরূপাভাসম্ । জ্যোতপ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তেরানুপরোধাৎ যতোঃ  
নিমিত্তমুপাদানমপি ত্রয়োক্ত্যর্থঃ ।—ত্রয়ই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান-কারণ,  
ইহা প্রতিজ্ঞার ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধিত হয় । ইহা অসীকার করিলে প্রতিজ্ঞার দ্বারাও  
দৃষ্টান্তের হানি হইবেক ।



দ্বাদ্বেক্ষাপি জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্। ব্রহ্ম চ জ্ঞানাদ্যস্য যত ইতি  
লক্ষিতম্। তচ্চ লক্ষণং ঘটরূচকাঁদীনাং স্বেচ্ছবর্ণাদিবৎ  
প্রকৃতিস্বৈ কুলালস্ববর্ণকারাদিবন্নিমিত্তস্বৈ চ সমানমিত্যতো  
ভবতি বিমর্শঃ কিমাত্মকং পুনর্ব্রহ্মণঃ কারণত্বং স্যাदिति।  
তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ কেবলং স্যাদिति প্রতিভাতি।  
কস্মাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ  
কর্তৃত্বমবগম্যতে, স ঈক্ষাক্ষত্রে, স প্রাণমসৃজত ইত্যাদি

সাদেতৎ। বেদান্তানাম্ ব্রহ্মণি সমন্বয়ে দর্শিতে সমাপ্তং সমন্বয়লক্ষণ-  
মিতি কিমপরমবশিষ্যতে যদর্থনিদানরভ্যত ইতি শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুং সঙ্গতিং  
দর্শয়ন্ অবশেষমাহ—“বথাত্মদয়ে”তি। অত্র চ লক্ষণস্য সঙ্গতিমুক্তৌ লক্ষণে-  
নাস্যাধিকরণস্য সঙ্গতিরুক্তা। এতচ্ছবৎ ভবতি। সত্যং জগৎকারণে  
ব্রহ্মণি বেদান্তানামুক্তঃ সমন্বয়স্তত্র কারণভাবসোভরণাদর্শনাৎ জগৎকারণত্বং  
ব্রহ্মণঃ কিং নিমিত্তস্বেনৈব, উতোপাদানহেনাপি। তত্র যদি প্রথমঃ পক্ষস্তত  
উপাদানকারণাহসরণে সাংখ্যস্থিতিসিদ্ধং প্রধানমভ্যুপেষম্। তথা চ জ্ঞানাদ্য  
যত ইতি ব্রহ্মলক্ষণমসাপ্ত, অতিব্যাপ্তেঃ, প্রধানেনহপি গত্যাত্। অসম্ভবাহ।  
যদি ত্বতরঃ পক্ষস্ততো নাতিব্যাপ্তিরূপাব্যাপ্তিরিতি সাধু লক্ষণম্। সৌম্য-  
মবশেষঃ। তত্র—

ঈক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বং প্রভুত্বমসঙ্গতম্।

নিমিত্তকারণেষেব মৌপাদানেষু কর্হি চিং ॥

তদিদমাহ—“তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ” ইতি। আগমস্য কারণ-

অভ্যুদয়( স্বর্গাদি )মূল ধর্ম্ম যেমন বিচারণীয়, তেমনি, মোক্ষের উপায়  
ব্রহ্মও বিচারণীয়, ইহা পূর্ব্বো বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের লক্ষণ প্রথমের দ্বিতীয়  
স্থত্রে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় স্থত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগৎকারণ। কিন্তু  
কি রূপ কারণ? তাহা তাহাতে বলা হয় নাই। নিমিত্ত কারণও কারণ,  
উপাদানকারণও কারণ, স্তত্র সংশয় হয়, ব্রহ্ম কি রূপ কারণ। ব্রহ্ম কি  
ঘটাদি কার্যের প্রতি সৃষ্টিকাদি কারণের ন্যায় উপাদান কারণ? না কুলা-  
লাদি কারণের দ্বারা নিমিত্ত কারণ? [ তত্র ...মেব ] প্রতি দেখিলে আপাত-  
প্রতীতি হয়, ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। প্রতি বলিয়া-  
ছেন, ব্রহ্ম আলোচনাপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন। বথা—“তিনি আলোচনা

শ্রুতিভ্যঃ । ঈক্ষাপূর্বকঞ্চ কর্তৃত্বং নিমিত্ত কারণেণৈব কলা-  
লাদিষু দৃষ্টম্ । অনেক কারকপূর্বিকা চ ক্রিয়াফলসিদ্ধিশৌকে  
দৃষ্টা । স চ ন্যায় আদিকর্তব্যপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্ ।  
ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধেচ । ঈশ্বরান্যং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্ত-  
কারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে । তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যপি  
নিমিত্ত কারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুম্ । কার্যক্ষেপং জগৎ-  
সাবয়বমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে । কারণেনাপি তস্য তাদৃশে-  
নৈব ভবিতব্যম্ । কার্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ । ব্রহ্ম চ  
নৈবং লক্ষণমবগম্যতে । নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং  
নিরঞ্জনম্ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ । পারিশেষ্যাদব্রহ্মণোহন্য-

মাত্রৈ পর্যবসানাদমুমানস্য তদ্বিশেষনিয়মমাগমো ন প্রতিক্ষিপত্যপি স্ব-  
মন্যত এবত্যাহ—“পারিশেষ্যাদব্রহ্মণোহন্যৎ” ইতি । ব্রহ্মোপাদানত্বস্য  
প্রসক্তস্য প্রতিষেধে হত্বাপ্রসঙ্গাৎ সাংখ্যাস্বতী প্রসিদ্ধমামুমানিকং প্রাধান্য-  
শিষ্যত ইতি । একবিজ্ঞানেন চ সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানমূত তমাদেশমিত্যা-  
দিদা, যথা সোমৈক্যেন মৃৎপিণ্ডেনেতি চ দৃষ্টান্তঃ, পরমাশ্রয়ঃ প্রাধান্যং হৃচ-  
রতঃ । যথা সোমশরৎসৈক্যেন জ্ঞাতেন সর্বে কঠা জ্ঞাতা ভবন্তি । এবং প্রাপ্ত

করিলেন । পরে প্রাণ-সৃষ্টি করিলেন ।” যে কর্তৃত্ব আলোচনাপূর্বক—  
সে কর্তৃত্ব নিমিত্ত কারণের অন্তর্গত, ইহা ঘটকর্তা কুন্তকারাদিতে দৃষ্ট হই-  
তেছে । অপিচ, প্রত্যেক কর্তাকেই বহুকারক ব্যাপারের অনন্তর কার্য  
নির্বাহ করিতে দেখা যায় । এই যুক্তি (নিয়ম) আদিকর্তাত্তেও প্রাপ্ত ।  
(তাৎপর্য এই যে, যাহা উপাদান—তাহা কার্য হইতে সর্বতোভাবে  
ভিন্ন) । তিনি ঈশ্বর, সূত্ররূপে তিনি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন ।  
মহেশ্বরের রাজা ও দেবতার রাজা, ইহার ক্ষুদ্র ঈশ্বর, ইহার “বেশম  
লৌকিক কার্যের প্রতি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন, তেমনি,  
পরমেশ্বরও জগৎকার্যের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন । আরও  
দেখ, এই জগৎকার্য সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ (বিকারী) । দেখা  
যায়, প্রত্যেক কার্য উপাদানের অমুরূপ, সূত্ররূপে ইহার উপাদানও ইহার  
অমুরূপ (সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ), ইহা যুক্তি সিদ্ধ ।

উপাদানকারণমশুদ্ধাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যুপগন্তব্যম্।  
 ব্রহ্মাকারণত্বশ্রুতেন্নিমিত্তব্রহ্মাত্রে পর্য্যবসানাদিতি। এবং  
 প্রাপ্তে ক্রমঃ। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং  
 নিমিত্তকারণঞ্চ। ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব। কস্মাৎ।  
 প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপারোধান্। এবং হি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ  
 শ্রৌতৌ নোপরুধ্যোতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ, উত তমাদেশ-  
 মপ্রাক্ষৌ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং  
 বিজ্ঞাতম্ ইতি। তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্বমমতদবিজ্ঞাত-

উচ্যতে। প্রকৃতিশ্চ। ন কেবলং ব্রহ্ম নিমিত্তকারণং কৃতঃ। প্রতিজ্ঞা-  
 দৃষ্টান্তয়োঃরূপারোধান্। নিমিত্তকারণব্রহ্মাত্রে তু তাবপরুধ্যোধ্যাতাম্। তথাহি—

ন মুখ্যে সম্ভবত্যাৰ্থে জঘন্তা বৃত্তিরিষ্যতে।

ন চানুমানিকং যুক্তমাগমেনাপবাধিতম্॥

সৰ্ব্বৈ হি তাবদেদান্তাঃ পৌৰ্ব্বাপর্য্যোগ বীক্ষিতাঃ।

ঐকান্তিকাদ্বৈতপরা দ্বৈতমাত্রনিষেধতঃ॥

যায়, ব্রহ্ম ইহার অমূৰূপ নহেন। অর্থাৎ সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ নহেন।  
 (স্মৃতরাং ব্রহ্ম ইহার উপাদানও নহেন)। যথা—“ব্রহ্ম নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়,  
 শাস্ত, (পূর্ণ), অনিন্দিত ও নিরঞ্জন (শুদ্ধ)।” অতএব, ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত  
 কোন বস্তুকে, বাহা অশুদ্ধ, অচেতন ও সাবয়ব,—যাহা সাংখ্যান্বৃতিতে  
 প্রসিদ্ধ,—তাহাকেই ইহার উপাদান বলা উচিত। শ্রুতি যে, ব্রহ্মকে  
 কারণ বলিয়াছেন তাহা নিমিত্তকারণে পর্য্যবসান করা উচিত। এইরূপ  
 পূৰ্ব্বপক্ষের উপর আমরা বলিতেছি—ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্ত  
 উভয়বিধ কারণ বলাই উচিত। তিনি যে কেবল নিমিত্তকারণ, তাহা  
 নহে। [কস্মাৎ...কথ্যোতে।] ঐরূপ বলিবার হেতু এই যে, প্রতিজ্ঞার ও  
 দৃষ্টান্তের অমূৰূপারোহ। অর্থাৎ ঐরূপ হইলেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত  
 বৃদ্ধিত হয়, বজায় থাকে, উপরুদ্ধ বা বাধিত হয় না। [প্রতিজ্ঞা...দর্শনাং]  
 প্রতিজ্ঞা যথা—“তুমি সে উপদেশ পাইয়াছ? জিজ্ঞাসা করিয়াছ? যদ্বারা  
 অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অজাতও জাত হয়?” \* এই

\* অশ্রুত—যাহা কৰ্ণগোচর হয় নাই। শ্রুত—কৰ্ণগোচর বা কৰ্ণগোচর হওয়ার সহিত  
 সম্মত। অজাত—যাহা মনন-বহির্ভূত। মত—মননের সহিত সমান বা সমকণ। ইত্যাদি।

মপি বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতীয়তে । তচ্ছোপাদানকারণ-  
বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ  
কার্যস্য, নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্ত কার্যস্ত নাস্তি, লোকে  
তস্তুঃ প্রাসাদব্যতিরেকদৰ্শনাৎ । দৃষ্টান্তোহপি, যথা সৌম্যে-  
কেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্বং মৃগয়ং বিজ্ঞাতং স্যাচ্ছাচারস্তৃণং  
বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্, ইতুপাদানকারণ-  
গোচর এবান্মায়তে । তথা, একেন লৌহমণিনা সৰ্বং লৌহ-  
ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদেকেন নখনিকৃন্তনে সৰ্বং কাষায়সং  
বিজ্ঞাতং শ্রাদিতি চ । তথানুভ্রাপি, কশ্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে

তদিহপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ মুখ্যার্থাবেব যুক্তৌ ন তু বজ্রমানঃ প্রস্তর  
ইতিবৎ গুণকল্পনয়া নেতব্যৌ তত্ত্বার্থবাদশ্রুতং পরিত্যাগ্য । প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্ত-  
বাক্যাদ্বৈতৈতরপরাহুপাদানকারণায়কত্বাচ্ছোপাদেয়স্য কার্যজ্ঞাতসোপা-  
দানজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানোপপত্তেঃ । নিমিত্তকারণত্ব কার্যাদত্যন্তভিন্নমিতি ন  
বাক্যেই প্রতীত হইতেছে, এমন এক বস্তু আছে বাহা জানিলে সমস্তই  
জানা হয় এবং সেই বস্তুই শ্রুতির উপদেশ বা প্রতিজ্ঞার বিষয় । এক  
বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান হওয়া উপাদানকারণজ্ঞানেই হইয়া থাকে । তৎপ্রতি  
হেতু এই যে, কার্যমাত্রেই উপাদানে অধিত ( অর্থাৎ উপাদান হইতে  
অপৃথক ) স্মরণ্য উপাদান জানিলে তদধিত সমস্তই জানা হয় । নিমিত্ত  
কারণ সকল জগদ্রব্য হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বা ভিন্ন, স্মরণ্য নিমিত্তের  
জ্ঞানে নিমিত্তাতিরিক্তের জ্ঞান হয় না । অট্টালিকার নিমিত্তকারণ শিল্পী,  
তাহাকে জানিলে অট্টালিকা ও অট্টালিকার উপকরণাদি জানা হয় না ।  
[ দৃষ্টান্তো... দিতি চ ] আরও দেখ, শ্রুতি—“হে সৌম্য ! যেমন যুক্তিকা  
জানিলে সমস্ত মৃগয় (মৃদিকার বা যুক্তিকা নির্মিতদ্রব্য) জানা হয়, বিকার  
সকল মাত্র নাম, নাম সকল কেবল বাক্যমষ্ট, স্মরণ্য যুক্তিকাই  
সত্য, নাম সকল (বটাদি) মিথ্যা ।” উপাদানভাব উল্লেখ করিয়াই এই  
সকল দৃষ্টান্ত কথা বলিয়াছেন । অন্য শ্রুতিতেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখান  
আছে । যথা—“লৌহ জানা হইলে সমুদায় লৌহজ দ্রব্য জানা হয়,  
একটা নখনিকৃন্তন (নকুন) জানিলে সমস্ত কাষায়স (কাষায়স—ইস্পাত)  
জানা হয়” ইত্যাদি । [ তথা... তব্যৌ ] অম্যান্য বেদান্তেও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা

সর্ববিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, ইতি প্রতিজ্ঞা । যথা পৃথিব্যামোষ-  
 ধয়ঃ সম্ভবন্তীতি দৃষ্টান্তঃ । তথা, আত্মনি খলুরে দৃষ্টে শ্রুতে  
 মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্, ইতি প্রতিজ্ঞা । স যথা  
 হ্রদুভেদন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শরুয়াৎ গ্রহণায় হ্রদু-  
 ভেষ্টে গ্রহণেন হ্রদুত্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত ইতি  
 দৃষ্টান্তঃ । এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তো  
 প্রকৃতিত্বসাধনো প্রত্যেতব্যো । ‘যতঃ’ ইতীয়মপি পঞ্চমী ।  
 যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যত্র জনিকর্তুঃ প্রকৃতি-  
 রিতি বিশেষায়ণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে দ্রষ্টব্য ।  
 নিমিত্তত্বস্বধিষ্ঠাত্রস্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্ । যথা হি লোকে

---

তজ্জ্ঞানে কার্যজ্ঞানং ভবতি । অতোব্রহ্মোপাদানকারণং জগতঃ । ন চ  
 ব্রহ্মণোহত্মনিমিত্তকারণং জগত ইতাপি যুক্তম্ । প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধাদেব ।

---

ও দৃষ্টান্ত আছে । যথা—“ভগবন্ ! কি জানিবে সমস্ত জানা হয় ?” এই  
 একটি প্রতিজ্ঞা । ইহার সাধক দৃষ্টান্ত এই—“যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি  
 সকল উদ্ধৃত হয়, সেইরূপ, অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিশ্ব প্রোহৃত হয় ।”  
 “হে মৈত্রেয়ি ! আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই জানা  
 হয় ।” ইহাও একটি প্রতিজ্ঞা । ইহার দৃষ্টান্ত এই—“শ্রোতা যেমন হ্রদুভি-  
 বাদ্যকালে তদন্তর্গত ও তদর্হিগত অন্যান্য শব্দবিশেষ ব্রূিতে অক্ষম হন,  
 কেবল হ্রদুভিধ্বনি শুনিয়াই তদন্তর্গত আঘাতোথ ধ্বনিবিশেষ গ্রহণ করেন,  
 ব্রূিয়া লয়েন, আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সেইরূপ জানিবে ।” অভিপ্রায়  
 এই যে, বিশেষ জ্ঞান সামান্যজ্ঞানের (জাতিজ্ঞানের) অন্তর্নিবিষ্ট ; তজ্জ্ঞাত  
 সামান্তের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে । প্রত্যেক বেদান্তে  
 উপাদান কারণ বোধক ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে । [ যতঃ...  
 ধারণাৎ, ] “যতো বা ইমানি ভূতানি” শ্রুতিস্থ ‘যতঃ’ শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি  
 আছে । তাহার অর্থ উৎপত্তিকর্ত্তী প্রকৃতি । যাহা অপাদান বা উপাদান  
 তাহাই প্রকৃতি । এতদনুসারে ঐ শ্রুতির অর্থ—যিনি জগৎ কার্যের উপা-  
 দান তিনিই ব্রহ্ম । অতএব, ব্যাকরণপ্রমাণেও ব্রহ্মের উপাদানকারণতা  
 নিশ্চয় হইতেছে । যদি বল, তবে ইহার নিমিত্তকারণ কি ? সে পক্ষে আমরা

মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলানসুবর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতৃ-  
পেক্ষ্য প্রবর্ততে, নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য স্বতোহন্যো-  
হধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যোহস্তি, প্রাপ্তোপ্তন্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যব-  
ধারণাৎ। অধিষ্ঠাত্রস্তরাভাবোহপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরো-  
ধাদেবোদিতো বেদিতব্যঃ। অধিষ্ঠাতরি হ্যুপাদানাদন্য-  
শ্লিষ্যভূষণমামানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানস্যা-  
সম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধ এব স্যাৎ। তস্মাদধিষ্ঠাত্র-  
স্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্তৃত্বমুপাদানানস্তরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বম্।  
কৃতশ্চাত্মনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিত্ব— ॥ ২৩ ॥

ন হি তদানীং ব্রহ্মণি জ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি। জগন্নিমিত্তকারণস্য  
ব্রহ্মণোহন্তস্ত সর্বমধ্যপাতিনস্তজ্ঞানেনাবিজ্ঞানাৎ। যত ইতি চ পঞ্চমী ন  
কারণমাত্রে স্বর্যাতে হপি তু প্রকৃতৌ জনিকর্তৃঃ প্রকৃতিরिति। ততোহপি  
প্রকৃতিত্বমবগচ্ছামঃ। দ্বন্দ্বভিগ্রহণং দ্বন্দ্বভাষাতগ্রহণঞ্চ তদাত্তশব্দসাম্যাত্তো-  
পলক্ষণার্থম্।

বলি, যখন অন্য অধিষ্ঠাতা (কর্তা) নাই, তখন তিনিই অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ  
নিমিত্ত বা কর্তা। ঘটকুণ্ডলাদির উপাদান মৃৎসুবর্ণাদি, সে সকলের অধি-  
ষ্ঠাতা কুলাল ও সুবর্ণকার, তাহাদেরই কর্তৃত্বে ঐ সকল উপাদান হইতে  
ঘটাদি কার্য জন্মে, ইহা দৃষ্ট হইলেও জগদুপাদান ব্রহ্মে সে নিয়মের অভাব  
আছে। তিনি উপাদান হইলেও তাহার পৃথক্ অধিষ্ঠাতা নাই। এ  
কথা এই জন্ত স্বীকার্য যে, ক্রতি সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন, উৎপত্তির  
পূর্বে এক পদার্থই ছিল, দ্বিতীয় ছিল না। (সুতরাং তিনিই নিমিত্ত ও  
তিনিই উপাদান)। [ অধি...স্যাৎ ] অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব (না থাকা)  
প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের অব্যাঘাত দৃষ্টে নির্ণীত হয়। উপাদানান্তিরিক্ত  
অধিষ্ঠাতা (পৃথক্ নিমিত্ত কারণ) স্বীকার করিতে গেলে এক-বিজ্ঞানে সর্ব-  
বিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইবে এবং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ই বাধিত হইবে।  
[ তস্মাৎ...প্রকৃতিত্বঃ ] প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হই-  
তেছে যে, পৃথক্ অধিষ্ঠাতা না থাকায় আত্মাই ইহার অধিষ্ঠাতা (নিমিত্ত  
কারণ বা কর্তা) এবং অস্ত উপাদান না থাকায় তিনিই ইহার উপাদান।  
আত্মাই কর্তা, আত্মাই উপাদান, এতৎপ্রতি সন্দেহ নাই।

## অভিধোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥ \*

অভিধোপদেশচ্চাত্মনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিস্বৈ গময়তি । সো-  
হকাময়ত বহু স্যাৎ প্রজ্ঞায়েয় ইতি তদৈক্ষত বহু স্যাৎ প্রজ্ঞা-  
য়েয় ইতি চ । তত্রাভিধানপূর্ব্বিকায়াঃ স্মাতদ্ব্যপ্রবৃত্তেঃ  
কুর্তেতি গম্যতে । বহু স্যামিতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহু-  
ভবনাবিধানস্য, প্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে ॥ ২৪ ॥

## সাক্ষাচ্চোভয়ান্নানং ॥ ২৫ ॥†

প্রকৃতিত্বস্যায়মভ্যুচ্চয়ঃ । ইতশ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম, যৎ কারণং  
সাক্ষাদব্রহ্মৈব কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়প্রভবাবান্নায়েতে

---

অনাগতেচ্ছাসীক্লমোহভিধা । এতয়া খলু স্মাতস্মালক্ষণেন কর্তৃত্বেন নিমি-  
ত্বং দর্শিতম্ । বহু স্মামিতি চ স্ববিষয়তয়োপাদানত্বমুক্তম্ ।

আকাশাদেব ব্রহ্মণ এবৈত্যর্থঃ । সাক্ষাদিতি চেতি স্বত্রাবয়বমনুদ্য

---

শ্রুতিতে যে সৃষ্টি সংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশও ব্রহ্মের উপা-  
দানধারণতার বোধক । “ব্রহ্ম কামনা করিলেন, সংকল্প করিলেন, আমি  
বহু হইব ও জন্মিব ।” “তিনি” আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব  
ও জন্মিব ।” এই দুই শ্রুতিতে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ও প্রকৃতিভাব উভয়ই কথিত  
হইয়াছে ।

ব্রহ্মই জগৎপ্রকৃতি, জগতের উপাদান, এতৎপ্রতি অত্র হেতু এই বে,  
শ্রুতি ব্রহ্মকেই উৎপত্তি প্রলয়ের সাক্ষাৎকারণ বলিয়াছেন । যথা—“এই  
সমুদয় ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই লয়-

---

\* অভিধা । সৃষ্টিসংকল্পস্তস্যোপদেশাৎ অপি ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্ব প্রকৃতিস্বৈ ইতি শেষঃ ।—  
শ্রুতিতে সৃষ্টিসংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশের বলে আশ্রয় অভিন্ননিমিত্তোপা-  
দানত্বা সিদ্ধ হয় ।

† চ শব্দোহেতুস্বরমুক্তিনোতি । অয়মপি ব্রহ্মণ উপাদানত্বে হেতুর্ভৎ সাক্ষাৎ উপাদান-  
ত্বমুপাদায় উভয়োঃ প্রলয়প্রভবয়োঃ আদ্যনং কথনং দৃষ্টতে শ্রুতিবিধি শেষঃ ।—শ্রুতি যে  
সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে অর্থাৎ অস্ত্র উপাদানের উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মকে কারণ রূপে  
এই কর্তৃত্ব জগৎউৎপত্তির ও প্রলয়ের উপদেশ করিয়াছেন তাহাও ব্রহ্মের উপাদানধারণতার  
প্রতি পূর্ণ হইয়াছে ।

সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে  
আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি ইতি। যদ্বি যস্মাৎ প্রভবতি যস্মিংশ্চ  
প্রলীয়তে তৎ তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং, যথা ত্রীহিষবাদীনাং  
পৃথিবী। সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরানুপাদানং সূচয়ত্যা-  
কাশাদেবেতি। প্রত্যস্তময়শ্চ নোপাদানাদন্যত্র কার্য্যস্য  
দৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

### আত্মকুতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥ \*

ইতশ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম, বৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং,  
তদাত্মানং স্বয়মকুরত ইত্যাত্মনঃ কৰ্ম্মত্বং কর্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি।

তস্যার্থং ব্যাচষ্টে “আকাশাদেব” ইতি প্রতিব্রক্ষণো জগৎপাদানত্বমবধারণন্তী  
উপাদানান্তরাভাবং সাক্ষাদেব দর্শয়তীতি সাক্ষাদিতি স্বত্রাবয়বেন দর্শিত-  
মিতি যোজন্য।

প্রকৃতিগ্রহণমুপলক্ষণং নিমিত্তমিত্যপি দ্রষ্টব্যং কৰ্ম্মত্বেনোপাদানত্বাৎ

প্রাপ্ত হয়।” যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে অন্তর্গত হয়, সে  
তাহার উপাদান। এ তত্ত্ব বা এ নিয়ম সর্ববিদিত। যেমন ধাতাদি উদ্ভি-  
ক্ষের উপাদান পৃথিবী। ব্রহ্ম যে জগৎসৃষ্টির জন্ত অগ্র উপাদান গ্রহণ  
করেন নাই—শ্রুতি তাহা “আকাশাৎ এব—কেবলমাত্র আকাশ হইতে”  
এইরূপ সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন। অপিচ, জগৎপ্রবোয় বিনাশ উপা-  
দান দ্রব্যেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে।

ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, উপাদান, এতৎপ্রতি অন্তহেতু এই যে, শ্রুতি  
ব্রহ্মপ্রকরণে “ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন—বিশ্বাকারে উৎপাদন  
করিলেন।” এবম্প্রকার বাক্যে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব কৰ্ম্মত্ব উভয়রূপতা উপদেশ  
করিয়াছেন। ‘আপনাকে’ এতদ্বারা কৰ্ম্মত্ব (ক্রিয়ামানস্ব বা ক্রুতির বিষয়)  
এবং ‘আপনিই করিলেন’ এতদ্বারা কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। [কথং...প্রতী-

\* পরিণামাৎ পরিণামঘটকাৎ আত্মকুতেঃ আত্মদ্বন্ধিনী কৃতিঃ সম্বন্ধোহপ্যায়নঃ কৃতিঃ  
এতি বিষয়ত্বমাত্রয়ত্বক তস্মাৎ অপি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বমিতি যোজন্য।—ব্রহ্ম আপনাকেই  
আপনি পরিণামিত করিয়াছেন, এই স্রোত অর্থও ব্রহ্মের উপাদানকারিত্ব বাক্যে ক-  
রিয়াছে।



দ্ব্যঙ্গানমিতি কৰ্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কৰ্ত্ত্বম্। কথং পুনঃ  
পূৰ্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কৰ্ত্ত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং  
সম্পাদয়িতুং, পরিণামাদিতি ক্রমঃ। পূৰ্ব্বসিদ্ধোহপি হি  
সম্বাদ্য বিশেষণে বিকারাঙ্গনা পরিণাময়ামাস্তানমিতি।  
বিকারাত্মনা চ পরিণামো মূদাদ্যন্ত প্রকৃতিবৃপলক্ষম্। স্বয়-  
মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রतीयতে।  
পরিণামাদিতি চেৎ পৃথকসূত্রম্—তস্যৈষোহর্থঃ। ইতচ্চ  
প্রকৃতিব্রহ্ম বৎকারণং ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনাহয়ং পরিণামঃ

কৰ্ত্ত্বেন চ তৎপ্রতি নিমিত্তত্বাৎ। “কথং পুনরি”তি। সিদ্ধসাধ্যয়োরেকত্রা-  
সমবায়োবিরোধাদিতি। “পরিণামাদিতি ক্রম” ইতি। পূৰ্ব্বসিদ্ধস্যাপ্য-  
নির্লচনীয়বিকারাত্মনা পরিণামোহনির্লচনীয়ত্বাৎ ভেদেনাভিন্ন ইবেতি সিদ্ধ-  
স্যপি সাধ্যত্বমিত্যর্থঃ। একবাক্যত্বেন ব্যাখ্যায় পরিণামাদিত্যবচ্ছিন্য ব্যাচষ্টে  
“পরিণামাদিতি চেৎ” ইতি। সচ্চ ত্যচেতি দ্বৈ ব্রহ্মণোরূপে। সচ্চ সামান্ত-  
বিশেষণপরোক্ততয়া নির্লচ্যং পৃথিব্যশ্বেজোলক্ষণম্। ত্যচ্চ পরোক্ষমত  
এবানির্লচ্যমিদন্তয়া বায়ুকাশলক্ষণম্। কথঞ্চ তদ্ব্রহ্মণো রূপং যদি তস্য  
ব্রহ্মোপাদানম্। তস্মাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্ম ভূতানাং প্রকৃতিরिति।

স্বতে.] যদি বল, যাহা পূৰ্ব্বসিদ্ধ সৎ—যাহা আছে—কৰ্ত্ত্বরূপে ব্যবস্থিত  
আছে—কিৰূপে তাহার ক্রিয়মানতা ঘটনা হয়? সম্ভব হয়? (যাহা থাকে  
না তাহাই ক্রতির বিষয় হয় অর্থাৎ করা হয়, এ নিয়ম সৰ্ব্ববিদিত)। ইহার  
প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে হইবে, করিলেন অর্থাৎ পরিণত করিলেন। সেই  
পূৰ্ব্বসিদ্ধ সৎ (ব্রহ্ম) আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকার-  
রূপ পরিণাম মৃত্তিকাদিতেও দৃষ্ট হয়। বিশ্বস্থিতির জন্য পৃথক্ নিমিত্ত  
জব্যের অপেক্ষা ছিল না, তিনি নিজেই নিমিত্ত। এ সিদ্ধান্ত ‘স্বয়ং’ শব্দের  
দ্বারাও লক্ষ হইতেছে। [পরি...দিনেতি] অথবা ‘পরিণামাৎ’ এই একটা  
পৃথক্ সূত্র। ইহার অর্থ—যেহেতু শ্রুতি “ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, বাক্য-  
গোচর ও বাক্যের অগোচর সমস্তই হইয়াছেন।” এবশ্রুতাবে ব্রহ্মাধি-

সামান্যাদিকরণেনান্নায়তে, সচ্চ ত্যচ্চাভবমিরুক্তকথানিরুক্তঞ্চ, ইত্যাদিনেতি ॥ ২৬ ॥

### যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥ \*

ইতশ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি পঠ্যতে বেদান্তেষু,—কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ইতি, যদ্বৃতযোনিং পরিপশ্চন্তি ধীরা ইতি চ। যোনিশব্দশ্চ প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে। পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনামিতি। স্ত্রীযোনেরপ্যন্ত্যেবাবয়বদ্বারেণ গর্ভং প্রভূতপাদানকারণত্বম্। কচিৎ স্থানবচনোহপি যোনিশব্দো দৃষ্টঃ, যোনিস্তে ইন্দ্রনিষদে অকারি ইতি। বাক্যশেষাৎ তত্র প্রকৃতিবচনতা পরিগৃহ্যতে, যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে গৃহ্যতে চ ইত্যেবজ্ঞাতীয়কাৎ। তদেবং প্রকৃতিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্।

করণে বিকার ( পরিণাম ) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন—সে হেতুতেও তিনি বিধোপাদান।

যে হেতু বহুবেদান্তে ‘ব্রহ্মই প্রকৃতি’ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—সেই হেতু তিনি প্রকৃতি-কারণ। যথা—“তিনি কর্তা, নিয়ন্তা, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ, যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি।” “ধীরগণ সেই ভূতপ্রকৃতি ব্রহ্মকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন।” [ যোনি...প্রসিদ্ধম্ ] যোনি-শব্দের অর্থ প্রকৃতি, ইহা সর্ববিদিত। “পৃথিবী ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান” এ কথা লোকপ্রখ্যাত। স্ত্রীযোনিও অবয়ব দ্বারা গর্ভের উপাদান কারণ। কোন কোন বেদে যোনি শব্দের স্থান-অর্থ দৃষ্ট হয় সত্য; যথা—“হে ইন্দ্র। আমি তোমার উপবেশনের স্থান প্রস্তুত করিয়াছি।” তথাপি প্রদর্শিত স্থলে বাক্যশেষ ও তাহার তাৎপর্য অনুসারে প্রকৃতি অর্থই গৃহীত হইবে। এইরূপে লোক ও বেদ উভয়ই ব্রহ্মের

\* হি ব্রহ্মাং ব্রহ্মৈব যোনিঃ প্রকৃতিরিত্যিতি ক্রতিম্ পঠ্যতে ভাস্করাদপি কারণং ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিব্রহ্মমিতি যোজন্য।—যে হেতু ক্রতি ব্রহ্মকে বিশ্বযোনি (বিশ্বের উৎপত্তি স্থান) বলিয়াছেন সে হেতুতেও তাহার উপাদানকারণতা নির্ধারিত হয়।

যৎপুনরিদমুক্তমীক্ষাপূর্বককর্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষেব কুলা-  
লাদিয়ু লোকে দৃষ্টং নোপাদানেষিত্যাদি, তৎপ্রত্যাচ্যতে। ন  
লোকবদিহ ভবিতব্যম্। ন হয়মনুমানগম্যোহর্থঃ শব্দগম্যত্বা-  
ভস্যার্থস্য যথাশব্দমিহ ভবিতব্যম্। শব্দশ্চক্ষিতুরীশ্বরস্য  
প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যবোচাম। পুনশ্চ তৎসর্বং বিস্ত-  
রেণ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ ॥ ২৭ ॥

পূর্বপক্ষিণোহনুমানমুভাষ্যাগমবিরোধেন দৃশ্যতি “যৎপুনরি”তি।  
এতদুক্তং ভবতি। দৈবরোজগতোনিমিত্তকারণমেবেক্ষাপূর্বকজগৎকর্তৃত্বাৎ  
কুন্তকর্তৃকুলালবৎ। অত্রেশ্বরস্যাসিদ্ধোশ্রয়াসিদ্ধোহেতুঃ পক্ষশ্চাপ্রসিদ্ধ-  
বিশেষাঃ। যথাহঃ—নানুপলক্ষে ত্রায়ঃ প্রবর্তত ইতি। আগমাস্তৎসিদ্ধিরিতি  
চেদ, হস্ত তর্হি যাদৃশমীশ্বরমাগমোগময়তি তাদৃশো হৃদ্যপগন্তব্যঃ। স চ  
নিমিত্তকারণং চোপাদানকারণক্ষেত্ৰমবগময়তীতি। বিশেষ্যাশ্রয়গ্রাহাগম-  
বিরোধান্নানুমানমুদেতুমর্হতীতি, ইতি কূতস্তেন নিমিত্তত্বাবধারণেত্যর্থঃ। ইয়-  
ক্ষোপাদানপরিণামাভিধাযা ন বিকারাভিপ্রায়েণাপি তু যথা সর্পসোপাদানং  
রজুরেবং ব্রহ্ম জগদুপাদানং দ্রষ্টব্যম্। ন খলুনিত্যস্য নিকলস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব-  
অনৈকদেশেন বা পরিণামঃ সম্ভবতি নিত্যত্বাদনৈকদেশত্বাদিত্যুক্তম্। ন চ  
মুদঃশরাদায়োভিধ্যস্তে ন চাভিন্না ন বা ভিন্নাভিন্নাঃ কিম্বনির্লচনীয়া  
এব। যথাহ ঋতি‘মূর্ত্তিকেত্যেব সত্যমি’তি। তস্মাদদৈবতোপক্রমাহুপ-  
সংহারাত সর্ব এব বেদান্তা একান্তিক্যদৈবতপরাঃ সমস্তাঃ সাক্ষাদেব কচিদ-  
দৈবতমাহঃ, কচিদৈবতনিষেধেন, কচিদব্রহ্মোপাদানত্বেন জগতঃ। এতাব-  
তাপি তাবত্তেদোনিষিদ্ধোভবতি ন তুপাদানত্বাভিধানমাত্রেণ বিকারগ্রহ-  
আহেয়ঃ। ন হি বার্টেক্যদেশস্যার্থোহস্তীতি।

প্রকৃতিত্বং দেখাযায়। [ যৎ...পাদয়িষ্যামঃ ] বলিয়াছিল, সংকল্পপূর্বক বা  
ইচ্ছাপূর্বক কর্তৃত্ব নিমিত্তকারণেই দৃষ্ট হই, উপাদানে নহে, এক্ষণে তাহার  
প্রত্যুত্তর দিতেছি। শাস্ত্রীয় অর্থ দৃষ্টানুসারী নহে। অনুমানগম্যও  
নহে। তাহা কেবল শাস্ত্রগম্য; সুতরাং শাস্ত্রের শাস্ত্রানুরূপ অর্থই গ্রাহ্য।  
শাস্ত্র সেই ক্ষেত্রিতা পুরুষকে প্রকৃতিকারণ বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি  
প্রকৃতি কারণ। এ কথা পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে এবং পরেও ইহা  
বিস্তৃতরূপে বলা হইবে।

## এতেন সৰ্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥ \*

ঈক্ষতে নীশকমিত্যরভ্য প্রধান কারণবাদঃ সূত্রৈরেব  
পুনঃ পুনরাশঙ্ক্য নিরাকৃতঃ, তস্য হি পক্ষস্যোপোদ্বলকানি  
কানিচিল্লিঙ্গাভাসানি বেদান্তেষাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতি-  
তাস্তীতি। স চ কার্য্যকারণান্যত্বাভ্যাপগমাৎ প্রত্যাসন্নো  
বেদান্তবাদস্য দেবলপ্রভৃতিভিষ্চ কৈশ্চিদ্ধর্ষসূত্রকারৈঃ স্ব-  
গ্রন্থেষাপ্রতিঃ। তেন তৎপ্রতিষেধ এব যত্নোহতীব কৃতো  
নাগাদিকারণবাদপ্রতিষেধে। তেহপি তু ব্রহ্মাকারণবাদ-  
পক্ষস্য প্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিষেদ্ধব্যঃ, তেষামপ্যোপোদ্বলকঃ  
বৈদিকং কিঞ্চিল্লিঙ্গমাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভায়াদিতি

সাদেতৎ। মাত্ৰং প্রধানং অগত্বাদানং তথাপি ন ব্রহ্মোপাদানম্  
সিধ্যতি, পরমাণুদীনাংপি তদুপাদানানামুপপন্নবদন্তাত্তেবামপি হি কিঞ্চি  
হুপোদ্বলকমন্তি বৈদিকং লিঙ্গমিত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ সূত্রকারঃ।

সূত্রকার ব্যাস প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ সূত্রের পর হইতে এ পর্য্যন্ত পুনঃ  
পুনঃ আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক সাংখ্যের প্রধানবাদের প্রতিষেধ করিয়াছেন  
প্রতিষেধ (খণ্ডন) করিবার কারণ এই যে, বেদান্ত মধ্যে এমন অনেক  
ভ্রামক কথা আছে—যাহা দেখিলে অসংস্কৃতবুদ্ধি লোকের আপাত-জ্ঞানে  
(বিচার বর্জিত জ্ঞানে) সে সকল কথা সাংখ্যীয় প্রধানবাদের পোষক  
বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। সাংখ্যবাদেও কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকৃত  
হয়, তজ্জন্ত তাহা বেদান্তবাদের অতি সন্নিহিত। অতি সন্নিহিত বলিয়া  
হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, দেবলাদিকৃত ধর্মগ্রন্থে অবৈদিক  
সাংখ্যবাদ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। সেই কারণে সূত্রকা-  
র্য্যাস সাংখ্যীয় প্রধানবাদ নিষেধার্থ অত্যন্ত যত্ন করিয়াছেন। প্রধানবা-

\* এতেন প্রধান কারণবাদনিষেধন্যায়িকলাপেন সৰ্বে অস্বাদিকারণবাদা প্রতিষেধতঃ  
ব্যাখ্যাতা-বেদিকব্যঃ। বীক্ষ্যমাণ্যায়সমাপ্তিয্যোক্তার্থা।—এ পর্য্যন্ত যে সকল যুক্তির দ্বা-  
রা প্রধান কারণবাদ নিরাকৃত করা হইল—সেই সকল যুক্তিতে পরমাণুকারণবাদ প্রতী-  
তি নিরাকৃত করা হইয়াছে; ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশিতি, এতেন প্রধান-  
 কারণবাদপ্রতিষেধন্যায়কলাপেন সর্বৈহুগাদিকারণবাদা অপি  
 প্রতিদ্বিতয়া ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যঃ। তেষামপি প্রধান-  
 বদশব্দত্বাচ্ছবিরোধিত্বাচ্চেতি। ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতা  
 ইতি পদাভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমছান্দীরকমীমাংসাভাষ্যে শক্তরত্নগবংপূজ্যপাদকৃতে

প্রথমস্তাধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

নিগধব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতেং স্বত্রম্।

প্রতিজ্ঞালক্ষণং লক্ষ্যমাণে পদসম্বন্ধঃ।

বৈদিকঃ স চ তত্রৈব নাস্তজ্ঞেত্যত্র সাধিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং

প্রথমস্তাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

সম্পূর্ণশ্চ প্রথমোহধ্যায়ঃ।

নিষেধার্থ যত যত্র করিয়াছেন, পরমাণুবাদ প্রভৃতির নিষেধার্থ তত যত্র  
 করেন নাই। কিন্তু তাহাও নিরাকার্য্য। সে সকল পক্ষও ত্রুটিকারণবাদের  
 (বেদান্তবাদের) শব্দ স্তূতরাং নিরাকার্য্য অর্থাৎ খণ্ডনীয়। সে সকল মত  
 মন্দমতি পুরুষের ভ্রম গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকায় সে সকল মত অবশ্য  
 খণ্ডনীয়। এই অভিপ্রায়ে স্বত্রকার ব্যাস প্রধান মল্ল নিপাত দৃষ্টান্তে  
 অতিদেশ বাক্যে বলিতেছেন—যে সকল যুক্তিসমূহের দ্বারা প্রধানবাদ  
 নিরাকৃত হইল—সেই সকলের দ্বারাই অন্তান্ত সমুদায় বাদ (পরমাণুবাদ  
 প্রভৃতি) নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পরমাণু প্রভৃতিও  
 প্রধানের ন্যায় অবৈদিক ও বেদবিরুদ্ধ। ‘ব্যাখ্যাতা’ শব্দের দ্বিকৃতি  
 অধ্যায়সমাপ্তির বোধক।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

17.12.85

698



R. R. N.

G. R. N.

40984













